জিজাস ফিল্ম হারভেষ্ট পার্টনারস্ প্রিচিং পয়েন্ট
বাইবেল শিক্ষা

পুরাতন নিয়মের সবচেয়ে গুরত্বপ ূর্ণ আইন সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে, যীশু বলেছিলেন যে,:

> **“তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ এবং তোমার সমস্ত মন িদয়া তোমার ঈশর সদাপ্রভুকে প্রেম করিবে।” এইটি মহৎ এবং প্রথম আজ্ঞা । এবং দ্বিতীয়টি ইহার তুল্য: তোমার প্রতিবেশীকে আপনার মত প্রেম করিবে ।”এই দুইটি আজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থা ব্যবস্থা এবং ভাববাদীগ্রন্থও ঝুলিতেছে ।** (মথি ২২:৩৭-৪০)

যীশুর বর্ণনা অনুসারে যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যেরা এমন লোক ছিল, যারা ঈশ^রকে তাদের সমস্ত হৃদয়, আত্মা এবং মন দিয়ে ভালবাসতেন এবং তাদের প্রতিবেশীদের নিজেদের মতো করে ভালবাসতেন। যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য হওয়ার বিষয় শুধুমাত্র একবার একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার মত বিষয় নয়, কিন্তু এটি আমাদের যীশুর আরো কাছে যাওয়ার এবং অন্যদের প্রতি আমাদের ভালবাসার গভীরতা আরো বৃদ্ধি করার একটি ধারাবাহিক জীবনধারা।

যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য হওয়া একটি খুব দ্রুত এবং সহজ প্রক্রিয়া নয়। কারণ পাপ একজন ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি অংশকে ক্ষত বিক্ষত করে। যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য হওয়ার অর্থ হল, খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে ঈশরের হাতে তার জীবনের প্রতিটি অংশকে পরিবর্তন এবং সুস্থ করার জন্য সঁপে দেওয়া। যাইহোক, যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য হওয়া কেবল একটি নেতিবাচক প্রক্রিয়া নয় (পাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া), এটি একটি ইতিবাচক প্রক্রিয়াও। কারণ এর ফলে শিষ্যরা ঈশরের আত্মায় পরিপূর্ণ হচ্ছে। ইব্রীয় পুস্তকের লেখক ১২ অধ্যায়ে তার পাঠকদের “ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া” ও “ধৈর্যপূর্বক দৌড়ানো” — উভয়ের জন্যই আহ্বান জানিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে তিনি নেতিবাচক এবং ইতিবাচক এই প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

> **অতএব, এমন বৃহৎ সাক্ষিমেঘে বেষ্টিত হওয়াতে আইস,আমরাও সমস্ত বোঝা ও সহজ বাধাজনক পাপ ফেলিয়া দিয়া ধৈর্যপূর্বক আমাদের সম্মুখ¯হ ধাবনক্ষেত্রে দৌড়াই; বিশ্বাসের আদিকতার ও সিদ্ধিকতার যীশুর প্রতজেনেসিসৃষ্টি রাখি ; তিনিই আপনার সম্মুখস্থ আনন্দের নিমিত্ত ক্রুশ সহ্য করিলেন,অপমান তুচ্ছ করিলেন এবং ঈশ্বরের সিংহাসনের দক্ষিণে উপবিষ্ট হইয়াছেন।** (ইব্রীয় ১২:১-২)

শিষ্য হওয়া এমন একটি প্রক্রিয়া, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যে প্রক্রিয়ার শেষ নেই । সমস্ত খ্রীষ্টিয়ানকে ধারাবাহিকভাবে যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য হিসাবে আত্মায় বেড়ে উঠতে হবে । যজেনেসিসও শিষ্য হওয়া একটি আজীবন যাত্রা, কিন্তু একজন নতুন বিশ ^াসীর আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম দুই বছর খুবই গুরুত্বপ ূর্ণ । এই প্রথম বছরগুলিতে নতুন খ্রীষ্টিয়ানে দর একটি দৃঢ় ভিত্তি তৈরি করতে হবে যা পরীক্ষা এবং প্রলোভনের সময়ে শক্ত হয়ে তাে দর দাড়াঁতে সাহায্য করবে । কিন্তু দুভার্গ্যবশত, যজেনেসিস তারা এই মজবুত ভিত্তি তৈরি না করে, তাহলে পরীক্ষা এবং প্রলোভনের সময়ে তাে দর সেই দ ূর্বল ভিত্তির কারণে তারা ভেঙে পড়বে । (ম্যাথু ৭:২৪-২৭)

এই শিষ্যত্ব প্রক্রিয়ায় সাহায্য করার জন্য, আমরা এই দুই বছরের বাইবেল পাঠের সেট তৈরি করেছি । পাঠের এই সেটটি আপনাকে একজন শিক্ষক হিসাবে ছাত্রে দর নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একটি

হাতিয়ার হিসেবে সাহায্য করবে যখন তারা নতুন খ্রীষ্টিয়ান হওয়া থেকে যীশু খ্রীষ্টের সম্পূর্ণ বাধ্যগত অনুসারী হওয়ার পথে যাত্রা করে। এই পাঠগুলো বাইবেলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে তৈরি, যা আপনার ছাত্রদেরকে বাইবেলে প্রকাশিত ঈশ্বরের গল্পগুলো পরিপূর্ণভাবে বোঝার একটি সুযোগ দেয়।

এই পাঠগুলোর এই বিষয়টিও প্রকাশ করে যে, যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য হওয়া বাইবেল শিক্ষার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একজন শিষ্য হওয়ার জন্য আমাদের মনকে ঈশ্বরের কাজের জন্য এতটা খুলে দেওয়া প্রয়োজন যাতে ঈশ্বরের দেওয়া বাইবেলের শিক্ষা গ্রহণ করতে এবং শিষ্য হিসেবে আমাদের সমস্ত জীবনধারা পরিবর্তন করার কাজে ঈশ্বর আমাদের জীবনকে ব্যবহার করতে পারেন। অতএব, শিক্ষার্থীরা যাতে তাদের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে শাস্ত্রের অনুচ্ছেদ বুঝতে এবং প্রয়োগ করতে পারে এই বিষয়ে সাহায্য করার জন্য আমরা বাইবেলের এই পাঠগুলো তিনটি ভাগে ভাগ করেছি:

- **মাথা:** এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে?
- **হৃদয়:** আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে এই পাঠটি কি বলে?
- **হাত:** আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ জেনেসিসতে পারি?

ডানজেনেসিসকের চিত্রটির মাধ্যমে আমরা বুঝি পাঠটি কিভাবে আমাদের **মাথা**, **হৃদয়** এবং **হাত** এই বিষয়গুলোর সংগে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং কিভাবে তা খ্রীষ্টিয়ানদের যীশু খ্রীষ্টের মতো হয়ে উঠার জন্য সজ্জিত করতে সাহায্য করে।

বাইবেলের পাঠগুলো তিনটি ভাগে বিভক্ত।

(১) পরিচায়ক উপকরণ

- **পাঠের শিরোনাম** এবং **বাইবেলের নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদের** অংশ বিশেষ। আপনার ছাত্রদের বাইবেলে ঈশ্বরের গল্পের সম্পূর্ণ অর্থটি বুঝতে সাহায্য করার জন্য, আমরা বাইবেলের অন্য অংশ থেকে একটি পরিপূরক পাঠের সাথে মূল পাঠের পাঠ্যটিকে যুক্ত করেছি। পুরাতন নিয়মের পাঠের জন্য, নতুন নিয়মের একটি পাঠ্যও রাখা হয়েছে যা প্রতিটি পাঠের সুসমাচারের একটি উপাদান রয়েছে তা নিশ্চিত করে। নতুন নিয়মের পাঠের জন্য, আমরা নতুন নিয়ম বা পুরাতন নিয়মের একটি পাঠ্য বেছে নিয়েছি।
- **পাঠের উদ্দেশ্যগুলি** "মাথা, হৃদয়, এবং হাত" মডেলের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

- **পাঠের চিত্র :** আপনার ছাত্রে দর উপর নির্ভর করে প্রতিটি পাঠের একটি চিত্র থাকে, যা তাে দরকে আরও ভালভাবে পাঠের ভিতরে ঢুকতে এবং তা বুঝতে সাহায্য করতে পারে ।
- **একটি পে দ পাঠের শিক্ষা ।** এই প দটি বাইবেল অধ্যায়ন সময়ের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আপনার জন্য পাঠের একটি মুল ফোকাস হিসাবে এবং ছাত্রে দর সপ্তাহব্যাপী কাজ করার সময় একটি স্মৃতি বা প দ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে ।

(২) **পটভ ূমি উপকরণ:**

- **পাঠের সার সংক্ষেপ** বিশেষভাবে ছবির সাে থ সংযুক্ত । ওয়েসলিয়ান প্রকাশনী হাউজ পাঠের চিত্র এবং পাঠের সারাংশ তৈরি করেছে এবং জে এফ এইচ পি অনুমতি নিয়ে এই গবেষনায় উভয়ই ব্যবহার করছে ।
- **ছবি ে থকে শেখা** এর অংশটি তুলে ধরে যে কিভাবে এই ছবির কিছু অংশ বাইবেল পাঠ্যের সাে থ সম্পর্কিত ।
- **পাঠ প্রসঙ্গ** বিভাগটি প্রধান এবং পরিপ ূরক উভয় পাঠের জন্য পটভ ূমির উপা দান এবং প্রসঙ্গ নিধার্রণ করে ে দয় ।

(৩) **বাইবেল অধ্যয়ন:** শিক্ষক হিসাবে আপনি আপনার ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বাইবেল অধ্যয়নকে কীভাবে সংগঠিত করবেন তা ভালভাবে জানবেন, আমরা নিম্নলিখিত বিভাগগুলির সাথে একটি মৌলিক রূপরেখা তৈরি করেছি:

- **প্রা র্থনা করুন:** প্রতিটি পাঠ প্রা র্থনার মাধ্যমে **শুরু** হয় এবং শেষ হয়, এই স্ব স্বাক্ষী স্বরুপ যে, এই বাইবেল অধ্যয়নের সময়টি কেবল তখনই উপকারী হবে যজেনেসিস আপনি এবং **শিক্ষার্থীরা,** আপনারা ঈশ্বর আপনাে দর যা বলতে চান তা শোনেন । এই প্রা র্থনার সময়টি আপনাকে এবং শিক্ষার্থীে দর প্রা র্থনার অনুরোধ এবং প্রা র্থনার উত্তরগুলো সহভাগিতা করার জন্য সময় ে দয় ।
- **শোনা:** এই অংশে বাইবেলের পাঠগুলি অেঙ ^ষণ করা হয় যখন পাঠ্যগুলি পড়া হয়, প্রেক্ষাপট ে দওয়া হয় এবং একজন ছাত্রকে আমন্ত্রণ জানানো হয় সেগুলির সারসংক্ষেপ করার জন্য।
- **আলোচনা করুন:** এই অংশটি পাঠের হ্ দয় । যজেনেসিসও প্রা র্থনা, শোনা এবং প্রয়োগ অংশগুলো প্রতিটি সপ্তাহের জন্য একই, কিন্তু আমরা প্রতিটি বিভাগের জন্য সহভাগিতা বিভাগটি অন্যভাবে তৈরি করেছি । মাথা, হ্ দয় এবং হাত মডেল দ্বারা সংগঠিত এই বিভাগে শিক্ষার্থীে দর জন্য কিছু ফলো— আপ প্রশ্ন সহ পাঠ্যটির একটি সংক্ষিপ্ত প্রয়োগ ে দওয়া হয়েছে ।
- **প্রয়োগ:** এই শেষ অংশে, পাঠটি ে থকে যে শিক্ষা রয়েছে তা কীভাবে শিক্ষার্থীরা তাে দর ৈ দনি› দন জীবনে প্রয়োগ করতে পারে তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে । এই পাঠটি প্রা র্থনার মাধ্যমে শেষ হয়, যা শিক্ষা র্থীে দর এই বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করে যে তাে দর নিজের ক্ষমতা এবং প্রজ্ঞার অধীনে এই পাঠের শিক্ষাকে কাজে লাগাতে তারা পারবে না, বরং ঈশ্বরের শক্তি এবং প্রজ্ঞার মাধ্যমে তারা তা করতে পারবে।

অবশেষে, এই দুই বছরের পাঠের সেটের উদ্দেশ্য হল আপনি এই পাঠগুলো শুরু ে থকে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের পুরো গল্প বলার জন্য ব্যবহার করুন ।এছাড়াও, আমরা বুঝতে পারি যে আপনি হয়ত স্বল্পমেয়া দী বাইবেল স্টাডিগুলোতেও সেগুলি ব্যবহার করতে চান । অতএব, আমরা গুরুত্বপ ূর্ণ থিমগুলির পাশাপাশি তিনটি ”ট্র্যাক” চিহ্নিত করেছি যা ছোট বাইবেল অধ্যয়ন দলগুলোর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে । ট্র্যাকগুলি হল:

- **দশ আজ্ঞার পে থর বিষয়ে আলোচনা**
- **পবিত্র আত্মার ফলের বিষয়ে আলোচনা**
- **আর্টিকেল অফ ফেইথ ট্র্যাক** (চার্চ অফ দ্য নাজারেন মেম্বারশিপ)

এই নিবন্ধের প্রতিটি পাঠের জন্য, বৃহত্তর ট্র্যাক ি থমের উপর পাঠকে ফোকাস করতে আপনাকে সাহায্য করার জন্য, আমরা পাঠের **পড়ার বিষয়** অংশে একটি বিশেষ অনুচ্ছেদ এবং প্রশ্ন সংযুক্ত করেছি । তিনটি ট্র্যাকের জন্য নিি র্দষ্ট পাঠের তালিকা এই ভ ূমিকার শেষে রয়েছে ।

এই বাইবেল অধ্যয়নগুলি নতুন বিশ্বাসীদের যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য হওয়ার জন্য একটি শক্তিশালী শুরু করতে সাহায্য করার জন্য অনেক প্রার্থনা এবং অধ্যয়নের সাথে প্রস্তুত করা হয়েছে। । প্রিয় **শিক্ষক**, আপনার ছাত্রে দর এত **গুরুত্বপ ূর্ণ** ভ ূমিকা পালন করার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবা দ! ঈশ্বরের রাজ্য আপনার সম্প্র দায়ে আরো বৃদ্ধি পাবে এবং প্রসারিত হবে যখন আপনি এবং আপনার ছাত্ররা আরও গভীরভাবে এই বিষয়টি বুঝতে পারবেন যে, এটি ে দখতে কেমন, যীশুর ভাষায়:

> **"তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ এবং তোমার সমস্ত মন জেনেসিসয়া তোমার ঈশ ^র স দাপ্রভুকে প্রেম করিবে ।" . . . এবং . . . . . তোমার প্রতিবেশীকে আপনার মত প্রেম করিবে ।** (ম্যাথু ২২:৩৭-৩৮)

খ্রীষ্টেতে আপনার,যীশুর ফিল্ম হারভেস্ট পার্টনার দল ।

# পাঠ	বাইবেল পাঠগুলোর নাম	বাইবেল–এর অংশ
১	সৃষ্টি ও সবকিছুর শুরু	জেনেসিস ১,২
২	মানব জাতির পাপে পতন	জেনেসিস ৩
৩	কয়িন ও হেবল	জেনেসিস ৪:১-১৬
৪	নোহ একটি নৌকা বানালেন	জেনেসিস ৬
৫	বাবিলের উচু টাওয়ার	জেনেসিস ১১:১-৯
৬	সে দাম ও ঘমোরা ধ্বংস হল	জেনেসিস ১৯:১-২৯
৭	ঈশ ^র উৎসর্গের পশু যোগালেন	জেনেসিস ২২:১-১৯
৮	এষৌ জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রি করলেন	জেনেসিস ২৫:১৯-৩৪
৯	ঈশ্বরের সা ে থ যাকোবের মল্লযুদ্ধ	জেনেসিস ৩২:২২-৩২
১০	যোশেফের স্বপ্ন	জেনেসিস ৩৭
১১	কারাগারে যোশেফ	জেনেসিস ৪০
১২	যোশেফ মিশরের শাসনকর্তা হলেন	জেনেসিস ৪১
১৩	শিশু মোশিকে উদ্ধার করা হলো	যাত্রা ২:১-১০
১৪	জলন্ত ঝোপ	যাত্রা ৩
১৫	মিশরে দশটা মহামারীর আঘাত	যাত্রা ৭:১-১৩
১৬	প্রথম নিস্তার পর্ব	যাত্রা ১১:১-১২:১৩
১৭	লোহিত সাগর পাড় হওয়া	যাত্রা ১৩:১৭-১৪:৩১
১৮	মরুভূমিতে মান্না খাওয়া	যাত্রা ১৬
১৯	মোশী পা থরে আঘাত করলেন	যাত্রা ১৭:১-৭
২০	দশ আজ্ঞা	যাত্রা ২০:১-২০

# পাঠ	বাইবেল পাঠগুলোর নাম	বাইবেল–এর অংশ
২১	সোনার বাছুর	যাত্রা ৩২
২২	সমাগম তাঁবু তৈরী করা হল	যাত্রা ৩৯:৩২–৪৩
২৩	কনানে বারোজন গুপ্তচর	গননা ১৩
২৪	পিতলের সাপ	গননা ২১:৪–৯
২৫	বিলিয়মের কথা বলা গাধা	গননা ২২:২১–৪১
২৬	জ র্দন ন দী পাড় হওয়া	যিহোশুয় ৩–৪
২৭	যিরিহো নগরীর পতন	যিহোশুয় ৬
২৮	আখন এর পাপ ও শাস্তি	যিহোশুয় ৭
২৯	গিজেনেসিসয়োন ও মিজেনেসিসয়োনীয়রা	বিচারকর্ত ৭:১–২২
৩০	দলিলা শিমশোনকে ফাঁদ ফেললো	বিচারকর্ত ১৬:৪–৩১
৩১	রুত ও নয়মি যিরুশালেমে ফিরে আসেন	রুত ১
৩২	ঈশ র শমুয়েলকে আহ্বান করলেন	১ শমুয়েল ৩
৩৩	শমুয়েল শৌলকে অভিষেক েদন	১ শমুয়েল ১০
৩৪	শমুয়েল দায়ু দকে অভিষিক্ত করেন	১ শমুয়েল ১৫–১৬
৩৫	গলিয়তকে হত্যা করেন দায়ু দ	১ শমুয়েল ১৭
৩৬	দায়ু দ শৌলকে ছেড়ে েদন	১ শমুয়েল ২৬
৩৭	নিয়ম সিন্দুক ফিরে এলো	২ শমুয়েল ৬
৩৮	মন্দির নির্মাণ	১ রাজাবলি ৬:১–২২
৩৯	এলিয়কে খাবার িদল এক দাঁড় কাক	১ রাজাবলি ১৭:১–৬
৪০	কর্মিল পর্বতে এলিয় ভাববা দী	১ রাজাবলি ১৮:১৬–৪৬
৪১	নামানের নিরাময়	২ রাজাবলি ৫

# পাঠ	বাইবেল পাঠগুলোর নাম	বাইবেল–এর অংশ
৪২	যোয়াশ— এক শিশু রাজা	২ রাজাবলি ১১
৪৩	যিরুশালেমের প্রাচীর আবার গাঁথা হল	নহিমিয় ২:১১-২০
৪৪	ইষ্টের তার জাতির লোকে দর রক্ষা করলেন	ইষ্টের ৪
৪৫	দু:খভোগকারী দাস ইয়োব	ইয়োব ১
৪৬	যিশাইয় ভাববা দীর প্ন ও মিশন কাজ	যিশাইয় ৬:১-৮
৪৭	কুয়া েথকে যিরমিয় ভাববা দীকে রক্ষা করা	যিরমিয় ৩৮:১-১৩
৪৮	প্রজ্বলিত অগ্নি গহ্বর	দানিয়েল ৩
৪৯	দানিয়েল ও সিংহের খাঁচা	দানিয়েল ৬
৫০	যোনা ও সেই বিশাল তিমি মাছটা	যোনা ১-২
৫১	র্গ দুত মরিয়মের সংগে কথা বলেন	লুক ১:২৬-৫৬
৫২	মোশীহ জন্ম নিলেন	লুক ২:১-৩৮
৫৩	জ্ঞানী লোকেরা যীশুকে েদখতে আসলেন	ম্যাথু ২:১-১২
৫৪	যিরুশালেম মি› দরে বালক যীশু	লুক ২:৪০-৫২
৫৫	যীশুর বাপ্তিস্ম	ম্যাথু ৩:১-১৭
৫৬	যীশুর পরীক্ষা	ম্যাথু ৪:১-১১
৫৭	যীশুর প্রথম শিষ্যরা	লুক ৫:১-১১
৫৮	পক্ষাঘাতগ্র¯' রোগী সু¯' হল	মার্ক ২:২-১২
৫৯	যীশু নীক দীমকে শিক্ষা ে দন	যোহন ৩:১-২১
৬০	কুয়াতে জল নিতে আসা শমরীয় নারী	যোহন ৪:১-৪২
৬১	পর্বতে উপদেশ	ম্যাথু ৫:১-২০

# পাঠ	বাইবেল পাঠগুলোর নাম	বাইবেল–এর অংশ
৬২	যীশু ঝড় থামান	মার্ক ৪:৩৫-৪১
৬৩	শয়তানদের বের করা	মার্ক ৫:১-২০
৬৪	যীশুর কাপড় স্পর্শ করল এক নারী	মার্ক ৫:২৪খ—৩৪
৬৫	যায়ীরের মেয়ে সু¯' হল	মার্ক ৫:২১-২৪; ৩৫—৪৩
৬৬	যীশু পাঁচ হাজার লোককে খাবার িদলেন	যোহন ৬:১-১৩
৬৭	যীশু জলের উপরে হাটেন	ম্যাথু ১৪:২২-৩৩
৬৮	যীশুর রুপান্তর	ম্যাথু ১৭:১-৯
৬৯	দশজন কুষ্ঠরোগী সু¯' হল	লুক ১৭:১১-১৯
৭০	ধনী যুবক শাসক ঈশ্বরের সন্ধান করে	ম্যাথু ১৯:১৬-৩০
৭১	অন্ধ বরতীময় ে দখতে পেল	মার্ক ১০:৪৬-৫২
৭২	সক্কেয় যীশুর েদখা পেলেন	লুক ১৯:১-১০
৭৩	লাসার জীবিত হয়ে উঠলেন	লুক ১১:১-৫৪
৭৪	যীশু যিরুশালেমে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করেন	লুক ১৯:২৮-৪৪
৭৫	যীশু যিরুশালেম মি› দর পরিস্কার করলেন	লুক ১৯:৪৫-৪৮
৭৬	গরীব বিধবার দান	মার্ক ১২:৩৮-৪৮
৭৭	নিস্তার পর্বের নৈশভোজ	লুক ২২:১-২৩
৭৮	গেৎশীমানি বাগানে যীশুর প্রা র্থনা	লুক ২২:৩৯-৪৬
৭৯	যীশুকে গ্রেফতার করা হল	ম্যাথু ২৬:৪৭-৫৬
৮০	পিতর যীশুকে অকার করলেন	ম্যাথু ২৬:৬৯-৭৫
৮১	প্রভু যীশুর ক্রুশারোপন	ম্যাথু ২৭:১-৬৬
৮২	পুনরুত্থিত যীশুখ্রীষ্ট	লুক ২৪:১-১২

# পাঠ	বাইবেল পাঠগুলোর নাম	বাইবেল–এর অংশ
৮৩	যীশু মরিয়মকে ে দখা জেনেসিসলেন	যোহন ২০:১৯-২৯
৮৪	প্রচুর মাছ ধরা পড়ল জালে	যোহন ২১
৮৫	যীশুর র্গারোহন ও পবিত্র আত্নার জন্য	প্রেরিত ১:১-১৪
৮৬	পঞ্চশত্তমীর জেনেসিসন	প্রেরিত ২
৮৭	পিতর ও যোহন এক ভিক্ষুককে সু¯' করেন	প্রেরিত ৩
৮৮	অননীয় ও সাফিরা ম্যাথুযা কথা বললেন	প্রেরিত ৫:১-১১
৮৯	স্তিফানের সাক্ষ্যমর হওয়ার কাহিনী	প্রেরিত ৬:৮-৭:৬০
৯০	ফিলিপ ও ইথিয়পিয়া ে দশের এক লোক	প্রেরিত ৮:২৬-৪০
৯১	শৌলের মন পরিবর্তন হল	প্রেরিত ৯:১-১৯
৯২	শৌল সুসমাচার প্রচার করতে শুরু করলেন	প্রেরিত ৯:১৯-৩১
৯৩	কারাগারে পিতর	প্রেরিত ১২:১-১৯
৯৪	পৌল ও বার্নবা সুসমাচার প্রচারে বেড়	প্রেরিত ১৩:১-৫
৯৫	লুস্ত্রায় পৌলকে পাথর মারা হল	প্রেরিত ১৪:৮-২০
৯৬	ফিলিপীয় কারারক্ষক পরিত্রান পেলেন	প্রেরিত ১৫:৪০, ১৬:৪—৪০
৯৭	যা দুবজেনেসিস্যার পুস্তক পুড়িয়ে ফেলা হল	প্রেরিত ১৯:১-২০
৯৮	মাল্টা দ্বীপে জাহাজ ডুবিতে পৌল রক্ষা পেলেন	প্রেরিত ২৭
৯৯	রোমে চেইন্সে পল	প্রেরিত ২৮:১৭-৩১
১০০	নতুন যিরুশালেম	প্রেরিত ২১

১০ আজ্ঞা	পাঠ # এবং শিরোনাম	সাস্ত্রাংশ
দশ আজ্ঞার ভুমিকা	পাঠ ২০ : দশ আজ্ঞা	যাত্রা ২০:১-২০
আর কোন ঈশ ^র নাই	পাঠ ৪৮ : প্রজ্বলিত অগ্নি গহ্বর	দানিয়েল ৩
কোন প্রতিমা নয়	পাঠ ২১: সোনার বাছুর	যাত্রা ৩২
ঈশ ^র নি› দা নয়	পাঠ ৪০: কর্মিল পাহাড়ে এলিয়	১ রাজাবলি ১৮:১৬—৪৬
বিশ্রামবারের পবিত্রতা রক্ষা	পাঠ ১৮ : মরুভুমিতে মান্না	যাত্রা ১৬
করো তোমার পিতা—মাতাকে সমা দর	পাঠ ৩১ : রু থ ও নওমি	রুত ১
হত্যা করো না	পাঠ ৩ : কয়িন ও হেবল	জেনেসিস ৩:১-১৬
ব্যাভিচার করো না	পাঠ ১১ : কারাগারে যোশেফ	জেনেসিস ৪০
চুরি করো না	পাঠ ২৮ : আখনের পাপ	যিহোশুয় ৭
ম্যাথুযা কথা বলো না	পাঠ ৩০ : দলিলা শিম্শোনকে ফাঁদ ফেললো	বিচারকতর্গন ১৬:৪-৩১
কারো কোন ব¯'তে লোভ	পাঠ ৪৯ : দানিয়েল সিংহের খাঁচায়	দানিয়েল ৬

আত্মার ফল	পাঠ # ও শিরোনাম	সাস্ত্রাংশ
প্রেম	# ৩১ রুত ও নয়মি	রুত ১
আনন্দ	#৩১ নিয়ম সি› দুক ফিরে এলো	২ শমুয়েল ৬
শান্তি	# ৯৯ রোমের কারাগারে পৌল	প্রেরিত ২৮:১৭-৩১
ধৈর্য	# ৩৬ দায়ু দ পৌলকে ছেড়ে	১ শমুয়েল ২৬
দয়া	# ৮৭ পিতর ও যোহন এক	প্রেরিত ৩
উত্তমতা	#১২ যোশেফ মিশরের শাসনকর্তা হলেন	জেনেসিস ৪১
বিশ্বস্ততা	#৪৯ সিংহের খাঁচায় দানিয়েল	দানিয়েল ৬
ভ দ্রতা	# ৭৯ যীশুকে বি› দ করা হল	ম্যাথু ২৬:৪৭-৫৬

আত্মার ফল	পাঠ # ও শিরোনাম	সাস্ত্রাংশ
আত্ম—সংযম	# ৫৬ যীশুর পরীক্ষা	ম্যাথু ৪:১-১১

ফেইথ ট্র্যাক নিবন্ধ	পাঠ # ও শিরোনাম	সাস্ত্রাংশ
১. ত্রিত্ব ঈশ ^র	# ১ সৃষ্টি ও সবকিছুর শুরু	আজেনেসিস ১,২
২. যীশু খ্রীষ্ট	# ৫৮ যীশু পাপ ক্ষমা করেন	মার্ক ২:১-১২
৩. পবিত্র আত্মা	# ৯৭ যা দুবজেনেসিস্যার পুস্তক পুড়িয়ে ফেলা	প্রেরিত ১৯:১—২০
৪. পবিত্র সাস্ত্র	# ৬১ পর্বতে দত্ত উপে দশ	ম্যাথু ৫: ১—২০
৫. পাপ, আজেনেসিস ও ব্যক্তিগত	# ২ মানব জাতির পাপে পতন	আজেনেসিস ৩
৬. প্রায়শ্চিত্ত	# ৮১ যীশুর ক্রুশারোপন	ম্যাথু ২৭
৭. প্রিভেনিয়েন্ট গ্রেস	# ৯০ ফিলিপ ও ইথিয়পীয় কর্মকর্তা	প্রেরিত ৮:২৬-৪০
৮. অনুতাপ	# ৭২ সক্কেয়	লুক ১৯:১-১০
৯. পুর্বযাচাইকরন, পুনরুদ্ধারকরণ, আত্মীকরণ	# ৫৯ নিক দীম	যোহন ৩:১—২১
১০. খ্রীষ্টিয় পবিত্রতা ও পুর্ণ সুচিতা	# ৮৬ পঞ্চাশত্তমীর জেনেসিসন	প্রেরিত ২
১১. খ্রীষ্ট মন্ডলি	# ৯৪ পৌল ও বার্ণবা	প্রেরিত ১৩: ১—৫
১২. বাপ্তিস্ম	# ৫৫ যীশুর বাপ্তিস্ম গ্রহণ	ম্যাথু ৩: ১—১৭
১৩. প্রভুর ভোজ	# ৭৭ নিস্তার পর্বের ভোজ	লুক ২২
১৪. আরোগ্য দান	#৭৩ মৃত লাসার জীবিত হয়ে উঠলেন	যোহন ১১
১৫. যীশুর দ্বিতীয় আগমন	# ৮৫ আরোহণ	প্রেরিত ১:১-১৪
১৬. পুনরুত্থান, বিচার ও শেষ অব¯'া	# ১০০ নতুন যিরুশালেম	উদ্ঘাটন ২১

পাঠ শিরোনাম: ১ সৃষ্টি এবং সবকিছুর শুরু

পাঠের সাস্ত্রাংশ: আদিপুস্তক ১-২ অধ্যায়

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: যোহন ১:১-১৪

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** এটি বিশ্বাস করুন যে, ঈশ্বর আকাশ মন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং "সুন্দর"করে সৃষ্টি করেছেন এটিও বিশ্বাস করুন ঈশ্বর নারী ও পুরুষের মধ্যে বিবাহকে একটি বিশেষ সম্পর্ক হিসাবে সৃষ্টি করেছেন ।
- **হৃ দয়:** ঈশ্বর যে উত্তম জিনিষই তৈরী করেন সেই সত্যকে উ দযাপন করুন । ঈশ্বর ঘোষণা ি দয়েছেন মানুষকে "খুব সুন্দর" বলে । আমরা সবাই বিশেষ আশীর্বা দ প্রাপ্ত, কারণ আমরা ঈশ্বরের প্রতিম ূর্তিতে তৈরী হয়েছি ।
- **হাত:** ঈশ্বরের আশীবার্ দ প্রাপ্ত সৃষ্টি হিসাবে আমাে দর কাজ হচ্ছে সকল সৃস্টির প্রতি ও একে অপরের প্রতি যত্ন নেওয়া

একটি পে দ পাঠের শিক্ষা পরে ঈশ্বর তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তাকে সৃষ্টি করলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করে তাদেরকে সৃষ্টি করলেন, আদি ১:২৭

পাঠের সারসংক্ষেপ অনেক অনেক ি দন আগে, ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছিলেন । মাত্র ছয়ি দনের মধ্যে তিনি আকাশ মন্ডল, জলরাশি ও ভূমি সৃষ্টি করেছিলেন । এছাড়াও তিনি সমস্ত গাছপালা, তরুলতা, প্রাণী ও ফুল সৃষ্টি করেন । তারপর ঈশ্বর মাটি ে থকে মাটি হাতে তুলে নিলেন এবং একটি পুরুষ মানুষ সৃষ্টি করলেন । তিনি এই মানুষটির নাম ি দলেন 'আ দম' । ঈশ্বর তাঁর তৈরী সুন্দর একটি বাগানে আ দমকে থাকতে ি দলেন । আ দমের দায়িত্ব ছিলো ঈশ্বরের সৃষ্ট সব জিনিষের ে দখভাল করা । ঈশ্বর লক্ষ্য করলেন যে আ দম একেবারে একাকী । তিনি স্থির করলেন তার জন্য একজন সঙ্গি তৈরী করার যে তাকে কাজে সাহায্য করবে ও সঙ্গ ে দবে । তিনি আ দমকে গভীর ঘুমে অচেতন করলেন । এই ফাঁকে । তিনি আ দমের পাঁজর ে থকে একটি হাড় নিয়ে সেটি ি দয়ে একটি নারীকে সৃষ্টি করলেন । ঈশ্বর নারীটিকে আ দমের কাছে । ি দলেন এবং আ দম তার নাম ি দলেন 'হবা' । ঈশ্বর তাঁর সমস্ত সৃষ্টি ে দখে খুবই সন্তুষ্ট হলেন এবং সপ্তম ি দনে তিনি বিশ্রাম নিলেন

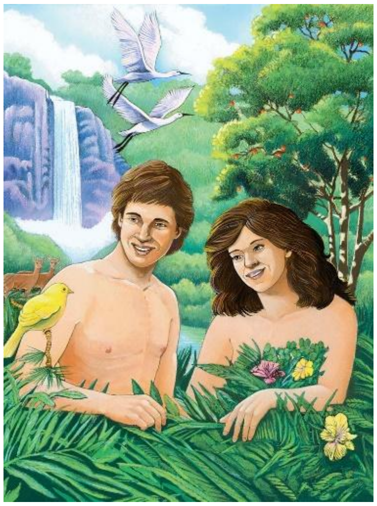

ছবি েথকে শেখা:

- ১. **সৃষ্টি** (পুরো ছবি): ঈশ্বর শ ূণ্য ে থকে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেন । ঈশ্বর যা কিছু সৃষ্টি করেন তা—ই সুন্দর ছিলো ।
- ২. **১ ম ি দনÑ স ূর্যের আলো:** ঈশ্বর আলো সৃষ্টি করেন এবং ি দন ও রাত্রি সৃষ্টি করেন |
- ৩. **২ য় ি দন– আকাশ মন্ডল:** ঈশ্বর আকাশ ও মেঘ সৃষ্টি করেন ।
- ৪. **৩ য় ি দন– মাটি, গাছপালা, জলরাশি:** ঈশ্বর স্থলভাগ সৃষ্টি করনে এবং সেটিকে জলভাগ ে থকে আলা দা করেন । মাটির উপরে ঈশ্বর সুন্দর সব গাছপালাকে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করলেন ।
- ৫. **৪ র্থ ি দন: চ› দ্র স ূর্য ও তারা মন্ডল:** (ছবিতে এগুলো ে দওয়া নেই)।
- ৬. **৫ ম ি দন– পাখি এবং মাছ:** ঈশ্বর সব ধরনের প্রাণী সৃষ্টি করলেন যেগুলো উড়ে বেড়াতে পারে, সাঁতার কাটতে পারে এবং পৃথিবী ব্যাপী ঘুরে বেড়াতে পারে
- ৭. **৬ ষ্ঠ ি দন– মানুষ:** ঈশ্বর আ দমকে সৃষ্টি করলেন, যে কিনা তাঁর সৃষ্ট সকল সৃষ্টির ে থকে ভিন্নতর ছিলো কারণ ঈশ্বর তাকে তাঁর নিজের প্রতিম ূর্তিতে সৃষ্টি করেছিলেন । ঈশ্বর হবাকেও ি্র দন সৃষ্টি করেছিলেন যাতে আ দম একজন সংগিনী পায় এবং মানব জাতি টিকে থাকতে পারে ।
- **৮.সপ্তম ি দন– কাজের সমাপ্তি:** সৃষ্টির সপ্তম ি দনে সব কাজ শেষ করে ঈশ্বর বিশ্রাম নিলেন । ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টিই সুন্দর ছিলো

পাঠ প্রসঙ্গ শুরু করাটি সবসময়ই খুব গুরুত্বপ ূর্ণ । কারন আপনি শুরুটি যি দ ঠিকমত না করতে পারেন তাহলে কখনোই সঠিক গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবেন না । আি দপুস্তকের ১ম ও ২য় অধ্যায় ঈশ্বর, এই পৃথিবী ও আমা ে দর নিজে ে দর সম্পর্কে কিছু অতি প্রয়োজনীয় ত থ্য ে দয় । যি দ আমরা আশীবার্ দযুক্ত জীবন যাপন করতে চাই, তাহলে আি দপুস্তকের প্রথম দু'টি অধ্যায়ে বর্ণিত সেই সত্য এবং অতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর উপর আমা ে দর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে ।

প্রথমত, ঈশ্বর সব বিশৃংখল (আকারহীন ও শ ূণ্য) জিনিষগুলোকে সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন । সৃষ্টির সাতটি ি দনের প্রতিটি । ি দনই ঈশ্বর যে আন› দ ও সি দ"ছার সা ে থ এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন, সেটি আমা ে দর সামনে উন্মোচন করে । ঈশ্বর যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার সবই 'উত্তম' ।

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর প্রতিি দনই যা যা সৃষ্টি করেছেন তা ে দখে বলেছেন যে তা 'উত্তম' । আমরা এখন যে পৃথিবীতে বাস করি তাতে এখন পাপের দাগ থাকলেও তা সৃষ্টির সময় 'উত্তম' ছিলো ।

ততীয়ত, ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছেন অন্য সবকিছু ে থকে সম্প ূর্ণ আলা দা করে । মানবজাতি শুধুমাত্র আরেকটি প্রাণী নয়, নয় আরো একটি জীবন্ত বস্তুমাত্র । বরং মানবজাতি হে"ছ, ঈশ্বরের বিশেষ আশীবার্ দযুক্ত, যারা ঈশ্বরেরই প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট । আমরা সৃষ্টির প্রথম নরনারীর বর্ননাতেও ে দখি যে মানবজাতি একে অন্যের সাে থ সম্পর্কযুক্ত হবার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে । ঈশ্বর নর ও নারীর জন্য বিবাহকে একটি বিশেষ সম্পর্ক রূপে তৈরী করেছেন যাতে তারা এই বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে ও এর । মাধ্যমে মানবজাতি টিকে থাকে

নতুন নিয়মের প্রসঙ্গ: যীশু খ্রীষ্টের জন্মের সাে থ সাে থ একটি নতুন সৃষ্টির শুরু হয় । এটি পৃথিবী ও স্বর্গের শারীরিক সৃষ্টি হওয়া নয় কিন্তু ঈশ্বরের লোকে দর আত্মিক ভাবে নতুন করে সৃষ্টি হওয়া । যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে ি দয়ে ঈশ্বর মানুষের আত্মিক মুক্তি, শারীরিক সুস্থতা এবং তার ভবিষ্যতের জন্য আশীবার্ দ পাবার আহŸান জানান । ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছিলেন 'উত্তম' করে, কিন্তু পাপ এই পৃথিবীতে কষ্ট ও হতাশা বা ভগ্নতা নিয়ে আসে । ঈশ্বর যীশু খৃষ্টের মধ্য ি দয়ে এই সব পতিত মানুষের জন্য সুস্থতার বাতার্ও আহŸান জানান ।

বিশ্বাসের পে থর উপর আলোচনা: ১.ঈশ্বরের একের মধ্যেই তিন রূপ– খ্রীরষ্টধর্ম একটি একেশ্বরবা দী ধর্ম, অথার্ৎ এই বিশ্বাস করা যে, ঈশ্বর একজন । এই একজন ঈশ্বর এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যার বর্ণনা আি দপুস্তকের ১ম ও ২য় অধ্যায়ে বলা হয়েছে । ঈশ্বরের সৃষ্টির চুড়ান্ত অনুভুতির প্রকাশই হে"ছ মানবজাতি, যারা ঈশ্বরেরই প্রতিমুর্তিতে সৃষ্ট । তবে তিনি শুধুমাত্র একজন ¯্রষ্টাই নন, তিনি পাপ ে থকে মানুষকে মুক্তিও ে দন(যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে) ও মানুষকে সাহায্যও করেন (পবিত্র আত্মার মাধ্যমে) । যখন মানবজাতি পাপে পতিত হয়, তখন যেহেতু ঈশ্বর মানুষকে ভালোবাসেন তাই তিনি ক্ষমা, মুক্তি ও সহভাগিতার প থ নিয়ে মানুষের কাছে এগিয়ে আসেন । ঈশ্বরের যে মিুক্তর আহবান, তার যথায থ ও চুড়ান্ত প্রকাশ হয় যীশু খ্রীষ্টের মধ্য ি দয়ে, যখন ঈশ্বর রক্ত মাংসের মানুষ হন । যীশু প্রচার করেছেন, মৃত্যুবরণ করেছেন এবং মৃত্যু ে থকে পুনুরুত্থিত হয়েছেন । যীশু স্বর্গে ফিরে যাবার পর ঈশ্বর¦ পবিত্র আত্মার রূপে এই পৃথিবীতে ফিরে আসেন । পবিত্র আত্মা হলেন খ্রীষ্টবিশ্বাসী সকলের জীবনে ঈশ্বরের যথা র্থ উপস্থিতি, যা তাে দর জীবনে যীশু খ্রীষ্টকে সত্য ও জীবন্ত করে তোলে । পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টানে দর ঈশ্বরের শক্তি, ভালোবাসা ও পবিত্রতায় প ূর্ণ হয়ে বাঁচতে শেখায় । এরূপে, ঈশ্বর এক, কিন্তু তিনি প্রকাশ হন তিনটি রূপে, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা । ঈশ ^রত্বের এই ত্রিত্বের প্রকাশ ঈশ্বর যে মানবজাতির সাে থ সম্পর্ক রাখতে চান, তার সেই ই"ছারই প্রমাণ ে দয় ।

- **মাথা:** জলের বিভিন্ন অবস্থাগুলো ত্রিত্বের সাে থ মিলে যায়, কিভাবে একই বস্তু তিনটি রূপ ধারণ করে: বাষ্প, তরল ও বরফের রূপ । অন্য আর কিভাবে ব্যখ্যা করা যায় যে ঈশ্বর একজন হয়েও তিনটি আলা দা রূপে প্রকাশিত হতে পারেন? ।
- **হৃ দয়:** জীবন কেমন হোতো যি দ ঈশ্বর শুধুমাত্র এই পৃথিবীর ¯্রষ্টা হতেন কিন্তু মুক্তি দাতা ও সাহায্যকারী না হতেন?।
- **হাত:** আপনি কিভাবে এই সপ্তাহে পবিত্র আত্মার মধ্য ি দয়ে ঈশ্বরের যে ভালোবাসা, তা অন্যে দর কাছে তুলে ধরতে চান? ।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাােদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** ঈশ্বর এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যাতে এটা মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ স্বরুপ হয়, যেখানে আমরা সুন্দরভাবে আমাে দর লক্ষ্যে প থ চলতে পারবো, কাজ করতে পারবো ও ঈশ্বর ও অন্যান্য মানুষের সাে থ আমাে দর সম্পর্কটা উপভোগ করতে পারবো । ঈশ্বর বৈবাহিক সম্পর্কও সৃষ্টি করেছেন যা নারী ও পুরুষের মধ্যকার একটি বিশেষ সম্পর্ক যার মাধ্যমে তারা "একে দহে" পরিণত হয় ।
    - কেন ঈশ্বরের সকল সৃষ্টির মধ্যে মানবজাতি বিশেষ কিছু এবং এই বিশেষত্ব মানবজাতির উপর কি দায়িত্বভার ে দয় ।
    - যখন মী এবং স্ত্রী তাে দর জীবনে ও বিবাহের সময় ঈশ্বরকে সব কিছুর আগে না রাখে, তখন কি ঘটে? ।
- **হৃ দয়: আমাে দর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে এবং আমাদের একে অপরের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঈশ্বর যে আশীর্বাদ আমাদের করেছেন, সেই কারণে এটা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে যেন আমরা ঈশ্বর আমাদের বিশ্বাস করে যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা আমরা ঠিকমত পালন করতে পারি। আমরা স্বার্থপর হয়ে নিজেদের খেয়াল খুশীমত চলার জন্য প্রলোভনে পড়তেই পারি। কিন্তু যেহেতু ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন ও মুক্তি দিয়েছেন সেইজন্য আমাদের জীবন ঈশ্বরের জন্য উৎসর্গীকৃত ও অন্যদের জন্য আশীর্বাদ স্বরুপই হওয়া উচিৎ।
    - মানবজাতিকে "অতি উত্তম" করে সৃষ্টি করা হয়েছে, এর অ র্থ কি বলে আপনার মনে হয়?
    - কি কারণে যোহন ১অধ্যায়ে আমরা ে দখি যে ঈশ্বর যাে দর সৃষ্টি করেছেন তারা ঈশ্বরকে চিনতে ব্যা র্থ হে"ছ? ।
- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ ি দতে পারি? ।** আমাে দর তেমন ভাবে চলা উচিৎ যাতে অন্যরা আমাে দর মাঝে ঈশ্বরকে খুঁজে পায় । ঈশ্বর ভালোবাসেন, ক্ষমা করেন এবং সহমর্মিতা, অনুগ্রহ ও দয়া প্র দর্শন করেন । ঈশ্বর সমস্ত জীবন্ত সৃষ্টির মধ্যেই তাঁর প্রতিবিম্ব এঁকে িদয়েছেন কিন্তু আমাে দর পাপ তাঁর সেই ছবিকে মলিন করে ি দয়েছে । কিন্তু আমরা ঈশ্বরের

শক্তির মাধ্যমে পবিত্র জীবন যাপনের মধ্য ি দয়ে ঈশ্বরের পবিত্রতার সত্যতার বিষয়ে সাক্ষ্য ি দতে পারি

- আপনি কিভাবে ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রতি যত্ন নিতে পারেন?
- আপনার আশেপাশের মানুষেরা আপনার মধ্যে ঈশ্বরের কি কি গুণাবলী সবচেয়ে বেশী করে ে দখতে চান?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসা েথ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শি◌ােরানাম: ২ মানব জাতির পাপে পতন

পাঠের সাস্ত্রাংশ: আদিপুস্তক ৩অধ্যায়

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: রোমীয় ১:১৬—৩২

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** বোঝার চেষ্টা করুন যে, শয়তান ধোঁকা ◌ে দয়ার মাধ্যমে ঈশ্বরের ভালোবাসা ও উ দারতার ব্যাপারে আমা◌ে দর মনে সে› দহের বীজ বোনে ।
- **হৃদয়:** স্বার্থপরতার সেই হৃ দয়কে ছুড়ে ফেলুন যা ঈশ্বরের ভালোবাসা ও পবিত্রতার বিষয়ে সে› দহ করে এবং যা পাপের মি◌ে থ্যকে বিশ্বাস করে ও মনে করে যে আমরা আমা◌ে দর জীবন কিভাবে চালাতে হবে তা ঈশ্বরের চেয়ে ভালো বুঝি ।
- **হাত:** আপনার জীবনকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করুন যাতে আপনি সুসমাচারের শক্তির অধীনে জীবন যাপন করতে পারেন এবং পাপের অধীনে আপনাকে বাঁচতে না হয় ।

একটি পেদ পাঠের শিক্ষা: কেননা আমি সুসমাচার সম্বন্ধে লজ্জিত নহি; কারণ উহা প্রত্যেক বিশ্বাসীর পক্ষে পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের শক্তি; প্রথমতঃ যিহূদীর পক্ষে, আর গ্রীকেরও পক্ষে, রোমীয় ১:১৬ ।

পাঠের সার সংক্ষেপ: আ দম আর হবা এে দান বাগানে বাস করতেন । ঈশ্বর তা◌ে দর দু'জনকেই বলেছিলেন যে, বাগানে যা কিছু আছে সবই তা◌ে দর জন্য । তারা বাগানের সব গাছের ফলই খেতে পারবে কেবল বাগানের ঠিক মাঝখানের একটি গাছের ফল ছাড়া । এটি হোলো ভালো ও মন্দ বোঝার জ্ঞান দানকারী বৃক্ষ । তখন শয়তান দুষ্ট একটি সাপের ছদ্মবেশে উপস্থিত হোলো । সে হবাকে বললো যে সে ওই গাছের ফল খেতে পারবে । সে আরো বললো যে সে যি দ ওই ফল খায় তাহলে সে ঈশ্বরের মতই হয়ে যাবে এবং ভালো ও মন্দ কি তা বুঝতে পারবে |হবা সাপের কথার ফাঁ◌ে দ পড়ে যেতে লাগলো । সে সেই গাছের ফল । ◌ে দখলো এবং তা খুব সুস্বাদু বলে তার মনে হোলো । হবা ঈশ্বরের মতো জ্ঞানী হতে চাইলো, তাই ওই ফলে একটা কামড় ি দলো তারপর সে আ দমকে তার ◌ে থকে কিছুটা খেতে ি দলো । সংগে সংগে তারা বুঝতে পারলো যে তারা ঈশ্বরের কথার অবাধ্য হয়েছে, আর তারা খুব ভয় পেলো । ঈশ্বর তা◌ে দর এে দান বাগান ◌ে থকে তাড়িয়ে । ি দলেন কারণ তারা তাঁর অবাধ্য হয়েছিলেন । ঈশ্বরের আে দশ অমান্য করাই হোলো পাপ ।

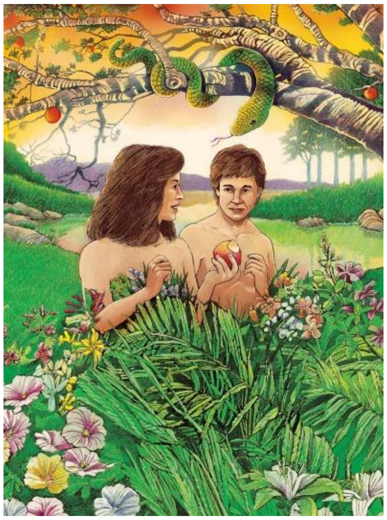

ছবি থেকে শেখা:

- **১. সেই বাগানটি:** ঈশ্বর একটি মনোরম বাগান তৈরী করেছিলেন যেখানে আদম ও হবা বসবাস করতে পারে এবং ঈশ্বরের সাথে ও তাদের নিজেদের মধ্যে সুন্দর সহভাগীতা উপভোগ করতে পারে ।
- **২. ভালো ও মন্দের জ্ঞান দানকারী বৃক্ষ:** ওটিই ছিলো একটিমাত্র গাছ যার ফল খেতে ঈশ্বর তাদের নিষেধ করেছিলেন ।
- **৩. সেই সাপটি:** সে হবাকে চাতুরীর মাধ্যমে ঈশ্বরের পবিত্রতাকে সন্দেহ করাতে বাধ্য করে ।
- **৪. হবা:** সাপটি তাকে কৌশলে এটা বোঝায় যে আসলে হবার জন্য যেটা ভালো হবে সেটা হবা পেয়ে যাক ঈশ্বর তা চান না ।
- **৫. আদম:** হবা আদমকে ফলটি দিলো, আর আদমও প্রতারিত হোলো । সেও সেই বিশেষ একটি গাছের ফল না খাবার ঈশ্বরের সেই আদেশ অমান্য করেছিলো ।
- **৬. সেই ফলটি:** পাপ এই পৃথিবীতে প্রবেশ করেছিলো কারণ আদম ও হবা ঈশ্বরের একটি আদেশকে অমান্য করেছিলো যেটি সম্পর্কে তারা স্পষ্ট জানতো ।

পাঠ প্রসঙ্গ: বাইবেলের প্রথম দুটো অধ্যায় ঈশ্বরের আশীর্বাদে পূর্ণ । যখন ৩য় অধ্যায় আসে তখনই আমরা দেখি সেই সাপটি আসে একটি হুমকি হয়ে । সব রকমের আশীর্বাদ দেবার সাথে সাথে ঈশ্বর আদমকে একটি বিধিনিষেধও দেন, তা হোলো সে সেই ভালো মন্দ জ্ঞান দানকারী বৃক্ষের ফল খেতে পারবে না । সাপটি আদম ও হবাকে প্রলোভিত করে এটা বোঝাতে চায় যে, ঈশ্বরের আশীর্বাদ আসলে তেমন বিশ্বাসযোগ্য কিছু নয় । বরং সেই আশীর্বাদ গ্রহন করার বিষয়টি একেবারেই নগন্য । সাপটি তাদের এই বিশ্বাস করতে প্রলোভিত করে যে, ঈশ্বর আসলে তাদের আটকে রাখছেন, এবং তারা যদি জীবন তাদের জন্য কি মজার মজার জিনিস নিয়ে বসে আছে, তা সত্যিই জানতে চায় তাহলে তাদের উচিৎ হবে ঈশ্বরের চেয়ে নিজেদের উপর বেশী বিশ্বাস রাখা ।

আদম ও হবা এই মিথ্যার প্রতি আকৃষ্ট হয় আর ইচ্ছা করেই তাদের জানা ঈশ্বরের একটি আদেশ অমান্য করে । এটিই হোলো পাপ, জেনে বুঝে ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করা । আর এভাবেই পৃথিবীতে পাপ প্রবেশ করে ও একটি ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি করে এবং সেই থেকে জীবনে চরম দুঃখ কষ্টের শুরু ।

তাদের অবাধ্যতার পরিণতি স্বরূপ ঈশ্বর তাদেরকে এদান বাগান থেকে বের হয়ে যাবার নির্দেশ দেন। যদিও আদম ও হবার জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও যত্ন নেওয়া বন্ধ হয়ে যায় না, কিন্তু তাদের জীবন আর কখনোই আগের মতো থাকে না। কষ্ট ও কঠোর পরিশ্রম পাপের তাৎক্ষণিক পরিণতি, কিন্তু পাপের ফলাফল পরে নাটকীয় ভাবে বৃদ্ধি পাবে।

নূতন নিয়মের পাঠ: সাধু পৌল রোমীয়েদের কাছে লেখা তাঁর পত্রে এই পৃথিবীর ইতিহাসে পাপ কি কি ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তার ফিরিস্তি দিয়েছেন। রোমীয় প্রথম অধ্যায়ে পৌল পরিষ্কার করে বলেছেন যে ঈশ্বর মানবজাতিকে তাঁকে জানার সুযোগ দিয়েছেন যে তিনিই পৃথিবী ও স্বর্গের সৃষ্টিকর্তা। যাইহোক, মানুষ কিন্তু ঈশ্বরের নির্দেশ মনে চলার পরিবর্তে তাদের নিজেদের মনের অভিলাষ অনুযায়ীই চলতে থাকে, এবং তার মাধ্যমে আদম ও হবার পাপকেই এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে।

বিশ্বাসের প্রথম জিনিসগুলো: পাপ, আদিপাপ ও ব্যাক্তিগত পাপ– ঈশ্বর যখন এই পৃথিবী ও মানবজাতি সৃষ্টি করেন তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে, তিনি কিন্তু তার ভালোবাসার প্রতিদান দেবার জন্য মানুষেকে জোর করেননি। বরং তিনি তাদের সেই ক্ষমতা দিয়েছেন যাতে তারা হয় ঈশ্বরের অথবা তাদের নিজেদের সেবা করতে পারে। আদম ও হবা নিজেদের ইচ্ছমত চলবার পথ বেছে নেয় যখন তারা সেই সাপের মিথ্যে কথায় প্রলুব্ধ হয় যে তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো যে তারা ঈশ্বরের কথার অবাধ্য হওয়ার মাধ্যমেই ঈশ্বরের মতোই হতে পারবে।

আদম ও হবার এই পাপের জন্য এই পৃথিবীতে পাপ প্রবেশ করে এখানে জন্ম নেওয়া প্রতিটি মানুষের মাঝে প্রবেশ করে। প্রতিটি মানুষ জন্ম নিচ্ছে সেই আদি পাপ নিয়ে, যা তাকে স্বার্থপর হয়ে চলার কথা বলে।

যখন কোনো মানুষ স্বার্থপর হবার ইচ্ছ অনুযায়ী চলে, তারা তখন ব্যাক্তিগত পাপ করে। এই ব্যাক্তিগত পাপ তার নিজের এবং সকলের সব ধরণের ক্ষতিসাধন করে যেহেতু তারা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের নিয়ম ও ইচ্ছার ঠিক বিপরীত ভাবে জীবন যাপন করে। রোমীয় ১ অধ্যায় দেখুন।

- **মাথা:** ঈশ্বর কেন সাপটিকে বাগানে প্রবেশ করতে দিয়েছিলেন এবং কেন তাদের সাপের প্রলোভনে না পড়ার জন্য বলেননি বলে আপনি মনে করেন?।
- **হৃদয়:** হৃদয়ের পাপ কিভাবে মানুষকে এই পৃথিবীকে, তাদের নিজেদের ও ঈশ্বরকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিকে কলুষিত করে?।
- **হাত:** পাপ কেন মানুষকে শুধুমাত্র আক্রান্ত করেই তৃপ্ত হয় না, বরং তার কাজকর্মের মাঝেও তার ছায়া প্রকাশিত হয়?

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;

- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** পাপের শক্তি প্রতিটি নরনারীর জীবনকে স্পর্শ করেছে । খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদ অগাষ্টিন পাপের বর্ননা করেছেন এভাবে "মানবজাতি নিজেই তা পথ থেকে সরে গেছে ।" যেখানে উচিৎ ছিল সৃষ্টি হিসেবে আমাদের ¯্রষ্টার জন্য বেঁচে থাকা ও একে অপরকে ভালোবাসার উপর জোর দেওয়া । কিন্তু তার পরিবর্তে মানুষ তাদের নিজেদের খুশী মাফিক চলার উপরই বেশী জোর দেয় । পাপী মানবজাতি ঈশ্বর কি চান তার তোয়াক্কা না করে বরং নিজেদের চিন্তা, কাজকর্ম ও প্রয়োজনগুলো নিয়েই মশগুল হয়ে থাকে । এই ধরণের জীবন যাপন সেই মানুষটি ও তার আশেপাশে থাকা সবার জন্যই চরম কষ্ট ও দুর্গতি নিয়ে আসে ।
    - কিভাবে সাপটি কৌশলে হবাকে সেই ফলটি খেতে বাধ্য করে?।
    - কিভাবে আজকের দিনেও শয়তান মানুষকে কৌশলে বোঝায় যে তারা নিজেরাই তাদের জীবনকে কিভাবে পরিচালিত করতে হবে, তা ঈশ্বরের থেকেও ভালো জানে?।
- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** খ্রীষ্টানেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা নিজেদের নয় বরং ঈশ^রকে অনুসরণ করবে । তারা তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে, ঈশ্বরের কাছে ক্ষমাভিক্ষা চেয়েছে এবং ঈশ্বরকে তাদের জীবনের প্রভু বলে মানার প্রতিজ্ঞা করেছে । যদিও একজন খ্রীষ্টান মাত্র একবারই এই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন তা নয় বরং এটি ঈশ্বরের সাথে মানুষের প্রতিদিনের সম্পর্ক । যেমন শয়তান আদম ও হবাকে সেই এদান বাগানে প্রলোভিত করেছিলো, ঠিক তেমনই শয়তান আজও খ্রীষ্টানেদের প্রলোভিত করতেই আছে । তাই খ্রীষ্টানেদের উচিৎ প্রতিদিনই ঈশ্বরের কাছে তার প্রতি নিবেদিত জীবন যাপনের চেষ্টার জন্য প্রতিজ্ঞা করা
    - স্বার্থপরের মতো জীবন যাপন করলে যে কষ্ট ভোগ করতেই হয় তা কি কি ভাবে প্রমাণ পেয়েছেন ?
    - কি কি অভিজ্ঞতা আপনার জীবনে হয়েছে যার মাধ্যমে ঈশ্বরের দেওয়া সেই মহান পরিত্রাণের আন›দ আপনি অনুভব করেছেন ?।
- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ দিতে পারি?** পাপমুক্ত জীবন যাপন করা আমাদের নিজেদের শক্তি অথবা ই"ছার উপর আসলে নির্ভর করে না । কেবলমাত্র খ্রীষ্ট এই পৃথিবীর ও আমাদের জীবনের পাপ সকলের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেন । সেই কারণে যীশু সুসমাচারের শক্তির দ্বারা আমাদের জীবনকে পরিচালিত হতে বলেছেন, তাঁর প্রভুত্ব ও নির্দেশনার আলোকে । এটি শুধু আমাদের নিজেদের হৃদয়ের ভালোর জন্যই প্রয়োজন তা নয়, বরং আমাদের আশেপাশের সবার ভালোর জন্যই । কারণ পাপ আমাদের পরিচালিত করলে তারাও যে কোনো ভাবে আমাদের দ্বারা ক্ষতিগ্র¯' হবে ।

- আমরা খ্রীষ্টান হবার পরও যি দ পাপকে আমা ে দর জীবন পরিচালনা করার সুযোগ ি দয়ে ফেলি, তখন আমা ে দর কি করা উচিৎ?
- আপনি কি কি প দক্ষেপ নিতে পারেন শয়তানের সেই প্রলোভনের ফাঁ দ ে থকে নিজেকে বাঁচাতে, যা শয়তান সব খ্রীষ্ট বিশ্বাসী ে দর জন্যই প্রয়োগ করে থাকে? ।

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসা েথ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৩ কয়িন ও হেবল

পাঠের সাস্ত্রাংশ: আিদপুস্তক ৪: ১—১৬

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: মথি ৫:২১-২৬

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** এটা বোঝা যে, বাইরের পাপগুলোই অন্তরের পাপগুলোর উপস্থিতির প্রমাণ েদয় ।
- **হৃ দয়:** অন্তরের শুদ্ধতা পাওয়ার ও ঈশ্বরের কাছে নিজেকে পুরোপুরি সমর্পন করার চেষ্টা করুন । একজন খ্রীষ্টানের হৃ দয় যখন আলোকিত থাকবে, তার কর্মও তখন খাঁটি হবে । আবার যখন তাে দর হৃ দয় অন্ধকারে প ূর্ণ থাকবে, তাে দর কর্মও হবে ধ্বংসাত্মক ।
- **হাত:** যার সংগেই আপনার বিবা দ আছে, চেষ্টা করুন বিবা দ মিটিয়ে ফেলতে । তাে দর দৃষ্টিকোণ েথকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করুন ও তারপর ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ েথকেও । বিবা দ কিভাবে মিটতে পারে তা বোঝার রাস্তা খুঁজুন ।

একটি পে দ পাঠের শিক্ষা যদি সদাচরণ কর, তবে কি গ্রাহ্য হইবে না? আর যদি সদাচরণ না কর, তবে পাপ দ্বারে গুঁড়ি মারিয়া রহিয়াছে, তোমার প্রতি তাহার বাসনা থাকিবে, এবং তুমি তাহার উপরে কর্তৃত্ব করিবে, আিদপুস্তক ৪:৭ ।

পাঠের সারসংক্ষেপ আ দম ও হবার প্রথম দুই সন্তানের নাম ছিলো কইন আর হেবল | তারাও আরো অন্যান্য ভাইদের ক্ষেত্রে যেমন হয়, সেরকম দু'জন ভিনড়ব প্রকৃতির ছিলো। কইন ছিলো বয়সে বড় আর সে কৃষিকাজ করতো । কইন ছিলো বয়সে বড় আর সে ক...ষিকাজ করতো । হেবল ছিলো রাখাল এবং সে ভেড়া চড়াত কইন ও হেবল তাে দর যার যার কাজ অনেকি দন যাবৎ করে আসছিলো, এবং তারা সিদ্ধান্ত নিলো যে তারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কিছু উৎসর্গ করবে । তারা তাে দর জীবনে ঈশ্বরের আশীবার্ে দর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবা দ ি দতে চাইলো । কইন তার উৎপাি দত কিছু শষ্য উৎসর্গ করলো । অন্যি দকে হেবল তার মেষপালের সেরা মেষটি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলো । কিন্তু ঈশ্বর হেবলের উৎসর্গটি গ্রহন করলেও কইনেরটি গ্রহন করলেন না । কইন এজন্য এতোই ঈষার্ অনুভব করলো যে সে হেবলকে একটি মাঠে নিয়ে গিয়ে খুন করে ফেললো । ঈশ্বর কইনকে শাস্তি ি দলেন তার নিজের ভাইকে হত্যা করার জন্য । কইন আর তার বাড়ীতে বাস করতে পারবে না এবং ভালো শষ্য সে আর উৎপন্ন করতে পারবে না ।

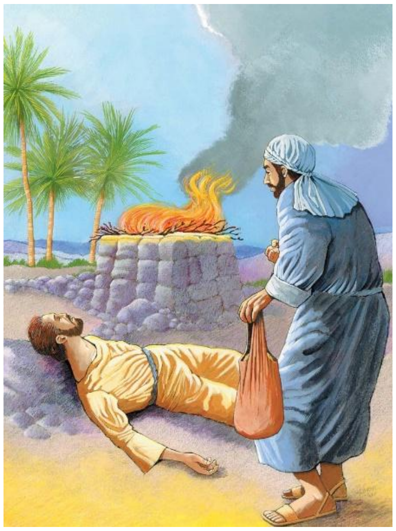

ছবি ে থকে শেখা:

- ১. **হেবল** (বা দামী রং) ছিলো আ দম ও হবার ২য় পুত্র । সে মেষপাল চড়াত আর ঈশ্বরের জন্য সে সু১ দর একটি উৎসর্গ করলো ।
- ২. **কইন** (নীল রং) আ দম ও হবার প্রথম পুত্র ছিলো । সে ছিলো একজন কৃষক, আর ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে করা তার উৎসর্গটি ভালো ছিলো না ।
- ৩. **বে দীর আগুন.** ঈশ্বর হেবলের উৎসর্গ গ্রহন করলেন, কিন্তু কইন—এরটা প্রত্যাখ্যান করলেন ।
- ৪. **কইন** তার নিজের উৎসর্গটি ঈশ্বর গ্রহন না করাতে হেবলের প্রতিকইন ঈর্ষা পরায়ন হোলো । সে হেবলকে প্রলোভন ে দখিয়ে একটি মাঠে নিয়ে গেলো ও তাকে আক্রমন করে হত্যা করলো । ঈশ্বর কইনকে শাস্তি ি দলেন যাতে সে বাবা মায়ের কাছে নিরাপ দ আশ্রয়ে আর থাকতে না পারে ।ু।

পাঠ প্রসঙ্গ পাপের ফলাফল আরো করুণ হয় । শয়তান আ দম ও হবাকে প্রলোভিত করেছিলো সেই নিষিদ্ধ ফল খেতে । তারা খেয়েছিলো, আর পাপ তা ে দর মধ্যে প্রবেশ করেছিলো । যি দও ঈশ্বর তা ে দর উপর নজর রাখছিলেন, তা ে দর শাস্তিটি ছিলো তারা আর এে দান বাগানে বসবাস করতে পারবে না । শারীরিক কষ্টও তা ে দর জীবনে শুরু হয়েছিলো এখন পাপ নিজেকে প্রকাশিত করলো শুধুমাত্র একটি ফল খাওয়ার রূপে নয়, কিন্তু সবোর্"চ পাপ রূপে, হত্যার রূপে ।

আ দম আর হবার দু'টি সন্তান ছিলো । প্রথম জন, যার নাম কইন, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বাজে কিছু উৎসর্গ করলো, আর দ্বিতীয় জন, যার নাম হেবল, সে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ভালো কিছু উৎসর্গ করলো । পাঠের অংশটি আমা ে দর কোনো ব্যাখ্যা ে দয় না যে কেন একটি উৎসর্গ ভালো ও আরেকটি খারাপ বলে বিবেচনা করা হয় । তবে ঈশ্বর কইনকে সতর্ক করেন যাতে পাপকে তাকে নিয়ন্ত্রন করার সুযোগ সে না ে দয় । (আি দপুস্তক ৪:৬-৭)

কইন ঈশ্বরের নি ে র্দশকে তার হ দয়ের মাঝে ধারণ করেনি, বরং তার ভিতরের ঈষার্ ও রাগকে হেবলের প্রতি সহিংস আচরণের মধ্যে িদয়ে প্রকাশিত হতে ে দয় । পাপের ফলাফল বাড়তে বাড়তে বিয়োগান্তক ভাবে হত্যায় রূপ নেয় ।

ন ূতন নিয়মের পাঠ: যীশু এটি পরিস্কার বলেন যে, পাপের প্রকাশ শুধুমাত্র বাইরের কাজকর্ম দ্বারাই হয় তা নয়, এটি মানুষের হৃ দয়কেও আক্রান্ত করে । যি দ খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা ঈশ্বরকে সম্মান ে দখানো পে থ জীবন যাপন করতে চায়, তা ে দর শুধুমাত্র খ্রীষ্টিয় জীবনের নিয়ম কানুন মানলেই হবে না, বরং তা ে দর হৃ দয়কে ঈশ্বরের হাতে পুরোপুরি সঁপে ি দতে হবে । ঈশ্বরের হাতে হৃ দয় পুরো সমর্পন করলে ঈশ্বর তা ে দর জীবনে সেই বিশুদ্ধতা ও আন› দ তা ে দর ে দন যা তা ে দর নিজে ে দর মধ্যকার সম্পর্ক ও ঈশ্বরের সা ে থ ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্ককে আবার জোড়া লাগাতে পারে ।

দশ আজ্ঞার প থ: হত্যা হে"ছ সবচেয়ে বড় পাপ, কারণ এটি ঈশ্বরের সা দৃশ্যে তৈরী করা একজন মানুষকে ধ্বংস করে । হত্যার কোনো যথা র্থ ক্ষতিপ ূরণ ে দওয়ার প থ নেই, যা অন্যান্য অনেক পাপের ক্ষেত্রেই ে দওয়া যায় ।

ষষ্ঠ আজ্ঞাটি ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । যি দও এখানে উল্লেখিত হিব্রু শব্দটি দ্বারা একই সা ে থ অনিচ্ছাকৃত হত্যাকেও বুঝানো হয়, কিন্তু এখানে আজ্ঞাটি ভেবে চিন্তে হত্যা করার কথাই বুঝিয়েছে । দ্বিতীয় বিবরণ ১৯ অধ্যায়ে মোশী পরিস্কার ভাবে অনিচ্ছাকৃত হত্যা ও ইচ্ছাকৃত হত্যাকে আলা দা করেছেন, যাতে প্রমান হয় এটিই ওই হিব্রু শব্দটির সঠিক অনুবা দ । দ্বিতীয় বিবরণের এই অনুচেছে দ মোশী অনিচ্ছাকৃত হত্যাকারীকে বাঁচানোর জন্য কিছু সুবিধা রেখেছেন, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ কাউকে হত্যা করলে তার জন্য মৃত্যু দন্ডের বিধান রেখেছেন (২য় বিবরণ) । এই আজ্ঞা যুদ্ধক্ষেত্রে করা হত্যা, আ দালতের রায়ে হওয়া মৃত্যু ও আত্মরক্ষা ে র্থ করা হত্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না ।

- **মাথা:** কি কি উপায়ে মানুষ মানুষের ক্ষতি করতে পারে, এমনকি যি দ সে কাউকে শারীরিক ভাবে ক্ষতি নাও করে?
- **হৃ দয়:** কি কি প দক্ষেপের মাধ্যমে একজন খ্রীষ্টান একে অপরের প্রতি ঘৃণা ও তিক্ত অনুভুতির ে থকে মুক্তি পেতে পারে?
- **হাত:** কি কি প দক্ষেপের মাধ্যমে একজন খ্রীষ্টান পুনরায় এমন একজনের প্রতি বন্ধুসুলভ মনোভাব আনতে পারে, যার প্রতি প ূর্বে সে মনে মনে ঘৃণা ও তিক্ত মনোভাব পোষণ করতো?

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবা েদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** ঈষার ও ঘৃণার চুড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ে দখা যায় কইনের নিজের ভাইকে তার নিজের হাতে হত্যা করার মধ্যে ি দয়ে । অনেকেই একটি ভুল ধারণা পোষন করেন যে খ্রীষ্টিয় জীবন মানে শুধুমাত্র কিছু নিয়ম মেনে চলা, যেমন দশ আজ্ঞা । কিন্তু আসলে খ্রীষ্টিয় জীবনের অ র্থ হলো নিজের হৃ দয়, আত্মা ও মনকে ঈশ্বরের হাতে সমর্পন করা । নিজের জীবনের সকল ক্ষেত্রে ঈশ্বর যাতে আরোগ্য ও মুক্তি এনে ি দতে পারেন, তাকে সেই সুযোগ ি দলে তার ফল¯^রূপ একজন খ্রীষ্টানের জীবন আন› দ ও শান্তিতে ভরে যায় । আঘাত ও ধ্বংসাত্মক একটি প থ পিছে না রেখে সে তখন ভলোবাসা ও সহমর্মিতার প থ পিছনে রেখে যায় ।
  - হত্যা ছাড়া আর কি কি কাজের দ্বারা মানুষ তার ভিতরের ঘৃণা ও ঈষার্র প্রতিফলন ঘটাতে পারে?
  - ঈশ্বর কি বোঝাতে চেয়েছিলেন বলে আপনার মনে হয় যখন তিনি কইনকে বলেন যে তাকে অবশ্যই পাপের উপর "পুরো নিয়ন্ত্রন" আনতে হবে?
- **হৃ দয়: আমাে দর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** পুরো মানবজাতিকেই ঈশ্বর সৃস্টি করেছেন ও তাে দর তিনি ভালোবাসেন, তারা খ্রীস্টান হোক আর নাই হোক । অতএব, তিনি খ্রীষ্টানে দর বলেন সকল মানুষকেই ভালোবাসতে । এটা সোজা নয়, কারণ মানুষে মানুষে চির্নাায়, কাজে ও ব্যাবহারে অনেক পা র্থক্য থাকে । কিন্তু মানুষ যখন ঈশ্বরকে তার হৃ দয়ে আলো আনার সুযোগ ে দয়, তারা তখন সবাইকে ভালোবাসতে সক্ষম হয়, যেমন ঈশ্বর সবাইকে ভালোবাসেন । যি দ খ্রীষ্টানরা ঈশ্বরকে তাে দর হৃ দয়ে আলো আনার সুযোগ না ে দয়, তাহলে সেই হৃ দয় আবার সেই পুরোপুরি অন্ধকার দ্বারা পরিপ ূর্ণ হয়ে যায় । এর অ র্থ এটা নয় যে সে অন্যের জীবন যাপনের সবকিছু মেনে নেবে । বরং তাে দর উচিৎ হৃ দয়কে উন্মুক্ত রাখা যাতে ঈশ্বরের আরোগ্যকারী হাত সেখানে কাজ করে এবং যাতে তারা সেই ব্যাক্তিে দরও ভালোবাসার উপায় খুঁজে পায়, যাে দর চিন্তা ভাবনা একেবারেই ভিন্ন কিছু । খ্রীষ্টানরা পরিচিত হবে তাে দর ভালোবাসা ি দয়ে ।
  - যাতে একজন খ্রীষ্টানের হৃ দয়ে তিক্ততা ও ক্রোধ দানা বাধঁতে না পারে সেজন্য তার কি করা উচিৎ?
  - কেন যীশু একথা প্রচার করেন যে কাউকে ঘৃনা করা আসলে তাকে হত্যা করার মতোই মারাত্মক অপরাধ?
- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ ি দতে পারি?** মাঝে মাঝে খ্রীষ্টানে দর অন্যে দর প্রতি ভালোবাসা অনুভূত হবার আগেই তাে দর সাে থ ভালোবাসাপুর্ণ ব্যাবহার শুরু করা দরকার । তাই যারা কোনো অপরাধ করেছে তারা ক্ষমা চাইবার বা সমঝোতা করতে চাইবার অপেক্ষা না করেই খ্রীষ্টানে দর উচিৎ অন্যে দর ক্ষমা করে ে দওয়া । এই উ দাহরনটা যেমনটা বোঝাে"ছ তেমনই আসলে ভালোবাসা কেবল একটা অনুভূতিই নয়, এটার আসল পরিচয় কাজে । এটা একটা কাজ যা মানুষের হৃ দয়ে উৎপন্ন হয়, যখন ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করেন, আর সেটা তখন খ্রীষ্টানের জীবনে বাস করতে থাকে ।
  - যখন একজন খ্রীষ্টান অন্য কারো সাে থ বিবা দ মিটিয়ে ফেলতে চায় কিন্তু অন্যপক্ষ তাতে উৎসাহ ে দখায় না, তখন কি ঘটে? (বিবা দ মিটাতে দু'টো পক্ষেরই সন্মতি লাগে, কিন্তু ক্ষমার ব্যাপারটা একজনের উপরই নির্ভর করে) ।

- খ্রীষ্টানের নিজেকে অন্য পক্ষের অবস্থানে রেখে পুরো বিবাে দর ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করাটা নিজেকে কতটুকু সাহায্য করতে পারে?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাে থ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৪ নোহ একটা জাহাজ বানালেন

পাঠের সাস্ত্রাংশ: আদিপুস্তক ৬

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: ১ম পিতর ৩:৮—২২

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** এটা বুঝুন যে পাপ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, প্রচন্ড কষ্ট ও ধ্বংসের অবতারনা করে । নোহকে নিয়ে ঈশ্বর মানবজাতির ন ূতন একটা শুরু করতে চাইলেন, একটা পরিবারের সা‌ে থ সম্পর্কের চুক্তি করতে চাইলেন এই আশা নিয়ে, যে এই পরিবারের মাধ্যমে একটা নতুন মানব সম্প্র দায়ের সৃষ্টি হবে যারা পাপকে বিসর্জন ে দবে ও ঈশ্বরের সেবা করবে ।
- **হৃ দয়:** এটা বুঝুন যে আমরা এটা বিশ্বাস করতে প্রলোভিত হই যে আমরা পাপকে নিয়ন্ত্রন করতে পারি । আসলে কোনো মানুষই পাপকে নিয়ন্ত্রন করতে পারে না । আমরা পাপকে আমা‌ে দর হৃ দয়ে যখনই অবস্থান করতে ি দই, তখনই সেখানে প্রচন্ড কষ্ট ও ধ্বংসের কাজ শুরু হয় ।
- **হাত:** আমরা সবসময়ই সত্য ও নীতির পে থ জীবন যাপন করবো । যি দ আমা‌ে দর খারাপ কামনা করে এমন মানুষে দর মাঝেও আমরা বাস করি তবুও ।

একটি পে দ পাঠের শিক্ষা আর সদাপ্রভু দেখিলেন, পৃথিবীতে মনুষ্যদের দুষ্টতা অত্যধিক, এবং তাহাদের অন্তঃকরণের চিন্তার সমস্ত কল্পনা নিরন্তর কেবল মন্দ, আি দপুস্তক ৬:৫ |

পাঠের সার সংক্ষেপ নোহ একজন ভালো মানুষ ছিলেন । তার একজন স্ত্রী ও তিনটে সন্তান ছিলো: শেম, হাম ও যেফত । ঈশ্বর নোহের উপর খুবই সš'ষ্ট ছিলেন । কিš' পৃথিবীর অন্য সকলের প্রতি খুব অসš'ষ্ট ছিলেন, কারন তারা খুব দুষ্ট ছিলো । ঈশ্বর নোহকে বললেন যে তিনি তাঁর সৃষ্ট সব মানুষ ও পশুপাখীকে ধ্বংস করে ফেলতে যা‌ে"ছন । ঈশ্বর তা‌ে দর সৃষ্টি করেছেন বলে এখন দুঃখ করছেন । ঈশ্বর তখন নোহকে বললেন, একটা বিশাল আকারের জাহাজ তৈরী করতে, যার নাম অর্ক । লোকজন নোহকে সেই বিশাল জাহাজ তৈরী করতে ে দখে উপহাস করতে লাগলো । যখন নোহের জাহাজ বানানো । শেষ হলো, ঈশ্বর নোহকে বললেন তার পরিবারের সবাইকে নিয়ে সেই জাহাজে উঠতে, এবং প্রত্যেকটা জীবন্ত প্রাণীর একজোড়া করে সা‌ে থ নিতে । তারপর মুষলধারে বৃষ্টি আসলো, আর তা চল্লিশ ি দন ও রাত ধরে একটানা চললো । সারা পৃথিবী জলে প্লাবিত হলো, কিš' নোহ আর তার পরিবার সেই জাহাজে সুরক্ষিত থাকলো । বৃষ্টি পড়া যখন শেষ হলো ঈশ্বর তখন একটা চমৎকার রঙধনু আকাশে উঠালেন । এটা আমা‌ে দর এই কথা মনে করিয়ে । ে দবার জন্য যে ঈশ্বর আর কখনও বন্যা ি দয়ে সমস্ত পৃথিবীকে ডুবিয়ে ে দবেন না ।

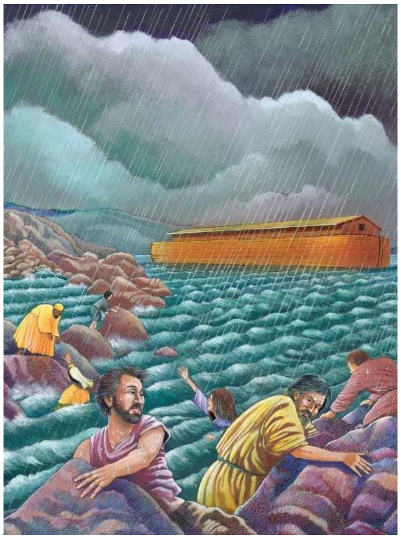

ছবি ে থকে শেখা:

- ১. **এই পৃথিবী:** ঈশ্বর মানুষের উপভোগ করার জন্য পাহাড়, জলরাশি, মেঘ, গাছপালাসহ সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন । তারপরও কিন্তু মানুষ ঈশ্বরকে ভালো না বেসে স্বার্থপরের মতো জীবন যাপন করার পথ বেছে নিলো ।
- ২. **বৃষ্টি:** মানুষের পাপের ফল হিসেবে ঈশ্বর বৃষ্টি ি দলেন । এই পাপ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ও একে অপরের বিরুদ্ধে ।
- ৩. **জল বাড়তে লাগলো:** এটা এই পৃথিবীর ¯্রষ্টার আে দশের বিরুদ্ধে গিয়ে মানুষের জীবন যাপন করার পরিণতি । পাপের কারনে কষ্ট, দুরাব¯'া ও মৃত্যুর আগমন হয় ।
- ৪. **জাহাজটা:** এটা হলো নোহ নামক একজন ধার্মিক লোক ও তার পরিবারের সব স দস্য আর পৃথিবীর সকল পশুপাখিকে সুরক্ষা ে দবার একটা উপায় । ঈশ্বর নোহকে পরিস্কার বলে ি দয়েছিলেন যে কিভাবে জাহাজটা তৈরী করতে হবে এবং কবে তাতে উঠতে হবে । নোহ যেহেতু ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করেছিলেন তাই তার পরিবারসহ সে ও সব পশুপাখিরা রক্ষা পেয়েছিলো ।

পাঠ প্রসঙ্গ বাইবেলের প্রথম দুটো অধ্যায়ে ঈশ্বর সৃষ্টির মাধ্যমে যে আশীর্বা দ করেছেন তার বর্ণনা ে দওয়া আছে । বাইবেলের ৩য় অধ্যায়ে গিয়ে ে দখা যায় যে ঈশ্বরের আশীবার্ দ নয় বরং পাপ ঈশ্বরের সৃষ্টির উপর কেমন ধ্বংসলীলা চালা"েছ তার বর্ণনা বেশী পাওয়া যা"েছ । আদিপুস্তকের ৬ নম্বর অধ্যায়ে দেখা যায় যে পাপ এতোটাই সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে যে "মানুষের অন্তরের চিন্তার সমস্ত কল্পনাই শুধু মন্দ আর মন্দ।" ঈশ্বর আবার নূতন করে মানবজাতিকে সৃষ্টি করতে চাইলেন।

তবে এবার ঈশ্বর প্রথম বারের মতো শুধুমাত্র মানুষকে পাপ ে থকে বিরত থাকতে না বলে বরং ন ূতন এক ধরণের সম্পর্কতে গেলেন ——— একটা চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক । সাধারণত চুক্তি জিনিষটা যেখানে দুটো মানুষের মধ্যে অথবা মানুষের দুটো পক্ষের মধ্যে সম্পন্ন হয়, সেখানে ঈশ্বর তাঁর নিজের সৃষ্ট মানুষের সঙ্গেই একটা চুক্তি করতে মনি¯'র করলেন । ঈশ্বর ও মানুষের এই চুক্তিতে ঈশ্বর মানুষের কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন এবং সেই সব মানুষকে চুক্তিটার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে আহ্বান জানালেন । ঈশ্বর যখন সেই মহাপাস্নবনের পরে আবার মানবজাতিকে সৃষ্টি করতে চলেছেন,

তিনি তখন নোহ এবং সমস্ত সৃষ্টির সাে থ এই চুক্তি করলেন যে তিনি প্রতিজ্ঞা করছেন আর কখনও তিনি এভাবে বণ্যার মাধ্যমে মানবজাতিকে ধ্বংস করবেন না ।

ন ূতন নিয়মের পাঠ: ঈশ্বর যখন এই প্রতিজ্ঞা করলেন নোহ ও তার বংশধরে দর কাছে যে, তিনি আর মানুষকে এভাবে ধ্বংস করবেন না । তাইবলে তিনি কখনও এটা বোঝালেন না যে তাই বলে পাপের কোনো শাস্তি থাকবে না । ঈ^রের লোকেরা অবশ্যই পাপ ে থকে দ ূরে থাকবে, আর ধার্মিকতার পে থ চলবে । এই ধরণের ধার্মিকতার জীবন শুধুমাত্র এজন্যই যাপন করা সম্ভব, কারণ যীশুখ্রীষ্ট মৃত্যু ে থকে পুনুরুত্থিত হয়েছেন, যিনি পাপের শক্তিকে নাশ করে ি দয়েছেন ।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাে দর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** মানুষকে পাপের শাস্তি ে থকে মুক্তি ি দতে ঈশ্বর একটি চুক্তির সম্পর্কে প্রবেশ করলেন, যেখানে তিনি প্রতিশ্রম্নতি ি দলেন যে যারা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে তাে দর তিনি রক্ষা করবেন ও আশীর্বা দ করবেন । এটাই হলো নোহ ও তার বংশধরে দর সংগে করা ঈশ্বরের প্রথম চুক্তি । ঈশ্বর যে চুড়ান্ত চুক্তিটা করেন মানুষের সাে থ, তা যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনুরুত্থানের মধ্যে ি দয়ে । ঈশ্বর এই চুক্তি করেছেন যাতে এর মাধ্যমে মানুষ পাপ ে থকে মুক্তি পাবার একটা খুজে প থ পায় ।
    - ঈশ্বর কেন একেবারে ন ূতন করে আবার মানবজাতি সৃষ্টি না করে নোহের পরিবারকে রক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন?
    - কেন পাপ পাপ এতোটাই ধ্বংসাত্মক যে মানুষ তার শক্তি ও সি দ"ছার সাহায্যে এর মোকাবেলা করতে ব্যা র্থ হয়?।
- **হৃ দয়: আমাে দর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** আমরা সবাই আমাে দর জীবনে পাপের দাগ নিয়ে জন্মগ্রহন করেছি । আমরা কেউই আমাে দর সৎকর্ম ও নিজেে দর পবিত্র বানানোর

চেষ্টার মধ্যে ি দয়ে এই দাগ ে থকে মুক্তি পেতে পারি না । আমরা ঈশ্বরকে সাে থ নিয়ে তখনই শুধুমাত্র একটা শাি ন্তর জীবন আশা করতে পারি, যখন আমরা সেই সুযোগ তাঁকে ে দবো, যাতে তিনি যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমাে দর জীবনকে পরিষ্কার করে ন ূতন জীবন ি দয়ে আমাে দর আশীর্বা দ করতে পারেন । একবার যি দ আমরা মুক্তি লাভ করি, আমরা এই পাপময় পৃথিবীর মাঝে ে থকেও পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমে আন› দ ও শান্তির জীবন যাপন করতে পারবো

- আপনি আপনার আশেপাশে মানুষের জীবনে পাপের পরিনতির কি কি উ দাহরণ ে দখেছেন?।
- আপনার জীবনে এমন কিছু মানুষ কারা, যারা তাে দর জীবন যাপন দ্বারা আপনাকে ে দখিয়েছেন যে এই পৃথিবীতে আনে› দ ও শান্তিতে প ূর্ণ জীবন যাপন সম্ভব?।

- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ ি দতে পারি?** সাধু পিতর আমাে দর আহ্বান করেছেন এই ভাবে,"সবসময় সকলকেই এই প্রশ্নের উত্তর ি দতে প্র¯'ত থাকতে হবে যি দ তারা প্রশ্ন করে যে তোমাে দর মনে এই যে আশা রাখো, এর কারণটা আসলে কি?" খ্রীষ্টানে দর মনে যে আশা থাকে তার একটা কারণ হলো যে তারা জানে, খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বর আমাে দর পাপের শাি র্স্ত ে থকে মুক্তি ি দয়েছেন । এই বিশ্বাসই আমাে দর পাপময় জীবন যাপন করে এমন মানুষে দর মাঝে ে থকেও আমাে দর শক্তি ও আশা ে দয় ।
  - এমন কি কি প থ আছে যার মাধ্যমে আমরা "ভ দ্রতা ও সন্মান"কে সাে থ করে জীবন যাপন করতে পারি (১ম পিতর ৩:১৫) এবং এর মাধ্যমে অন্যে দর ঈশ্বরের ভালোবাসা ে দখাতে পারি?
  - কিভাবে বাপ্তিস্ম নেওয়া এটা প্রমাণ করে যে, একজন খ্রীষ্টানের জীবনে ঈশ্বর কাজ করছেন?।

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ ে থকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাে থ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৫ বাবিলের সেই উচু টাওয়ার

পাঠের সাস্ত্রাংশ: আদিপুস্তক ১১:১-১৯

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: প্রেরিত ২:১-২১

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** লক্ষ্য করুন যে বাবিলে মানবজাতি একটা ন ূতন সমাজ তৈরী করতে চেষ্টা করছিলো আর তারা ভাবছিলো যে তারা সেই সমাজে নিজেরাই নিজে ে দর প্রভু হবে ।
- **হ দয়:** এটা বুঝুন যে অহংকার বস্তুটা ধ্বংসাত্মক, তাই সেটা পাপ ।
- **হাত:** মানবজাতি এক হয়ে মিলেমিশে মহৎ কাজ করতে পারে(যেমন রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার), অথবা তারা একসা ে থ মিলে ভয়ংকর কাজও করতে পারে (যেমন যুদ্ধ) । চিন্তা করুন আপনার মাঝে এমন কি কি প্রতিভা বা গুণ আছে যার । মাধ্যমে এই পৃথিবীকে আপনি আরো সু› দর বানাতে পারেন?

একটি পে দ পাঠের শিক্ষা অহঙ্কার আসিলে অপমানও আইসে; কিন্তু প্রজ্ঞাই নম্রদের সহচর, হিতোপে দশ ১১:২ ।

পাঠের সার সংক্ষেপ বাইবেলে বর্ণিত সময়ের প্রথম ি দকে সব মানুষ একই ভাষাতে কথা বলতো । পৃথিবীর যে কেউ যে কারো সা ে থ কথা বললে তারা পরষ্পরকে বুঝতে পারতো । একি দন এক দল লোক একসা ে থ একজোট হলো । তারা মনি¯'র করলো যে তারা এমন একটি বিশাল উঁচু স্তম্ভ তৈরী করবে যা আকাশকে ছুঁতে পারবে । যি দ তারা তেমনটা করতে পারে, তাহলে অন্যরা মনে করবে কত না অসাধারণ তারা । ঈশ্বর ে দখছিলেন তা ে দর সেই শহর ও সেই বিশাল উঁচু মিনার বানাতে । তারা কঠিন পরিশ্রম করলো । সবকিছু এত সু› দরভাবে শেষ হলো যে তারা মনে করলো তা ে দর আর ঈশ্বরকে প্রয়োজন নেই । তারা খুব অহংকারী হয়ে পড়লো এবং ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করল, আর ম ূল্য ি দলো না । ঈশ্বর ঠিক করলেন তা ে দর ভাষা আলা দা করে ে দবেন । এবং এর ফলে তা ে দর পক্ষে একসা ে থ কাজ করাটা অসম্ভব হয়ে পড়লো । ঈশ্বরের ই"ছায় তারা এক একজন এক এক ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করলো আর কেউ কারো ভাষা বুঝতে পারলো না । এই কারণে এই শহরটাকে 'বাবিল' (অ র্থ ভাষাভে দ) নামে ডাকা হয় ।

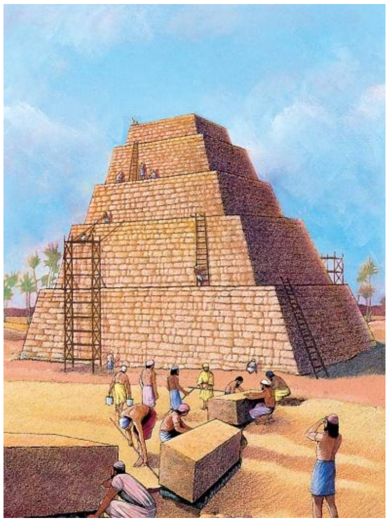

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **ইট:** মানবজাতি বড় বড় স্থাপনা তৈরী করার জন্য নূতন নূতন উপায় বের করলো, যেমন শুধুমাত্র পাথর ব্যবহারের বদলে ইটের ব্যবহার করা।
- ২. **সেই স্তম্ভটা:** মানবজাতি স্থির করলো যে তাদের আর ঈশ্বরের দেওয়া সুরক্ষার প্রয়োজন নেই, বরং চিন্তা করলো যে তারা যদি বিশাল উঁচু একটা স্তম্ভ বানাতে পারে, তাহলে তারা অসাধারণ বলে বিবেচিত হবে।
- ৩. **একত্রে কাজ করা:** নর নারীর পক্ষে একসাথে মিলেমিশে কাজ করাটা ভালো। তবে তারা যদি এমন কাজ করে যার উদ্দেশ্য থাকে অহংকার করা ও তাদের নিজেদের নাম বড় করা, ঈশ্বরের মহিমার জন্য না করা, তাহলে সেটা আর ভালো কাজ থাকে না।

পাঠ প্রসঙ্গ নোহের বংশধরেরা বংশানুক্রমে সংখ্যায় অনেক বেড়ে গেলো। এই বংশধরেরা এক হলো বিশাল একটা শহর বানানোর জন্য, বাবিল শহর (যাকে ব্যাবিলনও বলা হয়)। ঈশ্বরের সাথে নোহ ও তার সন্তানদের হওয়া সেই চুক্তি অনুযায়ী কথা ছিলো তারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে, কিন্তু তারা সেটা না করে একটা স্থানেই থেকে একটা বিরাট নগর বানাতে চাইলো, যাতে তাদের অনেক নাম হয়। তাদের বিরাট অহংকারের নিদর্শন ছিলো সেই বাবিলের বড় মিনারটা।

ঈশ্বর মানুষের পরিকল্পনা ভেস্তে দিলেন তাদের মাঝে ভাষাভেদ সৃষ্টি করে। তখন তারা যেহেতু আর একসাথে হয়ে সেই বিশাল গর্বের মিনার তৈরী করতে পারলো না, তারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো, যেমন নির্দেশ ঈশ্বর নোহ ও তার সন্তানদের দিয়েছিলেন।

নূতন নিয়মের পাঠ: ঈশ্বরের মানুষের জন্য যে চাওয়াটা সেটা এমন নয় যাতে আমরা ঈশ্বর অথবা একে অন্যের থেকে অনেক দূরে সরে যাই। বরং, ঈশ্বর চান মানুষ যেন জানতে পারে যে, যীশুখ্রীষ্ট তাদের প্রভু ও ত্রানকর্তা। প্রেরিত পুস্তকের ২য় অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে, ঈশ্বর সেই হতভম্ব একটা অবস্থাই আবার ফিরিয়ে এনেছেন বাবিলের মিনারের ঘটনার মতো। পঞ্চাশত্তমীর দিনে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা মানুষেরা তাদের যার যার ভাষায় যীশুর শিষ্যদের ঈশ্বরের পরাক্রমের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে শুনতে পেলো, যা পবিত্র আত্মার দেওয়া উপহারের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছিলো।

এখন এমন হলো যে, মানুষের জেরুশালেমে এসে একটা ভাষায় ঈশ্বরের পরাক্রমের কথা শোনার ব দলে, ঈশ্বরের লোকে দর মাধ্যমে যীশুর শিষ্যেরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে—ছিটিয়ে গিয়ে সেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভাষায় যীশুর সুসমাচার প্রচার করতে লাগলো ।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবা েদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** মানুষ যখন একত্রে বসে এমন কিছু করে, যার ফলে ঈশ্বরের গৌরব হয়, আর মানুষ যখন একসা ে থ হয়ে নিজেরা গৌরব পাবার উদ্দেশ্যে কিছু করে তখন এই দুটোর মধ্যে একটা পা র্থক্য থাকে । মানবজাতির উচিৎ ঈশ্বরের সা ে থ সম্পর্কযুক্ত একটা জীবন যাপন করা যেখানে ঈশ্বর তা ে দর আশীর্বা দ করবেন আর তারা ঈশ্বরকে সন্মান করবে । তার পরিবর্তে তারা নিজে ে দর মহিমা প্রচার করার উদ্দেশ্যে একটা বিশাল স্থাপনা বানানোর উে দ্যাগ নিলো । মানুষের এই দলটাকে ধ্বংস না করে ঈশ্বর তা ে দর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ি দলেন, আর এভাবে নোহের সা ে থ করা চুক্তির বাস্তবায়ন করলেন ।
  - আমরা যি দ অন্যে দর এটা ে দখিয়ে নিজেরা গৌরব অনুভব করতে চাই যে, আমরা আমা ে দর নিজে ে দর শক্তিতে কি কি করতে পারি, সেটাতে কি বিপ দ হতে পারে?
  - পাপ তখনই হয় যখন আমরা ঈশ্বরের চেয়ে নিজে ে দরকে বড় করে তুলি । বর্তমানে এমন কি কি প থ আছে যে পে থ মানুষ ঈশ্বরের গৌরব করার চেয়ে বরং নিজেরা গৌরব পাবার প থ খোঁজে? ।
- **হৃ দয়: আমা ে দর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** যখন আমরা সঠিকভাবে ঈশ্বরের সা ে থ সম্পর্কযুক্ত জীবন যাপন করি, তখন আমরা নম্র্রতার সা ে থ চলি, অহংকারের সা ে থ নয় । ঈশ্বর হলেন ¯্রষ্টা ও মুক্তি দাতা, আমরা নিজেরা ঈশ্বর নই । যখন আমরা ঈশ্বরের ে দওয়া আমা ে দর কোনো ক্ষমতা বা প্রতিভা নিয়ে খুব পুলকিত হই, তখন আমা ে দর অবশ্যই ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় যে এই উপহার কে আমা ে দর ি দয়েছেন ।

- কেন বহু মানুষের জন্য গর্ব করা একটা শক্তিশালী প্রলোভন?
    - কেন ভয় আর নিরাপত্তাহীনতার কারণে মানুষ অতি সহজেই পাপের প্রলোভনের কাছে পরাজিত হয়?
- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ ি দতে পারি?** মানুষে মানুষে ভে দাভে দ সৃষ্টি করে এমন অনেক জিনিষ আছে: ভাষা, সংস্কৃতি, অ র্থনৈতিক অবস্থা (আরো এরকম অনেক কিছু) । কিন্তু খ্রীষ্টেতে আমরা সবাই এক হতে পারি । মানুষ হিসেবে আমাে দর মাঝে কি কি অমিল আছে তা কোনো ব্যাপারই না, আমরা সবাই ঈশ্বরের মনোনীত মানুষের দলের অংশ হতে পারি । যি দও এর জন্য দরকার গভীর নম্র্রতা ও সচেতন ভাবে এই মনি¯'র করা যে, আমাে দর গৌরবের জন্য নয়, কিন্তু ঈশ্বরের গৌরব যাতে হয় আমরা সেভাবেই জীবন যাপন করবো ।
    - এমন তিনটে প থ কি কি, যা ি দয়ে আপনি এই সপ্তাহে তাে দর প্রতি সহমর্মিতা ও সন্মান ে দখাতে পারবেন, যারা আপনার ে থকে আলা দা?
    - পিতর সেইসব শিষ্যে দর পক্ষে কথা বলেছিলেন যারা পবিত্র আত্মায় প ূর্ণ হওয়ার জন্য অনেকেরই বি দ্রুপের শিকার হি"ছলেন । এই সপ্তাহে আপনি কি ভাবে এমন একজন খ্রীষ্টে আশ্রিত ভাই বা বোনের পক্ষে দাঁড়াতে পারেন, যিনি তার বিশ্বাসের কারণে অপমান বা নির্যা তনের শিকার হে"ছন?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাে থ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৬ সেদাম ও ঘমোরা ধ্বংস হলো

পাঠের সাস্ত্রাংশ: আদিপুস্তক ১৯:১-২৯

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: ২য় পিতর ২ অধ্যায়

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** এটা বুঝুন যে, ঈশ্বর পাপীে দর জন্য যেমন বিচার ও শাস্তির ব্যাবস্থা রেখেছেন, তেমনই যারা প্রায়শ্চিত্ত করে তাে দর জন্য মুক্তির ব্যাবস্থা করে রেখেছেন ।
- **হৃ দয়:** লক্ষ্য করুন যে, এই পৃথিবী পাপে প ূর্ণ হলেও ঈশ্বর খ্রীস্টানে দর আহ্বান করেছেন তাে দর হৃ দয় নির্মল রাখতে ।
- **হাত:** অন্যকে ক্ষতি ও অপমানে থকে রক্ষা করাও খ্রীষ্টিয় জীবন যাপনের একটা গুরুত্বপ ূর্ণ অংশ ।

একটি পে দ পাঠের শিক্ষা ইহাতে জানি, প্রভু ভক্তদিগকে পরীক্ষা হইতে উদ্ধার করিতে, এবং অধার্মিকদিগকে দণ্ডাধীনে বিচারদিনের জন্য রাখিতে জানেন, ২য় পিতর ২:৯ ।

পাঠের সার সংক্ষেপ লোট নামে একজন লোক সে দাম নামক একটা শহরে বাস করতো । এই শহর ও ঘমোরা নামক শহরে যারা বাস করতো, তাে দর মধ্যে বেশীরভাগ লোকই ছিলো দুষ্ট প্রকৃতির । আর তাই ঈশ্বর তাে দর শাস্তি ে দবেন বলে ি ির করলেন । তিনি ঠিক করলেন আগুন ি দয়ে এই দুটো শহরকে তিনি ধ্বংস করে ে দবেন । লোট ভালো লোক ছিলো বলে ঈশ্বর তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইলেন । ঈশ্বর লোটের বাড়ীতে দু'জন স্বর্গদূতের পাঠালেন । সেই দ ূতরা তাকে বললো যে ঈশ্বর সে দাম নগরকে ধ্বংস করতে যাে"ছন, তাই তাকে যত দ্রুত সম্ভব এই শহর ছেড়ে যেতে হবে । সেই দুই দ ূত, লোট, তার স্ত্রী ও দুই কন্যাকে শহর ছেড়ে যেতে সহায়তা করলো ও তাে দর নিরাপ দ কোনো স্থানে আশ্রয় নিতে পরামর্শ ি দলো । তারা যখন সেই শহর ছেড়ে যাি"ছলো, সেই স্বর্গদূতের লোট ও তার পরিবারের সবাইকে বললো তারা যেন পিছন ফিরে তাে দর শহরের ি দকে না তাকায় । কিন্তু লোটের স্ত্রী তা না মেনে পিছনে তাকালো । আর সে পিছে ফিরে জ্বলন্ত শহর ে দখার সাে থ সাে থ লবনের ম ূর্তিতে পরিণত হলো ।

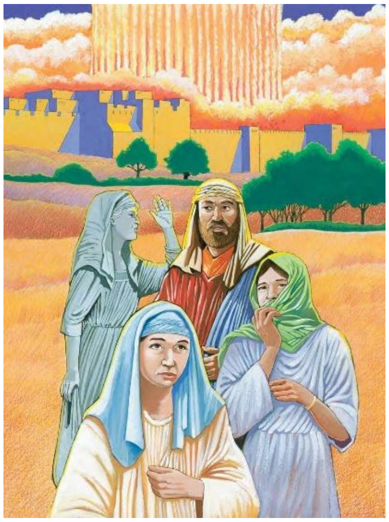

ছবি ে থকে শেখা:

- ১. সে দাম ও ঘমোরা ছিলো অত্যন্ত খারাপ দুটি শহর । শহর দু'টোর একটাতেও মাত্র দশজন করেও ধার্মিক পাওয়া গেলো না ।
- ২.অব্রাহামের ভাতিজা লোট ও তার পরিবার সে দাম শহরে বাস করতো । লোট ধার্মিক ব্যাক্তি ছিলেন ।
- ৩.পলায়ন— শহরটা ধ্বংস হবার আগেই ঈশ্বর স্বর্গদূত পাঠালেন যাতে তারা লোট ও তার পরিবারকে নিরাপে দ শহরের বাইরে নিয়ে যেতে পারে ।
- ৪.শাস্তি— ঈশ্বর শহর দু'টো ধ্বংস করার চিন্তা করলেন তাে দর দুষ্টতার জন্য ।
- ৫.লোটের স্ত্রী— স্বর্গদূতেরা লোট ও তার স্ত্রীকে বলেছিলো, তারা শহর ছাড়ার সময় যেন সেই জ্বলন্ত শহরের ি দকে পিছন ফিরে না ে দখে । কিন্তু লোটের স্ত্রী পিছন ফিরে তাকিয়েছিলো এবং সে লবণের ম ূর্তিতে পরিণত হয়েছিলো ।

পাঠ প্রসঙ্গ ঈশ্বর অব্রাম (পরে তার নাম হয়েছিলো অব্রাহাম) নামক এক ব্যক্তিকে তার পরিবার ছেড়ে ঈশ্বরের নিে র্দশ মতো প থ পাড়ি ি দয়ে একটা শহরে যেতে বললেন । ঈশ্বরের প্রতিশ্রম্নত এই ে দশে অব্রাহাম একটা ন ূতন জাতির পিতা হবেন (আি দপুস্তক ১২)। ঈশ্বর অব্রাহামের সাে থ একটা চুক্তি করলেন যে, তিনি অব্রাহামের বংশধরে দর মাধ্যমে এই পৃথিবীর সব মানুষকে আশীর্বা দ করবেন । অব্রাহাম সে কথা মান্য করলেন ও তার ভাতিজা লোটকে সাে থ নিয়ে সেই ন ূতন ে দশের পে থ যাত্রা করলেন ।

কিন্তু অব্রাহাম ও লোটের মধ্যে বিবা দ শুরু হলো আর লোট সে দাম শহরে গিয়ে থাকতে লাগলো, যেটা খুব খারাপ একটা শহর হিসেবে কুখ্যাত । সে দাম শহরের কুখ্যাতি ঈশ্বর জানতে পারলেন ও সেখানকার মানুষেরা যে কতটা খারাপ হয়েছে তা নিশ্চিত জানার জন্য স্বর্গদূতদের সেখানে পাঠালেন । যখন দ ূতেরা নিশ্চিত হি"ছলো সেখানকার লোকজনের দুষ্টতা সম্পর্কে, তারা ে দখলো সেখানে লোট নামে একজন ধার্মিক লোক বাস করে । তারা লোট আর তার পরিবারের সবাইকে রক্ষা করলো, আর সেই শহর ঈশ্বরের ে দয়া শাস্তির ফলে ধ্বংস হবার আগেই তাে দর শহরের বাইরে নিয়ে গেলো ।

লোট ও তার পরিবারকে নিরাপে দ সরিয়ে নেবার পরে স্বর্গদূতেরা নি ে র্দশ ে দয় পালিয়ে যাবার সময় তারা যেন পিছনে ফিরে সেই ধ্বংস হতে থাকা শহরের ি দকে না তাকায় । কিন্তু লোটের স্ত্রী পিছনে ফিরে তাকায় আর লবনের ম ূর্তিতে পরিণত হয় ।

ন ূতন নিয়মের পাঠ: পাপ ে থকে কষ্ট ও ধ্বংস আসে তা বাস্তব সত্য । যারা অন্যকে ক্ষতিগ্রস্থ করে ও অপমান করে তা ে দর ঈশ্বর শাস্তি ে দনই, তা সে এই জীবনেও হতে পারে আবার পরবতীর্ জীবনেও হতে পারে । যারা ধার্মিক তা ে দর ঈশ্বর ক্ষতি হওয়া ে থকে দ ূরে রাখবেন, তা এ জীবনেও হতে পারে আবার পরবতীর্ জীবনেও হতে পারে । খ্রীষ্টানে দর মনোবল হারালে চলবে না । প্রায়ই ে দখা যায় যে দুষ্ট লোকেরা সাজা পায় না আর ধার্মিকেরা উদ্ধার পায় না, এর মানে এই নয় যে, ঘটনা এখানেই শেষ । একটা ভয়ংকর বিচার হবে সবার, আর সেই বিচারে ঈশ্বর অবশ্যই দুষ্টকে শাস্তি ে দবেন ও ধার্মিককে পুরস্কার ে দবেন ।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবা েদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** পৃথিবীর মানুষের পাপের পরিণতি সম্পর্কে ততি দনে ভালোই অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে, তারপরও অব্রাহাম ও লোটের সময়ে মানুষের পাপ করা কিন্তু বাড়তেই থাকে । সে দাম ও ঘমোরা শহর দু'টোর মানুষের পাপের ধরণ এতোই খারাপ ছিলো যে ঈশ্বর শহর দুটোকে ধ্বংস করে ে দবার চিন্তা করলেন । যাইহোক, লোটের পরিবার সে দাম শহরের মধ্যে একটা ধার্মিক পরিবার বলে পরিচিত ছিলো, আর ঈশ্বর তা ে দর সবাইকে পরে সেই ধ্বংসযজ্ঞ ে থকে রক্ষা করেন ।
    - কোন পযার্য়ে যাবার পর একটা শহরের আর কোনো ভবিষ্যত থাকে না বলে আপনার মনে হয়, এবং তখন সেটার টিকে থাকার চেয়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়াটাই সবার জন্য কি ভালো হয়?

- কেন লোট তাে দর শহরের দরজায় আসা সেই অপরিচিত লোকগুলোকে আতিে থয়তা িদয়েছিলেন?

- **হৃ দয়: আমাে দর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** ঈশ্বরের নিয়ম ও আজ্ঞাই আমাে দর নৈতিক ম ূল্যবোধের ভিত্তি হওয়া উচিৎ এবং এই পৃথিবীর নৈতিকতা বা মুল্যবোধের উপর ভিত্তি করে আমাে দর চলা উচিৎ নয় । পাপ আমাে দর এই পৃথিবীর জন্য অনেক কষ্ট ও ধ্বংসজ্ঞের কারণ হচ্ছে, কিন্তু খ্রীষ্টানে দর আহ্বান করা হয়েছে অন্যে দর চেয়ে ভিন্নভাবে জীবন যাপন করতে, যে জীবন যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে আশা ও আনে› দর সাক্ষ্য বহন করে ।
    - শয়তান আপনাকে যা বিশ্বাস করাতে চায় সেটা বিশ্বাস করা ে থকে আপনি কিভাবে আপনার হৃ দয়কে রক্ষা করতে পারেন?
    - যাে দর সাহায্যের প্রয়োজন তাে দর এড়িয়ে যাওয়াটা হয়তো সহজ, কিন্তু যীশুর মৃত্য ূ আর পুনরুত্থানের মধ্যে এমন কি আছে যার মাধ্যমে আমাে দর হৃ দয়ে আে› দালন ওঠা উচিৎ যাতে আমরা সাহায্য প্রত্যাশী মানুষে দর ি দক ে থকে মুখ ফিরিয়ে না নিই?।
- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ ি দতে পারি?** ঈশ্বর যেহেতু আমাে দর সবাইকেই ভালোবাসেন, তাই আমাে দর আশেপাশে যারা সমস্যাগ্র¯' রয়েছে তারা শুধুমাত্র আমাে দর মতো নয় বা আমাে দর বিশ্বাসে বিশ্বাসী নয় বলেই তাে দর উপেক্ষা করাটা আমাে দর মোটেও উচিৎ নয় । ঈশ্বর আমাে দর আহ্বান করেছেন আমাে দর প্রিয় ও ভালোবাসার মানুষসহ অপরিচিত মানুষে দরও ভালোবাসতে ও তাে দর সবাইকে সুরক্ষা িদতে
    - আপনার এলাকায় যারা বিপ দগ্রস্ত আছেন তাে দর সুরক্ষা ি দতে ও অনুপ্রাণিত করতে আপনি তাে দর জন্য কি করতে পারেন?
    - নিজেকে খারাপ লোক ও খারাপ প্রভাব ে থকে সুরক্ষা ে দবার জন্য কি কি প দক্ষেপ আপনি নিতে পারেন

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাে থ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

অনুশীলনীর শিরোনাম: ৭ ভাববাদী অব্রাহামের কাছে প্রতিজ্ঞাসমূহ

অনুশীলনীর শাস্ত্রাংশ: আদিপুস্তক ১২ঃ১—৯

নতুন নিয়মের শাস্ত্রাংশ ইব্রীয় ১১ঃ৮—১৬

অনুশীলনীর উদ্দেশ্যসমূহ:

- **মস্তকঃ** ঈশ্বরের উপর যে সুদৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থার কারণে অব্রাহাম যেভাবে ঈশ্বরের আহ্বানে বিশ্বাসপূর্বক সাড়া দিয়েছিলেন তা উদ্যাপন করা।
- **হৃদয়ঃ** ঈশ্বর যখন আপনাকে বিশ্বাসপূর্বকভাবে পদক্ষেপ নেবার জন্য আহ্বান করেন তখন সাহসী হওয়া, কারণ যে ঈশ্বর অব্রাহামের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন তিনি আপনার প্রতিও একইভাবে বিশ্বস্ত থাকবেন।
- **হাতঃ** এই আহ্বানকে সম্পূর্ণভাবে বাধ্যতার সাথে সম্পন্ন করার জন্য কীভাবে আপনি অন্যদেরকে সাহায্য করবেন সেই বিষয়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে শোনা এবং এটি নিয়ে বিশ্বাসের সাথে পদক্ষেপ নেবার জন্য সারা সপ্তাহ জুড়ে প্রস্তুত থাকা।

একটি পদে আজকের অনুশীলনী: বিশ্বাসে অব্রাহাম, যখন আহূত হইলেন, তখন যে স্থান অধিকারার্থে প্রাপ্ত হইবেন, সেই স্থানে যাইবার আজ্ঞা মান্য করিলেন, এবং কোথায় যাইতেছেন, তাহা না জানিয়া যাত্রা করিলেন। (ইব্রীয় ১১ঃ৮)

শাস্ত্রাংশের সারমর্ম একবার ঈশ্বর অব্রাহামের সাথে কথা বললেন এবং তাকে বিশ্বাসের সাথে একটি পদক্ষেপ নিতে বললেন এবং তিনি তাকে যে নতুন দেশ দিতে যাচ্ছেন সেখানে যাবার জন্য আহ্বান করলেন। ঈশ্বরের এই আহ্বানে শুধুমাত্র বিশ্বাসের সাথে পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়টিই নয়, বরং, অব্রাহাম যদি ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য থাকেন তাহলে ঈশ্বর যে তাঁর প্রতিজ্ঞাগুলোও পালন করবেন সেই বিষয়টিও যুক্ত ছিল। ঈশ্বর তাকে এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি অনেক জাতির পিতা হবেন, তিনি অন্যদের জন্য অনেক আশীর্বাদের কারণ হবেন, এবং এই পৃথিবীর সমস্ত লোক তার মধ্য দিয়েই আশীর্বাদ পাবে। তাই, ৭৫ বছর বয়সে অর্থাৎ, যখন তার এবং তার স্ত্রীর সন্তান জন্মদানের বয়স পার হয়ে গিয়েছিল তা সত্ত্বেও তিনি ঈশ্বরের উপর এই বিশ্বাস রেখেছিলেন যে, ঈশ্বর তাদেরকে একটি ছেলে উপহার দেবেন যাতে তারা নতুনভাবে তাদের পরিবারটি গঠন করতে পারেন।

এই ছবিটি থেকে শিক্ষার বিষয়:

- ১. **অব্রাহাম.** অব্রাহাম তার জীবনে ঈশ্বরের একটি আহ্বান শুনেছিলেন এবং তার এই সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি যদি ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিশ্বাসের সাথে এই পদক্ষেপ নেন তাহলে ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবেন।
- ২. **সারা.** অব্রাহামকে যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল তার মূল বিষয়টি ছিল তাকে একটি সন্তান দেওয়া হবে, তবে তার স্ত্রী সারার গর্ভধারণ/সন্তান জন্মদানের বয়স পার হয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বর অব্রাহামকে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাতে শুধুমাত্র তারই আশীর্বাদ পাবার কথা ছিল না, বরং সারাও সেই আশীর্বাদের অংশীদার হতেন, কারণ এত বছর ধরে প্রার্থনা করার পর, অবশেষে এই বৃদ্ধ বয়সে তার একটি সন্তান গর্ভে আসতে যাচ্ছিল।

- ৩. **লোট এবং পশুপাল.** অব্রাহাম তার সমস্ত সম্পদ অর্থাৎ, পশুপাল এবং তার ভাইপো লোটকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন।

শাস্ত্রাংশের প্রেক্ষাপট এই স্বর্গ/আকাশমন্ডল এবং পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, নোহের মতো একজন লোকের সাথে আরেকটি ব্যবস্থা স্থাপন করলেন। তবে এবার এই ব্যবস্থাটি একটি প্রতিজ্ঞার চাইতেও বেশি কিছু ছিল আর তা হলো এই মানবজাতিকে আর কখনও ধ্বংস না করার প্রতিজ্ঞা। এইবারের প্রতিজ্ঞাটি এমন একজন ব্যক্তির সাথে হয়েছিল যার মধ্য দিয়ে এমন একটি বিশেষ জাতি তৈরি হবে যাদের মধ্য দিয়ে গোটা পৃথিবী আশীর্বাদ পাবে।

এখানে ঈশ্বর এই পাপপূর্ণ মানবজাতিকে তাঁর পবিত্রতার সাথে সংযুক্ত করার জন্য যে পরিকল্পনা করেছিলেন তারই ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। প্রতিবারের মতো এবারও ঈশ্বরই প্রথমে এই পদক্ষেপটি গ্রহণ করলেন।

তবে, এই প্রতিজ্ঞায় যে কোনো ঝুঁকি নেই এমনটা নয়। অব্রাহামকে শুধুমাত্র প্রতিজ্ঞার পূর্ণতার জন্যই আহ্বান করা হয় নি, বরং তাকে বিশ্বাসের সাথে পদক্ষেপ নেওয়া এবং এমনভাবে জীবনযাপন করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে যে, এই প্রতিজ্ঞাগুলো অবশ্যই পূর্ণতা পাবে। মানুষের জৈবিক দিক বিবেচনা করলে ঈশ্বর অব্রাহামের মধ্য দিয়ে যে মহাজাতি দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা অসম্ভব বলে হয়, কারণ অব্রাহামের স্ত্রী সারা অনেক বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন আর তাই তার সন্তান ধারণ করার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু অব্রাহাম বিশ্বাস করেছিলেন যে, ঈশ্বরের অসম্ভবকে সম্ভব করার ক্ষমতা রয়েছে।

তাই, যখন অব্রাহাম বিশ্বাসের সাথে এগোলেন তখন তিনি ঈশ্বরের বাধ্য হয়ে এমন একটি পথে চলতে লাগলেন যেখানে তার মধ্য দিয়ে এমন একটি জাতির সৃষ্টি হবে যারা সমস্ত জগতের জন্য আশীর্বাদের কারণ হবে। এই যাত্রায় অব্রাহাম নিজেকে নিখুঁত হিসেবে প্রমাণ করবেন না, কারণ ঈশ্বর আমাদেরকে নিখুঁত হওয়ার জন্য আহ্বান করেন না, বরং তিনি আমাদেরকে বিশ্বস্ত এবং বাধ্য হওয়ার জন্য মনোনীত করেন। আর অব্রাহাম যেসকল ভুলই করে থাকুক না কেন, সে কখনই ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারায় নি বা তার জীবনের জন্য ঈশ্বরের যে আহ্বান ছিল সেটি থেকে পিছপা হয় নি।

নতুন নিয়মের শাস্ত্রাংশঃ যিহূদীরা অব্রাহামকে শুধুমাত্র একজন বিশ্বাসের পিতা হিসেবেই সম্মান করে না, বরং একজন মহান বিশ্বাসী হিসেবে তিনি খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের কাছ থেকেও সম্মান পাবার যোগ্য। অব্রাহাম যেভাবে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করেছিল, ঠিক সেভাবে সমস্ত মানুষকেও এটি বিশ্বাস করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে যে, ঈশ্বরের সমস্ত প্রতিজ্ঞা যীশুর মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পেয়েছে এবং পরিত্রাণ পাবার জন্য ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখা প্রয়োজন। আর ঈশ্বর যেভাবে অব্রাহামের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন ঠিক সেভাবেই তিনি আমাদের প্রতিও একইভাবে বিশ্বস্ত থাকবেন বলে আমরা সুনিশ্চিত হতে পারি।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাােদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মস্তক: শাস্ত্রাংশটির অর্থ কী?** আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা এই সবকিছু সৃষ্টি করে এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন নি। এই জগতে যখন পাপ প্রবেশ করল তখনও ঈশ্বর এই পাপপূর্ণ মানবজাতির কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন নি। এর পরিবর্তে, তিনি তাঁর মহান ভালোবাসা, দয়া এবং পাপপূর্ণ মানবজাতির সাথে পুনর্মিলিত হবার জন্য যে সম্পর্ক তৈরি করতে চেয়েছেন সেই বিষয়টিকে প্রমাণ করেছেন। আমাদের প্রতি সৃষ্টিকর্তার যে ভালোবাসা, ক্ষমা, এবং দয়ার মনোভাব রয়েছে সেই বিষয়টি নিয়ে আমাদের আনন্দ করা উচিত/উদযাপন করা উচিত।
  - অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বরের যে প্রতিজ্ঞাগুলো ছিল সেগুলোর প্রতি তার বিশ্বস্ত সাড়াদানের মধ্য দিয়ে আপনি কীভাবে উপকৃত হয়েছেন?
  - ঈশ্বর যখন অব্রাহামকে এই শক্তিশালী প্রতিজ্ঞাগুলো করেছিলেন সেই পরিস্থিতিতে যদি আপনি থাকতেন তাহলে ঈশ্বরকে আপনি কোন প্রশ্নগুলো করতে
- **হৃদয়ঃ শাস্ত্রাংশ অনুসারে আমাদের কী করা উচিত?** যারা ভীরু বা যাদের সাহস কম রয়েছে তারা ঈশ্বরকে অনুসরণ করতে পারে না। ঈশ্বরকে অনুসরণ করার অর্থ শুধুমাত্র ঈশ্বর যে তাঁর প্রতিজ্ঞাগুলো রক্ষা করবেন তা শুধু বিশ্বাস করাই নয়, বরং আমাদেরকে বিশ্বাসের সাথে পদক্ষেপ নিতে হবে এবং এমনভাবে জীবনযাপন করতে হবে যেন সেই প্রতিজ্ঞাগুলো ইতোমধ্যেই পূর্ণতা পেয়েছে। ঈশ্বর যে আমাদের ভয় ও সন্দেহগুলো বোঝেন, এবং সেগুলোর কারণে তিনি যে আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন না সেই কারণে আমাদের তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তিনি ধৈর্য এবং দয়ায় পূর্ণ, আর আমরা যদি সেই ভয় এবং সন্দেহগুলোর জায়গায় নিজেদের বিশ্বাস এবং সাহস দিয়ে পূর্ণ করার চেষ্টা করি তাহলে তিনি সেগুলোকে দূর করবেন।
  - লোকেরা তাদের জীবনে কী কী কারণে ঈশ্বরের আহ্বান মেনে চলতে চায় না?
  - ঈশ্বর যখন আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন তখন সেগুলোর পূর্ণতা পাবার জন্য আমাদেরকে যে ধৈর্য ধরতে হয় এবং আমাদের জীবনে ঈশ্বরের যে আহ্বান রয়েছে সেটির প্রতি বিশ্বাসপূর্ণভাবে বাধ্য থাকার সময়ে কেন আমাদের অনেক সাহসের প্রয়োজন হয়?
- **হাতঃ আমরা কীভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে পারি?** কোনো নতুন যাত্রা শুরু করার আগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপটি হলো প্রথম পদক্ষেপটি নেওয়া। আপনি হয়তো এই প্রথম পদক্ষেপটি ইতোমধ্যেই গ্রহণ করেছেন — দারুণ! এবার ঈশ্বর আপনাকে পরবর্তীতে কি পদক্ষেপ নিতে বলছেন? আপনি হয়তো এখনও প্রথম পদক্ষেপটি নাও গ্রহণ করতে পারে, তাহলে সেক্ষেত্রে কোন বিষয়টি আপনাকে তা নিতে বাধা দিচ্ছে? এই পৃথিবীতে সত্যিকারের আনন্দ এবং শান্তি পেতে হলে আমাদেরকে নিজেদের

জীবনকে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে হবে এবং সেই পরিত্রাণকে গ্রহণ করতে হবে যা যীশুর ক্রুশীয় বিজয়ের মধ্য দিয়ে এসেছে।

- আপনার আত্মিক যাত্রায় ঈশ্বর আপনাকে পরবর্তী কোন পদক্ষেপটি নিতে বলছেন?
- আপনার আশেপাশে যারা রয়েছে তাদের মধ্যে কারা ঈশ্বরের পক্ষে এই পরবর্তী পদক্ষেপটি নিতে পারছে না, এবং কীভাবে আপনি তাদেরকে সেই পদক্ষেপটি গ্রহণ করার জন্য সাহায্য এবং উৎসাহ দিতে পারেন?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসা েথ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৮ ঈশ্বর উৎসর্গের পশু যোগালেন

পাঠের সাস্ত্রাংশ: আদিপুস্তক ২২:১-১৯

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: ইব্রিয় ১১:৮-১৯

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** এটা বুঝুন যে, ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখা কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং এটা আমা ে দর হৃ দয় ও কাজকে প্রভাবিত করার জন্য ।
- **হৃ দয়:** এটা বিশ্বাস করুন যে, যেটাকে আমরা সবচেয়ে বেশী ভালোবাসি সেটাই আমা ে দর ম ূল্যবোধ ও কাজকর্ম কেমন হবে তা ঠিক করে ে দয় । সবার আগে আমরা অবশ্যই ঈশ্বরের ভালোবাসাকে হৃ দয়ে লালন করবো, তারপর সেই ভালোবাসায় জীবন যাপন করবো ।
- **হাত:** প্রস্তুত হোন, ঈশ্বরের ভালোবাসা আমা ে দর আহ্বান জানাবে আমা ে দর বিশ্বাস অনুযায়ী বাস্তবসন্মত পে থ চলতে, কখনও কখনও তা আমা ে দর অত্যন্ত উ দার ও নম্র হতেও আহ্বান করবে ।

একটি পে দ পাঠের শিক্ষা বিশ্বাসে অব্রাহাম পরীক্ষিত হইয়া ইস্হাককে উৎসর্গ করিয়াছিলেন; এমন কি, যিনি প্রতিজ্ঞা সকল সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি আপনার সেই একজাত পুত্রকে উৎসর্গ করিতেছিলেন, ইবীŗয় ১১:১৭ ।

পাঠের সার সংক্ষেপ কথা তাকে বললেন । ঈশ্বর অব্রাহামকে বললেন তার পুত্র ইসহাককে একটা বে দীতে নিয়ে গিয়ে বলি দান করতে । তিনি অব্রাহামকে পরীক্ষা করছিলেন ও তিনি ে দখতে চাি"্ছলেন যে, অব্রাহাম তাঁর যে কোনো আে দশ মানতে বাধ্য থাকে কিনা । অব্রাহাম ইসহাককে বললেন যে, তা ে দর দু'জনকে মরিয়াহ পাহাড়ে যেতে হবে একটা উৎসর্গ করার জন্য । তারা সেই পে থ রওনা ে দবার পরে ইসহাক তার বাবাকে জিজ্ঞেস করলো যে, তারা যে মেষটা পুড়িয়ে উৎসর্গ করবে সেটা কোথায় । অব্রাহাম তাকে বললেন, সেটা ঈশ্বর যুগিয়ে ে দবেন । সেই পাহাড়ে পৌঁছানোর পর অব্রাহাম তার পুত্রকে বাঁধলেন এবং তার বানানো সেই বে দীতে তুলে প্রস্তুত করলেন উৎসর্গের জন্য । অব্রাহাম তার ছুরিটা বের করলেন । আর সত্যি সত্যিই যেই না ইসহাককে হত্যা করার জন্য তিনি ছুরি উঁচু করলেন, একজন স্বর্গদূত তাকে থামালো আর বললো, "তোমার ছেলেকে হত্যা কোরো না" অব্রাহাম মুখ তুলে চেয়ে ে দখলেন, একটা মেষ ঝোপে আটকে আছে । ঈশ্বর সেটাকে পাঠিয়েছেন যাতে অব্রাহাম তার ছেলের ব দলে সেটাকে উৎসর্গ করতে পারেন ।

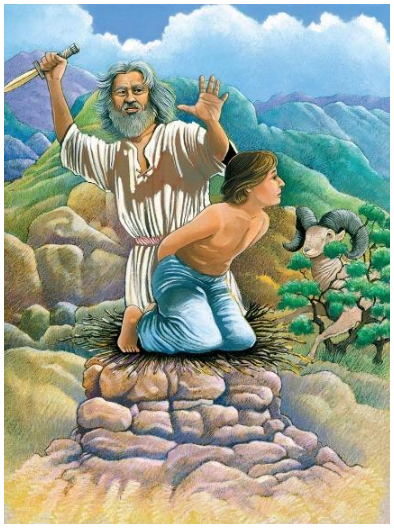

ছবি ে থকে শেখা:

- ১. **অব্্রাহাম.** অব্রাহামের বিশ্বাসের পরীক্ষা নেবার জন্য ঈশ্বর অব্রাহামকে বললেন তার নিজের ছেলে ইসহাককে হত্যা করে পুড়িয়ে উৎসর্গ করতে । ইসহাক ছিলো অব্রাহাম ও তার স্ত্রী সারার একমাত্র সন্তান । ইসহাকই ছিলো একমাত্র ব্যাক্তি যার মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর সেই চুক্তির প্রতিজ্ঞাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন । অব্রাহামের অনেক বয়স হয়েছিলো তাই তার পক্ষে আর সন্তানের পিতা হওয়া সম্ভব ছিলো না ।
- ২. **বে দী.** অব্রাহাম ঈশ্বরের কথা মান্য করেছিলেন, ঈশ্বরের ে দখানো সেই পাহাড়ে গিয়েছিলেন, একটা বে দী তৈরী করেছিলেন এবং উৎসর্গের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন ।
- ৩. ছুরি. অব্রাহাম বিশ্বাস করতেন যে, তিনি যি দ ইসহাককে উৎসর্গ করেও ফেলেন, ঈশ্বর ইসহাককে মৃতে দর মধ্য ে থকে আবার জীবিত করে তুলবেন (ইব্রিয় ১১:১৯)।
- ৪. **মেষ.** অব্রাহাম যখন ইসহাককে উৎসর্গ করতে উ দ্যত হলেন তখন ঈশ্বর তাকে থামতে বললেন । ঈশ্বর একটা মেষ জোগাড় করে ি দলেন, যেটা ঝোপে আটকে ছিলো, যাতে অব্রাহাম ইসহাকের পরিবর্তে সেই মেষটা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে পারেন ।

পাঠ প্রসঙ্গ ঈশ্বর অব্রাহামকে তাঁর সা ে থ একটা চুক্তির সম্পর্ক করেছেন (আি দপুস্তক ১২:১-৩), এবং তারপর অনেকবারই সেই সম্পর্ক আরো দীর্ঘ করেছেন অথবা তার উপর বিশেষ জোর ি দয়েছেন (আি দপুস্তক ১৫,১৭) । এই চুক্তির কে› দ্রীয় বিষয় হলো অব্রাহামকে একটা মহান জাতির পিতা বানানোর জন্য ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা । ইসহাকের জন্মের মধ্যে ি দয়ে (আি দপুস্তক ২১) ঈশ্বর তাঁর সেই ভিত্তিম ূলক চুক্তির বাস্তবায়ন শুরু করেন ।

আসলে ঈশ্বর অব্রাহামের বিশ্বাসের পরীক্ষা নিতে চেয়েছিলেন, ে দখতে চেয়েছিলেন সে ঈশ্বরকে বেশী ভালোবাসে নাকি ঈশ্বরের আশীবার্ দ পেতে বেশী ভালোবাসে । ঈশ্বর অব্রাহামকে আহ্বান করলেন ইসহাককে হোমা র্থ বলি দান (পুরো বে দীটা পুড়িয়ে) রূপে উৎসর্গ করতে । যি দও ঈশ্বর কখনও আগে কোনো শিশুকে বলি দান রূপে চাননি, কিন্তু সেই যুগে অন্যান্য ধর্মে শিশু বলি দান অস্বভাবিক ছিলো না । অব্রাহামকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হতো যে তিনি ঈশ্বরের কথা মেনে নিয়ে এই চরম আত্মত্যাগ করবেন কি না । অব্রাহাম সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি ঈশ্বরের কথাই মানবেন, এবং সেই বলি দানের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন ।

অব্রাহাম ইসহাককে বলি দান করবার ঠিক আগমুহ ূর্তে ঈশ্বর অব্রাহামকে থামালেন এবং ইসহাকের পরিবর্তে একটা মেষ ি দলেন বলি দানের জন্য । তখন ঈশ্বর অব্রাহামের প্রশংসা করলেন তার মহৎ বিশ্বাসের জন্য এবং অব্রাহামের সংগে তাঁর করা সেই চুক্তির কথাটা আবারও মনে করিয়ে ে দন ।

ন ূতন নিয়মের পাঠ: যি দও ইব্রিয় পুস্তকের লেখক আমা ে দর বলেন যে, ঈশ্বর কখনই আমা ে দর পাপ করবার জন্য প্রলোভিত করবেন না, কিন্তু ঈশ্বর মাঝে মাঝে আমা ে দর পরীক্ষা করেন । অব্রাহাম একজন বড় বিশ্বাসী মানুষ ছিলেন কারণ তিনি ঈশ্বরের পবিত্রতায় বিশ্বাস করতেন । এই পরি"ছে দ ইব্রিয় পুস্তকের লেখক বলেছেন যে, অব্রাহাম ইসহাককে বলি দান করতে রাজী হয়েছিলেন কারণ তিনি ঈশ্বরের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বাসী ছিলেন এবং তিনি জানতেন যে, তিনি ইসহাককে যি দ হোম বলি দান করে উৎসর্গ করেনও, ঈশ্বর ঠিকই ইসহাককে মৃতে দর মধ্য ে থকে জীবিত করে তুলবেন ।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবা েদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** ঈশ্বর অব্রাহামের সা ে থ করা চুক্তিতে অসাধারণ কিছু প্রতিজ্ঞা করেছেন । একি দন ঈশ্বর ঠিক করলেন তিনি অব্রাহামকে পরীক্ষা করবেন, এবং ে দখবেন যে অব্রাহাম যে ঈশ্বর তাকে আশীবার্ দ করেন তাকে বেশী ভালোবাসে নাকি তার চেয়ে তার আশীবার্ দকে বেশী ভালোবাসে । ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখার অ র্থ শুধুমাত্র ঈশ্বর যে আছেন এবং ঈশ্বর আমা ে দর ভালোবাসেন এটা বিশ্বাস করার চেয়ে বেশী কিছু বোঝায় । ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখার মানে হলো ঈশ্বরের বাধ্য হবার চেষ্টা করার জন্য নিজেকে তৈরী করা, তা ঈশ্বর আপনার কাছে যা—ই চান না

কেনো । কারন খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করে ঈশ্বর নিখুঁত সু› দর, তারা জানে ঈশ্বর কখনও তা ে দর এমন কিছুই করতে বলবেন না যা শেষপর্যন্ত অন্যে দর ক্ষতি করবে ।

- কেন মানুষ মাঝে মাঝেই ঈশ্বরকে ভালোবাসার চেয়ে ঈশ্বরের আশীবার্ দকে বেশী ভালোবাসতে প্রলোভিত হয়?।
- ইব্রীয় পুস্তকের বর্ননা অনুসারে, অব্রাহাম বিশ্বাস করতেন যে, তিনি যি দ ইসহাককে বলি দান করেনও, ঈশ্বর পরে ঠিকই ইসহাককে মৃতে দর মধ্য ে থকে আবার জীবিত করে তুলবেন । পাহাড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করার পর কখন অব্রাহাম এই সিদ্ধান্তে আসেন বলে আপনার মনে হয়: যাত্রার শুরুর ি দকে নাকি যাত্রার শেষ পযার্যে?

- **হৃ দয়: আমা ে দর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** আমরা প্রায়শঃই কোনো একটা বস্তুকে আমরা কতটুকু ভালোবাসি বা চাই সেটা ঠিকমতো বুঝি না, যতক্ষন পর্যন্ত না সেই ব্যাক্তি, স্বপ্ন অথবা বস্তুটা থকে বঞ্চিত হবার মুখোমুখি আমরা না হই । অব্রাহাম ঈশ্বরের তাকে করা আশীবার্ দকে যতটা ভালোবেসেছেন, আর ঈশ্বরের ে দওয়া অলৌকিক উপহারের জন্য যতটা কতজ্ঞতা জানিয়েছেন, ততই ঈশ্বর এটা নিশ্চিত করতে চেয়েছেন যে অব্রাহামের হৃ দয় যেন যিনি আশীবার্ দ করেছেন তার চেয়ে তাঁর আশীবার ে দর ি দকে বেশী আকষ্ট না হয় । ঈশ্বর আমা ে দর মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসার জন্য । পাপের কালিমার কারণে আমরা সেই বস্তুকে ভালোবাসি যা আমা ে দর ভালোবাসা উচিত না । পাপ আমা ে দর সেই বস্তুকে চাইতে বাধ্য করে যা আমারা চাইবার উপযুক্ত না ।
  - আজকাল মানুষ কি কি জিনিষের পিছনে তা ে দর ভালোবাসা ঢেলে দিচ্ছে, যেগুলো তা ে দর ভালোবাসা পাবার উপযুক্ত না?।
  - এমন উ দাহরণ কি কি আছে যেসব প থ ি দয়ে আমা ে দর ভিতরের খারাপ জিনিষকে ভালোবাসার বা কামনা করার মতো পাপগুলো আমা ে দর বাস্তবেও সত্যিই পাপ করার ি দকে ধাবিত করে?।
- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ ি দতে পারি?** একজন প্রিয় মানষের অকাল মৃত্যু যে কারো জন্য হৃ দয় বি দারক ব্যাপার । এরকম দুঃখজনক ঘটনা নানা কঠিন প্রশ্ন, প্রচন্ড সন্দেহ এবং রাগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় । এমন অবস্থায় আমরা ঈশ্বরের মহিমার কথা প্রচার করতে পারি তা ে দর দুঃখ কমানোর জন্য ঝটপট ও সস্তা কিছু কথা না বলে । বরং আমরা তা ে দর সা ে থ বিশ্বস্ত ভাবে ও নিরবে বসে তা ে দর দুঃখের ভাগী দার হতে পারি । এটা খ্রীষ্টানরা ঈশ্বরের প্রতি তা ে দর ভালোবাসাকে কিভাবে অন্যের উপকারের জন্য কাজে লাগাতে পারে, তার একটা উ দাহরণ মাত্র ।
  - আপনার জানামতে কে বর্তমানে কোনো কিছু হারানোর কষ্টের মধ্যে ি দয়ে যা ে"ছন, যার শোকের সাথী আপনি হতে পারেন?।
  - আপনি এমন একজন পুরুষ অথবা মহিলাকে কি ভাবে সত্যিকার কোনো সাহায্য করতে পারেন, যার বিশ্বাসের জোর কমে আছে ?।

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসা েথ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৯ এষৌ তার জ্যেষ্ঠাধিকার (বয়সে বড় এই অধিকার) বিক্রি করলেন

পাঠের সাস্ত্রাংশ: আদিপুস্তক ২৫:১৯-৩৪

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: ১ম পিতর ৫:১—১১

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** যেটা এই মুহ ূর্তে খুব দরকার সেটা করবার লোভ বিসর্জন ি দতে হবে যেটা আসলে গুরুত্বপ ূর্ণ সেটা করাবর জন্য । এষৌ খুব ক্ষুধার্ত ছিলো বলে মাত্র একটা বেলার খাবারের জন্য তার সেই ম ূল্যবান জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রী করে ি দয়েছিলো ।
- **হৃ দয়:** আপনার আকাঙ্খা ঈশ্বরের কাছে সমর্পন করুন । কারন আমরা যখন আমাে দর ম ূল্যবোধ ি দয়ে আমাে দর কাজকর্মকে পরিচালিত হতে না ি দয়ে আমাে দর আবেগী ও স্বার্থপর ই"ছাগুলো দ্বারা পরিচালিত হই, তার ফলে আমাে দর চরম কষ্ট ও অনুশোচনা করতে হয় ।
- **হাত:** আমাে দর আত্মিক জীবনের অবিরাম উন্নতি ও বিশ্বস্ত এবং পরিণত খ্রীষ্ট বিশ্বাসীে দর কাছে আমাে দর কাজের জবাবি দহিতা করাই আমাে দর কোনটা অতি প্রয়োজনীয় আর কোনটা আমে দর জন্য গুরুত্বপ ূর্ন, সে সম্পর্কে বিভ্রান্তি দ ূর করতে পারে

একটি পে দ পাঠের শিক্ষা তোমরা বিশ্বাসে অটল থাকিয়া তাহার প্রতিরোধ কর; তোমরা জান, জগতে অবস্থিত তোমাদের ভ্রাতৃবর্গেরও সেই প্রকার নানা দুঃখভোগ সমপন্ন হইতেছে, ১ম পিতর ৫:৯ ।

পাঠের সার সংক্ষেপ ইসহাক ও তার স্ত্রী রেবেকার দু'টি জমজ সন্তান ছিলো । তাে দর নাম ছিলো যাকোব ও এষৌ । যাকোব ছিলো শান্ত প্রক…তির এবং সে তাবুর কাছাকাছি থাকতে পছ› দ করতো । এষৌ ছিলো বড় এবং সে শিকার করতে পছ› দ করতো । বাইবেলে বর্ণিত সময়ে পরিবারের বড় ছেলে জ্যেষ্ঠাধিকার পেতো । এটা একটা বিশেষ সন্মান বলে বিবেচিত হতো । যখন একজন পিতা মারা যেতেন, জ্যেষ্ঠপুত্র তার বাবার অনেক সহায়—সম্পত্তি পেতো আর সেই পরিবারের ন ূতন নেতা হতো । একি দন এষৌ শিকারে গেলো । সে অত্যন্ত কস্লান্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাড়ী ফিরে আসলো । যাকোব বড় এক হাঁড়িভর্তি স্যুপ বানিয়েছিলো । তা ে থকে সু› দর গন্ধ আসছিলো । এষৌ জিজ্ঞেস করলো সে একবাটি স্যুপ পেতে পারে কিনা । যাকোব বললো," তুমি যি দ তোমার জ্যেষ্ঠাধিকার আমাকে ি দয়ে দাও, আমি তাহলে একবাটি স্যুপ তোমাকে ি দতে পারি ।"এষৌ এতোটাই ক্ষুধার্ত ছিলো যে তার জ্যেষ্ঠাধিকারের তোয়াক্কা সে করলো না । সে শুধুমাত্র খেতে চাি"ছলো । তাই সে একবাটি স্যুপের বিনিময়ে তার জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রি করে ি দলো । এষৌ তার খুব ম ূল্যবান একটা উপহারকে বিসর্জন ি দলো যা আর কখনও সে ফিরে পাবে না ।

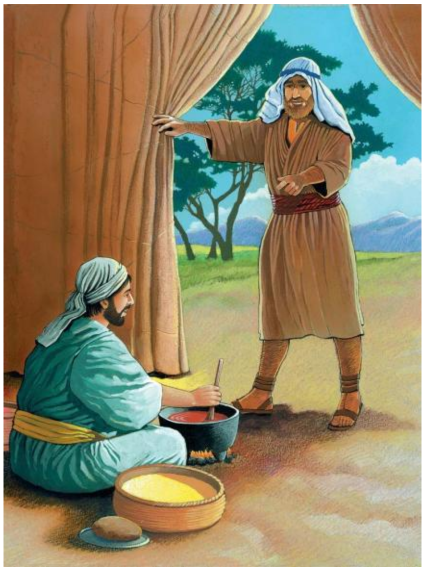

ছবি ে থকে শেখা:

- ১. **এষৌ আর যাকোব.** ইসহাকের যমজ সন্তান ছিলো, এষৌ ছিলো বড় আর যাকোব ছিলো ছোট । যি দও এষৌ যাকোবের ে থকে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের বড় ছিলো, কিন্তু সে প্রথমজাত সন্তান হিসেবে জ্যেষ্ঠাধিকার পেয়েছিলো আর বাবার কাছ ে থকে পরিবারের উত্তরাধিকার পেয়েছিলো ।
- ২. **এষৌ** এমন একজন মানুষ ছিলো যে বাইরে শিকার করতে ভালোবাসতো । একি দন এষৌ শিকার ে থকে ফিরে আসলো আর যাকোব যে লাল স্যুপ রান্না করছিলো তা ে থকে একটু তাকে খেতে ি দতে বললো ।
- ৩. **যাকোব** বললো সে তাকে এই স্যুপ খেতে ে দবে যি দ এষৌ এর বিনিময়ে তার জ্যেষ্ঠাধিকার যাকোবকে ি দয়ে ে দয় ।
- ৪. **স্যুপ.** এষৌ ছিলো আবেগী, সে তার পরিবারে তার নিজের সম্মানজনক অবস্থানের চেয়েও তার ক্ষুধাকে বড় করে ে দখলো । তাই সে একবেলার খাবারের বিনিময়ে তার জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রী করে ি দলো । এষৌএর এই বোকার মত নেওয়া সিদ্ধান্তের ফলে ঈশ্বরের অব্রাহামের সংগে করা সেই আশীবার্ে দর চুক্তি এষৌ—এর পরিবর্তে যাকোবের ি দকে প্রবাহিত হবে ।

পাঠ প্রসঙ্গ: অব্রাহামের সাে থ ঈশ্বরের করা চুক্তি ততীয় প্রজন্মে প্রবাহিত হলো । অব্রাহামের স্ত্রীর মতো ইসহাকের স্ত্রীও বন্ধ্যা ছিলেন । আবার একইভাবে অব্রাহাম যেমন তার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান দানের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রা র্থনা করেছিলেন, ইসহাকও তার স্ত্রী রেবেকার জন্য একই প্রা র্থনা ঈশ্বরের কাছে করেন । ঈশ্বর ইসহাকের প্রা র্থনা শোনেন এবং তাকে যমজ সন্তান উপহার ে দন । এষৌ যেহেতু প্রথমজাত সন্তান ছিলো, তাই ইসহাকের মৃত্যুর পর তার বেশীর ভাগ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সেই হয় ।(২য় বিবরণ ২১:১৫—১৭) ।

একি দন যাকোব, অথার্ৎ ছোট পুত্রটা এষৌ—এর আবেগ প্রবণতার সুযোগ নেয় । এষৌ সেি দন বাইরে শিকার করে ফেরার পর প্রচন্ড ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলো । সে ভাবলো তাকে মনেহয় আজ না খেয়েই থাকতে হবে, আর সে যাকোবের কাছে খাবার চাইলো । যাকোব তাকে এই শর্তে খেতে ি দতে চাইলো যে তার বিনিময়ে এষৌ—এর জ্যেষ্ঠাধিকার যাকোবকে ি দয়ে ি দতে হবে । প্রচন্ড

ক্ষুধার জ্বালায় এষৌ ভাবলো যে সে এই মুহ ূর্তে না খেলে মারাই যাবে, আর সে একবেলার খাবারের বিনিময়ে তার জ্যেষ্ঠাধিকার যাকোবের কাছে বিক্রী করে ে দয়

এই ঘটনাটা তু"ছ বলে মনে হলেও এর প্রভাব ছিলো প্রচন্ড ও সু দ ূর প্রসারী । এখন, প্রথমজাত পুত্রের মযার্ দা পাবার ফলে যাকোব তার পিতা ইসহাকের বেশীরভাগ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে গেলো । আি দপুস্তকের ২৬ অধ্যায়ে একথা লেখা আছে যে, যাকোব শুধুমাত্র এষৌ—এর জ্যেষ্ঠাধিকার হরণ করেই তপ্ত হয়নি, বরং সে এষৌএর উপর থাকা ইসহাকের আশীবার্ দকেও চাতুরীর মাধ্যমে হরণ করেছিলো । এভাবে ঈশ্বর তাঁর সকল আশীবার্ দসহ যে চুক্তি অব্রাহামের সাে থ করেছিলেন, সেটা এষৌ—এর বংশধরে দর মধ্যে ি দয়ে প্রবাহিত না হয়ে যাকোবের বংশধরে দর মধ্যে ি দয়ে চলতে থাকবে ।

ন ূতন নিয়মের পাঠ: সাধু পিতর তরুণ খ্রীষ্টানে দর আহ্বান করেছিলেন গুরুে দর কাছ ে থকে শিখতে ও তাে দর কাজকর্মের প্রতি নজর রাখতে । আবেগ তাড়িত হওয়ার ফল ভালো খুব কম ক্ষেত্রেই হয়, তার পরিবর্তে পিতর খ্রীষ্টানে দর প্রতি আহ্বান করে বলেছেন,"সতর্ক হও ও ন্র, ভ দ্র মনের অধিকারী হও ।" আমরা যি দ হৃ দয়কে প্রশান্ত রাখি ও খ্রীষ্টেতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হই তাহলে আমরা পাপের ফাঁে দ পড়া ে থকে বিরত থাকতে পারবো ।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাে দর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** ঈশ্বরের জন্য জীবন যাপন করার একটা ি দকের অ র্থ হলো আমাে দর ভালো ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া নিশ্চিত করা । যখন আমরা আবেগ তাড়িত হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিই, অথবা আমাে দর ব্যাক্তি স্বার্থ চরিতা র্থ করার উদ্দেশ্যে কিছু করতে চাই, প্রায়শঃই আমরা

আমে দর নিজে ে দর ও অন্যে দর জন্য নি দারুন ক্ষতি ও কষ্টের কারণ হই । এর পরিবর্তে আমরা অবশ্যই " সতর্ক থাকবো ও প্রশান্ত মনের অধিকারী হবো ।(১ম পিতর ৫:৮) । শুধুমাত্র সঠিক সিদ্ধান্ত কিভাবে নেবো সেটা জানাটাই আমা ে দর জন্য যে থষ্ট নয়; যখন আমরা চাপের মধ্যে থাকবো তখনও আমে দর অবশ্যই সেই সঠিক সিদ্ধান্তগুলো নিতে হবে

- ○ কিভাবে ভুল আকাঙ্খা মানুষকে ভুল সিদ্ধান্ত নেবার পে থ চালিত করে?
- ○ কিভাবে তুলনাম ূলক ভাবে অভিজ্ঞ খ্রীষ্টানরা তরুণ খ্রীষ্টানে দর ভালো সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে সহায়তা করতে পারে?

- **হৃ দয়: আমা ে দর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** যি দও সব খ্রীষ্টানরা সমান এই বিচারে যে আমরা সকলেই যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস আনার ফলে পরিত্রাণ পেয়েছি, কিন্তু আমা ে দর সকলের আত্মিক পরিপক্কতা সমান নয় । আত্মিক পরিপক্কতা আসলে সারা জীবন ধরে চলতে থাকা একটা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে খ্রীষ্টানরা আরো বেশী করে যীশু খ্রীষ্টের মতো হতে পারে । আমা ে দর আত্মিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য অনেক উপায় আছে, যেমন বাইবেল পাঠ, প্রা র্থনা, আধ্যাতিকতায় অভিজ্ঞ খ্রীষ্টভক্তে দর কাছ থকে এ বিষয়ে আরো জানার চেষ্টা করা ইত্যা ি দ । আমা ে দর খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসে শক্তিশালী হবার মধ্যে একটা বিশাল আন› দ আছে, ঠিক যেমন বড় বিপ দ আমা ে দর জন্য অপেক্ষা করে যি দ আমরা আত্মিক সন্তান হিসাবে বেড়ে উঠতে রাজী না হই । আত্মিক ভাবে বেড়ে উঠতে থাকা সন্তানে দর একটা চিন্হ হলো তা ে দর সব আকাঙ্খাগুলোকে যীশু খ্রীষ্টের কাছে সমর্পন করা ।
  - ○ কি কারনে কিছু খ্রীষ্টান আত্মিক ভাবে পরিণত হবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা না নিয়ে বরং আত্মিক ভাবে অপরিণতই থাকতে চাইবে?
  - ○ আত্মিক ভাবে অপরিনত থাকার কি কি বিপ দ আছে?
- **হাত: আমরা কি ভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ ি দতে পারি?** আত্মিক বৃদ্ধির জন্য খ্রীষ্টানে দর জন্য তিনটে বড় আশীবার্ দ আছে, সেগুলো হলো বাইবেল পাঠ, প্রা র্থনা ও অন্য খ্রীষ্টানে দর সা ে থ সহভাগীতা করা । আমরা এই আশীবার্ দগুলোকে কাজে লাগিয়ে পবিত্র জীবন যাপনের জন্য বড় সাহায্য ও প্রজ্ঞার সন্ধান পেতে পারি, আর প্রলোভনের সা ে থ লড়াই করার জন্যও বড় সহায়তা পেতে পারি ।
  - ○ আপনার বাইবেল পড়ার অভ্যাস কি আপনাকে খ্রীষ্টান হিসেবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করছে? যি দ তা না হয় তাহলে আরো কার্যকারী বাইবেল পাঠের উপরে পরিপক্ক কিছু খ্রীষ্টানের কাছ ে থকে পরামর্শ নেবার চেষ্টা করুন ।
  - ○ আপনি কি আপনার প্রা র্থনার জীবনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হে"ছন? যি দ না হন ভালো প্রা র্থনার অভ্যেসের ব্যাপারে কিছু পরিণত খ্রীষ্টানে দর কাছ ে থকে পরামর্শ নিন ।
  - ○ আপনার কি কোন পরিপক্ক খ্রীষ্টান বন্ধু আছেন যারা আপনার আত্মিক বৃদ্ধির জন্য আপনাকে সময় ি দে"ছন? যি দ না হয় তাহলে আপনি পরিপক্ক খ্রীষ্টানে দর খোঁজ করুন আর তা ে দর মধ্যে কাউকে আপনার গুরু হতে অনুরোধ করুন ।

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসা েথ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ১০ ঈশ্বরের সাে থ যাকোবের মল্লযুদ্ধ

পাঠের সাস্ত্রাংশ: আদিপুস্তক ৩২:২২-৩২

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: লুক ১৮:১-৮

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** বুঝুন যে, খ্রীষ্টানে দও ঈশ্বরের কাছে প্রা র্থনায় বলিষ্ঠ হতে হবে ।
- **হ দয়:** ভাবুন, ঈশ্বরের প্রতি আপনার যে প্রা র্থনা, তা কতটা সৎ ও পরিষ্কার । আপনি কি সত্যিই এটা বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর আপনার প্রা র্থনা শোনেন ও তার উত্তর ে দন?
- **হাত:** বিভিন্ন রকমে দহভঙ্গিগতে (দাড়িয়ে, বসে,হাঁটু গেড়ে, মাথা নুইয়ে ইত্যাি দ) প্রা র্থনার চচার্ করুন আর ে দখুন কোনটা প্রা র্থনার সময় ঈশ্বরের প্রতি মনোনিবেশ করতে আপনাকে বেশী সাহায্য করে ।

একটি পে দ পাঠের শিক্ষা তিনি কহিলেন, তুমি যাকোব নামে আর আখ্যাত হইবে না, কিন্তু ইস্রায়েল [ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধকারী] নামে আখ্যাত হইবে; কেননা তুমি ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছ, আি দপুস্তক ৩২:২৮ ।

পাঠের সার সংক্ষেপ এষৌ—এর জ্যেষ্ঠাধিকার নিয়ে চলে আসার আরো অনেক পরে যাকোব মনস্থির করলো যে সে বাড়ী ফিরে যাবে । গত কুড়ি বছরের মধ্যে সে তার ভাই এষৌকে একবারও দ্যাখেনি । যাকোব আর তার পরিবারের স দস্যেরা তাে দর যাত্রাপে থ এক রাতে একটা ন দীর কাছে এসে উপস্থিত হলো । যাকোব তার পরিবারকে ন দীর ওপারে পাঠিয়ে ি দলো কিন্তু সে ন দীর অন্য পারে রয়ে গেলো । সে রাতে এক লোক যাকোবের কাছে আসলো এবং যাকোবের সাে থ মল্লযুদ্ধ শুরু করলো । তারা দু'জন পরের ি দন সকাল পর্যন্ত যুদ্ধ করলো । সেই লোকটা যাকোবের ে দহের পিছনের ি দকে আঘাত করে তাকে আহত করলো, কিন্তু তারা যুদ্ধ চালিয়ে গেলো । যাকোব ঈশ্বরের কাছে একটা আশীবার্ দ চাইলো, আর সে জানতো এই ব্যাক্তি তাকে সেই আশীবার্ দ ি দতে পারেন । যাকোব যা জানতো না তা হলো সে আসলে ঈশ্বরের সাে থই মল্লযুদ্ধ করছিলো । ঈশ্বর যাকোবের প্রতি সš‘ষ্ট হলেন আর তাকে একটা নতুন নাম ি দয়ে আশীবার্ দ করলেন । ঈশ্বর তাকে 'ই ্রায়েল' নামে ডাকলেন ।

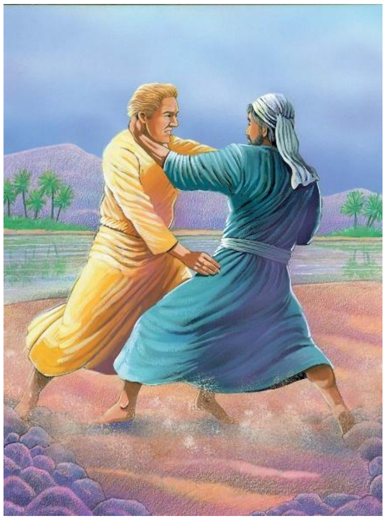

ছবি ে থকে শেখা:

- ১. **যাকোব** (নীল রঙ্গ) তার ে দশের মাটিতে ফিরে আসছিলো । তার মনে ভয় ছিলো যে তার ভাই এষৌ তাকে আক্রমন করতে পারে কারণ যাকোব তাকে চাতুরীর মাধ্যমে তার জ্যেষ্ঠাধিকার ও আশীবার্ দ ে থকে বঞ্চিত করেছিলো । অতএব, এষৌএর সা ে থ ে দখা হবার আগেই যাকোব তার সম্পত্তি ও বেশ কিছু দামী জিনিষপত্র এষৌ—এর উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে ি দলো । সে তার ভাইয়ের মোকাবেলা হবার আগের রাতটা একাই কাটিয়েছিলো ।
- ২. **একজন মানুষ** (হলু দ রঙ) সারা রাত ধরে যাকোবের সা ে থ মল্লযুদ্ধ করেন । আমরা জানি না তিনি কে ছিলেন, হতে পারেন তিনি সত্যিই একজন মানুষ, কিংবা একজন স্বর্গদূত, এমনকি ঈশ্বর স্বয়ং। সে যাই হোক, তারা দু'জনে সারা রাত যুদ্ধ করেছিলেন ।
- ৩. **যাকোবের পশ্চাৎে দশ.** যখন সেই লোকটা বুঝলেন যে তিনি যাকোবকে শক্তি ি দয়ে পরাজিত করতে পারবেন না, তিনি যাকোবের পিছনে আঘাত করে আহত করলেন । যাকোব তবুও যুদ্ধ থামালো না, বরং তাকে চলে যেতে ে দবার আগে তাঁর কাছ ে থকে আশীবার্ দও নিয়ে ছাড়লো সে । তিনি আশীবার্ দ করলেন আর একই সা ে থ যাকোবের নামও পাল্টে ি দলেন । যাকোব, যার নামের অ র্থ "ধোঁকাবাজ", এখন ে থকে তাকে ডাকা হবে 'ই ্রায়েল' নামে, যার অ র্থ হলো "ঈশ্বরের সা ে থ যুদ্ধ ।" ঈশ্বরের লোকেরা আজও ই ্রায়েলীয় বলে সবার কাছে পরিচিত ।

পাঠ প্রসঙ্গ যাকোব, যার নামের অ র্থ "প্রতারক," তার নামের প্রতি বার বার সুবিচার করেই যাি"ছলো । সে তার বড়ভাইকে বড় হিসেবে পাওয়া তার জ্যেষ্ঠাধিকার ও আশীবার্ দ দুটো ে থকেই বঞ্চিত করেছিলো । ধোঁকার কারণে নিজের অধিকার ও আশীবার্ দ হারিয়ে এষৌ এতোটাই রেগে গিয়েছিলো যে যাকোবকে নিজের প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়েছিলো । যে নতুন ে দশে যাকোব বসবাস শুরু করেছিলো, সেখানে যাকোব উন্নতি করছিলো । যাকোব বিয়ে করেছিলো ও অনেক ধনসম্পে দর মালিকও হয়েছিলো । তার এই সম্পত্তির একটা অংশ এসেছিলো ধোঁকা ি দয়ে তার শ্বশুরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার মাধ্যমে ।

যখন যাকোবের শ্বশুর বুঝতে পারলো যে, যাকোব তাকে ধোঁকা ি দয়েছে, তখন নিজের পুরো পরিবার ও ধনসম্পত্তি নিয়ে যাকোব পালিয়ে যায় । সে তখন তার জন্মভূমিতে ফিরে যেতে মনস্থির করে ও তার ভাইয়ের ওখানে কোনো সুবিধা হয় কিনা সেই চিন্তাও করে । সে তার বড় ভাইয়ের

রাগ ও প্রতিশোধের স্পৃহা কমানোর জন্য নিজের পরিবার ও সহায় সম্পত্তি আগে পাঠিয়ে ে দয়, সেই সা ে থ এষৌ—এর জন্য প্রচুর উপহার সামগ্রীও পাঠায় । যাকোব ঈশ্বরের কাছে নিজের নিরাপত্তার জন্য প্রা র্থনা করে ।

এষৌ—এর সা ে থ ে দখা হবার আগের রাতে এক ব্যাক্তি আসেন ও যাকোবের সা ে থ মল্লযুদ্ধ করেন । বর্ণনাটাতে এটা ঠিক পরিষ্কার না যে সেই ব্যাক্তিটা আসলে কে ছিলেন, কোনো সত্যিকারের মানুষ, একজন স্বর্গদূত, নাকি ঈশ্বর স্বয়ং। ব্যাক্তিটার সা ে থ সে যুদ্ধ করতে থাকে ও শেষ পর্যন্ত তার আশীবার্ দ নিয়ে তবে তাকে ছাড়ে । আশীবার্ দ ে দবার পাশাপাশি তিনি যাকোবের নামও পরিবর্তন করে ে দন । এখন ে থকে যাকোব কে আর “ধোঁকাবাজ” নামে ডাকা হবে না, বরং তার নাম হবে ‘ই ্রায়েল,” যার অ র্থ হলো, “যে ঈশ্বরের সা ে থ যুদ্ধ করে ।”

ন ূতন নিয়মের পাঠ: যাকোবের এই ব্যাক্তির সা ে থ ক্রমাগত লড়ে যাবার এই ঘটনার মতো একটা উপমার গল্প যীশু বলেছিলেন যেখানে এক নাছোড়বা› দা মহিলা বিচারের দাবীতে লড়াই করেন । যীশু এই উপমাটা তাঁর অনুসারী ে দর বলেছিলেন অবিরাম প্রা র্থনা করা ও হাল ছেড়ে না ে দবার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে ।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবা েদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু’টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- ’পাঠের প্রসঙ্গ’টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু’টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** এই পাঠটা অনেক প্রশ্ন ওঠায় যার উত্তর সে ে দয় না । যাকোবের সা ে থ মল্লযুদ্ধ করা মানুষটা কে ছিলেন? যাকোব এই লড়াই ে থকে আসলে কি শিখলো বলে মনে হয়? যি দও এই প্রশ্ন সহ আরো কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর আমরা পাই না এখানে, কিন্তু বর্ণনাটা একটা বিষয় পরিষ্কার করে যে, যাকোবের প্রতি ঈশ্বরের আশীবার্ দ বর্ষিত হতেই থাকে, সে সেটার যোগ্য হোক

বা নাই হোক । ঈশ্বর যাকোবের প ূর্বপুরুষে দর সা ে থ চুক্তি করেছিলেন, এবং ঈশ্বর তাঁর সেই চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন, তা সে যাকোব ভালো সিদ্ধান্ত নিক আর নাই নিক । ৩২ তম অধ্যায়ে ে দখা যায় যাকোব ঈশ্বরের কাছে নিজের নিরাপত্তার জন্য প্রা র্থনা করছে ও ঈশ্বরকে তাঁর সেই চুক্তির কথা মনে করিয়ে ি দে"ছ (আি দপুস্তক ৩২:৯-১৩)। যাকোবের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটা ছিলো যে সে খুব সাহসী ছিলো । সাহসী হওয়াটা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে, আবার অন্য ক্ষেত্রে এটা গুণ হিসেবে বিবেচিত হয় ।

- ঈশ্বরের আশীবার্ দ কি পক্ষপাতহীন হয়? অন্য ভাষায় বললে, কিভাবে যাকোব অথবা অন্য কেউ কি ঈশ্বরের আশীবার্ দ পাবার যোগ্য তে পারে ?
- এষৌ—এর কাছ ে থকে পালানোর পর ে থকে এই পর্যন্ত এসে যাকোব কি কি শিক্ষা পেয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

- **হৃ দয়: আমা ে দর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** ঈশ্বর একজন খ্রীষ্টান তার হৃ দয়ে কেমন তা ে দখেন না, বরং তার দ্বারা কেমন মানুষ হওয়া সম্ভব সেটা বিচার করেন । যাকোবের অনেক সময় লেগেছে তেমন মানুষে পরিণত হতে যে কিনা ঈশ্বরকে সন্মান করার সি দ"ছায় জীবনে প থ চলে । কিন্তু কবে তাঁকে যাকোব সন্মান করবে সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করেননি, তার আগেই ঈশ্বর তাকে আশীবার্ দ করেছেন । একই ভাবে ঈশ্বর মানুষকে খ্রীষ্টবিশসী পরিণত হবার আগেও আশীবার্ দ করতে পারেন । কারণ আমরা ঈশ্বরের দয়া ও আশীবার্ে দর মধ্য ি দয়েই আমা ে দর জন্য ঈশ্বরের ভালোবাসাকে বুঝতে পারি । খ্রীষ্টানরা তা ে দর প্রা র্থনায় সাহসী হতে পারে কারণ তারা জানে যে, ঈশ্বর তা ে দর জন্য সবচেয়ে ভালো যা হবে সেটাই করবেন ।
  - ঈশ্বর কি কি ভাবে আপনাকে খ্রীষ্টান হবার আগের জীবনে আশীবার্ দ করেছেন?
  - যি দ ঈশ্বর খ্রীষ্টান ও অ—খ্রীষ্টান উভয়ের জন্যই সর্ব দাই দয়াশীল হয়ে থাকেন, তাহলে কেন বহু অ—খ্রীষ্টান কখনই খ্রীষ্টান হবার সিদ্ধান্ত নেয় না?
- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ ি দতে পারি?** এরকম বেশ কিছু প থ আছে যার মাধ্যমে খ্রীষ্টানরা একটা গভীর প্রা র্থনাশীল জীবন গড়ে তুলবার কাজে সহায়তা নিতে পারে । একজন খ্রীষ্টান তার নিজের শহরে হাঁটতে হাঁটতে প্রা র্থনা চালিয়ে যেতে পারে । একজন খ্রীষ্টান বিভিন্ন ভঙ্গিগমায় (বসে, মাথা নুইয়ে, দাি ঁড়য়ে ঈত্যাি দ) প্রা র্থনা করে ে দখতে পারে যে কোনটা তাকে ঈশ ^রের প্রতি মনযোগ ি দতে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করে ।
  - আপনার জন্য কোন ভঙ্গিতে প্রা র্থনা করাটা সবচেয়ে সুফল দায়ক হয়?
  - এই সপ্তাহে আপনার প্রা র্থনাকে কাজে রুপ ে দওয়ার মতো এমন কি কি প থ আছে বলে মনে করেন?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসা েথ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ১১ যোষেফের স্বপ্ন

পাঠের সাস্ত্রাংশ: আদিপুস্তক ৩৭

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: মিথ ২:১৩-১৮

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** এ ব্যাপারে সতর্ক থাকুন যে ঈশ্বর মাঝে মাঝে স্বপেড়বর মধ্যে দিয়ে খ্রীষ্টানদের সা ে থ কথা বলেন, কিন্তু আমা ে দর সেই স¦প্নের কথা অন্যে দর কাছে কিভাবে প্রকাশ করা উচিৎ সেই ব্যাপারে জ্ঞান রাখা দরকার ।
- **হৃ দয়:** আপনার হৃ দয়ে ঠিক ভাবে চোখ রেখে ে দখুন যে ঈষার্র (অথবা অন্য যে কোনো পাপ) বীজের শিকড় সেখানে গজানো শুরু করেছে কি না ।
- **হাত:** যারা দু র্দশার মধ্যে আছে তা ে দর সহায়তা ও সুরক্ষা ে দওয়া যে আপনার দায়িত্ব, সেটা অনুভব করুন ।

একটি পে দ পাঠের শিক্ষা তাহাতে তাহার ভ্রাতৃগণ তাহাকে বলিল, তুই কি বাস্তবিক আমাদের রাজা হইবি ? আমাদের উপরে বাস্তবিক কর্তৃত্ব করিবি? ফলে তাহারা তাহার স্বপ্ন ও তাহার বাক্য প্রযুক্ত তাহাকে আরও দ্বেষ করিল, আি দপুস্তক ৩৭:৮ ।

পাঠের সার সংক্ষেপ যাকোব তার ১২ জন সন্তানকেই ভালোবাসতো, কিন্তু যোষফেকে অন্যে দর চেয়ে বেশী ভালোবাসতো । যাকোব যোষেফের জন্য একটা বিশেষ ধরণের কোট বানালো । সেই কোটটা এতোটাই সু› দর ছিলো যে কোনো রাজাও সেটা পরতে পারতো । যোষেফের সব ভাইয়েরা রেগে গেলো কারণ তারা ে দখলো যে তা ে দর বাবা তা ে দর সবার চেয়ে যোষেফকে বেশী ভালোবাসে । তা ে দর ঈর্ষা হলো এবং তারা যোষেফকে হত্যা করতে চাইলো । একি দন যোষেফ তার ভাই ে দর খুঁজতে মাঠে গেলো । সে তা ে দর কাছে পৌঁছানোর পর তারা তাকে চেপে ধরলো আর তার শরীর ে থকে সেই কোটটা খুলে নিলো এবং তাকে একটা কুয়োর মধ্যে ফেলে ি দলো । যোষেফের ভাই ে দর একজন, যার নাম যীহু দা, অন্য ভাই ে দর পরামর্শ ি দলো যোষেফকে মেরে ফেলার পরিবর্তে বিক্রী করে ি দতে । কিছু ইশ্মায়েলীয় তখন ঐ স্থান দিয়ে যা ি"ছলো আর তারা যোষেফকে কিনে নিলো এবং মিশরে নিয়ে গেলো । যোষেফের ভাইয়েরা তার কোটটা নিয়ে তাতে ছাগলের রক্ত লাগালো, আর তারপর বাড়ীতে তা ে দর বাবার কাছে নিয়ে গেলো । তারা তা ে দর বাবাকে বিশ্বাস করাতে পারলো যে যোষেফকে কোনো হিং¯্র প্রাণী মেরে ফেলেছে ।

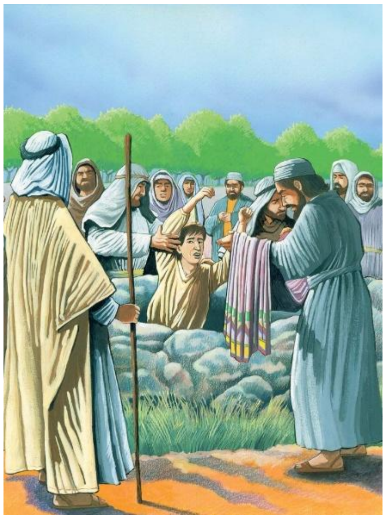

ছবি ে থকে শেখা:

- ১. **যোষেফ** তার বাবা যাকোবের সবচেয়ে প্রিয় পুত্র ছিলো । ঈশ্বর স্বপেড়বর মাধ্যমে যোষেফের সাে থ কথা বলেছিলেন ।
- ২. **অলংকৃত আলখাল্লা.** একি দন যাকোব যোষেফকে একটা অলংকৃত দামী জামা উপহার ি দয়ে বাকী সন্তানে দর বুঝিয়ে ি দলেন যে তিনি যোষেফকে একটু বেশীই ভালোবাসেন ।
- ৩. **ভাইয়েরা সবাই.** যোষেফ ছিলো যাকোবের ১২ সন্তানের মধ্যে ১১ তম । তার চেয়ে বড় ১০ ভাইয়ের সকলেই যোষেফকে ঘৃণা করতো । তারা তাকে ঘৃণা করতো কারণ পিতা যাকোব তাে দর চেয়ে তাকে বেশী ভালোবাসতো । তারা তাকে আরেকটা কারণেও ঘৃণা করতো কারণ সে তাে দর তার সেই স্বপ্ন সম্পর্কেও বলেছিলো যা ছিলো তারা সবাই একি দন যোষেফকে কি ভাবে কুর্ণিশ করবে সেই বর্ণনায় ভরা ।
- ৪. **সেই কূয়োটা.** একি দন যখন যোষেফ তার ভাইে দর খুঁজতে খুঁজতে কাছে গিয়ে পৌঁছালো, তারা বুঝতে পারলো যে এটাই মোক্ষম সুযোগ যোষেফকে সরিয়ে ফেলার । তারা তার জামাটা খুলে নিলো এবং তাকে একটা কূয়োর মধ্যে ফেলে ি দলো যাতে সে সেখানেই মারা যায় । পরে তারা আবার তাকে প্রাণে না মেরে ক্রীত দাস হিসেবে বিক্রী করে ে দবার সিদ্ধান্ত নিলো । তারা সেই জামাটাকে পশুর রক্তে মাখিয়ে বাড়ীতে যাকোবের কাছে নিয়ে গেলো, আর বললো যে যোষেফকে একটা বন্য জন্ত' মেরে ফেলেছে । সে যাই হোক, ঈশ্বর কিন্তু যাকোবকে রক্ষা করেন এবং পরে তিনি একি দন তার স্বপ্নও প ূর্ণ করবেন ।

পাঠ প্রসঙ্গ ঈশ্বরের চুক্তির প্রতিজ্ঞা অব্রাহামের পরবর্তীর্ বংশধরে দর মধ্যে । ি দয়ে প্রবাহমান থাকে, আর এখন সেটা যাকোবের বংশ ে থকে পরবর্তীর্ বংশে প্রবাহিত হতে থাকে । যি দও আবারও এটা পরিস্কার হয় যে ঈশ্বর তাঁর চুক্তির প্রতিজ্ঞা বংশের প্রথম পুত্র সন্তানের মধ্য ি দয়ে প্রবাহিত না করে অন্য কোনো পুত্রের মধ্যে । ি দয়ে প্রবাহিত করছেন । এই পরি"ছে দ আমরা ে দখি যে, ঈশ্বর যাকে স্বপ্ন ে দখাে"ছন সে প্রথম পুত্র নয় বরং ১১ তম সন্তান, যোষেফ । এই স্বপ্ন যোষেফ ও অন্যে দর এই সংকেত ে দয় যে সে মহান হয়ে উঠবে, এবং এমনকি তার পিতাও তাকে কুর্ণিশ জানাবে ।

এটা খুব আশ্চর্য্য বিষয় নয় যে যোষেফের ভাইয়েরা তার উপর ভীষণ রেগে গেলো, আর তার স্বপ্ন যেনো সফল না হয় সেইজন্য সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করতে লাগলো । তারা চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে যোষেফকে ক্রীত দাস হিসেবে বিক্রী করে ে দয় আর তাে দর পিতাকেও ধোঁকা ে দয় এই বলে

যে যোষেফকে একটা বন্য কিন্তু মেরে ফেলেছে । পুত্রে দর মধ্যে সকলেই যে এইসব ঘটনাবলী পছ› দ করছিলো তা নয় । রুবেন কিন্তু যোষেফকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলো, যে ছিলো ভাইে দর মধ্যে সবার বড় ।

ন ূতন নিয়মের পাঠ: পুরাতন নিয়মের যোষেফের মতো, ঈশ্বর ন ূতন নিয়মের যোষেফের সংগেও সপ্নের মাধ্যমে কথা বলেন । দুই যোষেফই শেষ পর্যন্ত মিশরে যায় । পুরাতন নিয়মের যোষেফ গিয়েছিলো তার ভাইে দও ঘৃণার কারণে আর ন ূতন নিয়মের যোষেফ যায় তার প্রতি রাজা হেরোে দর ঘৃণার কারণে । তবে দুটো ক্ষেত্রেই ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা মাফিক পাপী মানুষে দর সব পরিকল্পনা বানচাল করে ে দন, যাতে তাঁর সেই চুক্তির প্রতিজ্ঞার পরিপ ূর্ণ বাস্তবায়ন হয় ।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাে দর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু’টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- ’পাঠের প্রসঙ্গ’টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু’টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** এই পরি"ছে দ কোনো নায়ক নেই । ভাইে দর অবশ্যই উচিৎ হয়নি তারা যেভাবে যোষেফ ও যাকোবের সাে থ ব্যবহার করেছিলো সেরকম ব্যাবহার করা । যাকোবেরও মোটেও উচিৎ ছিলো না সবার সামনে সোজাসুজি ওভাবে প্রকাশ করা যে সে তার এক পুত্রকে অন্য সকলের চেয়ে বেশী ভালোবাসে । যোষেফও হয়তো তার স্বপ্নটা তার নিজের মনের মাঝেই রাখতে পারতো । পরের অধ্যায় গুলোতে যোষেফ নায়ক হিসেবে আবিভূর্ত হবে, কিন্তু এই মুহ ূর্তে বাইবেলের এই পরি"ছ দটা পাপীে দর দ্বারা পরিপ ূর্ন, একজন নিবোর্ধ পিতা তো ও ি দকে একজন বোকা পুত্র । তবে এর সাে থ সামনে একটু ভালো কিছুরও আভাস মেলে ।
    - বাবা মায়েরা যখন তাে দর কোনো এক সন্তানের প্রতি পক্ষপাতম ূলক আচরণ করেন তখন সেটা কেমন ক্ষতির কারণ হয়, আর কখন অন্য ভাইবোনের মনে ঈষার্র জন্ম হয়?
    - ঈশ্বর যে স্বপ্ন যোষেফকে ে দখিয়েছিলেন সেটা অতটা খোলাখুলি প্রকাশ করা কি যোষেফের উচিৎ হয়েছিলো?

- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** মনের ভিতরের পাপচিন্তা ও অনুভূতি কিভাবে পাপপূর্ণ কাজে পরিনত হয় এখানে তার একটা উদাহরণ পাওয়া যায় । ভাইবোনেদের মাঝে নির্দিষ্ট একটা মাত্রা পর্যন্ত রেষারেষি থাকাটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু এখানে যোষেফের ভাইয়েরা তাদের মনে যে পাপকে লালন করেছিলো তা শেষপর্যন্ত তাদের ষড়যন্ত্র করে ভয়ংকর পাপ কাজ করতে বাধ্য করে ।
    - সবার বড় রুবেন যোষেফকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলো, তবে তা যোষেফকে অন্য ভাইয়েরা যখন কুয়োতে ফেলে দিয়েছিলো তার পর । এর কারণ কি বলে আপনি মনে করেন?
    - পাপের কিছু সুদূর প্রসারী ফলাফল কি কি হতে পারে যা এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে প্রবাহিত হতে পারে?
- **হাত: ঈশ্বরের বাক্যকে আমরা কিভাবে কাজে রুপ দিতে পারি?** যাকোবের উচিৎ ছিলো না যোষেফের প্রতি অতটা পক্ষপাত মূলক আচরণ করা । যোষেফেরও উচিৎ ছিলো কাদের কাছে সে তার স্বপ্নের কথা খুলে বলছে সে ব্যাপারে আরো সতর্ক হওয়া । তার ভাইদেরও উচিৎ ছিলো আরো উদার হওয়া এটা বোঝার ব্যাপারে যে ঈশ্বর সব সময় তাঁর চুক্তির প্রতিজ্ঞা পরিবারের বড় সন্তানের মধ্য দিয়েই বাস্তবায়িত করবেন, এমন কোনো কথা নেই ।
    - বাবা মায়েরা এমন কি কি পদক্ষেপ নিতে পারেন যার মাধ্যমে তাদের কোনো সন্তানের প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ পাবে না, এবং যার ফলে সন্তানেদের মাঝে এরকম সমস্যা ঘটবে না?
    - ভাইবোনেরা এমন কি করতে পারে যেটা তাদের ঈর্ষাপরায়ণ হতে বাধা দেবে আর ঘৃণা যেন তাদের হৃদয়ে শিকড় গাড়তে না পারে, সেটাও নিশ্চিত করবে?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ১২ কারাগারে যোষেফ

পাঠের সাস্ত্রাংশ: আদিপুস্তক ৪০

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: রোমিয় ৫:১-১১

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** ঈশ্বরকে অনুসরণ এবং সৎ জীবন যাপন করার ফলে জীবনে অনেক দুর্দশা আসবে, কিন্তু আমাদের জীবনে যীশুর দয়া ও গৌরবের যে বিশালতা, তার সাথে ওই কষ্টের কোনো তুলনাই চলে না।
- **হৃদয়:** একটা পরিণত খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস তৈরী করতে গেলে অনেক কষ্ট ও প্রলোভনের মোকাবেলা করতে হয়, যা হৃদয়, মন ও আত্মায় শুদ্ধতা নিয়ে আসবে।
- **হাত:** আমরা নিজেরাই যখন কোনো কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি তখন অন্যদের কাছ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেবার বদলে তাদের কাছে গিয়ে সাধ্যমত সাহায্য করার চেষ্টাই কখনও কখনও সবচেয়ে ভালো পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হতে পারে।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা বস্তুত: আপাতত: আমাদের যে লঘুতর ক্লেশ হইয়া থাকে, তাহা উত্তর উত্তর অনুপমরুপে আমাদের জন্য অনন্তকাল স্থায়ী গুরুতর প্রতাপ সাধন করিতেছে, ২ করিন্থীয় ৪:১৭।

পাঠের সার সংক্ষেপ যাকোব তার পুত্রদের মধ্যে যোষেফকে অন্য সব পুত্রের চেয়ে বেশী ভালোবাসতো। তার ভাইয়েরা তার এই বিশেষ মর্যাদার জন্য তাকে ঈর্ষা করতো, আবার ঈর্ষার আরেকটা কারণ ছিলো যোষেফের সেই স্বপ্ন যে যোষেফকে একদিন তারা সব ভাই ও তাদের পিতা মিলে কুর্নিশ করবে। যোষেফকে তার ভাইয়েরা ক্রীত দাস হিসেবে বিক্রী করে দেয়, যেখানে ভুলক্রমে কোনো অপরাধের জন্য সে অভিযুক্ত হয় এবং মিশরের জেলখানায় নিক্ষিপ্ত হয়। তবে যোষেফ তার ঈশ্বর প্রদত্ত স্বপ্নের অর্থ বলে দেবার গুণের জন্য শেষপর্যন্ত জেল থেকে মুক্তি পায় এবং এমন একটা মর্যাদার স্থান সে পায় যেখান থেকে সে মিশরীয়দের আশীর্বাদ করতে পারে।

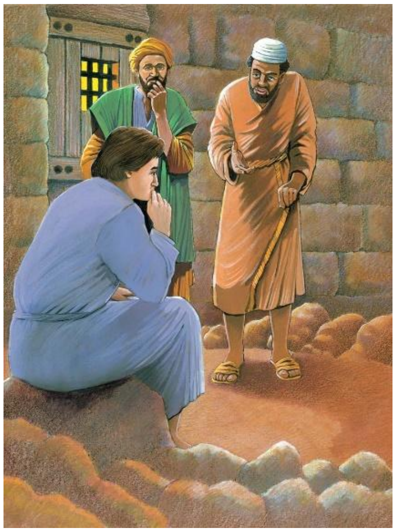

ছবি ে থকে শেখা:

- ১. **যোষেফ.** যাকোবের ১২ জন পুত্র ছিলো, আর তার ১১ তম পুত্রের নাম ছিলো যোষেফ, যাকে ঈশ্বর স্বপ্নের অ র্থ বলে ে দবার ক্ষমতা ি দয়েছিলেন ।
- ২. **জেলখানা.** যোষেফের অন্য ভাইয়েরা তাকে হিংসা করতো, আর তাকে তারা ক্রীত দাস হিসেবে বিক্রী করে ে দয় । শেষপর্যন্ত যোষেফের জায়গা হয় মিশর ে দশের জেলখানায় ।
- ৩. **পানপাত্রবাহক ও মো দক.** জেলে থাকার সময় যোষেফ ফরৌণের পানপাত্রবাহক ও মো দকের সা ে থ পরিচিত হলো । তারা দুজনেই তা ে দর ে দখা স্বপ্নের অ র্থ বের করতে পারছিলো না । যোষেফ তা ে দর সহায়তা করতে চাইলো ।
- ৪. **স্বপ্নের অ র্থ জানা গেলো.** ঈশ্বরের সাহায্যে যোষেফ সেই পানপাত্রবাহককে জানালো যে তার স্বপ্নের অ র্থ হে"ছ ফরৌণ খুব দ্রুতই তাকে মুক্তি ে দবেন । তবে যোষেফ মো দককে জানালো যে তার স্বপ্নের অ র্থ হলো খুব দ্রুতই ফরৌণ তাকে হত্যা করবেন । শেষপর্যন্ত ফরৌণও বেশকিছু অস্বস্তিকর স্বপ্ন ে দখলেন । জেল ে থকে মুক্তি পাওয়া পানপাত্রবাহক তখন জেলে থাকা যোশেফের কথা ভাবলো, এবং যোষেফকে ফরৌণের সামনে হাজির করলো । যোষেফ ফরৌণের সেই স্বপ্নের অ র্থ বের করতে সম র্থ হলো এবং জেল ে থকে মুক্তি পেয়ে মিশর ে দশের অনেক সন্মানজনক একটা স্থানে অধিষ্ঠিত হলো, কারণ ঈশ্বর তাকে সেই বিশেষ ক্ষমতা ি দয়েছিলেন ।

পাঠ প্রসঙ্গ ঈশ্বর অব্রাহামের সা ে থ যে চুক্তি করেছিলেন সেটা যাকোবের (নতুন নাম ই ্রায়েল) ১২ সন্তানের মধ্যে ি দয়ে চতু র্থ প্রজন্মে গিয়ে পৌঁছালো । ইসহাকের পুত্র এষৌ আর যাকোবের মধ্যে যেমন বিশাল দন্দ্ব ছিলো, ঠিক তেমনই । যাকোবের সন্তানে দর মাঝেও বড় বিদ্বেষপ ূর্ণ সম্পর্ক ছিলো । বিশেষ করে ে দখা যায় যে, যাকোবের ১১ তম সন্তান যোষেফকে তার নিজের ভাইে দর হাতে চরমভাবে হেনস্থার শিকার হতে হয়, কারণ তা ে দর পিতা যাকোব তার প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ে দখিয়েছিলেন । যোষেফকে তার সারা জীবন ধরেই বিশাল দু র্দশার মুখোমুখি হতে ে দখা যায়, কিন্তু এইসবের মধ্যে ি দয়ে ঈশ্বর তাঁর সেই চুক্তি রক্ষা করেন ই ্রায়েলের পরিবারকে সুরক্ষা করার ব্যাবস্থা করে ।

যোষেফ ঈশ্বরের কাছ ে থকে স্বপ্ন আর স্বপ্নের মানে বের করার ক্ষমতা, দুটোই পেয়েছিলো । তার প্রথম স্বপ্ন (আি দপুস্তক ৩৭:১-১১) ইঙ্গিত ে দয় যে সে তার ভাইে দর মধ্যে সবচেয়ে মহান হবে

। তার এই স্বপ্নের কথা সবাইকে বলে ে দবার কারণে তার ভাইে দর মনে ঈষার্ জন্মায় ও তারা যোষেফকে ক্রীত দাস হিসেবে বিক্রী করে ে দয় ।

মিশরের জেলখানায় থাকাকালে যোষেফ ফরৌনের দু'জন বন্দীর স্বপ্নের অ র্থ বলে ে দয় (আি দপুস্তক ৪০)। পরে । ফরৌন নিজে কিছু অস্বস্তিকর স্বপ্ন ে দখার পর, সেই বন্দীদের একজন, যার মুক্তির ব্যাপারে যোষেফ আগেই ভবিষ্যতবাণী করেছিলো, সে ফরৌনকে যোষেফের কথা বলে (আি দপু ̄তক ৪১) । ফরৌন জেলখানা ে থকে যোষেফকে তার সামনে নিয়ে এসে তার সেই অস্বস্তিকর স্বপ্নের অ র্থ বলে ি দতে বলে । যোষেফ ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলে সেই স্বপ্নের অ র্থ বলতে পারে । এই কারণে ফরৌন যোষেফকে জেলখানা ে থকে মুক্তি ে দয় এবং মিশরের দ্বিতীয় সবোর্"চ শাসক হিসেবে তাকে মনোনীত করে ।

ন ূতন নিয়মের পাঠ: যীশু খ্রীষ্টের দুঃখভোগ ও পুনুরুত্থানের মধ্য ি দয়ে মানব জাতি মুক্তি লাভের অধিকার পেয়েছে । একই সাে থ যীশু খ্রীষ্টকে যেমন আমাে দর মুক্তি আনার জন্য দু র্দশার মধ্যে ি দয়ে যেতে হয়েছে, ঠিক তেমনই তাঁর অনুসারীে দরও দুঃখ কষ্ট সইবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে । যি দও এই দুঃখভোগ আসলে নির র্থক কিছু নয়, বরং ঈশ্বর এই কষ্ট আমাে দর ে দন যাতে এর মধ্য ি দয়ে আমরা আরো বেশী যীশুর মতো হতে পারি ।

দশ আজ্ঞার প থ: আি দপুস্তক ৩৯আমাে দর কারণ ব্যাখ্যা করে যে যোষেফ কেন শেষ পর্যন্ত জেলখানায় স্থান পায়, আি দপুস্তক ৪০এ । তার ভাইয়েরা তাকে ক্রীত দাস হিসেবে বিক্রী করে ে দবার পর নিজের এই দু র্দশার কারণে মন খারাপ করার ব দলে যোষেফ একজন শক্তিশালী কমীর্ মানুষ হয়ে ওঠে, এবং ঈশ্বরের সাহায্যে সে যা কিছু করে তাতেই সফল হতে থাকে । পটিফরের স্ত্রী একজন দুষ্ট প্রকতির মহিলা ছিলো আর সে যোষেফকে অনৈতিক সম্পর্কের ি দকে টানার চেষ্টা করছিলো । যি দও যোষেফ এ ব্যাপারে কঠোর ছিলো এবং সেই আজ্ঞা মেনে চলার কারণে ব্যাভিচারের পে থ পা বাড়ায়নি । যোষেফের এই সৎ স্বভাবের কারণে অনুতপ্ত হবার ব দলে পটিফরের স্ত্রী উল্টে যোষেফের উপর রাগ করে আর মি থ্যা অভিযোগ করে যে যোষেফ তার সাে থ অনৈতিক সম্পর্কে জড়াতে চেষ্টা করেছিলো । নিজের স্ত্রীর কথা বিশ্বাস করে পটিফর যোষেফকে কারাগারে নিক্ষেপ করে ।

- **মাথা:** কেন কিছু মানুষের অন্যের অনুভুতির ি দকে কোনো খেয়ালই থাকে না, কিন্তু যে কোনো ম ূল্যে তারা নিজেরা যা চায় তা হাসিল করার ি দকে মন ে দয়?
- **হৃ দয:** আপনার কি মনে হয় যে কি কারণে যোষেফের যেখানে নিজের দুরাবস্থা নিয়ে রাগ করার ও বিরক্ত হবার হাজারো যুক্তি ছিলো, কিন্তু সে তার ব দলে পটিফরের জন্য মনপ্রাণ ি দয়ে কাজ করে যাি"ছলো?
- **হাত:** কিভাবে খ্রীষ্টানরা সততার সাে থ তাে দর কাজের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারবে যেখানে তাে দর প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা খ্রীষ্টিয় ম ূল্যবোধকে সন্মান ে দন না?

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাােদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** অব্রাহাম ও তার বংশধরদের সাথে করা ঈশ্বরের সেই চুক্তির প্রতিজ্ঞা চতুর্ প্রজন্মের মাঝে প্রবাহিত হয়। যোষেফকে ঈশ্বর স্বপড্ব দেখাতেন আর সেই স্বপেড্বর অর্থ বোঝার ক্ষমতাও তাকে তিনি দিতেন। যদিও সততার সাথে জীবন যাপন করতে গিয়ে যোষেফকে অনেক দুঃখ দূর্দশার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিলো, কিন্তু ঈশ্বরের দেওয়া সেই ক্ষমতার বিশ্বস্ত ব্যাবহারের মধ্য দিয়ে সে এমন একটা অবস্থানে পৌঁছায় যে সে সবার জন্যই আশীবার্দ স্বরুপ হতে পেরেছিলো। সেই আশীবার্দের মধ্যে এটাও আছে যে ঈশ্বরের আশীবার্দ যাতে তাদের পঞ্চম প্রজন্মেও প্রবাহিত হতে পারে তা নিশ্চিত করতে পারা।
    - আমরা কিছু দুঃখ কষ্টকে সততার জীবন যাপন করার মাধ্যমে দ ূরে সরিয়ে রাখতে পারি, কিন্তু এমন কিছু দ ূ র্দশা কি কি আছে যার মুখোমুখি খ্রীষ্টানরা হতে পারে সৎ জীবন যাপন করতে গিয়ে?
    - এমন কি কি সাহায্যকারী প থ আছে যা ি দয়ে আমরা দুঃখ দু র্দশার মাঝে থাকলেও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারবো?
- **হৃ দয়: আমাে দর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** আমরা যেখানে সর্ব দাই কষ্ট ও দ ূ র্দশা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি, সেখানে বাইবেল উ দাহরণ ি দতেই থাকে যে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হলে প্রায়শঃই আমাে দর কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে । তবে ঈশ্বর সেই দু র্দশাগুলোকে আমাে দর খ্রীষ্টান হিসেবে আরো পরিণত হবার কাজে ব্যাবহার করতে পারেন । অতএব, দুঃখ কষ্টের সময়ে আমাে দর অবশ্যই খ্রীষ্টের কাছ ে থকে দ ূরে সরে যাবার প্রলোভনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, আর সেই তিক্ততার বিরুদ্ধেও, যা সেই দুরাবস্থার মাধ্যমে আমাে দর জীবনে আসতে পারে । বরং আমাে দর উচিৎ ঈশ্বরকে সেই সুযোগ ে দওয়া যাতে তিনি সেই দুঃখ কষ্টের মাধ্যমে আমাে দর জীবনে খ্রীষ্টিয় গুণাবলী প্রতিষ্ঠিত করেন ।
    - তেমন কিছু প থ কি কি আছে আপনি ে দখেছেন যার মাধ্যমে দুঃখ দু র্দশা শেষপর্যন্ত খ্রীষ্টিয় গুণাবলী অর্জনে সহায়ক হয়েছে, যার কথা পৌল লিখেছেন রোমীয় ৫:৩—৪ পে দ?
    - আমাে দর হৃ দয় কিভাবে পরিবর্তিত হবে যি দ না আমরা বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর দুঃখ দু র্দশার মধ্যে ি দয়েও ভালো কিছু আনতে পারেন?
- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ ি দতে পারি?** যেসব স্বপ্ন যোষেফ ে দখেছিলো বা যেগুলোর অ র্থ করে ি দয়েছিলো অন্যে দর কাছে, সেগুলো কখনও তাে দর জন্য আশীবার্ দ স্বরুপ হয়েছিলো আবার কখনও বা দুঃখ দু র্দশার িদকে নিয়ে গিয়েছিলো । আমরা প্রায়শঃই অন্যে দর বিপে দ

সাহায্যের জন্য এগিয়ে যেতে চাই না এই ভয়ে যে আমরা নিজেরাই না বিপে দ পড়ে যাই । তবে খ্রীষ্টের সুসমাচার আমাে দর এটা বলে না যে যাে দর সহায়তা প্রয়োজন তাে দর কাছ ে থকে আমরা দ ূরে থাকবো । বরং যা বলে তা হলো নিজের কষ্টভোগের মধ্য ি দয়েও অন্যে দর সাহায্য করা ও তাে দর শান্তি ে দওয়া যেটা যীশু করেছিলেন ।

- আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো যে, অন্যে দর সাহায্য করার জন্য ঈশ্বর আমাে দর আহ্বান করছেন?
- আমরা কিভাবে এই দুটো ব্যাপারের মাঝের পা র্থক্য ধরতে পারবো যে, কখন ঈশ্বর আমাে দর কি কষ্টভোগ করতে আহ্বান করছেন আর কখন আমরা বিনা কারণে বোকার মতো নিজেে দর সমস্যার মধ্যে ফেলছি?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাে থ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ১৩ যোষেফ মিশরের শাসনকর্তা হলেন

পাঠের সাস্ত্রাংশ: আদিপুস্তক ৪১

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: রোমীয় ৮:২৬—৩৯

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** লক্ষ্য করুন যে ঈশ্বর যোষেফের ভাইেদর ঈষার্কে কাজে লাগিয়ে যোষেফকে মিশর েদশে পাঠিয়ে যোষেফ ও তার পরিবারকে আসন্ন একটা দুর্ভিক্ষ েথকে রক্ষা করেছিলেন।
- **হৃদয়:** বুঝুন যে ঈশ্বর আমাােদর ভোগ করা কষ্ট ও দুর্দশার মাধ্যমে অন্যেদর আশীবার্দ করতে পারেন, শুধুমাত্র যিদ আমরা আমাােদর হৃদয়কে যীশুর আরোগ্যকারী কাজের জন্য খুলে রাখি।
- **হাত:** যখন কঠিন সময় আসে তখন আশাহত হবেন না, কারণ মাঝে মাঝেই ঈশ্বর আমাােদর এমন দুরাবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করেন যা আমরা কখনোই আশা করি না, আর তার মধ্যে িদেয় তাােদর জন্য তিনি আশীবার্দ বয়ে আনেন যারা তা আশাও করে না।

একটি পেদ পাঠের শিক্ষা আর ঈশ্বর পৃথিবীতে তোমাদের বংশ রক্ষা করিতে ও মহৎ উদ্ধারের দ্বারা তোমাদিগকে বাঁচাইতে তোমাদের অগ্রে আমাকে পাঠাইয়াছেন, আিদপুস্তক ৪৫:৭ ।

পাঠের সার সংক্ষেপ এক রাতে মিশরের ফরৌণ একটা আশ্চর্য্যজনক স্বপ্ন েদখেন। এটা ছিলো সাতটা রোগা গরুর সাতটা মোটা গরুকে খেয়ে নেবার স্বপ্ন । ফরৌণ এই স্বপ্নের অর্থ জানতে চাইলেন। তখন সেই পানপাত্র বাহকের মনে পড়লো জেলে থাকা লোকটার কথা, যে স্বপ্নের অর্থ বলতে পারে। তার নাম ছিলো যোষেফ। ফরৌণ যোষেফকে ডেকে পাঠালেন আর তার কাছে স্বপ্নের মানে জানতে চাইলেন। যোষেফ বললো যে, সাত বছর মিশর েদশে খুব ভালো শষ্য উৎপাদন হবে আর তার পরের সাত বছরে েদশে ভয়ংকর দুভিক্ষ েদখা েদবে। ফরৌণ যোষেফের কথা বিশ্বাস করলেন ও তাকে মিশরের একজন শাসনকতার্ হিসেবে নিযুক্ত করলেন। যোষেফের দায়িত্ব থাকলো প্রথম সাত বছরে ভালো শষ্য উৎপািদত হবার সময় সবাই যেনো প্রচুর পরিমাণে শষ্য মজুত করে রাখে, সেটা নিশ্চিত করা। তাােদর দরকার দুভিক্ষের সেই সাত বছরের খাবার জন্য যেথষ্ট পরিমাণ খাদ্য মজুত রাখা। দুর্ভিক্ষের সময়ে যোষেফের পরিবার মিশরে গেলো কিছু পরিমাণ খাবার কিনতে। যোষেফ তার পরিবারের সদস্যেদর েদখে খুব খুশী হলো কারণ সে অনেকিদন পর তাােদর েদখতে পেলো।

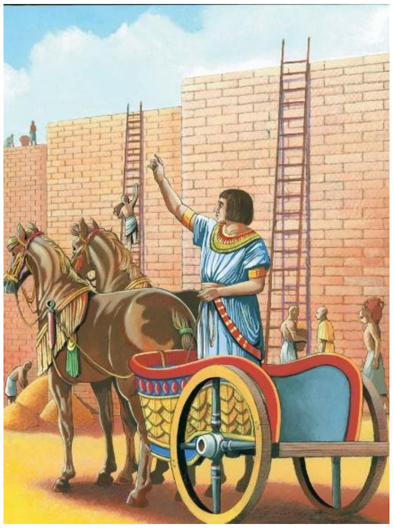

ছবি েথকে শেখা:

- ১. **যোষেফ** ছিলো অব্রাহামের বংশধরেদর একজন। যিদও তার ভাইয়েরা তাকে ঈষার্ করতো এবং তাকে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রী করে । িদয়েছিলো, কিন্তু ঈশ্বরের েদওয়া উপহারকে কাজে লাগিয়ে সে মিশরের দ্বিতীয় সবোর্"চ ক্ষমতাবান মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলো।
- ২. **মিশরের শাসক.** ঈশ্বরের দান করা উপহারের মাধ্যমে যোষেফ স্বপ্নের অর্থ বলতে পারতো আর তাই সে ফরৌণকেও সেই আসন্ন দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে সতর্ক করতে পেরেছিলো। অতএব, ফরৌণ যোষেফকে মিশর েদশের জন্য শষ্য মজুত করে রাখার দায়িত্ব । েদয়, যাতে সেই দুর্ভিক্ষের সময় সবার জন্য পযার্প্ত পরিমাণ শষ্য থাকে। যোষেফ তখন শষ্য মজুত করার জন্য বড় বড় স্থাপনা তৈরী করার উেদ্যাগ েনয়।
- ৩. **ফসল মজুতের ঘর.** যোশেফের ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী দুর্ভিক্ষ ঠিকই এসেছিলো। কিন্তু যোষেফের েনওয়া যথাযথ প্রস্তুতির কারণে মিশরবাসীর জন্য পযার্প্ত খাদ্য তখন মজুত ছিলো। শেষপর্যন্ত যোষেফের ভাইয়েরাও মরিয়া হয়ে খাবারের সন্ধানে মিশর েদশে আসে, আর ঈশ্বর যোষেফের মাধ্যমে তােদর জন্য খাবারের যোগান । েদন। অতএব, তার ভাইয়েরা যেটা খারাপের জন্য করেছিলো, ঈশ্বর সেটাকে একেবারে পরিবর্তন করে ভালোর জন্য ব্যাবহার করেছেন, সেটা একিদকে মিশরীয়েদর জন্য আবার আরেকিদকে তাঁর সেই চুক্তিকে নতুন প্রজন্মের মধ্যে প্রবাহিত করার কাজে।

পাঠ প্রসঙ্গ আশ্চর্যজনকভাবে যোষেফের ভাইেদর ও পোটিফরের স্ত্রীর দুষ্ট অভিসন্ধি এবং ফরৌনের পানপাত্রবাহকের স্বল্প স্মৃতিশক্তির কারণে ঘটা ঘটনাগুলোর মধ্য িদয়ে যোষেফ একেবারে সঠিক সময়ে সঠিক স্থানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলো, যার কারণে সে মিশরের মানুষকে ও তার নিজের বাবার পরিবারকে আসন্ন একটি দুভিক্ষ েথকে রক্ষা করতে পারে।

এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিলো না যে যোষেফের ভাইয়েরা তাকে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রী করে িদক অথবা পোটিফরের স্ত্রী যোষেফকে অনৈতিক কাজে উৎসাহিত করুক, কিন্তু ঈশ্বর সেই পাপপূর্ণ কর্মকান্ডের মধ্য িদয়ে এবং যোষেফকে এমন স্থনে নিয়ে আসেন যেখান থেকে সে অন্য সবার জন্য আশীবার্দ স্বরুপ হতে পেরেছিলো।

নূতন নিয়মের পাঠ: কেউ কল্পনাও করতে পারবে না যে ত্রাণকতার্র মৃত্যুর মধ্যে িদয়ে কি মহান একটা মুক্তি আসতে পারে। যাইহোক, ঈশ্বর কিন্তু অন্যেদর পাপপূর্ণ কাজকর্মের মধ্যে িদয়ে সেই

মহান মুক্তিকে নিয়ে আসা সম্ভব করেছেন। কারণ ঈশ্বর যখন তাঁর কাজ করেন তখন কোনো কিছুই, পৃথিবীর কোনো কিছুই, খ্রীষ্টানেদর ঈশ্বরের কাছ েথকে পৃথক করতে পারে না।

পবিত্র আত্মার পেথর ফল: ৬ ভালোত্ব: খ্রীষ্টানেদর অবশ্যই ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রেখে তা েদর ৈদনি›দন জীবনে চলতে হবে। "ভালোত্বে"র অর্থ হলো উঁচু নৈতিক চরিত্র থাকা এবং মহৎ গুণাবলীর অধিকারী হওয়া। খ্রীষ্টানরা প্রলোভিত হয় তারা যে মন্ডলীতে বসবাস করে সেখানকার নৈতিক মানদন্ড যে নীচে নেমে গেছে, সে ব্যাপারের িদকে নজর না । িদতে, কিন্তু সুসমাচার সব খ্রীষ্টানকে উঁচু নৈতিক মানদন্ড মেনে চলার আহ্বান জানায় যা সুসমাচারে ঈশ্বর প্রকাশিত করেছেন। মাঝে মাঝে উঁচু নৈতিক জীবন যাপনের ফলে প্রশংসা না বরং নিযার্তনের শিকার হতে হয়, যেমন যোষেফের ক্ষেত্রে হয়েছিলো। কিন্তু খ্রীষ্টানরা যিদ ঈশ্বরের সন্মানের জন্য জীবন যাপন করে তাহলে কিছু সময়ের জন্য তা েদর দুঃখ কষ্ট সইতে হলেও তারা ঈশ্বরের কাছ েথকে বিশাল পুরষ্কার পাবে। যোষেফের ক্ষেত্রে সেই পুরষ্কার এ জীবনের জন্য ও পরবতীর্ জীবনের জন্যও এসেছিলো। অন্যেদর জন্য সেই পুরষ্কার শুধু মৃত্যুর অন্য পাশের জন্যই থাকবে, যখন তারা খ্রীষ্টকে সামনা সামনি েদখবে।

- **মাথা:** আপনার জন্য ব্যাপারটা কি কি বিপদ আনতে পারে যখন আপনি খ্রীষ্টকে আপনার ত্রাণকতার্ বলে মানছেন কিন্তু সেই অনুযায়ী আপনি আপনার ৈদনি›দন জীবন যাপন করছেন না?
- **হৃদয়:** একটা উঁচু নৈতিক জীবন যাপন কিভাবে একজন খ্রীষ্টানের জীবনকে বিভিন্নধরণের সম্পর্কের ভাঙন ও হৃদয় বিদারক ব্যাপার গুলো েথকে রক্ষা করতে পারে?
- **হাত:** আপনার মন্ডলীতে পরবতীর্ সপ্তাহে ভালো নৈতিক জীবন যাপন করার রূপটা কেমন হবে বলে মনে হয়?

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবা েদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে করা** অব্রাহামের সাথে ঈশ্বরের করা সেই চুক্তিটা খুব আশ্চর্যজনক ভাবে এখন চতুর্থ প্রজন্মে প্রবাহিত হয়ে যায়। ঈশ্বর যোষেফকে দেওয়া তাঁর আশীবার্দেও মধ্য দিয়ে নিজের কাজ করেন, এবং অন্যেদর পাপের পথ বেছে নেবার মধ্য দিয়েও তিনি অব্রাহামের বংশধর ও মিশরীয়েদও রক্ষা করতে থাকেন। দশ দশটা বছর লেগেছিলো যোষেফের সেই দাসত্ব ও জেলখানা থেকে মুক্তি পেতে আর সেটা বুঝতে যে ঈশ্বর অশুভ ব্যাপার গুলোকেও ভালোর দিকে রূপান্তরিত করতে পারেন।
    - যোষেফের জীবন ও যীশুর জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে কি কি ক্ষেত্রে মিল পাওয়া যায় যেগুলোর মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর অন্যেদর জীবনে আশীবার্দ এনেছেন?
    - আপনার কি মনে হয় যে ঠিক কি কারণে যোষেফ সৎ ভাবে জীবন যাপন করতো, এমনকি যখন অন্যরা তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতেই থাকতো?
- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** এটা আমাদের মাথার মধ্যে রাখা দরকার যে ঈশ্বর দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে ভালো কিছু করতে পারেন। কিন্তু বিশ্বস্তভাবে সেই ভালোর জন্য অপেক্ষা করা আবার আরেক ব্যাপার। আমাদের কষ্টের সময়টা আর আমরা যখন দেখি যে সেই খারাপ থেকে ঈশ্বর ভালো কিছু বের করছেন, সেই সময়টার মাঝের সময়টাতে আমাদের অবশ্যই উচিৎ আমাদের হৃদয়কে খাঁটি রাখা ও ঈশ্বরের আরোগ্যকারী কাজের প্রতি উন্মুক্ত রাখা।
    - দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় আমাদের হৃদয় যাতে কঠিন না হয়ে যায় সে জন্য ঈশ্বর খ্রীষ্টানেদর জন্য কি কি পথ বা উপায়ের ব্যাবস্থা রেখেছেন?
    - এমন কিছু পথ কি আছে যার মাধ্যমে আমরা যে দুঃখ কষ্টের মুখোমুখি হি"ছ তা দিয়ে ঈশ্বরের মাধ্যমে আমরা দুঃখ কষ্টে থাকা অন্যকে সহায়তা করতে পারি?
- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ দিতে পারি?** তাৎপর্যপূর্ণ একটা জীবন কখনই সোজা জীবন হতে পারে না। বরং দুঃখ দুর্দশার অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে তা শক্তিশালী চরিত্র লাভ করে। যোষেফ তার সারা জীবন ধরেই ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ থেকেছে, এমনকি সে যখন বুঝতেও পারতো না যে ঈশ্বর কিভাবে এতসব সমস্যা থেকে তাকে মুক্তি দিতে যা"ছন, তখনও। যখন যোষেফ অপেক্ষা করে থাকতো কখন ঈশ্বর তার কষ্টের মধ্যে দিয়ে তাকে ভালো কিছু । দেবেন, তখনও সে এমন জীবন যাপন করতো যা অন্যেদর জন্য আশীবার্দ স্বরুপ হয়।
    - এমন কিছু বাস্তব অভ্যাস কি কি হতে পারে যার চচার্ আমরা করতে পারি যেগুলো আমাদের কষ্টের সময়ে আমাদের তিক্ত বিরক্ত হওয়া থেকে ও ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়ার হাত । থেকে রক্ষা করতে পারে?
    - কি পেথ আমরা অন্যের সাথে আমাদের সেই অভিজ্ঞতাগুলো ভাগাভাগি করতে পারি যে বিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি আমরা পেয়েছি যা দুঃখ কষ্টের অভিজ্ঞতা থেকে ঈশ্বর আমাদের শিখতে সাহায্য করেছেন?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ১৪ শিশু মোশিকে উদ্ধার করা হলো

পাঠের সাস্ত্রাংশ: যাত্রাপুস্তক ২:১-১৩

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: মি থ ২:১৩—২৩

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** এই বাস্তবতার জন্য উল্লাস করুন যে ঈশ্বর বিশ্বাসের যোগ্য, কারণ ইস্রায়েলীয়রা যখন মিশরে দাসত্বের মধ্যে ে থকে সাহায্যের জন্য চীৎকার করছিলো, তখন ঈশ্বর তাঁর চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত ে থকে ইস্রায়েলীয়দের দর বাঁচানোর জন্য একজন রক্ষাকতার্ পাঠিয়েছিলেন ।
- **হৃ দয়:** স্বীকার করুন যে, বর্ণপ্রথা একটা ভুল ধারণা । ঈশ্বর সব মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং যীশু সবার মুক্তির জন্য নিজের জীবন ি দয়েছিলেন ।
- **হাত:** এই বিশ্বাসকে মনে লালন করুন যে, যারা নির্যাতিত হে"ছ তাে দর পাশে দাঁড়ানো আমাে দর দায়িত্ব, তা তারা আমাে দর ে থকে সবি দক ি দয়ে যত আলা দাই হোক না কেনো ।

একটি পে দ পাঠের শিক্ষা লইয়া ফরৌণের কন্যাকে দিলেন; তাহাতে সে তাঁহারই পুত্র হইল; আর তিনি তাহার নাম মোশি [টানিয়া তোলা] রাখিলেন, কেননা তিনি কহিলেন, "আমি তাহাকে জল হইতে টানিয়া তুলিয়াছি", যাত্রাপুস্তক ২:১০ ।

পাঠের সার সংক্ষেপ লোকে দর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে । ইস্রায়েলীয়দের 'ইব্রীয়' নামেও ডাকা হতো । তখন তিনি নিে র্দশ ি দলেন সব হিব্রু শিশুে দর হত্যা করতে । মোষী যখন জন্ম নিলেন তখন তার মা তাকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন যাতে তাকে মেরে ফেলা না হয় । মোশি যখন ধীরে ধীরে বড় হি"ছলো তখন তার মা ে দখলেন যে তাকে লুকিয়ে রাখা খুব কঠিন হয়ে যাে"ছ । তিনি ে দখলেন তাকে খুব দ্রুতই তার ছেলেকে বাঁচানোর জন্য অন্য কোনো প থ খুঁজতে হবে । তিনি একটা ছোট ঝুড়িতে মোশিকে রাখলেন আর তারপর সেটাকে নীল নে দ ভাসিয়ে ি দলেন । তার কন্যা, মিরিয়াম, সেই ঝুড়িটার ি দকে লক্ষ্য রাখছিলো যাতে শিশুটার কোনো ক্ষতি না হয় । যখন ফরৌণের কন্যা ন দীতে স্নান করার জন্য আসলো, সে সেই ছোট্ট ঝুড়িটা ে দখতে পেলো । সে আবিষ্কার করলো যে সেটার মধ্যে একটা ছোট্ট 'ইব্রীয়' শিশু রয়েছে । ফরৌণের কন্যা ঠিক করলো শিশুটাকে সে নিজের কাছে রাখবে । মোশি তার নিজের পরিবারের সাে থ বেড়ে না উঠলেও সে সেখানে নিরাপে দ থাকলো ।

ছবি ে থকে শেখা:

- ১. **নীল ন দ.** যোষেফ মারা যাবার পর একজন নতুন ফরৌণ ক্ষমতায় আসলো যে যোষেফের মাধ্যমে ঈশ্বরের মিশরকে রক্ষা করার ব্যাপারটাকে পাত্তা ি দতো না । যোষেফের পরিবার মিশরে বসবাস করার জন্য এসেছিলো, এবং তারা সংখ্যায় ছিলো প্রচুর ও তারা 'ইব্রীয়' নামে পরিচিত ছিলো । ফরৌণ ইব্রীয়ে দর সংখ্যা এভাবে বেড়ে যাওয়া ে দখে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন সমস্ত হিব্রু পুরুষে দর নীল নে দ ডুবিয়ে হত্যা করার নি ের্দশ িদলেন ।
- ২. **শিশু মোশি.** একজন হিব্রু মা সিদ্ধান্ত নিলো যে তার সন্তানকে পানিতে ডুবিয়ে মারবে না, বরং সে তার শিশুকে একটা ঝুড়িতে করে নীল নে দ ভাসিয়ে ে দয় । শিশুটার নাম ছিলো মোশি ।
- ৩. **ঝুড়ি.** ঝুড়িটা নীল নে দর মধ্যে ি দয়ে ভাসতে ভাসতে শেষপর্যন্ত ফরৌণের কন্যা যেখানে স্নান করছিলো, সেখানে গিযে পৌঁছালো । সে সেই ঝুড়ি ও তার ভিতরে থাকা 'ইব্রীয়' শিশুটাকে ে দখলো ও দুঃখ অনুভব করলো আর তার অনুচররা শিশুটাকে উদ্ধার করলো ।
- ৪. **ফরৌণের** কন্যা মোশির বড় বোন দ ূর ে থকে সবকিছু খেয়াল করছিলো আর সে ফরৌণের কন্যাকে জিজ্ঞেস করলো যে শিশুটার যত্ন নেবার জন্য একজন 'ইব্রীয়' মাকে তার প্রয়োজন কিনা । ফরৌণের কন্যা তাতে রাজী হলো ।
- ৫. **মোশির বোন.** সুতরাং মোশির বোন মোশিকে সা ে থ নিয়ে বাড়ী গেলো আর তার মা তার বড় হওয়া পর্যন্ত তার যত্ন নিলো ।
- ৬. **জল.** ঈশ্বর নোহের পরিবারকে সেই জাহাজের মধ্যে নিয়ে মহাপ্লাবন ে থকে রক্ষা করেছিলেন, এবং ঈশ্বর মোশিকে একটা ঝুড়ির মাধ্যমে নীল ন দ ে থকে রক্ষা করেন । ঈশ্বর মোশিকে ি দয়ে লোহিত সাগর পার করিয়ে হিব্রু জাতিকে দাসত্ব ে থকে মুক্ত করবেন । বাপ্তিস্ম একটা খ্রীষ্টীয় ধমার্নুষ্ঠান যা জলে ডুব ি দয়ে ঈশ্বরের দ্বারা পাপ ে থকে মুর্ক্তি লাভের প্রতীক ।

পাঠ প্রসঙ্গ ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের রক্ষা করার মাধ্যমে অব্রাহামের এখন আর মুক্তভাবে ও আশীবার্ দ সংগে নিয়ে বাস করে না, বরং তারা এখন দাস । তা ে দর কান্না স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছেছে, আর ঈশ্বর শিশু মোশিকে মৃত্যুর হাত ে থকে রক্ষা মাধ্যমে তা ে দর মুক্ত করার নুতন একটা প থ তৈরীর কাজ শুরু করলেন ।

মিশর ে দশে বসবাসরত ইস্রায়েলীয়দের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ে দখে ভীত হয়ে ফরৌণ সব নবজাত ই ্রায়েলীয় শিশুকে হত্যা করার নি ের্দশ । ে দন । একজন মা এই আে দশের

তোয়াক্কা না করে তার শিশুকে বাঁচিয়ে রেখে তিনমাস বয়স পর্যন্ত নিজ বাড়ীতে লুকিয়ে রাখে । যখন সে আর তার বা"চাকে লুকিয়ে রাখতে পারছিলো না, তখন একটা ঝুড়িতে করে তার শিশুটাকে নীলনে দ ভাসিয়ে ে দয় যেন সে প্রানে বাঁচে এই আশায় । এখানে 'ঝুড়ি'র জন্য যে হিব্রু শব্দটা ব্যাবহৃত হয়েছে সেটা আি দপু ̄তক ৬ অধ্যায়ে বর্ণিত নোহের তৈরী সেই জাহাজের সা ে থ মিলে যায় । দুটো ক্ষেত্রেই ঈশ্বর তাঁর লোকে দর ধ্বংসের হাত ে থকে বাঁচাতে একটা উপায় বের করে । ে দন ।

ফরৌণের কন্যা শিশুটাকে দ্যাখে, ে দখে তার মায়া হয় এবং সে শিশুটাকে নিজের জন্য দত্তক হিসেবে গ্রহন করে । এভাবে ঈশ্বর মোশিকে মৃত্যুর হাত ে থকে রক্ষা করেন যাতে সে বেড়ে ওঠে আর মিশর ে দশে থাকা ইস্রায়েলীয়দের দাসত্ব ে থকে মুক্তি ি দতে পারে ।

সহায়ক পাঠ: মোশির মত ঈশ্বর নবজাত যীশুকে বাঁচানোর জন্যও একটা প থ বের করে ি দয়েছিলেন, যাঁর জীবন ঝুঁকির মধ্যে ছিলো ফরৌণের মত আরেকজন শাসকের কারণে, যে তার ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ছিলো ।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবা েদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** ঈশ্বর অব্রাহামের সা ে থ করা তাঁর চুক্তির প্রতিশ্রম্নতি অনুযায়ী ইস্রায়েলীয়দের রক্ষা করে যা ি"ছলেন যখন তিনি যোষেফের সময়ে ইস্রায়েলীয়দের মিশরে পাঠিয়েছিলেন তা ে দর একটা দুর্ভিক্ষের হাত ে থকে বাঁচাতে, আর এখন অনেক প্রজন্ম পরে এসে ফরৌণ তা ে দর নিযার্তন করছে ও ক্রীত দাস হিসেবে তা ে দর ব্যাবহার করছে । ঈশ্বর তা ে দর কষ্ট ে দখলেন এবং

অব্রাহামের একজন বংশধরকে তৈরী করতে শুরু করলেন যে ইস্রায়েলীয়দের সেই দাসত্বের শৃংখলে থেকে মুক্ত করবে ।

- কেন বাইবেলে বর্ণিত সময়ে এবং বর্তমানেও মানুষের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এতো ঝগড়া বিবাদ হতে দেখা যায়?
- যীশুখ্রীষ্টের সুসমাচার এবং ঈশ্বরের লোক হিসেবে সমস্ত খ্রীষ্টানদের অবস্থান কিভাবে বর্ণবাদকে একটা পাপ হিসেবে চিহ্নিত করে?

- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** আমরা অন্যের জন্য চরম ক্ষতির কারণ হতে পারি যদি আমরা কোনো কারণে খুব ভয় পেয়ে নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টা করি । এটা জাতীয় পযার্য়ে ঘটতে পারে যখন এক জাতি আরেক জাতিকে কোনোভাবে নিযার্তন করে তখন, কিন্তু এটা ব্যাক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে যখন আমরা আমাদের মনের মাঝে ভয়কে লালন করি আর তার মাধ্যমে মনের মাঝে বর্ণবাদের জন্ম দিই ।
  - আমাদের একে অন্যের সাথে যে বিভিন্ন পার্থক্য আছে তা যাতে আমাদের খ্রীষ্টেতে থেকে অন্যকে ভালোবাসতে কোনো বাধা সৃষ্টি করতে না পারে, আমরা কিভাবে সেটা নিশ্চিত করতে পারি?
  - যারা আমাদের থেকে আলাদা তাদের সঙ্গে আরো বেশী করে মেশার জন্য ও তাদের মূল্যবোধ ও চাহিদাগুলো বোঝার জন্য আমরা কি কি পদক্ষেপ নিতে পারি
- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ দিতে পারি?** ফরৌণ যখন সব হিব্রু শিশুদের মেরে ফেলার নির্দেশ দিলেন তখন ঈশ্বর তাঁর মনোনীত জাতি ইস্রায়েলকে বাঁচাতে ফরৌণের কন্যাকে ব্যবহার করে তাকে সেই ইতিহাসের একটা অংশ বানিয়ে । দিয়েছিলেন । আমাদের মনে রাখা উচিৎ যে মাঝে মাঝে ঈশ্বরের আশীবার্দ ও সুরক্ষা এমন ব্যাক্তিদের মাধ্যমে আমাদের জীবনে প্রবাহিত হতে পারে যারা ঈশ্বরকে অনুসরণ করে না অথবা ঈশ্বরের গৌরবের অেš^ষণও করে না । আবার এটাও হতে পারে যে, ঈশ্বর সেই সব বিপদগ্রস্থ মানুষেদের সুরক্ষা ও আশীবার্দ করার কাজে আমাদের ব্যাবহার করতে পারেন, যারা খ্রীষ্টান অথবা খ্রীষ্টান না ।
  - ঈশ্বর যদি তেমন ব্যাক্তিদের তাঁর কাজে ব্যাবহার করতে পারেন, যারা অন্যেদের আশীবার্দ করা ও সুরক্ষা দেওয়ায় বিশ্বাস করে না, আপনি যীশু খ্রীষ্টের একজন অনুসারী হিসাবে কিভাবে তেমন ব্যাক্তিদের আশীবার্দ করবেন ও সুরক্ষা দেবেন যারা বলে না যে তারা ঈশ্বরকে অনুসরন করে?
  - আপনি কিভাবে আপনার এলাকায় সেই সব নিযার্তিতেদের পক্ষে দাঁড়াতে পারেন, যারা আপনার থেকে একেবারেই আলাদা?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ১৫ জ্বলন্ত ঝোপ

পাঠের সাস্ত্রাংশ: যাত্রাপুস্তক ৩:১–৪:১৮

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: প্রেরিত ৭:১৭–৩৭

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** বুঝুন যে ঈশ্বর মিশর ে দশে নির্যার্তিত হতে থাকা তাঁর লোকে দর কান্না শুনেছিলেন, মোশিকে নিযুক্ত করেছিলেন ফরৌণের সাে থ লড়বার জন্য, ইস্রায়েলীয়দের মিশর ে থকে বের করে নিয়ে যাবার জন্য এবং তারপর সেই প্রতিশ্রুন্নত ে দশে নেবার জন্য ।
- **হৃ দয়:** লক্ষ্য করুন খ্রীষ্টানরা এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে পারে যে ঈশ্বরের আহ্বান তাে দর কাছে ভীতিকর লাগছে । মোশি ঈশ্বর তাকে যা করতে আহ্বান করেছিলেন তাতে ভীত হয়েছিলো
- **হাত:** ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুসাে ও জীবন যাপন করার জন্য প্রতিশ্রুন্নতিবদ্ধ থাকুন যাতে আপনি ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস বৃদ্ধি করতে পারেন যখন ঈশ্বরের আহ্বান আপনার জীবনের জন্য আশংকাজনক বলে মনে হয় ।

একটি পে দ পাঠের শিক্ষা পরে সদাপ্রভু কহিলেন, সত্যই আমি মিসরস্থ আপন প্রজাদের কষ্ট দেখিয়াছি, এবং কার্যশাসকদের সমক্ষে তাহাদের ক্রন্দনও শুনিয়াছি; ফলতঃ আমি তাহাদের দুঃখ জানি, যাত্রাপুস্তক ৩:৭ ।

পাঠের সার সংক্ষেপ মোশি বড় হবার পর ফরৌণের প্রাসা দ এবং মিশর ে দশ ছেড়ে মিি দয়োনে বসবাস করতে যায় । একি দন মোশি যখন মাঠে তার মেষপাল পাহাড়া ি দিচ্ছিলো, সে ে দখতে পেলো একটা ঝোপে আগুন জ্বলছে । মোশি ভালো করে ে দখবার জন্য আরো কাছে গেলো । সে কোনো ি দনও ে দখেনি যে একটা ঝোপ আগুনে পুড়ছে কিন্তু পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে না । ঈশ্বর সেই জ্বলন্ত ঝোপের মধ্যে ে থকে মোশিকে ডাকলেন,"মোশি মোশি!" মোশি ঈশ ^রের ি দকে তাকাতে ভয় পেলো কিন্তু বললো,"আমি এখানে ।" ঈশ্বর মোশিকে বললেন মিশরে যেতে ও ফরৌণকে বলতে যাতে সে তার দাস হিসাবে ব্যাবহার করা সমস্ত ই ্রায়েলীয়কে মুক্তি ে দয় । মোশি ভয় পেয়েছিলো এবং ঈশ্বরের কাছে তার অনেক প্রশ্ন ছিলো,"আমি তো কোনো গন্যমান্য লোক নই, ফরৌণ কেনো আমার কথা শুনবেন? আর ই ্রায়েলীয়রা কি বিশ্বাস করবে যে তাে দরকে দাসত্ব ে থকে মুক্ত করবার জন্য ঈশ্বর আমাকে পাঠিয়েছেন?" ঈশ্বর মোশিকে ভয় পেতে বারণ করলেন কারন তিনি তার সাে থ থাকবেন । মোশি ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলো । সে তাই করলো যা তাকে ঈশ্বর করতে বলেছিলেন, যি দও সে অনেক ভয় পেয়েছিলো ।

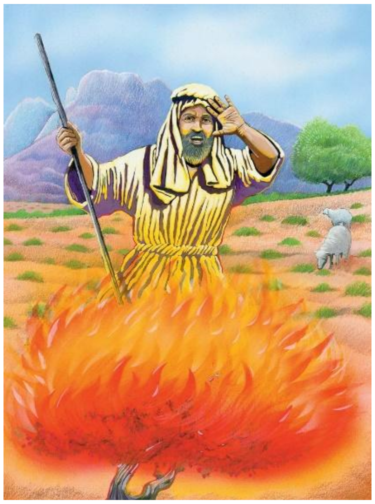

ছবি ে থকে শেখা:

- ১. **মোশি** একজন ই ্রায়েলীয় ছিলো । যি দও সে মিশর ে দশে বেড়ে উঠেছিলো, সে এখন মিশর ে থকে অনেক দ ূরে মেষপাল চরায় । মিশরীয়রা ইস্রায়েলীয়দের দাস হিসাবে ব্যাবহার করছিলো ।
- ২. **স্বলন্ত ঝোপ।** ঈশ্বর একটা ঝোপে আগুন স্বালিয়েছিলেন, কিন্তু সেটা পুড়ে যাি"ছলো না ।
- ৩. **আগুন** স্বলছে কিন্তু পুড়ছে না । মোশি খুব অবাক হলো ঘটনাটা ে দখে, এবং আরো ভালো করে ে দখতে কাছে গেলো ।
- ৪. **ঈশ্বরের গলার** স্বর শুনে ভীষন আশ্চর্য হলো । ঈশ্বর সেই ঝোপ ে থকে মোশির সা ে থ কথা বললেন । তিনি মোশিকে বললেন মিশরে ফিরে যেতে এবং ই ্রায়েল জাতিকে তা ে দর কষ্ট ও দাসত্ব ে থকে মুক্ত করতে । মোশি ঈশ্বর তাকে যা করতে আজ্ঞা ি দয়েছিলেন তা নিয়ে ভীত ছিলো । ঈশ্বর মোশিকে বারবার নিশ্চয়তা ি দিচ্ছিলেন এবং আরো বেশ কিছু অলৌকিক কাজ তাকে করে ে দখালেন যেগুলো স্বলন্ত ঝোপের চেয়েও আশ্চর্য্যজনক ছিলো । শেষপর্যন্ত মোশি ঈশ্বর তাকে যা করতে বলছেন তা করতে রাজী হলো ।

পাঠ প্রসঙ্গ ছিলো ঈশ্বরের লোক । ই ্রায়েল জাতি ঈশ্বরের কাছে তা ে দর মুক্তি়র জন্য কেঁ ে দছিলো । ঈশ্বর তা ে দর উদ্ধার পাবার আকুতির কান্না শুনতে পেয়েছিলেন আর মোশির মাধ্যমে তা ে দর উদ্ধার করার ব্যাবস্থা করলেন।

ঈশ্বর শিশু অবস্থায় মোশিকে মৃত্যুর হাত ে থকে রক্ষা করেছিলেন যখন তার মা তাকে একটা ঝুড়িতে রেখে নীল নে দ ভাসিয়ে ি দয়েছিলো । সে তার সন্তানকে নীল নে দ ছুঁড়ে ফেলার ব দলে এটা করেছিলো সন্তানকে বাঁচানোর জন্য, কারন ফরৌণ সব ই ্রায়েলীয় স দ্যজাত শিশুকে নীল নে দ ছুঁড়ে ফেলার নি ের্দশ ি দয়েছিলো । ফরৌণের কন্যা শিশু মোশিকে ন দীতে ভাসমান অবস্থায় ঝুড়ির মধ্যে ে দখে তাকে উদ্ধার করে । সে তাকে একজন মিশরীয় হিসাবেই মানুষ করতে থাকে ।

সে যাই হোক, মোশি একজন মিশরীয় হিসাবে বেড়ে উঠলেও জানতো যে সেও আসলে একজন ই ্রায়েলীয় । একি দন মোশি ে দখলো যে একজন মিশরীয় এক ই ্রায়েলীয়কে আঘাত করছে, আর মোশি সেখানে উপস্থিত হয়ে মিশরীয লোকটাকে হত্যা করলো । যখন সেই হত্যার কথা

জানাজানি হয়ে যায় তখন মোশি মিশর ছেড়ে পালিয়ে মিি দয়োনে গিয়ে মেষপালক হিসাবে জীবন যাপন করতে থাকে ।

ঈশ্বর একটা ঝোপে আগুন ধরালেন কিন্তু ঝোপটা পুড়ছিলো না । মোশি কাছে গিয়ে সেই অবাক করা ব্যাপারটা ে দখতে চাইলো, অমনি ঝোপ ে থকে ঈশ্বর মোশিকে আহ্বান জানালেন । ঈশ্বর মোশিকে মিশরে ফিরে যেতে বললেন আর ফরৌণের কাছে গিয়ে । ই্রায়েল জাতির মুক্তি দাবী করতে বললেন । যি দও সেই জ্বলন্ত ঝোপটা একটা আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার ছিলো, কিন্তু তারপরও মোশি নিজের সাফল্য নিয়ে সে› দহে ছিলো । মোশি ঈশ্বরের সামনে অনেক যুক্তি পেশ করলো, আর তার প্রত্যেকটা আপত্তির বিপরীতে ঈশ্বর তাকে ভরসা ি দলেন, তাকে আশ্বস্ত করবেন এমনকি আরো কিছু অলৌকিক কাজও করে ে দখালেন মোশির বিশ্বাস বাড়ানোর জন্য । শেষপর্যন্ত মোশি রাজী হলো তার জীবনে ঈশ্বরের আহ্বানকে মেনে নিতে ।

ন ূতন নিয়মের পাঠ্য: স্তিফান ছিলো খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসের জন্য জীবন ে দওয়া প্রথম শহী দ । প্রেরিত ৭অধ্যায়ে সেই বর্ণনা আছে স্তিফানের আত্মপক্ষ সম র্থনের, যখন ই্রায়েলীয় শাসক মন্ডলীর একটা অংশ কল্ি দয়ে দর সামনে যীশুর সম্পর্কে তার প্রচারের পক্ষে যুক্তি ে দয় । তার আত্মপক্ষ সম র্থনে সে বলে কিভাবে যীশু হলেন পুরাতন নিয়মে মোশির মাধ্যমে করা ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির পূর্ণতাস্বরূপ, যে বলেছিলো ঈশ্বর মোশির মতো আরেকজন ভাববা দীকে তৈরী করবেন । স্তীফান ঘোষণা করলো যে ভাববা দী মোশি নাসরতীয় যীশুর কথাই বলেছিলেন ।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাােদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** মিশর ঈশ্বরের লোকে দর ি দয়ে দাসত্ব করা ে"ছ, আর ই ্রায়েল সন্তানেরা ঈশ্বরের কাছে কান্নাকাটি করছে । ঈশ্বর স্থির করলেন তাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে একটা আশীবার্ দপ ূর্ণ ভূমিতে নিয়ে যাবেন, যেখানে তারা মুক্তভাবে বাস করতে ও তাঁর ব› দনা করতে পারবে । ঈশ্বর এই কাজের জন্য মোশিকে বেছে নিলেন যে সে ইস্রায়েল জাতিকে মুক্ত করবে ও সেই প্রতিশ্রুত ভূমিতে নিয়ে যাবে । তবে মোশি তার প্রতি ঈশ্বরের এই আহ্বান নিয়ে ভীত ছিলো । ঈশ্বর তাকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে তিনি তাকে যে কাজ করতে আহ্বান করেছেন, সেই কাজ করার শক্তি তিনিই তাকে ে দবেন । ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞার ব্যাপারে বিশ্বস্ত ছিলেন, আর শেষ পর্যন্ত মোশি ই ্রায়েল জাতিকে সেই প্রতিশ্রুত ে দশে নিয়ে যাবে ।
    - কেন মোশি সেই কঠিন সময়ে ই ্রায়েল জাতির নেতা হতে পেরেছিলো আর ফরৌণের কাছে তার সেই দাবীও উত্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলো? ।
    - মোশি ঈশ্বরের আহ্বান মেনে নেবার আগে কি প্রয়োজনে ঈশ্বরকে ি দয়ে বেশ কিছু অলৌকিক কাজ করিয়ে নিয়েছিলো বলে আপনি মনে করেন?
- **হৃদয়: আমা ে দর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** মোশির মতো এমন অনেক খ্রীষ্টান আছে যারা অনেক সময় ঈশ্বরের আজ্ঞা মানতে ভয় পায় । যদিও একজন স্বৈরশাসকের কোনো ক্রীত দাস জাতিকে মুক্ত করে আনার ে দশের মতো কোনো সাহসী ে দশ এগুলো নয়, তবুও খ্রীষ্টানরা মাঝে মাঝেই নিযার্তিত হবার ভয় পায় । ঈশ্বর ও মোশির মধ্যের এই সম্পর্কটা এটা পরিষ্কার করে যে ঈশ্বর আমা ে দর মনের অবিশ্বাস দ ূর করার কাজও করতে চান এবং শুধুমাত্র বিশ্বাসে দ ূর্বল হবার কারণে তিনি খ্রীষ্টানে দর পরিত্যাগ করেন না ।
    - এমন কিছু পে থর উ দাহরণ কি কি আছে যেখানে একজন খ্রীষ্টানের তার জীবনে ঈশ্বরের আহ্বানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার ফলস্বরূপ নিযার্তন ও কষ্টভোগ করতে হয়েছে?
    - খ্রীষ্টানে দর এমন কিছু প্রতিশ্রুতি কি কি আছে যা তা ে দর ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার ফলে পাওয়া নিযার্তন ও কষ্ট ভোগের সময় তা ে দর অনুপ্রাণিত করতে পারে?
- **হাত: আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কিভাবে কাজে রূপ ি দতে পারি?** ঈশ্বর এখনও মানুষের দুঃখকষ্টের জন্য তা ে দর কান্না শুনতে পান এবং তা ে দর কষ্ট লাঘব করার সাহায্যের জন্য খ্রীষ্টানে দর পাঠান । যি দও খ্রীষ্টানে দর অন্যকে সাহায্য করতে গিয়ে নিজে ে দর নিরাপত্তা ও শান্তিপ ূর্ণ জীবনকেই মাঝে মাঝে বিপে দর মুখে ফেলতে হয় । তবে যেমন যীশুকে রক্ত মাংসের মানুষ হিসাবে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিলো, ঈশ্বর কখনও কখনও খ্রীষ্টানে দর আহ্বান করেন বিশ্বাসকে শুধুমাত্র হৃ দয়ে না রেখে সেই বিশ্বাসকে কাজে পরিণত করতে ।
    - আপনি কিভাবে আপনার জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান শোনার জন্য নিজেকে প্র ¯'ত করতে পারেন?
    - যারা দু র্দশার মধ্যে আছে তা ে দর সাহায্য করার মতো কি কি প দক্ষেপ আপনি নিতে পারেন?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসা েথ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ১৬ মিশরে মহামারীর দশটা আঘাত

পাঠের সাস্ত্রাংশ: যাত্রাপুস্তক ৭:১-১৩

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: ল ূক ১২:৪—১২

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** আপনার হৃ দয় অনুসন্ধান করুন, আর ে দখুন আপনার সাহস কতটা । ঈশ্বরের ই"ছা পালন করতে গেলে খ্রীষ্টানে দর সাহসের প্রযোজন । ঈশ্বরের উপস্থিতি ও শক্তি আপনার সাহসকে শক্তিশালী করবে ।
- **হৃ দয়:** এটা বিশ্বাস করুন যে, ঈশ্বর কখনও আপনাকে ছেড়ে যাবেন না অথবা পরিত্যাগ করবেন না ।
- **হাত:** এ সপ্তাহে নিভীর্ক থাকুন, এমনকি পরীক্ষা ও প্রলোভনের মধ্যে পড়লেও ।

একটি পে দ পাঠের শিক্ষা কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, মনুষ্যপুত্রও ঈশ্বরের দূতগণের সাক্ষাতে তাঁহাকে স্বীকার করিবেন, লুক ১২:৮

পাঠের সার সংক্ষেপ মিশরীয়রা ই ্রায়েল জাতিকে তাে দর দাস হতে বাধ্য করেছিলো । ই ্রায়েল জাতি ভীত হয়ে ঈশ্বরের কাছে কান্না করেছিলো আর তাদের এ দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে বলেছিলো। ঈশ্বর তাদের কান্না শুনলেন এবং মোশি ও হারনকে মিশরে পাঠালেন । তারা সেখানে গেলো ফরৌনকে ই ্রায়েল জাতিকে মুক্ত করে ে দবার কথা বলতে । যি দ ফরৌণ তা করতে রাজী না হন তাহলে ঈশ্বর মিশরের জন্য একটা মহামারী পাঠাবেন । তারা দু'জন বহুবার ফরৌণের কাছে গিয়ে ইস্রায়ের জাতিকে মুক্তি ি দতে বলেন । যতবার তারা তার কাছে যেতেন, প্রতিবার ফরৌণ বলতেন, "না" । ঈশ্বর তাঁর কথা ঠিকই রেখেছেন ।স ফরৌণ বিভিন্ন সময়ে নয়বার ই ্রায়েল জাতিকে মুক্ত করতে অস্বীকার করেন আর ঈশ্বরও এই নয়টা মহামারী মিশরে পাঠিয়েছিলেন; জলের রক্তে পরিণত হওয়া, ব্যাঙ, ডাঁশ, মাছি, গবাি দপশুর মৃত্যু, ফোঁড়া, ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টি, পঙ্গপাল আর মিশরে িদনে ও রাতে পুরোপুরি অন্ধকার । এতো কিছুর পরও ফরৌণ ই ্রায়েল জাতিকে মুক্তি ি দলেন না

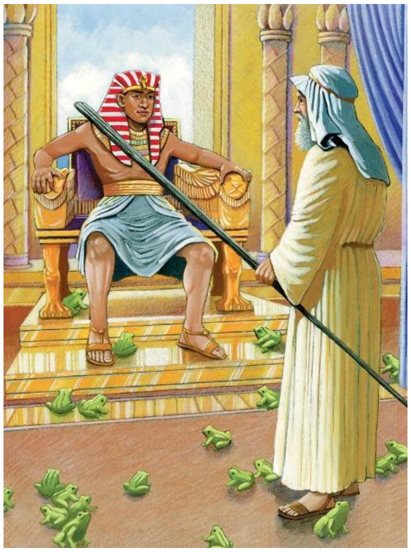

ছবি ে থকে শেখা:

- ১. **মোশি মিশরে ফিরে যায়** ফরৌণকে এ কথা বলতে যে তিনি যেন তার দাস হিসাবে ব্যাহার করা ই ্রায়েল জাতিকে মুক্তি ে দন । মোশির সেই অস্ত্র প্রস্তুতই আছে, ঈশ্বরের নি ে র্দশে যা অলৌকিক ভাবে সাপে পরিণত হবে ।
- ২. **প্রাসা দ:** অনেক সাহস সঞ্চয় করে মোশি মিশর রাজের সামনে দাঁড়ালো আর তাঁকে এই বলে সতর্ক করলো যে তিনি যি দ ই ্রায়েল জাতিকে মুক্তি না ে দন, ঈশ্বর মিশরে মহামারীর আগমন ঘটাবেন ।
- ৩ . **ফরৌণ** ঈশ্বরকে সন্মান করতে অস্বীকৃতি জানালো, বরং সে । ে দখলো মোশির ঈশ্বরের কাছে তার নত হবার কোনো কারণ নেই ।
- ৪. **ব্যাঙ.** দ্বিতীয় মহামারীটা ছিলো ব্যাঙের মহামারী, যখন সমস্ত মিশর ে দশ ব্যাঙে ছেয়ে গেলো । প্রতিটা মহামারী আসলো আর ফরৌণ প্র থমে বললো যে সে এবার ই ্রায়েলীয়ে দর মুক্তি ে দবে । কিন্তু যখনই মোশির প্রা র্থনার মাধ্যমে মহামারীগুলো প্রশমিত হলো তখনই আবার ফরৌণের মন কঠিন হয়ে গেলো আর তিনি তার আগের অবস্থানে ফিরে গেলেন ।

পাঠ প্রসঙ্গ মোশি মিশরে ফিরে গেলো ঈশ্বরের আে দশ অনুসারে, ই ্রায়েল জাতিকে মুক্ত করতে ও তাে দর সেই প্রতিশ্রুত ে দশে নিয়ে যেতে । ঈশ্বর কিছু অলৌকিক কাজ ে দখিয়ে মোশির মনের ভয়টাকে দ ূর করেন । তারপর মোশি ঈশ্বরের সাহায্যে অলৌকিক সব কাজ করে ফরৌণকে ঈশ্বরের শক্তির নমুনা ে দখালেন । ফরৌণ অনেক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন , এমনকি এটাও ভাবতেন যে তার নিজেরও অলৌকিক শক্তি আছে । তাই তিনি বিশ্বাস করতেন না যে তার কোনো দরকার আছে মোশির "ঈশ্বরে"র কাছে নিজেকে সমর্পন করার, কারণ মোশি দাবী করতো যে মিশরের সব মহামারীগুলো ঈশ্বরের পাঠানো আর তিনিই হলেন একমাত্র সত্যি ঈশ্বর যাঁর সব কিছুর উপর নিয়ন্ত্রন রয়েছে ।

ব্যাইবেল পন্ডিতে দর মধ্যে ফরৌণের হৃ দয় কঠিন হওয়া নিয়ে মতভে দ । লক্ষ্য করা যায় । বাইবেলে কোথাও কোথাও বলা হয়েছে ঈশ্বর তার হৃ দয়কে কঠিন করেছেন (যেমন যাত্রাপুস্তক ৯:১২), আবার অন্য জায়গায় লেখা আছে ফরৌণ নিজেই তার হৃ দয়কে কঠিন করেছেন (যেমন যাত্রাপুস্তক ৮:১৫), আর শেষে ে দখা যায়, অনেক জায়গায় বাইবেল এটুকুই বলে যে ফরৌণের হৃ

দয় কঠিন হয়েছে (যাত্রাপুস্তক ৭:১৩), তার ক্রিয়াকর্মের পিছনে কে দায়ী তা পরিষ্কার করে না ব্যাখ্যা না করেই। সাধারণভাবে, ঈশ্বরের দ্বারা যে ফরৌণের হৃ দয় কঠিন হে"ছ তার উল্লেখ করা হয় শেষ চারটে মহামারীর সময়ে, আর প্রথম চারটে মহামারীর সময়ে বলা হয় যে ফরৌণ নিজেই তার হৃ দয় কঠিন করেছিলেন। বর্ণনাগুলোর একটার অ র্থ এমন যে, ফরৌণ ধারাবাহিক ভাবে পাপপ ূর্ণ কাজ করে যাবার পর, ঈশ্বর তাকে তার পাপের মধ্যেই ছেড়ে ে দন। (রোমীয় ১:১৮—৩২)

প্র থমে, ফরৌণ মোশির মাধ্যমে আসা ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতি বশ্যতা স্বীকার করতে অস্বীকার করে। তারপর লম্বা একটা একটা সময় ধরে ঈশ্বর পর্যয়ক্রমে অনেক গুলো মহামারীর আগমন মিশর ে দশে ঘটান। ফরৌণ দশম মহামারীর পরে শেষপর্যন্ত নরম হন।

অতিরিক্ত পাঠ্য: যীশু তাঁর অনুসারীে দও সতর্ক করেছেন যে তাে দর অবশ্যই সকলের সামনে ঈশ্বরের পক্ষে কথা বলার জন্য ই"ছা থাকতে হবে। যীশুর একজন অনুসারী হওয়ার জন্য নিযার্তন ও দুঃখভোগের শিকার হওয়া লাগতেই পারে, কিন্তু যীশুর আজ্ঞা অমান্য করার চেয়ে যীশুর কারণে কষ্ট পাওয়া বরং আমাে দর জন্য ভালো, তা না হলে যীশু আমাে দর পরিত্যাগ করবেন।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাে দর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে?** ঈশ্বর দাসত্বের জীবন যাপন করা ইস্রায়েল জাতির কান্না শুনতে পান আর অনেক চিহ্ন ও অলৌকিক কাজ সহ মোশিকে পাঠান তাে দর মিশর ে দশ ে থকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার জন্য। ফরৌণ মোশির মুখে বলা ঈশ্বরের বাক্যকে সন্মান করেননি আর মিশরীয়রা তাে দর অবাধ্যতার জন্য দু র্দশার শিকার হয়। তারা মিশরের জন্য ঈশ্বরের পাঠানো মহামারীর দ্বারা প্রচুর কষ্ট পায়। ঈশ্বর ই ্রায়েল জাতির কান্নার উত্তর ে দন, তবে তার জন্য মোশিকে ম ূল্য ি

দিতে হয়। মোশিকে সেই সাহসটুকু অবশ্যই রাখতে হবে যে ঈশ্বর তাকে রক্ষা করবেন এবং মোশিকে দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি সবকিছু করবেন।

- পাপের এমন কি কি পরিণতি আছে যা যে লোকটা পাপ করেছে সে ছাড়াও অন্য লোকেরাও ভোগ করতে পারে?
- অহংকার কিভাবে একজনকে প্রভাবিত করতে পারে যাতে সে তার জন্য বলা ঈশ্বরের বাক্যকে সন্দেহ করতে পারে আর ঈশ্বরের ইচ্ছার চেয়ে তার নিজের ইচ্ছাকে বেশী মঙ্গলজনক ভাবতে পারে?

- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** আমাদের অবশ্যই নিজেদের হৃদয়কে পাহারা দেওয়া উচিৎ। ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়াটা সাধারণত একদিনের সিদ্ধান্তে ঘটে না। বরং, মানুষ প্রায়ই ছোট ছোট অবাধ্যতার সিদ্ধান্ত নিতে থাকে যা একসময় এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যে তার আর ঈশ্বরের আহ্বান শোনার ক্ষমতা থাকে না। এই অবাধ্য সিদ্ধান্তগুলো হলো যখন আমরা দিকনির্দেশনা পাবার জন্য আমাদের নিজেদের জ্ঞান ও শক্তির উপর নির্ভর করি, ঈশ্বরের জ্ঞান ও শক্তির উপর নির্ভর না করে। আমাদের হৃদয়কে পাহারা দেবার প্রধান পথ হলো এটা বিশ্বাস করা যে ঈশ্বর কখনও আমাদের ছাড়বেন না বা পরিত্যাগ করবেন না।
  - কিভাবে শয়তানের বানানো এই মিথ্যে ধারণা থেকে একজন খ্রীষ্টান নিজেকে রক্ষা করতে পারে, যে ঈশ্বর চান না আমরা সুখী হই?
  - কি ভাবে একজন খ্রীষ্টান ঈশ্বরের পক্ষে কথা বলার জন্য শক্তি অর্জন করতে পারে যখন দেখা যায় যে, এর পরিণামে সে নিযার্তনের শিকার হতে পারে?
- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ দিতে পারি?** সে রকম সময় আসে যখন যীশু আমাদের সাহসী হতে আহ্বান করেন এবং ঈশ্বরের পক্ষে কথা বলার আহ্বান জানান অথবা যারা অভাবী তাদের জন্য সাহায্যের ব্যাবস্থা করতে বলেন। সেই মিশরের ইস্রায়েল জাতির মতো, ঈশ্বর এখনও দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের কান্না শোনেন আর এখনও খ্রীষ্টানেদের সে সব জায়গায় পাঠান, যেখানে মানুষ কষ্ট পাচ্ছে
  - আপনার শহরে কি ধরণের মানুষেরা শারীরিক অথবা মানসিক নিযার্তনের শিকার হচ্ছেন?
  - কি কি উপহার, প্রতিভা, এবং/ অথবা ক্ষমতা ঈশ্বর আপনাকে দিয়েছেন যার মাধ্যমে যাদের বিভিন্ন রকমের প্রয়োজন আছে সে গুলো আপনি মিটাতে পারেন?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

পাঠ শিরোনাম: ১৭ প্রথম নিস্তার পর্ব

পাঠের সাস্ত্রাংশ: যাত্রা ১১:১-১২:১৩

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: লুক ২২:১-২৩

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** যারা বিশ্বস্ত ভাবে ঈশ্বরের নির্দেশনা মেনে চলেছেন তাদের জন্য ঈশ্বরের দেওয়া পরিত্রাণের ব্যবস্থার জন্য আনন্দ করুন।
- **হৃদয়:** একটা নম্র হৃদয়কে ধারণ করুন যা ঈশ্বরের নির্দেশ মানার জন্য সর্বদা খোলা থাকে, যা ফরৌণের হৃদয়ের মতো কঠিন না ।
- **হাত:** প্রভুর ভোজ সন্মান ও আনন্দের সাথে উদ্যাপন করুন, কারণ এটা খ্রীষ্টানদের জন্য পর্বের খাদ্য যা যীশুর মাধ্যমে পাওয়া আমাদের মুক্তিকে উদ্যাপন করে ।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা আর তোমরা এইরূপে তাহা ভোজন করিবে; কটিবন্ধন করিবে, চরণে পাদুকা দিবে, হস্তে যষ্টি লইবে ও ত্বরান্বিত হইয়া তাহা ভোজন করিবে; ইহা সদাপ্রভুর নিস্তারপর্ব, যাত্রা পুস্তক ১২:১১ ।

পাঠের সার সংক্ষেপ ঈশ্বর মিশর দেশের উপর আঘাত হিসাবে নয়টা মহামারী দিয়েছেন কারণ ফরৌণ ইস্রায়েল জাতিকে মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। ঈশ্বর করলেন আরো একটা মহামারীর কবলে মিশরকে ফেলবেন । ঈশ্বর মোশিকে দিয়ে ফরৌণকে এবং ইস্রায়েল জাতিকে বললেন যে তিনি আজ মাঝ রাতে এই দেশের মধ্যে দিয়ে যাবেন । মিশরে বসবাসরত প্রতিটা পরিবারের প্রথমজাত সন্তান তখন মারা যাবে । ঈশ্বর মিশরে থাকা ইস্রায়েলীয়দের একটা নির্দেশনা দিলেন । প্রতিটা ইস্রায়েলীয় পরিবারকে একটা মেষ অথবা ছাগল বলি দিতে হবে । তারপর সেই পশুর রক্ত নিয়ে তাদের যার যার বাড়ীর দরজার ফ্রেমের উপরে ও পাশগুলোতে লাগাতে হবে । যখন ঈশ্বর প্রতিটা বাড়ীর পাশ দিয়ে যাবেন, তিনি রক্তের খোঁজ করবেন । যে দরজায় তিনি রক্ত দেখবেন সে বাড়ীর প্রথম সন্তান রক্ষা পাবে । আর যেখানে তিনি রক্ত দেখবেন না সে বাড়ীর প্রথম সন্তান মারা যাবে । ফরৌণ যখন বুঝতে পারেন যে তার সন্তান মারা গেছে , তখন তিনি শেষপর্যন্ত ইস্রায়েলীয়দের মুক্তি দিতে রাজী হন ।

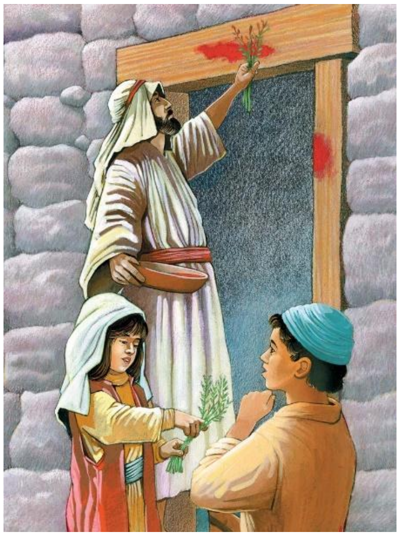

ছবি ে থকে শেখা:

- ১. **ই ্রায়েল জাতি.** ঈশ্বর ই ্রায়েলীয়ে দর নি ে র্দশনা ি দয়েছিলেন কিভাবে দশটা মহামারীর শেষ মহামারীটা ে থকে তারা নিজে ে দর বাঁচাবে, যেটা পরিবারের প্রথম সন্তানের মৃত্যুর মহামারী ।।
- ২ . **রক্ত.** প্রতিটা পরিবারকে একটা করে মেষ অথবা ছাগল বলি ি দতে হবে । তারপর সেই মৃত পশুর রক্ত হিসপ গাছের ডালে করে নিয়ে তা ে দর যার যার বাড়ীর দরজার উপরে চিহ্ন ি দতে হবে । তা ে দর সেই পশুর মাংস রান্না করে খেতেও হবে ।
- ৩ . **বাড়ীতে চিহ্ন ে দওয়া:** যি দ ই ্রায়েলীয়রা পর্বের নি ে র্দশনাগুলো মেনে চলে আর তা ে দর বাড়ীর দরজায় রক্তের চিহ্ন ে দয় তাহলে তারা সকলে তা ে দর প্রথম সন্তানের মৃত্যুর মহামারী ে থকে রক্ষা পাবে ।

পাঠ প্রসঙ্গ নয়টা মহামারী আঘাত করার পরও ফরৌণ মোশির মাধ্যমে আসা ঈশ্বরের নি ে র্দশ মেনে ই ্রায়েলীয়ে দর মুক্তি ি অস্বীকৃতি ি জানায়। ঈশ্বর মোশিকে চুড়ান্ত মহামারীর ব্যাপারে নি ে র্দশনা ে দন, সেটা হলো প্রথম সন্তানের মহামারী । এই মহামারীতে মিশরের সব মানুষ ও প্রানীর প্রথম সন্তান মারা যাবে । এই মহামারীর পরে শেষপর্যন্ত ফরৌণ নরম হন এবং ই ্রায়েল জাতিকে মিশর ছাড়ার অনুমতি ে দন ।

ঈশ্বর মোশিকে এই নি ে র্দশনাও ে দন যাতে সে ই ্রায়েলীয়ে দর বলে যে কি উপায়ে তা ে দর প্রথম সন্তানকে তারা রক্ষা করবে ও কিভাবে মিশর ছাড়ার প্রস্তুতি নেবে । শেষ মহামারী ে থকে রক্ষা পেতে প্রত্যেক ই ্রায়েলীয়কে অবশ্যই একটা মেষ অথবা একটা ছাগল বলি ি দতে হবে, সেই মাংস রেঁধে খেতে হবে এবং তা ে দর বাড়ীর দরজার উপরে সেই পশুর রক্তের চিহ্ন লাগাতে হবে । নিস্তার পর্ব তখন ে থকে ই ্রায়েলীয়ে দর জন্য বাৎসরিক উৎসব রূপে প্রতি বছর পালিত হবে ।

নিস্তার পর্বের মধ্যে ি দয়ে ঈশ্বর ই ্রায়েল জাতির প ূর্বপুরুষে দর সা ে থ করা সেই চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন । ঈশ্বর মিশর ে থকে ই ্রায়েল জাতির মুক্তির ব্যাবস্থা করেছিলেন, যাতে

তারা সেই প্রতিশ্রুত দেশের পথে যেতে পারে, সেখানে গিয়ে একটা মন্দির বানাতে পারে আর মুক্ত ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারে ।

নূতন নিয়মের পাঠ্য: যীশু তাঁর শিষ্যেদের জন্য নতুন একটা নিস্তার পর্বের সূচনা করেছিলেন, যে রাতে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় সেই রাতে । প্রথম নিস্তার পর্বের সময় ঈশ্বর মিশর দেশের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন আর দ্বিতীয় নিস্তার পর্বে ঈশ্বর পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তির ব্যাবস্থা করেন । প্রভুর ভোজ, যীশুর নৈশ ভোজন, কমিউনিয়ন, এই শব্দগুলো এই নতুন নিস্তার পর্বকেই নির্দেশ করে ।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ুন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** ঈশ্বর মোশীর জন্য যে নির্দেশনাগুলো দিয়েছেন তা জীবন ও মৃত্যু দুটোরই জন্য । ফরৌণের জন্য দেওয়া নির্দেশনাগুলো শেষ মহামারীর কথা ঘোষণা করবে, মিশর দেশের প্রতিটা পরিবারের প্রথম সন্তানের মৃত্যুর কারণ হবে যেহেতু ফরৌণ ঈশ্বরের আজ্ঞা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন । তবে ঈশ্বর জীবনের জন্য এবং দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্যও নির্দেশনার ব্যাবস্থা করেছিলেন ।
    - মানুষ প্রায়শঃই জানে যে কি করাটা সঠিক হবে, কিন্তু তারা সেটা করে না । কি কারণে মানুষ ঈশ্বরের আজ্ঞার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে?
    - কি কারণে আমরা আমাদের করা পাপের ফল পাই, এমনকি আমরা যদি ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি তার পরও?
- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** মিশর দেশের সবাই ফরৌণের সেই অহংকারের পরিণতি ভোগ করেছিলো যা ফরৌণের হৃদয়কে কঠিণ করে দিয়েছিলো আর মিশরীয়েদের জন্য যা মঙ্গলজনক তা করতে বাধা দিয়েছিলো । সেই জন্য এখনকার মানুষের হৃদয় এমন যা

পাপ ও পাপের পরিণতিগুলোর কারণে কঠিণ হয়ে গেছে । এমনকি খ্রীষ্টানরাও এমন প্রলোভনের শিকার হতে পারে যা তাে দর হৃ দয়কে কঠিন করে ি দতে পারে, যি দ না তারা ঈশ্বরের কাছে তাে দর হৃ দয় খুলে রাখার ব্যাপারে সতর্ক না থাকে ।

- কি ভাবে কঠিন হয়ে যাওয়া মানুষেরা আরোগ্য লাভ করতে পারে?
- কি কি কারনে এমনকি খ্রীষ্টানরাও তাে দর হৃ দয় কঠিন হওয়ার মতো পরিস্থিতিতে পড়তে পারে?

- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ ি দতে পারি?** খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস শুধুমাত্র একটা বিশ্বাস না; এই বিশ্বাস জীবন্ত হয়ে ওঠে খ্রীষ্টানের কাজের মধ্যে ি দয়ে । প্রভুর ভোজ উ দযাপন করা সেই কাজগুলোর মধ্যে একটা যা ঈশ্বর খ্রষ্টানে দর করার আহ্বান জানিয়েছেন । সেই শেষ ভোজে তারা তাে দর জন্য ঈশ্বরের আনা সেই মুক্তি উ দযাপন করে যা ঈশ্বরের খুঁতহীন মেষশাবক যীশুখ্রীষ্টের মধ্য ি দয়ে এসেছে । প্রভুর ভোজ হলো আমাে দর খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের গুণগত মান বিবেচনা করার সময়, এবং যীশু খ্রীষ্টানে দর জন্য মুক্তির ব্যাবস্থা করেছেন তা উ দযাপন করারও সময় ।
  - আপনি কিভাবে প্রভুর ভোজ গ্রহন করার জন্য আপনার হৃ দয়কে প্রস্তুত করতে পারেন?
  - কিভাবে নিয়মিত প্রভুর ভোজ উ দযাপন খ্রীষ্টানে দর জন্য শক্তি ও অনুপ্রেরণার একটা উৎস হতে পারে?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাে থ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ১৮ লোহিত সাগর পাড় হওয়া

পাঠের সাস্ত্রাংশ: যাত্রাপুস্তক ১৩:১৭ ১৪:৩১

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: রোমীয় ৬:১—১৪

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** বুঝুন ঈশ্বর মোশির মাধ্যমে মিশরে ই ্রায়েলীয়ে দর দাসত্ব ে থকে মুক্তি ি দয়েছিলেন, এবং তারপর ঈশ্বর পুরো মানব জাতিকে যীশুর মাধ্যমে পাপের দাসত্ব ে থকে মুক্তি ি দয়েছেন ।
- **হৃ দয়:** বাপ্তিস্মের সময় খ্রীষ্টানরা তাে দর অন্তরের ভিতরে একটা আশীবার্ে দর সাক্ষ্য বহন করে যা ঈশ্বর তাে দর ে দন । ঈশ্বর আমাে দর বাস্তবে সেই পরিবর্তনের কাজটা করতে বলেন আমাে দর হৃ দয়কে তাঁর কাছে সমর্পন করার মাধ্যমে, যাতে তিনি আমাে দর হৃ দয়ে আরোগ্য ও পবিত্রতা আনতে পারেন ।
- **হাত:** খ্রীষ্টানে দর বাপ্তিস্ম নিতে হবে আর বিশ্ব ত ভাবে যীশুকে অনুসরন করার মধ্য ি দয়ে বাপ্তিস্মকে বাস্তবে রূপ ি দতে হবে।
- **একটি পে দ পাঠের শিক্ষা** অতএব আমরা তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তিস্ম দ্বারা তাঁহার সহিত সমাধিপ্রাপ্ত হইয়াছি; যেন, খ্রীষ্ট যেমন পিতার মহিমা দ্বারা মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইলেন, তেমনি আমরাও জীবনের নূতনত্বে চলি ় রোমীয় ৬:৪ ।

পাঠের সার সংক্ষেপ ফরৌণ শেষপর্যন্ত ই ্রায়েলীয়ে দর মুক্ত করে ে দন । কিন্তু তারা চলে যাবার পর ফরৌণ বুঝতে পারেন যে তার কর্মীে দর বেশীরভাগই চলে গেছে । ফরৌণ তার মত পরিবর্তন করেন ও তাে দর আবার আটকানোর মতলব করেন । তিনি তার পুরো সৈন্যবাহিনীকে পাঠিয়ে ে দন জোর করে ই ্রায়েলীয়ে দর আবার ফিরিয়ে আনার জন্য । ততক্ষণে ই ্রায়েলীয়রা লোহিত সাগরের তীরে পৌঁছে গেছে । তারা পিছনে ফিরে দ্যাখে যে মিশরীয় সৈন্যরা তাে দর পিছু নিয়েছে । মোশি ই ্রায়েলীয়ে দর বললো ভয় না পেতে, ঈশ্বর তাে দর রক্ষা করবেন । মোশি তার হাতের সেই বস্তুটা উঁচু করে ধরে তার হাত লোহিত সাগরের উপরে প্রসারিত করলেন । সাে থ সাে থ সমুে দ্রর জল দু'পাশে সরে গিয়ে সমু দ্র ভাগ হয়ে গেলো ।ই ্রায়েলীয়রা তাড়াতাড়ি সেই শুকনো রাস্তা ি দয়ে যেতে লাগলো । তারা খুব অবাক হয়ে ে দখলো তাে দর দু'পাশে জলের প্রাচীর । মিশরীয়রা তাে দর তাড়া করতে করতে সমুে দ্রর মধ্যে আসলো । যখন সব ই ্রায়েলীয়রা সমু দ্র পার হয়ে গেলো, মোশি তার হাত সরিয়ে নিলো আর সমুে দ্রর জল আবার আগের জায়গায় ফিরে গেলো । একজন মিশরীয়ও প্রাণে বাঁচলো না ।

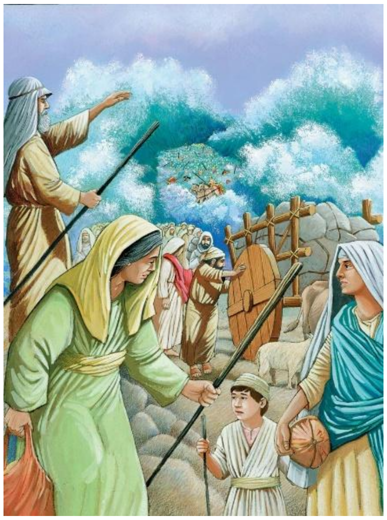

ছবি ে থকে শেখা:

- ১. **ই¯্রায়েল জাতি** ঈশ্বর তার দাস মোশির মাধ্যমে ই¯্রায়েল জাতিকে মিশর ে দশের দাসত্ব ে থকে মুক্ত করেন ।
- ২. **মিশরীয় জাতি** তাে দর মত পরিবর্তন করে ই¯্রায়েলীয়ে দর ছেড়ে ে দবার ব্যাপারে এবং তাে দর তারা তাড়া করে ।
- ৩. **মোশি।** ঈশ্বর মোশিকে বলেন তার হাত লোহিত সাগরের উপর প্রসারিত করতে, আর তাতে সেই সাগর দু'ভাগ হয়ে যায় ।
- ৪. **জলরাশি।** সাগরের জলরাশি দু'িদকে সরে যায়, শুকনো মাটি বেরিয়ে আসে, আর ই¯্রায়েলীয়রা সেই রাস্তা ি দয়ে নিরাপে দ যায় ।
- ৫. **মিশরীয়রা** পুরোপুরি ধ্বংস হয় । মিশরীয়রা সাগরের মধ্যে ি দয়ে ই¯্রায়েলীয়ে দর পিছু নেয় । ঈশ্বর মোশিকে বলেন আবার তার হাত প্রসারিত করতে, আর জলরাশি আবার আগের অব¯'ায় ফিরে যায় ও মিশরীয়ে দর পুরো ডুবিয়ে ে দয় । সব মিশরীয় মারা যায় ।
- ৬. **ই¯্রায়েল জাতি** এখন মিশরীয়ে দর কবল ে থকে মুক্ত ।

পাঠ প্রসঙ্গ ঈশ্বর ই¯্রায়েলীয়ে দর মিশর ে দশের দাসত্ব ে থকে মুক্তি উদ্ধার করেন তাে দর লোহিত সাগর পার করিয়ে ে দবার মধ্য ি দয়ে । পরিবারের বড় সন্তানের মৃত্যুর মহামারীর পরে ফরৌণ ই¯্রায়েলীয়ে দর মিশর ে দশ ছাড়ার নিে র্দশ ে দন । তাে দর মিশর ে দশ ছেড়ে যাবার পর যি দও ফরৌণ তার মোভাব পরিবর্তন করেন এবং আবার ই¯্রায়েলীয়ে দর ফিরিয়ে এনে দাস হিসাবে ব্যাবহার করার জন্য তার সেনাবাহিনীকে পাঠিয়ে ে দন ।

ই¯্ােরয়েলীয়রা মিশরীয় সৈন্যে দর তাে দর পিছে আসতে ে দথে ভয়ে চীৎকার করে মোশিকে ডাকে, অভিযোগ করে যে তারা তো এবার মারা যাবেই । মোশী তাে দর বলে মনে সাহস রাখতে এবং শক্ত হতে । ঈশ্বর এখানে আরেকটা অলৌকিক কাজ করেন, যাতে আমাে দর মনে হয় যে এটা ই¯্রায়েলীয়ে দর এমন সাহস ে দবে যাতে তারা ভবিষ্যতে আর কখনও ঈশ্বরকে অথবা মোশিকে সে› দহ করবে না । দুভার্গ্যজনকভাবে এর পরও ই¯্রায়েলীয়রা প্রায়ই মোশিকে নানা অভিযোগ জানাতে থাকে, এমনকি তারা আবার মিশর ে দশে ফিরে যাবার ই"ছাও প্রকাশ করে ।

সহায়ক পাঠ্য: ন ূতন নিয়মের লেখকরা বাপ্তিস্মকে তেমনই একটা মুক্তি বলে মনে করেন যেমন অভিজ্ঞতা ই ্রায়েলীয়ে দর সেই লোহিত সাগরে হয়েছিলো । বাপ্তিস্ম হে"ছ আমা ে দর মনের ভিতরের পাপমুক্তির মহিমার বাহ্যিক চিহ্ন যা যীশুখ্রীষ্টের পুনরুত্থানের মধ্য ি দয়ে আমরা পাই । ঠিক যেমন ঈশ্বর ই ্রায়েলীয়ে দর মিশরের দাসত্ব ে থকে মুক্তি ি দয়েছিলেন মোশির মাধ্যমে, একইভাবে ঈশ্বর খ্রীষ্টানে দর পাপের দাসত্ব ে থকে মুক্তি ি দয়েছেন যীশুর মাধ্যমে ।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবা েদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** ঈশ্বর অব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের সা ে থ করা চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন । ঈশ্বর তাঁর লোকে দর মিশর ে দশের দাসত্ব ে থকে মুক্তি ে দন । মোশিকে মধ্যস্ততাকারী হিসাবে ব্যাবহার করে ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়ে দর মিশর ে থকে বের হবার প থ ে দখান এবং সেই প্রতিশ্রুত ে দশে নিয়ে যান । লোহিত সাগর পার হবার মধ্য ি দয়ে পাওয়া মুক্তিটা, বাপ্তিস্মের মধ্যে ি দয়ে যে মুক্তি যীশু খ্রীষ্ট নিয়ে আসবেন, তারই একটা ইঙ্গিত ।
    - মাত্রই তারা যখন দাসত্ব ে থকে মুক্তি পেলো আর তা ে দর বলা হলো যে তারা এখন তা ে দর সেই প্রতিশ্রম্নত ে দশের পে থ আছে, তখন ে থকেই তারা কেনো মোশির কাছে অভিযোগ করা শুরু করলো? ।
    - এমন কি কি প্রতিভা অথবা মেধা মোশির অবশ্যই ে থকে থাকবে যার গুণে সে তার জীবনে আসা ঈশ্বরের আহ্বানকে সম্পন্ন করতে পেরেছিলো?
- **হৃদয়: আমা ে দর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** শত শত বছর মিশরে দাসত্বের জীবন কাটানোর ফলে ই ্রায়েলীয়রা জানতো না যে কিভাবে তা ে দর স্বাধীন এই নতুন জীবন বিশ্বস্ততার সা ে থ যাপন করতে হবে । যখন তারা ে দখলো যে মিশরীয় সৈন্যরা তা ে দর পিছু নিয়েছে, তারা ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে পড়লো । এমনকি যখন মোশির মাধ্যমে ঈশ্বর একটার পর একটা মহামারী ি দয়ে তাঁর অমিত শক্তির প্র দর্শন করছিলেন তখনও তারা খুব ভয় পেলো আর মোশির

কাছে অভিযোগ জানাতে শুরু করলো । মোশি ঘোষণা করলো যে ই‍্রায়েলীয়ে দর ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে ও ঈশ্বরের ে দয়া মুক্তির জন্য অপেক্ষা করতে হবে । খ্রীষ্টিয় জীবনেও সেরকম মুক্তির মানে শুধু পাপ ে থকে মুক্তি পাওয়া না, তার চেয়ে বেশী কিছু । ঈশ্বরও চান যে আমরা সত্যিই আমাে দর জীবনে পাপ ে থকে মুক্তি পাই, যাতে আমরা পরিপ ূর্ণ ভাবে ঈশ্বরের উপর সমর্পিত জীবন যাপন করতে পারি ।

  - খ্রীস্টানরা কেনো পাপ করতে প্রলোভিত হয়, এমনকি খ্রীষ্টান হবার পরও?
  - আজকের ি দনে কি কি ভাবে খ্রীষ্টানরা প্রলোভিত হয় ভয় এবং সে› দহ করতে, এমনকি ঈশ্বর তাে দর পাপ ে থকে মুক্তি ি দয়ে ে দবার পরও?

- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ ি দতে পারি?** বাপ্তিস্ম হলো মন্ডলীর একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান । এটা একজন বিশ্বাসীর জীবনে ঈশ্বর যে অন্তরের মহিমা এনেছেন, তারই বাহ্যিক প্রকাশ । একজন খ্রীষ্টানকে যি দও জীবনে মাত্র একবারই জলে বাপ্তিস্ম নিতে হয়, কিন্তু তাকে অন্যে দর বাপ্তিস্ম নিতে ে দখার সময় নিজে ে দর বাপ্তিস্ম নেবার কথা স্মরণ করতে হবে । এটা স্মরণ করার মধ্য ি দয়ে তারা ঈশ্বর যখন তাে দর পাপ ে থকে মুক্তি ি দয়েছিলেন সেই স্মৃতিকে উ দযাপন করবে, আর তার জীবনে আধ্যাতিক শক্তি নিয়ে আসা শুরু করবে ।
  - একজন খ্রীষ্টানের বাপ্তিস্ম নেবার পর তার পরিবর্তিত জীবন যাপন কি ভাবে করা উচিৎ?
  - এমন কিছু উ দাহরন কি আছে আপনার ে দখা যে ঈশ্বর মানুষকে তাে দর পাপের দাসত্ব ে থকে মুক্তি ি দয়েছেন?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাে থ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ১৯ মরুভূমিতে সুস্বাদু খাবার মান্না

পাঠের সাস্ত্রাংশ: যাত্রাপুস্তক ১৬

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: যোহন ৬:২৫-৫৯

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** উ দযাপন করুন ঈশ্বরের পরিকল্পনা নিয়ে যে তিনি শুধুমাত্র ই ্রায়েলীয়ে দর দাসত্ব ে থকেই মুক্তি ে দননি, তার সা ে থ সা ে থ তা ে দর প্রতি ি দনের খাবার দাবারের ব্যাবস্থাও তিনি করেছিলেন ।
- **হৃ দয়:** নিয়মিত ভাবে আপনার হৃ দয় অনুসন্ধান করুন ও ে দখুন যে আপনার জীবনের কোনো ি দক এমন আছে কিনা, যা আপনার জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনার সা ে থ মিলছে না ।
- **হাত:** এটা নিশ্চিত হোন যে ঈশ্বরের তার লোকে দর প্রতি আহ্বান জানা ে"ছন তা ে দর মেধা ও প্রতিভা কাজে লাগিয়ে কাজ করার জন্য । ঈশ্বর আমা ে দর প্রয়োজন অনুসারে সব ে দন, কিন্তু আমা ে দর দায়িত্ব হলো ঈশ্বরের ে দওয়া সেই সব মেধা ও প্রতিভা কাজে লাগিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য মহিমা বয়ে আনা ।

একটি পে দ পাঠের শিক্ষা জীবন—খাদ্য যে ব্যক্তি আমার কাছে আইসে, সে ক্ষুধার্ত হইবে না, এবং যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে তৃষ্ণার্ত হইবে না, কখনও না, যোহন ৬:৩৫ ।

পাঠের সার সংক্ষেপ মিশর ে দশ ত্যাগ করার পর ই ্রায়েলীয়রা একমাসের বেশী সময় ধরে মরুভূমিতে প থ চলতে থাকে । তারা ভীষণ ক্ষুধার্ত ছিলো । তারা মোশির কাছে গেলো আর বললো যে তারা যি দ মিশরে ফিরে যেতো তাহলে এর চেয়ে আরো ভালো থাকতো । মিশরে তারা আর কিছু না পাক অন্তত তা ে দর প্রয়োজনীয় খাবার ও পানীয়টা পেতো । তারা তো এই মরুভূমিতে এখন না খেয়ে মরতে যা ে"ছ । ঈশ্বর মোশিকে বললেন তিনি ই ্রায়েলীয়ে দর জন্য আকাশ ে থকে খাবার পাঠাবেন । ই ্রায়েলীয়রা এই খাবারকে মান্না বলতো । ঈশ্বর তা ে দর নি ে র্দশ ি দয়েছিলেন প্রতি ি দন যতটুকু খাবার তা ে দর প্রয়োজন শুধু সেটুকুই সংগ্রহ করতে । বেশীরভাগ ই ্রায়েলীয়ই ঈশ্বরের সেই আজ্ঞা মেনে চলেছিলো, তবে তা ে দর মধ্যে কয়েকজন তা ে দর ৈ দনিক প্রয়োজনের চেয়ে বেশী মান্না সংগ্রহ করেছিলো । যারা অতিরিক্ত মান্না সংগ্রহ করেছিলো তারা পরি দন ে দখলো তা ে দর মান্নাতে পোকা ধরে গেছে । তখন ই ্রায়েলীয়রা বুঝলো যে ঈশ্বর তা ে দর চাহি দা অনুযায়ী খা দ্য যোগাবেন, আর তা ে দর উচিৎ ঈশ্বরের আজ্ঞা মেনে চলা ।

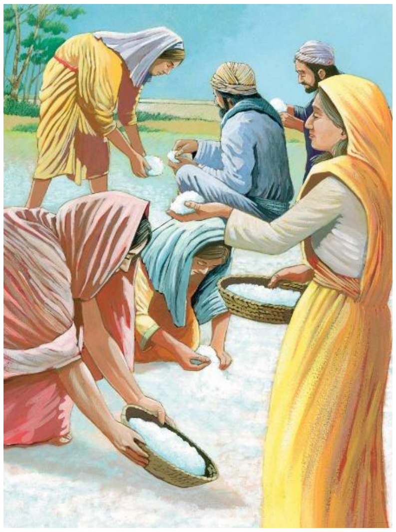

ছবি ে থকে শেখা:

- ১. **বিরান মরুভূমি** ঈশ্বর ই¯্রায়েলীয়ে দর মিশর ে দশের দাসত্ব ে থকে মুক্ত করেছিলেন আর তারপর ই¯্রায়েলীয়রা বিরান মরুভূমিতে দুই মাস যাবৎ প থ চললো ।
- ২. **ই¯্রায়েলীয়রা মোশির** কাছে গিয়ে অভিযোগ জানালো যে । তাে দর খাবার শেষ হবার পে থ । তারা মরুভূমির মধ্যে আছে এবং তাে দর খাবার কাছে যে থষ্ট পরিমাণ খা দ্য নেই । তারা ভয় পেলো যে তারা সবাই না খেয়ে মারা যাবে, এবং তারা ভুলে গেলো যে ঈশ্বর তাে দর এই পর্যন্ত নিয়ে আসতে কত বড় সব অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছেন । তারা দ্রুত একথাও ভুলে গেলো যে তারা মিশরে দাস থাকা অবস্থায় কি কষ্টটাই না করেছে । আর তারা এটাও দাবী করলো যে এখন ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে এখানে যেমন আছে, তার চেয়ে মিশরে তাে দর দাস জীবন অনেক ভালো ছিলো ।
- ৩. **মান্না:** ঈশ্বর তাে দর কান্না শুনতে পেলেন আর তাে দর জন্য মান্না ও কোয়েল পাখি পাঠালেন । মান্না ছিলো পাতলা পাতার মতো ে দখতে যা সকালবেলায় মাটির উপরে স্তরে স্তরে হিসাবে থাকতো । ঈশ ^র তাে দর জন্য প্রতি ি দন মাংস হিসাবে কোয়েল পাখিও যোগাতেন । মরুভূমিতে থাকাকালীন সেই চল্লিশ বছর ধরে ঈশ্বর তাে দর জন্য মান্না ও কোয়েল পাখির যোগান ি দয়েছেন সপ্তাহে ছয় দন করে । ই¯্রায়েলীয়রা প্রতি শুক্রবার দ্বিগুণ পরিমাণে খাবার সংগ্রহ করতো যাতে তাে দর শনিবার অথার্ৎ বিশ্রামবারের ি দনে কাজ করতে না হয় । বিশ্রামবারের ি দনে কোনো মান্না অথবা কোয়েল আসতো না ।

পাঠ প্রসঙ্গ মিশর ে থকে সেই প্রতিশ্রুত ে দশে যাত্রার শুরুটা ই¯্রায়েলীয়ে দর জন্য মোটেও তাড়াতাড়ি ঘটেনি । মিশর ে দশের দাসত্ব ে থকে মুক্তি পাবার দুই মাস পার হবার পরও ে দখা যায় তারা মরুভূমিতে চলতেই আছে, আর তাে দর খাবার ও পানীয়ও প্রায় শেষ হবার পে থ । তারা তাে দর প্রাণ বাঁচানো নিয়ে চিন্তায় পড়লো, ভাবলো তারা এই মরুভূমিতে না খেতে পেয়েই মারা যাবে । যি দও তারা মিশরে ঈশ্বরের পাঠানো সেই মহামারীর মাধ্যমে তাঁর মহাশক্তিকে নিজ চোখে ে দখেছিলো, এবং লোহিত সাগরের মাঝের সেই শুকনো প থ ধরে হেঁটে সেটা পার হয়েছিলো, কিন্তু তাে দর ক্ষি ে দর জ্বালা তাে দর ভীত করে তুলেছিলো । তারা নালিশ করা শুরু করলো ।

ঈশ্বর মোশিকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন তাদের কি বলতে হবে সে ব্যাপারে । ঈশ্বর অবশ্যই তাদের খাবারের ব্যাবস্থা করবেন তবে সে জন্য তাদের কিছু নিয়ম মানতে হবে । ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে সকলেই যে এই নিয়ম মেনেছিলো তা নয় । দুঃখজনকভাবে এটাই শেষ বার নয় যে তারা ঈশ্বর ও মোশির ব্যাপারে নালিশ জানাবে, আর এটাই শেষবার নয় যে তারা ঈশ্বরের আজ্ঞা অমান্য করবে । যাইহোক, ঈশ্বর তাঁর চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন আর যদিও ইস্রায়েলীয়রা মাঝে মাঝেই তাদের পাপের সাজা পাচ্ছিলো, ঈশ্বর কিন্তু সবসময়ই তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো মিটাচ্ছিলেন ।

নূতন নিয়মের পাঠ্য: যীশু সেই রুটির গল্পটা বললেন জনতাকে এই ব্যাপারটা শেখাতে যে তাদের চাহিদা অনুযায়ী সবই তিনি যুগিয়েছেন । তারা যীশুর কথার অর্থ প্রথমে বুঝতে পারেনি, তারা ভেবেছিলো যীশু হয়তো স্বর্গ থেকে মান্না পাঠাবেন তাদের জন্য, যেমন মোশির সময়ে হয়েছিলো । ধর্মীয় নেতারাও প্রথমে বুঝতে পারেনি যে যীশু কিভাবে দাবী করতে পারে স্বর্গ থেকে রুটি যুগিয়ে দেবার; তারা বুঝতে পারেনি যে কিভাবে পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া একজন মানুষ স্বর্গ থেকে আসার দাবী করতে পারে । মোশির সময়কার ইস্রায়েলীয়দের মতো যীশুর সময়ের ধর্মীয় নেতারাও ঈশ্বরের দাসের বিরুদ্ধে নালিশ করতে লাগলো ।

আজ্ঞার পথ: চতুর্থ আজ্ঞাটা, আগের দু'টো আজ্ঞার মতোই, ইস্রায়েলীয়দের তাদের প্রতিবেশীদের থেকে একেবারেই আলাদা করে দেয় । ইস্রায়েলীয়রা, সৃষ্টিতত্ত্বের উপর বিশ্বাস রেখে ঈশ্বরের সৃষ্টির যে প্রক্রিয়া, সেটাকে অনুসরণ করবে; ছয়দিন কাজ আর একদিন ছুটি । ইস্রায়েলের সবকিছুই বিশ্রামবারের দিনে বন্ধ থাকবে, শুধুমাত্র বাড়ীর কর্তার নয়, বরং তার স্ত্রী, সন্তান, দাস দাসী, পশুর দল আর বিদেশী যারা সেখানে বসবাস করে, তারা সবাই সেদিন বিশ্রাম নেবে । যখন আমরা বিশ্রামের সময় বের করে বিশ্রাম করি তখন আমরা ঈশ্বরকে সন্মান জানাই ।

- **মাথা:** বর্তমানে খ্রীষ্টানেদের কিভাবে বিশ্রামবারকে মূল্যায়ন করা বাস্তব জীবনে কাজে লাগানো উচিৎ?
- **হৃদয়:** কিভাবে বিশ্রামবারের একদিনের বিশ্রাম সপ্তাহের অন্য ছয়দিনের জন্য আশীর্বাদ বয়ে আনতে পারে?
- **হাত:** আপনি যখন এই সপ্তাহে কাজ থেকে বিশ্রাম নেবেন, তখন সেই সময়টাতে আপনি এমন কি করবেন যা আপনাকে ঈশ্বরের প্রতি আপনার ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সাহায্য করবে?

বাইবেল অধ্যয়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** ঈশ্বরে বিশ্বাস করার ব্যাপারটা সহজ নয়, বিশেষ করে আপনার জীবন যখন জাগতিকতায় বহমান । ই ্রায়েলীয়রা দাসত্ব ে থকে মুক্তি পাবার জন্য ঈশ্বরের কাছে কান্নাকাটি করেছিলো, আর ঈশ্বর তাঁর মহাশক্তির মাধ্যমে তা ে দর সেই দাসত্ব ে থকে মুক্ত করেছিলেন । ঈশ্বর চেয়েছিলেন ই ্রায়েলীয়রা বিশ্বাস করুক যে তিনি তাঁর মহাশক্তি শুধু তা ে দর বাঁচাতেই ব্যাবহার করেন না, তা ি দয়ে তা ে দর শক্তিও যোগান । যাইহোক, ই ্রায়েলীয়রা নালিশ জানিয়েছিলো কারণ তারা ভীত ছিলো আর ঈশ্বরের ব্যাবস্থার প্রতি তাদের আস্থায়ও কমতি ছিলো। ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস আনতে ই ্রায়েল জাতির অনেক লম্বা সময় লেগেছিলো।
  - যে সব খ্রীষ্টানরা ঈশ্বরকে দেখেনি অথবা তাঁর কন্ঠস্বর শোনেনি, তারা কি ভাবে এই বিশ্বাস আনবে যে ঈশ্বর তাদের সব প্রয়োজন মেটাবেন?
  - বিশ্বাসের ঘাটতি ছাড়া আর কি কি বস্তু আছে যা একজন খ্রীষ্টানকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নালিশ করতে বাধ্য করে?
- **হৃ দয়: আমা ে দর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** ঈশ্বর খ্রীষ্টানে দর বলেননি তাঁকে অন্ধ ভাবে বিশ্বাস করতে । ঈশ্বর প্রতিটা খ্রীষ্টানের জীবনে কাজ করছেন এমনকি তারা খ্রীষ্টান হবার আগে ে থকেই । ঈশ্বর খ্রীষ্টানে দর আহ্বান করেছেন বিশ্বাস আনতে, কারণ ঈশ্বর যে বিশ্বাস করার যোগ্য তা তিনি প্রমাণ করেছেন । যি দও মাঝে মাঝেই, তা ে দর জীবনে বড় বড় সমস্যা আসার কারণে, খ্রীষ্টানরা ভুলে যায় যে ঈশ্বর তা ে দর সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে চান, আর তার ব দলে তারা নিজে ে দর সমস্যাগুলোর ি দকেই বেশী মনোযোগ ি দতে প্রলোভিত হয় ।
  - আপনার জীবনে কি এমন কোনো ব্যাপার আছে যা আপনার জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনার সা ে থ খাপ খায় না?
  - আপনার চেনা জানা এমন কিছু মানুষের কথা ভাবুন যাদের ঈশ্বরের উপর গভীর আস্থা আছে। কি করে তারা এমন বিশ্বাস আনতে পেরেছেন বলে আপনি মনে করেন?
- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ ি দতে পারি?** ঈশ্বর যখন ই ্রায়েলীয়দের জন্য মানড়বা পাঠিয়েছিলেন, তখনও কিন্তু তাদের সেই মানড়বা সংগ্রহ করতে কাজে নামতে হয়েছিলো, এবং কখন ও কতটুকু পরিমাণে তা সংগ্রহ করা যাবে সেই নির্দেশনাও তাদের মানতে হয়েছিলো। তাদের স্বার্থপরের মতো বেশী বেশী করে সংগ্রহ করা নিষেধ ছিলো, আবার বিশ্রামবারের দিনের জন্য আলাদা করে আগের দিনে একটু বেশী করে খাবার সংগ্রহের জন্য তাদের কোনো ভয় ছিলো না। ঈশ্বর আশীর্বাদ করেন, তবে প্রায়ই তিনি সেই আশীর্বাদের সাথে কিছু নির্দেশনাও দিয়ে দেন যাতে খ্রীষ্টানরা সেই আশীর্বাদকে স্বার্থপরের মতো ব্যাবহার না করে।
  - এমন কি কি প থ আছে যাতে খ্রীষ্টানরা ঈশ্বর তা ে দর কি ভাবে সাহায্য করেছেন তা মনে রাখতে পারে?
  - আপনার পরিচিত সেইসব মানুষের কথা ভাবুন যা ে দর ঈশ্বরের উপর গভীর বিশ্বাস আছে, তা ে দর সা ে থ এ সপ্তাহে কথা বলার পরিকল্পনা করুন আর জিজ্ঞাসা করুন তারা কিবাবে এত গভীর বিশ্বাস আনতে পেরেছেন?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাে থ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ২০ মোশি পাথরে আঘাত করলেন

পাঠের সাস্ত্রাংশ: যাত্রাপুস্তক ১৭:১-৭

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: যাকোব ৪:১-১০

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** বুঝুন যে ঈশ্বরকে অনুসরণ করার অ র্থ হলো এই বিশ্বাস রাখা যে ঈশ্বর আপনার প্রয়োজন জানেন আর সেই অনুযায়ী তিনি আপনাকে ে দবেন ।
- **হৃ দয়:** উপলব্ধি করুন যে ঈশ্বর কত দ ূর পর্যন্ত আপনার প্রয়োজন মেটাবেন বলে আপনি মনে করেন । আপনি কি কারো সা ে থ আপনার নিজের স্বার্থ বিষয়ক কোনো ব্যাপার নিয়ে বিবা ে দর মধ্যে আছেন?
- **হাত:** আপনার প্রয়োজন মেটানোর জন্য ঈশ্বরের পরাক্রম ও শক্তির খোঁজে আপনি নিবে ি দত থাকুন, আর আপনার ও অন্য খ্রীষ্টানে দর মাঝে কোনো বিবা দকে প্রশ্রয় ি দতে অস্বীকার করুন ।

একটি পে দ পাঠের শিক্ষা এই জন্য লোকেরা মোশির সহিত বিবাদ করিয়া কহিল, 'আমাদিগকে জল দেও, আমরা পান করিব' । মোশি তাহাদিগকে । কহিলেন, "কেন আমার সহিত বিবাদ করিতেছ? কেন সদাপ্রভুর পরীক্ষা করিতেছ?", যাত্রাপুস্তক ১৭:২ ।

পাঠের সার সংক্ষেপ মোশি আর ই ্রায়েল জাতি ঈশ্বরের ইচ্ছামতো মরুভূমির মধ্যে ঘুরতে লাগলো। অনেকগুলো লম্বা দিন কাটানোর পর তারা রেফেদিম নামে একটা স্থানে আশ্রয় নিলো। তারা খুব তৃষ্ণার্ত ছিলো আর তাদের কাছে পান করার মতো জল ছিলো না। তাদের মধ্যে কয়েকজন রেগে গেলো আর মোশিকে বললো তাদের জন্য জলের ব্যাবস্থা করতে। মোশি ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তার কি করা উচিৎ। ই ্রয়েলীয়রা খুবই রেগে গিয়েছিলো এবং মোশি ভয় পাচ্ছিলেন যে তারা তাকে হত্যাও করতে পারে। ঈশ্বর মোশিকে বললেন কিছু প্রবীন নেতাকে সংগে নিয়ে অন্যদের চেয়ে একটু সামনে এগিয়ে যেতে। তখন ঈশ্বর মোশিকে বললেন যে তার এখন সেই চলন্ত লাঠিটা প্রয়োজন, যা দিয়ে তিনি নীলনদে আঘাত করেছিলেন। ঈশ্বর মোশিকে বললেন তার সামনের একটা পাথরের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে। মোশিকে সেই পাথরের গায়ে তার লাঠিটা দিয়ে আঘাত করতে হবে। মোশি যখন সেই পাথরে আঘাত করলেন, সেই পাথর থেকে জল বের হতে লাগলো। ই ্রায়েলীয়রা তখন পান করার জন্য প্রচুর পরিমাণ জল পেলো।

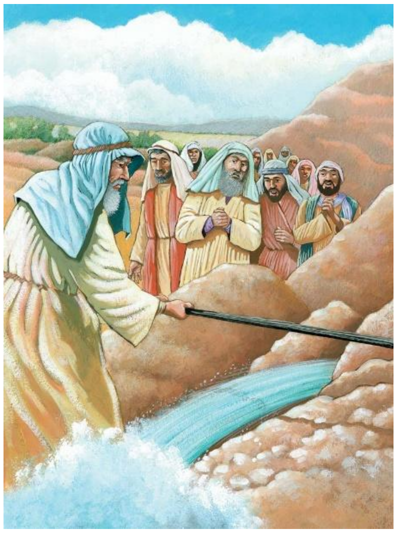

ছবি ে থকে শেখা:

- ১. **সেই মরুভূমি ।** মোশি ই ্রয়েলীয়দের মিশর থেকে বের করে সেই প্রতিশ্রম্নত দেশে নিয়ে যেতে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন । তারা যে মরুভ ূমিতে হাঁটছিলেন সেখানে কোনো খা দ্য দ্রব্য পাওয়া যায় না, তাই ঈশ্বর তা ে দর জন্য খাবারের ব্যাবস্থা করেছিলেন ।
- ২. **ই ্রায়েলীয়রা মোশির সা ে থ ঝগড়া শুরু করলো কারণ তারা পান করার মতো জল পা ি"ছলো না ।** দীর্ঘ যাত্রার কারণে তারা পরিশ্রান্ত ছিলো, আর তারা আশংকা করছিলো যে এই মরুভূমিতে জলের অভাবে তারা মারাও যেতে পারে । তা ে দর মধ্যে তখনও ঈশ্বরের উপর যতটুকু নির্ভরতা ও বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন, সেটা আসেনি ।
- ৩. **মোশী ঈশ্বরের কাছে গিয়ে প্রা র্থনা করেন** ও বলেন যে সবার জল পিপাসা ও রাগের কারণে তিনি তার নিজের জীবন ঝুঁকিপ ূর্ণ মনে করছেন । ঈশ্বর মোশিকে সেই লাঠিটা ি দয়ে একটা পা থরে আঘাত করতে বললেন, যে লাঠি তিনি লোহিত সাগর বিভক্ত করার কাজে ব্যাবহার করেছিলেন, তাহলেই পাথর ে থকে জল বের হবে । মোশি ঈশ্বরের কথামত কাজ করলেন আর সত্যিই সেই পাথর ে থকে জল বের হলো । মোশি তার লোকে দের বিশ্বাসের ঘাটতি ে দখে রাগ করলেন আর যে স্থানে তারা তার সাথে ঝগড়া করেছিলো সে স্থানের নাম মঃসা আর মরীবা রাখলেন, যার অ র্থ "পরীক্ষা" ও ঝগড়া ।"

পাঠ প্রসঙ্গ ই ্রায়েলীয়ে দর জন্য মিশরে দাসের জীবন কঠিন ছিলো । তারা ঈশ্বরের কাছে কান্নাকাটি করলো আর তিনি তাঁর শক্তিশালী হাতের সাহায্যে তা ে দর উদ্ধার করলেন । ই ্রায়েলীয়ে দর উচিৎ ছিলো এইসব আশ্চর্য্য কাজ ে দখে এটা বিশ্বাস করা যে, যে ঈশ্বর তা ে দর কান্না শুনেছেন ও তা ে দর উদ্ধার করেছেন, সেই একই ঈশ্বর তা ে দর সেই প্রতিশ্রম্নত ে দশে যাবার পে থও তা ে দর সবকিছু যোগাবেন । কিন্তু যে কারণেই হোক ই ্রায়েলীয়রা তখনও ঈশ্বরের প্রতি সেই বিশ্বাস আনেনি । বরং তারা খাবারের ঘাটতির কারণে মোশির উপর রাগ করে । যি দও তখন পর্যন্ত তারা ঈশ্বরের উপর ঠিকমতো বিশ্বাস আনেনি, যা তা ে দর আনা উচিৎ ছিলো, ঈশ্বর কিন্তু তা ে দর জন্য প্রতি সপ্তাহে ছয়ি দনের জন্য মান্না ও কোয়েল পাখির ব্যাবস্থা করতেন ।

ই ্রায়েলীয়রা আবারও মোশির সা ে থ ঝগড়া করলো, পানীয় জলের জন্য হাহাকার করে । তারা এটা বিশ্বাস করেছিলো যে তারা এই মরুভূমিতে পযার্প্ত জলের অভাবে সবাই মারা যাবে । মোশি এই খাবারের অভাবের অভিযোগটা নিয়ে ঈশ্বরের কাছে গেলেন আর ঈশ্বর তার উত্তর ি দলেন তা ে দর জন্য খাবারের ব্যাবস্থা করে ি দয়ে । ঈশ্বর মোশিকে বললেন যে লাঠি ি দয়ে সে লোহিত সাগরকে দু'ভাগ করেছিলো, সেই লাঠিটা ি দয়ে একটা পা থরে আঘাত করতে, আর তাতেই জলের ব্যাবস্থা হবে । জনতার এটা বোঝা উচিৎ ছিলো যে, যে ঈশ্বর লোহিত সাগরকে দু'ভাগ করে মিশরীয়ে দর হাত ে থকে তা ে দর বাঁচিয়েছিলেন, সেই একই ঈশ্বর তা ে দর জন্য জলের ব্যাবস্থাও করতে পারেন— এমনকি পাথর ে থকেও! কিন্তু তারা সেটা করেনি ।

দুভার্গ্যক্রমে, মোশির সা ে থ ই ্রায়েলীয়ে দর এই ঝগড়া ও অভিযোগ করা চলতেই থাকবে যে তা ে দর মিশরের দাসত্বের জীবন এর চেয়ে ভালো ছিলো ।

ন ূতন নিয়মের পাঠ্য: যাকোব এই ব্যাপারটা পরিষ্কার করেছেন যে খ্রীষ্টানে দর মধ্যে ঝগড়া ও বিবা ে দর প্রধাণ কারণ হলো তারা বিশ্বাস করেনি যে ঈশ্বর তা ে দর প্রয়োজনীয জিনিষ যোগাবেন । মোশির সময়ে ছিলো ই া ্রয়েল জাতি, যারা মোশির সা ে থ ঝগড়া করতো, আর যাকোবের সময়ে খ্রীষ্টানরা একে অপরের সা ে থ ঝগড়া করতো । দু'টো ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের লোকে দর উচিৎ ছিলো তা ে দর বাসনাকে নিয়ন্ত্রন করা, আর বিশ্বাস করা যে ঈশ্বর তা ে দর প্রয়োজনীয় সবকিছুই যোগাবেন ।্ তা ে দর অবশ্যই ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখাটা শেখা উচিৎ ।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবা েদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** বিশ্বাস বস্তুটা কারো জন্যই সহজে অথবা প্রাকৃতিকভাবে আসে না । কাউকে বিশ্বাস করতে গেলে সে বিশ্বাসযোগ্য কিনা তা বোঝার জন্য একটা ঝুঁকি নিতেই হয় । ঈশ্বরের উপর আস্থা আনতে চাইলে একজন খ্রীষ্টানকে বিশ্বাস করতে হবে যে ঈশ্বর বিশ্বাস করার যোগ্য । যি দও অনেক খ্রীষ্টানই সা ে থ সা ে থই বলবে যে তারা ঈশ্বরকে সবচেয়ে বেশী বিশ্বাস করে, তারপর যখন ঝামেলা আসে, যখন খা দ্য ও পয়সার কমতি ে দখা যায়, অথবা অন্যের সা ে থ বিবা দ ঘটে, তখন প্রায়ই ে দখা যায় খ্রীষ্টানরা ঈশ্বরের কাছে নিজে ে দর সমর্পন করে না । তার পরিবর্তে তারা ক্ষতিকর রাস্তায় সেই বস্তু পাবার চেষ্টা করে যা তা ে দর প্রয়োজন বলে তারা মনে করে । অনেক সময়ই খ্রীষ্টানরা তা ে দর জীবনের অনেক প্রতিকূলতা ও বিবা দ এড়িয়ে যেতে পারে, যি দ তারা একই সা ে থ বিশ্বাসী ও ধৈর্য্যশীল হয়, আর ঈশ্বরের বিবেচনায় যথা র্থ সময়ের জন্য অপেক্ষা করে ।
    - আপনি কি উত্তর ে দবেন যি দ কেউ একজন বলেন,"পেটে যখন ক্ষি ে দর জ্বালা থাকে তখন ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখাটা কঠিন?"
    - সেই ই ্রায়েল জাতির মতো খ্রীষ্টানরাও কেনো সব সময় ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখতে পারে না, এমনকি যখন অতীতে অনেক শক্তিশালী পন্থায় ঈশ্বর তা ে দর প্রতি তাঁর ভালোবাসার প্রমাণ রেখেছেন?
- **হৃ দয়: আমা ে দর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখার মানে হলো আধ্যাতিক ও জাগতিক উভয় ক্ষেত্রের চাহি দার জন্যই বিশ্বাস রাখা । যখন খ্রীষ্টানরা এইসব প্রয়োজনের জন্য ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখে না, তখন সংঘর্ষ ও ঝগড়ার আগমন হয়, যেমন বাইবেলের প দগুলোতে ে দখা যায় । যি দও ঈশ্বও খ্রীষ্টানে দর কাছ ে থকে সর্ব দাই একেবারে খুঁতহীন বিশ্বাস আশা করেন না, তবে তিনি এটাও চান না যে বিশ্বাসের ঘাটতির কারণে কারো সা ে থ অন্য খ্রীষ্টানে দও কলহ হয় । সব খ্রীষ্টানে দরই ঈশ্বরের প্রতি তা ে দর বাধ্যতা ও ঈশ্বরের প্রতি তা ে দর বিশ্বাসের মধ্যে ি দয়ে বেড়ে ওঠা উচিৎ ।
- **হাত: কিভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ ি দতে পারি?** ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখার অ র্থ এটা নয় যে খ্রীষ্টানরা শুধু বসেই থাকবে আর অপেক্ষা করবে ঈশ্বর কখন তা ে দর সব চাহি দা প ূরণ করে ে দন । ঈশ্বর খ্রীষ্টানে দর আহ্বান করেন তা ে দর নিজে ে দর ও অন্যে দর প্রয়োজন মেটানোর জন্য তারা যেন কোনো ব্যাবস্থা গ্রহন করে । খ্রীষ্টানে দর জন্য দরকার সুবিবেচনা, যা ি দয়ে তারা বুঝতে পারবে যে তারা ঈশ্বরের ই"ছাকে অন ুসরণ করছে নাকি নিজে ে দর ই"ছাকে, অথবা কখন তারা বিশ্বাসের ঘাটতির কারণে ঈশ্বরের ই"ছার বাইরে পা ফেলছে ।
    - প্রতি ি দনের বাইবেল অধ্যয়ন কিভাবে একজন খ্রীষ্টানকে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসের মধ্যে বেড়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে?
    - এই গল্পটা কিভাবে অন্যরকম হতে পারতো যি দ মোশির কাছে গিয়ে ঝগড়া করার ব দলে ই ্রায়েলীয়রা প্রা র্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে গিয়ে তা ে দর প্রয়োজনের কথা জানাতো?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসা েথ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ২১ দশ আজ্ঞা

পাঠের সাস্ত্রাংশ: যাত্রাপুস্তক ২০:১-২০

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: লূক ১০:২৫-২৮

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** খ্রীষ্টান হিসাবে আমাদের দায়িত্বকে স্বীকার করুন যে এর অর্থ হলো আমাদের প্রতিদিনের জীবন যাপনের মাধ্যমে আমাদের সৃষ্টিকতার ও মুক্তিদাতাকে সন্মান জানানো।
- **হৃদয়:** ঈশ্বরকে আহ্বান করুন তিনি যেন আপনার হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে দ্যাখেন যে আপনি ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারো আরাধনা অথবা সেবা করছেন কিনা।
- **হাত:** কিভাবে অন্যেদর সেবা করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করা ও তাঁকে সন্মান জানানো যায়, এ সপ্তাহে সেই পথ খুজুঁন।

একটি পেদ পাঠের শিক্ষা। সে উত্তর করিয়া কহিল, তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত শক্তি ও তোমার সমস্ত চিত্ত দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে, এবং তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে", লূক ১০:২৭।

পাঠের সার সংক্ষেপ। ইস্রায়েলীয়রা দীর্ঘ তিনটে মাস যাবৎ সেই মরুভূমিতে পথ চলছিলো। শেষ পর্যন্ত তারা সিনাই নামক একটা জায়গায় পৌঁছালো। ইস্রায়েলীয়রা অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলো আর তারা সিনাই নামের এক পাহাড়ের এক প্রান্তে তাদের তাবু টাঙ্গালো। এই পাহাড়টার আরেকটা নাম হলো ঈশ্বরের পবিত্র পর্বত। ঈশ্বর মোশিকে সেই পাহাড়ের একেবারেও চূড়ায় উঠতে বললেন। তিনি ইস্রায়েলীয়েদর জন্য কিছু নিয়ম তৈরী করেছিলেন যেগুলো তাদের ভালো ও মন্দের মাঝের পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করতে পারে। এই নিয়মগুলোকে বলা হয় দশ আজ্ঞা। ঈশ্বর এই নিয়মগুলোকে দু'টো ফলকের উপরে লিখলেন যা ছিলো পাথরের তৈরী। মোশি সেই ফলকগুলো নিয়ে আবার নীচে ফিরে গেলেন যাতে তিনি ইস্রায়েলীয়েদর সেগুলো দেখাতে পারেন। সেই নিয়মগুলোর কয়েকটা ছিলো এরকম: আমাকে ছাড়া আর কাউকে ঈশ্বর বলে মন্য কোরো না; বিনা কারণে ঈশ্বরের নাম মুখে নিও না; তোমাদের মা ও বাবাকে সন্মান কোরো; নরহত্যা কোরো না; চুরি কোরো না; মিথ্যে কথা বোলো না।

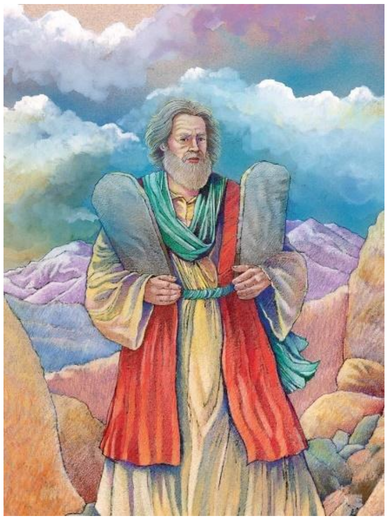

ছবি েথকে শেখা:

- ১. **সিনাই পাহাড়।** মিশর েদশের দাসত্ব েথকে মুক্তি েদবার পর ঈশ্বর ই¯্রায়েল জাতিকে সিনাই পাহাড়ে নিয়ে আসেন।
- ২. **পাহাড়ের চুড়া।** মোশি সিনাই পাহাড়ের চুড়ায় ওঠেন যেখানে ঈশ্বর তাকে দু'টো পাথরের ফলকে উপরে লেখা দশটা আজ্ঞা েদন।
- ৩. **ফলক।** মোশি তারপর পাহাড়ের চুড়া েথকে নেমে আসেন এবং ই¯্রায়েলীয়েদর সেই আজ্ঞা শেখান। দশটা আজ্ঞা ছিলো: "আমাকে ছাড়া আর কাউকে তোমরা ঈশ্বর বলে স্বীকার করবে না। তোমরা স্বগ ও পৃথিবীর আর জলেন নীচে অবস্থিত কোনো কিছুর কোনো মূর্তি বানাবে না। তোমরা অযথা তোমা েদর ঈশ্বর প্রভুর নাম মুখে নেবে না। বিশ্রামবারকে পবিত্র হিসাবে মানবে। তোমার বাবা ও মাকে সম্মান করবে। মানুষ হত্যা করবে না। ব্যাভিচার করবে না। চুরি করবে না। প্রতিবেশীর নামে মি েথ্য কথা বলবে না। প্রতিবেশীর কোনো জিনিষের প্রতি লোভ করবে না।
- ৪. **পাহাড়ে ধোঁয়া:** ই¯্রয়েলীয়রা ভয় পেয়ে গেলো যখন তারা েদখলো যে মোশির পুরো শরীর ধোঁয়া, বজ্র ও বিদ্যুতে ছেয়ে গেছে। মোশি তা েদর বললেন ভয় না পেতে, কারণ ঈশ্বর তাঁর শক্তিকে তা েদর সুরক্ষা েদবার জন্য ব্যাবহার করতে চান।

পাঠ প্রসঙ্গ | দশ আজ্ঞার পথ: মিশর েদশ েথকে বের হবার পর ও লোহিত সাগর পার হবার পর, ই¯্রায়েলীয়রা সিনাই পাহাড়ের পাদেদশে তাবু গাড়ে। পেথ আসার সময় ঈশ্বর তা েদর খাবার যোগান, পানীয় জল যোগান আর অম্লেকীয়েদর সা েথ যুদ্ধে তা েদর জয়ী করেন। এরপর ঈশ্বর তা েদর দশটা মৌলিক আজ্ঞা েদন যার উপর ভিত্তি করে ঈশ্বরের সামনে এবং পরষ্পরের সঙ্গে জীবন যাপন করবে।

যে কারণে ই¯্রায়েলীয়রা দশ আজ্ঞার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে তার প্রধাণ ভিত্তি ছিলো এই ব্যাপারটা, যে ঈশ্বরের মহিমায় তারা যে মিশরের দাসত্ব েথকে মুক্ত হয়েছিলো। ই¯্রয়েলীয়েদর দশ আজ্ঞা মেনে চলতে হবে এ কারনে নয় যে তারা এর মাধ্যমে ঈশ্বরের ভালোবাসা ও গ্রহনযোগ্যতা পাবে, তারা তো সেগুলো আগেই পেয়েছে। ঈশ্বর তা েদর মিশর েদশের দাসত্ব েথকে মুক্ত করে তা েদর প্রতি তাঁর ভালোবাসার প্রমান িদয়েছেন। বরং ঈশ্বর ইতোমধ্যেই যে ভালোবাসা তা েদর প্রতি েদখিয়েছেন তার প্রতিদানেই ই¯্রায়েলীয়েদর দশ আজ্ঞার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে।

এই মৌলিক আজ্ঞাগুলো কোনো বিভিন্ন রকমের নিয়মের সমষ্টি নয় যে সেগুলো অবশ্যই মানতে হবে শুধুমাত্র ঈশ্বর সেগুলো মানতে বলেছেন সে কারণে। বরং, সেগুলো ইস্রায়েল জাতির প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রকাশ ছিলো, যদি তারা সেগুলো মেনে চলে তাহলে ঈশ্বরের সাথে ও তাদের মধ্যে একে অপরের সাথের সম্পর্কগুলোর জন্য তা বিশাল আশীর্বাদ হয়ে উঠবে। ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতির সাথে একটা চুক্তি করেছেন এবং সেই চুক্তির প্রতি তিনি বিশ্বস্ত থাকবেন। আর সেই দশটা আজ্ঞা যদি তারা মেনে চলে তাহলে সেই চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে তাদের জন্যও আজ্ঞাগুলো একটা নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করবে|

ধর্মতত্ত্ববিদেরা প্রায়ই দশ আজ্ঞাকে দু'টো ভাগে বিভক্ত করে থাকেন, যে আজ্ঞাগুলো ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক বিষয়ক (প্রথম চারটে), আর যে আজ্ঞাগুলো আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ক (শেষের ছয়টা আজ্ঞা), এই দুটো ভাগে। যেহেতু আমরা সকলেই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি হয়েছি তাই শুধুমাত্র ঈশ্বরের আরাধনা করাই যেথষ্ট নয়, আমাদের পরষ্পরের প্রতি বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে জীবন যাপন করতে হবে স্পষ্ট ও বাস্তবসন্মত পেথ।

সম্পূরক পাঠ্য: যখন জানতে চাওয়া হয়েছিলো সবার সেরা আজ্ঞা কোনটা , যীশু বলেছিলেন তা হচ্ছে আমাদের সমস্ত জীবন দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসা ও আপন আপন প্রতিবেশীকে নিজের মতো করে ভালোবাসা। দশ আজ্ঞা হলো সর্বশ্রেষ্ট এই দুটো আজ্ঞার ভিত্তি। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে ঈশ্বর এই আজ্ঞাটাকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখেছেন। আবার ঈশ্বর সেই দশটা আজ্ঞাও ইস্রায়েল জাতির জন্য শুধুমাত্র বিভিন্নরকমের কয়েকটা নির্দেশের বোঝা হিসাবেই দেননি। বরং তারা ঈশ্বরের সন্মুখে ও পারষ্পরিক জীবনে চলাতে ভালোবাসার মাধ্যমে যাতে ঈশ্বরের প্রতি সাড়া দিতে পারে, আজ্ঞাগুলো সে কারণেই দেওয়া হয়েছিলো।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** আমরা আজ্ঞাগুলোকে নেতিবাচক ভাবে নিতে পারি: যেমন কারো জন্য বোঝা হিসাবে। আবার অন্যিদকে, আমরা আজ্ঞাগুলোকে ইতিবাচকভাবেও নিতে পারি: যেমন আশীবার্দযুক্ত নির্েদশিকা হিসাবে যে কিভাবে জীবনকে সবোর্চচ ভাবে উপভোগ করা যাবে। ঈশ্বর যখন ই¯্রায়েল জাতিকে দশ আজ্ঞা িদয়েছিলেন , সেগুলো ছিলো আশীবার্েদর উপহার, যা তা্েদর পথ েদখাতো কিভাবে তারা ঈশ্বর ও তা্েদর একে অপরের সা্েথ সবচেয়ে সু্দর সম্পর্ক রাখতে পারে।
    - কিছু মানুষ কেনো মাঝে মাঝেই নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া েদখায় যখন তা্েদর নির্িদষ্ট কিছু নিয়ম মেনে চলতে বলা হয়?
    - মানুষকে একথা বোঝানোর জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় যে কি কারণে দশ আজ্ঞা তা্েদর জন্য আশীবার্দ নিয়ে আসবে, যিদ তারা সেগুলো অনুসরণ করে?
- **হৃদয়: আমা্েদর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** কেউ কোনো নিয়ম কানুন মেনে চলবে কিনা সে ক্ষেত্রে বিশ্বাস একটা বড় বিষয়। তারা কি নিয়মগুলোকে ভালো বলে বিশ্বাস করে? ঈশ্বর দশআজ্ঞা বিনা কারণে েদননি; সেগুলো তিনি িদয়েছিলেন ই¯্রায়েলীয়েদর দাসত্ব েথকে মুক্ত করার পর। ঈশ্বর যে ভালোবাসা যাত্রাপুস্তকে েদখিয়েছেন সে কারণে ই¯্রায়েলীয়রা ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখতে পারে। আবার যাত্রাপুস্তকের কারণেই যে শুধু ঈশ্বরের উপর ও দশআজ্ঞার উপর আমরা বিশ্বাস রাখতে পারি, তা নয়, কারণ যীশুর জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থান এটা প্রমাণ করে যে ঈশ্বর আমা্েদর ভালোবাসেন।
    - কি কি ভাবে মানুষ আপনার প্রতি তা্েদর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন?
    - ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখাই যে আপনার জীবন যাপন করার শ্রেষ্ট পথ, এই বিশ্বাস মনে আনতে কোনো কিছু কি আপনাকে বাধা দিচ্ছে?
- **হাত: কিভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ িদতে পারি?** ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুসারে চলা শুধুমাত্র জীবন উপভোগ করার শ্রেষ্ট পথই নয়, এটা ঈশ্বরের আরাধনা করারও একটা পথ। যখন আমরা ঈশ্বররের প্রতি ততটুকু ভালোবাসা আনি যে আমরা আমা্েদর জীবনকে ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুযায়ী সাজাই, তখন আমরা তাঁর সর্বশ্রেষ্ট আজ্ঞা পালন করার আরো কাছে যাই, যা হলো ঈশ্বরকে আমা্েদর পুরো হৃদয়, আত্মা ও মন িদয়ে ভালোবাসা।
    - কিভাবে নিয়মিত বাইবেল পাঠ ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলো জানতে আপনাকে সাহায্য করতে পারে এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুযায়ী চলতে আপনাকে সাহস যোগাতে পারে?
    - কিছু উদাহরন িদন যে কিভাবে সেই সর্বশ্রেষ্ট আজ্ঞার শেষ অংশ মেনে চলা এই সপ্তাহে আপনি পূরণ করতে পারেন — আপনার প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসা?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসা্েথ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ২২ সোনার বাছুর

পাঠের সাস্ত্রাংশ: যাত্রাপুস্তক ৩২অধ্যায়

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: ১ম করিন্থীয় ১০:১—১৪

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** পাপের প্রলোভন যে শক্তিশালী সেটা অনুভব করুন, এমনকি যারা একবার ঈশ্বরের দ্বারা উদ্ধার পেয়েছে তাদের জন্যও ।
- **হৃদয়:** আপনার ভালোবাসা ও আনন্দ যেন ঈশ্বরকে সন্মান দেখানোর জন্য হয়, তা যেন নিজেকে কেন্দ্র করে আবর্তিত না হয় সেদিকে নিয়ন্ত্রন রাখতে হবে ।
- **হাত:** আপনার অভ্যাস ও মনোভাবের উপর নিবিড়ভাবে লক্ষ্য রাখুন ও নিশ্চিত হোন সেগুলো যেন আপনাকে প্রলোভনের দিকে নিয়ে না যায় ।

একটি পদ পাঠের শিক্ষা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া তাঁহার গৌরব করে নাই; ধন্যবাদও করে নাই; কিন্তু আপনাদের তর্কবিতর্কে অসার হইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহাদের অবোধ হৃদয় অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, রোমীয় ১:২১ ।

পাঠের সার সংক্ষেপ মোশি সিনাই পাহাড়ের চুড়ায় ওঠেন দশ আজ্ঞা নেবার জন্য । মোশি যখন তাদের থেকে দূরে ছিলেন তখন নিজের ভাই হারোণ ইস্রায়েলীয়দের পরিচালনা করার জন্য রেখে যান । মোশি সেই পাহাড় চুড়ায় অনেক লম্বা সময় ধরে ছিলেন । অপেক্ষা করতে করতে কিছু ইস্রয়েলীয় ক্লান্ত হয়ে পড়ে আর ভীষণ অধৈর্য্য হয়ে পড়ে । তারা এমন একটা ঈশ্বরের আরাধনা করতে চাইলো যাকে তারা দেখতে পায় । তাদের খুশী করার জন্য হারোণ তাদের সব সোনার অলংকার তার কাছে দিতে বললো । হারোণ সেই সব সোনার অলংকারগুলো আগুনে গলিয়ে তা দিয়ে একটা বাছুরের মুর্তি বানালো । ইস্রায়েলীয়রা সেই বাছুরের মুর্তির সামনে প্রার্থনা করা শুরু করলো । তারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেবার বদলে সেই বাছুরের মূর্তিকে ধন্যবাদ দিলো তাদের মিশর থেকে মুক্ত করতে নির্দেশনা দেবার জন্য । মোশি যখন পাহাড় থেকে নেমে আসলেন, তিনি দেখলেন যে সকলে সেই সোনার বাছুরটার কাছে প্রার্থনা করছে । মোশি ইস্রায়েলীয়দের এই অবাধ্যতায় এতোটাই ক্রুদ্ধ হলেন যে তিনি সেই ফলকগুলো মাটিতে ছুঁড়ে ফেললেন , আর সেগুলো ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেলো ।

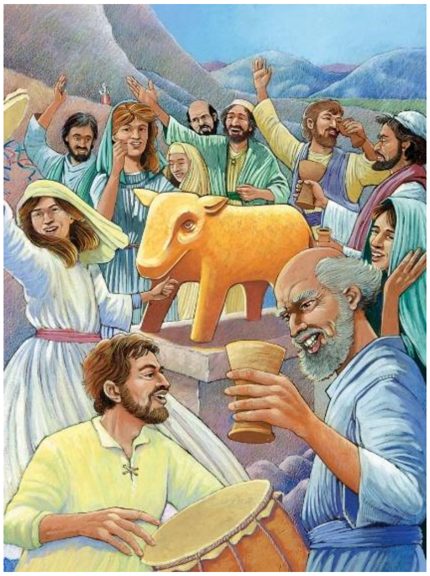

ছবি েথকে শেখা:

- ১. **মোশি।** ঈশ্বর মোশিকে দশ আজ্ঞা নেবার জন্য সিনাই পাহাড়ে উঠতে বললেন । মোশি ৪০ ি দনের জন্য সেখানে ছিলেন, আর এখন ফিরে এসে ে দখলেন ই ্রায়েলীয়ে দর পাপ করতে ।
- ২. **ম ূর্তির আরাধনা।** প্রথম আজ্ঞায় তাে দর বলা হয়েছিলো তারা যেন অন্য কোনো ঈশ্বরের আরাধনা না করে, মোশি ফিরে এসে ে দখলেন ই ্রায়েলীয়রা একটা ম ূর্তির পুজো করছে ।
- ৩. **সোনার বাছুর।** দ্বিতীয় আজ্ঞায় বলা হয়েছিলো তারা যেন ঈশ্বরের কোনো প্রতিম ূর্তি না বানায়, আর মোশি ে দখলেন তারা একটা ে দবতার প্রতিম ূর্তির আরাধনা করছে— একটা সোনার বাছুরের । ততীয় আজ্ঞায় বলা হয়েছিলো তারা যেন ঈশ্বরের নামের অপব্যাবহার না করে, মোশি ে দখলেন তারা সেই সোনার বাছুরটাকে তাে দর ঈশ্বর বলে ডাকতে । সপ্তম আজ্ঞায় তাে দর বলা হয়েছিলো ব্যাভিচার না করতে, মোশি এসে ে দখলেন ই ্রায়েলীয়রা উন্মত্ত পানাহারে মশগুল, যার সাে থ পাপময় যৌন সংসর্গ জড়িত ।

পাঠ প্রসঙ্গ ই ্রায়লীয়রা মিশর ে দশ ত্যাগ করার প্রায় তিন মাস পর সিনাই পাহাড়ের পা দে দশে এসে উপস্থিত হয় এবং সেখানে তাবু গাড়ে । সিনাই পাহাড়ে থাকাকালীন সময়ে ঈশ্বর তাে দর দশ আজ্ঞা ে দন । মোশিকে বেশ কয়েকবার পাহাড়ে উঠতে ও নামতে হয় ঈশ্বরের নিে র্দশনাগুলো পাবার জন্য ।

শেষবার সিনাই পাহাড়ে গিয়ে মোশি চল্লিশ ি দন ও চল্লিশ রাত সেখানে অবস্থান করেন এবং পা থরের ফলকগুলো নিয়ে আসেন যাতে ঈশ্বর দশটা আজ্ঞা লিখে ি দয়েছিলেন ।

মোশি তাে দর কাছ ে থকে দ ূরে থাকার সময় ই ্রায়েলীয়রা হারণের কাছে জড়ো হয়, যাকে মোশি তাে দর নেতা হিসাবে রেখে যান । তারা আশংকা করে যে মোশি তাে দর ছেড়ে চিরি দনের জন্য চলে গেছেন, আর হারনকে তাে দর জন্য একটা ে দবতার ম ূর্তি বানিয়ে ে দবার দাবী জানায়, যা তাে দর সেই প্রতিশ্রুত ে দশে নিয়ে যাবে । হারন তাে দর দাবী মেনে নেয়

আর তা ে দর সমস্ত সোনার অলংকার সংগ্রহ করে সেগুলো ি দয়ে একটা সোনার বাছুর বানাবে বলে ।

ই ্রায়েলীয়রা তখনই স দ্যই ঈশ্বরের ে দওয়া দশটা আজ্ঞার কমপক্ষে তিনটে আজ্ঞা ভেঙ্গে ফেলেছে, যখনই তারা ঈশ্বরের ি দকে তা ে দর পিঠ ঘুরিয়ে ি দয়েছে আর একটা ম ূর্তির পুজো করা শুরু করেছে ।

ঈশ্বরের লিখে ে দওয়া দশ আজ্ঞা সম্বলিত সেই পাথর ফলকগুলো তারা পাবার পর ঈশ্বর মোশিকে জানান যে ই ্রয়েলীয়রা তাঁর ি দকে তা ে দর পিঠ ঘুরিয়ে ি দয়েছে, আর তারা একটা ম ূর্তিকে পুজো করছে ।ঈশ্বর ঘোষণা ি দলেন তিনি পুরো ই ্রায়েল জাতিকে ধ্বংস করে ে দবেন আর তারপর মোশির মাধ্যমে নতুন জাতি তৈরী করবেন তাঁর প্রতিশ্রুতির চুক্তিকে উপভোগ করার জন্য । যি দও মোশি ঈশ্বরের কাছে দয়া ভিক্ষা চাইলেন আর ঈশ্বর নরম হলেন ।

মোশি পাহাড় ে থকে নেমে আসলেন, ে দখলেন তারা পাপ করছে, এবং তা ে দর মুখোমুখি হলেন ।

অতিরিক্ত পাঠ্য: যিহু দী খ্রীষ্টানে দর সেই সিনাই পাহাড়ে ই ্রায়েলীয়ে দর পাপের কথা মনে করিয়ে ি দয়ে সাধু পৌল তা ে দর পাপের প্রলোভনে না পড়ার জন্য অনুরোধ করেন । খ্রীষ্টানরা যি দ ঈশ্বরের ি দক ে থকে তা ে দর মুখ ফিরিয়ে নেয় ও তা ে দর পাপময় জীবনে আবার ফিরে যায়, তাহলে তা ে দর জন্য মারাত্মক ও অনন্তকালীন পরিণতি অপেক্ষা করছে ।

দশ আজ্ঞার প থ: প্র থম দু'টো আজ্ঞা ই ্রায়েলীয়ে দর ধর্মকে একটা একেশ্বরবা দী ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে । এটা ই ্রায়েলীয়ে দর ধর্মবিশ্বাসের একটা বৈশিষ্ট্যযুক্ত ি দক, কারন আর কোনো ধর্ম তখন এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতো না । ই ্রায়েলীয়রা বিশ্বাস করতো যে ঈশ্বর একজন যিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছের আর তিনি ই ্রায়েলীয়ে দর সা ে থ একটা চুক্তি করেছেন । যেহেতু এই একমাত্র ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তাই তা ে দর আর অন্য কোনো ম ূর্তি বানানো লাগবে না । কোনো প্রাণী বা ম ূর্তি ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না, তাই ই ্রায়েল জাতি ঈশ্বরের কোনো প্রতিনিধি বানিয়ে সেটার আরাধনা করবে না ।্

- **মাথা:** আমরা কি কি প দক্ষেপের মাধ্যমে মানুষকে এটা বুঝতে সহায়তা করতে পারি যে দশ আজ্ঞা পালন করার মাধ্যমে তারা আশীবার্ দ লাভ করতে পারে?
- **হৃ দয়:** এমন কিছু প থ কি কি আছে যার মাধ্যমে মানুষ আপনার প্রতি তা ে দর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার প্রমাণ ি দতে পারবে?
- **হাত:** কখন আপনি বুঝতে পারবেন যে কোনো বস্তু অথবা আকাংখা আপনার জন্য একটা ম ূর্তিতে পরিণত হয়েছে?

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবােদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** ই ¯্রায়েলীয়রা বি ে দ্রাহী হয়ে উঠেছিলো যখন মোশি সিনাই পাহাড়ে গিয়ে চল্লিশ ি দন আর রাত সেখানে ছিলেন । তারা হয়তো ভয় পেয়ে থাকবে যে মোশি হয়তো মারা গেছেন অথবা তা ে দর ছেড়ে চলে গেছেন । তারা চিন্তিত হতে পারে যে তারা নেতা ছাড়া এই মরুভূমিতে ধ্বংস হয়ে যাবে । হতে পারে তারা এমনিই চেয়েছে আগের মতো হতে, সেই মিশরীয়ে দও মতো — যারা অনেক ে দবতায় বিশ্বাসী । কারণ যাই হোক, তারা তারা ঈশ্বরের ে দওয়া দশ আজ্ঞাকে ছুঁড়ে ফেলেছে আর তা ে দর নিজে ে দর মতো করে জীবন যাপন করতে শুরু করেছে । যখন ঈশ্বর এই বলে সতর্ক করলেন যে তিনি আরেকবার একটা পাপী মানব সম্প্র দায়কে ধ্বংস করে ে দবেন (যেমন নোহের সময় এবং সে দাম ও ঘমোরার মানুষরা), তখন মোশি ই ¯্রায়েল জাতির পক্ষে ঈশ্বরের কাছে আবে দন করলেন ঈশ্বর যেনো তা না করেন ।
    - আপনার কি মনে হয় যে কেনো ই ¯্রায়েল জাতি অত তাড়াতাড়ি দশ আজ্ঞার বেশ কয়েকটা আজ্ঞা অমান্য কেও ফেলেছিলো?
    - কেন ঈশ্বরের কাছ ে থকে কোনো প্রা র্থনার উত্তর পাওয়ার জন্য বিশ্বাস রেখে অপেক্ষা করাটা এতো কঠিন?
- **হৃ দয়: আমা ে দর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** সাধু পৌল খ্রীষ্টানে দর এ কথা মনে করিয়ে ি দয়েছেন যে তারা বিশ্বাসে যতই বেড়ে উঠুক না কেনো, প্রলোভন সব সময় নিকটেই থাকে । যখনই খ্রীষ্টানরা ঈশ্বরের ঈশ্বরের দলে নিজে ে দর চাওয়া পাওয়া ি দকে মনোযোগ বেশী ে দয়, তখনই প্রলোভন আসে শক্তি নিয়ে । এমনকি সেই ই ¯্রায়েলীয়রা, যারা মাত্রই ঈশ্বরের মহা শক্তির নানা নমুনা ে দখেছিলো তারাই যি দ প্রলোভনে পড়তে পারে, তাহলে খ্রীষ্টানরা তো আরো সহজেই প্রলোভনে পড়বে তাই না? কিন্তু, যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের কারণে খ্রীষ্টানরা সেই ই ¯্রায়েলীয়ে দর মতো নয়, বরং পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমে ঈশ্বর আমা ে দর হৃ দয়ে ও মনে কাজ করছেন ।
    - প্রলোভন হবার কাছে এসেছিলো একটা সাপের রুপ নিয়ে, ই ¯্রায়েলীয়ে দর কাছে এসেছিলো একটা বাছুরের রুপ নিয়ে । আজকের ি দনে প্রলোভন কি কি রুপ নিয়ে মানুষের কাছে আসে?
    - কি কারণে ভয় আর নিরাপত্তাহীনতা মানুষকে প্রলোভনের কাছে এতোটা দ ূর্বল করে ে দয়?
- **হাত: আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কিভাবে কাজে রুপ ি দতে পারি?** পাপ তখনই ফল ে দয় যখন আমরা ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোনো ি দকে আমা ে দর হৃ দয়কে পরিচালিত করি । আমরা যি দ সঠিকভাবে বুঝে জীবন যাপন না করি, আমা ে দর আবেগ ও আকাংখা আমা ে দর পাপের ি দকে

নিয়ে যায় । এমনকি ধর্মীয় পরিচর্যার ও নিয়ম পালনও তখন পাপপূর্ণ হতে পারে, যখন আমাদের লক্ষ্য ও আকাংখা সত্যিকারের ঈশ্বরের দিকে না থেকে অন্য কিছুর প্রতি থাকে ।

- কিভাবে খ্রীষ্টানরা ঈশ্বরের সেবা ও আরাধনার বদলে অন্যকিছুর সেবা ও আরাধনার করার ফাঁদে পড়তে পারে?
- কিভাবে খ্রীষ্টানরা উপলব্ধি করবে যে তাদের আকাংখাগুলো ঈশ্বরকে সন্মানিত করার উদ্দেশ্যে নাকি তাদের নিজেদের সন্মানিত করার জন্য?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ২৩ সমাগম তাবু তৈরী করা হল

পাঠের সাস্ত্রাংশ: যাত্রাপুস্তক ৩৯:৩২-৪৩

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: ইব্রিয় ৮অধ্যায়

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** নিশ্চিত হোন যে, ঈশ্বর মানবজাতির সাথে নিবিড় সম্পর্ক তৈরী করতে চান, আর তা যেন সম্ভব হয় সেজন্য তিনি ব্যবস্থাও রেখেছেন ।
- **হৃদয়:** ঈশ্বরের সাথে নিবিড় সম্পর্ক রাখতে হলে ঈশ্বরের আরাধনা করার জন্য আলাদা সময় ও স্থানের ব্যবস্থা করা খ্রীষ্টানদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- **হাত:** অন্য খ্রীষ্টানেদের সাথে নিয়মিত ঈশ্বরের আরাধনা, প্রশংসা সূচক সংগীতকে তুলে ধরা এবং বাইবেল অধ্যয়নের প্রতি নিবেদিত প্রাণ হোন ।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা এই প্রকারে সমাগম—তাম্বুরূপ আবাসের সমস্ত কার্য সমাপ্ত হইল; মোশির প্রতি সদাপ্রভুর আজ্ঞা অনুসারে ইস্রায়েল—সন্তানগণ সমস্ত কর্ম করিল, যাত্রা ৩৯:৩২ ।

পাঠের সার সংক্ষেপ ঈশ্বর মোশিকে বললেন যে, তিনি চান ইস্রায়েলীয়রা একটা সমাগম—তাবু তৈরী করুক । ঈশ্বর মোশিকে খুব নির্দিষ্ট করে নির্দেশনা দিয়ে দিলেন যে, সেই আবাসটা কেমন দেখতে হবে বলে তিনি চান । ঈশ্বর বেজালেল আর অহোলিয়াবকে বেছে নিলেন আবাসটা বানানোর ভার নেবার জন্য । তারা ছিলো খুব দক্ষ কর্মী ও খুব সুন্দর সুন্দর জিনিষ বানানোর বিশেষ প্রতিভা তাদের ছিলো । ঈশ্বর চেয়েছিলেন তাঁর সেই সমাগম—তাবুরূপ আবাসটা যেন অন্য সব স্থাপনা থেকে সুন্দর হয় । আবাসটার দু'টো বিশেষ কক্ষ ছিলো । কক্ষ দুটো একটা সুন্দর পর্দা দিয়ে পৃথক করা হয়েছিলো । প্রথম কক্ষটাকে বলা হতো পবিত্র স্থান । শুধুমাত্র পুরোহিতেদের সেই কক্ষে যাবার অধিকার ছিলো । তারা প্রার্থনা করার সময় বেদীতে একটা বিশেষ সুগন্ধি জ্বালাতো । দ্বিতীয় কক্ষটাকে বলা হতো মহা পবিত্র স্থান । শুধুমাত্র প্রধান পুরোহিত সেই কক্ষে বছরে একবার যেতে পারতেন । ঈশ্বরের সেই চুক্তিটা রাখা সিন্দুকটা সেখানেই ছিলো ।

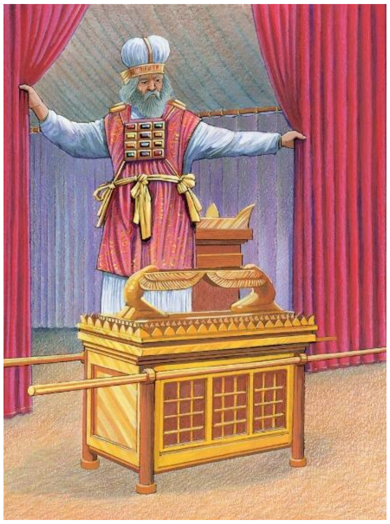

ছবি ে থকে শেখা:

- ১. **সমাগম–তাবু** ছিলো একটা ¯থাপনা যেটা ঈশ্বর চেয়েছিলেন যে ই¯্রায়েলীয়রা তৈরী করুক যেখানে তারা ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারবে । ই¯্রয়েলীয়রা তা েদর অনেক জিনিষপত্র দান করলো যা ি দয়ে আবাসটা তৈরী হতে পারে । সমাগম—তাবু দুটো কক্ষ ছিলো, পবিত্র স্থান ও মহা পবিত্র স্থান । আবাসটাতে নীল, বেগুনী ও উজ্বল রঙের প দার্ ছিলো ।
- ২. **পবিত্র জায়গা ।** পবিত্র স্থানটাতে ঈশ্বর ই¯্রায়েলীয়ে দর । ি দয়ে যেসব জিনিস তৈরী করিয়েছিলেন, সেসব জিনিষ ছিলো, যেমন ধ ূপ বে দী (হারোণের পিছনে ে দখা যা"েছ) ।
- ৩. **চুক্তিটা রাখা সিন্দুকটা ।** মহাপবিত্র কক্ষটায় রাখা ছিলো সেই সিন্দুকটা যার ভিতরে দশ আজ্ঞা লেখা ঈশ্বরের সেই চুক্তিটা সহ মান্নার কিছু নমুনা আর অন্যান্য কিছু জিনিষ ছিলো ।
- ৪. **হারোণ,** পুরোহিত হিসাবে, তার জন্য বিশেষ ভাবে বানানো পোষাক পেয়েছিলো । তার মধ্যে খুব সু্ দর সুতো িদয়ে তৈরী হাতা বিহীন জামা ছিলো যা আলখাল্লার উপরে পরা হতো । তার মধ্যে আরো ছিলো বারোটা দামী পাথর বসানো বুকের ব্যাচ যা তার বুকের উপর লাগানো থাকতো, আর সেই পাথরগুলো ই¯্রায়েলের বারোটা আি দবাসীর প্রতিনিধিত্ব করতো ।

পাঠ প্রসঙ্গ মিশরে দাস হিসাবে থাকাকালীন সময়ে ই¯্রায়েলীয়ে দর জন্য ঈশ্বরের আরাধনা করার মতো কোনো জায়গা ছিলো না । এখন তারা একটা মুক্ত জাতি, যারা ফরৌণের দ্বারা শাসিত না বরং ঈশ্বরের শাসনের অধীন, ঈশ্বরের আরাধনা করার এখন একটা স্থান এখন তা েদর থাকতে পারেই ।

ঈশ ^র সিনাই পাহাড়ে মোশিকে শুধু দশ আজ্ঞাই ে দননি, ঈশ্বর তাকে সেই সমাগম—তাবুরূপ আবাস বানানোর নি ের্দশনাও ি দয়েছিলেন । ঈশ্বর সেই আবাস কি কি উপা দান ি দয়ে বানাতে হবে সেই নি ের্দশনা, আর সেই আবাসে কি কি বস্তু থাকবে তাও ঠিক করে ি দয়েছিলেন । সমাগম—তাবুরূপ আবাসটা আসলে একটা চলনশীল স্থাপনা হিসাবে ব্যাহৃত হবে, যেটা ঈশ্বরও ই¯্রায়েলীয়ে দও সেই প্রতি্র ূত ে দশে নিয়ে যাবার পে থ ঈশ্বরের আরাধনা করার কাজে ব্যাবহৃত হবে । সেই আবাসটায় পুরোহিতরা মানষের পক্ষ হয়ে ঈশ্বরের জন্য বলি দান উৎসর্গ করবেন ও ঈশ্বরের আরাধনা করাকে পরিচালনা করবেন । আর গুরুত্বপ ূর্ণ হলো, সেই চুক্তি রাখা

সিন্দুকটা, যাতে ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা লেখা আছে এবং যা ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রতিনিধিত্ব করে, সেই সিন্দুকটা রাখা হবে মহা পবিত্র স্থানে ।

ন ূতন নিয়মের পাঠ্য: সমাগম—তাবুরূপ আবাসটা আসলে আরো বড় একটা বাস্তবতার ভবিষ্যত ইঙ্গিতবাহী । আবাসটার মধ্যে থাকা ঈশ্বরের চুক্তির সি› দুকের মাঝে ঈশ্বরের উপস্থিতি বিরাজ করতো । তবে, ঈশ্বরের উপস্থিতি যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে মানুষের অবয়বেই বিরাজ করেন । তাই ে দখা যায়, সেই সমাগম—তাবুরূপ আবাসে জনগনকে তা ে দর পাপের ক্ষতিপ ূরণের জন্য বছরের পর বছর ধরে বলি দান উৎসর্গ করেই যেতে হতো । কিন্তু খ্রীষ্ট যেহেতু খ্রীষ্টানে দর জন্য নিস্তারপর্বের বলি দান স্বরূপ হয়েছেন, তাই তা ে দর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য কোনো আবাস গৃহে যাবার প্রয়োজন নেই, বরং তা ে দর পাপের ক্ষমা ও আরোগ্যের জন্য সরাসরি ঈশ্বরের কাছে প্রা র্থনা করার অধিকার পেয়ে গেছে ।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবা েদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** ই ্রায়েলীয়ে দর একটা জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টার একটা অংশ ছিলো তা ে দর জন্য ধর্মচচার্র ব্যাবস্থা করা । ঈশ্বর মোশিকে নি ে র্দশনা ি দয়েছিলেন কিভাবে ই ্রায়েলীয়ে দর জন্য একটা স্থান বানানো যায় যেটাকে তারা তা ে দর ধমীর্য় জীবনের কেন্দ্র বলে চিহ্নিত করতে পারে । কারণ ঈশ্বর এতোই ভালো একজন ঈশ্বর ছিলেন, ই ্রায়েলীয়রা তা ে দর সবচেয়ে দামী সম্প দগুলো সেই সমাগম—তাবুরূপ আবাসের জন্য দান করে ে দয় । ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে ি দয়ে আরো সু› দর একটা পে থর ব্যাবস্থা আমা ে দর জন্য করেছেন যা ি দয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছে যেতে পারি ।

- ইস্রায়েলীয়রা কি কি প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে পারে যখন তারা তাদের মিশরে থাকাকালীন বহু দেবতার উপাসনা করার অভ্যাস ত্যাগ করে নতুন ধরণের পরিবেশে এসে পড়লো আর সেখানে সেই মরুভূমির মধ্যে কাটানো জীবনে তাদের বলা হলো শুধুমাত্র একজন ঈশ্বরের আরাধনা করতে?
- আপনার কেন মনে হয় ইস্রায়েলীয়দের জন্য বাস্তবে এমন একটা স্থান থাকা গুরুত্বপূর্ণ ছিলো যেখানে ঈশ্বর উপস্থিত থাকবেন বলে তারা সনাক্ত করবে?

- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** অবশ্যই ঈশ্বর কখনোই চাননি যে ইস্রায়েলীয়রা মনে করুক ঈশ্বর শুধুমাত্র সেই সমাগম—তাবুরূপ গৃহেই অবস্থান করেন । তবে এটাও ঠিক মানুষের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে"পবিত্র" মুহূর্ত ও স্থান বলে কিছু আছে । এটা খ্রীষ্টানেদের ঈশ্বরের আরাধনা করার জন্য ইতিবাচক ফল দেয় যখন এই কাজের জন্যই তারা একটা আলাদা সময় বের করে রাখে
  - ইস্রায়েলীয়রা যেমন সেই সমাগম—তাবুরূপ গৃহটা তৈরী করার জন্য তাদের সবচেয়ে দামী বস্তুগুলো দান করেছিলো, খ্রীষ্টানরা ঈশ্বরের আরাধনা করার সময় তাদের কোন্ কোন্ দামী জিনিষ উপহার স্বরূপ ঈশ্বরকে দিতে পারে?
  - আপনি কি অন্য সবার সাথে এক সাথে হয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করার মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে সহজে একাত্ব হতে পারেন, নাকি একা একা ব্যাক্তিগত সময়ে সেটা আপনার জন্য সহজ হয়? আপনার কেন এমন হতে পারে বলে মনে হয়?
- **হাত: আমরা কি ভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ দিতে পারি?** ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কিছু উৎসর্গ করাটা খ্রীষ্টানেদের একটা গুরুত্বপূর্ণ রীতি । যেহেতু খ্রীষ্টনরা বিশ্বাস করে ঈশ্বর সব রকমের ভালো জিনিষ তাদের দিয়ে থাকেন, তারাও আনন্দের সাথেই সেই সব বস্তুর কিছু অংশ ঈশ্বরকে ফিরিয়ে দেয় যাতে । সেগুলো তাদের এলাকায় ও সারা পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য বৃদ্ধিতে ব্যাবহৃত হতে পারে । ইস্রায়েলীয়রা আনন্দের সাথেই তাদের সবচেয়ে মূল্যবান সামগ্রীগুলোই দান করেছিলো ঈশ্বরের জন্য সেই সুন্দর সমাগম—তাবুরূপ গৃহ নিমার্ণের জন্য ।
  - কি ভাবে আপনার গীর্জায় আপনার উপহার দান অন্যকে খ্রীষ্টকে চিনতে সাহায্য করতে পারে?
  - কি ভাবে সমবেত আরাধনায় বিশ্বস্ত অংশগ্রহন খ্রীষ্টানেদের তাদের আত্মিক জীবনে বেড়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ২৪ কনানে বারোজন গুপ্তচর

পাঠের সাস্ত্রাংশ: গননা পুস্তক ১৩—১৪ অধ্যায়

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: ইফিষীয় ৬:১০—১৮

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** বিশ্বাস করুন যে ঈশ্বরের শক্তি যে কোনো মানুষের শক্তির ে থকে অনেক বেশী, এবং ঈশ্বর যে কাজ করতে আমা ে দর আহ্বান করবেন আমরা সেটা সম্পন্ন করতে পারবো ।
- **হৃ দয়:** এটা বিশ্বাস করুন যে ঈশ্বর খ্রীষ্টানে দর জন্য যেটা সবচেয়ে ভালো হবে সেটাই চান, আর তারা যখন তা ে দর জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান প ূরণ করার জন্য বিশ্বাসের সা ে থ পা বাড়িয়ে অগ্রসর হয়, ঈশ্বর প্রস্তুত থাকেন তা ে দর শক্তি ও সুরক্ষা িদতে ।
- **হাত:** প্রায়শঃই ঈশ্বর নতুন খ্রীষ্টানে দর আহ্বান করেন বিশ্বাসের ছোট ছোট প দক্ষেপ নিতে যাতে তারা ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার অভিজ্ঞতা পাওয়া শুরু করতে পারে । ঈশ্বর আপনাকে কি করতে বলছেন, আর আপনি কিভাবে বিশ্বাসের ছোট ছোট প দক্ষেপ নিয়ে সেটা প ূরণ করতে পারেন?

একটি পে দ পাঠের শিক্ষা ঈশ্বরের সমগ্র যুদ্ধসজ্জা পরিধান কর, যেন দিয়াবলের নানাবিধ চাতুরীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পার, ইফিষীয় ৬:১১ ।

পাঠের সার সংক্ষেপ মোশিসহ ই ্রায়েলীয়রা যখন কা ে দশে পৌঁছালো, মোশি বারোজন লোককে কনান ে দশে পাঠালো গোপনে সেখানকার খবরাখবর আনতে । মোশি সেই গুপ্তচরে দও বললো সেখানকার লোকজন কেমন তো জেনে আসতে । তারা কি বিশাল ৈ দৈত্যাকৃতির নাকি ছোট আকারের মানুষ? তারা কেমন ধরণের শহরে বসবাস করে? তা ে দও শহরের চারি ি দকে কি প্রাচীর ে দয়া আছে? তারা অন্য ধরণের কি কি খা দ্যশষ্য উৎপন্ন করে? সেই বারোজন গুপ্তচর কনানে প্রবেশ করে চল্লিশ ি দন যাবৎ সেই সব ব্যাপারে খোঁজখবর নিলো । তারা ফিরে আসলো সেই ভূমিতে উৎপন্ন হওয়া কিছু ফলম ূলের নমুনা নিয়ে । তারা একগু"ছ আঙ্গুর কেটেছিলো, আর সেটা ছিলো এতোই বড় যে দু'জন লোক লেগেছিলো সেগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যেতে । সেই গুপ্তচরেরা ফিরে এসে মোশিকে তারা যা যা ে দখেছে তা বললো । তা ে দর মধ্যে দশজন এতোটাই ভয় পেয়েছিলো যে তারা আর কনানে ফিরে যেতে চাইলো না । তারা ভাবলো যে সেখানকার লোকগুলো এতোটাই বিশালাকৃতির যে তা ে দর সা ে থ লড়াই করা সম্ভব নয় । কিন্তু যিহোশুয় আর সালেব তখনই কনানে ফিরে যেতে চাইলো ও কনানীয়ে দর কাছ ে থকে তা ে দর ে দশ ছিনিয়ে নিতে চাইলো ।

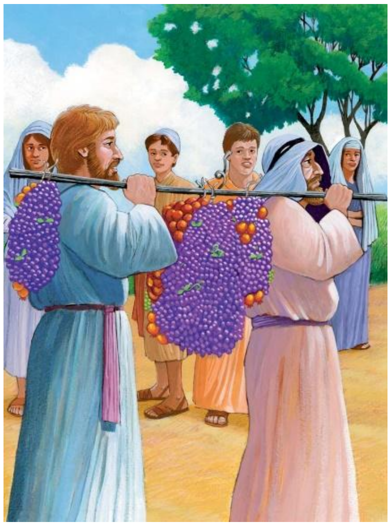

ছবি েথকে শেখা:

- ১. **গুপ্তচরেরা |** মোশি বারোজন গুপ্তচরকে সেই প্রতিশ্রম্নত ভূমিতে পাঠিয়েছিলেন সেখানকার সবকিছুর একটা জরিপ চালাতে আর সেখানকার শহর, মানুষ ও মাটি সম্পর্কে খবরাখবর নিয়ে ফিরে আসতে ।
- ২. **বিশালাকৃতির ফল |** গুপ্তচরেরা জানালো সেই েদশ খুবই সমৃদ্ধশালী একটা েদশ, অত্যাধিক সম্পে দ প ূর্ণ, তবে তাে দর শহরগুলো সুরক্ষিত আর মানুষগুলো শক্তিশালী ।
- ৩. **ভ্রম্নকুটি** (ফল নিয়ে যারা আসে) । গুপ্তচরে দর মধ্যে দশজন ছিলো , যারা ই ্̄রায়েলীয়ে দর মনে সন্দেহ আর ভয় ঢুকিয়ে ি দলো যাতে তারা সেই প্রতিশ্রম্নত েদশে না যায় সে ব্যাপারে ।
- ৪. **হাসি** (ফল নিয়ে যারা ফেরত যায়) । কিন্তু সেই গুপ্তচরে দর মধ্যে দু'জন ছিলো ঈশ্বরের প্রতি অনুগত আর তারা সবাইকে ডেকে বললো সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতে, যিনি তাে দর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন প্রতিশ্রম্নত েদশ েদবার, আর তিনিই তাে দর হয়ে লড়াই করবেন এবং সত্যিই তাে দর সেই প্রতিশ্রম্নত েদশ উপহার েদবেন ।

পাঠ প্রসঙ্গ ই ্̄রায়েলীয়রা, যেখান েথকে দশ আজ্ঞা পেয়েছিলো সেই সিনাই পাহাড় েথকে যাত্রা করে প্রতিশ্রম্নত েদশের দক্ষিণ ি দকের সীমানায় এসে পৌঁছালো । যি দও ঈশ্বর তাঁর মহাশক্তির মাধ্যমে তাে দর মিশর েদশের দাসত্ব েথকে মুক্ত করেছিলেন, তারপরও ই ্̄রায়েলীয়রা সন্দেহ ও অভিযোগ করেই যাি"ছলো এমনকি মিশরে ফিরেও যেতে চাি"ছলো । প্রতিশ্রুত েদশের সীমানায় নিজেে দর তাবু টাঙানোর পর মোশি বারোজন গুপ্তচরকে ওই েদশে পাঠালেন সেখানকার খোঁজখবর নিয়ে আসার জন্য । তারা তিন সপ্তাহ যাবৎ সেই েদশের উত্তর ি দক েথকে শুরু করে একেবারে শেষ চূড়া পর্যন্ত যাত্রা করলো, আর তারপর ফিরে আসলো ।

তারা ফিরে এসে জানালো যে সেই প্রতিশ্রম্নত েদশটা অনেক সমৃদ্ধ । তবে তারা আরেকটা খবরও নিয়ে আসলো যে েদশটা অতি সুরক্ষিত ও সেখানকার অধিবাসীরা বিশালাকারের । তাে দর মধ্যে দশজনই বললো যে ওই েদশের লোকে দর আক্রমণ করাটা বেকামী হয়ে যাবে । বাকী দু'জন মানে হারোন ও সালেব সবাইকে ঈশ্বরের উপর । বিশ্বাস রাখতে বললো আর এই ব্যাপারে আস্থা রাখতে বললো যে যিনি তাে দর সেই প্রতিশ্রম্নত েদশ েদবার প্রতিশ্রম্নতি ি দয়েছেন,

তিনি আসলে সেটা তা ে দর ে দবেন । কিন্তু তারা এতোটাই ভীতসন্ত্রস্ত ও সন্দেহের মধ্যে ছিলো যে তারা ঈশ্বরকে মানতে চাইলো না । তারা এমনকি মোশিকে হত্যাও করতে চাইলো ।

ঈশ্বর ই ্রায়েল জাতিকে ধ্বংস করে ি দতে চাইলেন , কিন্তু মোশি তা ে দর পক্ষ হয়ে মাফ চাইলেন । ঈশ্বর নরম হলেন, কিন্তু ি ির করলেন ধ্বংস করার পরিবর্তে তা ে দর তিনি চল্লিশ বছর ধরে মরুভূমিতে ঘোরাবেন, যতি দন না পর্যন্ত যারা তাঁকে সন্দেহ করতো তারা মারা না যায় । আর তারপর একটা নতুন এবং আরো বিশ্বাসী ই ্রায়েলীয় প্রজন্ম সেই প্রতিশ্রুত ে দশে প্রবেশ করবে ।

ন ূতন নিয়মের পাঠ্য: খ্রীষ্টানে দর অবশ্যই এটা উপলব্ধি করতে হবে যে তারা একটা আত্মিক যুদ্ধের দুনিয়াতে বাস করে । অতএব, অবিচলিত থাকতে হলে তা ে দর অবশ্যই ঈশ্বর তা ে দর যে মেধা ি দয়েছেন তা কাজে লাগাতে হবে । একজন খ্রীষ্টানের জীবন অলস বা নিষ্ক্রিয় কোনো জীবন নয়, কিন্তু শয়তানের শক্তির বিরুদ্ধে সক্রিয় যুদ্ধ করার জীবন ।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবা েদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** ই ্রায়েলীয়রা সেই প্রতিশ্রুত ে দশে প্রবেশ করার ঠিক সামনে ছিলো । তা ে দর দরকার ছিলো শুধু সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখা যিনি সেই মিশর ে থকে তাঁর মহাশক্তির দ্বারা তা ে দর মুক্ত করে এনেছেন, তিনি তা ে দর তাঁর সেই মহাশক্তির মাধ্যমে প্রতিশ্রুত ে দশে প্রবেশ করতেও সাহায্য করবেন । যাইহোক, সেই গুপ্তচরে দর মধ্যে দশজনের এই বিশ্বাস ছিলো না যে ঈশ্বও তাঁর শক্তির মাধ্যমে তা ে দও সাহায্য করতে পারবেন, এবং তারা জনতার মাঝে আরো ভয় ও সন্দেহ ঢুকিয়ে ি দলো । মাত্র দু'জন গুপ্তচর এ কথা বিশ্বাস করতো যে ঈশ্বর তা ে দর সাফল্য পেতে

সাহায্য করবেন । খ্রীষ্টানে দর এই বিশ্বাস অবশ্যই থাকতে হবে যে ঈশ্বর তা ে দর জীবনে যে আহ্বান রেখেছেন সেটা প ূর্ণ করার শক্তি তিনি তা ে দর ে দবেন । যদি তারা তাতে সন্দেহ করে অথবা ঈশ্বর যা করতে বলেছেন তা তারা করতে অস্বীকার করে, সেটা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল, এবং সেটা কটা ভয়ঙ্কর অবস্থা হবে।

   - কেনো কিছু কিছু মানুষের জন্য এটা বিশ্বাস করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায় যে ঈশ্বর তা ে দর কাছে করা তার প্রতিজ্ঞা রাখবেন?
   - কি কি পে থ কিছু কিছু মানুষের (যেমন সেই দশ গুপ্তচর) মনের সন্দেহ ঈশ্বরের লোকে দর বিশ্বাসের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে?

- **হৃ দয়: আমা ে দর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** ঈশ্বর, যিনি খ্রীষ্টানে দর অতীত পাপের অপরাধ ও শক্তি ে থকে উদ্ধার করেন, তিনি ভবিষ্যতেও তা ে দর উপর নজর রাখেন ও তা ে দর সুরক্ষা ে দন । খ্রীষ্টানেদর অবশ্যই ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখতে হবে, কারণ ঈশ্বর শুধুমাত্র তা ে দর পাপ ে থকে মুক্তি ি দয়েই তৃপ্ত হন না, তিনি খ্রীষ্টানে দর অন্যের জন্য আশীবার্ দ রূপে ব্যাবহার করতে চান । অতএব, ঈশ্বর খ্রীষ্টানে দর আহ্বান করবেন বিশ্বাসের সা ে থ পা বাড়াতে এবং অন্যে দর সাহায্য ও সেবা করতে । খ্রীষ্টানে দর সুসজ্জিত হতে হবে ঈশ্বরের ে দওয়া তালন্তকে সা ে থ নিয়ে, যাতে তারা ঈশ্বরের ই"ছাকে বাস্তবায়ন করার জন্য যুদ্ধে ঠিকমতো লড়তে পারে ।
   - ঈশ্বরের এমন কিছু অস্ত্র কি কি আছে যেগুলো আপনি আত্মিক বিপ দ ে থকে রক্ষা পেতে ইতোমধ্যে ব্যাবহার করেছেন?
   - নিজেকে রক্ষা করার জন্য আপনার জীবনে আপনি কি কি ধরণের অস্ত্র তৈরী করা দরকার বলে আপনি মনে করেন?
- **হাত: আমরা কি ভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ ি দতে পারি?** ঈশ্বরের লোকেরা ঈশ্বরের কাছ ে থকে স্বাভাবিক ভাবেই উপহার পাবে আর তা ে দর দায়িত্ব হলো সেটাকে কাজে লাগানো । ঈশ্বরের কাছ ে থকে আশীবার্ দ চাওয়াটাই যে থষ্ট নয়, খ্রীষ্টানে দর অবশ্যই ঈশ্বরের আশীবার্ দকে কাজে লাগানোর অভ্যাস ও চচার্ অগ্রগতি করা দরকার যাতে তারা সেইসব তালন্ত ি দয়ে অন্যে দরও আশীবার্ দ ি দতে পারে । ঈশ্বরের ে দওয়া তালন্তের চচার্ করা বিপজ্জনক লাগতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরকে বিশ্বাস করা যায়, আর তিনি আপনার মধ্যে শুরু হয়ে যাওয়া কাজটা সমাপ্ত করবেন ।
   - এ সপ্তাহে আপনি কোন্ অস্ত্রটা ব্যাবহার করতে চান অন্যে দর জন্য আশীবার্দ স্বরূপ হবার জন্য?
   - যারা ঈশ্বরের ভালোবাসা ও শক্তির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে তা ে দর আপনি কিভাবে এটা বুঝতে সাহায্য করতে পারেন যে ঈশ্বরের ভালোবাসা ও শক্তি আপনার নিজের জীবনে ইতোমধ্যে কাজ করছে?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসা েথ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ২৫ পিতলের সাপ

পাঠের সাস্ত্রাংশ: গননাপুস্তক ২১:৪—৯

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: যোহন ৩:১-২১

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** উপলব্ধি করুন যে, ঈশ্বরের সময়জ্ঞান ও অগ্রাধিকার বোধ প্রায়শঃই আমাে দর ে থকে । আলা দা এবং তার কারণ হলো আমাে দর ধৈর্য্যহীনতা ও স্বল্পমেয়াদী অগ্রাধিকার বোধ ।
- **হৃ দয়:** এটা বুঝুন যে, আমাে দর হৃ দয়ের ধৈর্য্যহীনতা ও হতাশা মাঝে মাঝেই আমাে দর নির্বোধ, আবেগপ্রবণ ও অবিবেচকের মতো সিদ্ধান্ত নেবার ।িদকে ঠেলে ে দয় ।
- **হাত:** একটা কতজ্ঞতায় ভরা জীবন গড়ে তুলুন যা ঈশ্বরের প্রশংসা ও ধন্যবা দ ে দবার শক্তি রাখে, এমনকি যখন আপনি আপনার প্রা র্থনার উত্তর পাবার অপেক্ষায় বসে আছেন তখনও ।

একটি পে দ পাঠের শিক্ষা তখন মোশি পিত্তলের এক সর্প নির্মাণ করিয়া পতাকার ঊর্ধ্বে রাখিলেন; তাহাতে এইরূপ হইল, সর্প কোন মনুষ্যকে দংশন করিলে যখন সে ঐ পিত্তলময় সর্পের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, তখন বাঁচিল, গনণাপুস্তক ২১:৯ ।

পাঠের সার সংক্ষেপ ই ্রয়েলীয়রা সেই দশ গুপ্তচরের ে দওয়া খারাপ রিপোর্টটাই বিশ্বাস করলো, তাই ঈশ্বর তাে দর সেই প্রতিশ্রুত েদশে প্রবেশ করতে ি দলেন না । পরিবর্তে তাে দর ওই মরুভূমিতেই ঘুরে বেড়াতে হলো । তারা হতাশ হয়ে পড়লো আর অভিযোগ করতে আরম্ভ করলো । তারা মোশিকে জিজ্ঞাসা করলো কেন তিনি তাে দর মিশর ে দশ ে থকে বের করে নিয়ে আসলেন । তাে দর কাছে যে থষ্ট পরিমাণে খাবার ও পানীয় ছিলো না, আর তারা ঈশ্বরের ে দওয়া সেই মান্না অপছ› দ করেছিলো । ঈশ্বর তাঁর লোকে দর এতো অভিযোগ করতে ে দখে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, আর তাই তিনি বিষাক্ত সাপ পাঠালেন ই ্রায়েলীয়ে দর তাবুতে তাবুতে । বহু ই ্রায়েলীয় সাপের কামড়ে মারা গেলো । তখন তারা যে অভিযোগ করেছিলো সে জন্য দুঃখিত বোধ করলো আর মোশিকে বললো ঈশ্বরের কাছে প্রা র্থনা করতে যাতে তিনি সাপগুলোকে সেখান ে থকে সরিয়ে নেন । ঈশ্বর মোশিকে বললেন পিতলের একটা সাপ তৈরী করে সেটাকে একটা খাম্বার মাথায় টাঙ্গিয়ে দিতে। কাউকে সাপে কামড়ালে সে যদি ওই সাপটার দিকে তাকাতো তাহলে সে সুস্থ হয়ে যেতো।

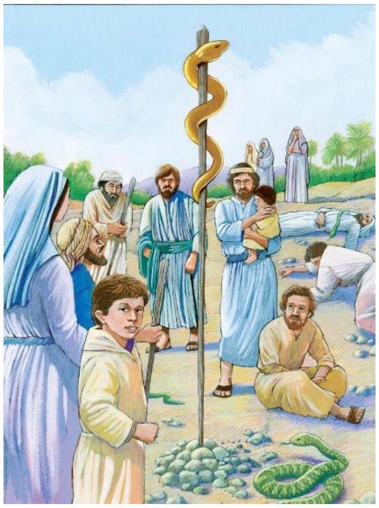

ছবি ে থকে শেখা:

- ১. **ই ্রায়েলীয়রা** রেগে গেলো কারণ তা ে দর তখনও সেই শুষ্ক মরুভূমিতে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হি"ছলো । আরো একবার তারা মোশির কাছে অভিযোগ জানালো যে তা ে দর জীবন এর চেয়ে ভালো হতো যি দ তারা মিশর ছেড়ে না আসতো । তারা আরো বললো যে ঈশ্বরের ে দওয়া খাবার আর তা ে দর ভালো লাগছে না ।
- ২. **বিষাক্ত সাপগুলো ।** তা ে দর অভিযোগ আর অকৃতজ্ঞতার কারণে ঈশ্বর তা ে দর তাবুতে বিষাক্ত সাপ পাঠালেন । সাপের কামড়ে অনেক ই ্রায়েলীয় মারা যেতে লাগলো, তখন তারা মোশির কাছে গিয়ে বললো তিনি যেন তা ে দর পক্ষ হয়ে ঈশ^রের কাছে প্রা র্থনা করেন যাতে ঈশ্বর সেই সাপগুলোকে বি দায় করে ে দন ।
- ৩. **পিতলের সাপ ।** ঈশ্বর মোশিকে বললেন একটা পিতলের সাপ বানিয়ে সেটাকে একটা খা¤খাম্বার মাথায় টাঙ্গিয়ে ি দতে । তারপর যে—ই সেই সাপটার ি দকে তাকানোর মধ্য ি দয়ে ঈশ্বরকে মান্য করবে, সে—ই বেঁচে থাকবে ।

পাঠ প্রসঙ্গ ই ্রায়েলীয়রা সেই দু'জন গুপ্তচরের আনা প্রতিশ্রুত ে দশ সম্পর্কিত ইতিবাচক ত থ্যগুলো বিশ্বাস করেনি । তাদের সেই বিশ্বাস ছিলো না যে ঈশ্বর সেই প্রতিশ্রুত দেশের বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ে ই ্রায়েলীয়দের হয়ে নেতৃত্ব দেবেন। । অতঃপর, ঈশ্বর ঘোষণা করলেন যে যেসব ই ্রায়েলীয়র মনে সন্দেহ আছে তারা কেউ প্রতিশ্রুত ে দশে প্রবেশ করতে পারবে না । তার পরিবর্তে তারা মরুভূমিতেই ঘুরতে থাকবে যতি দন পর্যন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাসী তা ে দর পরবতীর্ কোনো প্রজন্ম না আসে ।

ই ্রায়েলীয়রা মরুভ ূমিতে ঘুরতে ঘুরতে প্রচন্ড ক্রুদ্ধ ও অধৈয্যর্ হয়ে পড়লো আর তারা ঈশ্বর ও মোশির বিরুদ্ধে কথা বলতে লাগলো । আরেকবার তারা একথা বললো যে এই মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে মিশরে দাসত্বের জীবন তা ে দর জন্য ভালো ছিলো । তার উত্তরে ঈশ্বর তা ে দর অকৃতজ্ঞতার জন্য বিষাক্ত সাপ পাঠিয়ে শাস্তি ি দলেন । ই ্রায়েলীয়রা তা ে দর পাপের শাস্তির স্বাদ পাওয়া শুরু করলো ।

যখন ই ্রায়েলীয়রা আরোগ্য পাবার জন্য চীৎকার শুরু করলো ,ঈশ্বর তা ে দর সাপের কামড় ে থকে রক্ষা করলেন । যারা মোশির বানানো পিতলের সাপের ি দকে তাকানোর দ্বারা মোশির মাধ্যমে আসা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করতো, তারা নিরাপ দ থাকতো ।

ন ূতন নিয়মের পাঠ্য: মোশিকে যেমন ই ্রয়েলীয়ে দর বিশ্বাসের মোকাবেলা করতে হয়েছিলো, যীশুকেও ঠিক তাই করতে হয়েছিলো । ই ্রায়েলীয় নেতারা বিশ্বাস করেননি যে ঈশ্বর যীশুর মতো একজন ত্রাণকতার্র রূপে আসতে পারেন, যে ছিলো দরি দ্র ও জেরুশালেমের কোনো ধমীর্য় বা পুরোহিত সম্প্র দায়ের অন্তভুর্ত । ছিলো না । যীশু নিকি দম আর সকল ই ্রয়েলীয়ে দর আহ্বান করলেন তার মাধ্যমে আসা ঈশ্বরের বাতার্ বিশ্বাস করতে, আর তিনি যে ঈশ্বরের প্রতিশ্রম্নত সেই ত্রাণকতার্, সে কথাও বিশ্বাসে করতে ।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবা েদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** ধৈর্য্যহীনতা ও অকৃতজ্ঞতা হলো দুটো ধ্বংসাত্মক মনোভাব । যারা ঈশ্বরের উপর গভীর আস্থা রাখতে শেখেননি তারা আশা করেন ঈশ্বর তা ে দর প্রা র্থনার উত্তর খুব দ্রুত ে দবেন । তারা এটাও আশা করেন যে, তারা যেটাই তা ে দর প্রয়োজন এবং যখনই প্রয়োজন, ঠিক সেটাই তখনই ঈশ্বর তা ে দর সেগুলো ে দবেন । অতএব, বাইবেল পাঠের দ্বারা, একটা গভীর প্রা র্থনাশীল জীবন গড়ে তোলা ও ঈশ্বরের বিজ্ঞতার উপর বিশ্বাস রাখতে শেখার মধ্য ি দয়ে খ্রীষ্টানরা তা ে দর সাধারণ ধৈর্য্যহীনতা ও অকৃকজ্ঞতাকে জয় করতে পারে এবং ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তা ে দর প্রা র্থনার সঠিক সময়ে ও যথায থ উত্তর পাবার জন্য অপেক্ষা করতে শিখতে পারে ।
  - ধৈয্যহীনতা ও অকৃতজ্ঞতার সা ে থ কিছু করলে তার ফলে কি ধরণের বাজে সিদ্ধান্ত আমরা নিয়ে ফেলতে পারি?

- মান্নার প্রতি ই¯্রায়েলীয়ে দর সেই মনোভাবের মতো আজকের ি দনে ঈশ্বরের এমন কিছু আশীবার্ দ কি কি আছে, যা খ্রীষ্টানরা পা"েছ কিন্তু তা তেমনভাবে প্রশংসিত হে"ছ না?
- **হৃ দয়: আমাে দর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** অকৃজ্ঞতা ও অসহিষ্ণুতা পাপের মৌলিক দুটো অভিব্যাক্তি, যা আসলে স্বার্থপরতা । ঈশ্বরের ই"ছার কাছে নিজেকে সমর্পন করা আর ঈশ্বরের নিধার্রিত সময় পর্যন্ত ধৈয্যর্ ধরাটা খ্রীষ্টীয় পরিপক্কতায় বেড়ে ওঠার দু'টো চাবি । এগুলো পাপকে আপনার হৃ দয়কে পরিচালনা করতে না ে দবারও চাবি ।
    - কেন আপনি মনে করেন যে ঈশ্বর সময় ব্যাপারটাকে আপনার চেয়ে ভিন্নভাবে বিচার করে থাকেন?
    - খ্রীষ্টানরা যখন ধৈর্য্যশীল ও কৃতজ্ঞ হতে শেখার জন্য কঠোর চেষ্টা করে তখন তারা কি কি শিক্ষা পেতে পারে?
- **হাত: আমরা কি ভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ ি দতে পারি?** ব্যাঙ্গাত্মকভাবে, এই অবস্থায় কোনো প দক্ষেপ না নেওয়াটাই সবচেয়ে যুৎসই শারীরিক ক্রিয়াকলাপ হতে পারে । বরং চুপচাপ বসে প্রা র্থনা ও ধ্যানে বসা শেখাটাই মাঝে মাঝেই হতাশা ও অসহিষ্ণুতার সবচেয়ে ভালো জবাব হতে পারে । খ্রীষ্টানরা যখন তাে দর পুরো জীবনকে যীশুর কাছে সমর্পন করে, তখন তারা এমন একটা শান্তিকে আবিষ্কার করে যা সব বোধবুদ্ধিকে ছাপিয়ে যায় ।
    - সেই সময় ও স্থানটা কখন ও কোথায়, যখন বা যেখানে আপনি প্রতিি দন ঈশ্বরের সেবা করতে পারেন?
    - আপনি কি কি প দক্ষেপ নিতে পারেন যখন আপনি অনুভব করা শুরু করছেন যে অকৃতজ্ঞতা ও অসহিষ্ণুতার একটা মনোভাব আপনার হৃ দয়ে শিকড় গাড়তে শুরু করছে? ।

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাে থ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ২৬ বিলিয়মের কথা বলা গাঁধা

পাঠের সাস্ত্রাংশ: গণনাপুস্তক ২২:২১-৪১

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: মার্ক ৯:৩৮-৪০

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** প্রশংসা করুন যে, ঈশ্বর যে কোনো ব্যাক্তির মধ্য িদয়ে, সত্যি বলতে কি সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত কারো মধ্য িদয়ে তাঁর কাজ করতে পারেন (এবং সে পশুও হতে পারে)।
- **হৃদয়:** উপলব্ধি করুন খ্রীষ্টানরা এই প্রলোভনে পড়তে পারে যে ঈশ্বরের কাছ েথকে নিজেরা যা শুনতে চায় তাই—ই কেবল শুনতে পায়। যখন খ্রীষ্টানরা ঈশ্বরের কাছে নিজেেদর পুরোপুরি সমর্পন করে, তারা তােদর জন্য েদওয়া ঈশ্বরের বাতার্কে অনুধাবণ করতে পারে, এমনকি তা যিদ তােদর শুনতে চাওয়া অনুযায়ী নাও হয়।
- **হাত:** এ সপ্তাহে আপনার রোজকার রুটিনের বাইরে কিছু সময় বরাদ্দ করুন যেন ঈশ্বরের কন্ঠস্বর শোনার জন্য ব্যায় করা যায়।

একটি পেদ পাঠের শিক্ষা দেখুন, আমি আপনার নিকটে আসিলাম, কিন্তু এখনও কোন কথা কহিতে কি আমার ক্ষমতা আছে? ঈশ্বর আমার মুখে যে বাক্য দেন, তাহাই বলিব”, গননা ২২:৩৮।

পাঠের সার সংক্ষেপ যখন ই ্রায়েলীয়রা মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ািছলো, মোয়াবের রাজা ভয় পেয়েছিলেন যে ই ্রায়েলীয়রা তার েদশ আক্রমন করতে পারে। রাজা তার একজন দূতকে পাঠালেন বিলিয়ম নামে একজনের সােথ কথা বলার জন্য। সেই দূত গিয়ে বিলিয়মকে বললো যে সে যিদ ই ্রায়েলীয়েদর উপর কোনো অভিশাপ আনতে পারে তাহলে তােদর রাজা তাকে অনেক অর্থকড়ি েদবেন। ঈশ্বর বিলিয়মকে ই ্রায়েলীয়েদর উপর কোনো অভিশাপ িদতে বারণ করলেন। পরের িদন বিলিয়ম তার গাধায় চড়ে মোয়াবের পেথ রওনা হলেন। যাত্রা শুরু করা পর হয়তো বিলিয়ম মনে মনে ভেবে থাকবেন যে তিনি কত টাকা পয়সা পেতেন যিদ ই ্রায়েলীয়েদর অভিশাপ িদতেন! তিনি যখন এসব ভাবছিলেন, তখন তার গাধাটা হঠাৎ ঝাঁকুনি িদলো আর রাস্তা েথকে পাশ সরে দাঁড়ালো। ঈশ্বর বিলিয়নকে অবাক করে িদলেন। তার ইশারায় গাধাটা তার িদকে ফিরলো আর সত্যি সত্যিই বিলিয়মের উদ্দেশ্যে কথা বললো। ঈশ্বরের এক দূত বিলিয়মের কাছে আসলেন আর তার সােথ কথা বললেন। বিলিয়ম তার মন পরিবর্তন করলেন আর ি র করলেন তিনি ই ্রায়েলীয়েদর প্রতি অভিশাপ বর্ষন করবেন না।

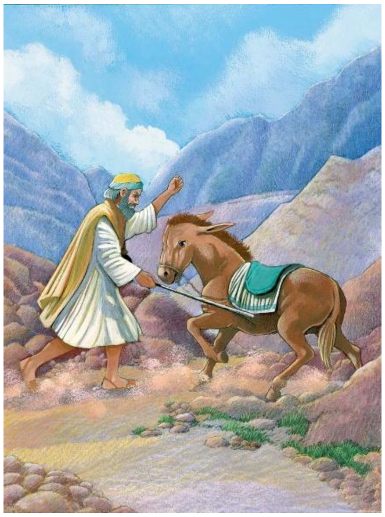

ছবি েথকে শেখা:

- ১. **বিলিয়ম** একজন ভাববাদী ছিলেন কিন্তু তিনি ই ্রায়েলীয় ভাববাদী ছিলেন না। যিদও তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতেন আর তাঁর কন্ঠস্বর শুনতেন। ই ্রায়েলীয়রা যখন মোয়াবের কাছাকাছি পৌঁছালো তখন মোয়াবের রাজা ভয় পেলেন। তিনি বিলিয়মকে খবর িদলেন যে তিনি যেন ই ্রায়েলীয়েদর উপর অভিশাপ বর্ষন করেন। বিলিয়ম তার গাধার পিঠে চড়ে মোয়াবের রাজার সাে থ েদখা করতে যাি"ছলেন।
- ২. **বিলিয়মের গাধা।** ঈশ্বর চাি"ছলেন বিলিয়ম মোয়াবের রাজার সাে থ েদখা করার আগেই বিলিয়মের মুখোমুখি হতে। ঈশ্বর তরবারিসহ একজন স্বর্গদূতকে পাঠালেন বিলিয়মের সামনা সামনি দাঁড়াতে। বিলিয়ম সেই স্বর্গদূতকে েদখতে না পেলেও তার গাধাটা ঠিকই েদখতে পাি"ছলো। স্বর্গদূত তিনবার আবিভূর্ত হয়েছিলেন আর তিনবারই বিলিয়মের গাধাটা তাকে স্বর্গদূতের মুখোমুখি হওয়া েথকে বাঁচিয়ে েদয়
- ৩. **বিলিয়ম** তার গাধার সাে থ যুদ্ধ করেন। বিলিয়ম তরবারি হাতে থাকা সেই স্বর্গদূতকে েদখতে পাননি এবং তিনি রেগে গিয়ে তার গাধাটাকে পেটাতে শুরু করলেন। ঈশ্বর তখন গাধাটার মুখ খুলে িদলেন আর সে সেই কারনটা বললো যে কেনো সে দাঁড়িয়ে আছে। তখন বিলিয়ম স্বর্গদূতটাকে েদখতে পেলেন আর তার গাধার প্রতি কতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। ঈশ্বর তখন বিলিয়মকে বললেন তিনি যেন ঈশ্বর তাকে যা বলতে বলবেন তার বাইরে কোনো কিছুই মোয়াবের রাজাকে না বলেন।

পাঠ প্রসঙ্গ ই ্রায়েলীয়রা প্রতিশ্রুত েদশের কাছাকাছি চলে আসলো। তারা যখন সারিবদ্ধভাবে সেই প্রতিশ্রুত েদশের িদকে এগিয়ে যাি"ছলো তখন তাে দর কাছাকাছি থাকা অনেক মানুষই ভয় পেয়ে গেলো, কারণ তারা সংখ্যায় ছিলো প্রচুর আর লোকেরা এটাও শুনেছিলো যে ঈশ্বর কিভাবে তাঁর শক্তিশালী হাতের মাধ্যমে মিশর েথকে মুক্ত করে নিয়ে এসেছিলেন।

মোয়াবের রাজা বালাক ছিলেন সেই রাজাে দর মাঝে একজন যারা ই ্রায়েলীয়েদর ব্যাপারে ভীত ছিলো। তার লোকেদর রক্ষা করার জন্য তিনি বিলিয়ম নামে একজন ভাববাদীকে ডেকে পাঠালেন। তিনি চাি"ছলেন বিলিয়ম যেন ই ্রায়েলীয়েদর একটা অভিশাপ েদন। তিনি ভাবলেন যে তার মাধ্যমে মোয়াব ই ্রায়েলীয়েদর হাত েথকে সুরক্ষিত থাকবে। বিলিয়ম নিজে ই ্রায়েলীয় না হলেও তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন।

ঈশ্বর মোয়াবের রাজার জন্য পরিকল্পনা রেখেছিলেন। বিলিয়ম যাতে ঈশ্বরের চাওয়া অনুযায়ী কথা বলেন, ঈশ্বর তা নিশ্চিত করতে বিলিয়ম ও তার গাধার সামনে একজন অস্ত্রধারী স্বর্গদূতকে পাঠিয়ে িদলেন। এই অধ্যায়ে আছে, যিদও বিলিয়ম তখনই ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের শক্তি আরো গভীরভাবে তার হৃদয়ে ছাপ ফেললো যাতে তিনি নিশ্চিতভাবেই ঈশ্বর তাকে যা বলতে বলবেন শুধু তাই—ই বলেন।

পরের দুটো অধ্যায়ে আছে ঈশ্বর কিভাবে মোয়াবের রাজা বালাকের সব পরিকল্পনা ভেস্তে েদন, বিলিয়মকে িদয়ে ই্᷈রায়েলীয়েদর জন্য অভিশাপের বাণী না বলিয়ে আশীবার্েদর বাণী বলানোর মাধ্যমে। বালাক বিলিয়মের উপর ভীষণ রেগে যান, কিন্তু বিলিয়ম স্বীকার করেন যে তিনি শুধুমাত্র সেই কথাই বলতে পারবেন যা ঈশ্বর তাকে বলার জন্য িদয়েছেন।

নূতন নিয়মের পাঠ্য: যীশুর শিষ্যেরা হতাশ হয়েছিলো যে এমন একজন অলৌকিক কাজ করছে যে যীশুর বারোজন শিষ্যের বাইরে। তারা ভেবেছিলেন শুধু তাদেরই এই কাজ করা উচিৎ, তাই তারা সেই লোকটিকে তার কাজ বন্ধ করতে বললো। যদিও যীশু তাদের এই শিক্ষাই দেন যে ঈশ্বর মানুষকে সুস্থ করার জন্য তাঁর শক্তি ও আকাংখা শুধুমাত্র যীশুর শিষ্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। বরং, তাদের এটা উপলব্ধি করা দরকার যে কেউ যদি ঈশ্বরের বিপক্ষে না হয়, তাহলে সে ঈশ্বরের পক্ষে।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাােদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** মাঝে মাঝে ঈশ্বর সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত কারো মাধ্যমে তাঁর কাজ সম্পন্ন করে থাকেন, আর এখানে, এটা সেটা একটা পশু। যিদও বিলিয়ম একজন ভাববাদী ছিলেন যিনি

ঈশ্বরের কথা শুনতেন, তবে তিনি মিথ্যে দেবতাদের কথাও শুনতেন। যখন মোয়াবের রাজা বিলিয়মকে ডেকে পাঠালেন ই¯্রয়েলীয়েদর উপর অভিশাপ ঢালার জন্য, ঈশ্বর ঠিক করলেন তিনি তাকে সেখানে যেতে দেবেন, তবে সে সেখানে গিয়ে তাদের অভিশাপের বদলে আশীবার্দ দিয়ে আসবে। মোয়াবে যাবার পেথ ঈশ্বর নিশ্চিত হতে চাইলেন যে বিলিয়ম যেন ঈশ্বরের ইে"ছ অনুযায়ীই কথা বলেন। তাই ঈশ্বর বিলিয়মের গাধা আর স্বর্গদূতের ঘটনাটা ঘটালেন যাতে বিলিয়মের মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর মহাশক্তি ও ঈ"ছার কি প্রকাশ ঘটাতে চান, তা বিলিয়ম বুঝতে পারেন।

- ঈশ্বর কি কখনও কোনো অ—খ্রীষ্টানের মাধ্যমে আপনাকে আশীবার্দ করেছেন বা আপনার সাথে কথা বলেছেন?
- সে পথগুলো কি কি, যে পেথ ঈশ্বর আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন?

- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** খ্রীষ্টানেদর জন্য একথা ভাবা একটা প্রলোভন যে তারা ঈশ্বরের ব্যাপারে তাদের যতটুকু জানা প্রয়োজন তার সবটুকুই জানে, অথবা সবকিছু সম্পর্কে ঈশ্বর যা যা ভাবছেন তার সবই তারা বোঝে। যখন খ্রীষ্টানরা মনে করে তারা ঈশ্বরের চাওয়া কি, সেটা বুঝতে সক্ষম, তখন বড় সমস্যা হতে পারে। যিদও খ্রীষ্টানেদর সবসময়ই ঈশ্বরের বাক্য ও ঈ"ছাকে বোঝার জন্য চেষ্টা করা উচিৎ, তাদের এটাও মনে রাখা উচিৎ যে ঈশ্বর অনেক মহান, বিজ্ঞ ও অনেক শক্তিমান যা বোঝা তাদের বুদ্ধির বাইরে।
  - এটা মনে করা কেন ভুল যে আমরা সবসময় বুঝি ঈশ্বর কি ভাবছেন বা চাইছেন?
  - একজন খ্রীষ্টানের কি করা উচিৎ যখন সে বোঝে যে ঈশ্বর তাকে কোনো বিশেষ বাতার্ দিচ্ছেন?
- **হাত: আমরা কি ভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ িদত পারি?** ঈশ্বরের বাতার্ উপলব্ধি করা খ্রীষ্টান বলে পরিগনিত হবার একটা বিশেষ দিক। খ্রীষ্টানেদর নিজেদের জন্য ঈশ্বরের বাতার্ বোঝার একটা প্রাথমিক পথ হলো বাইবেল পাঠ করা, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা, এবং পরিণত খ্রীষ্টানেদর কাছ থেকে পাওয়া পরামর্শ ঠিকমতো উপলব্ধি করা। কখনও কখনও ঈশ্বর খুবই আশ্চর্য্যজনক পেথ খ্রীষ্টানেদর সাথে কথা বলবেন, যেমন হয়েছিলো বিলিয়মের সাথে। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ঈশ্বর বাইবেল, প্রার্থনা, আর অন্যান্য খ্রীষ্টান ভাইবোনেদর মাধ্যমেই কথা বলে থাকেন। খ্রীষ্টানেদর জন্য ঈশ্বরের বাতার্ বোঝা অনেক সহজ হয়ে যায় যখন তারা বিশ্বস্তভাবে বাইবেল পাঠ করেন ও প্রার্থনায় সময় কাটান।
  - কেন বাইবেল পাঠ, প্রার্থনা আর পরিণত খ্রীষ্টানেদর কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়াটা খ্রীষ্টানেদর জন্য অবশ্য পালনীয় নিয়মিত কাজ হওয়া উচিৎ ? কেন একজন খ্রীষ্টান এর কোনো একটা কাজও বেছে নিতে নাও পারে?
  - যখন আপনি ঈশ্বরের বাতার্ পাবার চেষ্টা করছেন তখন কি কি ব্যাপার আপনার মনোযোগে ব্যাঘ্যাত ঘটায় যেগুলো থেকে আপনি মুক্তি পেতে চান?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ২৭ জর্দন নদী পার হওয়া

পাঠের সাস্ত্রাংশ: যিহোশূয় ৩—৪ অধ্যায়

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: মিথ ৩অধ্যায়

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** বিশ্বাস করুন যে, ঈশ্বরের প্রতিশ্রম্নতি সত্যি। ঈশ্বর ঠিক যেভাবে ই¯্রায়েলীয়েদর পালিয়ে যাবার জন্য লোহিত সাগর দু'ভাগ করে িদয়েছিলেন আর যদার্ন নদীকেও দু'ভাগ করে িদয়েছিলেন, যাতে ই¯্রায়েলীয়রা সেই প্রতিশ্রম্নত েদশে নিরাপেদ প্রবেশ করতে পারে, তাহলে আপনিও বিশ্বাস করতে পারেন ঈশ্বর আপনার কাছে করা তাঁর প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ করবেন।
- **হৃদয়:** আন›দ করুন যে, ঈশ্বর অতীতে, বর্তমানে ও ভবিষ্যতে সেই একই রকম ছিলেন, আছেন ও থাকবেন। খ্রীষ্টানরা ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখতে পারে কারণ ইতিহাস বলে তিনি তাঁর প্রতিশ্রম্নতি রক্ষা করেন।
- **হাত:** আপনার সাক্ষ্য আপনি অন্যেদর সামনে তুলে ধরুন। তা করার মাধ্যমে আপনি ঈশ্বর যে এখনও পৃথিবীতে তাঁর কাজ করে যা"েছন আর পথিবীতে শান্তি ও আন›দ নিয়ে আসছেন, সেটার সাক্ষী হবেন।

একটি পেদ পাঠের শিক্ষা পরে যিহোশূয় লোকদিগকে কহিলেন, "তোমরা আপনাদিগকে পবিত্র কর, কেননা কল্য সদাপ্রভু তোমাদের মধ্যে আশ্চর্য ক্রিয়া করিবেন" যিহোশূয় ৩:৫।

পাঠের সার সংক্ষেপ মোশির মৃত্যুর পর, ঈশ্বর যিহোশূয়কে ই¯্রায়েলীয়েদর নতুন নেতা বানালেন। ই¯্রায়েলীয়রা খুশী হলো যে ঈশ্বর যিহোশূয়কে তা‌েদও নেতা হিসাবে বেছে নিয়েছেন। বহু‌িদন ধরে মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানোর পর তা‌েদর জন্য আরেকটা সুযোগ এসেছে প্রতিশ্রম্নত েদশে প্রবেশ করার। একটা সমস্যা ছিলো: তা‌েদর জদার্ন নদী পার হতে হবে। নদীটিতে বণ্যা হয়েছিলো, তাই তারা সহজে সেটা পার হতে পারতো না। ঈশ্বর যিহোশূয়কে বললেন সেই দশ আজ্ঞার সি›দুকটা নিয়ে পুরোহিতরা যেন ই¯্রায়েলীয়েদর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। যখন পুরোহিতরা নদীর কাছে পৌঁছালো, তারা নদীতে পা ‌িদতে গেলো। তা‌েদর পা যখনই নদীর জলকে স্পর্শ করলো, সেই জলের বয়ে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেলো আর সেই জলরাশি দু'পাশে জড়ো হওয়া আরম্ভ করলো। তখন ই¯্রায়েলীয়েদর পক্ষে সম্ভব হলো নদী পার হয়ে ওপারে শুকনো ভূমিতে যাওয়া। সবাই পার হয়ে যাবার পর নদী আবার আগের মতো বইতে আরম্ভ করলো। ই¯্রায়েলীয়রা শেষ পর্যন্ত সেই প্রতিশ্রুত েদশে প্রবেশ করলো।

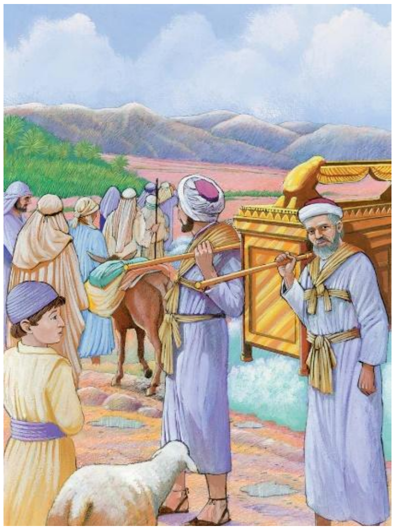

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **প্রতিশ্রুত দেশ।** চল্লিশ বছর ধরে মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানোর পর ইস্রায়েলীয়রা শেষপর্যন্ত সেই প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করার পথে।
- ২. **যর্দন নদী।** ইস্রায়েল জাতি আর সেই প্রতিশ্রুত দেশের মাঝে তখন একটাই বাধা ছিলো, সেটা হলো জর্দন নদী। তখন জর্দন নদীতে বণ্যা পরিস্থিতি, এবং সে জন্য ইস্রায়েলীয়েদের নিরাপদে নদীটা পার হবার কোনো রাস্তা ছিলো না।
- ৩. **চুক্তির সেই সিন্দুকটা।** চুক্তির সেই সিন্দুকটাতে দশ আজ্ঞা লেখা দু'টো প্রস্তর খন্ড ছিলো, সাথে আরো কিছু জিনিষও ছিলো। এটা ইস্রায়েলীয়েদের প্রতি ঈশ্বরের জীবন্ত উপস্থিতির প্রতিনিধিত্ব করে।
- ৪. **পুরোহিতরা।** ঈশ্বর পুরোহিতেদর নির্দেশনা দিলেন তারা যেন সেই চুক্তির সিন্দুকটা নিয়ে জর্দন নদীর মধ্যে দিয়ে হাঁটে।
- ৫. **নদী পার হওয়া।** যখনই পুরোহিতরা তাদের পা নদীতে ছোঁয়ালো অমনি নদীর জল দু'ভাগ হয়ে গেলো। পুরোহিতরা তখন চুক্তির সিন্দুটা নিয়ে মাঝ নদীতে গেলো। তারপর সেই লোহিত সাগর পার হবার মতোই ইস্রায়েল জাতি জর্দন নদী পার হবার পথ পেয়ে গেলো। সব ইস্রায়েলীয় নিরাপদে জর্দন নদী পার হয়ে সেই প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করলো।

পাঠ প্রসঙ্গ প্রায় চল্লিশ বছর পার হয়ে গেছে বারোটা গুপ্তচর প্রতিশ্রুত দেশে খোঁজখবর নিতে প্রবেশ করেছিলো। ইস্রয়েলীয়রা তখন বিশ্বাস করেনি যে ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়েদর পক্ষে যুদ্ধ করতে পারেন। এখন তাদের মধ্যে নতুন একটা প্রজন্ম তৈরী হয়েছে যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত আর তাদের নতুন নেতা যিহোশূয়ের নেতৃত্বে সেই প্রতিশ্রুত দেশে যাবার জন্য প্রস্তুত।

ঈশ্বরের উপস্থিতি, যা আগুনহয়ে রাতের আকাশে আর মেঘ হয়ে দিনের আকাশে দেখা দিতো, এখন চুক্তির সিন্দুক সহ রওনা দেওয়া ইস্রায়েলীয়েদর আগে আগে যেতে থাকলো। ঠিক যেমন ঈশ্বর মোশিকে লোহিত সাগর দু'ভাগ করতে নির্দেশনা দিয়েছিলেন, তেমনই ঈশ্বর যিহোশূয়কে জর্দন নদীকে দু'ভাগ করতে নির্দেশনা দেন। যিহোশূয় পুরোহিতেদর চুক্তির সিন্দুকসহ জর্দন নদীতে পাঠান আর জর্দন নদী দু'ভাগ হয়ে যায়।

ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের জর্দন নদীর মাঝখান থেকে বারোটা পাথর নিয়ে আসতে বললেন, আর সেগুলো দিয়ে প্রতিশ্রুত ভূমির নদীর পারে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটা স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করতে বললেন।

নূতন নিয়মের পাঠ্য: ঈশ্বর যোহন বাপ্তাইজককে গড়ে তুলেছিলেন ইস্রায়েলীয়দের সেই মুক্তিদাতার আসার ঘটনার জন্য প্রস্তুত করতে। যোহন বাপ্তাইজক এর একটা পথ হিসাবে মানুষকে জর্দন নদীতে বাপ্তিস্ম দিতেন। ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে যারা নিজেদের পাপকে উপলব্ধি করতে পারতো আর নিজেদের জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতো, তারা আসতো আর যোহন তাদের বাপ্তিস্ম দিতেন। ঈশ্বর যীশুকে জর্দন নদীতে যোহনের কাছে পাঠালেন, যাতে যীশু পুরোপুরি মানুষরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন। যীশু কোনো পাপ করেননি, তার কোনো প্রয়োজন ছিলো না প্রায়শ্চিত্ত করার ও বাপ্তিস্ম নেবার। কিন্তু, সব দুঃখকে নিজের কাঁধে নেবার জন্যই যীশু বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন যে বাপ্তিস্ম সব খ্রীষ্টানই নেবে বলে ঈশ্বর চান।

বাইবেল অধ্যয়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে?** ইস্রায়েলীয়রা প্রতিশ্রুত দেশের সীমানায় আসার প্রায় চল্লিশ বছর পর এই ঘটনা ঘটে। যেহেতু তাদের ঈশ্বরের শক্তির উপর বিশ্বাস ছিলো না, তাই তাদের চল্লিশ বছর ধরে সেই মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিলো। ঠিক তেমনই আমরা যখন ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করতে রাজী হই না, যখন আমরা বিদ্রোহ করি, আমরা তার ফলাফল ও পরিণতির শিকার হই। ঈশ্বরকে সাথে নিয়ে ভবিষ্যতের পথে চলতে বিশ্বাস ও সাহসের প্রয়োজন হয়। যাইহোক, খ্রীষ্টানদের কিন্তু ভবিষ্যতের পথে একাকী চলতে হয় না, তাদের সাথে পবিত্র আত্মার শক্তি থাকে, যা তাদের ভিতরে ও চারিপাশে কাজ করতে থাকে। বাইবেলের ঘটনাগুলো ও অন্যের দেওয়া সাক্ষ্যগুলো খ্রীষ্টানদের জন্য

"স্মৃতিস্তম্ভ" হিসাবে শক্তি যোগায় যে ঈশ্বর তাদের বিশ্বাস সহকারে ভবিষ্যতের পথ চলতে আহ্বান করছেন, সেই একই ঈশ্বর যিনি ইস্রায়েলীয়দের সাথে জর্দন নদী পার হবার সময় হেঁটেছিলেন।

- কাউকে শুধু "আরে, কোনো ভয়ই পাবেন না!"এমন কথা বলাটা যেমন তার তেমন কোনো উপকার করে না, তেমনি আপনার কাউকে বলা উচিৎ না, "বিশ্বাস আনুন।" বরং, কি কি পথ আছে বলে মনে হয় যেগুলোর মাধ্যমে ঈশ্বরে আস্থা ও বিশ্বাস আনতে খ্রীষ্টানরা একে অপরকে সাহায্য করতে পারে?
- যীশু যে আপনার মুক্তি আনার উদ্দেশ্যে বাপ্তিস্ম নেবার ও ক্রুশবিদ্ধ হবার জন্য আগ্রহী ছিলেন, এই ব্যাপারটা যীশুর ভালোবাসা সম্পর্কে আপনাকে কি বোঝায়?

- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** ঈশ্বরে আস্থা রাখা মানে হৃদয়ে ঈশ্বরের উপর ক্রমবর্ধমান বিশ্বাস থাকা। কারণ আমরাই প্রথম না যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখেছে, আমরা বাইবেল পড়লে দেখতে পাই অনেক মানুষ কিভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতে গিয়ে সফল অথবা বিফল হয়েছে। শেষপর্যন্ত আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখতে পারি এজন্য যে তার কোনো পরিবর্তন নেই। ঈশ্বর সর্বদাই পবিত্র, উত্তম এবং ভালোবাসায় পূর্ণ।
  - কেন সর্বদাই মানুষের সামনে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে চলে যাবার জন্য প্রলোভন অপেক্ষা করে, ঠিক সেই ইস্রয়েলীয়রা যেমন বারবার প্রলোভনে পড়েছিলো, এমনকি যীশুর সময়েও একই চিত্র দেখা যায়?
  - কেন আপনার মনে হয় যে কিছু মানুষ যখন প্রায়শ্চিত্তের আহ্বান শোনে তখন ঈশ্বরের ক্ষমা পাবার জন্য অধীর হয়ে থাকে, যেখানে অন্যরা ঈশ্বরের ক্ষমা পেতে অস্বীকৃতি জানায়?
- **হাত: কি ভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ দিতে পারি?** বাপ্তিস্ম আর প্রভুর ভোজ দু'টো ধর্মীয় রীতি, খ্রীষ্টানেদের জীবনে ঈশ্বরের অনুগ্রহ যে ভিতরে কাজ করছে, তার বাহ্যিক প্রকাশ বলা যায়। খ্রীষ্টানেদের খুবই বাস্তবধর্মীর বিশ্বাস থাকা উচিৎ, এমন বিশ্বাস, যার প্রকাশ ব্যাবহারিক জীবনে ঘটবে আর সেটা যীশুর জীবনকে আদর্শকেই মেনে চলবে। যখন আমরা আমাদের কাজকর্ম ও কথাবাতার্র মাধ্যমে ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাই, ঈশ্বরের রাজ্য তখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।
  - এই দু'টো ধর্মীয় রীতি ছাড়া আর কি কি পথ আছে যার মাধ্যমে খ্রীষ্টানরা সাক্ষ্য দিতে পারে যে ঈশ্বর তাদের জীবনে কাজ করেছেন?
  - এই সপ্তাহে আপনার পরিচিত কোন ব্যক্তির আপনার জীবনের খ্রীষ্টিয় সাক্ষ্য শোনার দরকার আছে?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ২৮ যিরীহো নগরীর পতন

পাঠের সাস্ত্রাংশ: যিহোশ ূয় ৬ অধ্যায়

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: ইফিষীয় ২:১—১০

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** আন› দ করুন যে ঈশ্বর প্রতিশ্রম্নতি রক্ষা করেন । যেহেতু এখন ই¯্রায়েলীয়রা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর তাঁর ে দয়া প্রতিশ্রম্নতি রক্ষা করেন, তারা ঈশ্বরের মহাশক্তিকে ে দখার অভিজ্ঞতা লাভ করে ।
- **হৃ দয়:** ঈশ্বরের শক্তি ও অনুগ্রহে যে খ্রীষ্টানরা মুক্তি পায় ও পাপের বিরুদ্ধে জয়ী হয় এটা জেনে উল্লাস করুন ।
- **হাত:** ঈশ্বরের আরাধনা ও প্রশংসা করা অবশ্যই খ্রীষ্টানে দর প্রতি ি দনের অভ্যাস হওয়া উচিৎ । নিয়মিত আরাধনা না করলে খ্রীষ্টানরা বড় রকমের আত্মিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়বে ।

একটি পে দ পাঠের শিক্ষা কেননা অনুগ্রহেই, বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ; এবং ইহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান; তাহা কর্মের ফল নয়, যেন কেহ শ্লাঘা না করে, ইফিষীয় ২:৮—৯ ।

পাঠের সার সংক্ষেপ ঈশ্বর ই¯্রায়েলীয়ে দর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে কনান ে দশটা তা ে দর । কিন্তু কনানীয়রা আগে ে থকেই সেখানে বাস করতো ।তার অ র্থ ই¯্রায়েলীয়ে দর সেই ভূমির জন্য যুদ্ধ করতে হবে । ঈশ্বর যেহেতু ই¯্রায়েলীয়ে দর পক্ষে ছিলেন তাই তারা জানতো যে তারা যুদ্ধে জিতবে । ই¯্রায়েলীয়ে দর জয় করা প্রথম শহরের নাম ছিলো যিরীহো । শহরটার চারি দক অনেক উঁচু প্রাচীর ি দয়ে ঘেরা ছিলো । সেই প্রাচীর প্রায় কুড়ি ফুট পুরু ছিলো । ঈশ্বর যিহোশ ূয়কে বললেন সব ই¯্রায়েলীয়ে দর নিয়ে সারিবদ্ধভাবে শহরটাকে ঘিরে ফেলতে । ছয়ি দন যাবৎ প্রতি ি দন একবার করে ই¯্রয়েলীয়রা শহরটার চারি দকে সারিবদ্ধভাবে চক্কর ি দতো । সপ্তম ি দনে তারা সাতবার শহরের চারি দকে চক্কর ি দলো । তখন, পুরোহিতরা তা ে দর ভেরী ফুঁকলেন, আর ই¯্রয়েলীয়রা বিশাল জোরে একটা যুদ্ধের গর্জন তুললো । তা ে দর সেই গর্জনের পর ঈশ্বর সেই প্রাচীরকে কাঁপাতে ও তাতে ফাটল ধরাতে শুরু করলেন । সা ে থ সা ে থ সেই প্রাচীরটা চূর্ণ বিচ ূর্ণ হয়ে মাটিতে মিশে গেলো ।

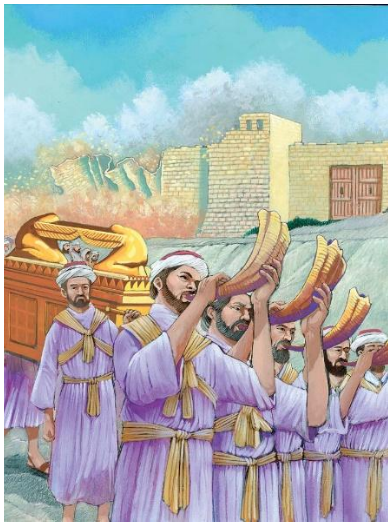

ছবি ে থকে শেখা:

- ১. **যিরীহো** ছিলো প্রতিশ্রুত ে দশে প্রবেশ করার পর ই ্রায়েলীয়ে দর মুখোমুখি হওয়া প্রথম সুরক্ষিত শহর । ঈশ্বর যিহোশ ূয়র কাছে একজন দ ূত পাঠিয়ে তাকে জানালেন যে ঈশ্বর এই শহরটা ইস্রায়েলীয়ে দর হাতে তুলে ে দবেন ।
- ২. **পুরোহিতরা ।** ঈশ্বর পুরোহিতে দর বলেছিলেন যিরীহো শহরের চারি দকে ছয়ি দন ধরে নিঃশব্দে সারিবদ্ধভাবে চলতে ।
- ৩. **চুক্তির সিন্দুকটা ।** পুরোহিতরা চুক্তির সিন্দুকটা সা ে থ নিয়ে শহরের প্রাচীরের চারি দকে সারিবদ্ধভাবে ঘুরতেন । চুক্তির সিন্দুকটা ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রতিনিধিত্ব করতো ।
- ৪. **ভেরী/তুরী ।** সপ্তম ি দনে পুরোহিতরা তা ে দর ভেরী/তুরী ও শিঙ্গাতে ফুঁ ি দলো ।
- ৫. **যিরীহো শহরের প্রাচীর ।** শহরের চারি দকে প্র দক্ষিণ করার সপ্তম ি দনে পুরোহিতরা তা ে দর ভেরী/তুরীতে ফুঁ ি দলেন আর অনেক জোরে গর্জন করলেন এবং ঈশ্বর সেই প্রাচীরটা ভেঙ্গে চুর্ন করে ি দলেন । এটা ই ্রায়েলীয়ে দর প্রতিশ্রুত ে দশ দখল করা কালীন সময় অনেক বিজয়ের মধ্যে প্রথম বিজয় ।

পাঠ প্রসঙ্গ জ র্দন ন দী পার হবার অল্প সময়ের মধ্যেই ই ্রায়েলীয়রা সেই প্রতিশ্রুত ে দশে প্রবেশ করলো । তারা যিরীহো শহরে আসলো যেটা পরে ঈশ্বরের সাহায্য জয় করা তা ে দর প্রথম শহর হবে । যিহোশ ূয় যেই শহরের কাছে গেলেন, ঈশ্বরের এক দ ূত তাকে বললো যে তিনি পবিত্র ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছেন ।

যেহেতু ঈশ্বর চাইতেন ই ্রায়েলীয়রা বুঝুক যে যুদ্ধ জয় করার শক্তি আসলে তা ে দর ছিলো তা নয় বরং সে শক্তি আসলে ঈশ্বরের, তাই তিনি তা ে দর প্রথম যুদ্ধের জন্য খুব বিচিত্র রকমের নি ে র্দশনা ি দলেন । অস্ত্র নিয়ে সেই মহর আক্রমণ করার ব দলে তারা সেই চুক্তির সিন্দুকটা সারিবদ্ধভাবে শহরের চারি দকে ঘুরলো, যা তা ে দর সা ে থ ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ ।

যিরীহো শহর একটা কৌশলগত অবস্থানে অবস্থিত ছিলো । এটা ই ্রয়েলীয়ে দর জন্য একটা গুরুত্বপ ূর্ণ প্রথম প দক্ষেপ ছিলো যখন তারা ঈশ্বরের আহ্বানে সেই প্রতিশ্রুত ে দশ জয় করার কাজ শুরু করেছিলো ।

নূতন নিয়মের পাঠ্য: খ্রীষ্টানদের একথা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে তাদের মধ্যে আসলে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও শক্তি কাজ করে, এবং এটা কোনোভাবেই তাদের নিজেদের ধার্মিকতা নয় যা ঈশ্বরের মহিমা নিয়ে আসে। খ্রীষ্টানদের জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা যেন গর্বিত না হয়, কিন্তু নম্র থাকে যখন ঈশ্বর শক্তিশালী পথে তাদের মধ্য দিয়ে কাজ করেন।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ুন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে?** খ্রীষ্টানেদর জন্য ঈশ্বরের বাক্যে আস্থা রাখাটা অপরিহার্য। ঈশ্বর খ্রীষ্টানদের বিভিন্ন পথে নির্দেশনা দিয়ে থাকেন, তার মধ্যে আছে বাইবেল, প্রার্থনা এবং অন্য খ্রীষ্টানরা। মাঝে মাঝে তারা বুঝতে নাও পারে যে কেন ঈশ্বর তাদের বিশেষ কোনো কাজ করতে আহ্বান করছেন, কিন্তু খ্রীষ্টানদের এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে ঈশ্বরের সেই বিজ্ঞতা ও শক্তি আছে যার দ্বারা তাদের মাধ্যমে তিনি মহৎ সব কাজ করতে পারেন, যদি তারা তাঁর বাধ্য থাকে।
    - পুরোহিতরা কি কি কারণ তাদের দেখিয়েছিলো বলে মনে হয় যাতে তারা চুক্তির সিন্দুকটা নিয়ে শহরের চারিদকের প্রাচীর প্রদক্ষিন না করে?
    - কি কি কারণে যিহোশূয় ঈশ্বরের আজ্ঞা বিশ্বাস করেছিলেন ও পালন করেছিলেন, যদিও সেই আজ্ঞাগুলো তেমন যুক্তিপূর্ণ মনে হচ্ছিলো না?
- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে?** ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা একজন খ্রীষ্টানের জন্য অপরিহার্য এক গুণ। এমন অনেক সময় আসতে পারে যখন ঈশ্বর তাদের আহ্বান করলেন এমন কাজে যা অস্বস্তিকর, আর ঈশ্বরের ভালোবাসা ও সহমর্মিতা দেখানোর জন্য তাদের কোনো ঝুঁকি নিতে বললেন। এই কারণে খ্রীষ্টানদের শুধু তাদের মনেই নয় বরং তাদের হৃদয়েও ঈশ্বরের আস্থা ও ভালোবাসা রাখা প্রয়োজন। কারণ খ্রীষ্টানরা কাজ করে তাদের হৃদয় দিয়ে।
    - ইস্রায়েলীয়দের দ্বিতীয় প্রজন্ম তাদের প্রথম প্রজন্মের কাছ থেকে ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতি বিশ্বস্ত থাকার ব্যাপারে কি শিখেছিলো বলে আপনার মনে হয়?

- কিভাবে খ্রীষ্টানরা তাদের জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান উপলব্ধি করতে পারে, কিভাবে তারা জানতে পারে যে ঈশ্বরের কন্ঠস্বর তাদের বিশেষ কোনো কাজ করতে আহ্বান করছেন?

- **হাত: কি ভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ ি দতে পারি?** ঈশ্বরকে অনুসরণ করা আমাে দর নেওয়া শধুমাত্র একটা আত্মিক সিদ্ধান্তই নয়, এটার একটা ব্যাবহারিক ি দকও এখানে নিহিত আছে । ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে, ঈশ্বর খ্রীষ্টানে দর আহ্বান করেন যীশুর হাত ও পা হতে । কখনও এটার অ র্থ নীরবে প্রা র্থনা করা, আবার অন্য সময়ে এর অ র্থ হবে মানুষের সামনে ঈশ্বরের পক্ষে দাঁড়ানো । অন্য খ্রীষ্টানে দর সাে থ ঈশ্বরের আরাধনা করা সবচেয়ে গুরুত্বপ ূর্ণ একটা ব্যবহারিক কাজ যা খ্রীষ্টানরা করতে পারে ।
  - ছোট ছোট এমন কিছু প দক্ষেপ কি কি হতে পারে যা খ্রীষ্টানরা নিতে পারে, যাতে তারা বিশ্বাসে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় আর সেই আস্থা ও বাধ্যতা আয়ত্বে আনতে পারে যা তাে দর বিশ্বাসের বড় প দক্ষেপ নিতে সাহায্য করবে?
  - কিভাবে পরিণত খ্রীষ্টানরা তরুণ খ্রীষ্টানে দর এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের কাজকে বোঝা বা উপলব্ধি করার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাে থ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ২৯ আখনের পাপ ও শাস্তি

পাঠের সাস্ত্রাংশ: যিহোশ ূয় ৭ অধ্যায়

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: মি থ ৬:১৯—৩৪

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** বুঝুন যে হৃ দয়ের পাপকে মানবিক শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রন করা যায় না, কিন্তু তার ছাপ খ্রীষ্টানের কাজে, মনোভাবে ও অন্যের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পড়বে ।
- **হৃ দয়:** বিশ্বাস করুন যে মানষের হৃ দয় পাপ ও ঈশ্বর, দু'জনেরই সেবা একসা ে থ করতে পারে না; যে কোনো একজনই তার শাসক হতে পারে ।
- **হাত:** অন্যকে ভালোবাসুন, কারন যখন খ্রীষ্টানরা তা ে দর বিশ্বাসকে কাজে রূপ ে দয়, সেটা একই সা ে থ ঈশ্বরের অনুগ্রহকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে েদয়, আর তা ে দর নিজে ে দর বিশ্বাসকেও শক্তিশালী করে তোলে ।

একটি পে দ পাঠের শিক্ষা কারণ যেখানে তোমার ধন, সেখানে তোমার মনও থাকিবে । মি থ ৬:২১ ।

প াঠের সার সং েক্ষপ তারা যিরীহো শহর জয় করার আগে ঈশ্বর তা ে দর বলেছিলেন যে তারা যেন সেই শহরের ম ূল্যবান সামগ্রীগুলো নিজে ে দর জন্য না নেয় । যে কোনো ম ূল্যবান জিনিষ তারা যেন ঈশ্বরের কোষাগারে রাখে । যিরীহো জয় করার পর ই ্রায়েলীয়রা অয় শহর জয় করতে যায় । ই ্রায়েলীয়রা সেখানে যুদ্ধে পরাজিত হয় আর তা ে দর অনেকজন মারা যায় । যিহোশ ূয় ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি কেন আমোরীয়ে দর দ্বারা ই ্রায়েলীয়ে দর ধ্বংস করালেন । ঈশ্বর তাকে বললেন ই ্রায়েলীযরা যিরীহো শহর ে থকে কিছু ম ূল্যবান জিনিষ সরিয়ে নেবার মাধ্যমে তাঁর অবাধ্য হয়েছে । যিহোশ ূয় তা ে দর সা ে থ কথা বলতে গেলেন । যখন তিনি আখনের সা ে থ কথা বললেন, আখন স্বীকার করলো সে কিছু সোনা, রুপা আর একটা সুন্দর আলখাল্লা সরিয়েছে। কিছু লোক আখনের তাবুতে গিয়ে দেখতে পেলো সেই মূল্যবান বস্তুগুলো পাটির নীচের গর্তে লুকানো আছে। আখন তার অবাধ্যতার শাস্তি পেলো। লোকেরা আখন, তার পরিবার ও পশুপালকে দূরে নিয়ে গেলো আর তারা না মরা পর্যন্ত তাদেও গায়ে পাথর ছুঁড়তে লাগলো।

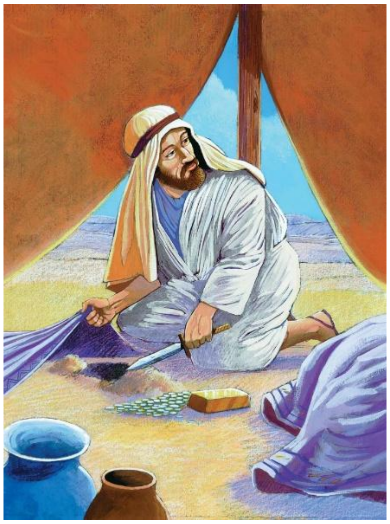

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **আখন** একজন ইস্রায়েলীয় ছিলো যে প্রতিশ্রুত দেশ জয় করার যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলো ।
- ২. **অর্থকড়ি ও ব্যাবিলনীয় আলখাল্লা।** ইস্রায়েলীয়রা যখন যিরীহো আক্রমণ করলো তখন ঈশ্বর তাদের বললেন তারা সেখানে অর্থকড়িসহ মূল্যবান যা কিছু পাবে তার সবটাই যেন ঈশ্বরের কোষাগারে জমা রাখে । আখন ঈশ্বরের আজ্ঞা অমান্য করে কিছু অর্থ ও একটা দামী আলখাল্লা তার নিজের জন্য রেখেছিলো । সে তার তাবুর মধ্যে একটা গর্ত করে সেগুলো লুকিয়ে রেখেছিলো ।
- ৩. **তার চুরি করা জিনিষগুলো লুকিয়ে রাখা।** যেহেতু আখন ছিলো লোভী আর সে ঈশ্বরের আজ্ঞা অমান্য করেছিলো তাই ঈশ্বর তাকে ও তার পরিবারকে শাস্তি দিয়েছিলেন ।

পাঠ প্রসঙ্গ ইস্রায়েলীয়রা শেষপর্যন্ত সেই প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করলো, আর ঈশ্বরের শক্তিশালী হাতের মাধ্যমে প্রতিশ্রুত দেশের প্রথম শহরটা জয় করলো । ঈশ্বর চাইতেন ইস্রায়েলীয়রা যেন একমাত্র ঈশ্বরে আস্থা রাখে আর সবসময় এটা মনে রাখে যে তাদের বিজয়গুলো ও তাদের শক্তি সবই ঈশ্বর থেকে আসে, কিছুই তাদের নিজেদের নয় । যিরীহো শহর ধ্বংস করার আগে ঈশ্বর তাদের যে আজ্ঞাগুলো দিয়েছিলেন তার একটা ছিলো তারা যেন সেখানকার অর্থকড়ি ও মূল্যবান কোনো বস্তু নিজেরা না রাখে, বরং তা ঈশ্বরের কোষাগারে জমা রাখে ।

আখন নামের একজন ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করেছিলো । যেহেতু একটা ছোট পাপকাজ দ্রুত আরো অনেক ও তার চেয়ে আরো বড় পাপের জন্ম দিতে পারে, তাই ঈশ্বর সেই পাপকে শাস্তির হাত থেকে বাঁচতে দিলেন না । ইস্রায়েলীয়রা যখন স্থির করলো তারা নিজেরাই যুদ্ধে যাবে, ঈশ্বর তাদের একটা পরাজয় উপহার দিলেন । এই পরাজয় ইস্রায়েলীয়দের থামিয়ে দিলো আর তারা কারণ বের করার চেষ্টা করলো যে কেন ঈশ্বর তাদের আর বিজয়ী করছেন না ।

ঈশ্বর যখন আখনের পাপকে উন্মোচন করলেন, তিনি যিহোশূয়কে নির্দেশনা দিলেন যে কিভাবে তার পাপের পরিণতিকে আটকানো যেতে পারে । ইস্রায়েলকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে করা বিদ্রোহের মোকাবেলা করতেই হতো যাতে সেই বিদ্রোহ আরো বড় আকার ধারণ না করতে পারে, আর ইস্রায়েল ভিতরে ভিতরে ধ্বংস হয়ে যায় ।

নূতন নিয়মের পাঠ্য: যীশু শিক্ষা দেন যে মানুষ দু'জন প্রভুর সেবা করতে পারে না। অতএব, খ্রীষ্টানরা শুধু যীশুকে তাদের হৃদয়েই আমন্ত্রন জানাবে তাই নয়, কিন্তু যীশুকে তাদের হৃদয়ের একমাত্র শাসকও বানাবে, তাদের হৃদয়কে পাপ থেকে পরিষ্কার কোরে। যীশুকে আমাদের হৃদয়ের এক"ছত্র অধিপতি বানাতে চাইলে আমাদের সব প্রয়োজন যে ঈশ্বরই মেটাবেন, এই বিশ্বাস করা অবশ্যই শিখতে হবে।

দশ আজ্ঞার পথ: যেহেতু ঈশ্বরই সমস্ত ভালো জিনিষ আমাদের দিয়ে থাকেন, তাই আমাদের সেই জিনিষগুলোকে অবশ্যই সন্মান জানাতে হবে যা তিনি আমাদের এবং অন্যেদের দিয়ে থাকেন। পুরাতন নিয়মের প্রসঙ্গে বলা যায়, সেখানে চুরির। উপর নিষেধাজ্ঞা খুবই ব্যাপক। এর আওতায় পড়ে অন্যের জিনিষ ও মানব সম্পদ নিয়ে নেওয়া এবং কর্মীদের বেতন আটকে দেয়া।

চুরি করা অপরাধ, এটা বলা হলেও বাইবেল উপলব্ধি করে যে লোভের কারণে চুরি করা আর পেটের দায়ে চুরি করার মধ্যে পার্থক্য আছে (দেখুন হিতোপদেশ ৬:৩০—৩১)। তবে যাইহোক, কেউ যদি। পেটের দায়েও চুরি করে থাকে, তবে সেই চোরকেও তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

- **মাথা:** লোভ কেন মানুষের জীবনে এতো শক্তিশালী একটা প্রেরণা দাতা?
- **হৃদয়:** কিভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, একজন খ্রীষ্টানের হৃদয়ে লোভ থাকার অর্থ হলো সেটা ঈশ্বরের প্রতি তার অসন্তুষ্টির একটা বহিঃপ্রকাশ?
- **হাত:** একজন খ্রীষ্টানের তার জীবনে লোভের শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য কি কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ?

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** খ্রীষ্টানরা যা চিন্তা করে ও আকাঙ্খা করে, তা তা েদর কাজে ও অন্যের সা ে থ সম্পর্কের মাঝে প্রকাশ পায় । যি দও একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ের ভাবনা বা অনুভুতিগুলো, যেমন হত্যাকান্ড, তেমন কোনো বাহ্যিক প্রকাশ ঘটায় না, তারপরও সেগুলো অন্য কোনো পে থ প্রকাশ পায় । আখনের বেলায়, সে বিশ্বাস করতো যে সে তার লোভ ও ঈশ্বর বিরোধিতাকে লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে । যাইহোক, যীশু ন ূতন নিয়মে যেমন বলেছেন যে একজন মানুষের জীবনে কেবল মাত্র একজন প্রভুই থাকতে পারে, সেটাই ঠিক । আহন পাপকে তার প্রভু হতে ি দয়েছিলো, আর সে তার কর্মকান্ডের জন্য চরম মাশুল ি দয়েছিলো ।
    - কেন আপনার এটা মনে হয় যে শয়তান শুধুমাত্র একজনের হৃদয়ে অবস্থান করেই পরিতৃপ্ত হয় না, কিন্তু সে সেই ব্যাক্তির কাজে ও অন্যের সাথে সম্পর্কের মাঝে তার বহিঃপ্রকাশ দেখতে চায়?
    - কি কি এমন পথ আছে যার মাধ্যমে খ্রীষ্টানরা তা ে দর হৃ দয়কে সেরকম অনুভুতি, চিন্তা ও আকাংখা লালন করা ে থকে সুরক্ষা ি দতে পারে য তা ে দর ও অন্যে দর ক্ষতি করতে পারে
- **হৃ দয়: আমা ে দর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** খ্রীষ্টানে দর পুরোপুরি ঈশ্বরের প্রতি নিবে ি দত হতে হবে । হতে পারে খ্রীষ্টানরা সর্ব দাই ছোট ছোট কিছু ব্যাপারে আপোস করার জন্য প্রলোভিত হবে, কিন্তু তা ে দর অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতি পুরোপুরি নিবে ি দতপ্রাণ হতে হবে, যাতে ঐ সব ছোট ছোট আপোষগুলো তা ে দর জীবনে শিকড় গেড়ে না বসতে পারে । শয়তান কখনোই খ্রীষ্টানের হৃ দয়ের অংশ হয়েই খুশী থাকতে চায় না, সে খ্রীষ্টানের পুরো জীবনকে সংক্রমিত করতে চায় । তাই ঈশ্বরকে আমা ে দর হৃ দয়ের প্রভু হিসাবে প্রতিষ্ঠা করাটা খুবই গুরুত্বপ ূর্ণ ।
    - আখনের জীবনে লোভ যেমন তাকে চুরি করার ি দকে ঠেলে ি দয়েছিলো, তেমন আর কি কি পাপকাজ আমরা বহি:প্রকাশ হিসাবে ে দখতে পাই যা আসলে কারো হৃ দয়ের মাঝে ছিলো?
    - কেন খ্রীষ্টানরা এই বিশ্বাস করতে প্রলোভিত হয় যে, ঈশ্বর তা ে দর যা যা প্রয়োজন তা প ূর্ণ করবেন না?
- **হাত: কি ভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ ি দতে পারি?** ঠিক যেমন একজনের হৃ দয়ে বাস করা পাপ বাইরে কাজে রুপ নিতে পারে, তেমনই একজন খ্রীষ্টানের স্বার্থহীন ব্যাবহারিক কাজ তার হৃ দয়কে ঈশ্বরের ও মানুষের জন্য ভালোবাসায় বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করতে পারে । খ্রীষ্টানে দর জন্য বাইবেল পাঠ এবং সহমর্মিতাপ ূর্ণ কাজ, এই ধরণের অভ্যাস ও চচার্ গড়ে তোলাটা গুরুত্বপ ূর্ণ, যা তা ে দর হৃ দয় ও শরীর দু'টোকেই ঈশ্বরের বাধ্য হবার ব্যাপারে সাহায্য করবে ।
    - এমন কি কি ভাল অভ্যাস আছে যেগুলো সব খ্রীষ্টানেরই চচার্ করা উচিৎ?
    - কিভাবে বিশ্বস্ত, পরিণত খ্রীষ্টানরা নবীন খ্রীষ্টানে দর তা ে দর খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের জন্য উপকারী অভ্যাস ও ধরণ তৈরীতে সাহায্য করতে পারে?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ ে থকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসা ে থ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৩০ গিদিয়োন আর মিদিয়োনীয়রা

পাঠের সাস্ত্রাংশ: বিচারকর্ত্তৃগণ ৭:১—২২

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: ইব্রীয় ১১:৩২-৪০

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** বিশ্বাস করুন ঈশ্বরের শক্তি ও জ্ঞান মানুষের শক্তি ও জ্ঞানের চেয়ে বড়।
- **হৃদয়:** বুঝুন যে ঈশ্বরে বিশ্বাস মানে ঈশ্বরের আজ্ঞা মেনে চলা, এমনকি যখন সেগুলোকে খুব একটা যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হয়না তখনও।
- **হাত:** মনোযোগী থাকুন সেই সব পথের দিকে যে পথগুলো দিয়ে ঈশ্বর অন্যেদর মাধ্যমে আমাদের জীবনে ঈশ্বরের ই"ছা ও নির্দেশনাকে নিশ্চিত করবেন।

একটি পদ পাঠের শিক্ষা আর সেই রাত্রিতে সদাপ্রভু তাঁহাকে কহিলেন, উঠ, তুমি নামিয়া শিবিরের মধ্যে যাও; কেননা আমি তোমার হস্তে তাহা সমর্পণ করিয়াছি, বিচারকর্ত্তৃগন ৭:৯।

পাঠের সার সংক্ষেপ ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়েদর উপর ক্রুদ্ধ হলেন যখন তারা কনানীয় দেবতার আরাধনা করা শুরু করলো। তাই ঈশ্বর মিদিয়োনীয় লোকেদর ইস্রায়েলীয়েদর দখল করে নিতে দেন। ইস্রায়েলীয়রা তাদের পাপের জন্য দুঃখিত হলো। তারা ঈশ্বরকে আহ্বান জানালো যেন তিনি তাদের ক্ষমা করেন ও মিদিয়োনীয়েদর হাত থেকে বাঁচান। ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়েদর কথা শুনলেন এবং গিদিয়োনকে নিবার্চন করলেন মিদিয়োনীয়েদর শিবিরে আক্রমণ করার জন্য। গিদিয়োন ভয় পেলেন যখন ঈশ্বর তাকে তিন হাজার সৈন্যর একটা দল নিয়ে মিদিয়োনেদর শিবির আক্রমণ করতে বললেন। কিন্তু গিদিয়োন জানতেন যে ঈশ্বর তার সাথে থাকবেন। মিদিয়োনীয়েদর সৈন্যদল সংখ্যায় এতোই বিশাল ছিলো যে গিদিয়োন রাতের বেলায় তাদের শিবির আক্রমণ করার চিন্তা করলেন। গিদিয়োন তার প্রতিটা সৈন্যকে একটা ভেরী, একটা পাত্র আর একটা মশাল দিলেন। গিদিয়োনের সৈন্যরা সেই শিবিরে পৌঁছানোর পর তারা তাদের পাত্র ছুঁড়ে ফেললো, তাদের ভেরী বাজালো আর তাদের মশাল উঁচু করে ধরলো। মিদিয়োনীয়রা এতোটাই ভয় পেয়ে গেলো যে তারা হতভম্ব হয়ে গেলো আর শেষ পর্যন্ত নিজেরাই নিজেদের হত্যা করতে আরম্ভ করলো। পরে, গিদিয়োন ইস্রায়েলের বিচারকেদর একজন হিসাবে মনোনীত হন।

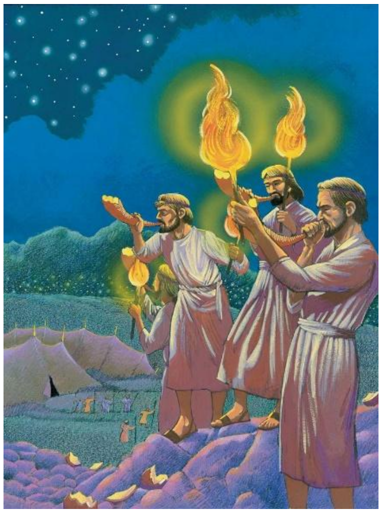

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **মিদিয়োনীয়দের শিবির।** ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের সেই প্রতিশ্রুত দেশে স্থিতু করলেন। তবে, তাদের পরবর্তী প্রজন্ম ঈশ্বরকে একমাত্র সত্য ঈশ্বর বলে আর অনুসরণ করলো না, কিন্তু আরো অনেক মিথ্যে দেবতার সেবা করলো। তাই ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের মিদিয়োনীয়দের হাতে তুলে দিলেন। মিদিয়োনীয় সৈন্যরা প্রতিশ্রুত দেশে শিবির স্থাপন করলো।
- ২. **ইস্রায়েল** জাতি মিদিয়োনীয়দের হাতে নির্যাতিত হবার কথা কেঁদে কেঁদে ঈশ্বরকে জানালো। ঈশ্বর গিদিয়োন নামে এক ব্যাক্তির সাথে কথা বললেন, আর তাকে আহ্বান জানালেন ইস্রায়েলীয়দের হয়ে মিদিয়োনীয়দের বিপক্ষে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিতে। ঈশ্বর গিদিয়োনকে তার সাথে মাত্র ৩০০ জন সৈন্য নিতে দিলেন। মাঝ রাতে তারা মিদিয়োনীয়দের আক্রমণ করলো, কিন্তু আপনি যেমন ভাবছেন তেমন ধরণের কোনো সৈন্য আক্রমণ সেটা ছিলো না। ঈশ্বর গিদিয়োনকে জানালেন যে মিদিয়োনীয়রা এমনিতেই ইস্রায়েলীয়দের নিয়ে ভয়ে আছে।
- ৩. **ভেরী/তুরী।** গিদিয়োন তার ৩০০ জন সেনাকে তিন ভাগে বিভক্ত করলেন আর তারা মিদিয়োনীয়দের শিবিরের চারিদিকে ঘিরে ফেললো। তারপর সবাই একসাথে ভেরী বাজিয়ে চীৎকার করে বলতে লাগলো, “ঈশ্বরের জন্য এবং গিদিয়োনের জন্য!”
- ৪. **ভাঙ্গা পাত্র।** গিদিয়োন তার লোকেদের আরো নির্দেশনা দিয়েছিলেন তাদের পাত্রগুলো মাটিতে আছাড় দেবার জন্য, যাতে অনেক জোরে শব্দ হয়।
- ৫. **মশাল।** মশাল উঁচু করে ধরে তারা চীৎকার করে বললো,“ঈশ্বরের জন্য একটা তরবারি আর গিদিয়োনের জন্য একটা!”
- ৬. **মিদিয়োনীয়রা ভেরীর শব্দ,** চীৎকার এবং পাত্র ভাঙ্গার শব্দে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো। তারা তাদের অস্ত্র নিয়ে একে অপরের উপর আক্রমণ শুরু করলো, আর শিবির ছেড়ে পালালো। এইভাবে ঈশ্বর মাত্র ৩০০ সৈন্যের দ্বারা সেই শক্তিশালী মিদিয়োনীয়দের কবল থেকে ইস্রায়েলীয়দের বাঁচিয়েছিলেন।

পাঠ প্রসঙ্গ ঈশ্বর তাঁর দাস যিহোশূয়র মাধ্যমে ইস্রায়েলীয়দের প্রতিশ্রুত দেশে ভালোভাবেই প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন। যিহোশূয়র মৃত্যুর পর ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের জন্য দিলেন বিচারকর্তৃগনদের, যাঁরা তাদের ঈশ্বরের পথে চলায় নেতৃত্ব দেবেন। কিন্তু ইস্রায়েলীয়রা ও বিচারকগনের অনেকেই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো আর মিথ্যে দেবতাদের আরাধনা করতে লাগলো। ঈশ্বরের সাথে তাদের হওয়া চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত না থাকার কারণে ঈশ্বর বাইরের সৈন্যদের সুযোগ দিলেন ইস্রায়েলীয়দের হয়রানি করতে ও সমস্যায় ফেলতে। ইস্রায়েলীয়রা তখন

চীৎকার করে ঈশ্বরের কাছে তাদের মুক্ত করার জন্য আবেদন জানালো, আর ঈশ্বর তাদের জন্য একজন নতুন নেতাকে জাগিয়ে তুললেন।

গিদিয়োন সেই বিচারকেদরই একজন ছিলেন। ঈশ্বর গিদিয়োনকে আহ্বান করলেন ইস্রায়েলীয়েদর মিদিয়োনীয়েদর হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য, যিদও গিদিয়োন ইস্রায়েলীয়েদর শক্তিশালী কোনো জাতির সদস্য ছিলেন না। যাই হোক ঈশ্বর তাঁর একজন দূতকে পাঠালেন গিদিয়োনের কাছে তার জীবনে ঈশ্বরের আহ্বানকে নিশ্চিত করার জন্য।

গিদিয়োন তখন মিথ্যে দেবতাদের বেদী ভেঙ্গে দেবার মধ্যে দিয়ে ইস্রায়েলীয়েদর আবার ঈশ্বরের পেথ ফেরানোর কাজে নেতৃত দেওয়া শুরু করলেন। যিদও মাঝে মধ্যে তিনি সন্দেহ করতেন যে ঈশ্বর তাকে শেষপর্যন্ত সাফল্য দেবেন কি না, ঈশ্বর তাকে মাঝে মাঝেই তাঁর নিশ্চিত সহোযোগীতার চিহ্ন দেখাতেন, যাতে গিদিয়োন তার লক্ষ্যে স্থির থাকেন।

ইস্রায়েলীয়রা যখন মিদিয়োনীয়েদর হাতে বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হি"ছলো, ঈশ্বর তখন গিদিয়োনকে পাঠালেন এমন কৌশলে শত্রুদের সাথে লড়তে যা দেখে ইস্রয়েলীয়রা বুঝতে পারে যে ঈশ্বর একাই তাদের শত্রুদের হাত থেকে মুক্ত করেছেন, তাদের নিজেদের কোনো শক্তিতে তা ঘটেনি।

নূতন নিয়মের পাঠ্য: ইব্রীয় পুস্তকের যিনি লেখক তিনি গিদিয়োনকে ঈশ্বরে বিশ্বাসী নর বা নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠেদর একজন হিসাবে উল্লেখ করেছেন, যিনি ঈশ্বরের আজ্ঞা মানতেন। গিদিয়োন ইস্রায়েলীয়েদর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন একটা তরবারী পর্যন্ত না তুলে সেই বিদেশী সৈন্যেদর পরাজিত করার অভিযানে, তাদেরদুর্বলতাই তাদের শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিলো।" (ইব্রীয় ১১:৩২)

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** ঈশ্বর আপনাকে কি করতে বলছেন সে ব্যাপারে সন্দেহ থাকাটা ভুল নয় বা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ঈশ্বর জানেন যে এই আহ্বানগুলো অনেক সময়ই আমাদের কাছে ভীতিকর বা অযৌক্তিক লাগতে পারে (মাত্র ৩০০ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধেও মাঠে যাবার মতো)। গিদিয়োনের বিচারক থাকাকালীন সময়ের একটা নিয়ম তার ছিলো যে তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে চিহ্ন চাইতেন কোনো ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্য। ঈশ্বর গিদিয়োনের নিন্দা বা সমালোচনা করেননি এসব অনুরোধের জন্য, বরং ঈশ্বর নিশ্চিতকরন চিহ্ন দিয়েই তার উত্তর দিতেন। খ্রীষ্টানেদর মাঝে মাঝেই ঈশ্বরের নিশ্চিতকরন চিহ্নর প্রয়োজন হয়, কারণ ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও বিজ্ঞতা মানুষের পরিকল্পনা বা জ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশী উঁচু মানের।
    - হতেই পারে আপনার চিহ্নগুলো গিদিয়োনের চিহ্নগুলোর মতো অতটা চিত্তাকর্ষক নয়, কিন্তু ঈশ্বর কিভাবে আপনার কাছে নিশ্চিতকরন চিহ্ন পাঠিয়েছেন, যা আপনার জীবনে ঈশ্বরের ভালোবাসা ও নির্দেশনার নিশ্চিত করে?
    - খ্রীষ্টানরা কেন এটা বিশ্বাস করতে প্রলোভিত হতে পারে যে তাদের বিজয়টা তাদের নিজেদের শক্তিতেই এসেছে, ঈশ্বরের শক্তিতে নয়?
- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** প্রায়শঃই ঈশ্বর খ্রীষ্টানেদর এমন ধরনের কাজ করার আহ্বান করেন যা তাদের কাছে ভীতিকর বলে মনে হয়। সেটা হয়তো কোনো সৈন্যদল নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার মতো কিছু নয়, কিন্তু সেটা হতে পারে চাকরি পরিবর্তন, ঝগড়া হয়েছে এমন কারো সাথে সম্পর্ক জোড়া লাগানো, অথবা কাউকে পরামর্শ দেবার কাজ। একজন খ্রীষ্টানের মনে জেগে ওঠা প্রতিটা ইচ্ছাই যে ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে, তা কিন্তু নয়। খ্রীষ্টানেদর উচিৎ তাদের উপলব্ধি বোধ ব্যাবহার করা ও ঈশ্বরকে নিশ্চয়তা দেবার জন্য বলা যে তারা যেট ভাবছে সেটা আসলেই ঈশ্বরের কাছ থেকে আসছে কি না। তবে শেষপর্যন্ত, নিশ্চয়তা পেয়ে যাবার পর খ্রীষ্টানকে বাধ্য হতে হবে, এমনকি যিদ ঈশ্বরের আহ্বানটা ভীতিকর বলে মনে হয়, তাও।
    - কেন ঈশ্বর খ্রীষ্টানদের আহ্বান করবেন তাদের নিরাপদ অবস্থান থেকে বের হয়ে এমন অবস্থার মধ্যে যেতে, যার জন্য তারা পুরোপুরি প্রস্তুত নয়?
    - ঈশ্বর যিদ মানুষকে শুধু এমন কাজের জন্যই আহ্বান জানাতেন যা তাদের জন্য আরামদায়ক, তাহলে কি সমস্যা হতো?
- **হাত: কি ভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ দিতে পারি?** এমন সময় আসে যখন ঈশ্বর খ্রীষ্টানেদর আহ্বান করেন বিশ্বাসের সাথে পা বাড়াতে। তার মানে যে একেবারে অন্ধভাবে অথবা আবেগপূর্ণভাবে পা বাড়াতে হবে, তা কিন্তু নয়। ঈশ্বর তাদের কাছে নিশ্চয়তার চিহ্ন পাঠাবেন। খ্রীষ্টানেদর কাছে বাইবেল আছে যা তাদের দেখাবে ঈশ্বর সেই সময় কি কি পেথ অন্যেদর আহ্বান করতেন। এটা তাদের উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে যে তারা যে আহ্বানটা অনুভব করছে সেটা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসছে কি না।
    - আপনার জন্য পাঠানো ঈশ্বরের বাতার্ শোনার জন্য আপনার জীবনে কি কি অভ্যাস থাকা প্রয়োজন?
    - যখন আপনি মনে করেন আপনি আপনার জন্য ঈশ্বরের বাতার্ শুনছেন, আপনি কি কি পদক্ষেপ নিতে পারেন সেটা উপলব্ধি করার জন্য যে সেটা সত্যিই ঈশ্বরের আহ্বান কি না?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?

- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৩১ দলিলা শিম্শোনকে ফাঁদে ফেললো

পাঠের সাস্ত্রাংশ: বিচারকর্ত্তৃগণ ১৬:৪—৩১

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: যাকোব ৪:১-১০

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** অনুপ্রাণিত হোন, একজন খ্রীষ্টান যদি বিদ্রোহী এবং অবিশ্বস্ত হয় কিন্তু যদি চিৎকার করে কেঁদে কেঁদে অনুশোচনা পূর্ণ হৃদয় নিয়ে আসে, তাহলে ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করে দেন।
- **হৃদয়:** সতর্ক থাকুন, প্রতিটি মানুষই সবসময়ই ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির চেয়ে মানুষের প্রতিশ্রুতিকেই বেশী ভালোবাসতে প্রলুব্ধ হয়।
- **হাত:** ঈশ^রের জ্ঞান লাভের চেষ্টা করুন, ঈশ্বর প্রতিটি ব্যাক্তিকেই সময়, প্রতিভা ও সম্পদ িদয়েছেন। ঈশ্বর আশা করেন প্রতিটি খ্রীষ্টানই তা েদর উপর অর্পিত গুণাবলীর সঠিক ব্যবহার করবে।

একটি পেদ পাঠের শিক্ষা প্রভুর সাক্ষাতে নত হও, তাহাতে তিনি তোমাদিগকে উন্নত করিবেন, যাকোব ৪:১০।

প াঠের সার সংেক্ষপ ই ্রায়েলীয়েদর মধ্যে শিম্শোন নামে একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি সবার চেয়ে বেশী শক্তিশালী ছিলেন। ঈশ্বর তাকে গুণ হিসাবে িদয়েছিলেন শক্তি। পলেষ্টীয়রা ই ্রায়েলীয়েদর শত্রু ছিলো, আর তা েদর অনেকেই শিমশোনকে পছন্দ করতো না। পলেষ্টীয়রা জানতো যে শিমশোন দলিলা নামের এক মহিলাকে ভালোবাসেন। তাই তারা দলিলাকে বললো যে সে যিদ বুদ্ধি খাটিয়ে তার এই শক্তির রহস্য উদঘাটন করতে পারে তাহলে তারা তাকে টাকাপয়সা েদবে। দলিলা শিম্শোনকে অনুরোধ করলো তার শক্তির রহস্য তাকে বলার জন্য। শেষপর্যন্ত শিমশোন তাকে বলে যে কেউ যিদ তার চুল কেটে েদয় তাহলে সে তার শক্তি হারাবে। দলিলা পলেষ্টীয়েদর সেকথা জানাতেই তারা সেই রাতেই শিমশোনের চুল কেটে েদয়। তারপর তারা তার চোখ উপড়ে ফ্যালে ও তাকে মন্দিরের থামের সা েথ বেঁধে রাখে। একজন চাকর শিমশোনকে সেই থামের কাছে নিয়ে যায় যে থামগুলোর উপর মি›দরটা দাড়িয়ে আছে। শিমশোন ঈশ্বরের কাছে শেষ একবারের জন্য তার শক্তি ফেরত চাইলেন। তখন শিমশোন সেই থামগুলো ঠেলতে লাগলেন, যতক্ষন পর্যন্ত না সেই মি›দর ভেঙ্গে পড়লো। শিমশোনসহ অনেক পলেষ্টীয়রা তখন মারা যায়।

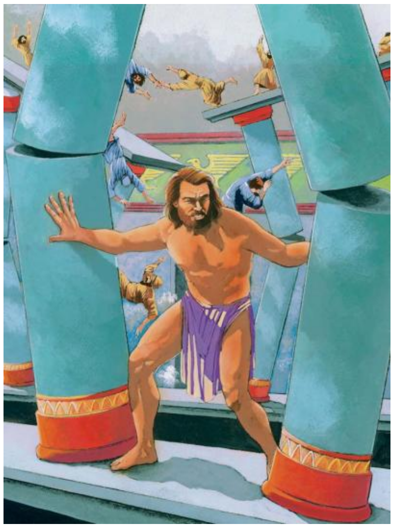

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **শিম্শোন** মিশরের একজন শাসক ছিলেন, আর পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ ছিলেন। ঈশ্বর তাকে সেই শক্তি দিয়েছিলেন আর নির্দেশ দিয়েছিলেন কখনও তার চুল না কাটতে। কেউ যদি তার চুল কেটে দেয়, তাহলে তার সেই শক্তি চলে যাবে। ঈশ্বর শিম্শোনকে আশীর্বাদ করেছিলেন, কিন্তু শিম্শোন মাঝে মাঝেই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসতেন।
- ২. **পলেষ্টীয়রা** ইস্রায়েলীয়েদের শত্রু ছিলো। তারা শিমশোন ঘুমন্ত অবস্থায় থাকাকালে তার চুল কেটে নেয় আর তাকে আটক করে। তারা তাকে আটক করার পর তার চোখ উপড়ে ফ্যালে ও তাকে নিয়ে উপহাস করে।
- ৩. **দাগোন মন্দির** তারা দাগোন মন্দিরে তাদের উপহার উৎসর্গ করতে যাবার সময় শিম্শোনকেও সাথে নিলো তাকে নিয়ে মজা করার জন্য।
- ৪. **থামগুলো।** শিমশোন অনুমতি চাইলেন মন্দিরের থামের কাছে গিয়ে বিশ্রাম নিতে। তারপর তিনি ঈশ্বরের কাছে শেষবারের মতো তার সেই বিশেষ শক্তি ফেরত চাইলেন, যাতে তিনি পলেষ্টীয়েদের শাস্তি দিতে পারেন। ঈশ্বর তার প্রার্থনায় সাড়া দিলেন আর শিমশোন সেই মন্দির ধ্বংস করে দিলেন ও অনেক পলেষ্টীয়কে হত্যা করলেন।

পাঠ প্রসঙ্গ যিহোশূয় ইস্রায়েলীয়েদের প্রতিশ্রুত দেশ জয় করার পথে নেতৃত্ব দেবার পর বিচারকগন ইস্রায়েল শাসন করেছিলেন। কিছু বিচারকগণ ঈশ্বরকে সন্মান করেছিলেন কিছু বিচারক করেন নি। সেই বিচারকগণের মতই ইস্রায়েলীয়রা মাঝে মাঝে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলো আবার মাঝে মাঝে বিশ্বস্ত ছিলো না। যখন তারা অথবা তাদের বিচারকগন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতেন না, ঈশ্বর তখন তাদেরকে শত্রুর হাতে তুলে দিতেন। ইস্রায়েলীয়রা তখন ঈশ্বরের কাছে চীৎকার করে কান্নাকাটি করত এবং মুক্তির জন্য প্রার্থনা করত। ঈশ্বর তখন তাদের উদ্ধার করতেন ও তারপর তারা বেশ কিছুদিনের জন্য ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতেন। এরকম অনেক বারই ঘটেছিল।

শিম্শোন ছিলেন বিচারকর্তৃগি পুস্তকে উল্লেখিত বিচারকদের সর্বশেষ জন, তারপর রাজারা ইস্রায়েল শাসন করা শুরু করেন। যদিও শিম্শোনের বাবা—মা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন, শিমশোন কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন না। ঈশ্বর শিম্শোনকে বিশাল শক্তি দিয়েছিলেন কিন্তু

শিমশোন তার জীবনের মধ্যে িদয়ে ঈশ্বরকে সম্মান করেন নি। তার অনেক পাপ শুধুমাত্র ঈশ্বরকেই কষ্ট দেয়নি, সেই পাপগুলো শিমশোনকে পলেষ্টিয়েদের কাছে আরো বেশী অপছে⁝দর মানুষ করে তোলে।

যদিও শিম্শোন শারীরিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন, পলেষ্টিয়রা শিম্শোনের দুর্বল নৈতিক চরিত্রের সুযোগ নিতে পারেতা। দলিলা নামক একজন মহিলা, যাকে শিম্শোন ভালোবাসতেন, তার কাছ থেকে তারা শিম্শোনের শক্তির রহস্য জানতে পারেলা। শিম্শোন যখন ঘুমাচ্ছিলেন তখন তারা তার চুল কেটে ফেলেন আর তাকে শক্তিহীন করে দেন। শক্তিবিহীন শিম্শোন পলেষ্টীয়েদর একজন চাকরে পরিণত হন, আর তারা শিম্শোনকে উপহাস করতে থাকে। একদিন পলেষ্টীয়রা যখন তাদের মিথ্যে দেবতাদের সামনে শিম্শোনকে নিয়ে মজা করছিল তখন শিম্শোন ঈশ্বরের কাছে তার শক্তি ফিরিয়ে দেবার জন্য প্রার্থনা জানান, যাতে তিনি পলেষ্টীয়েদর উপর প্রতিশোধ নিয়ে ঈশ্বরের জন্য সম্মান আনতে পারেন।

নতুন নিয়মের পাঠ্য: আপনি একজন খ্রিষ্টান হয়েছেন বলেই আপনি নিখঁুত হয়ে গেছেন তা নয়। বরং ঈশ্বর খ্রিস্টানদের আহ্বান জানিয়েছেন তাদের জীবন যেন আত্মিকভাবে এবং নম্রতায় সবসময়ই বেড়ে উঠতে থাকে। খ্রিস্টানদের জীবনের একটা মানদণ্ড হেলা অন্যদের সঙ্গে একসাথে চলার ক্ষমতা। খ্রীষ্টানেদর সম্পর্কগুলো তখন প্রতিকূলতার মধ্যে পড়ে এবং বিবাদ আর কষ্টই সেটার বৈশিষ্ট্য হয়ে যায়, যখন তারা আবারো পাপময় চিন্তা এবং আচার ব্যবহারের মধ্যে ফিরে যায়। যদিও খ্রিস্টানদের মধ্যে একে অপরের সঙ্গে বিতর্ক বাধতেই পারে কিন্তু তাদের উচিত এগুলোকে ভালোবাসা ও দয়ার সঙ্গে মোকাবেলা করা এবং এই মতভেদগুলো যেন তাদের সম্পর্ক নষ্ট না করতে পারে সেটা নিশ্চিত করা।

দশ আজ্ঞা পথ: যদিও ৯ নম্বর আজ্ঞার ভাষা বিচারবিভাগীয় ধরনের এই আজ্ঞাটা শুধুমাত্র বিচারকার্যের জন্যই নয় বরং এর আরো বড় পরিধির অর্থ আছে। খ্রিস্টানরা এমন একজন ঈশ্বরের সেবা করে যিনি সবদিক থেকেই সত্যনিষ্ঠ কাজেই খ্রিস্টানদের সবদিক দিয়েই সত্যনিষ্ঠ হতে হবে।

বাইবেলের এই অধ্যায়ে আমরা দেখি দোলিয়া এবং শিম্শোন দুজনে মিথ্যে কথা বলছে দলিলা মিথ্যে বলছে শিম্শোনকে ভয় দেওয়ার জন্য সে দেখতে চাচ্ছে শিম্শোন তার প্রতি বিশ্বস্ত কিনা আর শোন তার সাথে মিথ্যাচার করছে তাকে মিথ্যে তথ্য দেবার মাধ্যমে। কি বিয়োগান্তক একটা সম্পর্ক এখানে আমরা দেখছি যেখানে দুজনে একে অন্যের সাথে মিথ্যাচার করছে!

মি‌থ্যে অনেক রকম রূপ নিতে পারে। হতে পারে যে কেউ ই‌ে"ছ করে আরেকজনকে কিছু বললো যা সত্যি নয়। আবার মি‌থ্যে গুজবের মাধ্যমেও ছড়াতে পারে, যখন কেউ পাত্তা ি‌দে"ছ না যে সে যা বলছে তা আেদৌ সত্যি কি না। আরো বলা যায় যে কেউ যখন সত্যের একটা দানা নেয় আর তারপর এমন ভাবে সেটাতে রং ছড়ায় যে সেটা আর শেষপর্যন্ত সত্য থাকে না।

- **মাথা:** আপনার এলাকায় আপনি মানুষকে কিভাবে মিথ্যা কথা বলতে দেখেন?
- **হৃদয়:** কি কারণে মানুষ মানুষের কাছে মিথ্যে কথা বলে যাদের আসলে তাদের ভালোবাসা উচিত?
- **হাত:** কে কিভাবে একজন বিশ্বস্ত পরিণত খ্রিস্টান একজন তরুণ খ্রিস্টান ভাই বা বোনকে সাহায্য করতে পারে যাতে তারা সত্যি কথা বলে?

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাােদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** ঈশ্বর মানুষকে অনেক আশীর্বাদ, প্রতিভা এবং গুণ দিয়েছেন বলেই যে মানুষ সেগুলো বিজ্ঞতার সাথে ব্যবহার করবে তা বলা যায় না। শিম্শোন হচ্ছেন তেমন একটি উদাহরণ যিনি ঈশ্বরের অনেক আশীর্বাদ নষ্ট করেছেন স্বার্থপরের মত সেগুলো কে ব্যবহার করে। তার সারা জীবন ধরেই তার এই স্বার্থপরতা তাকে এবং অন্যদেরও অনেক কষ্ট দিয়েছে সে যাই হোক যখন পলেষ্টীয় তাদের দ্বারা সে আক্রান্ত হয় ঈশ্বর তার প্রার্থনার উত্তর দেন এবং তাকে তার শক্তি ফিরিয়ে দেন। শিম্শোন যদি ঈশ্বর এবং মানুষের সামনে একটি নম্রতার জীবন যাপন করতেন তাহলে তার মৃত্যু এবং সেই ধ্বংসযজ্ঞ যা হয়েছিল তার থেকে অনেক কম হতে পারত। যাইহোক যখন শিম্শোন তার ভুলগুলো বুঝতে পারলেন এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন, ঈশ্বর তাঁর প্রার্থনার উত্তর দিলেন।
    - ঈশ্বর যে গুণ এবং প্রতিভা তাদের দিয়েছেন খ্রিস্টানরা সে গুলোকে স্বার্থপরের মত ব্যবহার করতে কি কি পথে প্রলুব্ধ হয়?
    - এমন কিছু পদ কি কি আছে যেগুলো ঠিকভাবে মানা হলে ঈশ্বর যে গুণ ও প্রতিভা খ্রীষ্টানেদর দিয়েছেন সে গুলোকে স্বার্থপরের মত ব্যবহার করা থেকে খ্রিস্টানদের বিরত রাখবে?
- **হৃদয়: আমাােদর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** এক হতে পারে মানুষ তাদের জীবন কাটাতে পারে তাদের জীবনে তাদের নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী আর এক হতে পারে তাদের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করার জন্য জীবন যাপন করে। খ্রিস্টানদের উচিত নয় শুধুমাত্র ঈশ্বরকে বলা যে আমাদের পাপ ক্ষমা করুন। বরং বলা উচিত ঈশ্বর যেন তাদের হৃদয় এবং মনকে পবিত্র করে দেন যাতে তারা আরও বেশি যীশুর মত হতে পারে। প্রতিদিনই একজন খ্রিস্টান এর দুটো পথ থাকে সেই ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চলবে নাকি এই পৃথিবীর মিথ্যে প্রতিশ্রুতির পিছনে ছুটবে।
    - এমন কি কি পথ ছিল যাতে শিমসন তার বিশাল শক্তিকে অহংকার এর উৎস হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারতেন?
    - এমন কিছু পাপ কি কি আছে যেগুলো সাধারণ মানুষের চেয়ে নেতারাই (খ্রীষ্টান ও অ—খ্রীষ্টান উভয়ের ক্ষেত্রেই) বেশি করে থাকেন?

- **হাত: কি ভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ িদতে পারি?** নিজেকে অহংকারী হবার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য খ্রিস্টানদের সবথেকে ভালো একটা পথ হচ্ছে অন্যদের সেবা করা পথ খোঁজা অন্যের সেবা করা হতে পারে তাদের জন্য সময় দেওয়া প্রতিভার দ্বারা কোন ভাবে অথবা অর্থকরী ব্যাপার মাধ্যমে যদিও অন্য সবার মতোই খ্রিস্টানরাও অনেক ব্যস্ত হতে পারেন কিন্তু এটা গুরুত্বপূর্ণ তাদের জন্য তারা যেন অন্যদের সেবা করার সময় বের করার জন্য চেষ্টা করেন ঈশ্বর খ্রিস্টানদের প্রতিভা গুলো দান করার সময় আশা করেন যে তারা এগুলো অন্যের জন্য আশীর্বাদ হিসাবে ব্যবহার করবে।
    - আপনার এলাকায় এমনকি কি সুযোগ আছে যেগুলোর মাধ্যমে খ্রিস্টানরা মানুষের সেবা করতে পারেন?
    - আপনি এবং আপনার বাইবেল অধ্যায়ন দল একসঙ্গে মিলে আপনার এলাকার মানুষের জন্য কি সেবা দিতে পারেন?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসা েথ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৩২ রুত ও নয়মি যিরুশালেমে ফিরে আসলেন

পাঠের সাস্ত্রাংশ: রুত ১ অধ্যায়

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: মিথ ২:১-৮

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** মনে করুন সে কথা ঈশ্বর সবথেকে অপ্রত্যাশিত কোনো মানুষকে বেছে নিতে পারেন তার চুক্তির প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কোন কাজে।
- **হৃদয়:** উপলব্ধি করুন ঈশ্বর মাঝে মাঝে আমাদের বিশেষ কোনো পরিস্থিতির জন্য বিশেষ দিক নির্দেশনা দেন না। তবে আমরা যদি আমাদের জীবনে খ্রিস্টান গুণাবলী যেমন ভালোবাসা এবং সহমর্মিতা তে জীবন যাপন করি, তাহলে আমরা সবসময়ই আমাদের ঈশ্বরের ইচ্ছা মধ্যে পাব।
- **হাত:** পরিশ্রমী হোন, একজন খ্রিস্টান হওয়ার মানে হচ্ছে বিশ্বস্ত হওয়া এবং পরিশ্রমী কর্মী হওয়া, সে গীর্জা হোক, বাড়িতে হোক, বা আপনার কাজের জায়গাতেই হোক। মানুষ আমাদের খ্রিস্টীয় বিশ্বাস নিয়ে অনেক কথাই বলতে পারে যখন তারা আমাদের লক্ষ্য করে, আর আমরা জানবোও না মাঝে মাঝে যে কখন তারা আমাদের লক্ষ্য করছে।

একটি পেদ পাঠের শিক্ষা আর তুমি, হে যিহূদা দেশের বৈৎলেহম, তুমি যিহূদার অধ্যক্ষদের মধ্যে কোন মতে ক্ষুদ্রতম নও, কারণ তোমা হইতে সেই অধ্যক্ষ উৎপন্ন হইবেন, যিনি আমার প্রজা ইস্রায়েলকে পালন করিবেন, মীখা ৫:২,৬; মিথ ২:৬।

প াঠের সার সংে ক্ষপ নয়মী এবং তার স্বামীর দুজন ছেলে ছিল মহেলান এবং িকলিয়ন। নয়মীর পরিবারকে মোয়াব শহরে চলে যেতে হয়েছিল, কারণ বেথলেহেম শহরে কোন খাবার ছিল না নামের ছেলেরা যখন বড় হল তারা বিয়ে করল রুত এবং অর্পাকে এবং তারাও ছিল মোয়াব শহরের রুত এবং অর্পা নয়মী কে পছন্দ করত এবং তাকে সম্মান করতো অনেক বছর পর এই নারীর স্বামী এবং তার দুই সন্তান মারা যায় নয়মী এবং অর্পা একেবারে একাকী হয়ে না যায় এজন্য তিনি বৈৎলেহমে ফিরে যেত মনস্থ করলেন ূ ূ। ূ ূ তিনি রুত এবং অর্পাকে অনুরোধ করলেন তাদের নিজের পরিবারে ফিরে যেতে কিন্তু তারা দুজন নয়মীকে এত বেশী ভালবাসত যে তাদের কেউই তাকে ছেড়ে যেতে চাইলো না। অনেক কাকুতি মিনতি করার পর নয়মী শেষ পর্যন্ত অর্পাকে রাজি করাতে পারল তার পরিবারের কাছে ফিরে যেতে। কিন্তু রুত নয়মীর সাথে থেকে গেল এবং তারা বৈৎলেহমের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। রুত পরে োবায়স নামে একজন লোক কে বিয়ে করেন। আপনি কি জানেন রুতের নাতি কে ছিলেন? রাজা দাউদ!

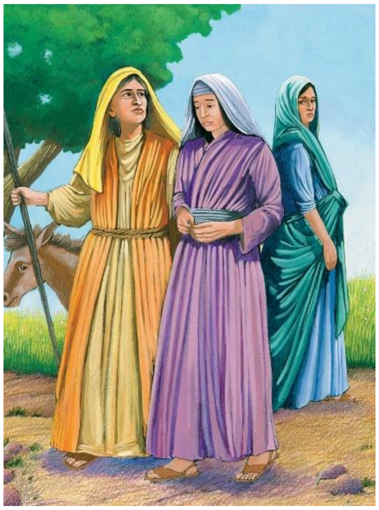

ছবি েথেকে শেখা:

- ১. **নয়মী (বেগুনী)** একজন ই¯্রয়েলীয় ছিলেন যিনি বিদেশে বাস করতেন এবং দেশটির নাম ছিল মোয়াব। তার স্বামী মারা গিয়েছিলেন এবং কিছুদিন পর দুই ছেলেও মারা যায়। তার নিজের এবং তার দুই পুত্রবধূর দেখভাল করার কোন উপায় তার কাছে ছিল না। তাই তিনি স্থির করলেন ই¯্রায়েলের বৈৎলেহম নগরে ফিরে যাবেন যেটা তার নিজের শহর, এবং দেখতে চাইলেন কোন পরিবারের তার প্রতি সমবেদনা হয় কিনা। তিনি তার দুই বিধবা পুত্রবধূকে উৎসাহিত করলেন মোয়াবে তাদের পরিবারের কাছে ফিরে যেতে এবং সেখানে নতুন জীবন শুরু করতে।
- ২. **অর্পা (নীল)** নয়মীর কথামতো মোয়াব শহরে তার পরিবারের কাছে ফিরে গেল।
- ৩. **রুত (হলুদ)** কিন্তু নয়মীকে গভীরভাবে ভালোবাসতো এবং তার যত্ন নিতে চাইত তিনি যেখানেই যান না কেন তার সঙ্গে থেকে। তাই সে তার বর্ধিত পরিবারের কাছে ফিরে যাবার পরিবর্তে নয়মীর সাথে বেথলেহেম শহরে ফিরে গেল। বৈৎলেহমে ঈশ্বর রুতের জন্য বিয়ের ব্যবস্থা করলেন যাতে সে সন্তান জন্ম দিতে পারে এবং রুতের নিয়মিত যত্ন নিতে পারে। যে সন্তান রুত গর্ভে ধারণ করেছিলেন তিনি ই¯্রায়েলের সবচেয়ে মহান রাজা দাউদ ও আমা েদর ত্রাণকতার্ যীশু খ্রীষ্টের বংশের একজন ছিলেন।

পাঠ প্রসঙ্গ রুতের হিট্ত একো পুস্তক ক্তি িারপক্ততগদ্ির পুস্তক আর শমুদেয় ১ পুস্তদকর মা েথাদ্ন িান হপদয়দ্ি। ক্তি িারকত্তৃর্গণ পুস্তক হ ষ দয়ক্তি এই দু ুঃদখর েং িা ি ক্তিদয় হেই ক্তিনগুদ্ াদত ই¯্রায়েলের হকান রাজা ক্তি না, যাদকই তারা ঠিক মন্ন কদ্রক্তি হেই রাজা দয়ক্তি। ১ম শমুদেয় পুস্তেক হিথা যায় ই¯্রায়েলীয় রাজাদ্ির অক্তভক্তষি দত শুরু করদত। রুতের ঘেনাগুক্তে ঘদ্ক্তি এই অরাজকতা পূ ি েনমদয়, রাজতদ্ের আদ্ন।

ই¯্রায়েলে দুর্ভিক্ষ চলাকালে বেৎলেহেম থেকে একটা পরিবার বাঁচার তাড়ণায় মোয়াব শহরে যায়। সেখানে গিয়ে তাদের দুই ছেলে দুজন মহিলা কে বিয়ে করে যদিও এটা ই¯্রায়েল দেশের আইন বিরোধী ছিল। তারপর এক সময় সেই ই¯্রায়েলীয় বাবা এবং তার দুই সন্তান মারা যায় এবং তাদের মা এবং স্ত্রীদের ভরণপোষণ করার মত কোন পুরুষ সদস্য থাকেনা। এটা সেই তিন নারীকে অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্যে ফেলে দেয়, যেখানে তাদের রক্ষা করার অথবা ভরণপোষণ করার কেউ ছিলনা।

তাদের মা নয়মী জেরুজালেমে ফিরে যেতে মনস্থির করলেন এটা দেখার জন্য যে তার বর্ধিত পরিবারের কাউকে তিনি পান কিনা তার ভরণপোষণ করার জন্য। তারপর বেশকিছু ঘটনার মধ্য দিয়ে, যেগুলো ছিল নয়মীর বুদ্ধির ফল কিন্তু যার পিছনে ছিলেন ঈশ্বর নিজে, রুত নয়মীর বর্ধিত পরিবারের এক সদস্যের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই কারণে নয়মী এবং রুত সুরক্ষিত এবং আশীর্বাদ যুক্ত হলেন। রুত একজন সন্তান জন্ম দিলেন এবং সেই পরিবারের অংশ হয়ে গেলেন যা পরবর্তীতে রাজা দাউদ এবং যিশুখ্রিস্টের জন্ম দেবে।

রুত পুস্তকে বর্ণিত ঘটনাগুলো চুক্তির প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ঈশ্বরের কাজেরই সাক্ষ্য দেয়। যদিও এটাকে দুজন বিধবা মহিলার বেঁচে থাকার সংগ্রামের এক সাধারণ গল্প বলে মনে হয় যেমন আমরা মথি ১:৫ এ দেখি, কিন্তু রুত শধুমাত্র একজন মোয়াবীয় ছিলেন না যাকে এনে রাজা দাউদের বংশের ধারার সাথে যোগ করে ইতিহাসে স্থান দেয়া হয়েছে, তিনি যীশু খ্রীষ্টের বংশধারার সাথেও যুক্ত ছিলেন। যিদও রুত পুস্তকে ঈশ্বর কোনো কথা বলেননি, অথবা কোনো অলৌকিক কাজও তিনি করেননি, তারপরও ঈশ্বর এই অসাধারণ গল্পের মধ্যে দিয়ে পরোক্ষভাবে কথা বলেছেন ও কাজ করেছেন।

নূতন নিয়মের পাঠ্য: বৈৎলেহম ইস্রায়েলের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা শহর, যিদও তারা সেই সময় তা তেমনভাবে বুঝতে পেরেছিলো না। বৈৎলেহম থেকেই ইস্রায়েলের সবচেয়ে মহান দু’জন রাজা এসেছেন, রাজা দাউদ এবং যীশু খ্রীষ্ট।

দশ আজ্ঞার পথ: ৫ম আজ্ঞা একথা বোঝায় যে বাবা মা ঐশ্বরিক মানুষ এবং তাদের সন্তানদের ঈশ্বরের জ্ঞান ও আজ্ঞা সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়া তাদেরই দায়িত্ব। এক্ষেত্রে বাবা মায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অথবা তাদের অসন্মান করাটা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা তাঁকে অসন্মান করাকেই বোঝায়। অতএব, এই আজ্ঞা কোনো কটুভাষী বাবা মায়ের ক্ষেত্রে প্রযোয্য হবে না অথবা তাদের জন্যও হবে না, যারা নিজেরাই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহপূর্ণ জীবন যাপন করছে। এই আজ্ঞার সাথে একটা প্রতিশ্রুতি জড়িত আছে, সেটা সেই প্রতিশ্রুত দেশে দীর্ঘ জীবনের প্রতিশ্রুতি, যা এই আজ্ঞার গুরুত্বে আরো জোর দেয়।

- **মাথা:** একজন কিশোর বা কিশোরী যে কর্তৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলে আর আরেকজন যে বাবা মায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে , এই দু’জনের মাঝে কি তফাৎ আছে?
- **হৃদয়:** কোনো বাবা মা—ই নিখুঁত নয়, তাহলে বাচ্চা কাচ্চা লালন পালন করার সময় কোনো ভুল যাতে না করে ফ্যালেন এই নিয়ে বাবা মা কতটা চাপে থাকতে পারেন?
- **হাত:** যিদ কোনো খ্রীষ্টানের বাবা মা খ্রীষ্টান না হন সেক্ষেত্রে সেই খ্রীষ্টান তার বাবা মাকে সন্মান করার জন্য কি কি পথ অবলম্বন করতে পারে?

আত্মার পথে চলার ফল: পথের ভূমিকা। পবিত্র আত্মায় পূর্ণ একজন খ্রীষ্টান ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী তার জীবন যাপন করবে। তাদের জীবন সেই ফলই দেবে যা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ আচার ব্যাবহার থেকে আসে। ঈশ্বরে বিশ্বাস করায় যে ফল আসে, তা অন্যদের তাদের মাঝে খ্রীষ্টকে দেখতে সাহায্য করে, আর খ্রীষ্টের দেহ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। গালাতীয় ৫:২২—২৩ পদে আছে, সাধু পৌল নয়টা গুণের কথা উল্লেখ করেছেন যা একটা ব্যক্তি অথবা মন্ডলীকে চিহ্নিত করবে যে তারা পবিত্র আত্মার ফল বহন করছে কি না।

আত্মার পেথ চলার ফল: ১. ভালোবাসা। আত্মায় পূর্ণ খ্রীষ্টান ও মন্ডলী ঈশ্বরের জন্য ও সকলের জন্য ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাবে। খ্রীষ্টীয় ভালোবাসা, যার উদাহরণ যীশু নিজেই, তা হে"ছ আত্ম বলিদানমূলক ভালোবাসা যা নিজের প্রয়োজনের চেয়ে অন্যের প্রয়োজনকে বড় করে দ্যাখে। ভক্তি, বিশ্বস্ততা আর সততা, এসবই হলো খ্রীষ্টীয় ভালোবাসার চিহ্ন যা যীশুর হৃদয়কে অন্যেদর কাছে প্রদর্শন করে। এ ধরণের ভালোবাসা সহজে আসে না, অথবা দ্রুত তৈরী করাও যায় না। বরং, খ্রীষ্টীয় ভালোবাসা হলো ঈশ্বরের সােথ সম্পর্কের একটা ফল, যার মধ্য িদয়ে খ্রীষ্টান ঈশ্বরের ভালোবাসা পায়, আর তারপর সে পরিবর্তিত হয় ও সেই ভালোবাসা সবার সােথ ভাগ করে। একজন খ্রীষ্টান যত বেশীিদন ঈশ্বরের পেথ চলবে, ঈশ্বরের প্রতি ও অন্যের প্রতি তার ভালোবাসাও তত গভীর হবে। করিিš¿য় ১:১৩ পদটা পড়ু−ন খ্রীষ্টীয় ভালোবাসার আরো বিস্তারিত বর্ণনা পাবার জন্য।

- **মাথা:** সেই পথগুলো কি কি ছিলো রুত যার মাধ্যমে নয়মীর জন্য তার ত্যাগস্বীকারের ভালোবাসা প্রকাশ করতে পেরেছিলেন?
- **হৃদয়:** অন্যের জন্য বলিদানমূলক ভালোবাসা থাকলে তাতে কি কি ঝঁুকি ও পুরষ্কার থাকতে পারে?
- **হাত:** এ সপ্তাহে আপকি কি কি বাস্তসন্মত পেথ ঈশ্বর ও অন্যেদর প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাতে পারবেন?

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবােদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** ঈশ্বর মাঝে মাঝেই আশ্চর্য্যজনক পেথ কাজ করেন। এই সত্যের একটা উদাহরণ হলো ঈশ্বর সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত কাউকে তাঁর পরিত্রাণমূলক পরিকল্পনার খুব প্রয়োজনীয় একটা অংশ বানিয়ে েদন। এই গল্পে আমরা েদখি রুত, একজন অ—ই¯্রায়েলীয়, কিভাবে ঈশ্বরের চুক্তির প্রতিজ্ঞা ঠিক রাখার কাজের একটা প্রয়োজনীয় অংশে পরিণত হন। ই¯্রায়েল জাতি ও তার শ্বাশুড়ীর যত্ন নেবার জন্য তিনি ই¯্রায়েল জাতির একজনের সােথ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

খ্রীষ্টানেদর সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে আর তা েদর চারিদকে ঈশ্বরের কাজের সন্ধান করতে হবে, যা েদর মাধ্যমে ঈশ্বরের কাজ হতে পারে তা েদর ি দকেও নজর রাখতে হবে, আবার যা েদর কাছ েথকে তা হবার কোনো সম্ভবনা নেই তা েদর ি দকেও।

- আপনার জীবনে এমন কারা আছেন যারা তা েদর সহমর্মিতা ও সংকল্পের মাধ্যমে আপনাকে আশীবার্দযুক্ত করেছেন?
- আপনার জীবনে এমন কেউ কি আছেন যিনি চান যে আপনি তা েদর প্রতি সহমর্মিতা ও দৃঢ় সংকল্প েদখান

- **হৃদয়: আমা েদর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** এই পুস্তকটার একটা শিক্ষা হে"ছ, যখন ই ্রায়েলীয়রা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বি ্দ্রাহ করেছিলো তখনও ঈশ্বর তাঁর চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি তাঁর চুক্তির প্রতিজ্ঞার প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন , এমনকি তাকে যিদ একজন মোয়াবীয়কে বাইরে েথকে ধরে এনে ই ্রায়েলীয়েদর কাহিনীতে ঢোকাতে হয় তাও।
  - একজনের হৃদয়ের প্রয়োজনীয় সেই গুণগুলো কি কি হতে পারে যা ঈশ্বরের দ্বারা ব্যাবহৃত হতে পারে?
  - আপনার এলাকায় "বহিরাগত" কারা, এবং আপনি তা েদর সা েথ কেমন ব্যাবহার করবেন?
- **হাত: আমরা কি ভাবে কথাকে কাজে রুপ ি দতে পারি?** খ্রীষ্টান হিসাবে আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের অংশ, এমন একটা রাজ্যের যা পৃথিবীর কোনো জাতি, রাজ্য অথবা মানুষের চেয়ে অনেক অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে, খ্রীষ্টানেদর আহ্বান করা হয়েছ সব খ্রীষ্টানকে ভালোবাসার জন্য, ঈশ্বরের সহমর্মিতা েদখানোর জন্য, আবার ঈশ্বরে আশ্রিত সব মানুষের সঙ্গে আমা েদর একাত্বতাও প্রকাশ করতে হবে। আমা েদর একই সা েথ অখ্রীষ্টানেদরও ভালোবাসতে হবে, কারণ ঈশ্বর তা েদর ভালোবাসেন, তা েদর মধ্যে ি দয়ে কাজ করেন আর তা েদর কারো মধ্যে ি দয়ে ঈশ্বর আমা েদর আশীবার্দও করতে পারেন।
  - এ সপ্তাহে আপনার েথকে একেবারেই আলাদা কারো প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা েদখানোর জন্য আপনি নি ি র্দষ্ট কি কি পদক্ষেপ নিতে পারেন?
  - একজনের কথা ভাবুন, আপনার কাছ েথকে যার একটা সহমর্মিতাপূর্ণ কাজ পাওয়া দরকার, আর একটা পরিকল্পনা করুন, এই সপ্তাহে তাকে কিভাবে সহমর্মিতার শিক্ষাটা েদখানো যায়।

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসা েথ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৩৩ ঈশ^র শমূয়েলকে আহ্বান করলেন

পাঠের সাস্ত্রাংশ: ১ম শমূয়েল ৩ অধ্যায়

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: প্রেরিত ৯:১-১৯

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** েদখুন যে ঈশ্বর পরিত্রাণমূলক কাজে সব বয়সের মানুষকেই আহ্বান করেন।
- **হৃদয়:** আমােদর জীবনে ঈশ্বরের নির্েদশনার প্রতি নিজেেদর হৃদয়কে খোলা রাখার অর্থ হলো খ্রীষ্টানরা সে গুলো গ্রহন করার জন্য বিচক্ষণ হবেন ও প্রস্তুত থাকবেন, যখনই ঈশ্বরের নির্েদশনা আসবে তখনই।
- **হাত:** কিছু নিরব ও শান্ত সময় রাখুন আলাদা করে ঈশ্বরের কন্ঠ শোনার জন্যে।

একটি পেদ পাঠের শিক্ষা "পরে সদাপ্রভু আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং অন্য অন্য বারের ন্যায় ডাকিয়া কহিলেন, শমূয়েল, শমূয়েল; আর শমূয়েল উত্তর করিলেন, বলুন, আপনার দাস শুনিতেছে" ১ম শমূয়েল ৩:১০খ।

পাঠের সার সংক্ষেপ হান্না ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন আর ঈশ্বরকে বললেন তাকে একটা পুত্রসন্তান উপহার িদতে। ঈশ্বর হান্নার প্রার্থনা শুনলেন, আর তিনি তার নাম রাখলেন শমূয়েল। খুব ছোটবেলায় তার মা তাকে নিয়ে এলির কাছে গেলেন, যিনি পুরোহিত ছিলেন। শমূয়েল মন্দিরে এলিকে সহায়তা করতে করতে বেড়ে উঠতে লাগলেন। একিদন রাতে যখন এলি ও শমূয়েল মন্দিরে ঘুমাি"ছলেন, শমূয়েল শুনলেন তাকে কেউ নাম ধরে ডাকছে,"শমূয়েল!" শমূয়েল এলিয়র কাছে ছুটে গেলো আর বললো,"এই যে আমি।" এলি বললেন," আমি তো তোমাকে ডাকিনি; যাও, আর গিয়ে ঘুমাও।" শমূয়েল তিনবার এরকম শুনলো যে তার নাম ধরে কেউ ডাকছে। এলি বুঝতে পারলেন যে ঈশ্বর আসলে শমূয়েলকে ডাকছেন। এলি তাকে বললেন যে সে যিদ আরেকবার এমন শোনে তাহলে যেন একথা বলে, "বলুন, প্রভু, কারণ আপনার দাস শুনছে"। ঈশ্বর শমূয়েলকে আবার ডাকলেন, আর শমূয়েল তাঁর সােথ কথা বললেন। শমূয়েল যখন প্রাপ্তবয়স্ক হন তখন ঈশ্বর তাকে একজন ভাববাদী, প্রচারক ও ই ্রায়েলের বিচারক হিসাবে তৈরী করেছিলেন।

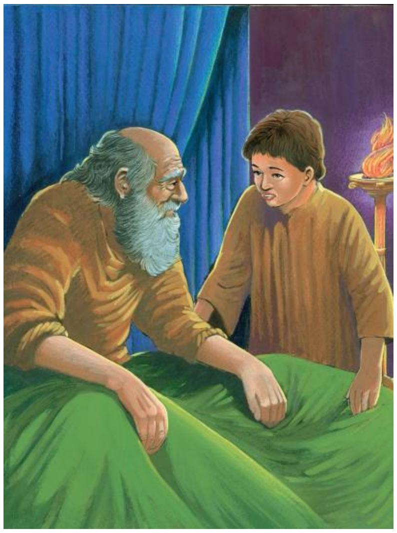

ছবি েথকে শেখা:

- ১. **এলি** ছিলেন ই ্রায়েলের মহাযাজক। এলিয়র দু'জন দুষ্ট ছেলে ছিলো যারা ঈশ্বরকে বা এলিকে, কাউকেই মানতো না। অতএব, এলিয়র মৃত্যুর পর তা েদও দু'জনের কাউকেই ঈশ্বর উ"চ বিচারক হতে িদতে চান নি।
- ২. **শমূয়েল** এক একটা সন্তান হবে। তার ছেলে শমূয়েল দুধ খাওয়া ছাড়ার পর তিনি তাকে নিয়ে মন্দিরে গেলেন যেন সে মন্দিরে েথকে ঈশ্বরের সেবা করতে পারে।
- ৩. **শমূয়েল রাতে এলির কাছে যায়।** সে একিদন রাতে তার নাম ধরে কাউকে ডাকতে শোনে আর মনে করে যে এলি তাকে ডাকছেন। এলি তাকে বলেন যে তিনি তাকে ডাকেননি আর গিয়ে ঘুমাতে বলেন। এরকম আরো দু'বার ঘটে আর তখন এলিয় বুঝতে পারেন আসলে ঈশ্বরের কন্ঠস্বর শমূয়েলকে ডাকছে। তিনি শমূয়েলকে বলেন ঈশ্বরকে একথা বলতে, "বলুন, আপনার দাস শুনছে।" তারপর ঈশ্বর তাঁর ভবিষ্যত পরিকল্পনার কথা শমূয়েলকে বলা শুরু করলেন।

পাঠ প্রসঙ্গ এলি ও শমূয়েল ছিলেন ই ্রায়েলের বিচারকেদর মধ্যে সর্বশেষ দু'জন। শমূয়েল ঈশ্বরের ই"ছাকে অনুসরণ করবেন যা ছিলো শৌল আর দাউদকে ই ্রায়েলের রাজা হিসাবে অভিষিক্ত করা। যিদও এলি ছিলেন একজন বিশ্বস্ত বিচারক, তার দুই ছেলে ছিলো খুব দুষ্ট স্বভাবের তারা পুরোহিত হিসাবে তা েদর পদমর্যাদার সুযোগ নিতো। এলি তা েদর মুখোমুখি হন ও তা েদর সুপেথ আনার চেষ্টা করেন, কিন্তু তারা তাতে কান েদয় না। ঈশ্বর এলিকে সতর্ক করেন যে নিজে েদর পাপের কারণে তার দু'সন্তানই একই িদনে মারা যাবে।

হান্না নামে একজন নারী ছিলেন, যিনি বন্ধ্যা ও তিনি নিজে নিঃসন্তান হবার জন্য খুব মানসিক কষ্টে থাকতেন। একিদন রাতে মন্দিরে তিনি যখন তার হৃদয় ঢেলে িদয়ে প্রার্থনা করছিলেন, তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞা করেন যে ঈশ^র যিদ তাকে একটা পুত্রসন্তান দান করেন তাহলে তিনি তাকে ঈশ্বরের সেবা করার জন্য মন্দিরে উৎসর্গ করবেন। এলি তাকে সে রাতে প্রার্থনা করতে েদখেন। এলি যখন তার চরম দুঃখ ও বেদনার ব্যাপারটা উপলব্ধি করলেন, তিান প্রতিশ্রম্নতি িদলেন যে ঈশ্বর নিশ্চয়ই তার প্রার্থনার উত্তর েদবেন। হান্না বাড়ী গেলেন, গর্ভবতী হলেন আর একটা পুত্রসন্তানের জন্ম িদলেন যা নাম রাখলেন শমূয়েল।

শমূয়েল দুধ খাওয়া ছাড়ার পর, হান্না তার প্রতিশ্রম্নতি পূরণ করলেন এবং তার সন্তানকে ঈশ্বরের সেবা করার উদ্দেশ্যে মন্দিরেও িদয়ে আসলেন। সে এলির সন্তানেদর মতো হলো না, শমূয়েল বেড়ে উঠলো " সু্দর ভাবে ও ঈশ্বর আর সব মানুষের ভালোবাসার মধ্য িদয়ে।" (১ম শমূয়েল ২:২৬)

এই অংশে ঈশ্বর সরাসরি শমূয়েলের সােথ কথা বলেন, আর এই ইঙ্গিত েদন যে শমূয়েলই এলির উ"চ বিচারকের পদটায় ভবিষ্যতে আসীন হবে, এবং এলির ছেলের কেউই সে পেদ আসীন হবে না। আসলে, শমূয়েলের কাছে যা প্রকাশিত হয়েছিলো তা একথাই নিশ্চিত করে যে এলির পরিবারের কেউ আর ভবিষ্যতে বিচারকেদও পরম্পরায় থাকছে না।

শমূয়েল ই্রায়েল জাতির ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যাক্তিতে পরিণত হন, যা ১ম শমূয়েলের প্রথম ২৪ টা অধ্যায়ে লেখা আছে। পরবতীর্ দু'টো পাঠে আমরা েদখবো তাকে শৌল আর দাউদকে ই্রায়েলের প্রথম দু'জন রাজা হিসাবে অভিষিক্ত করতে।

নূতন নিয়মের পাঠ্য: পৌল, যিনি বাইবেলে উল্লেখিত যাজকেদর মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ, ঈশ্বরের কাছ েথকে সরাসরি একটা আহ্বান পেয়েছিলেন। তবে শমূয়েল যেখানে ঈশ্বরের সেবা করছিলেন, শৌল (পরে যার নাম পৌল হয়েছিলো) আসলে চেষ্টা করছিলেন প্রথম িদককার খ্রীষ্টীয় মন্ডলীগুলো ধ্বংস করতে। তিনি ভাবতেন তিনি ঈশ্বরের ঈ"ছা পূরণ করছেন, কিন্তু দামেস্কের পেথ যাবার সময় তিনি ঈশ্বেরর মুখোমুখি হন, আর ঈশ্বর শৌলকে পরিবর্তিত করেন। যীশু তার সামনে এই সত্য প্রকাশ করেন, যাকে শৌল একজন প্রতিবাদী ধর্মীর্য় নেতা বলে মনে করছেন, তিনি আসলে সেই ত্রাণকতার্।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবােদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** এলি আর শমূয়েল শেষ দু'জন বিচারক হিসাবে ছিলেন একটা ক্রান্তিকালের মানুষ, কারণ তখন ই¯্রায়েল বিচারকেদর যুগ েথেকে রাজা েদর যুগে প্রবেশ করছিলো। এলির সন্তানরা ঈশ্বরকে বা তাঁর আহ্বানকে সন্মান না করলেও বালক শমূয়েল করতো। ঈশ্বরের আহ্বান যখন তার কাছে আসলো তখন শমূয়েল ছিলেন অল্পবয়সী। ঈশ্বরের এই আহ্বান ছিলো শ্রবনযোগ্য কন্ঠস্বর যা শমূয়েল ঘুমাতে যাবার সময় শুনেছিলো। শমূয়েল কয়েকবার সেই কন্ঠ শুনে হতভম্ব হয়ে এলির কাছে যাবার পর এলি শেষপর্যন্ত বুঝতে পারেন যে এটা আসলে ঈশ্বরের কন্ঠস্বর ছিলো। তিনি শমূয়েলকে বুদ্ধি েদন যে কিভাবে ঈশ্বরের বাতার্ গ্রহণ করতে হয়। শমূয়েল যে আজ্ঞা ঈশ্বরের কাছ েথকে পেয়েছিলেন সেটা কোনো আনে›দর বাতার্ ছিলো না; সে বাতার্ এটা নিশ্চিত করেছিলো যে পৌরহিত্যের ধারাবাহিকতা এরপর আর এলির বংশের মধ্যে িদয়ে সামনে এগিয়ে যাবে না। যিদও ঈশ্বর শমূয়েলকে সরাসরি নতুন উ"চ বিচারক হতে আহ্বান করেননি, অথবা তাকে তখন কি করতে হবে সে ব্যাপারেও কোনো নির্েদশনা েদননি, কিন্তু এই ব্যাপারটা স্পষ্ট ছিলো যে ঈশ্বর তাকে সরাসরি ইঙ্গিত িদয়েছিলেন যে তিনি শমূয়েলকে ই¯্রায়েলের পথপ্রদর্শক হিসাবে ব্যাবহার করবেন। এসবই ঘটেছিলো তখন, যখন শমূয়েল অনেক ছোট ছিলেন।
    - ঈশ্বরের কন্ঠস্বর সরাসরি শুনতে পাওয়াটা বাইবেলেও খুব বিরল ঘটনা। সবচেয়ে সাধারণ পথগুলো কি কি যে পেথ ঈশ্বর খ্রীষ্টানেদর নির্েদশনা িদয়ে থাকেন?
    - এলির সন্তানরা ছিলো বি্েরাহী (পরে আমরা জানবো যে শমূয়েলের সন্তানরাও তাই হয়েছিলো—১ম শমূয়েল ৮:১—৩) কি কি কারণে বা"চারা তা েদর বাবা মায়ের েদওয়া শিক্ষা েথকে মুখ ফিরিয়ে েনয়?
- **হৃদয়: আমা েদর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** একটা আন›দঘন ও শান্তিপূর্ণ জীবনের চাবিকাঠি হে"ছ ঈশ্বর, যিনি আমা েদর ¯্রষ্টা এবং মুক্তিদাতা, তাঁর প্রতি আমা েদর হৃদয়কে খুলে রাখা। স্বগীর্য় অনুগ্রহ হলো একজন খ্রীষ্টানের জীবনে সেই ঐশ্বরিক আশীবার্দ যা সে খ্রীষ্টান হবার আগেই পেয়েছে। আমরা শমূয়েলের জীবনে ঐশ্বরিক আশীবার্দকে কাজ করতে েদখেছি তখন েথকেই, যখন সে ঈশ্বরের কন্ঠস্বরকেই চিনতো না। খ্রীষ্টান হবার পর খ্রীষ্টানেদর এটা নিশ্চিত করতে হবে যে তার হৃদয় যেন ঈশ্বরের জন্য খোলা থাকে।
    - কি কি সে পথগুলো যার মাধ্যমে ঈশ্বর আপনার িদকে হাত বাড়া ি"ছলেন, আপনাকে পরিত্রানের িদকে নিয়ে যেতে, এমনকি যখনও আপনি জানতেনই না যে আপনার পাপজনিত সমস্যা আছে?
    - শৌলের সা েথ ঈশ্বরের কেথাপকথন ছিলো খুবই অস্বাভাবিক, কিন্তু মানুষের সা েথ তা েদর পাপজনিত সমস্যার কারণে ঈশ্বরের মুখোমুখি হবার একটা উদাহরণ ছিলো সেটা।
- **হাত: কি ভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ িদতে পারি?** শমূয়েলের জীবন এটাই েদখিয়েছে যে ঈশ্বরকে জানার আগেই কিভাবে ঈশ্বরের কাজ করা যায়। শমুয়েল যখন বড় হি"ছলো ঈশ্বর তার সামনে আরো বেশী করে প্রকাশিত হি"ছলেন। খ্রীষ্টানেদর সময় ও স্থান নিবার্চন করে রাখা উচিৎ যাতে ঈশ্বর ক্রমাগত ভাবে তা েদর সামনে প্রকাশিত হতে পারেন।
    - খ্রীষ্টানরা ঈশ্বরের কন্ঠস্বর শোনার প্রতি নিজে েদর উন্মুক্ত রাখার জন্য প্র¯'ত হতে কি কি পদক্ষেপ নিতে পারে?
    - আপনি যখন প্রথম খ্রীষ্টান হয়েছিলেন তখন ঈশ্বরকে যতটুকু জানতেন তার চেয়ে এখন আরো ভালোভাবে ঈশ্বরকে জানেন কি কি পেথ?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?

- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৩৪ শমূয়েল শৌলকে অভিষেক েদন

পাঠের সাস্ত্রাংশ: ১ম শমূয়েল ১০ অধ্যায়

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: তীত: ৩:১—৮

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** এটা বুঝুন যে, ঈশ্বর মাঝে মাঝে স্বার্থপরতাপূর্ণ প্রার্থনারও উত্তর েদন, এমনকি যিদ সেই ফল খ্রীষ্টানেদর জন্য ভালো নাও হয়।
- **হৃদয়:** চেষ্টা করুন প্রার্থনার সময় বের করতে, আপনার প্রয়োজনীয় বস্তুগুলো ঈশ্বরের কাছ েথকে পাবার উদ্দেশ্যে নয় বরং আপনার আসলেই কি কি প্রয়োজন সেই বস্তুগুলো ঈশ্বরের কাছ েথকে চাইবার জন্য।
- **হাত:** আপনি আপনার প্রার্থনাগুলো কাগজে লিখে রাখা শুরু করুন, যাতে আপনি বুঝতে পারেন যে কতটুকু সময় ঈশ্বরের প্রশংসায় আপনি ব্যয় করছেন আর কতটুকু আপনি প্রার্থনার জন্য ব্যয় করছেন। প্রশংসা আর প্রার্থনার মধ্যে যাতে একটা সামঞ্জস্য তাকে, সেিদকে লক্ষ্য রাখুন।

একটি পেদ পাঠের শিক্ষা ”এই কথা বিশ্বসনীয়; আর আমার বাসনা এই যে, এই সকল বিষয়ে তুমি দৃঢ় নিশ্চয়তায় কথা বল; যাহারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়াছে, তাহারা যেন সৎকার্যে ব্যাপৃত হইবার চিন্তা করে। এই সকল বিষয় মনুষ্যদের পক্ষে উত্তম ও সুফলদায়ক”, তীত ৩:৮।

পাঠের সার সংক্ষেপ শমূয়েল অনেক বছর যাবৎ ই‍্রায়েলের বিচারক ছিলেন। তিনি বৃদ্ধ হয়ে যাি"ছলেন আর বিচারকাজ পরিচালনা করা তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। শমূয়েল প্রস্তুত হি"ছলেন কাউকে তার জায়গায় নিয়োগ িদতে। ই‍্রায়েলীয়রা শমূয়েলকে বললো তারা বিচারক আর চায় না। তারা চায় রাজা, কারণ তা‍েদর আশেপাশের সব রাজ্যেরই রাজা আছেন। ঈশ্বর ই‍্রায়েলীয়েদর নিয়ে হতাশ হয়ে পড়লেন, কিন্তু তিনি শমূয়েলকে বললেন লোকেরা যা বলছে তা শুনতে। শৌল নামের একজন তরুণ ছিলো যে ই‍্রায়েলের বাকী সবার চেয়ে একমাথা লম্বা ছিলেন। ঈশ্বর শমূয়েলকে বললেন শৌলই হবেন ই‍্রায়েলকে শাসন করার জন্য উপযুক্ত রাজা। শমূয়েল শৌলের কাছে গেলেন আর তার মাথায় বিশেষ ধরণের তেল ঢেলে িদলেন। এই তেল ঢালার নিয়মটাকে বলে, “অভিষিক্ত” করা। শমূয়েল শৌলকে নিয়ে ই‍্রায়েলীয়েদর কাছে ফিরে গেলেন আর বললেন যে শৌলই তা‍েদর রাজা হবেন। ই‍্রায়েলীয়রা খুব খুশী হলো।

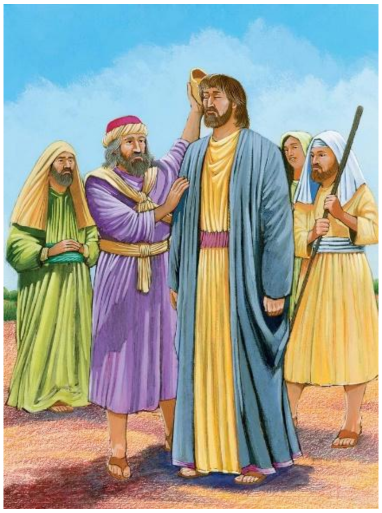

ছবি েথকে শেখা:

- ১. **শমূয়েল** ই¯্রায়েলের বিচারকেদর মধ্যে সবশেষ বিচারক ছিলেন। ই¯্রায়েলীয়রা বলেছিলো তারা চায় অন্যান্য েদশের মতো তা েদর েদশেও একজন রাজা রাজ্য পরিচালনা করুক। লোকজনের এই অনুরোধ শুনে শমূয়েল দুঃখ পেলেন, কারণ তিনি জানতেন সেরকম হলে তা মানুষের জন্য বিশাল কষ্ট বয়ে নিয়ে আসবে, কারণ ঈ¯্রায়েলীয়েদর জন্য ঈশ্বরের ই"ছা তা নয়।
- ২. **শৌল** ছিলো লম্বা ও সুদর্শন। ই¯্রায়েলীয়রা এসব পছ›দ করতো ; তারা চাইতো এমন একজন রাজা তা েদর রাজ্য পরিচালনা করুক, যাকে তারা পছ›দ করতে পারে। যাইহোক বাইরের সৌ›দর্য্য আসলে একজনের ভালো নেতা হবার কোনো শর্ত পূরণ করে না, আর কিছুিদনের মধ্যেই ই¯্রায়েলীয়রা এই সত্য বুঝতে পারলো।
- ৩. **ই¯্রায়েলীয়রা** তা েদর রাজার দাবীর মাধ্যমে ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা অথবা সন্মান করেনি, ঈশ্বর তা েদর চাওয়া অনুযায়ী তা েদর বিচারকের পরিবর্তে রাজা উপহার িদয়েছেন। তা েদর রাজা হবেন ঈশ্বর আর বিচারকরা হবেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি, এমনই হওয়ার কথা ছিলো। যাই হোক ই¯্রায়েলীয়রা অন্যসব েদশের মতো তা েদর েদশের জন্যও একজন রাজা চাি"ছলো।

পাঠ প্রসঙ্গ শমূয়েল ছিলেন ই¯্রায়েল েদশের জন্য কাজ করা শেষ বিচারক। দুভার্গ্যক্রমে শমূয়েলের পূর্বসুরীর মতোই শমূয়েলের ছেলেরাও ঈশ্বরকে সন্মান করতো না। তারা তা েদর সামাজিক অবস্থানের কারণে অন্যেদর চেয়ে বেশী ফায়দা লুটতো। আর তাই ই¯্রায়েলীয়রা নতুন নেতৃত চাইলো এবং তারা অন্যান্য েদশের মতো তা েদর েদশের জন্যও একজন রাজা চাইলো। এই চিন্তাধারাটা ই¯্রায়েলের ইতিহাসে বারবার েদখা যায় — ই¯্রায়েলীয়রা তা েদর আশেপাশের েদশের মতোই হতে চাইতো। ব্যাপারটা কিন্তু ঈশ্বরের সা েথ ই¯্রায়েলের যে চুক্তি ছিলো তার বিরোধী, ঈশ্বর চাইতেন ই¯্রায়েল অন্যেদর চেয়ে আলাদা হোক, অন্ধকারের মাঝে আলোর মতো।

মাঝে মাঝে ঈশ্বর আমা েদর প্রার্থনার উত্তর েদন, যিদও তিনি কিন্তু জানেন যে সেটা আমা েদর জন্য ভালো হবে না। ঈশ্বর এই কারণে তা করেন, যাতে আমরা আমা েদর স্বার্থপর প্রার্থনারগুলোর বিপদ সম্পর্কে বুঝতে পারি। ঈশ্বর শমূয়েলের মাধ্যমে তা েদর সতর্ক করেছিলেন রাজার শাসনের সম্ভাব্য পরিণতির ব্যাপারে (েদখুন ১ম শমূয়েল ৮:১০—২১)। ই¯্রায়েলীয়রা ঈশ্বরের

সতর্কীকরণের কোনো তোয়াক্কা করেনি, বরং ক্রমাগত রাজার দাবী করেই গেছে। শেষে ঈশ্বর শৌলকে তাদের রাজা নিবার্চিত করেন।

প্রথমদিকে শৌল বেশ ভালোই রাজ্য পরিচালনা করছিলেন, তবে যতই মাস ও বছর যেতে লাগলো ততই তিনি খুব খারাপ একজন রাজা হতে লাগলেন। তিনি তার কাজকর্ম ও সিদ্ধান্ত দিয়ে সে প্রমাণ করতে লাগলেন যে তিনি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার চেয়ে জনগনকে সন্তুষ্ট করাকেই বেশী গুরুত্ব দেন।

নূতন নিয়মের পাঠ্য: রাজা শৌলের রাজত্বের প্রথমদিকে তার উপর যে পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিলো সেটা খ্রীষ্টানেদর জন্যও প্রাপ্য ছিলো। পবিত্রআত্মাকে নিজেদের অন্তরে রেখে, খ্রীষ্টানরা ভালোবাসা ও পবিত্রতায় পূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে। আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যাতে আমরা শৌলের মতো ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে না চলে যাই, বরং আমরা যেন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকি, সে ব্যাপারে।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** এটা একটা কঠিন শিক্ষা হতে পারে আমাদের জন্য, যদি আমরা একটা কিছু চেয়ে সেটা পাই শুধু এটা বোঝার জন্য, এটা আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় নয়। খ্রীষ্টানেদর জীবন শুধুমাত্র তখনই আনন্দ ও ভালোবাসায় পূর্ণ হতে পারে যখন তাদের হৃদয় ও মন ঈশ্বরের প্রতি পুরোপুরি নিবেদিত থাকবে। এটা করার একটা উপায় হলো যীশুর কথা অনুযায়ী প্রার্থনা করা, "আমরা কি করবো তা নয়, বরং তুমি কি করবে।" (মার্ক ১৪:৩৬) যখন একজন খ্রীষ্টানের হৃদয় ও মন ঈশ্বরের

প্রতি নিবেদিত থাকে, তারা আরো সহজে তাদের সঠিক প্রয়োজনের বস্তুগুলোর জন্য প্রার্থনা করতে পারে, এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে শুধুমাত্র আশীর্বাদই পায়।

- কি উপায়ে একজন খ্রীষ্টান উপলব্ধি করতে পারবে যে, তাদের প্রার্থনাটা স্বার্থপর প্রার্থনা হেচ্ছ, আর যদি তার উত্তর তারা পায় তাহলে তা তাদের জন্য আনন্দ বা শান্তি নিয়ে আসবে না?
- যদিও সবকিছু মিলিয়ে শৌল রাজা হিসাবে খারাপ ছিলেন, কিন্তু তিনি তার শুরুটা ভালোই করেছিলেন। ঈশ্বরকে তাদের জীবনে সবকিছুর চেয়ে আগে রাখার বিষয়টা থেকে কি কারণে মানুষ পিছু হটে যায় ?

- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** বিচক্ষণতা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা গুণ যা একজন খ্রীষ্টানের থাকা উচিৎ। যে মানুষের বিচক্ষণতা বৃদ্ধি পাচ্ছ সে শিখছে তার নিজের বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টির উপর ভরসা না করতে, আর সে সেই ইস্রায়েলীয়দের মতো না যারা শমূয়েলের হুঁশিয়ারীতে কান দেয়নি। একজন বিচক্ষণ খ্রীষ্টান ঈশ্বরের ইচ্ছা কি তা জানতে চাইবে, পরিণত খ্রীষ্টানেদর কাছ থেকে পরামর্শ নেবে, আর নিজেদের জীবন থেকে স্বার্থপরতা দূর করতে চাইবে। তাদের প্রচেষ্টা থাকবে প্রার্থনাশীল জীবনের জন্য যা তাদের জীবনে কি কি প্রয়োজন সেটা ঈশ্বরের কাছ থেকে পাবার উপর কেন্দ্রীভূত হবে, তারা নিজেরা যা চায় তার উপর নয়।
  - কিছু কিছু মানুষ কেনো অন্যেদর বাহ্যিক রূপটা দেখেই তাদের বিচার করতে প্রলুব্ধ হয়, আর তাদের চরিত্র জানার জন্য অপেক্ষাটাও করতে চায় না?
  - একজন খ্রীষ্টানের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অনুসরণ করার জন্য কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন, বিশেষ করে যখন পরিস্থিতি এমন আসে যেখানে তাদের নিজেকেই অস্বীকার করতে হচ্ছে?
- **হাত: কি ভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ দিতে পারি?** যীশুর প্রার্থনাকে, ‘আমি যা করবো তা নয়, কিন্তু তুমি যা করবে তাই” আত্মস্থ করাটা আমাদের প্রার্থনায় ঈশ্বরের ইচ্ছাকে প্রথমে রাখার চেষ্টায় একটা অসাধারণ পদক্ষেপ হতে পারে। এটা আমাদের আরো সাহায্য করবে যাতে আমরা ভুল করেও তেমন প্রার্থনা না করি যা ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। এর সাথে যোগ করা যায়, প্রার্থনার বিষয়গুলো লিখে রাখলে তা খ্রীষ্টানেদর বুঝতে সাহায্য করবে যে তাদের প্রার্থনার কতটা সময় তারা তাঁর কাছে চাচ্ছে আর কতটা সময় তাঁর ধন্যবাদ দিচ্ছে।
  - কিভাবে প্রার্থনা করা যায় সে ব্যাপারে আপনার শোনা সবচেয়ে ভালো পরামর্শগুলো কি কি?
  - প্রার্থনা করার ব্যাপারে আপনার শোনা সবচেয়ে বাজে পরামর্শের কয়েকটা কি কি?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৩৫ শমূয়েল দাউদকে অভিষেক েদন

পাঠের সাস্ত্রাংশ: ১ম শমূয়েল ১৫—১৬ অধ্যায়

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: ইফিষীয় ৩ অধ্যায়

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** অনুপ্রাণিত হোন, ঈশ্বরের শক্তিতে, একজন রাখাল বালকও একজন মহান রাজায় পরিণত হতে পারেন!
- **হৃদয়:** ঈশ্বর আপনাকে এই মুহূর্তে ভালোবাসেন, আর আপনার জীবনের জন্য তাঁর অসাধারণ একটা পরিকল্পনা আছে। একথাই বিশ্বাস করুন যে ঈশ্বর আপনাকে এতোটাই ভালোবাসেন যে যীশুকে আপনার পাপের কারণে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।
- **হাত:** অন্যকে সহমর্মিতাপূর্ণভাবে ভালোবাসার জন্য নির্িদষ্ট পেথর সন্ধান করুন, তাােদর ভালোবাসুন এটা না ভেবে যে তারা আপনার জন্য কি করতে পারে, বরং এজন্য যে ঈশ্বর তাােদর ভালোবাসেন।

একটি পেদ পাঠের শিক্ষা ”কিন্তু সদাপ্রভু শমূয়েলকে কহিলেন, তুমি উহার মুখশ্রীর বা কায়িক দীর্ঘতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না; কারণ আমি উহাকে অগ্রাহ্য করিলাম কেননা মনুষ্য যাহা দেখে, তাহা কিছু নয়; যেহেতু মনুষ্য প্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, কিন্তু সদাপ্রভু অন্তঃকরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।” ১ম শমূয়েল ১৬:৭

পাঠের সার সংক্ষেপ। ঈশ্বর ই˜্রায়েলের রাজা শৌলকে একটা বিশেষ কাজ েদন। কিন্তু শৌল তা অমান্য করেন এবং ঈশ্বরের নির্েদশনা অনুসরণ করেন না। ঈশ্বর শৌলের উপর খুব রাগ করেন আর তাকে বলেন যে শৌল শেষ পর্যন্ত আর ই˜্রায়েলের রাজা থাকতে পারবেন না। ঈশ্বর শমূয়েলকে বললেন বেৎলেহমে যেতে, যেখানে যিশয় নামে এক ব্যাক্তি বাস করে। ঈশ্বর যিশয়ের আট ছেলের মধ্যে একজনকে ই˜্রায়েলের পরবতীর্ রাজা হিসাবে মনোনীত করেছেন। শমূয়েল বেৎলেহমে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। শমূয়েলের সােথ যিশয়ের সাত ছেলের েদখা হলো, কিন্তু তাােদর মধ্যে ঈশ্বরের পছ›দ করা ছেলেটা ছিলো না। শমূয়েল যিশয়কে জিজ্ঞাসা করলেন তার আর কোনো ছেলে আছে কি না। যিশয় তাকে জানালেন যে তার ছোটছেলে, দাউদ, মাঠে মেষপাল চরাচ্ছে। যখন দাউদ বাড়ীতে ফিরে আসলো, শমূয়েল তেল নিলেন আর দাউদকে ই˜্রায়েলের নতুন রাজা হিসাবে অভিষিক্ত করলেন। কিন্তু শৌল আরো বহুিদন রাজা হিসাবে তার ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে ছিলেন।

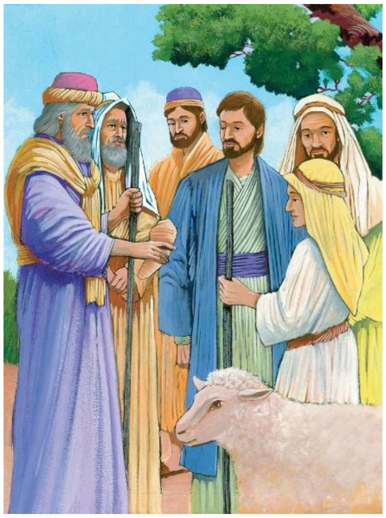

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **শমূয়েল।** ঈশ্বর শৌলকে রাজার পদ থেকে সরিয়ে দিলেন কারণ শৌলের হৃদয় ঈশ্বরের কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলো। অতএব, ঈশ্বর শমূয়েলকে বেৎলেহেমে পাঠালেন নতুন রাজাকে অভিষিক্ত করার জন্য।
- ২. **যিশয় ও তার সন্তানরা।** ঈশ্বর শমুয়েলকে যিশয় নামে এক ব্যাক্তির কাছে পাঠালেন, আর শমূয়েলকে বললেন যিশয়ের আট সন্তানের মধ্যে থেকে একজন রাজা হিসাবে অভিষিক্ত হবে। ঈশ্বর সবার বড়, সবচেয়ে লম্বা অথবা সবচেয়ে শক্তিশালী ছেলেটাকে বেছে নেননি। বরং তার পরিবর্তে ঈশ্বর দাউদকে বেছে নিলেন, যাকে তার বাবা শমূয়েলের সন্মানে আয়োজন করা নৈশভোজে আমন্ত্রন জানাননি সবার চেয়ে ছোট হবার কারণে। যিশয় ভেবেছিলেন ঈশ্বর তার ছোটছেলের মধ্যে দিয়ে কোনো আশ্চয্যর্ কাজ করবেন না। দাউদ মাঠে মেষপাল চরাচ্ছিলো যখন তার বাবা তাকে শমূয়েলের সাথে দেখা করার জন্য ডেকে পাঠালেন।
- ৩. **দাউদ।** দাউদ যখন রাজা হবার জন্য মনোনীত হয়েছিলেন তখন শৌলের মতো লম্বা ও শক্তিশালী ছিলেন না। ইস্রায়েলীয়রা যেখানে ঐসব গুণাবলীকেই একজন রাজার মাঝে দেখতে চাইতো, ঈশ্বর কিন্তু জানতেন যে তাদের এমন একজন রাজা প্রয়োজন যে শক্ত চরিত্রের অধিকারী এবং যার হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত।

পাঠ প্রসঙ্গ ঈশ্বর চাইতেন ইস্রায়েল তাঁকে তাদের রাজা হিসাবে হিসাবে করুক। ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে মিশর দেশের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে তাঁর সেই প্রতিশ্রুত দেশে বসবাস করতে দেয়ার মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল জাতির কাছে তাঁর ভালোবাসা ও তাঁর বিশাল শক্তির প্রমাণ তিনি রেখেছিলেন। ঈশ্বর চেয়েছিলেন ইস্রায়েল যেন অন্যান্য দেশের কাছে আলোর বাতিঘর হিসাবে বিবেচিত হয়, আর প্রমাণ করে যে ইস্রায়েলের ঈশ্বরই একমাত্র সত্যি ঈশ্বর।

যাইহোক, ইস্রায়েলীয়রা কিন্তু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আর ঈশ্বরের কাছে তারা নিজেদের জন্য একজন রক্তমাংসের মানুষ রাজা দেবার জন্য দাবী করে, যাতে তারা আশেপাশের অন্যান্য দেশের মতো হতে পারে (দেখুন ১ম শমূয়েল ৮)। অতএব, ঈশ্বর অন্যান্য দেশের রাজাদের মতোই একজন রাজা তাদের উপহার দিলেন, যার নাম শৌল। কিন্তু বাস্তবে রাজা শৌল একসময় অন্যান্য দেশের রাজাদের মতোই হয়ে গেলেন:

- তিনি ঈশ্বরের চেয়ে নিজেকেই বেশী ভালোবাসতেন,
- তিনি ঈশ্বরকে জানতে চাইবার চেয়ে নিজের ক্ষমতাকেই বেশী প্রাধান্য িদতেন।
- তিনি ঈশ্বর তাকে নিয়ে কি চিন্তা করছেন তার চেয়ে মানুষ তাকে নিয়ে কি ভাবছে সেটাকেই বেশী গুরুত্ব িদতেন।

তাই তিনি রাজার পদ েথকে সরিয়ে িদয়ে দাউদকে ই্রায়েলের পরবতীর্ রাজা হিসাবে মনোনীত করলেন। ভবিষ্যতে দাউদ এমন একজন মানুষ হবেন যার হৃদয় তার নিজের চেয়ে ঈশ্বরকেই বেশী সন্মান করবে। তাঁর রাজত্বের বেশীর ভাগ সময়েই দাউদ এমন একজন রাজা হবেন যিনি ঈশ্বরের ঈশ্বরের ই"ছা অনুযায়ী ই্রায়েল জাতিকে নেতৃত্ব দেবেন, যাতে তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, ঈশ্বরকে ভলোবাসে এবং অন্য মানুষকেও ভালোবাসে। দাউদ রাজা হিসাবে পুরোপুরি নিখুঁত ছিলেন না, আর তিনি কিছু মারাত্মক ভুলও করেছিলেন। তবে সবকিছু মিলিয়ে তিনি একজন ভালো রাজা ছিলেন।

নূতন নিয়মের পাঠ্য: ঈশ্বর দাউেদর মতোই শৌলকে বেছে নেবার পর তার (পরে পৌল নামে পরিচিত) জীবনকেও একেবারে পরিবর্তিত করে িদয়েছিলেন যাতে তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহের জন্য ব্যবহৃত হবার মতো একটা হাতিয়ার হতে পারেন। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলো এটাই যে দাউেদর মতো ই্রায়েলীয়েদর ঈশ্বরীয় শিক্ষা েদবার পাশাপাশি শৌলকে আরো বলা আহ্বান করা হয়েছিলো তিনি যেন পরজাতীয়েদর মাঝেও পরিত্রাণের বাতার্ প্রচার করেন।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবা েদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** খ্রীষ্টান হিসাবে আমাদের নিজেদের দিকে তেমন ভাবেই তাকানো উচিৎ, যেমনটা ঈশ্বর দেখতে চান। ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ের দিকে তাকান, আর দ্যাখেন আমরা কে আর এটাও দ্যাখেন যে ঈশ্বরের শক্তির সাহায্যে আমরা কেমন হতে পারি। ঈশ্বর যখন দাউদকে নির্বাচন করেছিলেন, দাউদকে দেখে তখন মনে হয়নি যে সে রাজা হবার মতো। দাউদ ছিলো তরুণ ও ভাইদের মধ্যে সবার ছোট, আর সে তার সময় কাটাতো কিভাবে একজন ভালো মেষপালক হওয়া যায় সেই কাজে, কিভাবে একজন মহান নেতা অথবা শক্তিশালী যোদ্ধা হওয়া যায় সে কাজে নয়। ঠিক একই ভাবে আমাদের মধ্যেও অনেকেই আছে যাদের বয়স কম, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের বিবেচনা করেন আমরা কে কি হতে পারি সেই সম্ভবনাকে দিয়ে। আরো বলা যায়, আমরা হয়তো আত্মিকভাবে কম বয়সী হতে পারি, কিন্তু ঈশ্বর বিবেচনা করেন আমরা আধ্যাতিক নেতা হিসাবে কেমন হতে পারবো, সেটা।
  - ঈশ্বর কি কারণে রাজা শৌলকে বাতিল করেছিলেন?
  - ঈশ্বর দাউদকে ভবিষ্যতে কেমন রাজা হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেন?
- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** আমাদের জন্য ঈশ্বরের ভালোবাসা এবং আমাদের জীবনের জন্য তাঁর পরিকল্পনাকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য আমাদের উচিৎ অন্যেদর চোখ দিয়ে আমাদের দেখার পরিবর্তে ঈশ্বরের দৃষ্টি দিয়ে দেখা। আমরা খ্রীষ্টান হিসাবে সবাই ঈশ্বরের রাজ্যে বাস করি, যেখানে যীশু আমাদের রাজা আর আমরা সবাই তাঁর দাস। আমরা হয়তো মহান কোনো দেশের মহান কোনো রাজা হতে পারবো না, কিন্তু আমরা আমাদের পরিবারে, আমাদের মন্ডলীতে এবং আমাদের এলাকাতে আধ্যাতিক নেতা হতে পারি।
  - ঈশ্বর দাউদের হৃদয়ে কি এমন গুণ দেখে থাকবেন যার জন্য তিনি দাউদকে ই¯্রায়েল জাতির পরবতীর্ রাজা হিসাবে মনোনীত করেন?
  - ঈশ্বর কি ভাবে আপনার হৃদয়কে পরিবর্তন করছেন?
- **হাত: কি ভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ দিতে পারি?** যেহেতু ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন, আমাদেরও উচিৎ যীশুর মতো অন্যেদর ভালোবাসা। এর মানে হলো আমরা তাদের ভালোবাসি তারা বিনিময়ে আমাদের কি দেবে তা ভেবে নয়, বরং যীশু তাদের ভালোবাসেন শুধু এই কারণে।
  - কিভাবে আপনি বাহ্যিক চেহারাকে ছাড়িয়ে আরো ভিতরে দৃষ্টি দিতে পারেন, অথবা আপনার জন্য অন্যরা কি করতে পারে সেটা না ভেবে আপনি তাদের কিভাবে ভালোবাসতে পারেন, যেমন ঈশ্বর সবাইকে ভালোবাসেন?
  - কি কি ভাবে আপনি অন্যেদর দেখাতে পারেন যে ঈশ্বর তাদের কতটা ভালোবাসেন?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৩৬ দাউদ গলিয়ৎকে হত্যা করেন

পাঠের সাস্ত্রাংশ: ১ম শমূয়েল ১৭:২০—৫১

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: লূক ১২:১-১২। ইফিষীয় ৬:১০—১৭

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** বুঝুন যে ঈশ্বর মানুষের বাইরের বেশভূষা অথবা আচার আচরণ েদেখে কাউকে বিচার করেন না। তিনি মানুষের হৃদয়ের িদকে তাকান আর যারা তাঁর প্রতি নিবেিদতপ্রাণ তােদর মাধ্যমে মহান কাজ সম্পন্ন করেন।
- **হৃদয়:** আনন্দ উদযাপন করুন যে ঈশ্বর আপনার হৃদয়কে জানেন ও আপনাকে ভালোবাসেন। ঈশ্বর যেহেতু আমােদর আহ্বান করেছেন সর্বদা অনুগ্রহে বৃদ্ধি পেতে, তাই আমােদর তাঁর ভালোবাসা পাবার জন্য আরো ভালো মানুষ হবার প্রয়োজন নেই। তিনি আমােদর আত্মিক যাত্রার প্রতিটা পদক্ষেপেই আমােদর ভালোবাসেন কারণ ঈশ্বর মানে ভালোবাসা।
- **হাত:** উপলব্ধি করুন যে, খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস হৃদয় ও েদহ দু'টোরই জন্য। আপনার বিশ্বাসকে যাতে কাজে রূপ েদয়া যায় সেই পথ খুঁজুন।

একটি পেদ পাঠের শিক্ষা কিন্তু সদাপ্রভু শমূয়েলকে কহিলেন, তুমি উহার মুখশ্রীর বা কায়িক দীর্ঘতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না; কারণ আমি উহাকে অগ্রাহ্য করিলাম। কেননা মনুষ্য যাহা দেখে, তাহা কিছু নয়; যেহেতু মনুষ্য প্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, কিন্তু সদাপ্রভু অন্তঃকরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, ১ শমূয়েল ১৬:৭।

পাঠের সার সংক্ষেপ একিদন দাউদ তার ভাইেদর জন্য কিছু খাবার নিয়ে গেলো যারা ইস্রায়েলীয় শিবিরে ছিলো। সেখানে থাকাকালীন সময়ে দাউদ শুনতে পেলো যে গোলিয়াথ নামে এক পলেষ্টীয় লোক ঈশ্বরের সৈন্যেদর সম্পর্কে খারাপ কথা বলছে। গোলিয়াথ হুঙ্কার িদলো ইস্রায়েলীয়েদর শিবিরের িদকে ফিরে। সে বললো তার সােথ লড়বার মতো কাউকে পাঠাতে। সে আরো বললো যে কেউ যিদ তাকে হারাতে পারে তাহলে পলেষ্টীয়রা আত্মসমর্পন করবে আর তারা ইস্রায়েলের দাস হয়ে থাকবে। ইস্রায়েলীয়রা ভয় পেলো কারণ গলিয়াৎ ছিলো নয় ফুট লম্বা! কিন্তু দাউদ প্রমাণ করতে চাইলো যে ঈশ্বরের সৈন্যরা গলিয়াৎকে পরাজিত করতে পারবে। দাউদ একটা ঝরণার ভিতর েথকে পাঁচটা পাথর তুলে নিলো। সে সেই পাথরগুলো এবং তার গুলতি নিয়ে দ্রুত গোলিয়ােথর িদকে গেলো। গলিয়াৎ একটু হাসলো। দাউদ সেই পাথরগুলো মধ্যে েথকে একটা পাথর নিয়ে তার গুলতিতে বসালো আর সেটিকে ছুঁড়ে িদলো শূণ্যে। পাথরটা গিয়ে গলিয়াৎ—এর কপালে আঘাত করলো, আর সে মুখ থুবড়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। গলিয়াৎ মারা গেলো।

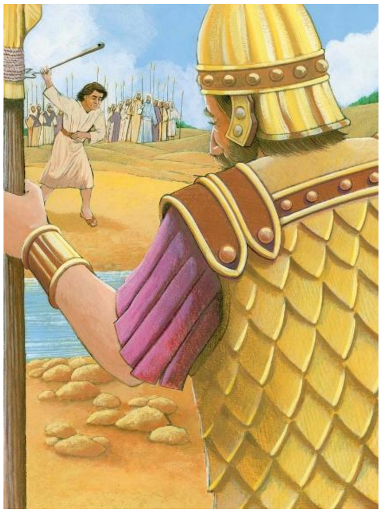

ছবি ে◌থেক শেখা:

- ১. **গলিয়ৎ,** একজন শক্তিশালী পলেষ্টীয় যোদ্ধা ছিলো যে ই¯্রয়েলীয়েদর বিদ্রুপ করছিলো, তারা যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি নি ি"ছলো তখন। সে ই¯্রায়েলীয়েদর উদ্দেশ্য করে তার সা ে◌থ লড়বার জন্য তা ে◌দর একজন যোদ্ধাকে পাঠাতে বললো, আর শর্ত ি◌দলো যে পরাজিত দলের সৈন্যরা জয়ী দলের সৈন্যেদর দাসে পরিণত হবে।
- ২. **ই¯্রায়েলীয়,** সৈন্যরা গলিয়ৎকে ে◌দখে ভীষন ভয় পেলো আর হেরে গিয়ে অত বড় মূল্য ে◌দবার ভয়ে কেউই রাজী হলো না তা ে◌দর জীবন বাজী রাখতে। তা ে◌দর শিবিরে ভয়ের ে◌¯্রাত বয়ে গেলো, এমনকি রাজা শৌলও আতঙ্কিত হলেন।
- ৩. **দাউদ,** ছিলো একটা বালক মাত্র। কিন্তু সে যখন ে◌দখলো গোলিয়াথ তা ে◌দর বিদ্রুপ করছে আর কোনো ই¯্রায়েলীয় গলিয়ৎ—এর সা ে◌থ লড়বার মতো সাহস ে◌দখাতে পারছে না, দাউদ নিজেই প্রস্তুত হলো গলিয়ৎ—এর সা ে◌থ লড়বার জন্য। দাউদ জানতো ঈশ্বর তাকে জয়ী করবেন কারণ সে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রেখেছে আর সে ঈশ্বরের সৈন্যেদর পক্ষে দাড়িয়েছে।
- ৪. **গুলতি আর পাথর,** কিন্তু কোনো অস্ত্র নেই। একজন মেষপালক হওয়ায় দাউদ জানতো কিভাবে সিংহ আর ভালুকের সা ে◌থ শুধুমাত্র একটা গুলতি আর পাথর ি◌দয়ে লড়াই করা যায়। অতএব ভারী অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে তরবারী হাতে একজন যোদ্ধার মতো প্রস্তুত না হয়ে, দাউদ শুধুমাত্র এগিয়ে গেলো এবং তাই—ই করলো যা সে মেষপাল পাহারা সময় করে থাকে। গলিয়ৎ রেগে আগুন হয়ে গেলো যখন সে ে◌দখলো যে ই¯্রয়েলীয়রা একজন বালককে পাঠিয়েছে তার সা ে◌থ লড়বার জন্য। যিদও দাউেদর গুলতি ে◌থকে ছোঁড়া পাথর গলিয়ৎ—এর কপালে আঘাত করে আর গলিয়ৎ মারা যায়।

পাঠ প্রসঙ্গ শুধুমাত্র শমূয়েল দাউদকে রাজা হিসাবে অভিষিক্ত করেছিলেন বলেই দাউদ কিন্তু সা ে◌থ সা ে◌থ রাজা হয়ে যায়নি। বরং সে ধীরে ধীরে বড় হি"ছলো আর সে তার বাবার মেষপালের যত্ন নিতো। তার ভাইয়েরা পলেষ্টীয়েদর সা ে◌থ যুদ্ধ করার জন্য গিয়েছিলো। শৌল তখনও বিধি মোতাবেক ই¯্রায়েলের রাজা ছিলেন আর পলেষ্টীয় সৈন্যেদর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ই¯্রায়েলীয় সৈন্যেদর পক্ষে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।

পলেষ্টীয় যোদ্ধা ে◌দর মধ্যে সবার সেরা যোদ্ধা, গলিয়ৎ, ই¯্রায়েলীয় সৈন্যেদর ি◌দকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে ি◌দয়ে বললো তার সা ে◌থ লড়বার জন্য যে কোনো একজন ই¯্রায়েলীয় সৈন্যকে পাঠাতে। গলিয়াৎ ঘোষণা করলো, যে যুদ্ধে জিতবে, তার সৈন্যদলই পরাজিত ব্যাক্তির সৈন্যদলের বিরুদ্ধে জয়ী বলে

ঘোষিত হবে। পরাজিত সৈন্যরা বিজয়ী সৈন্যদলের দাসে পরিণত হবে। ই¯্রায়েলীয় সৈন্যরা গলিয়ৎ—এর েদহের আকার ও দক্ষতা েদখে আতঙ্কিত হয়ে পড়লো। যাইহোক, দাউদ ব্যাপারটাকে শুধুমাত্র দু'জন সৈন্যেও একে অপরের সাতে লড়াইয়ের চেয়ে বড় বিষয় হিসাবে েদখলো। সে উপলব্ধি করলো যে এটা মানসিক বা আত্মিক যুদ্ধও বটে। অধিকন্তু, যেহেতু ই¯্রায়েলীয়রা ঈশ্বরের সৈন্যদল, তাই একজন ই¯্রায়েলীয় সৈন্যের মনে যদি আস্থা ও দৃঢ়বিশ্বাস থাকে, ঈশ্বর তা‍েদর বিজয় উপহার েদবেন। দাউদ একটা অপ্রচলিত অস্ত্র িদয়ে যুদ্ধ করে, আর সেই একজন প্রকৃত ঈশ্বরের আশীবার্েদ যুদ্ধে জয়ীও হয়

নূতন নিয়মের পাঠ্য: যীশু আমা‍েদও শিক্ষা েদন যে জীবন মানে শুধু শরীরই নয়, তার চেয়ে বেশী কিছু। প্রতিটা মানুষের একটা আত্মা আছে যা ঈশ্বরের সৃষ্টি। অতএব, একজন খ্রীষ্টানের এই ভয়ে ভীত হওয়া উচিৎ নয় যে তার শত্রু তার শরীর নিয়ে কি করবে, তা‍েদর বেশী চিন্তা করা উচিৎ তা‍েদর আত্মার কি পরিণতি কি হবে তা নিয়ে। আমা‍েদর শরীর অস্থায়ী, কিন্তু আত্মা চিরস্থায়ী। খ্রীষ্টানরা যদি একথা মনে রাখে, আর এই সা‍েথ মনে রাখে তা‍েদর প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসার গভীরতাকেও, তাহলে তারা নির্ভয়ে তা‍েদর জীবন অতিবাহিত করতে পারবে।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবা‍েদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টানরা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হবে। তবে, তা‍েদর মনে রাখতে হবে যে তা‍েদর যুদ্ধ প্রধানত "মাংস ও রক্তের" বিরুদ্ধে নয়, বরং আধ্যাতিক জগতের সবরকম শক্তির বিরুদ্ধেও। (ইফিষীয় ৬:১২) দাউদ উপলব্ধি করেছিলো যে ঈশ্বর গলিয়ৎ—এর সা‍েথ এই যুদ্ধে সহজেই জয়ী হবেন; ঈশ্বর শুধুমাত্র একজন সৈন্য চান যার মধ্যে এই বিশ্বাসকে কাজে পরিণত

করার মতো আত্মবিশ্বাস আছে। ই¯্রয়েলীয় শিবিরে দাউদ একমাত্র মানুষ ছিলো যার মনে এরকম আত্মবিশ্বাস ছিলো।

  - কিভাবে একজন খ্রীষ্টান চোখের েদখার উপর নির্ভর না করে বিশ্বাসের মাধ্যমে পথ চলতে পারে?
  - দাউদ কোত্থেকে সেই বিশ্বাসে অর্জন করেছিলো যা তাকে ঈশ্বরের উপর অতটা বিশ্বাস আনতে সাহস জুগিয়েছিলো, যা ই¯্রায়েলীয় শিবিরের আর কারো মাঝে েদখা যায়নি?

- **হৃদয়: আমাে দর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** চোখের েদখার উপর নির্ভর না করে বিশ্বাসে জীবন যাপন করাটা সহজ ব্যাপার নয়। আমাে দর যেমন যেসব আধ্যাতিক শক্তি এই পৃথিবীতে কাজ করছে, সেগুলোকে একেবারে পাত্তা না িদয়ে অন্ধভাবে জীবন যাপন করা উচিৎ নয়, তেমনি আমাে দর এটাও বিশ্বাস করা উচিৎ নয় যে আমরা আমাে দর ই"ছামতো একটা যুদ্ধে নামবো আর চিন্তা করবো যে ঈশ্বর আমাে দর সাে থ সাে থ জিতিয়ে েদবেন। যে সব খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করে তাে দর প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসার উপর, বিশ্বাস করে ঈশ্বরের শক্তিতে, ঈশ্বর যখন নির্েদশনা েদন শুধু তখনই যুদ্ধে নামে, তারাই শেষপর্যন্ত জয়ী হবে।
  - কিভাবে একজন খ্রীষ্টান ঈশ্বরের শক্তিতে গভীরভাবে বিশ্বাস করার বিষয়টা আয়ত্বে আনতে পারে?
  - একজন খ্রীষ্টান কিভাবে উপলব্ধি করতে পারে যে ঈশ্বর কোন যুদ্ধে তাে দর যেতে আহ্বান করছেন আর কোন যুদ্ধ েথকে দূরে (যেমন কোনো প্রলোভনের যুদ্ধ) পালাতে বলছেন?
- **হাত: কি ভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ িদতে পারি?** খ্রীষ্টানেদর মাঝে মাঝেই মনে হয়, ঈশ্বর তাে দর এমন সব যুদ্ধে নামার আহ্বান করছেন, যাতে জয়লাভ করা মনে হয় তাে দর ক্ষমতার বাইরে। অবশ্যই ঈশ্বর যিদ তাঁর ই"ছা অনুযায়ী তাে দর নির্েদশনা েদন, তাহলে ঈশ্বরের শক্তিতেই তারা সেই যুদ্ধে জয়ী হবে। ঈশ্বর তখনই একজন খ্রীষ্টানের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করেন যখন সে তার বিশ্বাসকে বিশ্বস্ততার সাে থ কাজে প্রয়োগ করে।
  - জীবনের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে একজন খ্রীষ্টান কি কি পেথ প্রস্তুতি নিতে পারে? (ইফিষীয় ৬:১০—১৭) কি কি সেই সব বড় বড় ব্যাপার বা অভিজ্ঞতা, যেগুলো আমাে দর
  - জীবনে আমরা অবশ্যই মুখোমুখি হবো?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাে থ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৩৭ দাউদ শৌলকে ছেড়ে েদন

পাঠের সাস্ত্রাংশ: ১ম শমূয়েল ২৬ অধ্যায়

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: মিথ ৫:৪৩-৪৮

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** েদখুন যে যিদও পাপী মানুষেরা পাপকাজ করছে আমােদর চারপাশে, খ্রীষ্টানেদর কাজ তােদর প্রতি প্রতিশোধ নেওয়া নয়।
- **হৃদয়:** উপলব্ধি করুন যে আপনার হৃদয়ে তিক্ততা অথবা ঘৃণা আছে কি না। যিদও অন্যরা আমােদর ক্ষতি করেছে, কিন্তু আমরা যিদ আমােদর মনের মাঝে তিক্ততা অথবা রাগকে বেড়ে উঠতে িদই তাহলে সেটা আমােদর আরো বড় ক্ষতি করবে।
- **হাত:** এগিয়ে যান এবং তার জন্য দয়া অথবা সহমর্মিতাপূর্ণ কিছু করুন যে আপনার উপর হতাশ। সত্যিকার ও বাস্তব পেথ ঈশ্বরের ভালোবাসা তােদর সামনে উপস্থাপন করুন।

একটি পেদ পাঠের শিক্ষা সদাপ্রভু প্রত্যেক জনকে তাহার ধার্মিকতা ও বিশ্বস্ততার ফল দিবেন; বাস্তবিক সদাপ্রভু অদ্য আপনাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি সদাপ্রভুর অভিষিক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করিতে চাহিলাম না, ১ম শমূয়েল ২৬:২৩।

পাঠের সার সংক্ষেপ রাজা শৌল দাউদকে ঈষার্ করতেন কারণ দাউদ সবকিছুতেই সফল হতেন। শৌল েদশের আনাচে কানাচে দাউদকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন তাকে হত্যা করার জন্য। দাউদ জানতেন যে শৌল তাকে হত্যা করার চেষ্টা করছেন, তাই তাকে শৌলের কাছ েথকে লুকিয়ে থাকতে হতো। ঈশ্বর তাকে রক্ষা করতেন ও তার উপর দৃষ্টি রাখতেন। একিদন দাউদ খবর পেলেন যে শৌলের সৈন্যরা কোথায় আছে। সেই রাতে দাউদ আর তার বন্ধু আবিশয় চুপি চুপি শৌলের শিবিরের সে স্থানে গেলেন যেখানে শৌল ঘুমাি"ছলেন। কেউ জানতে পারলো না তারা দু'জন শিবিরে ঢুকেছেন। তারা যখন ঘুমন্ত শৌলেন কাছে পৌঁছালেন, আবিশয় দ্রুত তার বর্শাটা বের করলেন। ঠিক যখন তিনি শৌলকে হত্যা করতে গেলেন, দাউদ তাকে থামালেন। তার বদলে তারা শৌলের মাথার কছে থাকা বশার্ আর জগটা সরিয়ে নিলেন। পরিদন শৌল বুঝতে পারলেন যে দাউদ কি করেছেন। তিনি জানতেন যে দাউদ তাকে হত্যা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তাকে প্রাণে মারেননি।

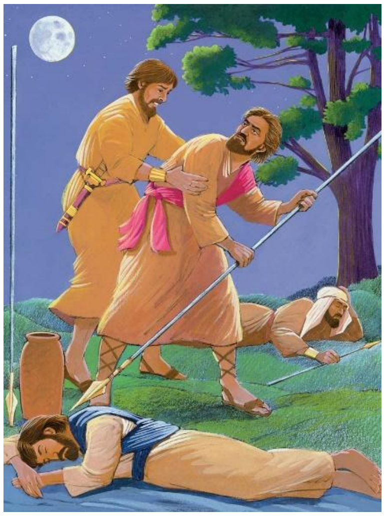

ছবি েথকে শেখা:

- ১. **রাজা শৌল।** রাজা শৌল দাউকে এতোটাই ঈষার্ করতেন যে তাকে হত্যা করার জন্য পিছু লেগেছিলেন। একিদন রাতে শৌল যখন ঘুমাি"ছলেন, দাউদ আর আবিশয় চুপি চুপি তা্েদর শিবিরে ঢুকলেন।
- ২. **শৌলের বশার্ আর জগ।** যিদও শৌল দাউদকে হত্যা করতে চাইতেন, দাউদ শৌলের কোনো ক্ষতি করতে চাইতেন না, কারণ। শৌল ঈশ্বরের দ্বারা অভিষিক্ত রাজা ছিলেন। তিনি যে শৌলের কোনো ক্ষতি করতে চান না সেটা প্রমাণ করার জন্য দাউদ শৌলের বশার্ আর জলের জগ সরিয়ে নিলেন, যাতে শৌল বুঝতে পারেন যে দাউদ সুযোগ পেয়েও তাকে হত্যা করেননি।
- ৩. **আবিশয়,** যে ছিলো দাউেদর সেনা্েদর একজন, সে কিন্তু এই বিশ্বাস লালন করতো না যে ঈশ্বরের অভিষিক্ত রাজাকে তারা হত্যা করতে পারবে না। আবিশয় সুযোগ পেয়ে শৌলকে মারতে চাইলো।
- ৪. **দাউদ** আবিশয়কে রাজা শৌলকে হত্যা করতে িদলেন না। তার পরিবর্তে তারা চুপি চুপি শিবির েথকে বের হয়ে গেলেন এবং পরে দূর েথকে শৌলের সা্েথ মোকাবেলা করেন।

পাঠ প্রসঙ্গ যিদও শমূয়েল দাউদকে ই্রায়েরের রাজা হিসাবে অভিষিক্ত করেছিলেন, শৌল তখনও পর্যন্ত ই্রয়েলের আনুষ্ঠানিক রাজা। শৌল ঈশ্বরের হৃদয়ের কথা অনুযায়ী চলার মতো মানুষ ছিলেন না, আর তিনি ই্রায়েলের লোকেদর এমনভাবে পরিচালনা করতেন না যাতে ঈশ্বরের মহিমা হয়। আর সেজন্যই ঈশ্বর শৌলের জায়গায় দাউদকে বসাতে যাি"ছলেন। তবে তখনও শৌলকে সরানোর সঠিক সময় আসেনি।

ঈশ্বর দাউদকে বিভিন্নভাবে আশীবার্দ করেছেন, আর সেই কারণেই শৌল দাউদকে খুব ঈষার্ করতেন। বহুবার শৌল দাউদকে হত্যা করার টেষ্টা করেছেন কারণ তিনি দাউদকে তার নিজের জন্য হুমকি হিসাবে েদখতেন। তবে ঈশ্বর দাউদকে রক্ষা করতেন। এই পাঠটাতে এমন ঘটনার কথা আছে, যেখানে েদখা যায় দাউদ শৌলকে হত্যা করার সুযোগ পেয়েও (১ম শমূয়েল ২৪ েদখুন) তা করতে অস্বীকৃতি জানান। শৌল ঈশ্বরকে সন্মান না করলেও শৌল ছিলেন ঈশ্বরের দ্বারা অভিষিক্ত রাজা। অতএব যিদও দাউদ জানতেন যে শৌল যা করছেন তা ঠিক না, এবং তিনি নিজে একিদন ই্রায়েলের রাজা হবেন, তারপরও তিনি জানতেন তার নিজের কোনো অধিকার নেই শৌলকে হত্যা করার।

নূতন নিয়মের পাঠ্য: যীশু শিক্ষা েদন যে তোমাকে ভালোবাসে তাকে ভালোবাসা এবং যে তোমাকে ঘৃণা করে তাকে ঘৃণা করা সহজ কাজ। তবে ঈশ্বরের ই"ছা হলো খ্রীষ্টানরা সবাইকে ভালোবাসবে, এমনকি যারা তা‌েদর ঘৃণা করে তা‌েদরকেও। এটা কঠিন কাজ, কিন্তু আমা‌েদর স্বর্গস্থ পিতা আমা‌েদর সেই শক্তি আর সহ্যক্ষমতা ি‌দতে পারেন যার দ্বারা আমরা কঠিন ধরণের মানুষকেও ভালোবাসতে পারি।

আত্মার ফলের পথ: ৪ ধৈয্যর্। আক্ষরিক অর্থে পৌল যে ভাষায় লিখতেন অর্থাৎ গ্রীক ভাষায় ধৈয্যর্ শব্দের অর্থ হলো "লাগাতার কষ্ট সহ্য করা।" ধৈয্যর্ হচ্ছে খ্রীষ্টানদের এমন একটা ক্ষমতা যা তাকে নিঃশেষিত অথবা হতাশাগ্রস্থ না হয়েই কঠিন অবস্থাকে সহ্য করার শক্তি দেয়। বেশীরভাগ মানুষই স্বাভাবিক ভাবেই ধৈয্যর্হীন হয়। তারা অপেক্ষা করতে চায় না, তা সে কোনো সমস্যা সমাধানের ব্যাপারই হোক অথবা নতুন কোনো বস্তু পাবার জন্যই হোক। মাঝে মাঝে খ্রীষ্টানরাও এমনকি ধৈয্যর্ হারিয়ে ফ্যালে ঈশ্বরের কাছে কোনো আশীবার্দ চেয়ে অথবা কোনো প্রার্থনার উত্তর পাবার ব্যাপারে, আর নিজেরাই তা‌েদর শক্তির মাধ্যমে সেই আশীবার্দ বা সেই প্রার্থনার উত্তর পেতে চায়। যখন একজন খ্রীষ্টান ধৈয্যর্ ধরার অনুশীলন করেন, সেটা একথা বোঝায় না যে সে নিষ্ক্রিয়, বরং সে তার প্রার্থনায়, তার অপেক্ষায় ও তার করা ঈশ্বরের প্রশংসায় খুবই সক্রিয় থাকে।

গ্রীক সংস্কৃতিতে ধেয্যের্র একটা বর্ণনা আছে এরকম যে একজন মানুষের কারো প্রতি প্রতিশোধ নেবার সামর্থ্য আছে, কিন্তু সে তা নি‌ে"ছ না। এই পাঠে আমরা ে‌দখি, দাউদ ধৈয্যর্ ধরছেন যে কখন ঈশ্বর তাঁর সময় অনুসারে তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেন।

- **মাথা:** আমা‌েদর মানুষের স্বভাবের মধ্যে কি এমন আছে যা আমা‌েদর ধেয্যর্ ধরার কাজটা কঠিন করে ে‌দয়?
- **হৃদয়:** একজন খ্রীষ্টানকে ধৈয্যর্শীল হতে গেলে অবশ্যই তার ঈশ্বরের উপর গভীর আস্থা ও বিশ্বাস আনতে হবে। আর কি কি গুন আছে যার মাধ্যমে একজন খ্রীষ্টান ধৈয্যর্শীল হবার চচার্ করতে পারেন ?
- **হাত:** যেথষ্ঠ পরিমাণ সময় নিরব প্রার্থনা ও বাইবেল পাঠের জন্য আলাদা করে বরাদ্দ রাখাটা ধৈয্যর্শীল জীবন যাপনের চচার্রজন্য অতি প্রয়োজনীয় শর্ত।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ ি‌দন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবা‌েদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ ি‌দয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে ে‌দন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু’টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- ’পাঠের প্রসঙ্গ’টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু’টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** দাউেদর সব সুযোগই ছিলো শৌলকে তার দুষ্ট কাজকর্মের জন্য শিক্ষা েদবার, আর শৌল দাউদকে হত্যা করার যে চেষ্টা করেছিলেন তারও বদলা নেবার। আবিশয় েদখলো এই সুযোগ কারণ ঈশ্বর শৌলকে দাউেদর হাতেই তুলে িদয়েছেন। কিন্তু দাউদ বুঝতে পারলেন যে এই জায়গা তার জন্য দাউদকে শাস্তি েদবার উপযুক্ত নয়। দাউদ ও আবিশয়, দু’জনেই মনে করছিলো যে তারা ঈশ্বরের ই"ছা সম্পর্কে অবগত, কিন্তু তা েদর দু’জনের ঈশ্বরের ই"ছা সম্পর্কে ধারণা ছিলো ঠিক উল্টো। খ্রীষ্টানেদর এই ব্যাপারটা বোঝার ক্ষেত্রে বিচক্ষণ হওয়া উচিৎ যে কখন ঈশ্বর তা েদর কাজে নামতে বলছেন আর কখন বলছেন তা েদর অপেক্ষা করতে। যীশু শিক্ষা েদন প্রতিশোধের চেয়ে ভালোবাসার শক্তি অনেক বেশী।
  - আবিশয় আর দাউদ ঐ পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের ই"ছা সম্পর্কে দু’জন দু’রকম কি কারণে ভেবেছিলেন বলে আপনার মনে হয়?
  - যখন পরিস্থিতি সম্পর্কে খ্রীষ্টানরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে, তখন সেই পরিস্থিতিতে কি করা উচিৎ সে ব্যাপারে এই উদ্ধৃতি েথকে তারা কি শিখতে পারে?
- **হৃদয়: আমা েদর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** দাউদ তার অন্তরে পরিস্কার ভাবে জানতেন যে ঈশ্বর তার কাছে কি চান। তিনি জানতেন তাকে ঈশ্বর ই ্রায়েলের রাজা বানিয়েছেন, কিন্তু দাউদ মানবিক ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে সেই শৌলের কোনো ক্ষতি করতে চা ি"ছলেন না, যে শৌল ঈশ্বরের বাতার্য় কোনো কর্ণপাত করছিলেন না। দাউেদর অন্তরে একটা গভীর বিশ্বাস ছিলো যে ঈশ্বর এমন কিছু ব্যবস্থা করবেন যাতে শৌলকে তার হাতে খুন না হতে হয়। এটা ছিলো দাউেদর শৌলকে হত্যা করার দ্বিতীয় সুযোগ, যা তিনি ফিরিয়ে েদন। তবে, দাউদ শৌলের পাপকাজগুলোর কারণে তার নিজের মনে কোনো তিক্ততা বা ঘৃণা জন্মাতে বাধা েদন।
  - শৌলের হৃদয়ে কি এমন ঘটেছিলো বলে আপনার মনে হয় যার জন্য তার যে হৃদয়ে ঈশ্বরের আত্মার বসবাস ছিলো, সেখানে দাউদকে হত্যা করার বাসনা প্রবেশ করলো?
  - কি কি পরিস্থিতি একজন খ্রীষ্টানকে ঈশ্বরের প্রতি তা েদর ভক্তিকে জলাঞ্জলি েদবার জন্য প্রলুব্ধ করতে পারে?
- **হাত: কি ভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ িদতে পারি?** দাউদ যীশুর পরবতীর্তে েদওয়া সেই শিক্ষাই পূর্ণ করেছিলেন যা শত্রুকে ভালোবাসতে বলে আর অত্যাচারী েদর জন্যও প্রার্থনা করতে বলে। যে আমেদর ঘৃণা করে তাকে ভালোবাসাটা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়, সে জন্য একটা পরিবর্তিত হৃদয় প্রয়োজন যা ঈশ^র েদন। এর জন্য বাধ্যতারও প্রয়োজন। উপরন্তু, কোনো ব্যাপারে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে গেলে বিবদমান দু’টো পক্ষেরই প্রয়োজন হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে ইশ্বরের ভালোবাসার প্রকাশ করার জন্য ভালোবাসা ও ক্ষমা প্রদর্শন করতে একটা পক্ষেরই প্রয়োজন হয়। যীশু খ্রীষ্টানেদর আহ্বান করেছেন বিবাদ মেটাতে খ্রীষ্টানেদরই প্রথমে এগিয়ে আসতে।
  - একজন খ্রীষ্টান তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকা একজন মানুষের কাছে যাবার জন্য কি কি ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে পারে?
  - নিজের শত্রুকে সত্যিই ভালোবাসতে শুরু করার আগে একজন খ্রীষ্টানকে তার শত্রুর জন্য কতবার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাম্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসা েথ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৩৮ নিয়ম সিন্দুক ফিরে এলো

পাঠের সাস্ত্রাংশ: ২য় শমূয়েল ৬ অধ্যায়

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: রোমীয় ১২:১—৯

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** ঈশ্বর ও ঈশ্বরের আজ্ঞাকে শ্রদ্ধা ও সন্মান করার গুরুত্বকে ঠিকমতো বুঝুন।
- **হৃদয়:** উপলব্ধি করুন যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং দয়া সপ্তাহের প্রতিটা িদনে আপনাকে আর আপনার প্রতিটা সম্পর্ককে স্পর্শ করছে কিনা।
- **হাত:** ঈশ্বরকে সন্মান করার অর্থ যে শুধুমাত্র মনের মাঝে সিদ"ছা থাকাই নয়, এই বাস্তবতার প্রশংসা করুন। খ্রীষ্টানেদর তা েদর পবিত্র/উত্তম ব্যাবহারের মাধ্যমে বাস্তবে তা েদর সেই সিদ"ছার প্রমাণ িদতে হবে।

একটি পেদ পাঠের শিক্ষা অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বরের নানা করুণার অনুরোধে আমি তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি, তোমরা আপন আপন দেহকে জীবিত, পবিত্র, ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ কর, ইহাই তোমাদের চিত্ত—সঙ্গত আরাধনা, রোমীয় ১২:১।

পাঠের সার সংক্ষেপ শৌল মারা যাবার পর দাউদ শেষপর্যন্ত ই ্রায়েলের রাজা হলো। সেই চুক্তির সিন্দুকটা পলেষ্টীয়রা ই ্রায়েলীয়েদর কাছ েথকে নিয়ে গিয়েছিলো, আর দাউদ চা ি"ছলেন সেটা ফিরিয়ে আনতে। সিন্দুকটা ই ্রায়েলীয়েদর কাছে বিশেষ কিছু ছিলো, তাই তারা সেটা ফেরত চা ি"ছলো। ঈশ্বর তা েদর নির্েদশনা িদলেন যে যারাই সিন্দুকটা বহন করুক, তারা যেন সিন্দুকটার হাতল ধরে বহন করে আর কখনোই সিন্দুকটা স্পর্শ না করে। দাউদ সে কথা শুনলেন না। তিনি সিন্দুকটাকে একটা গরুর গাড়ীর উপর বসালেন আর সেটাকে কয়েকটা ষাঁড় টেনে নিয়ে যেতে লাগলো। যখন সিন্দুকটা পড়ে যাবার উপক্রম হলো, একজন উজ্জাহ নামে লোক েদৗড়ে গিয়ে সেটাকে ধরতে গেলো। সে যখন এটা করলো, সে সা েথ সা েথ মারা গেলো কারণ সে সিন্দুকটা স্পর্শ করেছিলো। দাউদ আবার সিন্দুকটা সরাতে গেলেন, তবে এবার তিনি সেটা সঠিক নিয়মেই করলেন। যখন সি›দুক বহন করা লোকটা ছয় কদম এগোলো, দাউদ একটা ষাঁড় আর একটা বাছুর বলি িদয়ে উৎসর্গ করলেন। দাউদ সেই সিন্দুকটা ফিরে পেয়ে এতোটাই খুশী হলেন যে নাচতে শুরু করলেন!

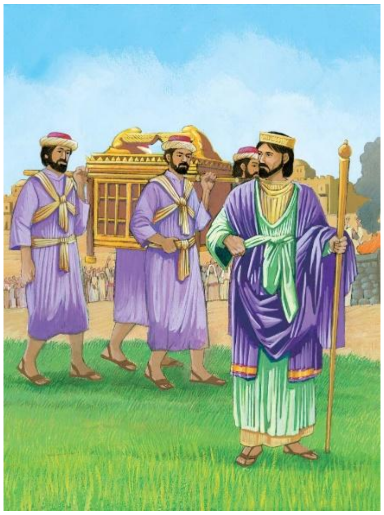

ছবি েথকে শেখা:

- ১. **সেই চুক্তির সিন্দুকটা।** শৌল রাজা হবার আগেই পলেষ্টীয়রা ই ্রায়েলের এই মূল্যবান বিশ্বাসের স্মারকটা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলো।
- ২. **রাজা দাউদ** পলেষ্টীয়েদর পরাজিত করেছিলেন, এবং স্থির করেছিলেন সেই চুক্তির সিন্দুকটাকে আবার ই ্রায়েলে ফিরিয়ে আনবেন। তিনি সেই সিন্দুকটাকে জেরুশালেমে ফিরিয়ে আনার শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।
- ৩. **পুরোহিতেরা** সতর্কতার সােথ সিন্দুক বহন করে। যেহেতু চুক্তির সিন্দুকটা পবিত্র, তাই ই ্রায়েলীয়েদর উচিৎ ছিলো সেই সিন্দুকটা সতর্কতার সােথ বহন করা। ঈশ্বর ঘোষণা িদয়েছিলেন তারা যেন সেটার প্রান্ত বা হাতল ধরে বহন করে;আর অন্য কোনো জায়গা যেন স্পর্শ না করে।

পাঠ প্রসঙ্গ শৌল মারা গেলেন, আর দাউদ ই ্রায়েলের রাজা হলেন। রাজা হয়ে দাউদ জেরুশালেমকে মুক্ত করলেন আর পলেষ্টীয়েদর পরাজিত করলেন। দাউদ রাজা হওয়ার কয়েক দশক আগেই পলেষ্টীয়রা চুক্তির সিন্দুকটা তােদর হস্তগত করেছিলো। দাউদ চুক্তির সিন্দুকটাকে আবার জেরুশালেমে ফিরিয়ে আনেন।

তবে সেটাকে জেরুশালেমে ফিরিয়ে আনাটা যেথষ্ট কঠিনই হয়েছিলো। সিন্দুকটা হাতে বহন করার বদলে তারা সেটাকে একটা গরুর গাড়ীতে রেখেছিলো, আর একটা ষাঁড় সেটা টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো। ঈশ্বর ই ্রায়েলীয়েদর সিন্দুকটার প্রান্ত ছাড়া আর কোনো জায়গা স্পর্শ করতে বারণ করেছিলেন(যাত্রাপুস্তক ২৫:১৪)। সেই কারণেই উজ্জাহ সােথ সােথই মারা যায়। দাউদ এটা েদেখ আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। অতএব, দাউদ সিন্দুকটা ওই মুহূর্তে জেরুশালেশে আনা বাতিল করলেন আর সেটাকে অেবেদোমের বাড়ীতে রেখে িদলেন। কয়েক মাস পরে দাউদ আবার সেখানে ফিরে গেলেন আর সিন্দুকটা জেরুশালেমে নিয়ে আসলেন, এবার ঠিকই চারজন ই ্রায়েলীয় সেটার প্রান্ত ধরে বয়ে আনলো আর সতর্ক থাকলো যেন সিন্দুকটা পড়ে না যায়।

নূতন নিয়মের পাঠ্য: খ্রীষ্টানরা তােদর শরীরের দ্বারা কি করে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ। খ্রীষ্টানরা শধুমাত্র আত্মা নয়, যারা েদেহ বসবাস করে। খ্রীষ্টানেদর েদহ হলো আসলেই খ্রীষ্টানরা কি, তারই একটা

অত্যাবশকীয় অংশ। অতএব খ্রীষ্টানেদর শুধুমাত্র তা্েদর হৃদয়কেই যীশুর কাছে সমর্পন করতে হবে তা—ই নয়, বরং তার শরীরকেও সমর্পন করতে হবে।

আত্মার পেথর ফল: ২। আনন্দ। আনন্দ জিনিষটা হে"ছ যীশু যে আপনাকে ভালোবাসেন এটা জানার মাধ্যমে আপনার মনে যে সুরক্ষা ও আশীবার্েদর অনূভূতি আসে, সেটাই। বেশীরভাগ মানুষই হৃদয়ের ভেতর েথেকে যে আনন্দ আসে তার খোঁজ করে না, কিন্ত তারা "সুখের" খোঁজ করে যা বাইরের বিভিন্ন বস্তুর উপর নির্ভরশীল। তারা মনে করে যিদ তা্েদর বাইরের জীবনের সবকিছু ও সব অবস্থার ঠিক সমাধান হয়, তাহলেই তারা সুখী হয়ে যা্ে। তবে, খ্রীষ্টানরা এটা জানে যে তাদের জীবনে কষ্ট আসবেই, তবে তাদের জীবনে ঈশ্বরের উপস্থিতি থাকলেই সঠিক আনন্দের স্বাদ কি তা জানা যায়। জেলখানায় বসে থাকা অবস্থায় সাধু পৌল তাঁর তার আনন্দে থাকার কথা লিখেছিলেন, কারণ তার বন্দী জীবনও যীশুর জন্য মহিমা নিয়ে আসছিলো। (ফিলিপীয় ৪:১০—২০)

এই পাঠের অংশটাতে আমরা দাউদকে ঈশ্বরের সামনে ও অন্যান্যেদর সামনে আনন্দ করতে েদখি, যেহেতু সেই চুক্তির সিন্দুকটা জেরুমালেমে নেওয়া হি"ছলো। দাউদ উল্লাস করছিলেন কারণ ঈশ্বর ই্রায়েলের প্রতি বিশ্বস্ত থাকছিলেন আর ই্রায়েলের সা্েথ তাঁর করা চুক্তিরও সঠিক বাস্তবায়ন করছিলেন।

- **মাথা:** কিভাবে খ্রীষ্টানরা তা্েদর মনের ভিতরে আনন্দ রাখতে পারেন যখন তা্েদর বাইরের জীবনে নিযার্তন ও বিভিন্ন রকম সমস্যা থাকে?
- **হৃদয়:** দাউদ যখন ঈশ্বরের সামনে আনন্দে নাচছিলেন তখন তার মনের ভিতরে কি কি চিন্তা ও অনুভুতি কাজ করছিলো বলে আপনি মনে করেন?
- **হাত:** আপনার পরিচিত এমন মানুষেদর জীবনে আপনি কিভাবে আনন্দ নিয়ে আসতে পারেন, যারা সমাজে পরিত্যক্ত ও অনেক কষ্টের মাঝে আছে?

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবা্েদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন

- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** খ্রীষ্টানরা ঈশ্বরকে সন্মান ও শ্রদ্ধা করবে। দাউদ তার বিজয় উদযাপন করা নিয়ে এতোটাই বুঁদ হয়েছিলেন যে সিন্দুকটা যথাযথভাবে বহন করা হি"ছলো কিনা তার তদারকি তিনি ঠিকমতো করতে পারেননি। মাঝে মাঝে খ্রীষ্টানরা তা েদর জীবনে ঈশ্বরের ে দয়া আশীবার্দ নিয়ে এতোটা মশগুল থাকে যে তারা সেই আশীবার্দগুলো ঈশ্বর যেভাবে চান সেভাবে ব্যাবহার করতে ভুলে যান। ঈশ্বরের আশীবার েদর বাস্তবায়ক রুপে খ্রীষ্টানেদর উচিৎ সর্বদা ঈশ্বরের উপহারকে যথাযথ সন্মানের সা েথ ব্যাবহার করার ব্যাপারে সতর্ক থাকা।
    - খ্রীষ্টানরা কেন ঈশ্বরের ে দওয়া আশীবার্দ নিয়েই এতোটা ব্যাস্ত থাকার জন্য প্রলুব্ধ হয় যে তারা ঈশ্বরকে সন্মান ে দখানো কথাই ভুলে যায়?
    - আজকে ঈশ্বরকে ও ঈশ্বরের আজ্ঞার প্রতি সন্মান ে দখানোর জন্য খ্রীষ্টানরা কি কি পথ অবলম্বন করতে পারে?
- **হৃদয়: আমা েদর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** প্রতিটা খ্রীষ্টানের হৃদয়ের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ ঈশ্বরের আরাধনা করা। আর ঈশ্বরের আরাধনা তখনই হয় যখন খ্রীষ্টানরা একসা েথ আরাধনা কাজে নিবে িদত হয়। তবে, অন্য যে কোনো িদনেও আরাধনা হতে পারে। খ্রীষ্টানেদর উচিৎ তা েদর সমস্ত জীবনটাকেই ঈশ্বরের নিরবি"ছন্ন আরাধনা করার সুযোগ হিসাবে ে দখা। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও দয়ার স্পর্শ তা েদর সবরকম সম্পর্ক, কাজ আর অনুভূতিরই পাওয়া উচিৎ।
    - একজন খ্রীষ্টানের কি করা উচিৎ যখন সে একজনের প্রতি বিশেষভাবে অনুগ্রহশীল অথবা দয়াশীল হওয়াটা অনুভব করতে পারছে না?
    - কি কি পেথ একজন খ্রীষ্টান সপ্তাহের প্রতিটা িদনে ঈশ্বরের আরাধনা করার জন্য তা েদর হৃদয়কে প্রস্তুত করতে পারে?
- **হাত: কি ভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ িদতে পারি?** ঈশ্বরের সেবা করার ই"ছা থাকাটাই ঈশ্বরের সেবা করা জন্য যেথষ্ঠ নয়। খ্রীষ্টানেদর তা েদর জীবন যাপনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিৎ। সেটা এমন সতর্ক হওয়া নয় যে এই ভয়ে থাকতে হবে ঈশ্বর কখন তা েদর শাস্তি ে দন বা মেরে ফেলে ে দন। বরং তা েদর কথাবাতার্ ও কাজকর্মের মধ্য িদয়ে তা েদর অন্তরের মাঝে থাকা ঈশ্বরের আশীবার্দ যেন প্রবাহিত হয়, সেই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।
    - আপনি আপনার প্রতি িদনরে জীবনে কি ভাবে ঈশ্বরকে সন্মান ে দখাতে পারেন?
    - আপনার তখন কি করা উচিৎ যিদ ঈশ্বর আপনাকে বলেন যে আপনার এমন কাজকর্ম বা এমন চিন্তাভাবনা আছে যেগুলো আসলে ঈশ্বরকে সন্মান করে না?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ ে থকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসা েথ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৩৯ উপাসনা মন্দির নির্মান করা হল

পাঠের সাস্ত্রাংশ: ১ম রাজাবলী ৬:১—২২

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: যোহন ২:১৩-২৪

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** লক্ষ্য করুন যে জেরুশালেমে মন্দির তৈরী হওয়াটা ঈশ্বরের সেই চুক্তিরই বাস্তবায়ন হওয়া।
- **হৃদয়:** সৃষ্ট বস্তুরা ঈশ্বরের রাজকীয়তা ও সৌন্দয্যর্কেই প্রকাশ করে। আবার মানুষের হাতে তৈরী শৈল্পিক ও সৃষ্টিশীল কাজও ঈশ্বরের রাজকীয়তা ও সৌন্দয্যর্কে প্রকাশ করে।
- **হাত:** খ্রীষ্টান হিসাবে আমাদের শরীরই হলো ঈশ্বরের মন্দির। আমরা আমাদের শরীরকে যেভাবে ব্যাবহার করি, সেভাবেই ঈশ্বরকে সন্মান করি।

একটি পেদ পাঠেরশিক্ষা “তুমি এই গৃহ নির্মাণ করিতেছ; ভাল, যদি আমার সমস্ত বিধি—পথে চল, আমার শাসন সকল পালন কর, ও আমার সমস্ত আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তদনুসারে চল, তবে আমি তোমার পিতা দায়ূদকে যাহা বলিয়াছি, আমার সেই বাক্য তোমার পক্ষে সফল করিব” ১ম রাজাবলী ৬:১২।

পাঠের সার সংক্ষেপ রাজা দাউেদর একটা সন্তান ছিলো যার নাম শলোমন। ঈশ্বর দাউদকে বললেন যে শলোমন তাঁর জন্য একটা মন্দির তৈরী করবেন। শলোমন যখন ইস্রায়েলের রাজা হয়েছিলেন, তিনি সেই মন্দির তৈরী করেছিলেন। এটা নির্দিষ্টভাবে ঈশ্বরের জন্যই ছিলো। মন্দিরটা আমাদের এখনকার গীজার্র মতো ছিলো না। যখন লোকেরা মন্দিরে প্রবেশ করতো, তারা মন্দিরের চত্বরে দাড়িয়ে উপাসনায় অংশ নিতো। যখন শলোমনের লোকেরা মন্দিরটা তৈরী করছিলো, শলোমন তাদের কোনোরকম হাতুরী পেটানোর শব্দ অথবা বাটালির শব্দ না করতে বলেছিলেন। শলোমন এইসব শব্দ সৃষ্টি না করে ঈশ্বরের প্রতি সন্মান দেখাতে চেয়েছিলেন। মন্দিরটা পুরোপুরি তৈরী হয়ে যাবার পর, শলোমন তার লোকেদর দিয়ে মন্দিরের ভেতরের সবকিছু সোনা দিয়ে মুড়িয়ে দিয়েছিলেন। এমনকি মন্দিরটার মেঝেও তিনি সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়েছিলেন। মন্দিরটা তৈরীর কাজ শেষ হবার পর সেটাকে একটা প্রাসাদ বলেই মনে হি"ছলো। সব কিছুই ছিলো সুন্দর।

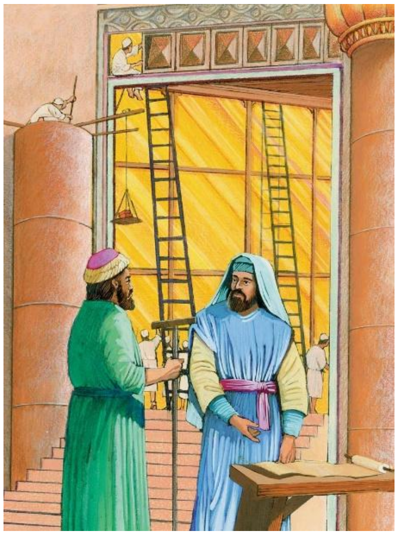

ছবি েথকে শেখা:

- ১. **শলোমন** (নীল পোষাকে) শলোমন ছিলেন ই¯্রায়েলের ২য় রাজা, যিনি রাজা দাউেদর পুত্র। ঈশ্বর দাউদকে বলেছিলেন যে শলোমন জেরুশালেম শহরে ঈশ্বরের জন্য বিশাল একটা মন্দির তৈরী করবেন। মন্দিরটাতে ঈশ্বর বাস করবেন না, কারণ ঈশ্বরের বিশালত্বকে কোনো মন্দিরের মধ্যে রাখা সম¢^ব নয়। তবে এই মন্দিরটাতে ই¯্রায়েলীয়রা এসে ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারবে।
- ২. **ই¯্রায়েলীয়রা।** ত্রিশ হাজারের বেশী সংখ্যক ই¯্রায়েলীয় মন্দির তৈরীর সরঞ্জামাি দ বহন করা এবং মন্দির তৈরীর কাজে অংশ নিয়েছিলো।
- ৩. **যিরুশালেম মন্দিরটা** ই¯্রায়েলীয়রা মন্দিরটা তৈরী করেছিলো ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুসারে। মন্দিরটার মেঝে ছিলো েদবদারু কাঠের তৈরী, েদয়ালগুলো সোনার তৈরী, এবং আরো অনেক জিনিষ তাতে ব্যাবহৃত হযেছিলো, যা সেই মন্দিরের জন্যই তৈরী করা হয়েছিলো। যখন সেটা পুরো তৈরী হলো, সেটা অবিশ্বাস্যরকম সুন্দর হলো েদখতে আর সেখানে ই¯্রায়েলীয়রা ঈশ্বরের উপাসনা করতো।
- ৪. **ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলো।** ঈশ্বর রাজা দাউদকে নির্েদশনা িদয়েছিলেন কিভাবে মন্দিরটা তৈরী করতে হবে, সেই ব্যাপারে। দাউদ সেগুলো শলোমনকে বলেন আর শলোমন ঈশ্বরের নির্েদশনা অনুসরণ করেন।

পাঠ প্রসঙ্গ ই¯্রয়েলীয়রা তাে দর নিজেে দরকে প্রতিশ্রম্নত েদশে প্রতিষ্ঠিত করলো। রাজা দাউেদর নেতৃত্বে তারা তাে দর শত্রুে দর বিরুদ্ধে জয়লাভ করে, এবং শান্তি ও সমৃদ্ধিকে উপভোগ করা শুরু করে। দাউদ চেয়েছিলেন তার নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির কারণে ঈশ্বরের জন্য একটা মন্দির তৈরী করতে। তবে ঈশ্বর তাকে বলেন যে দাউদ সেটা তৈরী করতে পারবে না, কিন্তু তার ছেলে শলোমন সেই মন্দির তৈরী করবে (২য় শমূয়েল ৭)। যাইহোক, ঈশ্বর দাউদকে মন্দিরটা বানানোর জন্য তাঁর পরিকল্পনাটা িদলেন আর দাউদ মন্দির বানানোর যাবতীয় সরঞ্জাম তখন েথকেই সংগ্রহ করা শরু করলেন, যাতে শলোমন রাজা হবার পর সেগুলো তার কাজে লাগে।

দাউেদর মৃত্যুর পর পরই শলোমন মন্দিরটা বানানো শুরু করেন। মন্দিরটা বানাতে সাত বছর সময় লাগে আর ত্রিশ হাজারের বেশী লোককে শলোমন মন্দির তৈরীর কাজে লাগান।

মন্দিরটা ই¯্রায়েল জাতির জন্য আধ্যাতিকতার কেন্দে পরিণত হয়। সেটা ছিলো ই¯্রায়েলীয়েদর জন্য তােদর বিভিন্ন পার্বন পালনের ও বিভিন্ন বস্তু উৎসর্গেরও স্থান। যেহেতু মন্দিরটাতে ঈশ্বরের উপস্থিতি বিরাজ করতো, তাই ই¯্রায়েলীয়রা মন্দিরটাকে পরম শ্রদ্ধা ও সন্মানের সােথ ব্যাবহার করতো। ঈশ্বর অবশ্যই কোনো মন্দিরের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকেন না, কিন্তু ই¯্রায়েলীয়রা অনুভব করতো যে মন্দিরটা একটা পবিত্র স্থান।

নূতন নিয়মের পাঠ্য: যীশুর সময়ে মন্দিরটা কেবল বলিদানের স্থান হিসাবেই ব্যবহৃত হতো না, বরং সেখানে তারা বলিদানের বিভিন্ন সামগ্রীও বেচাকেনা করতো। যীশু এটা েদখে খুবই মর্মাহত হলেন যে ঈশ্বরকে সন্মান ও শ্রদ্ধা জানানোর পবিত্র স্থানটা একটা বাজারে পরিণত হয়েছে। যীশু তাঁর মৃত্যু ও পূনরুত্থানের বিষয়েও ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন। যীশু যখন মৃতেদর মধ্য েথকে পুনরুত্থিত হলেন, তখন আর মানুষের মন্দিরে গিয়ে পাপের ক্ষমা পাবার উদ্দেশ্যে বলিদানের প্রয়োজনীয়তা থাকলো না, তখন তােদর নিজেেদর শরীরই ঈশ্বরের মন্দিরে পরিণত হয়ে গেলো (১ম করিন্থীয় ৩:১৬—১৭)

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবােদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** ঈশ্বর রাজা শলোমনকে নির্দেশনা িদলেন জেরুশালেম নগরীতে একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে, যেখানে ই¯্রায়েলীয়রা গিয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করবে। এই মন্দিরটাই একমাত্র স্থান নয় যেখানে ই¯্রয়েলীয়রা ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারবে, বিভিন্ন নগরীতে তােদর জন্য আরো উপাসনালয় থাকবে। তবে এই মন্দিরটা ই¯্রয়েলীয়েদর আত্মিক জীবনের কেন্দ্রস্থল হয়ে থাকবে, যেখানে তােদর সেই চুক্তির সিন্দুকটা আছে, আর যেখানে তারা বলি উৎসর্গ করতে পারবে। মন্দিরটা ঈশ্বরের চুক্তির প্রতিশ্রন্নতি বাস্তবায়িত হবার একটা প্রাথমিক প্রকাশচিহ্ন হিসাবেও থাকবে। শত শত বছর

আগে যা শুরু হয়েছিলো অব্রাহাম নামের একজন সন্তানহীন মানুষের কাছে করা প্রতিজ্ঞা করার মধ্য িদয়ে, এখন সেটার প্রকাশ হে"ছ এই মন্দিরের মাঝে। মন্দিরটা একিদকে যেমন খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিলো, আবার সেটা যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পর খ্রীষ্টানেদর সা েথ ঈশ্বর কিভাবে যোগাযোগ করবেন তারও একটা ভবিষ্যত সতর্কবাতার্ ছিলো। বর্তমানে খ্রীষ্টানরা হে"ছ ঈশ্বরের মন্দির, তা েদর আর ঈশ্বরের সামনে গিয়ে পশু বলি েদবার প্রয়োজন নেই, খ্রীষ্টানরা তা েদর জীবন ঈশ্বরকে িদয়ে েদয় পৃথিবীতে ঈশ্বরের লক্ষ্যের জন্য উৎসর্গ রূপে।

- যিদ একটা মাত্র স্থাপনা ঈশ্বরকে জায়গা েদবার মতো যেথষ্ঠ বড় না হয়, কি কারণে ই¯্রায়েলী েদর এমন একটা মন্দিরের প্রয়োজন হয়েছিলো?
- জানা যায় যে, সেই মন্দিরটা সেই সময়ের সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর স্থাপনাগুলোর মধ্যে অন্যতম একটা। কিভাবে ঈশ্বরের ও মানুষের দ্বারা তৈরী অতি সুন্দর সৃষ্টিগুলো মানুষের মনকে ঈশ্বরের উপাসনার আরো গভীর অের্থর িদকে টানতে পারে?

- **হৃদয়: আমা েদর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** ঈশ্বরের সৃষ্টি হিসাবে, খ্রীষ্টানেদর জীবন হতে হবে ঈশ্বরের উপাসনা করা ও তা েদর ত্রাণকতার্কে ধন্যবাদ েদবার জন্য নিবে িদত। ঈশ্বরের িদকে নি েদর্শিত হৃদয় এই কাজকে সম্পন্ন করতে পারে। শলোমনের তৈরী সেই মন্দির অথবা আজকের িদনের গীজার্ আমা েদর হৃদয়কে ঈশ্বরের িদকে যাবার নি েদর্শনা িদতে পারে। চিত্রশিল্পের মতো শিল্পও একাজ করতে পারে। শেষপর্যন্ত, মানুষের জীবন একটা শিল্পই, কারণ সেগুলো ঈশ্বরেরই তৈরী এবং সেগুলোর ঈশ্বরের মহিমারই প্রতিবিম্^ হওয়া উচিৎ। এটা তখনই ঘটা সম্ভব যখন খ্রীষ্টানরা পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা, ক্ষমা, সহমর্মিতা এবং আশার হাত বাড়িয়ে েদয়।
    - এটা ঠিক, একটা স্থাপনা অথবা একটা শিল্পকর্মের নিজের ক্ষমতা নেই ঈশ্বরের প্রতি মানুষের হৃদয়কে নি েদর্শিত করার। তাহলে যখন তারা একটা জিনিষকে সুন্দর বলে মনে করে, তখন কোন কারণটা তা েদর হৃদয়কে ঈশ্বরের িদকে বেশি আকৃষ্ট করে?
    - কি ভাবে খ্রীষ্টানরা নিজে েদর প্রস্তুত করতে পারে যাতে তারা প্রতি িদন তা েদর চারপাশের সবকিছুর মধ্যে ঈশ্বরের সৌন্দয্যর্কে েদখতে পায়?
- **হাত:** কি ভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ িদতে পারি? ঈশ্বর প্রতিটা মানুষকে শুধু সৃষ্টিই করেননি, তিনি প্রত্যেককে গুণ ও প্রতিভা িদয়েছেন, যেগুলোর চচার্র মাধ্যমে তারা অন্যের সেবা কোরে ঈশ্বরের জন্য মহিমা আনতে পারে। যখন খ্রীষ্টানরা এসব প্রতিভা ঈশ্বরের মহিমার জন্য ব্যাবহার করে, তারা ঈশ্বরকে সন্মান করে এবং অন্যেদর আশীবার্দ করে।
    - ঈশ্বর আপনাকে তেমন কি কি গুণ ও প্রতিভা িদয়েছেন আর আপনি কিভাবে সেগুলো ব্যাবহার করছেন ঈশ্বরের মহিমার জন্য?
    - আপনি যিদ বুঝতে না পারেন যে কি কি গুণ ও প্রতিভা ঈশ্বর আপনাকে িদয়েছেন, তাহলে আপনি কি কি পদক্ষেপ নিতে পারেন সেগুলো কি তা আবিষ্কার করার জন্য ও সেগুলোর উন্নতি করার জন্য?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসা েথ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৪০ এলিয়কে খাবার দিল একটা দাঁড়কাক

পাঠের সাস্ত্রাংশ: ১ম রাজাবলি ১৭:১—৬

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: লূক ১:১-১৭

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** বুঝুন যে ঈশ্বর কোনো এক ব্যাক্তিকে আহ্বান করেন ভাববাদী হবার জন্য, এটা ঘোষণা করার জন্য যে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তার ফলাফল আছে। মাঝে মাঝে ঈশ্বর কাউকে আহ্বান করলে তাকে স্বার্থত্যাগ করতে হয়, কিন্তু ঈশ্বর তার বেদাবস্তও করে দেন।
- **হৃদয়:** চিন্তা করুন আপনার জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান পূর্ণ করার জন্য আপনার কি উৎসর্গ করার জন্য রাজী থাকা উচিৎ?
- **হাত:** ঈশ্বর—নিবার্চিত পুরোহিত এবং নেতাদের খাদ্য সহায়তা অথবা অন্য কোনো সহায়তা দেবার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

একটি পেদ পাঠের শিক্ষা "সে তাঁহার সম্মুখে এলিয়ের আত্মায় ও পরাক্রমে গমন করিবে, যেন পিতৃগণের হৃদয় সন্তানদের প্রতি, ও। অনাজ্ঞাবহদিগকে ধার্মিকদের বিজ্ঞতায় চলিবার জন্য ফিরাইতে পারে, প্রভুর নিমিত্ত সুসজ্জিত এক প্রজামণ্ডলী প্রস্তুত করিতে পারে" লূক ১:১৭।

পাঠের সার সংক্ষেপ শলোমন মারা যাবার বহু বছর পরে আহাব নামে একজন ইস্রায়েলের নতুন রাজা হলেন। তিনি খুব খারাপ ধরণের মানুষ ছিলেন। ঈশ্বর এলিয়কে রাজা আহাবের কাছে পাঠালেন একটা বাতার্ দিয়ে, কারণ এলিয় একজন ভাববাদী ছিলেন। ভাববাদী হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি ঈশ্বরের পক্ষ হয়ে কথা বলেন। এলিয় রাজা আহাবকে বললেন যে তা দেশে আগামী অনেকিদন পর্যন্ত কোনো বৃষ্টি হবে না। বৃষ্টি তখনই হবে যখন এলিয় হতে বলবেন। ঈশ্বর জানতেন যে রাজা আহাব খুব রেগে যাবেন যখন এলিয় তাকে এই কথা বলবেন। তাই ঈশ্বর এলিয়কে পাহাড়ে পাঠিয়ে দিলেন গিরিখাতে লুকিয়ে থাকার জন্য। এলিয় লুকিয়ে থাকার কারণে খাবারের সন্ধানে কোথাও যেতে পারলেন না। তার পরিবর্তে ঈশ্বর কিছু কাক জাতীয় পাখিকে পাঠালেন যারা এলিয়র জন্য খাবার নিয়ে গেলো। প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় পাখিগুলো এলিয়ের জন্য মাংস ও রুটি নিয়ে যেতো। এলিয় কাকের আনা খাবার খেতেন আর কাছের একটা ঝরণা থেকে জল পান করতেন।

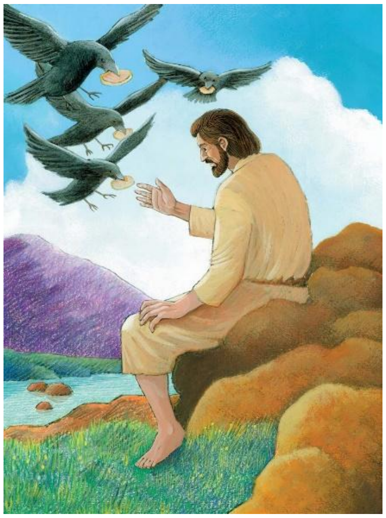

ছবি েথকে শেখা:

- ১. **এলিয়** একজন ভাববাদী ছিলেন, যাকে ঈশ্বর ই¯্রায়েলের বি্রোহী রাজা আহাবের কাছে পাঠিয়েছিলেন এই বলে সতর্ক করতে, যে তার পাপের শাস্তি হিসাবে তার েদশে সামনে দুর্ভিক্ষ েদখা েদবে।
- ২. **কারিথ গিরিখাতে।** রাজা আহাব যেহেতু এলিয়কে ঐরকম ভবিষ্যতবাণী করার কারণে ক্ষতি করতে চাি"ছলেন, ঈশ্বর এলিয়কে জর্দন নদীর পূর্বপাশে লুকিয়ে থাকার জন্য পাঠালেন।
- ৩. **জলের ঝরণা।** ঈশ্বর এই ভাববাদীর জন্য প্রাকৃতিক ভাবেই জলের ব্যাবস্থা করেছিলেন পাশেই থাকা একটা ঝরণার মাধ্যমে, যেখান েথকে এলিয় জল খেতেন।
- ৪. **দাঁড়কাক।** ঈশ্বর একই সা েথ এলিয়র চাহিদা অলৌকিকভাবেও পূরণ করেছিলেন কাকেদর মাধ্যমে, যারা তাকে দু'বেলা খাবার এনে িদতো। সকালে পাখিগুলো তার জন্য রুটি আর মাংস নিয়ে আসতো আর সন্ধ্যায় আবার মাংস নিয়ে আসতো।

পাঠ প্রসঙ্গ ই¯্রায়েলের যুক্তরাজ্য বেশীিদন টিকতে পারেনি। এটার শুরু হয়েছিলো রাজা দাউেদর হাত ধরে, আর রাজা শলোমনের সময়েও বাইরে েথকে েদখে মনে হি"ছলো সবকিছু ভালোই চলছে। তবে, পরবতীর্ জীবনে শলোমনের হৃদয় দু'টো ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলো আর তার নামডাক ও ধনসম্পদ তার অহংকারের উৎস হয়ে উঠেছিলো, ঈশ্বরের সামনে নম্রতা হবার পরিবর্তে। শলোমনের মৃত্যুর পর ই¯্রায়েলীয়েদর বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির মধ্যে সংঘর্ষ হয় আর তারা দু'টো ভাগে ভাগ হয়ে যায়। দশটা উপজাতি নিয়ে গঠিত উত্তরিদকে থাকা জনগোষ্ঠির ভূমি পরিচিতি পেলো "ই¯্রায়েল" নামে আর বাকী দু'টো উপজাতি নিয়ে দক্ষিণে গঠিত হলো "যিহূদা" রাজ্য।

শত শত বছর ধরে এই দুই েদশের নেতােদর ঈশ্বরের প্রতি তােদর ভক্তি প্রকাশের রীতিনীতি ও প্রক্রিয়ায় আশেপাশের অন্য জাতিগুলোর তােদর "ঈশ্বরেদর' প্রতি ভক্তি প্রকাশের ধরণের চেয়ে একেবারেই আলাদা ছিলো। ই¯্রায়েলের রাজােদর মধ্যে একজন, যার নাম ছিলো আহাব, শুধুমাত্র যে অন্য "ঈশ্বরেদর" উপাসনা করতেন তা—ই নয়, তিনি মি েথ্য ঈশ্বরেদর নামে প্রতিশ্রুত েদশের মাটিতে একটা মি›দরও তৈরী করেছিলেন।

ঈশ্বরও ই¯্রয়েলীয়েদর তার বিরুদ্ধে বার বার বি্রোহ করতে েদওয়া আর তােদর পাপের শাস্তি ভোগ করা নিয়ে মোটেই সন্তুষ্ট ছিলেন না । অতএব তিনি কিছু ব্যাক্তিকে, যােদর ভাববাদী বলা

হয়, পাঠালেন ই্রায়েলের নেতাদের কাছে তাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার ও একমাত্র সত্যি ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্য সতর্ক করতে।

এলিয় ছিলেন সেই ভাববাদীদের একজন। ঈশ্বর তাকে পাঠিয়েছিলেন রাজা আহাবকে সতর্ক করতে। ঈশ্বরের একজন ভাববাদী হওয়াটা ছিলো খুব বিপজ্জনক, কারণ যেসব রাজা ও মানুষেরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তারা বেশীরভাগ সময়েই সেইসব লোকের সামনাসামনি হতে চায় না যারা তাদের পাপকাজ ও সেগুলোর পরিণতি সম্পর্কে তাদের সতর্ক করে। রাজা আহাব ছিলেন সেরকম একজন, তাই ঈশ্বর এলিয়কে রাজা আহাবের সাথে সাক্ষাতের পরই তার সামনে থেকে পালিয়ে একটা জায়গায় লুকিয়ে থাকতে বলেন। ঈশ্বর এলিয়র লুকিয়ে থাকাকালীন সময়ে তার যত্ন নিয়েছিলেন।

নূতন নিয়মের পাঠ্য: এলিয় ই্রায়েলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাববাদীদের একজন, কারণ তার নাম নূতন নিয়মের অনেক জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে। যোহন বাপ্তাইজককে অনেক বারই নূতন নিয়মে "এলিয়ের আত্মা ও শক্তির" বহিঃপ্রকাশ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এলিয়র মতোই যোহন বাপ্তাইজক বিদ্রোহী ও অবাধ্য ই্রায়েল জাতিকে অনুশোচনা করে সেই একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করতে আহবান জানিয়েছেন।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** ঈশ্বর মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসায়। মানবজাতি যখন ঈশ্বরের সাক্ষাতে পাপ করে, তখন তার পরিণতি ভোগ করতে হয়, তবে ঈশ্বর তারপরও পথ রেখেছেন যার মাধ্যমে তারা প্রায়শ্চিত্ত করে শুধুমাত্র তাঁর সেবা করতে পারে। আরো বলা যায়, ঈশ্বর যখন

তা্দের সেই প্রতিশ্রুত েদশে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, আর তারা বি্দ্রোহ করেছিলো, ঈশ্বর তা্দেও কাছে ভাববাদী্দের পাঠিয়েছিলেন তা্দের সতর্ক করতে, যাতে তারা ঈশ্বরের কাছে ফিরে যায় যিনি তা্দের একটা আশীর্বাদপূর্ণ জীবন ি্দতে পারবেন, যেখানে তা্দের পাপের সাজা ভোগ করার কথা। ঈশ্বর আজও ভাববাদী্দের পাঠান মানুষকে তা্দের পাপের ফলাফল সম্পর্কে সতর্ক করতে, আর প্রায়শ্চিত্ত করে যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে নিজে্দের মুক্তি খুঁজে পেতে। ই¯্রায়েলে ঈশ্বরের একজন ভাববাদী হওয়াটা খুব কঠিন জীবনের নিশ্চয়তা ি্দতো।

- আপনার জীবনে কারা সেই ব্যক্তিরা যা্দের ঈশ্বর ব্যাবহার করেছেন আপনাকে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত জীবন যাপন করার আহ্বান জানাতে?
- কি কারণে কিছু মানুষ যখন তা্দের করা পাপের মুখোমুখি হয় তখন অনুতপ্ত হয়, কিন্তু অন্যরা তার পরিবর্তে রাগ করে অথবা সহিংস হয়ে ওঠে?

- **হৃদয়: আমা্দের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** আমা্দের দ্বারা করা পাপের ফলাফল আমা্দের ভোগ করতে হয়। যেমন সেই কারণে ঈশ্বরের সা্থে আমা্দের সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্থ হয় আবার অন্যে্দর সা্থে আমা্দের সম্পর্কও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ঈশ্বর তাঁর আশীবার্দের মাধ্যমে আমা্দের জীবনে এমন কিছু মানুষ পাঠান, যাতে আমরা সেই পাপগুলোর মোকাবেলা করতে পারি আর তারা আমা্দের আহ্বান করেন যাতে আমরা প্রায়শ্চিত্ত করি আর তার ফলে ঈশ্বরের সা্থে ও ঈশ্বরের রাজ্যের সা্থে আরো নিবিড় সম্পর্ক উপভোগ করতে পারি। ঈশ্বরের এসব সেবকে্দর জন্য আমা্দের হৃদয়কে খোলা রাখা উচিৎ যাতে তারা যখন আমা্দের সা্থে সত্যি কথা বলতে চান, আমরা যেন তখন তা্দের মাধ্যমে আসা ঈশ্বরের কথাগুলো শুনতে অনীহা প্রকাশ না করি। খ্রীষ্টানরা যখন নিজে্দের অস্বীকার করে, আর নিজের ই"ছায় যীশুর জন্য স্বার্থত্যাগ করে , ঈশ্বরের রাজ্য তখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।
  - আমরা যেগুলোকে ছোট ছোট পাপ বলে মনে করি, সেই ছোট পাপগুলোও কিভাবে হৃদয়কে ও আমা্দেও ঈশ্বরের কথা শোনার ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে?
  - কিভাবে ি্দনের পর ি্দন পাপ করতে থাকলে তা আমা্দের প্রায়শ্চিত্ত করা ও আবার ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন উপলব্ধি করাটাকে কঠিন ে্থকে কঠিনতর করে ে্দয়?
- **হাত: কি ভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ ি্দতে পারি?** মাঝে মাঝে এমন হতে পারে যে ঈশ্বর অন্যে্দর বদলে আমা্দেরই আহ্বান জানাবেন যাতে আমরা অন্যে্দর কাছে গিয়ে তা্দের ভুলক্রুটির ব্যাপারে কথা বলি। আমে্দর অবশ্যই খুব সতর্কতার সা্থে উপলব্ধি করতে হবে যে সেটা আসলেই আমা্দের প্রতি ঈশ্বরের আহ্বান, এবং তা্দের সা্থে অনেক ভালোবাসা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে কথা বলতে হবে। খ্রীষ্টান হিসাবে আমা্দের উচিৎ আমা্দের গীজার্র পালক ও অন্যান্য নেতা্দের ভালোবাসা ও সহায়তা করা যেহেতু তারা তা্দের জীবনে আসা ঈশ্বরের আহ্বানকে পূরণ করছেন।
  - ঈশ্বরের কাছ ে্থকে দূরে চলে যা্"ছ এমন একজন ব্যাক্তির কাছে ভালোবাসা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে কথা বলার চেষ্টা কিভাবে করতে হয়?
  - আপনি কি ভাবে আপনার গীজার্র পালকের জন্য আশীবার্দস্বরুপ হতে পারেন?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ ে্থকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসা্থে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৪১ কর্মিল পাহাড়ে এলিয় ভাববাদী

পাঠের সাস্ত্রাংশ: ১ম রাজাবলি ১৮:১৬—৪৬

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: গালাতীয় ১:১—১২

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** আপনি ঈশ্বর সম্পর্কে ও এই পৃথিবী সম্পর্কে কোন মতামতকে সত্যি বলে মেনে নিয়েছেন সে ব্যাপারে বিচক্ষণ হোন। আপনি কি বাইবেলের শিক্ষাকে সত্যি বলে গ্রহন করেছেন, নাকি বাইবেলের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো মিথ্যে শিক্ষাকে মেনে নিয়েছেন?
- **হৃদয়:** আপনার হৃদয়ের আকাঙ্খাগুলো নিয়ে চিন্তা করুন। আপনি যা কিছু আকাঙ্খা করেন সেগুলোকেই আপনি ভালোবাসেন। নিশ্চিত হোন যে আপনার আকাঙ্খাগুলো ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।
- **হাত:** আপনাকে সামাজিক মাধ্যমের বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যাক্তি, অনুষ্ঠান ইত্যাদি যে জিনিষগুলো প্রভাবিত করে থাকে, তার একটা মূল্যায়ন করুন। নিশ্চিত হোন যে আপনি পাপী মানুষেদর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আপনার সময় নষ্ট করছেন না।

একটি পেদ পাঠের শিক্ষা আমরা পূর্বে যেরূপ বলিয়াছি, তদ্রূপ আমি এখন আবার বলিতেছি, তোমরা যাহা গ্রহণ করিয়াছ, তাহা ছাড়া আর কোন সুসমাচার যদি কেহ তোমাদের নিকটে প্রচার করে, তবে সে শাপগ্রস্ত হউক! গালাতীয় ১:৯।

পাঠের সার সংক্ষেপ রাজা আহাব বাল দেবতা নামক এক দেবতার উপাসনা করতেন। এলিয় ঈশ্বরের একজন ভাববাদী ছিলেন, আর তিনি প্রমাণ করতে চাইতেন যে বাল দেবতা মিথ্যে দেবতা। এলিয় দেখলেন বাল দেবতার ভাববাদীরা একটা ষাঁড়কে তাদের দেবতার জন্য বেদীতে রেখেছে। এলিয় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত তার বেদীতেও একটা ষাঁড় রাখলেন। ঠিক হলো যার ঈশ্বর বেদীর কাঠে আগুন ধরাতে পারবেন তার ঈশ্বরকেই সত্যি ঈশ^র হিসাবে মেনে নেওয়া হবে। বাল দেবতার ভাববাদীরা প্রার্থনা করতেই থাকলো আর করতেই থাকলো। তারা সারাদিন ধরে নাচলো আর গান গাইলো। কিন্তু কিছুই ঘটলো না। এলিয় তার বেদীর চারপাশে মাঠি খুঁড়লেন আর লোকেদর বললেন সারা বেদীতে জল ঢালতে। তারা সেখানে এতো বেশী জল ঢাললো যে সেই খাদটাও জলে পূর্ণ হয়ে গেলো। তারপর এলিয় প্রার্থনা করতে লাগলেন আর ঈশ্বরকে আহ্বান করলেন বেদীর কাঠে আগুন লাগিয়ে প্রমাণ করে দিতে যে তিনিই আসল ঈশ্বর। ঈশ্বর একখন্ড আগুন পাঠালেন যা শুধুমাত্র বেদীর কাঠেই আগুন ধরালো না, বরং সেই উৎসর্গসহ বেদীটাকেও পুড়িয়ে দিলো। সে আগুন এমনকি সেই খাদের জলকেও শুকিয়ে দিলো! সকলে এই দৃশ্য দেখলো আর বুঝলো যে এলিয়র ঈশ্বরই আসল ঈশ্বর।

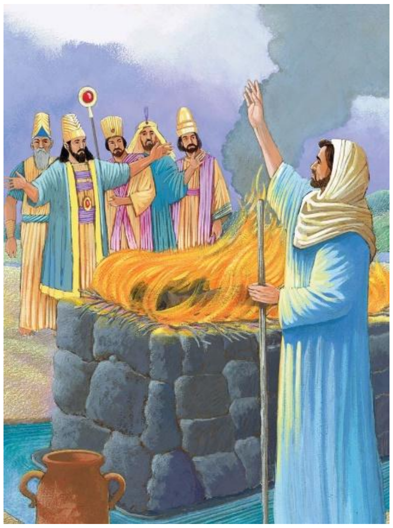

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **এলিয়।** ঈশ্বর এলিয় ভাববাদীকে রাজা আহাবের কাছে পাঠালেন তার পাপের ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য। রাজা আহাব ও ইস্রায়েল জাতি মিথ্যে দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ দিতো আর তার উপাসনা করতো। এলিয় রাজা আহাবকে বললেন মিথ্যে ঈশ্বরের সকল ভাববাদীকে কারমেল পাহাড়ে জড়ো করতে।
- ২.**বাল দেবতার ভাববাদীরা।** এলিয় বাল দেবতার ৪৫০ জন ভাববাদীকে চ্যালেঞ্জ জানালেন একটা প্রতিযোগীতায় অংশ নিতে। তারা তাদের মিথ্যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ প্রস্তুত করবে, আর তারপর এলিয়ও তার সত্যিকারের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ প্রস্তুত করবেন। তারপর সবাই দেখবে যে কার বেদীতে স্বর্গ থেকে আগুন এসে উৎসর্গটাকে পুড়িয়ে দেয়। বাল দেবতার ভাববাদীরা প্রথমে যায়, আর সারাদিন নেচে গেয়ে আর লাফালাফি করে পার করে, এমনকি তাদের নিজেদের শরীরকে ক্ষতবিক্ষত কোরে তাদের মিথ্যে ঈশ্বরের কাছে মিনতি করে স্বর্গ থেকে আগুন পাঠানোর জন্য। কিন্তু কোনো ফল আসে না।
- ৩. **সেই জল।** তখন এলিয় তার সত্যি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গটাকে প্রস্তুত করলেন। তবে তিনি শুধু উৎসর্গের ষাঁড়টাকেই বেদীতে তুললেন না, তিনি সেটার চারপাশে একটা খালও খুঁড়লেন, আর তারপর বেদীতে পুরো ১২ জগ জল ঢাললেন। সেই জল খালটাও জলে ভরে গেলো।
- ৪. **সেই আগুন।** এলিয়র সেই উৎসর্গে আকাশ থেকে আগুন আনতে এলিয়কে শুধুমাত্র তার সত্যি ঈশ্বরের কাছে ছোট্ট একটা প্রার্থনা করতে হয়েছিলো। সেই আগুন এতোটাই বিধ্বংসী ছিলো যে তা শুধু উৎসর্গের ষাড়টাকেই পোড়ায়নি, বরং বেদীর সব কাঠ, পাথর এবং খালভর্তি জলকেও শুকিয়ে দিয়েছিলো। এলিয় সেদিন প্রমাণ করে দেন যে ইস্রায়েলের ঈশ্বরই একমাত্র সত্যি ঈশ্বর।

পাঠ প্রসঙ্গ ঈশ্বর এলিয়কে রাজা আহাবের কাছে পাঠান একথা বলতে যে আহাবের পাপের কারণে ইস্রায়েলের সামনে একটা চরম খরার মৌসুম আসছে। রাজা আহাব শুধুমাত্র মিথ্যে দেবতার উপাসনা করতেন তা—ই নয়, তিনি অনেক বেদীও ইস্রায়েল দেশে তৈরী করেছিলেন যাতে লোকজন সেই মিথ্যে দেবতাদেরও উপাসনা করতে পারে। এরপর ঈশ্বর এলিয়কে রাজা আহাবের হাত থেকে বাঁচার জন্য লুকিয়ে থাকতে একটা জায়গায় পাঠান।

সেই খরা আসার দু'বছর পর ঈশ্বর এলিয়কে রাজা আহাবের কাছে পাঠান এটা দেখতে যে সে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রস্তুত কি না। না, তিনি তখনও প্রস্তুত নন, তাই এলিয় তাকে আদেশ দিলেন সেই মিথ্যে বাল দেবতার সব ভাববাদীদের তার সাথে দেখা করার জন্য কারমেল পাহাড়ে জড়ো করতে। সেখানে সত্যিকারের ঈশ্বর আর মিথ্যে ঈশ্বরের মাঝে বিরাট একটা প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো।

নূতন নিয়মের পাঠ্য: সেই ইস্রায়েলীয়দের মতোই খ্রীষ্টানরাও আসল ঈশ্বরের উপাসনা করা থেকে বিরত থাকার প্রলোভনে পড়তে পারে। সাধু পৌল গালাতীয় পুস্তকে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে খ্রীষ্টানরা যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যান্য ভূয়া বিশ্বাসকে গ্রহন করছিলো। পৌল এই বিষয়ে খুবই নিশ্চিত ছিলেন যে যীশু খ্রীষ্টের ব্যাপারে যেটা আসলেই সত্যি, তা বিশ্বাস করাটা খ্রীষ্টানেদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যদি খ্রীষ্টানরা যীশুর সম্পর্কে কোনো মিথ্যে তথ্য বিশ্বাস করে, তারা যীশুর অনুগ্রহে তাদের মুক্তি থেকেও বঞ্চিত হবে আর বিশাল পাপে পতিত হবে।

দশ আজ্ঞার পথ: তৃতীয় আজ্ঞাটা, যেখানে বলা হয়েছে অনর্থক ঈশ্বরের নাম না নিতে, খ্রীষ্টানেদর আহ্বান করে ঈশ্বরকে গুরুত্বের সাথে নিতে। অনেক পথ আছে যার মাধ্যমে খ্রীষ্টানরা ঈশ্বর নিন্দা করতে পারে।

একটা পথ হলো অবজ্ঞার সাথে ঈশ্বরের নাম নেয়া। শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে ঈশ্বরের নাম নেবার বদলে অনেক মানুষ সেটাকে অভিশাপের শব্দ হিসাবে ব্যাবহার করে। এলিয়র সময়ে অনেক মানুষ বিশ্বাস করতো যে কেউ যদি কোনো ঈশ্বরের আসল নাম না জানে, সে সেই ঈশ্বরকে নিয়ন্ত্রনে রাখতে ব্যর্থ হবে। তাই তারা চেষ্টা করতো সেই সব ঈশ্বরের সেই বিশেষ নাম জানতে, যাতে তারা তাদের দিয়ে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী বিভিন্ন কাজ করাতে পারে। ইস্রায়েলীয়দের তেমন হবার কথা ছিলো না। খ্রীষ্টানেদর উচিৎ ঈশ্বরের নামকে সম্মান করা, সেটা দিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করা নয়। ইস্রায়েলের প্রতিবেশীরা তাদের ঈশ্বরেদর সম্পর্কে যা কিছু বিশ্বাস করতো, তার থেকে ঈশ্বর সম্পর্কিত এই বিশ্বাসটা একেবারেই আলাদা।

বিনা কারণে ঈশ্বরের নাম নেবার আরেকটা পথ হলো একটা পাপপূর্ণ জীবন যাপন করার পরও নিজেকে খ্রীষ্টান বলে দাবী করা। একজন খ্রীষ্টান যীশুর চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে। যদি কেউ নিজেকে খ্রীষ্টান বলে দাবী করে কিন্তু সে নিজে ক্ষুদ্রমনা, সহিংস হয় এবং অন্যেদর প্রতি অপমানজনক কথাবাতার্ বলে, তাহলে মানুষ ভাববে যীশুই নীচুমনা, সহিংস ও অপমানকারী। আর এভাবেই ভন্ড খ্রীষ্টানরা ভুলভাবে ঈশ্বরকে সবার সামনে তুলে ধরছে।

- **মাথা:** কেন মানুষেরা আজ ঈশ্বরের নামকে এমনভাবে ব্যাবহার করছে যা একেবারেই মূল্যহীন মনে হচ্ছ?
- **হৃদয়:** একজন ভন্ড খ্রীষ্টানের সাক্ষ্যের প্রভাব দূর করতে গেলে কতজন খাঁটি খ্রীষ্টানের সাক্ষ্যের প্রয়োজন হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?
- **এই** সপ্তাহে আপনি কি ভাবে অন্যেদর কাছে ঈশ্বরের সম্পর্কে বলতে পারেন যার মাধ্যমে ঈশ্বর সম্মানিত হবেন?

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবা েদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু’টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- ’পাঠের প্রসঙ্গ’টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু’টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** এলিয়র সময়ে ই ্̄রায়েলীয়রা প্রলুব্ধ হতো ভূয়া ঈশ্বরেদর উপাসনা করার জন্য। যিদও এখনও অনেক মি েথ্য ধর্ম পৃথিবীতে টিকে আছে, আর মাঝে মাঝেই খ্রীষ্টানরা প্রলোভিত হয়, কিন্তু সেটা মি েথ্য েদবতা েদর উদ্দেশ্যে কিছু উৎসর্গ করতে হয়তো নয় বরং অন্য ধরণের কিছু সেটা। বেশীরভাগ সময়েই খ্রীষ্টানরা লোভ, লালসা, ক্ষমতা এবং আরো অনেক কিছুর “উপাসনা” করার জন্য প্রলুব্ধ হয়। তারা এগুলোকে তা েদর হৃদয়ের আকাংখা বানানোর মধ্যে িদয়ে এগুলোর “উপাসনা” করে। তারা মনে করে যে তারা এসব পাপপূর্ণ কামনা মনের মাঝে রেখেও খ্রীষ্টান থাকতে পারে, কিন্তু আসলে তারা পারে না। আপনি যে কোনো একজন প্রভুর সেবা করতে পারেন, হয় সেই ঈশ্বরের যিনি যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছেন, অথবা এই পৃথিবীর মি েথ্য ঈশ্বরেদর।
  - কি কারণে েদহের কামনার দ্বারা যে প্রলোভন আসে তা খ্রীষ্টানেদর জন্য খুব শক্তিশালী প্রলোভন হিসাবে আবিভূর্ত হয়?
  - আপনার এলাকায় সেই ‘মি েথ্য ঈশ্বরগুলো” কি কি যা খ্রীষ্টানেদর যীশুখ্রীষ্টের সুসমাচার েথকে দূরে সরিয়ে েদয়?
- **হৃদয় : আমা েদর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** খ্রীষ্টানের হৃদয় যা কিছু কামনা করবে সেটাকেই শেষ পর্যন্ত সে ভালোবাসবে। সে কারণেই খ্রীষ্টানেদর উচিৎ যীশুকে সুযোগ েদয়া যাতে তিনি পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমে তা েদর হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে েদন। যিদ খ্রীষ্টানরা তা েদর হৃদয়ে পাপপূর্ণ আকাংখাকে বেড়ে উঠতে ও বিষাক্ত হয়ে উঠতে েদয়, তাহলে সেই আকাংখাগুলো ঠিকই তার কাজকর্ম ও অন্যের সা েথ তার সম্পর্কেও মাঝে পরিষ্কার ভাবে ছাপ ফেলবে।
  - খ্রীষ্টানরা যা েদর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে তারা সবাই যে তা েদর একেবারে মেরেই ফেলবে তা অবশ্যই নয়। আর কি কি পথ আছে যার ভিতর িদয়ে খ্রীষ্টানেদর সেই ঘৃণার বাহ্যিক প্রকাশ ঘটতে পারে?
  - আর কি কি উদাহরন আছে যে ভাবে হৃদয়ের মাঝে থাকা পাপ খ্রীষ্টানেদর জীবন যাপনের মধ্যে িদয়ে প্রকাশিত হতে পারে?

- **হাত: কি ভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ িদেত পারি?** আমরা আমােদর হৃদয়ে যা যা লালন করি তা—ই আমােদর কাজকর্মে প্রকাশিত হয়। তাহলে যিদ খ্রীষ্টানরা নির্িদষ্ট কিছু ভালো অভ্যাস অনুশীলন করে, সেগুলো তােদর হৃদয়কে ঈশ্বর তােদর জন্য কি চান সেটার উপর মনোনিবেশ করা শিখতে সাহায্য করবে। যখন খ্রীষ্টানরা তােদর হৃদয়কে পাপী মানুষের দ্বারা প্রভাবিত হতে েদয় তখন তারা খারাপ স্বভাবের জন্ম েদয়, আর সেটা তােদর নিজের জন্য ও অন্যের জন্যও ক্ষতির কারণ হয়।
    - আপনার তেমন অভ্যাস কি কি আছে যা আপনাকে আপনার মন ও হৃদয়কে এটা শেখাতে সাহায্য করবে যে, কিভাবে যীশুকে আপনার জীবনের প্রভু হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়?
    - আপনার কি কি প্রার্থনার উত্তর ঈশ্বর িদয়েছেন? হতে পারে সেগুলো এলীয়র প্রার্থনায় পাওয়া উত্তরের মতো অতো অসাধারণ কিছূ নয়, কিন্তু তারপরও ঈশ্বরের েদয়া সেসব উত্তরগুলোর জন্য ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা গুরুত্বপূর্ণ আর সেটা সবাইকে বলাও উচিৎ যে ঈশ্বর এখনও কিভাবে প্রার্থনার উত্তর েদন।

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসােথ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৪২ নামানের সুস্থতা লাভ

পাঠের সাস্ত্রাংশ: ২য় রাজাবলি ৫:১—১৬

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: লূক ৪:১৬-৩০

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** ঈশ্বর যে শুধু ই¯্রায়েলীয় নয় বরং সব মানুষের জন্য আরোগ্য ও মুক্তির ব্যাবস্থা করতে চান, এই বাস্তবতার প্রশংসা করুন।
- **হৃদয়:** উপলব্ধি করুন, আপনার এলাকার “বহিরাগতেদর” মধ্যে ঈশ্বরের কাজ েদখার জন্য আপনার হৃদয় প্রস্তুত আছে কি না?
- **হাত:** আপনি নিজে কিভাবে একজনকে খ্রীষ্টে পরিত্রাণ পাবার পেথ সহায়তা িদতে পারেন তার চচার্ করুন। অ—খ্রীষ্টানেদর সংগে বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক গড়ার জন্য পদক্ষেপ নিন আর তােদর খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসার মাধ্যমে ঈশ্বরের জন্য নিজের সময় ব্যয় করুন।

একটা পেদ পাঠের শিক্ষা তোমরা বাহিরের লোকদের প্রতি বুদ্ধিপূর্বক আচরণ কর, সুযোগ কিনিয়া লও, কলসীয় ৪:৫।

পাঠের সার সংক্ষেপ নামান ছিলেন সিরিয়ার সৈন্যদলের একজন কমান্ডার। তিনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তি ছিলেন। কিন্তু তাঁর ’কুষ্ঠ’ নামে একটা অসুখ ছিলো। এই রোগ মানুষের গায়ের চামড়ায় পচন ধরায় আর মাঝে মাঝে এমনকি মানুষের মৃত্যুও ঘটায়। নামানের স্ত্রী’র একজন গৃহপরিচারিকা ছিলো। সে পরামর্শ িদলো যে নামানের উচিৎ শমরিয়া শহরের একজন ভাববাদীর কাছে যাওয়া, যিনি তার এই কুষ্ঠরোগ সারিয়ে িদতে পারবেন। সেই ভাববাদী ছিলেন ইলিশায়। নামান শমরিয়া শহরে গেলেন খোঁজ নিতে যে আসলেই ইলিশায় তাকে রোগমুক্ত করতে পারবেন কি না। েদখা হবার পর ইলীশায় নামানকে বললেন জর্দন নদীতে গিয়ে সাতবার ডুব িদতে। তিনি যিদ তা করেন, তাহলে তিনি সুস্থ হয়ে যাবেন। নামান জর্দন নদীতে যেতে চাইলেন না কারণ সেই নদীর জল ছিলো ময়লা ও কর্দমাক্ত। কিন্তু তার চাকরেরা তাকে ইলীশায়ের কথা অনুযায়ী কাজ করতে বললো। তারা বিশ্বাস করতো যে নামান তাতে সুস্থ হবেন। শেষে নামান জর্দন নদীতে গেলেন। তিনি সপ্তমবার যখন জর্দন নদী েথকে ডুব িদয়ে উঠলেন, তিনি তখন পুরোপুরি সুস্থ|

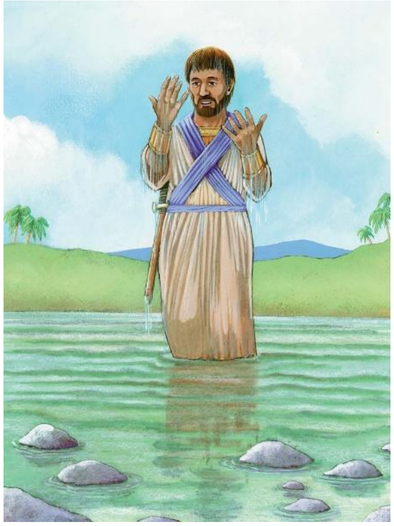

ছবি েথকে শেখা:

- ১. **নামান** ছিলেন অরাম নামে একটা েদশের সৈন্যদলের কমান্ডার, যে েদশ ঐতিহাসিক ভাবেই ই¯্রায়েলীয়েদর শত্রুরাষ্ট্র। নামানের একধরণের চর্মরোগ ছিলো যা কেউ সারাতে পারছিলো না। নামানের গৃহপরিচারিকােদর মাঝে একটা মেয়ে ছিলো ই¯্রায়েলীয়, সে নামানকে বললো যে ই¯্রায়েলের একজন ভাববাদী তার এই রোগ সারিয়ে িদতে পারবেন।
- ২. **জর্দন নদী**। ই¯্রায়েলের সেই ভাববাদী ছিলেন ইলীশায়, আর তিনি বললেন যে, নামানকে তার রোগমুক্তির জন্য জর্দন নদীতে গিয়ে সাতবার ডুব িদয়ে উঠতে হবে।
- ৩. **পরিষ্কার ত্বক**। নামান জর্দন নদীতে সাতবার ডুব িদয়ে ওঠার পর ঈশ্বর তাকে সুস্থ করেন। তারপর েথকে তিনি ঈশ্বরের অনুসারী হয়ে যান এবং মিেথ্য ঈশ্বরেদর উপাসনা তিনি বন্ধ করে েদন।

পাঠ প্রসঙ্গ এলিয় তার জীবনের শেষিদকে আসার পর ঈশ্বর তাকে বললেন তার উত্তরসুরী হিসাবে ইলীশায়কে অভিষিক্ত করতে। ঈশ্বর ইলীশায়ের মধ্যে িদয়ে অনেক আশ্চর্য কাজ করেছেন। ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ যে তার মাঝে বেশকিছু কাজ ছিলো অ—ই¯্রায়েলীয়েদর জন্য করা, যেমন এই পাঠের ঘটনাটি। ইলীশায়ের ঈশ্বরের পক্ষের কাজগুলোর মাধ্যমে ঈশ্বর আমােদর মনে করিয়ে েদন অ—ই¯্রায়েলীয়েদর জন্য তাঁর গভীর ভালোবাসার কথা।

১ম রাজাবলী পুস্তকে ই¯্রায়েল ও অরাম েদশের মাঝের অনেক যুদ্ধের কথা লেখা আছে। অতএব, এটা মনে মনে হতেই পারে যে, ঈশ্বর সর্বদা অরামের বিরুদ্ধেই কাজ করেছেন। যিদও ১ম রাজাবলীর ৫ম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তােদর সেনাপ্রধান নামানের মাধ্যমে অরামকে ঈশ্বর বিজয় প্রদান করেছেন। এই পরি"ছেদ পরিষ্কারভাবে বলা হয়নি যে, তােদর এই বিজয়টা ই¯্রায়েল েদশের বিরুদ্ধে এসেছিলো নাকি অন্য কোনো েদশের বিরুদ্ধে।

২য় পদটা অরাম আর ই¯্রায়েল মধ্যে শত্রুতার ব্যাপারটা আরো নিশ্চিত করে, যখন েদখা যায় যে অরাম ই¯্রায়েলে তল্লাশী দল পাঠায় যারা সেখান েথকে একটা তরুণীকে অপহরণ করে নিয়ে আসে। এই অপহৃত মেয়েটা নামানের স্ত্রীর গৃহপরিচারিকােদর একজন হয়ে যায় আর পরে নামানের রোগমুক্তি ও পরিত্রাণের ব্যাপারে মূখ্য ভূমিকা রাখে।

নামানের একটা চর্মরোগ ছিলো। বাইবেলে বর্ণিত সময়ে বিভিন্নধরণের চর্মরোগের কথা বলতে গিয়ে সাধারণভাবে “কুষ্ঠরোগের” কথাই বলা হয়েছে, তাই এটা নিশ্চিত করে বলা যায় না যে নামানের রোগটা বর্তমানে আমাদের পরিচিত কুষ্ঠ রোগটাই ছিলো কি না। আসলে, নামান ওই রোগে ভুগতে থাকা অবস্থাতেই অনেক মানুষের সাথেই মেলামেশা করতেন, তাই এটা ধারণা করা যায় যে, তার রোগটা সম্ভবত বর্তমানে ডাক্তারী পেশার মানুষেরা যেটাকে কুষ্ঠরোগ বলে সনাক্ত করেন, যা অতি ছোঁয়াচে, সে ধরনের ছিলো না।

সেই ইস্রায়েলীয় ক্রীতদাস মেয়েটা একজন ভাববাদীর কথা বললো যিনি নামানের রোগটা সারিয়ে দিতে পারবেন। বাইবেলের পরিচ্ছদটা এরপরে বেশ কয়েকটা ঘটনার বর্ণনা দেয় যার শেষে গিয়ে দেখা যায় যে নামান সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে, ঈশ্বর নামানকে আরোগ্যদান করেছিলেন কারণ তিনি ছিলেন ভীষণ রকমের “অসুচি”। তিনি শুধু যে একজন অ—স্রায়েলীয় ছিলেন তাই নয়, ইস্রায়েলের একজন শত্রুও ছিলেন। উপরন্তু, তিনি শুধু ইস্রায়েলের শত্রুই ছিলেন না, তিনি একজন চর্মরোগীও ছিলেন, যার মানে তিনি ঈশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করার অনুমতিও পেতেন না। যাইহোক, ঈশ্বর সেই নামানকে সুস্থ করেন, মোশির নিয়ম অনুসারে যিনি ঈশ্বরের মন্দিরে এমনকি প্রবেশ করারও অধিকার পেতেন না।

নূতন নিয়মের পাঠ্য: তাঁর প্রচারকাজ শুরু করার পর যীশু নিজের জন্মস্থান বেৎলেহম নগরে ফিরে আসেন, আর তাঁর বিজ্ঞতার মাধ্যমে লোকজনকে প্রভাবিত করেন। কিন্তু যখন থেকে তিনি লোকজনের সাথে বিতর্কে জড়াতে শুরু করলেন, তারা দ্রুত তাঁর প্রতি তাদের মনোভাব বদলে ফেললো এবং তাঁকে হত্যা করতে চাইলো। লোকজনের তাঁর ব্যাপারে এতোটা হতাশ হবার কারণগুলোর একটা ছিলো যে, যীশু প্রায়ই বলতেন, ঈশ্বর ইস্রায়েলের বাইরেও বিশ্বাসী লোকের খোঁজ করেন| বিশেষভাবে যীশু উল্লেখ করেন যে, নামান একজন অ—ইস্রায়েলীয় হলেও তিনি কুষ্ঠরোগ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন যেখানে ইস্রায়েলের অনেকেই সেই রোগ থেকে সুস্থ হয়নি।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু’টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- ’পাঠের প্রসঙ্গ’টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন

- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** ঈশ্বরের ই ্রায়েল জাতির সা েথ একটা চুক্তি ছিলো। ই ্রায়েলীয়রা ছিলো ঈশ্বরের মনোনীত জাতি যা েদরকে ঈশ্বর প্রতিশ্রুন্নত েদেশে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যিদও শুধু সেই কারণেই এটা মনে করা উচিৎ হবে না যে, ঈশ্বর শুধুমাত্র তা েদরকেই সুরক্ষা প্রদানকারী সম্পর্কে বাঁধবেন। নামান হে"ছন সেই “বহিরাগত”েদর একজন উদাহরণ যাকে ঈশ্বর তার রোগমুক্তির লড়াইয়ে সহায়তা করেন ও তার রোগ েথকে তাকে সুস্থ করে তোলেন। ঈশ্বরের ভালোবাসারও যেমন কোনো শেষ নেই, তেমন তাঁর শক্তিরও কোনো শেষ নেই।
    - ঈশ্বর কি ধরণের লোকেদের মধ্য িদয়ে কাজ করেন না বলে আমরা মাঝে মাঝে মনে করি?
    - কি কারণে ঈশ্বরকে তার রোগের আরোগ্যকারী হিসাবে চেনার আগেই ঈশ্বর নামানকে লড়াইয়ে জয়লাভ করতে সাহায্য করেছিলেন?
- **হৃদয়: আমা েদর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** শুধু নিজের মাঝে ডুবে থাকাটা খ্রীষ্টানেদর জন্য একটা সব সময়ের প্রলোভন। যেহেতু অ—খ্রীষ্টানরা যীশুখ্রীষ্টের মধ্য িদয়ে প্রকাশিত সত্যিকারের ঈশ্বরকে সন্মান করে না, খ্রীষ্টানরা অতি সহজেই হয়তো তা েদর একটু নীচু চোখে েদখতে পারে। যাইহোক খ্রীষ্টানেদর সর্বদাই নিজে েদর হৃদয়কে উন্মুক্ত রাখা উচিৎ যারা এখনও খ্রীষ্টান হয়নি তা েদরকে সুসমাচার শোনানোর জন্য, কারণ ঈশ্বর তা েদর, জন্য তাঁর হৃদয়কে খোলা রাখেন। যিদ এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার সংক্রান্ত কাজ, অথার্ৎ প্রতিটা মানুষকে ঈশ্বরের রাজ্যের িদকে আসার আহ্বান করাকে ঈশ্বর সবসময় চলমানই রাখতে চান, তাহলে খ্রীষ্টানেদরও সেইসব মানুষের জন্য নিজে েদর হৃদয়কে অবশ্যই খোলা রাখতে হবে, যেসব মানুষের জন্য সেটা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।
    - কি কি কারণে সাধারণত খ্রীষ্টানরা অ—খ্রীষ্টানেদর মাঝে ঈশ্বরের ভালোবাসার কথা বলতে ভয় পেতে প্রলুব্ধ হয়?
    - খ্রীষ্টানরা কি ভাবে উপলব্ধি করবে যে, কখন ঈশ্বর চা ে"ছন তারা অন্যেদর কাছে এগিয়ে গিয়ে সুসমাচার প্রচার করবে?
- **হাত: কি ভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ িদতে পারি?** এটা স্বাভিবক যে, খ্রীষ্টানরা চাইবে নিজে েদর সময় সেইসব ব্যাক্তি েদর সা েথ কাটাতে, যা েদর সা েথ নিজে েদর চিন্তায়, কাজে ও বিশ্বাসে মিল আছে। তবে যিদও খ্রীষ্টানেদর নিজে েদর মাঝে সহভাগিতার সময় অবশ্যই সময় আছে, কিন্তু তারা যিদ কেবল নিজে েদর মধ্যে সহভাগিতা নিয়েই ব্যস্ত থাকে তাহলে তারা ঈশ্বরের হৃদয়ের কথা অবশ্যই ভুলে গেছে। খ্রীষ্টানেদর অবশ্যই নিজে েদর মন্ডলীর বাইরের মানুষের সা েথও বন্ধুত্ব করা প্রয়োজন যাতে তারা ঈশ্বরের ভালোবাসার কথা যা েদর জানা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তা েদর কাছে তা বলতে পারে।
    - আপনার জীবনে এমন তিনজন মানুষ কে কে আছেন যা েদর জানা দরকার যে যীশু তা েদর প্রভু ও পরিত্রাতা?
    - তা েদর কাছে আপনি খ্রীষ্টান হবার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো নিয়ে কিভাবে আলোচনা করবেন?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?

- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৪৩ যোয়াশ — এক শিশু রাজা

পাঠের সাস্ত্রাংশ: ২য় রাজাবলী ১১ অধ্যায়

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: মিথ ২০:১৭-২৮

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** মনে রাখুন, ঈশ্বর সবসময় বিশ্বস্ত কিছু একটা হাতে রাখেন, এমনকি যখন শয়তান জিতে গেছে বলে মনে হয় তখনও।
- **হৃদয়:** এটা বুঝুন যে, খ্রীষ্টানকে সবসময়ই তার হৃদয়কে আপোষকামী মনোভাবের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।
- **হাত:** আপনি বয়সে তরুণ বলে আপনাকে অবহেলা করার সুযোগ কাউকেই দেবেন না, বরং আপনার কথায়, কাজে, ভালোবাসায়, বিশ্বাসে এবং বিশুদ্ধতায় আপনি বিশ্বাসীদের সামনে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। ১ম তিমথীয় ৪:১২

একটা পেদ পাঠের শিক্ষা তোমার যৌবন কাহাকেও তুচ্ছ করিতে দিও না; কিন্তু বাক্যে, আচার ব্যবহারে, প্রেমে, বিশ্বাসে ও শুদ্ধতায় বিশ্বাসিগণের আদর্শ হও, ১ম তিমথীয় ৪:১২।

পাঠের সার সংক্ষেপ যোয়াশ যখন জন্ম নিলো, তার বাবা তখন ইস্রায়েলের রাজা ছিলেন। যোয়শের বাবা হঠাৎ মারা যায়, আর যোয়াশের কুচক্রী ঠাকুমা রাজ পরিবারের সবাইকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। তিনি ইস্রায়েলের রাণী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যোয়াশের পিসিমা চাননি যে যোয়াশ মারা যাক। তিনি শিশু যোয়াশ ও তার সেবিকাকে নিয়ে মন্দিরে লুকিয়ে রাখেন। রাণী চিন্তা করেননি যে, তারা মন্দিরে লুকিয়ে থাকতে পারে। মন্দিরের পুরোহিত জানতেন যে, শিশু যোয়াশ ইস্রায়েলের রাজা হবেন। যোয়াশের বয়স যখন সাত বছর তখন পুরোহিত তাকে জনসমক্ষে আনলেন। পুরোহিত তাকে রাজা হিসাবে অভিষিক্ত করেন, আর তার মাথায় মুকুট পরিয়ে তাকে ইস্রায়েলের রাজা ঘোষণা করেন। প্রত্যেকে রাজার উদ্দেশ্যে করতালি দেয় ও উল্লাস করে। রাণী কোলাহল শুনে সেখানে যান কি হলো তা দেখতে। তখন তিনি যোয়াশকে দেখতে পান। সে একটা মুকুট পরে মন্দিরের মাঝে দাড়িয়ে ছিলো। সেনাপতিরা সেই দুষ্টু রাণীকে ধরে নিয়ে যায় আর হত্যা করে। যোয়াশ ইস্রায়েলের নতুন রাজা হন।

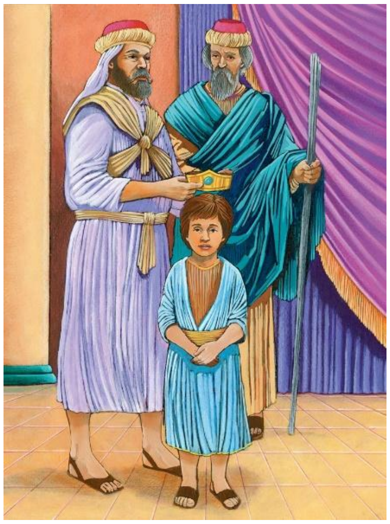

ছবি েথকে শেখা:

- ১. **যোয়াশ** ই¯্রায়েলের ইতিহাসে সবচেয়ে কমবয়সী রাজা ছিলেন। তার পিসি তাকে ছয় বছর মন্দিরে লুকিয়ে রেখেছিলেন কারণ তার ঠাকুমা তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। তিনি যোয়াশের বাকী সব ভাইবোনকে হত্যা করেছিলেন যাতে তার ই¯্রায়েলের সিংহাসনে বসার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে। যোয়াশ রাজা হবার পর অনেক ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন এনেছিলেন।
- ২. **যিহোদা** ছিলেন সেই পুরোহিত যিনি সৈন্যেদর নির্েদশনা িদয়েছিলেন শিশু রাজাকে তার ঠাকুমার হাত েথকে রক্ষা করার জন্য। তিনি যোয়াশকে ই¯্রায়েলের রাজা হিসাবে অভিষিক্ত করেন।

পাঠ প্রসঙ্গ এটা অবিশ্বাস্য লাগে মাঝে মাঝে েদখে যে, ক্ষমতার প্রতি মোহের কারণে মানুষ কি না করতে পারে। আতালিয়ার ক্ষেত্রে েদখা যায়, ই¯্রায়েলের রাজা আহসিয়’র মা, যিনি ক্ষমতার জন্য তার ছেলে আহসিয় মারা যাবার পর তার পুরো পরিবারকে হত্যা করেন। শুধুমাত্র এইজন্য যেন, তিনি রাণী হতে পারেন।

তিনি ভেবেছিলেন পুরো পরিবারকেই তিনি হত্যা করেছেন, কিন্তু রাজা আহসিয়া’র বোন রাজার এক ছেলেকে মন্দিরে লুকিয়ে রেখেছিলেন। যোয়াশের বয়স মাত্র একমাস ছিলো যখন তাকে তার পিসি লুকিয়ে রেখেছিলেন।

এটা আশ্চর্য্য ব্যাপার নয় যে, যোয়াশ রাজা হবার পরও তিনি বয়সে পরিণত হবার পর তখন প্রচলিত থাকা অনেক ধর্মীর্য় নিয়মনীতির পরিবর্তন করেন। তার ঠাকুমার ক্ষমতার মোহে করা কাজগুলো েদখে আর নিজে মন্দিরে বেড়ে ওঠার কারণে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ঈশ্বরকে সন্মান করা ও ই¯্রায়েলীয়েদর ঈশ্বরকে সন্মান করতে শেখানোর জন্য তাকে কেমন ধরণের রাজা হতে হবে।

নূতন নিয়মের পাঠ্য: যীশুর শিষ্যেদর দু’জনের মা নিশ্চিত হতে চাি"ছলেন যে, তার সন্তানেরা যেন যীশুর নেতৃত্বে যে নতুন সরকার গঠিত হবে, সেখানে ভালো কোনো পদ পায়। তিনি ভাবছেন ক্ষমতার কথা, যেখানে যীশু বলছেন আত্মত্যাগ ও নম্রতা কথা। তিনি ও তার সন্তানেরা জানতেন না

সত্যিকারের ক্ষমতা কেমন হয়। যাইহোক যীশু যখন মৃতেদর মধ্য েথকে জীবিত হয়ে উঠলেন, তারা তখন েথকে কিছুটা বোঝা শুরু করবে।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবা েদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে?** ক্ষমতার পিছনে েদৌড়ানো, আর ক্ষমতার সা েথ সা েথ যে ধনেদৗলত ও মযার্দা সা েথ সা েথ আসে, তা অনেককেই যা ই"ছা তাই করতে উদ্বুদ্ধ করে, আর তার বিনিময়ে এবং তা টিকিয়ে রাখতে গিয়ে যাকেই ক্ষতিগ্রস্থ করতে হোক না কেন, তারা তা করে। দুভার্গ্যজনকভাবে খারাপ রাজা, আর এক্ষেত্রে খারাপ রাণী ই ্রায়েলের ইতিহাসকে কলুষিত করে েদয়। মানুষের তৈরী সরকার যেমন সবসময়ই খারাপ লোকেদর সা েথ আঁতাত করে চলতে পারে, সেখানে আমরা নিজে েদর প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের বাসি›দা বলে মনে করি। আমা েদর অবশ্যই ঈশ্বরের চিহ্ন বহন করতে হবে, তাঁর ই"ছা ও তাঁর নিয়মের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে।
    - ক্ষমতা এবং টাকা—পয়সার ব্যাপারটা আসলে কি যে, এ দু'টো বস্তু আসলে কি যে সেগুলো আরো বেশী পরিমাণে পাবার জন্য মানুষ এমন কিছু নেই যা করতে পারে না?
    - এই পৃথিবীর একজন শাসককে কি ভাবে েদশ শাসন করা উচিৎ যার মধ্য িদয়ে ঈশ্বরের গৌরব ও সন্মান প্রকাশিত হতে পারে?
- **হৃদয়: আমা েদর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** খ্রীষ্টানেদর উচিৎ তা েদর হৃদয়কে সমঝোতা করা েথকে দূরে রাখা। ঈশ্বর সব খ্রীষ্টানকেই বলেছেন জীবন িদয়ে ঈশ্বরকে সন্মান করতে, তা সেই খ্রীষ্টান বয়সে ছোট হোক বা বড়ই হোক। এটা তখনই শুরু হয় যখন একজনের হৃদয় ঈশ্বর ও অন্য মানুষের জন্য ভালোবাসায় নিবে িদত থাকে।
    - ক্ষমতা ও ধনেদৗলতের জন্য হৃদয় িদয়ে েদবার পরিবর্তে খ্রীষ্টানেদর কোন্ লক্ষ্য পূরণের জন্য হৃদয়কে প্রস্তুত করা উচিৎ?

- নিজেদের হৃদয়কে শুদ্ধ ও ঈশ্বরকে সম্মান করার প্রতি কেন্দ্রীভূত রাখতে খ্রীষ্টান নেতা ও শাসকেদর কি করা উচিৎ?

- **হাত: কি ভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ দিতে পারি?** কিছু কিছু মানুষ দাবী করে, “কাজটা শেষপর্যন্ত হলো কি না সেটাই আসল কথা, কিভাবে হলো সেটা বড় নয়।” কিন্তু খ্রীষ্টানরা জানেন যে, এটা সত্যি নয়। খ্রীষ্টানরা অবশ্যই তাদের আচার—ব্যাবহারের মাধ্যমে ঈশ্বরের জন্য মহিমা ও সম্মান বয়ে আনার প্রচেষ্টা চালাবে, তাদের নিজেদের জন্য গৌরব অথবা সম্মানের জন্য নয়। এটা ক্ষমতায় অথবা বড় অবস্থানে থাকা বয়সে তরুণ বা বয়সে পরিণত, সব খ্রীষ্টানেদর জন্যই একইভাবে প্রযোজ্য। যোয়াশ যেমন দেখিয়েছেন, আপনি বয়সে যত ছোটই হোন না কেনো, ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য আপনার কাজ করাকে তা আটকাতে পারবে না।
  - কি কি পদক্ষেপ একজন খ্রীষ্টান নেতা বা শাসক নিতে পারেন যখন তারা জানেন যে তাদের এমন কেনো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবেই যা কাউকে কাউকে মর্মাহত করবে?
  - কি ভাবে খ্রীষ্টানেদর তাদের নেতা অথবা শাসকেদর সম্মান করা উচিৎ, তাদের মতের সাথে যিদ খ্রীষ্টানরা একমত নাও হয় সেক্ষেত্রে?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৪৪ যিরুশালেমর প্রাচীর আবার গাঁথা হলো

পাঠের সাস্ত্রাংশ: নহিমিয় ২:১১-২০

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: লূক ১৯:২৮-৪৮

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** লক্ষ্য করুন, ঈশ্বরের সাথে খ্রীষ্টানদের সম্পর্ক কখনোই 'বাতিল' নামক শব্দটা প্রযোজ্য নয়। যতবারই একজন ব্যার্থ হোকনা কেন, ঈশ্বর তাঁর ন্ ্র সন্তানকে ক্ষমা ও পুনবার্সিত করার জন্য সবসময়ই প্রস্তুত আছেন।
- **হৃদয়:** সাহসী হোন, ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী চলতে গেলে সাহস ও টিকে থাকার ক্ষমতা প্রয়োজন। এ পথে অনেক প্রতিকূলতা থাকবে আর মানুষ খ্রীষ্টানদের পতন দেখতে পছন্দ করবে।
- **হাত:** আত্মবিশ্বাসের সাথে বাঁচুন, ঈশ্বর এমনটা আশা করেন না যে, খ্রীষ্টানরা তাদের জীবনে ঈশ্বরের সমস্ত কাজকেই সম্পনড়ব করবেন। ঈশ্বর খ্রীষ্টানদের সাথে কাজ করেন তাঁর ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার জন্য। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার অর্থ মাঝে মাঝে বিশ্বাসের সাথে শুধুমাত্র একটা পদক্ষেপ নেয়াকেই বুঝায়।

একটি পেদ পাঠের িশক্ষা তখন আমি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলাম, যিনি স্বর্গের ঈশ্বর, তিনিই আমাদিগকে কৃতকার্য করিবেন; অতএব তাঁহার দাস আমরা উঠিয়া গাঁথিব; কিন্তু যিরূশালেমে তোমাদের কোন অংশ কি অধিকার কি স্মৃতিচিহ্ন নাই, নহিমিয় ২:২০।

পাঠের সার সংক্ষেপ অনেক অনেক বছর আগে, যিহুদীরা তা েদর মন্দির ও তা েদর নিজে েদরকে শত্রুর হাত েথকে রক্ষা করার জন্য যিরুশালেম শহরের চারিদকে একটা প্রাচীর তৈরী করে। যিহুদীরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত না থাকার কারণে ঈশ্বর ব্যাবিলনীয়েদর সুযোগ েদন যিরুশালেম শহর আক্রমণ করে তা পুড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে িদতে। তারপর তা েদর সৈন্যরা যিহুদী েদর বন্দী করে ব্যাবিলন শহরে নিয়ে যায়। অনেক বছর পর, নহিমীয় রাজা অর্তক্ষস্তকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি যিরুশালেমে ফিরে গিয়ে নগরীর প্রাচীর আবার তৈরী করতে পারবেন কিনা। কিছু শাসক নহিমিয়কে বললেন যে, তিনি যিদ যিরুশালেমকে পুনর্নিমার্ণ করতে যান তাহলে সেখানকার লোকেরা তাকে আক্রমণ করতে পারে। তবে নহিমিয়া তাতে ভয় পেলেন না। তিনি সেই 'পবিত্র শহর" যিরুশালেমকে পুনর্নির্মাণ করা নিয়ে আগ্রহে উদ্দীপ্ত ছিলেন। নহিমিয়া অনেকগুলো যিহুদী পরিবারকে তার সা েথ করে যিরুশালেম শহরে নিয়ে গেলেন। প্রতিটা পরিবারকে িদয়ে তিনি প্রাচীরটার এক একটা ভাগ পুনর্নির্মার্ন করলেন। কিছু লোক তা েদর পাহারা িদতো যাতে কেউ তা েদর আক্রমণ না করতে পারে। অনেক সময়ের কঠিন পরিশ্রমের পর শেষপর্যন্ত প্রাচীরটার পুনর্নিমার্ণকাজ শেষ হয়।

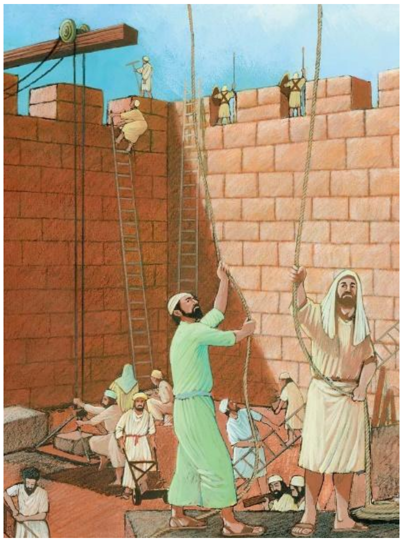

ছবি েথকে শেখা:

- ১. **যিরুশালেম শহরের প্রাচীর।** যখন অসিরীয় সৈন্যরা যিরুশালেম জয় করেছিলো, তারা নগরীর চারিদকের প্রাচীর ভেঙ্গে িদয়েছিলো আর ইস্রায়েলীয়দের নিবার্সনে পাঠিয়েছিলো। ঈশ্বর আসিরীয় সৈন্যেদর যিরুশালেম নগরী ধ্বংস করতে িদয়েছিলেন কারণ তারা ক্রমাগত পাপ করেই যাচ্ছিলো, আর তা েদর পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ঈশ্বরের ভাববাদী েদর দ্বারা যে আহ্বান তারা পা ি"ছলো, সেগুলোও তারা গ্রহন করতে রাজী ছিলো না।
- ২. **প্রাচীরের পুনর্নিমার্ণ।** সত্তর বছরের নিবার্সিত জীবন যাপন করার পর ঈশ্বর তা েদর যিরুশালেম শহরে ফিরতে িদলেন। ঈশ্বর নহিমিয়া নামে এক ব্যাক্তিকে ইস্রায়েলীয়দের একজোট করতে ও অনুপ্রাণিত করার কাজে ব্যাবহার করেছিলেন।
- ৩. **কঠোর পরিশ্রম।** লোকেরা নহিমিয়র কথা শুনলো আর প্রাচীর পুনরায় তৈরী করার জন্য কঠিন পরিশ্রম করা শুরু করলো, যিদও এমনকি তা েদর আশেপাশে বাস করা অনেকেই এই কাজটার বিরোধিতা করছিলো। তারা চা ি"ছলো না প্রাচীরটার পুনর্নিমার্ণ হোক অথবা ই ্রয়েলীয়রা আবার একটা শক্তিশালী জাতি হয়ে উঠুক। সে যাইহোক, ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের সাফল্য দান করেন আর ই ্রয়েলীয়রা সেই প্রাচীর পুনর্নিমার্ণ করতে সক্ষম হয়।

পাঠ প্রসঙ্গ। অন্য জাতি েদর জন্য আলোর িদশা না হয়ে, যে জাতি ঈশ্বরকে ভালোবাসতো ও একে অপরকে ভালোবাসতো, সেই ই ্রায়েল জাতি পাপ করেই যাচ্ছিলো আর নিজেরা নিজে েদর ক্ষতি করেই যাচ্ছিলো। দশকের পর দশক ধরে তা েদর কাছে ভাববাদী েদর মাধ্যমে পাঠানো ঈশ্বরের যে প্রায়শ্চিত্তের সতর্কবাতার্ আসছিলো, সেগুলোকে তারা অগ্রাহ্য করেছিলো, আর তাই ঈশ্বর আসিরিয়েদর প্রতিশ্রম্নত েদশ জয় করতে িদলেন।

ব্যাবিলনীয়রা ঈশ্বরের শক্তিতে আসিরীয়েদর বিরুদ্ধে জয়লাভ করার আগে ইসরাঈলরা তা েদর ৭০ বছরের নিবার্সনের জীবন কাটায় প্রতিশ্রম্নত েদশ েথকে দূরে। এখন ব্যবিলনীয়রা ইস্রায়েলীয়দের তা েদর প্রতিশ্রম্নত েদশে ফিরে আসতে েদয়। আবার ফিরে আসার পর তা েদর জীবন সেখানে ছিলো কঠিন। তা েদর আবার নিজে েদর ঘরবাড়ী তৈরী করতে হচ্ছিলো, মাঠে আবার শস্য ফলাতে হচ্ছিলো। ইসরাঈলরা তা েদর ঘরবাড়ী তৈরী ও শস্য ফলানোর কাজে এতোটাই সময় ব্যয় করছিলো

যে, তারা তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির ও প্রাচীরের দিকে তাকানোরই সময় পেলো না। তারা এটা অনুভব করলো না যে মন্দির এবং শহরের প্রাচীর পুনর্নির্মাণ করাটাও তাদের ঘরবাড়ী নির্মাণের মতোই জরুরী।

ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য সময়ে প্রথমবার যখন ইসরাঈলরা নির্বাসন থেকে প্রতিশ্রুত দেশে ফিরে আসে, সেই সময়টাতে নহিমিয় একটু আড়ালেই ছিলেন। তিনি ব্যাবিলনে থেকেই খবর পাচ্ছিলেন যে, ইসরাঈলরা সেখানে মোটেই ভালো কিছু করছে না। তিনি এই কারণে মর্মাহত হন। তিনি ছিলেন রাজার একজন কর্মকর্তা। একদিন রাজা লক্ষ্য করলেন যে, নহিমিয় প্রতিশ্রুত দেশে যা যা ঘটছে তা নিয়ে কতটা মনমরা হয়ে আছেন। রাজা নহিমিয়কে বললেন, প্রতিশ্রুত দেশে ফিরে গিয়ে ইস্রায়েলীয়দের নগরীর প্রাচীর পুনর্নির্মাণের ব্যাপারে সেখানকার সবাইকে অনুপ্রাণিত করতে।

ঈশ্বর নহিমিয়'র সাথে ইস্রা নামের আরেকজন ভাববাদীকে পাঠালেন ইস্রায়েলীয়দের মনে করিয়ে দিতে যে, তাদের সব কিছুর আগে রাখা উচিৎ ঈশ্বরকে। তারা যদি ঈশ্বরকে সন্মান না করতো তাহলে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির ও নগর প্রাচীরকে অবজ্ঞা করতো। যদি তারা শুধুমাত্র তাদের নিজেদের প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলো নিয়েই পড়ে থাকতো তাহলে ঈশ্বর তাদের প্রতিশ্রুত দেশে সাফল্য দিতে পারতেন না। লোকেরা ঈশ্বরের দাসেদর মধ্য দিয়ে আসা ঈশ্বরের বার্তাকে মান্য করেছিলো, আর নগর প্রাচীর পুনর্নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছিলো।

নূতন নিয়মের পাঠ্য: যীশু তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যুর মাত্র কয়েকিদন আগেও যিরুশালেম নগরীতে হেঁটে বেড়িয়েছেন। তিনি আরো একবার দুঃখ পেয়েছিলেন এটা দেখে যে ইসরাঈলরা নহিমিয়র পূর্বপুরুষেদর মতোই ঈশ্বরকে বাতিল করেছিলো। যীশুর সময়ে তারা যীশুকে প্রত্যাখ্যান করার মাধ্যমে ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। যীশু জানতেন আরো একবার ঈশ্বর কোনো ভিন্দেশী সৈন্যেদর যিরুশালেমকে ধ্বংস করতে দেবেন। এই ভবিষ্যতবাণী যীশুর মৃত্যুর ৭০ বছর পর সত্যি হয়েছিলো যখন রোমীয় সৈন্যরা যিরুশালেম জয় করে।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;

- ’পাঠের প্রসঙ্গ’টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু’টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে?** মানুষকে শাস্তি েদেয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়। কিন্তু যখন লোকেরা ইস্রায়েলীয়দের মতো ঈশ্বরের আইন ও আজ্ঞাকে অবহেলা করে, তখন তারা তা েদর পাপের ও বি েদ্রাহের পরিণতি েথেকে বাঁচার জন্য ঈশ্বরের সুরক্ষার উপর নির্ভর আর করতে পারে না। তবে পাপের পরিণতি ব্যাপারটা ঈশ্বরের সা েথ সম্পর্কিত কোনো মানুষের ক্ষেত্রে শেষ কথা হতে পারে না। ঈশ্বর সর্বদাই তা েদরকে ক্ষমা করতে ও পুনরুদ্ধার করতে চান, যারা পাপের পথ েথেকে ফিরে এসে ঈশ্বরের ি দকে তাকায়।
  - যারা ঈশ্বরের আইন ও আজ্ঞা মেনে চলতে রাজী হয় না তা েদর এজন্য কি কি পরিণতি বরণ করতে হতে পারে?
  - কেন কিছু কিছু মানুষ পাপের পরিণতির কষ্টকর ফল ভোগ করার পরও ঈশ্বরের ক্ষমা পাবার জন্য কোনো চেষ্টা করতে কেনো রাজী হয় না?
- **হৃদয়: আমা েদর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** মানুষের জীবনে অনেক দায়িত্ব থাকে। ঈশ্বর জানেন যে, খ্রীষ্টানেদর তা েদর ঘর, পরিবার, চাকরী ও মন্ডলীর যত্ন নিতে হয়। তবে তা েদর উচিৎ ঈশ্বরকে সবার আগে রাখা। যখনই একজন খ্রীষ্টানের জীবনে অন্য বিষয়ের প্রতি দায়িত্বটাই প্রধান হয়ে উঠবে, তখনই তারা বিশাল হতাশা ও সমস্যার মধ্যে পতিত হবে। তবে, যখন একজন খ্রীষ্টানের প্রথম আকাংখা থাকে ঈশ্বরকে ভালোবাসা ও সন্মান করা, তখন ঈশ্বর তা েদর অন্যকে ভালোবাসা ও সাহায্য করাটাকে সাফল্যমন্ডিত করেন। এই প্রথম আকাংখাটাকে সা েথ নিয়ে জীবনে পথ চলা জীবনকে সহজ করবে না, তবে সাহস ও টিকে থাকার চেষ্টা জীবনে থাকলে, খ্রীষ্টানের জীবন আনন্দে পূর্ন হবে আর তা ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য অনেক উপকারী হবে।
  - কি কারণে কিছু খ্রীষ্টানের এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে, ঈশ্বর তা েদর চাহিদা ঠিকই পূরণ করবেন যদি তারা ঈশ্বরকে তা েদর হৃদয়ে প্রথম স্থানে জায়গা েদয়?
  - কি ভাবে একজন খ্রীষ্টান এটা বুঝবে যে, কোনটা তারা নিজে েদর জন্য চাচ্ছেন আর কোনটা ঈশ্বর তা েদর জন্য চাচ্ছেন?
- **হাত: কি ভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ ি দতে পারি?** ঈশ্বর চান যে, খ্রীষ্টানরা নিজে েদর ও অন্যেদর প্রয়োজন মেটানোর জন্য কঠোর পরিশ্রম করুক। যখনই খ্রীষ্টানরা শুধুমাত্র নিজের জন্য কঠোর পরিশ্রম করবে, আর অন্যেদর জন্য চিন্তা করবে না, তখনই তা েদর জীবনে সমস্যা ও হতাশা আসবে। ঈশ্বর খ্রীষ্টানেদর আহ্বান করেন ঈশ্বরের শক্তির সাহায্যে তা েদর জীবন যাপন করতে, অন্যেদর বাস্তবসন্মত পেথই ভালোবাসতে।
  - আপনি গত সপ্তাহে অন্যেদর সাহায্য করার জন্য কি করেছেন?
  - আপনি এই সপ্তাহে ঈশ্বরের ভালোবাসা অন্যেদর েদখানোর জন্য কি ধরণের একটা—পদক্ষেপ নিতে পারেন?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?

- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৪৫ ইষ্টের তাঁর জাতির লোকেদর রক্ষা করেন

পাঠের সাস্ত্রাংশ: ইষ্টের ৪অধ্যায়

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: ১ম পিতর ২:৯—১৭

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** নিবার্সিত জীবনে ঈশ্বরকে সন্মান না করা লোকেদর মধ্যে থাকার মাঝে যে সুযোগ ও বিপদ আছে তার মর্ম বোঝার চেষ্টা করুন।
- **হৃদয়:** খ্রীষ্টিয় জীবনে সাহসী হওয়ার গুরুত্ব বোঝার চেষ্টা করুন।
- **হাত:** নিজেকে অস্বীকার করা ও ঈশ্বরের কাছাকাছি আসার জন্য উপবাস করা চচার্ করুন।

একটি পেদ পাঠের শিক্ষা ফলে যদি তুমি এই সময়ে সর্বতোভাবে নীরব হইয়া থাক, তবে অন্য কোন স্থান হইতে যিহূদীদের উপকার ও নিস্তার ঘটিবে, কিন্তু তুমি আপন পিতৃকুলের সহিত বিনষ্ট হইবে; আর কে জানে যে, তুমি এই প্রকার সময়ের জন্যই রাজ্ঞীপদ পাও নাই? ইষ্টের ৪:১৪।

পাঠের সার সংক্ষেপ যারেস তাকে রাণী হিসাবে মনোনীত করলেন। হামন ছিলেন রাজার সবোর্চ্চ অফিসার, আর তিনি তাদের দেশে বসবাসরত যিহুদীদের পছন্দ করতেন না। হামন সমস্ত যিহুদীদের হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলেন। ইষ্টের হামনের এই পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে চিন্তিত হলেন। তিনি নিজেও একজন যিহুদী ছিলেন। ইষ্টের রাজাকে হামনের এই মন্দ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানাতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি সরাসরি রাজার কাছে যেতে পারছিলেন না। তিনি যদি রাজা তাকে তার কাছে ডাকার আগেই দেখা করতে যান, নিয়ম অনুসারে তার মৃত্যু হবে। তার বাঁচার একমাত্র পথ হতে পারে সেটা, যদি রাজা তাঁর রাজদন্ড দিয়ে তাকে রক্ষা করেন। ইষ্টের সেই সুযোগটাই নিলেন। তিনি সরাসরি সাহসের সাথে সোজা রাজার কাছে চলে গেলেন দেখা করতে। সবাই আতঙ্কিত হলো! কি করবেন রাজা এখন? রাজা তাঁর রাজদন্ড ইষ্টেরের উদ্দেশ্যে নীচু করলেন, আর ইষ্টের সেটা স্পর্শ করলেন। ইষ্টের রাজাকে হামনের মন্দ পরিকল্পনার কথা জানানোর পর রাজা হামনকে মেরে ফেলার আদেশ দিলেন। ইষ্টের তার লোকদের রক্ষা করলেন।

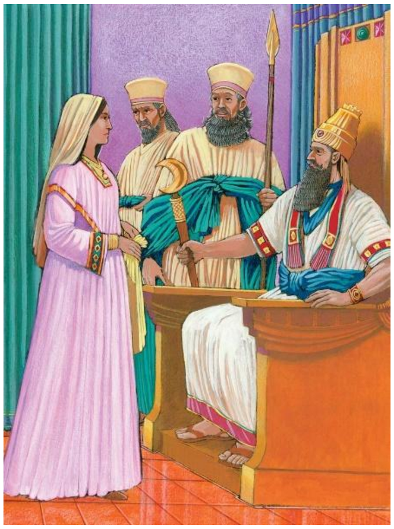

ছবি েথকে শেখা:

- ১. **ইষ্টের** ছিলেন একজন যিহুদী, যিনি পারস্য সাম্রাজ্যের সুশান নামে একটা রাজ্যে নিবার্সিত জীবন কাটাচ্ছিলেন।
- ২. **রাজা যারেস।** ঈষ্টের ছিলেন পরমাসুন্দরী এবং পারস্যরাজ তাকে তাঁর স্ত্রী হিসাবে গ্রহন করেছিলেন।
- ৩. **হামন** (বষার্ হাতে) ছিলো এক মন্দ লোক আর সে রাজা যারেসের সরকারের একজন সদস্য ছিলো। হামন যিহুদীদের ঘৃণা করতো, বিশেষ করে মর্দখয় নামের একজনকে। হামন স্থির করলো সে কোনো একটা কৌশলে রাজাকে দিয়ে সব ইহুদীকে মেরে ফেলবে, যাতে সে মর্দখয়কে শায়েস্তা করতে পারে। তবে হামন জানতো না যে, ইষ্টের একজন যিহুদী। মর্দখয় ইষ্টেরের কাছে মিনতি করলো রাজাকে একথা জানানোর জন্য যাতে এই সম্ভাব্য গণহত্যা বন্ধ হয়। ইষ্টের রাজার কাছে গিয়ে তার নিজের জীবন ও সব ইহুদীদের জীবন ভিক্ষা চাইলেন। রাজা যারেস ইষ্টেরকে

পাঠ প্রসঙ্গ ইষ্টের পুস্তকের ঘটনাগুলো ঘটেছিলো যিহুদীদের ব্যাবিলনের বন্দীদশা শেষ হবার পর, যখন বেশীরভাগ ই‍্রায়েলীয়ই প্রতিশ্রম্নত দেশে ফিরে গেছে। তবে যে কোনো কারণেই হোক ইষ্টের ও মর্দখয়সহ অনেক যিহুদীই প্রতিশ্রম্নত দেশে ফিরে না গিয়ে পারস্য সাম্রাজ্যেই থাকার চিন্তা করে।

ইষ্টের পুস্তক ও দানিয়েল পুস্তকে বর্ণনা পাওয়া যায় যে, যিহুদীরা কিছু বিশেষ ধরণের প্রতিকূলতার মাঝে পড়েছিলো প্রতিশ্রম্নত দেশের বাইরে থাকাকালে। বিশেষভাবে বলা যায়, অন্যরা তাদের প্রতি যে বর্ণবাদী ও ঈষার্ মনোভাব পোষণ করতো, সে কথা। ঈশ্বর ইষ্টেরকে সুশান রাজধনীতে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অবস্থানে রেখেছিলেন যাতে প্রতিশ্রম্নত দেশের বাইরে থাকা যিহুদীরাও নিশ্চিতভাবে নিরাপত্তা পায়।

মজার ব্যাপার হলো, ইষ্টের পুস্তকের কোথাও, ঈশ্বর, প্রার্থনা অথবা কোনো রকমের অলৌকিক কাজের বর্ণনা নেই। তবে এটা পরিষ্কার যে ঈশ্বর পদার্র আড়ালে ঠিকই তাঁর কাজ করে যাচ্ছেন, ই‍্রায়েলীয়দের সুরক্ষা দিয়ে তাঁর চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত থাকার মাধ্যমে। মর্দখয়ের পরামর্শ, ইষ্টেরের সাহসী পদক্ষেপ এবং ই‍্রায়েলীয়দের উপবাস রাখার প্রতি সাড়া দেবার মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর কাজ করে গেছেন।

নূতন নিয়মের পাঠ্য: খ্রীষ্টানরা পৃথিবীর যে দেশেই বসবাস করুক না কেনো, তারা সেই দেশে ‘বিদেশী ও নিবার্সিত” হিসাবে বাস করছে, কারণ তারা আসলে ঈশ্বরের রাজ্যের নাগরিক। এই অংশে সাধু পৌল খ্রীষ্টানদের উদ্দেশ্যে কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন যে, তারা তাদের এই পৃথিবীর নিবার্সিত জীবনে কি কি বিষয় মেনে চলবে। তারা তাদের পার্থিব শাসক ও ক্ষমতায় থাকা ব্যাক্তিদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে. এবং এমনভাবে জীবন যাপন করবে, যা অ—ই ্রায়েলীয়দের সামনে ঈশ্বরের মহিমার সাক্ষ্য দেবে।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবা েদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু’টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- ’পাঠের প্রসঙ্গ’টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু’টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে?** মানুষের পাপময়তার বহিঃপ্রকাশ নানা ভাবেই ঘটে থাকে। রাগ এবং বর্ণবাদ তার মধ্যে দু’টো, যেগুলোর চেহারা ইষ্টের পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে। হামনের ক্রোধের মাত্রা এতোটাই বেশী ছিলো যে, সে কেবল তাকে অসম্মান করার কারণে মর্দখয়কে শাস্তিই িদতে চায়নি, বরং তার ক্রোধ তার ভেতরে বর্ণবাদকে উস্কে িদয়েছিলো আর সে পারস্য সাম্রাজ্যে বসবাসরত সব যিহুদী েদরই হত্যা করার নকশা তৈরী করছিলো। এটা মানুষের হৃদয়ের মাঝে থাকা পাপের বহিঃপ্রকাশের একটা উদাহরণ হিসাবে ধরা যায়। মানুষ তার নিজের শক্তির দ্বারা পাপকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তবে ঈশ্বর পাপের কাজকে নিরুৎসাহিত করতে পারেন, এবং খ্রীষ্টের মধ্য িদয়ে পাপের ক্ষমতাকে বিনষ্ট করতে পারেন। যীশুর ক্ষমতা ও উপস্থিতির মাধ্যমে খ্রীষ্টানরা পাপকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। ইষ্টের ও মর্দখয়ের অবস্থা নিবার্সনে থাকাকালীন কিছু বিশেষ ধরণের প্রতিকূলতার মুখোমুখি হবার দৃশ্য তুলে ধরে।
    - মানুষ কেন নিজে েদর েথকে আলাদা মানুষেদর প্রতি ঘৃণা পোষণ ও তা েদরকে সে›দহ করতে এতো বেশী প্রলুব্ধ হয়?
    - ক্রোধ আর বর্ণবাদ ছাড়া আপনার সমাজে আর কি কি বিষয় আছে যা মানুষ অন্য মানুষের মাঝে ভেদাভেদ তৈরীর কাজে ব্যাবহার করে?

- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** মানুষ যখন খ্রীষ্টান হয়, তারা সব রাজ্যের চেয়ে মহান রাজ্য, অর্থাৎ ঈশ্বরের রাজ্যের প্রজা হয়ে যায়। এই রাজ্য এমন একটা রাজ্য যেখানে "সকল জাতি, বর্ণ, আদিবাসী ও ভাষার মানুষেরা" বসবাস করে। (প্রকাশিত বাক্য ৭:৯) মাঝে মাঝে একজন নতুন খ্রীষ্টান নিজের খ্রীষ্টান হবার আগে অন্যান্য জাতি অথবা সম্প্রদায়ের মানুষকে ঘৃণা করে থাকতে পারে। খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার একটা দিক হলো মনের ভিতরের এই কুসংস্কারগুলো দূর করার জন্য ঈশ্বরকে সুযোগ। দেওয়া, আর ঈশ্বর যেমন তাঁর সৃষ্টি হিসাবে সবাইকে ভালোবাসেন, ঠিক তেমনই সবাইকে ভালোবাসা। খ্রীষ্টানের জীবনে ঈশ্বরের এই পরিবর্তনমূলক কাজ ঈশ্বরকে করতে দেয়ার জন্য যেথষ্ট সাহস থাকা প্রয়োজন। কারণ ঈশ্বর মাঝে মাঝেই পরিবর্তিত খ্রীষ্টানের মধ্যে এমন কিছু মূল্যবোধ ঢুকিয়ে দিতে পারেন যেগুলো সে যে দেশে বসবাস করে, সেই দেশের মূল্যবোধের সাথে বেমানান হতে পারে।
    - কি কি সেই কারণ যার কারণে একজন মানুষ অন্য মানুষের ব্যাপারে কুসংস্কারা"ছন্ন মনোভাব দেখায়?
    - কুসংস্কার ছাড়া আর কি কি অন্তরের ভিতরের পাপ আছে যা অন্যেদর প্রতি একজনের ক্রোধকে সবেগে বের হয়ে আসতে সাহায্য করে?
- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ দিতে পারি?** কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়বার একটা শ্রেষ্ঠ পথ হলো আপনার চেয়ে আলাদা বিশ্বাস বা সমাজের লোকের সাথে বসে তার সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা (একই সাথে তাকেও আপনার সম্পর্কে জানতে দেয়া)। এভাবে যখন আমরা একটা একটা করে ইট সরানো শুরু করি, একসময় কুসংস্কারের বড় দেয়াল ধ্বসে পড়ে যায়। যীশু চান আমরাও তাঁর মতো সবাইকেই ভালোবাসি। এটা করা সবসময় সহজ হয় না, কিন্তু খ্রীষ্টানরা উপবাসের মাধ্যমে প্রার্থনায় একটা বিশেষ সময় অতিবাহিত কোরে তাদের জীবনে ঈশ্বরের আরোগ্যদানকারী কাজের উপর গভীর ধ্যান করতে পারে।
    - কি কি পেথ উপবাস একজন খ্রীষ্টানের জীবনকে আত্মিকভাবে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করতে পারে?
    - এ সপ্তাহে আপনি করতে পারবেন এমন কোনো সাহসী কাজ কি আছে?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

অনুশীলনীর শিরোনাম: ৪৬ দায়ূদের গীত

অনুশীলনীর শাস্ত্রাংশ: গীতসংহিতা ২, ২৩

আনুষাঙ্গিক শাস্ত্রাংশ: প্রেরিত ১৩ঃ২১—২৩

অনুশীলনীর উদ্দেশ্যসমূহঃ

- **মস্তক:** এই বিষয়টির মর্ম উপলব্ধি করা যে, গান এবং কবিতা হলো ঈশ্বরের বিষয়ে মহান সত্য প্রকাশ করার দুইটি শক্তিশালী মাধ্যম যা মানুষকে আরাধনার ক্ষেত্রে পরিচালিত করতে সাহায্য করে।
- **হৃদয়:** এই বিষয়টি উদ্যাপন করা যে, ঈশ্বর শুধুমাত্র আমাদেরকে পাপ থেকে মুক্তই করতে চান না, বরং আমরা যেন নিজেদের সমস্ত কিছু দিয়ে তাঁকে এবং অন্যদেরকে ভালোবাসি সেই বিষয়ে তিনি আমাদের অন্তরকে রূপান্তর করতে চান।
- **হাত:** আপনি যখন অন্যান্য খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের সাথে আরাধনা করেন এবং আপনি যখন সাধারণভাবে নিজের দৈনন্দিন কাজগুলো করেন, উভয় ক্ষেত্রেই নিজেকে একটি আরাধনাপূর্ণ জীবনযাপনের দিকে নিয়োজিত করুন।

একটি পদে অনুশীলনী: সদাপ্রভু আমার পালক, আমার অভাব হইবে না। গীতসংহিতা ২৩ঃ১

শাস্ত্রাংশের সারমর্ম/সংক্ষিপ্তসার: দায়ূদ ছিলেন একজন মহান রাজা এবং ভাববাদী যার মাধ্যমে ঈশ^র এই মানবজাতির জন্য গীতসংহিতার মধ্য দিয়ে অনুপ্রেরণামূলক বাক্য দিয়েছেন এবং তিনি যে ব্যক্তিকে মনোনীত করেছেন তাঁর আগমনের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। গীতসংহিতার সবগুলো গীত দায়ূদ না লিখলেও, সেগুলোর প্রত্যেকটি গীত হলো ঈশ^রের সন্তানদের কিছু শক্তিশালী প্রার্থনা এবং সেগুলো ঈশ^রের কাছ থেকেই নিঃশ^সিত, যাতে আমরা ঈশ^রের কাছে যেতে পারি। গীতসংহিতা মানুষের আবেগিক এবং বিভিন্ন রকম পরিস্থিতির বৈচিত্র্যময় দিকগুলোকে তুলে ধরে যাতে করে আমরা আমাদের জীবনে যা কিছুর সম্মুখীন হই না কেন, আমরা যাতে এটির মধ্য দিয়ে আমাদের চাহিদার, আনন্দ কিংবা ঈশ^রের প্রতি আমাদের যে আশা রয়েছে তা প্রকাশ করতে পারি। আমরা গীতসংহিতার বেশকিছু অংশেই প্রতিজ্ঞাত মশীহের আসার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী এবং আশা দেখতে পাই।

ছবি থেকে শিক্ষা:

- ১. **রাজা দায়ূদ.** রাজা দায়ূদ ছিলেন ই¯্রায়েলের শ্রেষ্ঠতম রাজা। তিনি এমন একজন শক্তিশালী সামরিক নেতা ছিলেন যিনি সেই পবিত্র ভূমিতে শান্তি এবং সমৃদ্ধি ফিরিয়ে এনেছিলেন।
- ২. **বীণা.** রাজা দায়ূদ এমন একজন দক্ষ বীণাবাদক ছিলেন যিনি তাঁর এই তালন্তকে/দক্ষতাকে ঈশ^রের গৌরবের জন্য ব্যবহার করতেন এবং মানুষ যাতে ঈশ^রের মহাশক্তি ও মহিমাকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে সেই কাজে ব্যবহার করতেন।
- ৩. **লেখনী.** রাজা দায়ূদ ছিলেন একজন মহান সাহিত্যিক, এবং তিনি গীতসংহিতার অনেকগুলো গীত রচনা করেছেন। এগুলো খুব শক্তিশালী গীত যেগুলো আমাদেরকে নিজেদের চাহিদা, আনন্দ এবং আশাগুলোকে ঈশ^রের কাছে প্রকাশ করতে সাহায্য করে।

শাস্ত্রাংশের প্রেক্ষাপট গীতসংহিতা ১৫০টি গীত নিয়ে তৈরি হয়েছে এবং এই গীতগুলোকে বিভিন্ন ধরণের লেখক বিভিন্ন রকম পরিস্থিতিতে লিখেছেন এবং এগুলো ঈশ^রের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ/ভক্তিপূর্ণ জীবনের বিভিন্ন দিককে প্রতিফলিত করে। এই পতিত জগতে মানুষ যখন বাস করে এবং এর মধ্য দিয়েও যখন তারা পবিত্র ঈশ^রের জন্য জীবনযাপন করে তখন এই গান/গীত এবং প্রার্থনাগুলো তাদের চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা এবং আনন্দের সমস্ত দিকগুলোকে বিভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরে।

এই অনুশীলনীর জন্য এই দুটি গীত বেছে নেওয়া হয়েছে যেগুলো একই সাথে ঈশ্বরের কাছে মানুষের প্রার্থনা এবং এই প্রার্থনাগুলো ঈশ্বর হতে নিঃশ্বসিত হওয়ার দ্বৈত প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করে। আর তাই, গীতসংহিতার ২য় অধ্যায়ে আমরা ঈশ্বরের লোকদের প্রতি তাঁর বলা একটি কথা দেখতে পাই। এই প্রার্থনাস্বরূপ গীতে ঈশ্বর ই¯্রায়েল জাতিকে মনে করিয়ে দেন যে, তাদের নেতারা যা—ই ঘোষণা করুন না কেন, ঈশ্বরই চূড়ান্তভাবে মানুষের সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করেন। এই গীতটি সেই মশীহের আসার বিষয়েও ভবিষ্যদ্বাণী করে যিনি এই জগতে ন্যায়বিচার করার জন্য আসবেন।

অন্যদিকে, গীতসংহিতা ২৩ অধ্যায়টি হলো ঈশ্বরের প্রশংসা এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসের একটি অন্তরঙ্গতামূলক গান। এর শক্তিশালী পদগুলোতে আমরা এমন একটি হৃদয়ের কথা শুনতে পাই যেটি সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত, যেখানে শুধুমাত্র পরিত্রাণে বিশ্বাস করাই নয়, বরং, সেই ব্যক্তির প্রতিদিনকার জীবনে ঈশ্বরের মধ্য দিয়ে রক্ষা পাওয়া এবং তিনি যে পরিচালনা দেন সেটির প্রতি বিশ্বাস করার বিষয়টিও অন্তর্নিহিত রয়েছে।

নতুন নিয়মের শাস্ত্রাংশ: এই পদগুলো হলো পৌল যখন পিষিদিয়া প্রদেশের অন্তিয়খিয়ার একটি সমাজ—গৃহে প্রচার করেছিলেন তারই কিছু অংশ। তিনি এই প্রচারের সময়ে ই¯্রায়েলীয়দের ঐতিহাসিক বিষয়গুলোর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কাজগুলোকে চিহ্নিত করেন এবং কীভাবে ঈশ্বর তাঁর মনোনীত ব্যক্তি অর্থাৎ, যীশুকে পাঠানোর মধ্য দিয়ে চূড়ান্তভাবে এই জগতে পরিত্রাণ নিয়ে এসেছিলেন সেই বিষয়টির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। ঈশ্বর যেভাবে এই জগতে পরিত্রাণ নিয়ে এসেছিলেন সেই ঘটনারই একটি অংশ হিসেবে পৌল বলেছেন যে, রাজা দায়ূদ কেন ঈশ্বরের মনের মতো একজন লোক ছিলেন। রাজা দায়ূদ জৈবিক এবং আধ্যাত্মিক অর্থে এই বংশধারার পূর্বপুরুষ অর্থাৎ, তার বংশেই যীশু খ্রীষ্টের জন্ম হয়েছিল এবং তাঁর পরিচর্যা কাজ শুরু হয়েছিল।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাােদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

বলা:

- **মস্তক: শাস্ত্রাংশটির অর্থ কি?** ঈশ্বরের লোকদের বংশ থেকে বহু পুরুষ এবং মহিলা জন্মগ্রহণ করেছেন যারা বেশিরভাগ সময়ে নিখুঁত না হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের জীবনে ঈশ্বরের আরাধনা করার মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছে। গীতসংহিতার এই দুইটি গীত হলো এমন দুইটি উপায় যার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের আরাধনা করার মধ্য দিয়ে তাঁর বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারি। এই দুইটি গীত আমাদেরকে ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এবং তিনি আমাদেরকে যে মহৎ আশীর্বাদ করেছেন সেটির প্রতি উপযুক্তভাবে সাড়া দেবার জন্য শক্তিশালী অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সাহায্য করে।
    - এই দুইটি গীতে ঈশ্বর কী ধরণের গুণাবলিগুলোকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন?
    - কেউ যদি আরাধনার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে এবং তাঁর কাছ থেকে কিছু শুনতে চায় তাহলে সে কীভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে?
- **হৃদয়: এই শাস্ত্রাংশ অনুসারে আমাদের কী করা উচিত?** ঈশ্বর শুধুমাত্র আমাদের মনকেই নয়, বরং তিনি আমাদের হৃদয়কেও আর্শীবার্দ করতে চান। আমাদের হৃদয়কে ঘিরেই আমাদের সত্তা যেটি হলো এমন একটি আশীর্বাদের উনুইয়ের মতো যা থেকে ভালোবাসা, সহানুভূতি এবং আনন্দের ধারা বয়ে চলে। এমনটা করার জন্য আমাদেরকে নিজেদের জীবনকে অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে হবে এবং ঈশ্বরকে আমাদের হৃদয়ের আকাক্সক্ষাগুলোর জন্য সম্পূর্ণভাবে জায়গা করে দিতে হবে।
    - কিছু লোক তাদের সমস্ত পাপ এবং সমস্যাগুলোকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে ইচ্ছুক হলেও কেন তারা ঈশ্বরকে তাদের হৃদয়ের প্রভু হতে দেয় না?
    - একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসী কীভাবে তার প্রতিদিনের সম্পর্ক, কাজ এবং কথাবার্তায় একজন অবিশ্বাসীর চাইতে ভিন্ন হতে পারে?
- **হাত: কীভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপান্তর করতে পারি?** এই পৃথিবীতে, ঈশ্বরের লোকেরা সবসময়ই এমন ধরণের প্রলোভনে পড়ে যেটি তাদের দৃষ্টিকে ঈশ্বরের দিক থেকে সরিয়ে এই জগতের শাসক এবং নেতাদের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। এই নেতারা যদি ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ না হন/ভক্তি না থাকে তাহলে তারা ঈশ্বরের লোকদেরকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারে না, বরং তারা লোকদেরকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে ফেলে। তাই, ঈশ্বরের লোকদেরকে অবশ্যই আরাধনা এবং নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে নিজেদেরকে ঈশ্বরের উপর স্থির রাখতে হবে।
    - এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে যে বিষয়গুলোকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং আমাদের মধ্যে যেসব আকাক্সক্ষা রয়েছে সেগুলোর পেছনে না ছুটে বরং সেগুলোর থেকে আপনার হৃদয়কে রক্ষা করার জন্য আপনি কী কী বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন?
    - আপনার মন্ডলীতে আরাধনায় নেতৃত্ব দেওয়া কিংবা অন্যদেরকে আরাধনায় নেতৃত্ব দেবার জন্য আপনি কীভাবে নিজের মন্ডলীকে সাহায্য করতে পারেন?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন

- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসা েথ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৪৭ দু:খভোগকারী দাস ইয়োব

পাঠের সাস্ত্রাংশ: ইয়োব ১অধ্যায়

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: যাকোব ৫:৭–১১

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** বুঝুন যে খ্রীষ্টানরা একটা নষ্ট হয়ে যাওয়া সমাজে বাস করে যেখানে ভালো মানুষেদর ভাগ্যেই খারাপ ব্যাপার ঘটে। কেন ঈশ্বর খ্রীষ্টানেদর বিভিন্ন ক্ষতিকর জিনিষের হাত েথকে রক্ষা করেন না? ইয়োবের পুস্তকটা এই ব্যাপারটার একটা ভালো উদাহরণ যে, কেন ঈশ্বরের লোকেেদর এই কঠিন প্রশ্নটার সােথ সমঝোতা করতে হয়, যার কোনো সহজ উত্তর নেই।
- **হৃদয়:** উপলব্ধি করুন যে, আপনি ঈশ্বরের কাছ েথকে শুধুমাত্র আশীবার্দ পাবার জন্যই তাঁর অনুসরণ করেন কিনা?
- **হাত:** দুর্দশাগ্রস্থ মানুষের েদাষগুণ বিচার না করে তােদর িদকে দয়া ও সহানুভুতির হাত বাড়িয়ে িদন।

একটি পেদ পাঠের শিক্ষা "আর কহিলেন, আমি মাতার গর্ভ হইতে উলঙ্গ আসিয়াছি, আর উলঙ্গ সেই স্থানে ফিরিয়া যাইব; সদাপ্রভু দিয়াছিলেন, সদাপ্রভুই লইয়াছেন; সদাপ্রভুর নাম ধন্য হউক" ইয়োব ১:২১।

পাঠের সার সংক্ষেপ শয়তান ঈশ্বরকে আহ্বান জানায় তার প্রিয় সমস্ত ধনেদৗলত তার কাছ েথকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে ঈশ্বরের পথ েথকে সরে আসার বিষয়ে প্রলুব্ধ করতে। শয়তান বিশ্বাস করতো যে, ঈশ্বর তাকে ধনসম্পদ িদয়েছেন বলেই ইয়োব ঈশ্বরকে ভালোবাসে। ঈশর শয়তানকে বললেন, সে ইয়োবকে প্রলুব্ধ করে েদখতে পারে, তবে তাকে যেন প্রাণে না মারে। শয়তান পৃথিবীতে ফিরে গেলো আর ইয়োবের সব দাস আর পশুেদর মেরে ফেললো। এমনকি ইয়োবের সন্তানেদর খাবার খেতে বসা অবস্থায় শয়তান মেরে ফেলে। ইয়োব তার সবকিছু হারিয়ে ফেলেন, কিন্তু তিনি ঈশ্বরকে সেজন্য েদাষারোপ করলেন না। এরপর শয়তান ইয়োবের মাথা েথকে পা পর্যন্ত সারা শরীর দগ্দগে ঘা িদয়ে পূর্ণ করে িদলো। ইয়োবের বন্ধুরা তাকে েদখে চিনতে পর্যন্ত পারছিলেন না। ইয়োব ছাইয়ের গাদার মধ্যে বসে একটা ভাঙ্গা পাত্রে ছাই নিয়ে সারা গায়ের ঘায়ের উপর দিচ্ছিলেন, তার দুঃখের পরিমাণ সবাইকে বোঝানোর জন্য। ইয়োবের স্ত্রী ইয়োবকে বললো, ঈশ্বরকে অভিশাপ িদতে যাতে ইয়োব নিজে মারা যায় আর এই কষ্ট েথকে মুক্তি পায়। কিন্তু ইয়োব এতো খারাপ সবকিছু তার প্রতি ঘটার পরও কখনোই ঈশ্বরকে েদাষারোপ করেননি। এরপর ঈশ্বর ইয়োবকে অনেক আশীবার্দ করলেন আর আগের চেয়ে দ্বিগুন সম্পত্তি তাকে িদলেন।

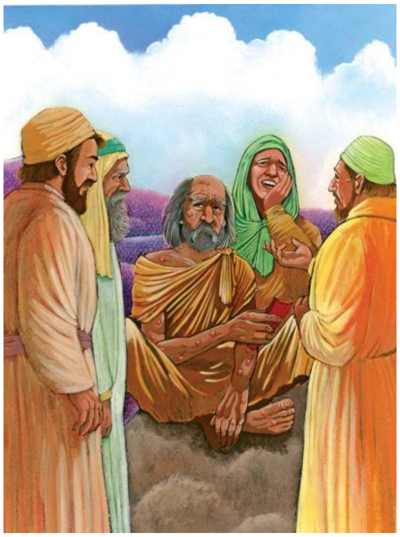

ছবি েথকে শেখা:

- ১. **ইয়োব** একজন ধার্মিক ব্যাক্তি ছিলেন যিনি ঈশ্বরকে ভালোবাসতেন, তার পরিবারকে ভালোবাসতেন এবং অন্যেদর প্রতি উদার মনোভাবাপন্ন ছিলেন।
- ২. **ছাইয়ের গাদার উপর বসে থাকা।** একিদন শয়তান ইয়োবের সন্তানসন্ততি, ধনেদৗলত ও মানসম্মান, সবকিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়। শয়তান মনে করতো ইয়োব ঈশ্বরকে ভালোবাসতেন কারণ ঈশ্বর ইয়োবকে অনেক আশীবার্দ করেছিলেন। শয়তান যিদ ইয়োবের সবকিছু ছিনিয়ে নেয় সে কি তারপরও ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করবে না? ইয়োব তার নিদারুন কষ্টের িদনে বসে কাঁদছিলেন আর কাঁদছিলেন।
- ৩. **চামড়ায় ফোঁড়া হওয়া।** শয়তান শুধুমাত্র ইয়োবের প্রিয় বস্তুগুলো নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, সে ইয়োবের স্বাস্থ্যেরও চরম ক্ষতি করে, তার গায়ের চামড়ায় ফেঁাড়ার মাধ্যমে চরম ব্যাথার কারণ ঘটিয়ে।
- ৪. **ইয়োবের স্ত্রী** (মাথায় সবুজ কাপড় বাঁধা) ইয়োবকে উপহাস করে, আর বলে তার এই দুর্দশার কারণ খোঁজার চেষ্টা পরিত্যাগ করতে। তার মনোভার ছিলো যে ঈশ্বর যিদ এমন দুর্দশাই তার জীবনে এনে েদন, তাহলে তাঁকে অনুসরণ করা বৃথা।
- ৫. **ইয়োবের বন্ধুরা** যখন জানতে পারলেন তার এই কষ্টের কথা, তাঁর বন্দুদের মধ্যে তিনজন আসলেন তাঁকে স্বান্তনা িদতে। তবে তাঁরা ইয়োবের দুঃখ কমানোর বদলে বরং আরো বাড়িয়েই িদলেন। তারা তাকে বললেন যে, এরকম কঠিন পাপের কারণেই ঈশ্বর তাােক এমন কঠিন সাজা দিচ্ছেন। তবে ইয়োব জানতেন তিনি এমন কোনো বিশাল পাপ করেননি যার কারণে ঈশ্বর তাকে এতো মারাত্মক শাস্তি েদবেন। বরং তিনি বললেন, ঈশ্বর তাকে আশীবার্দ করুন আর অভিশাপই িদন, তিনি সর্বদা ঈশ্বরকেই অনুসরণ করবেন।

পাঠ প্রসঙ্গ আমােদর জীবনরে সবচেয়ে জটিল প্রশ্নের একটা হলো“ কেন ভালো মানুষের ভাগ্যেই খারাপ ব্যাপারগুলো ঘটে?” প্রতিটা খ্রীষ্টানই হয়তো এমন কারো কথা জানেন যিনি অতি ঈশ্বরভক্ত মানুষ কিন্তু তার জীবনে চরম কঠিন পরিস্থিতি এসেছে। কেন ঈশ্বর তাঁর বিশ্বস্ত সন্তানেদর জীবনে এরকম দুর্দশা আসতে েদন? সত্যিই যিদ ঈশ্বর ভালোবাসায় পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান হয়ে থাকেন তাহলে কেন তিনি খ্রীষ্টানেদর ভয়ানক দুর্দশা েথকে সুরক্ষা েদন না? ইয়োব পুস্তকে কিছু শক্তিশালী প্রশ্নের প্রতি দৃষ্টি েদয়া হযেছে। ইয়োব পুস্তকে ইয়োবকে একজন আদর্শ ঈশ্বরভক্ত হিসাবে েদখানো হয়েছে। ইয়োবের অনেক সন্তানসন্ততি, প্রচুর ধনসম্পদ ছিলো আর তিনি ছিলেন অতি সন্মানিত একজন ব্যাক্তি। আর তিনি ছিলেন একজন বড় ঈশ্বরভক্ত মানুষও।

যাইহোক, শয়তান এরকম ভাবতো যে, ইয়োবকে ঈশ্বর অনেক আশীর্বাদ করেছেন বলেই ইয়োব ঈশ্বরের এতো বড় সেবক হয়েছেন। সে বিশ্বাস করে যদি ঈশ্বর ইয়োবকে তাঁর আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত করেন তাহলে ইয়োব ঈশ্বরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন। অতএব, একিদন ঈশ্বরের অনুমতি নিয়েই শয়তান ইয়োবের প্রিয় সমস্ত জিনিষ ছিনিয়ে নিলো। ইয়োব প্রচন্ড দুর্দশায় পতিত হলেন। তবে ইয়োব যিদও বোঝার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন যে, ঈশ্বর কেনো তার জীবনে এরকম দুর্দশা আনলেন, তিনি কিন্তু ঈশ্বরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি। তিনি ঈশ্বরকে তাঁর দুর্দশার জন্য দোষারোপও করেননি। তার পরিবর্তে তিনি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে শয়তানকে ভুল প্রমাণ করেছেন।

যেহেতু ইয়োব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন তাই ঈশ্বর ইয়োবের আগের সেই সুস্থ শরীর, সমস্ত ধনসম্পত্তি ও আগের চেয়ে বেশী পরিমাণে সন্তানসন্ততি ফিরিয়ে দেন।

নতুন নিয়মের পাঠ্য: ইয়োবের গুণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় গুণ ছিলো তাঁর ধৈয্যর্ধারণ। খ্রীষ্টানরা যখন ধৈয্যর্হারা হয়ে যায়, তখন তারা তাদের নিজেদের জন্য ও অন্যেদর জন্য বড় সমস্যার সৃষ্টি করে। এর বদলে খ্রীষ্টানেদর অবশ্যই ধৈর্য্য ধরা শিখতে হবে আর বুঝতে হবে যে, ঈশ্বরের নিধার্রিত সময় তাদের নিধার্রিত সময়ের চেয়ে অনেক বেশী সঠিক।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে?** ইয়োব পুস্তকে জীবনের অনেক শক্ত সব প্রশ্ন আছে যার কোনো সহজ উত্তর পাওয়া যায় না। পরিবর্তে ইয়োব পুস্তক খ্রীষ্টানেদর আহ্বান জানায় এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যে, ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাওয়ার উপর আমাদের ঈশ্বরের সেবা করা ও তার প্রতি বিশ্বস্ত হওয়ার ব্যাপারটা

নির্ভর করবে কি না। একজন খ্রীষ্টান যদি শুধুমাত্র ঈশ্বরের আশীবার্দ পাবার জন্যই ঈশ্বরের সেবা করে, সে কি একজন যথার্থ খ্রীষ্টান হতে পারে? বরং খ্রীষ্টানরা হচ্ছে সেই মানুষেরা যারা তাদের সমস্ত হৃদয়, আত্মা ও মন দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসে। যখন তারা ঈশ্বরকে এইভাবে ভালোবাসে, তখন তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে কি পাবে সেই বিচার না করে বরং তাদের প্রতি ঈশ্বরের মহান ভালোবাসার প্রতি সাড়া দিতেই তারা ঈশ্বরের সেবা করেন।

- যদি ঈশ্বর সত্যিই খ্রীষ্টানেদর ভালোবাসেন তাহলে খ্রীষ্টানরা কেন সব ধরণের ক্ষতি ও দুঃখকষ্ট থেকে সুরক্ষা পায় না?
- কেন অনেক মানুষ ঈশ্বরের সেবা শুধুমাত্র এই ভেবে করতে পারে যে, তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে বিশাল আশীবার্দ পাবে?

- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** যীশু শিক্ষা দিয়েছেন, ঈশ্বর তাঁর "সূর্যের আলো মন্দ ও ভালো উভয়ের জন্যই দান করেন আর বৃষ্টিও ঝরান ধার্মিক ও অধার্মিক উভয়েরই উপর।" (মিথ ৫:৪৫) হতে পারে খ্রীষ্টানের বাইরের পরিস্থিতি তার জন্য মারাত্মক কষ্টদায়ক হচ্ছে, কিন্তু অন্তরে সে সবসময়ই ঈশ্বরের জন্য বিশাল ভালোবাসা অনুভব করবে। ঈশ্বরও দুর্দশাগ্রস্থ সময় পার করে আসা খ্রীষ্টানেদর মধ্য দিয়ে অসাধারণ কাজ করতে পারেন যা এই মুহূর্তের্র দুর্দশাগ্রস্থ মানুষেদর জন্য অনেক সাহায্যকারী হতে পারে।
  - কিভাবে একজন খ্রীষ্টান অনুভব করতে পারবে যে, সে আসলে ঈশ্বরের আশীবার্দ পাবার জন্যই ঈশ্বরকে ভালোবাসে, নাকি সত্যিই সে ঈশ্বরকে ভালোবাসে, যেহেতু ঈশ্বর তাকে ভালোবাসেন?
  - শয়তান কিভাবে খ্রীষ্টানকে পাপ করতে প্রলোভনে ফেলতে চেষ্টা করে, যাতে সে ঈশ্বর যে ব্যাপারে আসলে দায়ী নন, সে ব্যাপারেও তাঁকে দায়ী করে?
- **হাত: কি ভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ দিতে পারি?** ইয়োবের তিনজন বন্ধু শুরুটা ভালোই করেছিলেন তাকে সমবেদনা ও স্বস্তি দিয়ে। তবে তাদের সেই ইতিবাচক আচরণ কয়েকিদনের মধ্যেই বিরোধিতামূলক আচরনে পরিণত হয়। তারা ইয়োবকে বলেন যে, পাপ করা ব্যাক্তিরাই দুর্দশায় পতিত হয়। তারা আরো বলেন যে, ইয়োবের মতো এতো কষ্ট পাওয়া মানুষের পাপও নিশ্চয়ই বিশাল বড় কিছুই হবে। ঈশ্বরে বিশ্বাসী আর ইয়োবের বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো ব্যাবহার করার বদলে তারা ইয়োবকে দোষারোপ করতে থাকে আর ঈশ্বরের সম্পর্কেও কটুকথা বলে।
  - কেন একজনের দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থাকে তার নিজের করা পাপের ফল হিসাবে দেখাটা একটা বিপজ্জনক বিষয়?
  - কিভাবে খ্রীষ্টানরা এমন মানুষেদর প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভুতি প্রদর্শন করতে পারে, তাদের দোষের বিচার না করেই, যারা আসলেই তাদের করা পাপের ফল ভোগ করছে?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৪৮ যিশাইয় ভাববাদীর দর্শন এবং মিশন কাজ

পাঠের সাস্ত্রাংশ: [যিশাইয় ৬:১-৮]

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: প্রকাশিত বাক্য ৪

পাঠের উদ্দেশ্য:

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** চিন্তা করুন, ঈশ্বরের নিখুঁত পবিত্রতা আর আমাদের মানবিক দূর্বলতার মধ্যে কত বিশাল ফারাক।
- **হৃদয়:** আনন্দ করুন, কেননা ঈশ্বরের সেই অসাধারন দয়ার মাধ্যমে পাওয়া সবার জন্য পরিত্রাণের আহ্বান সেই ফারাকটা দূর করে দেয়।
- **হাত:** আপনার জীবনকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন, যেমন যিশাইয় করেছিলেন, ঈশ্বরের একজন দূত হিসাবে মুমূষুর্ মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও পবিত্রতার আহ্বান নিয়ে।

একটা পেদ পাঠের শিক্ষা "হে আমাদের প্রভু ও আমাদের ঈশ্বর, তুমিই প্রতাপ ও সমাদর ও পরাক্রম গ্রহণের যোগ্য; কেননা তুমিই সকলই সৃষ্টি করিয়াছ, এবং তোমার ইচ্ছাহেতু সকলই অস্তিত্বপ্রাপ্ত ও সৃষ্ট হইয়াছে", প্রকাশিত বাক্য ৪:১১।

পাঠের সার সংক্ষেপ যিশাইয় একজন ভাববাদী ছিলেন এবং তিনি একটা দর্শন পান। মনের এমন ছবিযুক্ত দর্শনকে 'বিশেষ স্বপড়বও' বলা যায়। যিশাইয় ঈশ্বরকে মন্দিরে দেখেছিলেন এবং ঈশ্বর সিংহাসনে বসে ছিলেন। ঈশ্বরের পরনের আলখাল্লাটা এতোটাই বড় ছিলো যে, সেটা পুরো মন্দিরের ভিতরটাকেই ঢেকে দিয়েছিলো। যিশাইয় "সরাফ" নামের স্বর্গদূতদেরও দেখেছিলেন। সেই সরাফরা যখন পরস্পরের সাথে কথা বলতেন তখন মন্দিরের দরজাগুলো কাঁপতো আর মন্দিরের ভিতরটা ধোঁয়ায় ভরে যেতো। যিশাইয় বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না তিনি এসব কি দেখছেন। সরাফেদর একজন বেদী থেকে একটা গরম কয়লা নিয়ে যিশাইয়র ঠোটে স্পর্শ করলো। সরাফরা যিশাইয়কে দেখাচ্ছিলো যে, ঈশ্বর যিশাইয়র পাপগুলোকে তার কাছ থেকে দূরে নিয়ে যেতে চান। তারপর যিশাইয় প্রস্তুত হলেন অন্যেদর কাছে ঈশ্বরের সম্পর্কে বলার জন্য। ঈশ্বর যিশাইয়কে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি কাকে পাঠাবেন মানুষের কাছে তাঁর কথা বলার জন্য। যিশাইয় ঈশ্বরকে উত্তর দেন," এইযে আমি, আমাকে পাঠান" (এনআইভি)

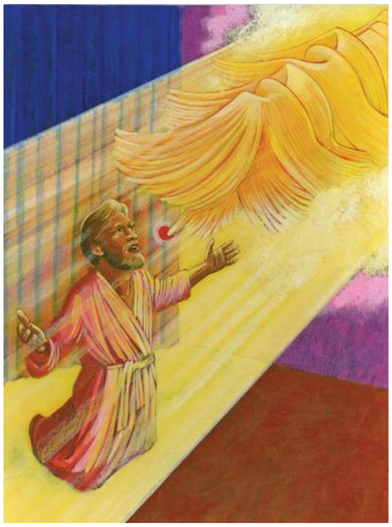

ছবি েথকে শেখা:

- ১. **িযশাইয়** একটা দর্শন বা স্বপ্ন েদেখছিলেন যা ছিলো এরকম যে ঈশ্বর মন্দিরের মধ্যে একটা সিংহাসনে বসে আছেন। মন্দিরের মধ্যে যিশাইয় উড়ন্ত জিনিস েদেখছিলেন যারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রশংসাগীত নিবেদন করছিলো, আর তা এতো উচ্চস্বরে যে পুরো মন্দিরটা কাঁপছিলো আর মন্দিরের ভিতরটা ধোঁয়ায় ভরে গিয়েছিলো।
- ২. **হাঁটুগেড়ে বসা।** যিশাইয় ভীষন ভয় পেয়ে িদশেহারা হয়ে পড়েছিলেন, এবং তা শুধু একারণে নয় যে সংস্কার এটাই বলতো যে, ঈশ্বরকে েদখলে মানুষ মারা যেতো, বরং তিনি ঈশ্বরের সামনে উপস্থিত হবার জন্য কতটা অযোগ্য, সেই চিন্তাই করছিলেন। তিনি চীৎকার করে উঠলেন এটা বলে যে তিনি ধ্বংসপ্রাপ্ত হে"ছন।
- ৩. **সরাফ।** একজন সরাফ হলো একটা ঐশ্বরিক সৃষ্টি, যার ছয়টা পাখা আছে আর সে মন্দিরের মধ্যে ঈশ্বরের প্রশংসাগান করেছিলো বলে বর্ণনা েদয়া হয়েছে।
- ৪. **জ্বলন্ত কয়লা।** সরাফ বেদী েথকে একটা জ্বলন্ত কয়লাখন্ড নিয়ে যিশাইয়ের ঠোঁট স্পর্শ করলো। সে ঘোষণা িদলো যে যিশাইয়র পাপকে তার কাছ েথকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে, আর তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে।
- ৫. **যিশাইয়** তারপর ঈশ্বরকে বলতে শুনলেন,“কাকে আমি পাঠাবো? এবং কে আমাদের জন্য যাবে?” পাপের ক্ষমা পাবার পর আর ঈশ্বরের উপস্থিতির কারণে চরম আবেগতাড়িত হবার ফলে যিশাইয় বিশ্বাসে এই ঘোষণা েদন,“এইযে আমি, আমাকে পাঠান।”

পাঠ প্রসঙ্গ | ভাববাদীেদর সাধারণ পরিচিতি: ঈশ্বরের একজন ভাববাদী হওয়ার ডাক পাওয়াটা একটা সহজ বা নিরাপদ আহ্বান ছিলো না, কারন ঈশ্বর ভাববাদীেদর আহ্বান জানাতেন ই¯্রায়েলীয়েদর পাপের বিরুদ্ধে প্রচার করার জন্য। মাঝে মাঝেই রাজারা ভাববাদীেদর জেলে ভরতেন তােদর প্রচলিত বিশ্বাসের সােথ ভাববাদীেদও সাংঘর্ষিক প্রচারের জন্য। তবে এই আশাতেই ভাববাদীরা তােদর জীবনে আসা ঈশ্বরের আহ্বানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতেন যে, মানুষেরা একিদন প্রায়শ্চিত্ত করবে ও ঈশ্বরের িদকে ফিরবে।

ইস্রায়েলীয়রা ভালো রাজাও যেমন কিছু পেয়েছিলো আবার মন্দ রাজাও পেয়েছিলো। ভালো রাজারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন আর এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে তােদর পদমর্যাদার কারণেই তােদর

দায়িত্ব হলো ইস্রায়েলীয়দের হৃদয়গুলোকে ঈশ্বরের িদকে ফেরানো। আর মন্দ রাজারা ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্ত ছিলেন আর লোকেদর সবরকমের পাপপূর্ণ কাজের জন্য উৎসাহিত করতেন, যার মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ছিলো প্রতিমাপুজা। ঈশ্বর ভাববাদীেদর গড়ে তুলতেন রাজােদর ও জনগনকে প্রায়শ্চিত্ত কোরে একমাত্র সত্যি ঈশ্বরের িদকে ফিরানোর জন্য।

যিশাইয় একজন ভাববাদী ছিলেন। এই অংশে যিশাইয় ঈশ্বর যখন তাকে ভাববাদী হিসাবে মনোনয়ন েদন, সেই অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। এই স্বপেড়বর মাঝে ঈশ্বরের পবিত্রতা যিশাইয়কে অভিভূত করে ফেলে। যিশাইয় এই ভেবে ভয় পান যে মানুষের পাপ ও তার নিজের পাপ তাকে ধ্বংস করে ফেলবে। যিশাইয়কে ঈশ্বর অনুগ্রহপূর্বক ক্ষমা করেন যখন যিশাইয় নিজের পাপ স্বীকার করেন। ঈশ্বর তারপর যিশাইয়কে নিবার্চিত করেন যাতে তিনি ই্রায়েলীয়েদর কাছে গিয়ে তােদর এইকথা বলে সতর্ক করেন যে, তারা তােদর পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করলে তােদর ধ্বংস অনিবার্য। যিশাইয় পুস্তকের বাকী অংশে আছে তিনি কিভাবে ঈশ্বরের বাতার্ নিয়ে ই্রায়েলীয়েদর কাছে ও তােদর বিভিন্ন রাজােদর কাছে যেতেন।

নতুন নিয়মের পাঠ: যিশাইয়র মতোই, সাধু যোহনও মন্দিরের মধ্যে একটা স্বপ্ন েদখেছিলেন। যিশাইয়র মতো তিনিও ছয়টা ডানাওয়ালা প্রাণী েদখেছিলেন যারা “পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র” বলে ঈশ্বরের প্রশংসা করছিলেন।

বাইবেল অধ্যয়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবােদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু’টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- ’পাঠের প্রসঙ্গ’টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু’টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** ঈশ্বর শক্তিশালী এবং অসাধারণ ঈশ্বর। ঈশ্বরের পবিত্রতা এতোটাই রাজকীয় যে, একজন খ্রীষ্টান তাঁর সামনা—সামনি হলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। যিশাইয়র একবার মন্দিরের

মধ্যে ঈশ্বরকে দেখার অসামান্য অভিজ্ঞতা হয়েছিলো। যিশাইয়র মতো ঈশ্বর অন্য নারী পুরুষকেও তাঁর বাতার্বাহক হবার জন্য আহ্বান করেন। তাদের মাঝে যিশাইয়র মতো কাউকে কাউকে ঈশ্বর সার্বক্ষণিক প্রচার কাজের জন্য আহ্বান করেন। অন্যেদর নিজস্ব কাজ থাকতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর তারপরও তাদের আহ্বান জানান অন্যেদর কাছে ঈশ্বরের ভালোবাসা আর। সুসমাচার প্রচার করার জন্য। ঈশ্বর আমাদের কি ধরণের প্রচারকাজ করার জন্য আহ্বান করেন সেটা কোনো ব্যাপার নয়, আমরা যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে স্বর্গ ও পৃথিবীর মাঝের বিশাল দূরত্বকে যে অতিক্রম করেছি, সেই কারণে সর্বদাই ঈশ্বরের প্রশংসা ও ধন্যবাদ করতে পারি।

- কিভাবে আপনি ঈশ্বরের অসাধারণ অনুগ্রহের মাধ্যমে স্বর্গ ও পৃথিবীর মাঝের বিশাল দূরত্ব দূর হবার কারণে মানুষকে পরিত্রাণের আহ্বান জানিয়ে তাতে আনন্দ উপভোগ করতে পারেন?
- অন্যেদর মাঝে সুসমাচার প্রচার করার জন্য নূন্যতম কি কি যোগ্যতা একজনের মধ্যে থাকা উচিৎ বলে আপনি মনে করেন?

- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** ঈশ্বরের উপস্থিতির মাঝে কারো নিজেকে একেবারে ক্ষুদ্র মনে হওয়াটা খুবই যথাযথ। একজন খ্রীষ্টান যত পবিত্রতই হোক না কেনো, তা ঈশ্বরের পবিত্রতার তুলনায় কিছুই না। আরো বলা যায়, ঈশ্বর যখন খ্রীষ্টানেদর তাঁর পুত্র ও কন্যা বলে সম্বোধন করেন, খ্রীষ্টানেদরও উচিৎ ঈশ্বরের সাথে অনেক সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে যোগাযোগ রাখা।
  - একজন মানুষের আত্মিক জীবনে কি ঘটতে পারে যখন সে ধরেই নেয় ঈশ্বরের আশীবার্দ পাওয়াটা তার জন্মগত অধিকার?
  - যীশু এই মাটির পৃথিবীতে নেমে আসার পর অন্য সবার চেয়ে কোন্ কোন্ দিক দিয়ে আলাদা ছিলেন?
- **হাত: কিভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ দিতে পারি?** খ্রীষ্টানরা কোথায় অবস্থান করছে সেটা কোনো সমস্যাই নয়, সব জায়গাতেই তেমন মানুষ ছড়িয়ে আছে যারা যীশুর কথা শুনতে চায়। আবার এমন মানুষও আছে যারা যীশুর ভালোবাসা ও সহমর্মিতার বাস্তব প্রয়োগ দেখতে চায়। খ্রীষ্টানেদর তাদের জীবনকে ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত করা উচিৎ যাতে ঈশ্বরের সাথে তাদের সম্পর্কের অভিজ্ঞতার আলোকে তাদের এলাকার মানুষেদর মাঝে সেই বাতার্ প্রচার করার পথ ঈশ্বর তাদের দেখিয়ে দেন।
  - কিভাবে রবিবারে ঈশ্বরের সাথে একটা অসাধারণ উপাসনার সময় দেয়াটা সপ্তাহের বাকী ছয়িদনের জীবন ধারার উপর প্রভাব ফেলে?
  - আপনি কারো কাছে যীশুর সুসমাচার প্রচার করার আগে যীশুর সম্পর্কে তাদের করা সম্ভাব্য সব প্রশ্নের উত্তর কি আপনাকে জানতেই হবে বলে মনে করেন? কেনো তা জানতে হবে অথবা কেনো নয়?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৪৯ কুয়া েথকে যিরমিয় ভাববাদীকে রক্ষা করা হল

পাঠের সাস্ত্রাংশ: যিরমিয় ৩৮:১-১৩

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: ২য় করায় ১১:২৪—৩৩

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** উপলব্ধি করুন যে, খ্রীষ্টানের জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান মাঝে মাঝেই দুর্দশার িদকে টেনে নিয়ে যায়। তবে, যীশু তাঁর দাসেদর যে পরিমাণ আনন্দ আর শান্তি দান করে থাকেন, তার তুলনায় সেই দুঃখ দুর্দশা কিছুই নয়।
- **হৃদয়:** আপনার খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস নিয়ে চিন্তা করুন, আর উপলব্ধি করুন আপনার জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য যে কষ্ট আপনাকে সহ্য করতে হবে, তা মানতে আপনি ইচ্ছুক আছেন কি না।
- **হাত:** সেইসব খ্রীষ্টানেদর িদকে লক্ষ্য রাখুন যারা তােদর বিশ্বাসের জন্য দু:খকষ্ট সহ্য করছে, আর তােদর অনুপ্রেরণা, বন্ধুত্ব ও সহায়তা েদবার মাধ্যমে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে িদন।

একটা পেদ পাঠের শিক্ষা "আর তিনি আমাকে বলিয়াছেন, আমার অনুগ্রহ তোমার পক্ষে যথেষ্ট; কেননা আমার শক্তি দুর্বলতায় সিদ্ধি পায়। অতএব আমি বরং অতিশয় আনন্দের সহিত নানা দুর্বলতায় শ্লাঘা করিব, যেন খ্রীষ্টের শক্তি আমার উপরে অবস্থিতি করে" ২য় করিন্থিয় ১২:৯।

পাঠের সার সংক্ষেপ যিরমিয় ঈশ্বরের কাছ েথকে একটা বাতার্ পেয়েছিলেন যা ছিলো যিরুশালেমে বসবাসরত ইস্রায়েলীয়দের জন্য। ব্যাবিলনীয় সৈন্যরা ইস্রায়েলীয়দের আক্রমণ করতে যাচ্ছিলো। যিরমিয় তােদর বললেন ব্যাবিলনীয়েদর সােথ না লড়াই করতে, কারণ তারা ব্যাবিলনীয়েদর বিপক্ষে কখনোই জিততে পারবে না। রাজার লোকেরা যিরমিয়কে একথা বলতে শুনলো, আর তারা রাজাকে বললো যে, যিরমিয়কে অবশ্যই হত্যা করা উচিৎ। তারা বললো সে কখনোই ইস্রায়েলীয়দের প্রতি ভালো কিছু ঘটুক তা চায় না। তারা যিরমিয়কে একটা জলাধারের মধ্যে রাখলো। এই জলাধার হলো পাহাড়ের মাঝে থাকা বড় গত‚র্ যাতে বৃষ্টির জল ধরে রাখা হতো। যিরমিয় সেই জলাধারের নীচে নামার পর েদখা গেলো সেটা অন্ধকার ও কাদায় ভর্তি। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, তিনি কাদার ভিতরে তলিয়ে যাচ্ছেন। শেষপর্যন্ত রাজার একজন লোক রাজাকে অনেক বুঝিয়ে যিরমিয়কে মারা যাবার আগেই ষেখান েথকে বের করে নিয়ে আসলেন। রাজার লোকেরা সেই জলাধারের মধ্যে দড়ি নামিয়ে েদবার পর যিরমিয় সেই দড়িগুলো তার বাহুর নীচে আটকে েদন আর তারপর লোকেরা তাকে টেনে উপরে তুলে নিয়ে আসে। তিনি বেঁচে যান।

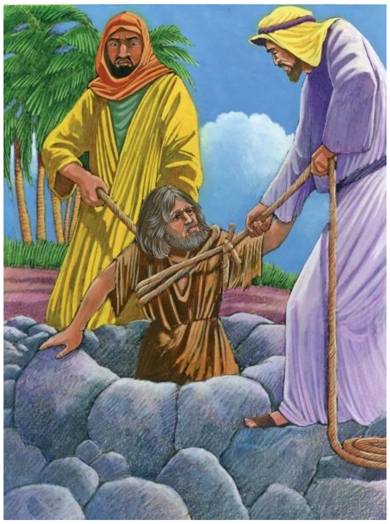

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **যিরমিয়** ঈশ্বরের একজন ভাববাদী ছিলেন। ইস্রায়েলীয়রা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছিলো, আর তার শাস্তি হিসাবে ঈশ্বর ব্যাবিলনীয়দের সুযোগ দিচ্ছিলেন যাতে তারা ইস্রায়েলীয়দের বিরুদ্ধে জয়ী হয়। ঈশ্বর যিরমিয়কে রাজার কাছে পাঠান একথা জানাতে যে ইস্রায়েলীয়দের উচিৎ জেরুশালেমের দিকে আসতে থাকা ব্যাবিলনীয় সৈন্যদের কাছে আত্মসমর্পন করা।
- ২. **দড়ি হাতে মানুষেরা।** রাজার উপদেষ্টারা রেগে গেলেন, তারা যিরমিয়র বার্তাটা পছন্দ করলেন না। তারা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অনুসরণ করলেন না। তারা ব্যাবিলনীয় সৈন্যদের কাছে আত্মসমর্পন করতে চাইলেন না, এবং রাজা সিদিকিয়কে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে যিরযিময়কে মেরে ফেলা উচিৎ যাতে সে ইস্রায়েলীয়দের ভয় দেখিয়ে ব্যাবিলনীয়দের কাছে আত্মসমর্পন না করাতে প্যারে।
- ৩. **জলাধার।** তারা যিরমিয়কে একটা খালি জলাধারের মধ্যে নামিয়ে দিলো, যাতে তিনি সেখানে না খেতে পেয়ে মারা যান, ফলে আর কেউ তার কাছ থেকে ঈশ্বরের সতর্কতামূলক বাণী না শুনতে পায়। যাইহোক, রাজার উপদেষ্টাদের একজন রাজার কাছে মিনতি জানান যাতে রাজা তার মনোভাব বদলান আর যিরমিয়কে প্রাণে না মারেন। রাজা তার মন পরিবর্তন করেন, আর ঈশ্বর রাজার একজন কর্মকতার্র মাধ্যমেই সেই জলাধার থেকে যিরমিয়কে উদ্ধার করেন ও তাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন।

পাঠ প্রসঙ্গ ভাববাদীদের সাধারণ পরিচিতি: ঈশ্বরের একজন ভাববাদী হওয়ার আহ্বান বা ডাক পাওয়াটা একটা সহজ বা নিরাপদ বিষয় ছিল না, কারন ঈশ্বর ভাববাদীদের আহ্বান জানাতেন ইস্রায়েলীয়দের পাপের বিরুদ্ধে প্রচার করার জন্য। মাঝে মাঝেই রাজারা ভাববাদীদের জেলে ভরতেন তাদের প্রচলিত বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক প্রচারের জন্য। তবে এই আশাতেই ভাববাদীরা তাদের জীবনে আসা ঈশ্বরের আহ্বানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতেন যে, মানুষেরা একদিন প্রায়শ্চিত্ত করবে ও ঈশ্বরের দিকে ফিরবে।

যিরমিয় ঈশ্বরের সেই বাতার্ রাজা ও সাধারণ লোকেদর কাছে প্রচার করার কারণে অনেক কষ্ট সহ্য করেছিলেন। কিছু লোক তাকে “ক্রন্দনরত ভাববাদী” ও বলতো কারণ যিরমীয় পুস্তকে শুধু তার কষ্টের বর্ণনাই আছে তা নয়, বরং সেখানে যিরমিয়র ঈশ্বরের প্রতি অনেক অভিযোগের কথাও লেখা আছে।

যিরমিয়র সময়ে ইসরায়েল জাতি ও তাদের রাজারা ঈশ্বরের নিয়মকে পরিত্যাগ করে নিজেদের পছন্দমতো পাপপূর্ণ জীবন যাপন করতো। ঈশ্বর অনেক ভাববাদীদের পাঠিয়েছিলেন যাতে ইস্রায়েলীয়রা তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। ঈশ্বর তাদের সতর্ক করেছিলেন যে তারা যদি পাপের জন্য অনুতাপ না করে তাহলে বিদেশী সৈন্যরা তাদের পরাজিত করবে। যাইহোক, ইস্রায়েলীয়রা অনুতপ্ত হবার বদলে ও যিরমিয়র মাধ্যমে আসা ঈশ্বরের বার্তাকে উপেক্ষা করে যিরমিয়কে দুর্দশার মধ্যে ফেলে মেরে ফেলার চেষ্টা করে।

এই অংশে বর্ণনা আছে, যিরমিয়র মাধ্যমে ঈশ্বর ইসরায়েলের রাজার কাছে বার্তা পাঠান যাতে তিনি বিদেশী সৈন্যদের কাছে আত্মসমর্পন করেন, কারণ ঈশ্বর তাদের পাঠাচ্ছেন ইস্রায়েলীয়দের শাস্তি দেবার জন্য। যদি রাজা ও ইসরায়েলের লোকেরা আত্মসমর্পন করে, তাহলে তারা প্রাণে বেঁচে যাবে। তবে তারা যদি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে ব্যাবিলনীয়দের সাথে যুদ্ধ করে, তাহলে তারা মারা যাবে। রাজা সিদ্ধান্ত নেন তিনি যিরমিয়র পরামর্শ অনুযায়ী আত্মসমর্পন না করে তার উপদেষ্টাদের কথা অনুযায়ী ব্যাবিলনীয়দের সাথে যুদ্ধ করবেন। যেহেতু তারা ভয় পেয়েছিলো যে ইস্রায়েলীয়রা যিরমিয়র মাধ্যমে আসা ঈশ্বরের বার্তা শুনে আত্মসমর্পন করে ফেলতে পারে, তাই তারা যিরমিয়কে হত্যা করার চেষ্টা করে।

নূতন নিয়মের পাঠ্য: শুধুমাত্র পুরাতন নিয়মের ভাববাদীরাই যে ঈশ্বরের বার্তাকে প্রকাশ করার জন্য কষ্ট সহ্য করেছেন তা ই নয়। সাধু পৌলকেও অনেক দুর্দশার স্বাদ নিতে হয়েছে। সাধু পৌল অবশ্য তার দুর্দশার জন্য সহানুভূতি চাইতেন না, কারণ তিনি জানতেন যে, তিনি ঈশ্বরের জন্য যত বেশী কষ্ট সহ্য করবেন, ঈশ্বর তাকে তত বেশী শক্তি প্রদান করবেন। আরো বলা যায়, তিনি সুসমাচারের জন্য যত বেশী কষ্ট সহ্য করবেন, তিনি তত বেশী যীশু খ্রীষ্টের মতো হবেন।

বাইবেল অধ্যয়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** ঈশ্বর মানুষকে অনুতাপ করার জন্য যে বাতার্ েদন, সেটাকে মানুষ সবসময় স্বাগত জানায় না। মানুষ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই শুনতে চায় না যে, তারা পাপী, তা‌েদর জীবনে মন্দতা বা অন্যায় আছে এবং এজন্য তাদের ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাওয়া প্রয়োজন। তবে, সুসমাচার জনপ্রিয় নয় শুধুমাত্র এই যুক্তিতেই তা‌েদর ঈশ্বর যখন খ্রীষ্টানেদর আহ্বান করবেন সুসমাচার প্রচার করতে, তারা সেসময় সেটা করতে অস্বীকার করবে, তা কিন্তু মোটেও না। খ্রীষ্টানেদর এটা বুঝতে হবে যে যীশুর শিষ্য হলে যেমন অনেক আশীবার্দ পাওয়া যায়, আবার তার জন্য মূল্যও িদতে হতে পারে।
    - আপনার এলাকায় যীশুকে অনুসরণ করতে গিয়ে খ্রীষ্টানরা কি কি ধরণের দু:খকষ্ট সহ্য করে?
    - আপনার কি মনে হয় যে, ঈশ্বর কি কারণে খ্রীষ্টানেদর দুর্দশায় পড়তে েদন, যেখানে তিনি তা‌েদর প্রতি যাতে সবাই ভালো ব্যাবহার করে তা নিশ্চিত করতে পারেন?
- **হৃদয়: আমা‌েদর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** কেউই দু:খকষ্ট সহ্য করতে চায় না। যিদ ঈশ্বর নির্িদষ্ট কোনো ব্যাক্তিকে দু:ককষ্ট সহ্য করতে না আহ্বান করে থাকেন, সেক্ষেত্রে খ্রীষ্টানেদর দুর্দশাগ্রস্থ হবার জন্য পথ খঁুজে বের করা উচিৎ নয়। তবে, পরিপক্ক হয়ে বেড়ে উঠতে থাকা একজন খ্রীষ্টানের বৈশিষ্ট্য হলো তারা খুশী মনেই দুর্দশাকে মেনে নেবে, যখন তারা বুঝতে পারবে যে, সেই কারণে ঈশ্বরের রাজ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। যখন খ্রীষ্টানরা জানতে পারে যে, তারা সুসমাচারের জন্য দু:খকষ্ট সহ্য করছে, তখন তারা হৃদয়ের মাঝে আনন্দ ও শান্তি অনুভব করে, যিদও বাইরে তারা কষ্টের মধ্যে িদয়ে যাবে।
    - কি কি পেথ খ্রীষ্টানরা দু:খকষ্টের মধ্যে িদয়ে যাবার কারণে বিশ্বাসে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে পারে?
    - আপনি যীশুর জন্য কতদূর পর্যন্ত দু:খকষ্ট সহ্য করতে রাজী আছেন?
- **হাত: কিভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ িদতে পারি?** খ্রীষ্টানেদর জন্য যীশুকে সম্মান েদখিয়ে জীবন যাপন করাটা গুরুত্বপূর্ণ। কখনও কখনও এর অর্থ হলো মানুষ তা‌েদর প্রশংসা করবে, আবার েদখা যাবে অন্য সময়ে মানুষ তা‌েদর নিযার্তন করবে। একজন খ্রীষ্টানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যীশু তা‌েদর যা—ই করতে আহ্বান জানান না কেনো তা করতে বাধ্য থাকবে, আর তা‌েদর যীশুর প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে। যেসব খ্রীষ্টানরা সুসমাচার প্রচার করার জন্য কষ্ট ভোগ করছেন, তা‌েদর সাহায্য করাটাও খ্রীষ্টানেদর জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
    - একজন খ্রীষ্টবিশ^াসীর কি করা উচিত যখন তিনি মনে করেন যে, তিনি এত বেশি দু:খকষ্ট ভোগ করছেন যা তার ক্ষমতার বাইরে চলে যা"ছ বলে তার মনে হয়?
    - দুঃখ দুর্দশার সময় নিজে‌েদর শক্তি পাবার জন্য কোথায় সাহায্য খুঁজে পেতে পারেন একজন খ্রীষ্টান ?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসা‌েথ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৫০ প্রজ্বলিত অগ্নি গহ্বর

পাঠের সাস্ত্রাংশ: দানিয়েল ৩অধ্যায়

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: প্রেরিত ৫:১২-৪২

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** বুঝুন যে, অনেক খ্রীষ্টান তাদের বিশ্বাসের কারণে নির্যাতনের স্বীকার হন। তারা এই নির্যাতন স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকেন কারণ তারা জানেন যে, সেই মন্দ শক্তি হয়তো বর্তমানে তাদের নির্যাতন করতে পারবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের শক্তিরই জয় হবে।
- **হৃদয়:** বিশ্বাস করুন যে, সুসমাচারের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টানেদর সতর্কভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, কিভাবে তাদের হৃদয় সেখানে পরিস্কার থাকবে আর তারা ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য কিভাবে ব্যাবহৃত হতে পারেন।
- **হাত:** সুসমাচারের জন্য দু:খকষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকুন, কারন খ্রীষ্ট কখনোই আপনাকে পরিত্যাগ করবেন না।

একটা পেদ পাঠের শিক্ষা "কিন্তু পিতর ও অন্য প্রেরিতগণ উত্তর করিলেন, মনুষ্যদের অপেক্ষা বরং ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে হইবে", প্রেরিত ৫:২৯।

পাঠের সার সংক্ষেপ সদ্রক, মৈষক ও আবেদনগো ছিলেন তিন ব্যাক্তি যারা রাজা নবূখদ্নিৎসরের প্রাসাদে তাঁর সাহায্যকারী হিসাবে ছিলেন। একিদন রাজা মনস্থির করলেন তিনি খাঁটি সোনা দিয়ে একটা বিশাল মুর্তি বানাবেন। রাজা বললেন যখন শিঙা, বাঁশী ও বীণা বেজে উঠবে, তখনই সবাই অবশ্যই সেই মূর্তির সামনে মাথা নুইয়ে দেবে ও তার উপাসনা করবে। যে ব্যাক্তি সেই মূর্তির উপাসনা করবে না, তাকে এক মহা প্রজ্বলিত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হবে। বাদ্যযন্ত্রগুলো বাজার পর দেখা গেলো সেই হিব্রু তিনজন লোক ছাড়া বাকী সবাই সেই মূর্তির সামনে মাথা নত করেছে। তারা জানতো তারা শুধুমাত্র সেই একজন সত্যি ঈশ্বরের সামনেই মাথা নোয়াতে পারে। রাজা খুব রেগে গেলেন আর তার সৈন্যেদর আজ্ঞা দিলেন সেই তিনজনকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করতে। পরে রাজা লক্ষ্য করলেন সেই অগ্নিকুন্ডের মধ্যে চারজন ব্যাক্তি রয়েছেন। ঈশ্বর একজন স্বর্গদূতকে পাঠিয়েছেন সেই তিন হিব্রু ব্যাক্তিকে রক্ষা করার জন্য। তারা যখন আগুন থেকে বের হয়ে আসলেন, তাদের গায়ে কোনো পোড়া দাগ, এমনকি কোনো ধোঁয়ার গন্ধ পর্যন্ত ছিলো না।

ছবি েথকে শেখা:

- ১. **সদ্রক, মৈশক ও আবেদনগো** ছিলেন জেরুশালেম বিজয়ের পর ব্যাবিলনে নিবার্সনে থাকা তিন ইস্রায়েলীয়। ব্যাবিলনের রাজা নবূখদ্রিৎসর সবাইকে তার নির্মিত সেই বৃহৎ মূর্তির সামনে মাথা নত করতে আদেশ িদয়েছিলেন। কিন্তু সেই ইস্রায়েলীয় তিন ব্যাক্তি মূর্তিটার সামনে মাথা নোয়াতে অস্বীকার করে, কারণ তারা জানতো তা ঈশ্বরের নিয়ম বহিভুর্ত, আর ঈশ্বর তােদর যে কোনো বিপদ েথকে সুরক্ষা েদবেন।
- ২. **জ¦লন্ত অগ্নিকুন্ড।** রাজা নবূখদ্রিৎসর তােদর তিনজনকে সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে ফেলে েদবার নির্েদশ েদন। তিনি এতোটাই ক্রুদ্ধ হয়ে যান যে সেই অগ্নিকুন্ডের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে সাতগুণ বাড়ানোর নির্েদশ েদন। প্রহরীরা সদ্রক, মেশক ও আবেদনগোকে বেঁধে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করেন।
- ৩. **তারা নিরাপদ থাকেন।** নবূখদনিৎসর তােদর তিনজনকে আগুনের মধ্যে হাত পা খোলা অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে েদখে খুবই হতবাক হন।
- ৪. **চতুর্থ জন।** রাজা নবখদনিৎসর শুধুমাত্র তিনজনকেই মুক্তভাবে ঘুরতে েদখলেন না, তিনি চতুর্থ একজনকেও আগুনের মাঝে তােদর সােথ েদখতে পান। আমােদর পরিষ্কার করে বলা হয়নি যে, চতুর্থ ব্যাক্তিটা কে, তবে ধারণা করা যায় যে, তিনি একজন স্বর্গদূত, অথবা যীশুও হতে পারেন, যিনি তােদর সােথ যোগ িদয়েছিলেন।
- ৫. **তােদর কারো কোনো ক্ষতি হয় না।** নবূখদনিৎসর তােদর তিনজনকে অগ্নিকুন্ড েথকে বের করে আনতে আেদশ েদন। তিনি সদ্রক, মৈশক ও আবেদনগোকে সুরক্ষা েদবার জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করেন ও ঘোষণা েদন যে, তােদর সেই আসল ঈশ্বরের চেয়ে অন্য কোনো ঈশ্বরই বেশী সুরক্ষা িদতে পারেন না।

পাঠ প্রসঙ্গ। ভাববাদীেদর সাধারণ পরিচিতি: ঈশ্বরের একজন ভাববাদী হওয়ার আহ্বান বা ডাক পাওয়াটা একটা সহজ বা নিরাপদ বিষয় ছিল না, কারন ঈশ্বর ভাববাদীেদর আহ্বান জানাতেন ইস্রায়েলীয়দের পাপের বিরুদ্ধে প্রচার করার জন্য। মাঝে মাঝেই রাজারা ভাববাদীেদর জেলে ভরতেন তােদর প্রচলিত বিশ্বাসের সােথ সাঙ্ঘর্ষিক প্রচারের জন্য। তবে এই আশাতেই ভাববাদীরা তােদর জীবনে আসা ঈশ্বরের আহ্বানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতেন যে, মানুষেরা একিদন প্রায়শ্চিত্ত করবে ও ঈশ্বরের িদকে ফিরবে।

ভাববাদীদের সতর্কবাতার ও ভবিষ্যৎবাণী শেষে সত্যিই হলো; ইস্রায়েলীয়রা অনুতাপ করলো না এবং ঈশ্বরের দিকে ফিরলো না, তাই ঈশ্বর ব্যাবিলনীয়েদের পাঠালেন প্রতিশ্রুত দেশকে জয় করে নিতে। ব্যাবিলনীয়রা জেরুশালেমের মন্দিরকে ধ্বংস করে দিলো আর বেশীরভাগ ইস্রারায়েলীয়কেই নিবার্সনে পাঠালো।

সেই ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে তিনজন ছিলেন সদ্রক, মৈষক ও আবেদনগো। ঈশ্বর তাদের সাথে ছিলেন আর তাদের আশীবার্দ করেছিলেন কারণ তারা ঈশ্বরের অনুগত ছিলেন। আসলে ঈশ্বর তাদের এতোটাই আশীবার্দ করেছিলেন যে তারা ব্যাবিলনে ক্ষমতাশালী পেদও অধিষ্ঠিত হন। তবে কিছু লোক ছিলো যারা যিহুদীদের ঘৃণা করতো আর তাদের ক্ষতি করার সুযোগ খুঁজতো। যিহুদীদের শত্রুরা একটা সুযোগ পেলো সদ্রক, মেষক ও আবেদনগোকে হত্যা করবার, যখন রাজা নবূখদ্রিৎসর একটা মূর্তি বানালেন আর সবাইকে সেই মূর্তির সামনে নত হয়ে সেটার উপাসনা করতে বললেন।

এই তিনজন ব্যাক্তি নিশ্চিতভাবেই ব্যবিলন দেশে নিজেদের মানিয়ে নেবার জন্য সে দেশের অনেক সামাজিক আচার ও নিয়মকেই নিজেদের করে নিয়েছিলেন, কিন্তু কিছু বিশেষ নিয়ম কানুন ও রীতিনীতিকে তারা মেনে নিতে অস্বীকার করতেন। দানিয়েল পুস্তকের ১ অধ্যায়ে এরকম একটা উদাহরণ পাওয়া যায়, সেটা তাদের খাবার গ্রহনের নিয়ম। যিদও ব্যাবিলনীয়রা ইস্রারায়েল জয় করেছিলো, এই তিনজন জানতেন যে, আসলে ব্যাববিলনীয়েদর নিজেদের কাজ এটা নয়, বরং ঈশ্বরই তাদের নির্দেশনা দিে"ছন। অতএব, ব্যাবিলনে নিবার্সিত থাকলেও এই তিন ব্যাক্তি জানতেন যে ঈশ্বর তখনও সবকিছু নিয়ন্ত্রন করছেন। তারা এটাও জানতেন যে, নবূখদ্রিৎসর তাদের কোনো শাস্তি দিলেও ঈশ্বর তা থেকে তাদের রক্ষা করবেন, যেহেতু তারা সেই একমাত্র সত্যি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন।

৩য় অধ্যায়ে বর্ণনা আছে ঈশ্বর কিভাবে তাদের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। ঈশ্বর একজন স্বর্গদূতকে পাঠিয়েছিলেন অথবা নিজেই হয়তো সেই অগ্নিকুন্ডে উপস্থিত ছিলেন।

ঈশ্বর সমস্ত জায়গাতেই সবচেয়ে বেশী কার্যকর — ইসরায়েল, ব্যাবিলন, নবূখদ্রিৎসর, এমনকি একটা অগ্নিকুন্ডের মধ্যেও। সেই তিনজনকে অগ্নিকুন্ডের মধ্য থেকে মুক্ত করার পর নবূখদ্রিৎসর ব্যাবিলনে বসবাসরত সকল ইস্রায়েলীয়দের সুরক্ষা দেবার ঘোষণা দেন। মিশরে যেমন যোষেফ, সুশাতে ইষ্টের আর ব্যাবিলনের এই ঘটনাতে দেখা যায় যে সবাই যেটাকে মন্দ ভেবেছে ঈশ্বর সেটাকেই ভালোতে রূপান্তরিত করেছেন। (আিদপুস্তক ৫০:২০, ইষ্টের ৪-৭)।

নূতন নিয়মের পাঠ: সদ্রক, মৈষক ও আবেদনগোর বেলায় যেমন ঘটেছিলো, তেমনই ঈশ্বরের সেবা করার কাজে পিতরের সাফল্যে অনেকেরই ঈষার্ হতো মনে। তারা পিতরকে গ্রেফতার করলো আর জেলখানায় নিক্ষেপ করলো। আর সদ্রক, মৈষক এবং আবেদনগোর মতোই ঈশ্বর পিতরকেও মুক্ত করার পথ বের করেন। তার শত্রুরা আবারও যখন তাকে হুমকি দেয়, তখন তিনি ঘোষণা করেন, "মানুষের কথা মানার চেয়ে আমাদের উচিৎ ঈশ্বরের কথা মান্য করা।"

দশ আজ্ঞার পথ: দশ আজ্ঞা ইস্রায়েলীয়দের ধর্মকে একটা একেশ্বরবাদী ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। ব্যাপারটা ইস্রায়েলীয়দের বিশ্বাসের একটা অভূতপূর্ব দিক ছিলো, কারণ তখনকার আর কোনো ধর্মেই এই একেশ্বরবাদ ব্যাপারটা ছিলো না। তাদের বহু ঈশ্বরবাদী প্রতিবেশীদের চেয়ে ইসরায়েলীয়রা

ছিলো আলাদা, তারা বিশ্বাস করতো মাত্র একজন ঈশ্বরই এই পৃথিবীসহ সমস্ত বস্তুর স্রষ্টা, যিনি ইস্রায়েলীয়দের সাথে একটা চুক্তি করেছেন। যেহেতু ঈশ্বর একজনই, তাই ইস্রায়েলীয়রা আর কোনো দেবতা অথবা মিথ্যে ঈশ্বরের উপাসনা করতো না। তারা এই ব্যাপারে নিশ্চিত যে তাদের ভক্তির একমাত্র লক্ষ্য হবেন সেই সত্যি ঈশ্বর।

- **মাথা:** এমন কি কি মিথ্যে ঈশ্বর আছে যার সেবা আপনার এলাকার লোকজন করছেন সেই আসল ঈশ্বরের সেবা না করে?
- **হৃদয়:** ঈশ্বর কি কি পেথ সাধারণত আপনাকে তাঁর ভালোবাসা দিয়ে থাকেন?
- **হাত:** প্রতিদিনের নিয়মিত বাইবেল পাঠ কি ভাবে আপনাকে ঈশ্বরের আজ্ঞা বোঝার ও সেই অনুযায়ী চলার শক্তি প্রদান করতে পারে?

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** ব্যবিলনে নিবার্সিত জীবন কাটানো যিহুদীদের অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে জীবন যাপন করার কোনো না কোনো পথ খুঁজে বের করতে হবে, কারণ তারা এমন একটা দেশে থাকেন, যাদের এক ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই। সদ্রক, মৈষক ও আবেদনগর একটা উদাহরণ সৃষ্টি করেন যে, কিভাবে ঈশ্বরের নিয়মের সাথে বিরোধপূর্ণ কোনো স্থানে ঠিকভাবে জীবন যাপন করার ই"ছা মনে লালন করতে হয়। তারা বিশ্বাস করতেন যে তারা যদি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন, ঈশ্বর তাদের সুরক্ষা দেবেন। তবে ঈশ্বর যদি তাদের সুরক্ষা নাও দেন, তারা বিশ্বাস করেন ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বস্ত হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে মৃত্যুবরণ করাই উত্তম।
    - কি ভাবে একজন খ্রীষ্টান উপলব্ধি করতে পারবে যে তার দেশের কোন্ কোন্ আইনগুলো অনুসরণ করতে হবে আর কোন্ আইনগুলো ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে ঠিক সংগতিপূর্ণ নয়?

- আপনার এলাকার খ্রীষ্টানেদর ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত েথকে জীবন যাপনের জন্য কি ধরণের স্বার্থত্যাগ সাধারণত করতে হয়?

- **হৃদয়: আমাােদর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** যে েদশেই খ্রীষ্টানরা বাস করুক না কেন, ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতি তাােদর চুড়ান্ত আনুগত্য থাকতে হবে। খ্রীষ্টানেদর এজন্য জ্ঞানী ও বিচক্ষণ হবার প্রয়োজন যাতে তারা এই "পৃথিবীতে বসবাস করেও এই পৃথিবীর একজন না হয়।" (যোহন ১৫:১৯) এই জ্ঞান আর বিচক্ষণতা অর্জন করার জন্য খ্রীষ্টানেদর প্রয়োজন যীশু খ্রীষ্টের সাােথ গুরুত্বপূর্ণ ও ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক রাখা।
  - একজন খ্রীষ্টান নির্যাতনের মুখোমুখি না হবার জন্য কোথায় সাহায্য খুজতে যাবে ?
  - এই জগতের রাজ্যের প্রতি বিশ্বস্ত না েথকে ঈশ্বরের রাজ্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকলে কি কি পুরষ্কার পাওয়া যেতে পারে?
- **হাত: কিভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ িদেত পারি?** খ্রীষ্টানরা সবসময়ই যে তারা কি করে তা িদেয় চিহ্নিত হবে তা নয়, তারা কি করতে অস্বীকৃতি জানায় তা িদেয়ও তাােদর চেনা যেতে পারে। এলাকার যে সব রীতিনীতি ঈশ্বরের নিয়মের সাােথ সংগতিপূর্ণ নয়, সেগুলো পালনে রাজী না হলে সেটা তাােদর জন্য নিযার্তনের কারণও হতে পারে, আবার অন্যেদর জন্য তা শক্তিশালী সাক্ষ্য হিসাবেও কাজ করতে পারে। যীশু খ্রীষ্টের জন্য কষ্ট স্বীকার করার জন্য রাজী থাকাটা সহজ নয়, কিন্তু এটা পরিণত খ্রীষ্টান হবার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
  - আপনার এলাকায় অন্যরা এমন কি কি কাজকর্ম করে থাকেন যা ঈশ্বরের নিয়মের সাােথ সংগতিপূর্ণ নয়?
  - এসব রীতিনীতির কথা বিবেচনা করে খ্রীষ্টানরা সেগুলোর কি কি বিকল্প পথ গ্রহন করতে পারে, যা ঈশ্বরের জন্য মহিমা ও সন্মান বয়ে আনতে পারে?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাােথ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৫১ দানিয়েল ও সিংহের খাঁচা

পাঠের সাস্ত্রাংশ: দানিয়েল ৬অধ্যায়

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: যোহন ১৯:১-১৬

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** বুঝতে চেষ্টা করুন, যিদও ঈশ্বর খ্রীষ্টানেদর তাদের সব কাজেই সৎ ও পরিশ্রমী হতে বলেছেন, কিন্তু তাদের ঈশ্বর যে সাফল্য দান করেন তা দেখে ঈর্ষান্বিত হওয়া লোকেদর দ্বারা নিযার্তনের স্বীকার হতে পারেন।
- **হৃদয়:** বুঝুন, খ্রীষ্টানরা কেন দু'জন প্রভুর সেবা করতে পারে না। তারা হয় ঈশ্বরকে তাদের জীবনে রাজত্ব করতে দেবে অথবা তাদের জীবনে পাপ রাজত্ব করবে।
- **হাত:** সবসময়ই ক্রিয়াশীল থাকুন, এমনকি নিযার্তনের সময়েও, ঈশ্বর খ্রীষ্টানেদর বলেছেন তাদের নিয়মিত চচার্গুলো চালিয়ে যেতে (যেমন বাইবেল পাঠ, প্রার্থনা ও সমবেত উপাসনা), কারণ সেগুলোই একটা স্বাস্থ্যকর খ্রীষ্টীয় জীবন ও সাক্ষ্য বহন করার কেন্দ্রবিন্দু।

একটা পেদ পাঠের শিক্ষা আমি এই আজ্ঞা করিতেছি, আমার রাজ্যের অধীন সর্বস্থানে লোকেরা দানিয়েলের ঈশ্বরের সাক্ষাতে কম্পমান হউক ও ভয় করুক; কেননা তিনি জীবন্ত ঈশ্বর ও অনন্তকালস্থায়ী, এবং তাঁহার রাজ্য অবিনাশ্য, ও তাঁহার কর্তৃত্ব শেষ পর্যন্ত থাকিবে, দানিয়েল ৬:২৬।

পাঠের সার সংক্ষেপ দানিয়েল ছিলেন রাজা দারিয়াবসের একজন প্রধান উপেদষ্টা। রাজা দানিয়েলকে ভালোবাসতেন কিন্তু অন্য উপেদষ্টারা তাকে পছন্দ করতেন না। তারা সর্বদাই তক্কে তক্কে থাকতেন দানিয়েলের কোনো দোষ ধরার জন্য, কিন্তু তাতে তারা সফল হতেন না। অন্য উপেদষ্টারা জানতেন যে, দানিয়েল প্রতিদিন তার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন। তাই তারা রাজাকে দিয়ে এমন একটা নিয়ম জারি করালেন যাতে নির্দেশ আছে যে কেউ যিদ রাজা ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির কাছে প্রার্থনা করেন, তাকে সিংহের খাঁচায় নিক্ষেপ করা হবে। দানিয়েল জানতেন তিনি রাজার আেদশ অমান্য করছেন, তবে তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা অব্যাহত রাখলেন। সেই উপেদষ্টারা দানিয়েলকে প্রার্থনা করা অবস্থায় ধরলেন ও তাকে সিংহের খাঁচায় নিক্ষেপ করলেন। পরের দিন সকালে রাজা তড়িঘড়ি করে সিংহের খাঁচার কাছে গেলেন আর জিজ্ঞাসা করলেন যে ঈশ্বর দানিয়েলকে সিংহের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন কিনা। দানিয়েল উত্তরে বললেন যে, ঈশ্বর একজন স্বর্গদূত পাঠিয়েছিলেন তাকে সিংহের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। সিংহেরা তাকে স্পর্শ করেনি। দানিয়েলকে অক্ষত অবস্থায় দেখে রাজা খুশী হলেন।

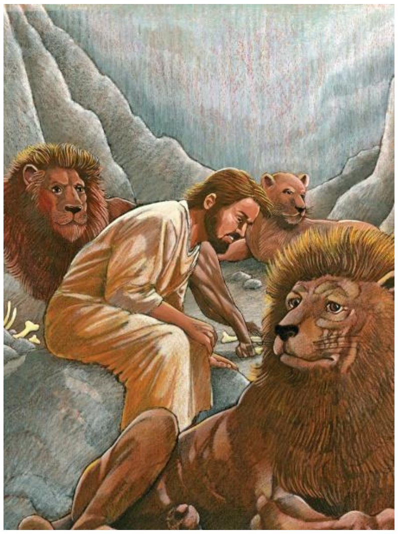

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **দানিয়েল** ব্যাবিলনের রাজার হয়ে কাজ করা একজন বিশ্বস্ত যিহুদী ছিলেন যিনি প্রতিশ্রুত দেশ থেকে নিবার্সিত হয়ে ব্যাবিলনে বাস করছিলেন। ঈশ্বর দানিয়েলকে অনেক সাফল্য দিয়েছিলেন, তাই অন্যরা তাকে ঈর্ষা করতো। অতএব, তারা রাজাকে কৌশলে ফাঁদে ফেলে তাকে দিয়েই দানিয়েলকে সিংহের খাঁচায় নিক্ষেপ করালেন, যদিও তিনি দানিয়েলকে ভালোবাসতেন।
- ২. **সিংহগুলো।** কিন্তু ঈশ্বর তো দানিয়েলের পক্ষে ছিলেন, আর তিনি একজন স্বর্গদূতকে পাঠিয়ে দিলেন সিংহগুলোর মুখ বন্ধ রাখতে। এভাবে দানিয়েল রক্ষা পেলেন, রাজা দানিয়েলের ঈশ্বরের শক্তির জন্য উল্লাস প্রকাশ করলেন, আর যারা দানিয়েলকে অভিযুক্ত করেছিলো তাদের শাস্তি দিলেন।

পাঠ প্রসঙ্গ। ভাববাদীদের সাধারণ পরিচিতি: ঈশ্বরের একজন ভাববাদী হওয়ার আহ্বান পাওয়াটা একটা সহজ বা নিরাপদ বিষয় ছিলো না, কারন ঈশ্বর ভাববাদীদের আহ্বান জানাতেন ইস্রায়েলীয়দের পাপের বিরুদ্ধে প্রচার করার জন্য। মাঝে মাঝেই রাজারা ভাববাদীদের জেলে ভরতেন তাদের প্রচলিত বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক প্রচারের জন্য। তবে এই আশাতেই ভাববাদীরা তাদের জীবনে আসা ঈশ্বরের আহ্বানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতেন যে মানুষেরা একদিন প্রায়শ্চিত্ত করবে ও ঈশ্বরের দিকে ফিরবে। বাইবেলের এই গল্পটার সাথে বাইবেলের শেষ গল্প, সদ্রক, মৈশক ও আবেদনগ'র গল্পের অনেক মিল পাওয়া যায়। দু'টো গল্পেই:

- দুটো গল্পের প্রধান চরিত্ররাই নিবার্সনে থাকা যিহুদীরা, যারা কিনা সেই দেশের সরকারী পেদ খুব ভালো কাজ করছিলেন।
- অন্যরা তাদের ঘৃণা করতো।
- যারা তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিলো তারা রাজাকে কৌশলে ভুল বুঝিয়ে সেই প্রধান চরিত্রগুলোর এক ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যকে কাজে লাগিয়ে তাদের হত্যা করতে চেষ্টা করেছিলো।
- যদিও এক ঈশ্বরের প্রতি তারা বিশ্বস্ত ছিলেন, কিন্তু রাজা ফাঁদে পড়ে সেই প্রধান চরিত্রগুলোকে দোষী হিসাবে রায় দেন এবং কষ্টকর মৃত্যুর দন্ড দেন।
- ঈশ্বর অলৌকিভাবে মঞ্চে আবিভূর্ত হন ও প্রধাণ চরিত্রেদর বাঁচিয়ে দেন।
- ঈশ্বর প্রধাণ চরিত্রগুলোকে সরকারী উচ্চপদে পেদান্নতি দেন আর তাদের শত্রুদের মৃত্যুদন্ডাদেশ দেন।

দানিয়েলের বেলায়, তার শত্রু ছিলো তাকে যারা ঈষার্ করতো তারা, আর তারা খুব হতাশ হতো কারণ দানিয়েল এতোটাই সৎ ছিলেন যে তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার কোনো সহজ রাস্তাই তারা খুঁজে পাচ্ছিলো না। যিদও দানিয়েল জানতেন যে, রাজার সেই আইন যাতে বলা ছিলো যে, সবাইকে শুধুমাত্র রাজার কাছেই প্রার্থনা করতে হবে, সেটা না মানার কারণে তাকে সমস্যায় পড়তে হতে পারে, কিন্তু তিনি জানতেন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকাটা তার থেকেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

নূতন নিয়মের পাঠ: দানিয়েলের মতো যীশুকেও একজন রাজনৈতিক নেতার সামনে পড়তে হয় তার প্রতি ঈর্ষান্বিত কিছু ব্যাক্তির বিশ্বাসঘাতকতার জন্য। ব্যাবিলনের রাজার মতোই, পিলাত চাচ্ছিলেন না ঈশ্বরের দাসকে হত্যা করতে, কিন্তু তিনি অনুভব করছিলেন যে, তিনি জনতার শক্তির ফাঁদে পড়ে গেছেন। পিলাত সত্যের পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য মোটেই শক্তিশালী ছিলেন না, আর তিনি যীশুকে মৃত্যুবরণ করারর জন্য জনতার হাতে ছেড়ে দেন। যীশুর শত্রুদের বিশ্বাসেরই জয় হয়। তবে শেষপর্যন্ত ঈশ্বর অলৌকিভাবে যীশুকে মৃতেদর মধ্যে থেকে জীবিত করে তোলেন, ঠিক যেমন তিনি দানিয়েলকে ও সদ্রক, মৈশক ও আবেদনগোকে অলৌকিভাবে বাঁচিয়েছিলেন।

দশ আজ্ঞার পথ: দশ নম্বর আজ্ঞাটা অন্য বেশীরভাগ আজ্ঞার মতো কোনো কিছু করতে বারণ করার নির্দেশ দেয়া আজ্ঞা ছিলো না। বরং এটা একটা মনোভাবকে নিষিদ্ধ করেছে। একিদক দিয়ে দশম আজ্ঞাটা সেই পাপটা করতে নিষেধ করেছে, যা বাকী সবগুলো আজ্ঞায় নিষিদ্ধ করা পাপগুলো করার পথে মানুষকে নিয়ে যায়। যিদও, লোভ একটা ধারণা বা মনোভাবের চেয়ে বেশী কিছু। এটা শুধুমাত্র অন্যের কোনো বস্তু যিদ নিজের থাকতো এমন আকাংখা থাকাই নয়। লোভ শুধুমাত্র একটা ইচ্ছার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং এটা সেই আকাঙ্খার মানুষ, বা কোনো পদবী বা অন্যের সেই বস্তুগুলোকে পাবার জন্য যে কোনো পদক্ষেপ নিতে সেই মানুষটাকে প্রলোভিত করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে লোভ হলো হত্যা, ব্যাভিচার, চুরি মিথ্যে কথা বলার মূল।

- **মাথা:** কি কি পথে আমরা নিজেদের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ রাখতে পারি এবং আমাদেরকে লোভের পাপ থেকে সুরক্ষা দিতে পারি?
- **হৃদয়:** অন্যের কোনো বস্তু যিদ নিজের থাকতো, এমন আকাঙ্খা মনের মাঝে থাকা আর সেই বস্তুটার প্রতি লোভ করা— এই দু'টো ব্যাপারের মধ্যে কি পার্থক্য আছে?
- **হাত:** কি ভাবে আপনি অন্যের যা যা আছে সেগুলো আপনার যিদ থাকতো, এই কামনা করে সময় নষ্ট করার পরিবর্তে আপনাকে যা যা ঈশ্বর দিয়েছেন সেগুলোকে তারিফ করতে পারেন?

আত্মার পথের ফল: ৭। বিশ্বস্ততা। এখানে গ্রীক ভাষায় ব্যাবহৃত" বিশ্বস্ততা" শব্দটার অর্থ ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক এবং আমাদের একে অপরের সাথে সম্পর্ককেও বোঝায়। ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, মূল শব্দটা নির্দেশ করে ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখা। এটার অর্থ হলো খ্রীষ্টানরা ঈশ্বরের ভালোত্বে, বিশ্বস্ততায় আর ভালোবাসায় বিশ্বাস করবে আর সেই অনুযায়ীই জীবন যাপন করবে। খ্রীষ্টানরা ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখতে পারে কারণ ঈশ্বর সেই বিশ্বাসের যোগ্য বলে প্রমাণিত। একই ভাবে, যীশু খ্রীষ্টানেদর বলেছেন মানুষে মানুষে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত হতে, অন্য মানুষের আস্থার যোগ্য হতে। এটা নয় যে তারা শুধু একজন খ্রীষ্টানকে বিশ্বাসী বলে জানবে, বরং সেই খ্রীষ্টান নিয়মিত বাস্তবে সেই প্রমাণ দেখাবে যে তাদের মাঝে ভালো গুণাবলী, বিশ্বস্ততা ও ভালোবাসা বর্তমান আছে। দুভার্গ্যজনকভাবে, যেমনটা দানিয়েলেন বেলায় ঘটেছিলো, অন্যরা একজন মানুষের ভালোগুণ আর সেই গুণের জন্য তার প্রতি আসা আশীবার্দকে নিজেদের জন্য হুমকি বলে মনে করে।

- **মাথা:** আপনার এলাকায় কে কে তেমন মানুষ আছেন যারা নিজেদের বিশ্বস্ত বলে প্রমাণ করেছেন এবং কিভাবে তা করেছেন?
- **হৃদয়:** আপনার হৃদয়ের মধ্যে এমন কিছু কি আছে বলে আপনার মনে হয়, যা আপনাকে বদলাতে হবে, যিদ আপনি একজন ঈশ্বরের প্রতি ও অন্যেদর প্রতি বিশ্বস্ত ব্যাক্তি হিসাবে জীবন যাপন করতে চান?
- **হাত:** আপনার এলাকায় একজন বিশ্বস্ত ব্যাক্তি হিসাবে চলার কারণে কি কি আশীবার্দ ও ঝুঁকির মুখোমুখি আপনি হতে পারেন?

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবােদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** ঈশ্বর প্রদত্ত সাফল্য এটা নিশ্চিত করে না যে, তার সঙ্গে সঙ্গে হিংসুটে মানুষের কাছ েথকে সে জন্য কোনো নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াও আসবে না। ঈশ্বর সহজ জীবনের প্রতিশ্রুতি েদন না, বরং বাস্তবতা হলো, যীশু ও দানিয়েল দুজনের ক্ষেত্রেই যেমন েদখা যায়, কখনও কখনও কঠিন নিযার্তনের মধ্য িদয়েই ঈশ্বরের মহোত্তম আশীবার্দ বের হয়ে আসে।
  - কেন ঈশ্বর সবসময়ই অলৌকিকভাবে খ্রীষ্টানেদরকে পাপীেদর কাছ েথকে সব রকম ক্ষতি েথকে সুরক্ষা েদন না?
  - দানিয়েলের পক্ষে কতটা কঠিন ছিলো রাজা দারিয়াবসের মতো একজনের জন্য কাজ করা, যিনি সহজেই তার প্রশাসনে থাকা লোকজনের ও অধস্তন কর্মকতার্দের কথায় প্রভাবিত হয়ে যেতেন?
- **হৃদয়: আমােদর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** দানিয়েলের মতো ঈশ্বর সকল খ্রীষ্টানকে সততা ও বিশ্বস্ততার সােথ জীবন যাপন করতে বলেছেন। এমন একটা সমাজে এইসব গুণাবলীর চচার্ করা খুবই কঠিন যেখানে এই দু'টো গুণের কোনোটারই দাম নেই। খ্রীষ্টানেদর ক্ষেত্রে সততার অর্থ হলো শুধুমাত্র ঈশ্বরের সেবা করা।
  - আশেপাশে কেউই যখন সততা ও বিশ্বস্ততার সােথ জীবন যাপন করে না, তখন কিসের দ্বারা একজন খ্রীষ্টান সততা ও বিশ্বস্ততার সােথ জীবন যাপন করার জন্য অনুপ্রাণিত হতে পারে?

- আপনার জীবনে এমন ব্যাক্তি কারা যারা আপনার আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, যারা সততা ও বিশ্বস্ততায় জীবন যাপন করেন?

- **হাত: কিভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ দিতে পারি?** কিছু মানুষ বলে থাকেন যে একজন ব্যাক্তি কোনো বড় ধরণের প্রলোভনের মুখোমুখি হলেই বুঝতে পারে আসলে সে কতটা সৎ। প্রলোভনে পড়ার পর প্রার্থনা করাটা প্রার্থনা শুরু করার সঠিক সময় নয়। বরং, একটা পবিত্র জীবন যাপন করার জন্য আত্মিক নিয়মানুবর্তিতার নিয়মিত চচার্ করাটা একজন খ্রীষ্টানের জন্য অবশ্য পালনীয় কাজ।
  - কারা আপনার জীবনে সেই ব্যাক্তিরা যারা আপনার পবিত্র জীবন যাপনের উপর লক্ষ্য রাখেন বা আপনাকে তাদের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয়?
  - প্রলোভনের সময় নিজেকে আপোস করার হাত থেকে বাঁচাতে কি কি পদক্ষেপ আপনি নিতে পারেন?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৫২ যোনা ও সেই বিশাল তিমি মাছটা

পাঠের সাস্ত্রাংশ: যোনা ১ম ও ২য় অধ্যায়

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: মিথ ১২:৩৯-৪৫

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** পাপীদের জন্য ঈশ্বরের ভালোবাসা কত বিশাল সেটা বুঝুন, তা মাঝে মাঝে খ্রীষ্টানেদর জন্য আসা ঈশ্বরের বাতার্কে অন্যের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য তাদের নিজেদের কিছুটা কষ্ট স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত রাখার জন্য আহ্বান করতেই পারে।
- **হৃদয়:** খ্রীষ্ট যাদের জন্য প্রাণ দিয়েছেন তাদের সবাইকে পুরোপুরি হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতে ও আলিঙ্গন করতে বর্ণবাদ, জাতীয়তাবাদ বা অন্য কোনো কুসংস্কার কি আপনাকে বাধা দিচ্ছে??
- **হাত:** আপনার কোনো একজন খ্রীষ্টান বন্ধুকে সাথে নিয়ে এই সপ্তাহে একটু কষ্ট স্বীকার করে এমন কোনো মানুষকে সাহায্য করুন বা তাকে বন্ধু বানান, যে অন্য কোনো জাতির বা দেশের লোক অথবা আপনার চেয়ে তার অর্থনৈতিক অবস্থা

একটা পেদ পাঠের শিক্ষা তখন যোনা উঠিয়া ভিন্ন। সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে নীনবীতে গেলেন। নীনবী ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মহানগর, তথায় যাতায়াত করিতে তিন দিন লাগিত, যোনা ৩:৩।

পাঠের সার সংক্ষেপ ঈশ্বর যোনাকে নিনবী নামের একটা শহরে গিয়ে সেখানকার লোকেদর তাঁর সম্পর্কে প্রচার করতে বললেন। নিনবী শহরের লোকরা ছিলো ভীষণ খারাপ, এবং যোনা চিন্তা করে দেখলেন যে, এদের ক্ষমা পাবার কোনো যোগ্যতা ও সম্ভবনা নেই। তাই তিনি অন্যিদকে পালালেন। তিনি একটা নৌকায় উঠে বিপরীত দিকে যাওয়া শুরু করলেন। সেইসময় ভয়ঙ্কর এক ঝড় আসলো আর যোনাকে বহন করা নৌকাটা প্রায় উল্টেই যাচ্ছিলো। সবাই যোনাকে জিজ্ঞাসা করলো যে, কি করলে এই ঝড় ও সমুদ্র শান্ত হবে। যোনা জানতেন যে এই ঝড় তার ভুলের ফল, তাই তিনি তাদের বললেন তাকে সমুদ্রে ফেলে দিতে। তারা তাকে সমুদ্রে ফেলে দেবার পর সমুদ্র শান্ত হয়। যোনা সমুদ্রে ডুবে যাবার পর বিশাল একটা মাছ তাকে গিলে ফ্যালে। যোনা পুরো তিন দিন সেই মাছের পেটের ভিতরে ছিলেন। যোনা শেষপর্যন্ত যখন সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি নিনবীতে ফিরে যাবেন, তখন মাছটা তাকে সমুদ্রের তীরে উগড়ে ফেলে দেয়। যোনা নিনবীতে ফিরে গিয়ে সব মানুষকে ঈশ্বরের কথা বলেন। সব মানুষ ঈশ্বরের কাছে তাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।

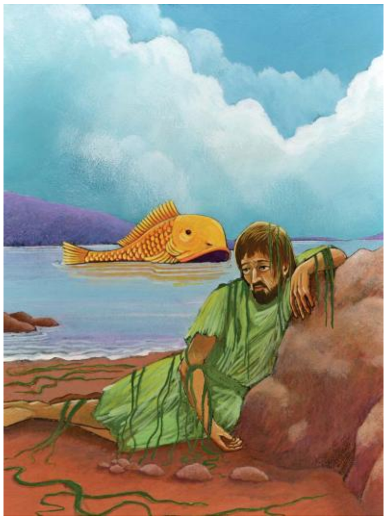

ছবি েথকে শেখা:

- ১. **যোনা** ঈশ্বরের একজন ভাববাদী ছিলেন। ঈশ্বর যোনাকে বললেন নিনবী শহরে গিয়ে সেই েদশের লোকেদর তােদর পাপের জন্য অনুতাপ করার ব্যাপারে সতর্ক করতে, তা না করলে তােদর জন্য ঈশ্বর শাস্তির ব্যাবস্থা করবেন। যোনা এইকাজ করতে চাইলেন না কারণ নিনবীয়রা ইস্রায়েলীয়দের শত্রু ছিলো, আর যোনা চাইতেন না তােদর পাপের জন্য অনুতাপ করার কোনো সুযোগ িদতে। অতএব, যোনা ঈশ্বরের সামনে েথকে পালিয়ে যেতে চাইলেন আর নিনবীতে না গিয়ে তার বিপরীত িদকের রাস্তা ধরলেন নৌকায় চড়ে। ঈশ্বর একটা ভয়ানক ঝড় উঠালেন সাগরে, যার ফলে তােদর নৌকাটা উল্টে যাবার অবস্থা হলো আর নৌকার লোকজন বেশ বুঝতে পারলো যে তারা ডুবতে চলেছে। যোনা তােদর বললেন তাকে ধরে সমুেদ্র নিক্ষেপ করতে; ঈশ্বর তার কারণেই এই ঝড় উঠিয়েছেন। আর তারা তাই করলো।
- ২. **বিশাল সেই মাছটা**। যোনাকে জলে ডুবতে না িদয়ে ঈশ্বর তাকে একটা বিশাল মাছের পেটে যেতে িদলেন। সেই মাছের পেটের মধ্যে বসে যোনা ঈশ্বরের কাছ েথকে দুরে সরে যাবার জন্য অনুতাপ করলেন আর তাকে বাঁচানোর জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করলেন।
- ৩. **শুকনো ডাঙ্গা**। যোনা অনুতাপ করার পর ঈশ্বর সেই মাছটাকে শুকনো ডাঙ্গার কাছে গিয়ে বমি করতে বাধ্য করলেন, আর যোনা বমির সােথ বের হয়ে গেলেন। ঈশ্বর আবার যোনাকে নিনবীতে গিয়ে তােদর বিরুদ্ধে প্রচার করতে বললেন। এইবার যোনা সে কথা মান্য করলেন। যোনা ঠিক ছিলেন, নিনবীর লোকেরা তােদর পাপের জন্য অনুতাপ করলো আর ঈশ্বর তােদর ক্ষমা করলেন। ঈশ্বর তােদর সকলেরই পাপ ক্ষমা করতে চেয়েছিলেন, এমনকি আমরা যােদর পাপের ক্ষমা পাবার যোগ্য মনে করি না, তােদর পাপও।

পাঠ প্রসঙ্গ। ভাববাদীেদর সাধারণ পরিচিতি: হওয়ার ডাক পাওয়াটা একটা সহজ বা নিরাপদ আহ্বান ছিলো না, কারন ঈশ্বর ভাববাদীেদর আহ্বান জানাতেন ইস্রায়েলীয়দের পাপের বিরুদ্ধে প্রচার করার জন্য। মাঝে মাঝেই রাজারা ভাববাদীেদর জেলে ভরতেন তােদর প্রচলিত বিশ্বাসের সােথ সাঙ্ঘর্ষিক প্রচারের জন্য। তবে এই আশাতেই ভাববাদীরা তােদর জীবনে আসা ঈশ্বরের আহ্বানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতেন যে মানুষেরা একিদন প্রায়শ্চিত্ত করবে ও ঈশ্বরের িদকে ফিরবে।

তবে, ঈশ্বরের কাছ থেকে যোনার ডাক পাওয়াটা ছিলো একটু অন্যরকম। ঈশ্বর যোনাকে ইস্রায়েলীয়দের কাছে প্রচার করতে পাঠাননি। যখন ঈশ্বর যোনাকে নিনবীতে পাঠাতে চাইলেন সে দেশের মানুষের পাপের কারণে তাদের জন্য ঈশ্বরের পাঠানো আসন্ন শাস্তির কথা বলার জন্য, তখন কিন্তু ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের শত্রুদের বিপক্ষেই প্রচার করতে যোনাকে আহ্বান করেছিলেন। নিনবী ছিলো অশূরিয়া রাজ্যর অন্তর্গত একটা নগর, আর অশূরিয়াবাসীরা ইস্রায়েলীয়দের জন্য একসময় চরম কষ্ট ও দুর্দশার কারণ হয়ে উঠেছিলো। যোনা এই ভয়ে ছিলেন যে তিনি যদি নিনবীয়েদর তাদের পাপের ব্যাপারে সতর্ক করেন, আর তারা সত্যিই অনুতাপ করে, তাহলে ঈশ্বর তাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন আর তাদের সে কারণে আর শাস্তি দেবেন না। যোনা চাননি যে নিনবীয়রা তাদের পাপের ক্ষমা পাক, তিনি চাইতেন নিনবীয়রা যেন তাদের পাপের সাজা পায়।

অতএব, ঈশ্বরের আজ্ঞা মেনে নিয়ে পূর্বদিকে নিনবীর পেথ রওনা না হয়ে যোনা পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের দিকে যাবার জন্য একটা জাহাজে উঠেছিলেন। তখন ঈশ্বর যোনার জীবনের একটা সুপরিচিত ঘটনা ঘটালেন: সেই ঝড়, সেই বিশাল মাছটার যোনাকে গিলে নেওয়া, আর মাছের পেট থেকে যোনার নিরাপেদ বাইরে বের হওয়া।

এইসবের পরে যোনা শেষপর্যন্ত নিনবীদের বিরুদ্ধে প্রচার করতে সে দেশে যান। যোনা ঠিক কাজটিই করেছিলেন। তিনি নিনবীয়েদর সতর্ক করলেন, তারা অনুতপ্ত হলো আর ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করলেন। যোনা ভীষণ রেগে যান। যোনার মধ্যে প্রশংসা করার মতো গুণ তেমন কিছু ছিলো না। কিন্তু তারপরও এই পুস্তকের একটা শক্তি হলো এটা পাঠকেদর এবং যারা এটা শুনছেন তাদের এই ব্যাপারটা বুঝতে সাহায্য করতে পারে যে তাদের মনের মাঝে কোনো কুসংস্কার আছে কি না। প্রেরিত পৌল যখন লেখেন যে ঈশ্বর চান সবাই যেন তাদের পাপের জন্য অনুতাপ করে (১ম পিতর ৩:৯), তিনি এটাই বোঝান যে, আমরা যাদের পাপের ক্ষমা পাবার যোগ্য মনে করি না তারাও এর মাঝে আছেন।

নূতন নিয়মের পাঠ: অনেক মানুষ, তাদের মাঝে যেমন ধর্মীর্য় নেতারাও আছেন, যাদের যীশুর শিক্ষা গ্রহন করা উচিৎ ছিলো, কিন্তু তারা করেননি। ঈশ্বরের বাতার্, যা যীশুর মাধ্যমে আসছিলো সেটা না শুনে আর তাঁর অলৌকিক কাজে বিশ্বাস না করে তারা বরং যীশুকে হত্যা করার ছক কষছিলো। যোনার মতোই তারা ঈশ্বরের দয়া ও ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলো, আর পরিবর্তে তারা শুধু দেখতে চাচ্ছিলো তাদের অপছেদর ব্যাক্তিদের ঈশ্বর কেমন কঠিন বিচার করেন। যীশু তাদের এই বলে সতর্ক করেন যে তারা আসলে যোনার সময়ের সেই লোকেদর চেয়েও বড় ধরণের বিপেদর সামনে দাঁড়িয়ে, যারা, যিদও একসময় ঈশ্বরের থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলো, যোনার মাধ্যমে ঈশ্বরের বাতার্ তাদের কাছে আসার পর, তাদের পাপের জন্য অনুতাপ করে।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপূর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** পাপের শিকড় মানুষের মনের অনেক গভীরে থাকে। যোনার ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায়, ঈশ্বরের বড় বড় ভাববাদীরাও কুসংস্কার, জাতীয়তাবাদ আর ঘৃণার মতো পাপগুলোর হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারেন না। ঈশ্বর যিদও ভালোবাসা ও সহমর্মিতায় পূর্ণ , আর তিনি চান সকলেই অনুতাপ করুক আর পরিত্রান পাক। অতএব, ঈশ্বর ভাববাদীদের পাঠান মানুষকে তাদের বিদ্রোহের আসন্ন পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করার জন্য। ঈশ্বরের ভালোবাসা ও সহমর্মিতার প্রকাশ তখনও ঘটে যখন ঈশ্বরের সাথে তাদের মুখোমুখি হতে হয় তাদের পাপগুলো ঈশ্বর প্রকাশ করে দেন, আর তিনি তাদের অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা পাবার জন্য আহ্বান করেন। অনেক সময়ই অন্যেদর জন্য ঈশ্বরের এই গভীর ভালোবাসা এটাই বোঝায় যে ঈশ্বর আমাদের মাঝে মাঝে নিজেদের আরাম আয়েশপূর্ণ অবস্থান ছেড়ে অন্যেদর কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য আহ্বান জানান।
    - যোনার মতো একজন ত্রুটিপূর্ণ মানুষের মধ্যে দিয়ে নিনবীয়েদর অনুতাপের মতো বিশাল এই পুনরুজ্জীবনমূলক কাজটা ঈশ্বর কেনো করালেন, এ ব্যাপারে কি ব্যাখ্যা আপনি দেবেন?
    - এমন কিছু পথ কি কি আছে যার মাধ্যমে ঈশ্বর খ্রীষ্টানেদর মুখোমুখি হন তাদের পাপ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে, আর তাদের অনুতাপ করার আহ্বান জানান?
- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** শুধুমাত্র পাপীদেরই অনুতাপ করা ও ঈশ্বরের ক্ষমা পাওয়া প্রয়োজন তা কিন্তু নয়। এমনকি পরিত্রাণ পাবার পরও খ্রীষ্টানেদর মনের ভিতরে দীর্ঘস্থায়ী পাপ থাকতে পারে, যেগুলোর জন্য তার ঈশ্বরের মুখোমুখি হওয়া লাগতে পারে এবং ঈশ্বর সেগুলোকে পরিস্কার করার জন্য তাকে আহ্বান জানাতে পারেন। মাঝে মাঝে এইসব পাপ মানুষের মনের অনেক গভীরে গাঁথা থাকে, আর অন্যের শেখানো কুসংস্কারের মতো ছোটবেলা থেকেই তাদের মনে ঢুকে যায়। যীশুকে আপনার হৃদয়ে আহ্বান করার মানে হলো আপনি শুধুমাত্র আপনার অতীত পাপের জন্য যীশুর কাছ থেকে ক্ষমা পেয়েছেন তাই নয়, কিন্তু আপনি যীশুকে আপনার হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করতে ও পাপের সব শিকড়কে উপড়ে ফেলার সুযোগ দিচ্ছেন, যেগুলো আপনাকে ঈশ্বরের প্রতি পুরোপুরি নিবেদিত হতে দেয় না।
    - কুসংস্কার ছাড়া আর কি কি পাপ আছে যেগুলোকে খ্রীষ্টানরা শুরুর দিকে ঠিকমতো চিনতে নাও পারে, কিন্তু সেগুলো ঈশ্বরের সাথে ও অন্যের সাথে তার সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে?
    - কি কি পদক্ষেপ একজন খ্রীষ্টান নিতে পারে যার মাধ্যমে তার হৃদয়ে ঈশ্বরের ভালোবাসার এ¯্রাত আরো সহজপ্রাপ্য হতে পারে, আর অন্যেদর জন্যও তেমনই হতে পারে?

- **হাত: কিভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ িদেত পাির?** দুভার্গ্যজনকভাবে, মাঝে মাঝে খ্রীষ্টানরা তাে◌দর জন্য আসা ঈশ্বরের বাতার্কে “না” বলে ে◌দয়। তারা মনে করে যে তারা নির্িদর্ষ্ট কিছু নিয়ম মানবে আর বাকীগুলোকে এড়িয়ে যাবে। তারা ভাবে তারা কিছু মানুষকে ভালোবাসবে আর অন্যেদর প্রতি ঘৃণার মনোভাব পোষণ করবে। তবে, তারা সরাসরি বা সাধারণভাবে, যেভাবেই ঈশ্বরের আহ্বানকে “না” বলুক না কেনো, তারা এর ফলে ঈশ্বরের সাে◌থ তাে◌দর সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্থ করছে আর ঈশ্বরের রাজ্যে অংশ হতে ব্যর্থ হে"ছ।
    - কিভাবে অন্য একজন খ্রীষ্টানের উপেদশ আপনাকে খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসে বেড়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে?
    - কি ভাবে আপনি যীশুকে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন যাতে তিনি আপনার হৃদয়ে উঁকি িদয়ে ে◌দখেন যে, সেখানে কোনো অপরিস্কার বস্তু আছে কিনা?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ ে◌থকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাে◌থ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

অনুশীলনীর শিরোনাম: ৫৩ ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তির বিষয়ে ভাববাদীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেন

অনুশীলনীর শাস্ত্রাংশ: যিশাইয় ৫২:১৩-৫৩:১২

নতুন নিয়মের শাস্ত্রাংশ: লূক ২৪:১৩-৩৫

অনুশীলনীর উদ্দেশ্যসমূহ:

- **মস্তক:** পুরাতন নিয়মের অনেক ভাববাদী যীশুর জীবন, পরিচর্যা কাজ, মৃত্যু এবং পুনরুত্থান সম্পর্কে যা কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেটি বোঝা।
- **হৃদয়:** ঈশ্বরের সেই ভালোবাসা নিয়ে আনন্দ করা যা এই পাপপূর্ণ মানবজাতিকে তাঁর মতো একজন পবিত্র ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলিত হবার পথকে প্রস্তুত করে।
- **হাত:** ঈশ্বর আপনার জীবনে কি বলছেন, আপনার জন্য তাঁর কি আকাঙ্ক্ষা রয়েছে এবং তিনি আপনাকে যে দয়া করেছেন সেই বিষয়ে অন্যের কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্য যেভাবে আহ্বান করছেন সেই বিষয়গুলো শোনার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা।

একটি পদে আজকের অনুশীলনী: তখন তাঁহারা পরস্পর কহিলেন, পথের মধ্যে যখন তিনি আমাদের সহিত কথা বলিতেছিলেন, আমাদের কাছে শাস্ত্রের অর্থ খুলিয়া দিতেছিলেন, তখন আমাদের অন্তরে আমাদের চিত্ত কি উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল না? লূক ২৪ঃ৩২

শাস্ত্রাংশের সারমর্ম/সংক্ষিপ্তসার বহু যুগ ধরে, ঈশ্বর বিভিন্ন রকম ভাববাদীদের মধ্য দিয়ে এমন একজন বিশেষ মনোনীত ব্যক্তির আসার বিষয়ে বিস্তারিতভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যিনি তাঁর লোকদেরকে একদিন শয়তানের ক্ষমতা থেকে মুক্ত করবেন এবং একজন পরাক্রমশালী রাজার মতো শাসন করবেন।

এই ছবিটি থেকে শিক্ষা:

- ১. **ভাববাদী.** পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর ভাববাদীদের আহ্বান করতেন যাতে তিনি ইস্রায়েল জাতি এবং এর নেতাদের কাছে এদের মধ্য দিয়ে বিশেষ খবর/বার্তা পাঠানোর মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন। যদিও ভাববাদীরা প্রথমে লোকদের এবং নেতাদের কাছে এই খবরগুলো বলতেন/বার্তাগুলো দিতেন, সেগুলোর অনেকগুলোই আমাদের জন্য বাইবেলে লিখিত এবং সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছিল।
- ২. **ভবিষ্যৎ.** ঈশ্বর যখন ভাববাদীদেরকে তাদের সময়কাল এবং অঞ্চলভেদে বার্তা/খবরগুলো দিতেন তখন বেশকিছু ভবিষ্যদ্বাণী ভবিষ্যতে ঘটার সাথেও সম্পর্কযুক্ত ছিল। সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, ভাববাদীরা এমন কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যা মশীহের জন্ম, জীবনযাপন এবং মৃত্যু সম্পর্কে পূর্বাভাস দেয়।
- ৩. **কষ্ট সহ্যকারী দাস.** বিশেষ করে, ঈশ্বরের লোকদের জন্য পরিত্রাণ নিয়ে আসার জন্য মশীহ যে যাতনাভোগ করবেন সেটি সম্পর্কে যিশাইয় ভাববাদীকে খুব সুনির্দিষ্ট এবং সুচিত্রিত বার্তা/খবর দেওয়া হয়েছিল।

শাস্ত্রাংশের প্রেক্ষাপট: ঈশ্বর যিশাইয় ভাববাদীকে আসন্ন মশীহের জীবন, মৃত্যু এবং পরিচর্যা সম্পর্কে বেশকিছু সুনির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট দর্শন দিয়েছিলেন। যীশু যে ধরণের কষ্টভোগ করবেন সেই বিষয়গুলো

সম্পর্কে এই শাস্ত্রাংশগুলো বেশ স্পষ্ট ধারণা দেয়। যীশু খ্রীষ্টের জীবন, মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের আলোকে প্রাথমিক খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা পুরাতন নিয়ম অধ্যয়নের সময়ে তারা বিশেষ করে এই শাস্ত্রাংশগুলোকে যীশুর মশীহত্বের ঘোষণার সাথে প্রাসঙ্গিক হিসেবে চিহ্নিত করেছিল।

মজার বিষয় হলো, যীশুর সময়কালে ধর্ম গুরুরা সাধারণভাবে এই শাস্ত্রাংশগুলোকে আসন্ন মশীহের সাথে সম্পর্কযুক্ত হিসেবে ব্যাখ্যা করতো না। এর পরিবর্তে, তারা এই শাস্ত্রাংশগুলোর পূর্ববতী অংশগুলোর দিকে গুরুত্ব দিতেন যেগুলো এমন একজন নেতার বিষয়ে বলে যিনি ই‍্রায়েলকে বন্দীদশা থেকে এবং রাজনৈতিকভাবে মুক্ত করবেন। এই কারণেই যীশুর সময়ের অনেক ধর্মীয় নেতা এবং যিহূদীরা সাধারণভাবে যীশুকে মশীহ হিসেবে তাঁর পরিচর্যা কাজ সম্পর্কে বুঝতে পারে নি। এমনকি, যীশুর শিষ্যরাও তাঁর মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের আগে তাঁর পরিচর্যার ধরণ সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারেনি।

নতুন নিয়মের শাস্ত্রাংশ: যাইহোক, মানুষ যদি ঈশ্বরের বাক্যকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে কিংবা ভুল বোঝে তাতে এই সত্য কখনও পরিবর্তিত হয় না যে, যীশুর পরিচর্যা কাজের বিষয়ে পুরাতন নিয়মে খুব স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। যীশু যখন ইম্মায়ূ গ্রামের পথ দিয়ে তাঁর দু'জন শিষ্যের সাথে হাঁটছিলেন তখন আমরা তাঁর এই বার্তাটি দেখতে পাই। সৌভাগ্যবশত, যীশু তাঁর পরিচর্যার এই দুইটি সত্যকে এবং কীভাবে তাঁর পরিচর্যার বিষয়ে পবিত্র শাস্ত্রে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল তা তুলে ধরেছিলেন।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবা‌েদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে‌েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

বলুন:

- **মস্তক: এই শাস্ত্রাংশটির অর্থ কী?** যীশুর সময়ে বেশিরভাগ ধর্মীয় নেতারা দায়ূদের বংশ থেকে একজন সামরিক মশীহের জন্য অপেক্ষা করছিল যিনি আসবেন এবং রোমীয় শাসনকে বিতাড়িত করবেন। তবে, যীশু রাজনৈতিক বন্দীদশা থেকে ই¯্রায়েলকে মুক্ত করার জন্য নয়, বরং তিনি তাদেরকে আত্মিক বন্দীদশা থেকে মুক্ত করতে এসেছিলেন। যীশুই যে মশীহ্ এই বিষয়টি বুঝতে যখন ধর্মীয় নেতাদের বেগ পেতে হচ্ছিল তখন হাজার হাজার সাধারণ পুরুষ ও মহিলারা যীশুর কথা শোনার জন্য, তাঁর আশ্চর্য কাজ দেখার জন্য ভিড় করতো এবং তারা বিশ্বাস করতো যে, ঈশ্বরই যীশুকে পাঠিয়েছিলেন।
  - বর্তমানের পুরুষ এবং মহিলারা কীভাবে যীশুর সময়ের মত ঈশ্বরের বাক্য, বাইবেলকে ভুল বোঝে এবং ঈশ্বর তাদেরকে যে আশীর্বাদ করতে চান সেটি থেকে বঞ্চিত হয়?
  - কোন পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করার মাধ্যমে আপনি এই বিষয়ে সুনিশ্চিত হতে পারেন যে, আপনি সঠিকভাবে বাইবেলের অর্থগুলো বুঝতে পারছেন?
- **হৃদয়: শাস্ত্রাংশ অনুযায়ী আমাদের কেমন হওয়া উচিত?** কেউই কষ্টভোগ করতে চায় না। কিন্তু যীশু আমাদেরকে পরিত্রাণ দেবার জন্য ভয়ানকভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আমরা যখন যীশুর এই মহান পরিত্রাণকে সাগ্রহে গ্রহণ করি, তখন এর অর্থ হলো আমরা অবশ্যই স্বেচ্ছায় যীশুর জন্য কষ্টভোগ করার জন্য প্রস্তুত থাকবো। আমরা যখন সম্পূর্ণভাবে তাঁর কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করি, তখন সেটি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি আমাদের জীবনে এমন আনন্দ এবং শান্তি নিয়ে আসেন যা আমাদের বোঝার ক্ষমতার বাইরে।
  - আপনার জীবনে এমন কি আছে যা আপনাকে আপনার ত্রাণকর্তা যীশুর মতো হয়ে ওঠার জন্য যে ধরণের জীবন এবং কষ্টগুলো সাগ্রহে গ্রহণ করা থেকে বাধা দিচ্ছে?
  - আপনি যখন সম্পূর্ণভাবে আপনার জীবনকে খ্রীষ্টের কাছে সমর্পিত করেছেন তখন ঈশ্বর আপনাকে কোন কোন দিক থেকে আশীর্বাদ এবং শক্তিশালী করেছেন?
- **হাত: আমরা কীভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপান্তর করতে পারি?** কোনো মানুষ খ্রীষ্টিয়ান হোক বা না—ই হোক, স্বাভাবিকভাবে কেউ সহজেই আত্মত্যাগমূলক জীবন যাপন করতে পারে না। এই ধরণের জীবন—যাপন করার জন্য মূলত অনেক অনুশীলন এবং দৃঢ় অঙ্গীকারের প্রয়োজন হয়। এটি একটি ছোট পদক্ষেপ নেবার মাধ্যমে শুরু হয় কারণ আমরা শিখেছি যে, যীশু যদি সামান্য বিষয়গুলোর প্রতি বিশ্বস্ত হতে পারেন, তাহলে তিনি বড় বিষয়গুলোর ক্ষেত্রেও বিশ্বস্ত থাকবেন।
  - আপনি এই সপ্তাহে কি ধরণের কার্যক্রম বা অভ্যাসগুলো পরিবর্তন করতে পারেন যা আপনাকে আরও গভীরভাবে এবং বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের রব শুনতে সাহায্য করবে?
  - এই সপ্তাহে আপনি কোন ধরণের দাসরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন যার মধ্য দিয়ে অন্যেরা আপনার মধ্যে খ্রীষ্টকে দেখতে পাবে?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসােথ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৫৪ স্বর্গদূত মরিয়মের সংগে কথা বলেন

পাঠের সাস্ত্রাংশ: লূক ১:২৬-৫৬

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: ১ম শমূয়েল ২:১—১১

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** যীশুখ্রীষ্টের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর পরিত্রাণের নতুন যে কাজ শুরু করেছেন তার জন্য আনন্দ করুন।
- **হৃদয়:** ঈশ্বর মরিয়মের জীবনে যে প্রতিশ্রুতি রেখেছেন, আর বিভিন্ন মানুষের দ্বারা তাঁর বাক্য প্রকাশের মাধ্যমে ঈশ্বরের যে মহিমা প্রকাশিত হয়েছিলো, তা নিয়ে চিন্তা করুন।
- **হাত:** আপনার জীবনকে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে পুরোপুরি উৎসর্গ করুন, যাতে ঈশ্বর এই পাপপূর্ণ ও ভগ্ন পৃথিবীতে আপনাকে সুসমাচার নিয়ে যাবার কাজে ব্যাবহার করতে পারেন।

একটা পেদ পাঠের শিক্ষা তখন মরিয়ম কহিলেন, দেখুন, আমি প্রভুর দাসী; আপনার বাক্যানুসারে আমার প্রতি ঘটুক। পরে দূত তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন, লূক ১:৩৮।

পাঠের সার সংক্ষেপ মরিয়ম একজন অল্পবয়স্ক, গরীব মেয়ে ছিলেন যিনি নাসারত নামের একটা নগরে বাস করতেন। তিনি যোষেফ নামের এক পুরুষ ব্যাক্তির বাগদত্তা ছিলেন। ঈশ্বর গাব্রিয়েল নামের একজন স্বর্গদূতকে পাঠালেন মরিয়মের সাথে কথা বলার জন্য। গাব্রিয়েল যখন মরিয়মকে দেখা দিলেন, মরিয়ম খুব ভয় পেলেন। তিনি বুঝতে পাচ্ছিলেন না যে, কেনো ঈশ্বরের একজন দূত তার সাথে দেখা করতে আসবেন। গাব্রিয়েল মরিয়মকে বললেন ভয় না পেতে কারণ তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেয়েছেন। ঈশ্বর তাকে একটা বিশেষ কাজের জন্য মনোনীত করেছেন। গাব্রিয়েল মরিয়মকে বললেন যে, তিনি একটা সন্তান প্রসব করবেন। আর শিশুটা ভূমিষ্ঠ হবার পর তিনি যেনো তার নাম 'যীশু' রাখেন। গাব্রিয়েল বলেন আর তিনি হবেন বিশেষ একটা শিশু। তাকে ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত করা হবে। মরিয়ম বুঝতে পারছিলেন না ঈশ্বর কেন যীশুর মা হবার জন্য তাকেই বেছে নেবেন। যিদও মরিয়ম বুঝতে পারলেন যে, কেনো ঈশ্বর তাকে এই বিশেষ কাজ সম্পাদন করার দায়িত্ব দিয়েছেন, তিনি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতেন আর ঈশ্বর তাকে দিয়ে যা করাতে চান, তাতেই তার সম্মতি ছিলো।

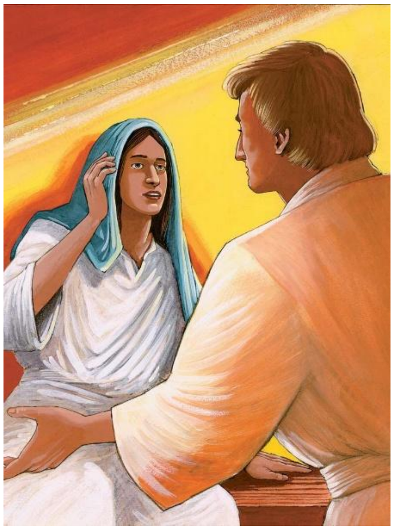

ছবি েথকে শেখা:

- ১. **গাব্রিয়েল।** ঈশ্বর গাব্রিয়েল নামের একজন স্বর্গদূতকে মরিয়মের কাছে পাঠালেন একথা ঘোষণা করতে যে ঈশ্বর মরিয়মকে মনোনীত করেছেন যীশুকে, ঈশ্বরের পুত্রকে, জন্ম েদবার জন্য।
- ২. **মরিয়ম** ছিলেন একজন অল্পবয়স্ক তরুণী যিনি নাসারত নামের একটা নগরে বাস করতেন। তিনি তখনও বিয়ে করেননি ও তিনি কুমারী ছিলেন। তাই গাব্রিয়েলের েদয়া সংবােদ তিনি মমার্হত হন আর তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে কিভাবে এটা হতে পারে যেখানে তিনি একজন কুমারী মেয়ে। গাব্রিয়েল তাকে বলেন যে তার গর্ভবতী হওয়াটা হবে ঈশ্বরের একটা অলৌকিক কাজ। মরিয়ম, যিদও তিনি তখনও ভীত ছিলেন আর অনেক প্রশ্নের উত্তর তিনি পাচ্ছিলেন না, ঈশ্বরের সামনে নত হলেন আর সেই মহা সুসংবাদকে মেনে নিলেন।

পাঠের প্রসঙ্গ ঈশ্বরের সেই অব্রাহমের সােথ করা চুক্তির প্রতিশ্রম্নতিটা এখন গাব্রিয়েলের মরিয়মের কাছে েদয়া সেই ঘোষণার সােথ সােথ নতুন একটা যুগে প্রবেশ করলো। আিদপুস্তক ১২ অধ্যায়ে অব্রামের (পরে অব্রাহাম নামকরণ হয়) সােথ ঈশ্বরের চুক্তির প্রতিশ্র/তির কথা লেখা আছে, যা ঈশ্বরের মনোনীত জাতি হিসাবে ঈ¯্রায়েলীয়েদর পথ চলার শুরুটাকে চিহ্নিত করে। ঈশ্বর অব্রাহাম নামের এই নিঃসন্তান বৃদ্ধ মানুষটাকে এই প্রতিশ্রম্নতি েদন যে তিনি যিদ তার পরিবারের শান্তি ও সুরক্ষা ত্যাগ করে ঈশ্বরের নির্েদশনা মতো নতুন েদশে যান, তাহলে অব্রাম

- একটা মহান জাতির পিতা হবেন
- আর পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য আশীবার্দ স্বরূপ হবেন।

আমরা বাইবেলের পুরাতন নিয়মে চোখ রাখতে পারি, ঈশ্বরের প্রথম চুক্তির পূর্ণতা কিভাবে বাস্তবায়িত হয় তা েদখবার জন্য। আমরা নতুন নিয়মে চোখ রাখতে পারি ঈশ্বরের ২য় প্রতিশ্রম্নতিকে কিভাবে ঈশ্বর বাস্তবায়িত করেন সেটা েদখার জন্য। এই ই¯্রায়েল জাতি েথকেই ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র যীশু জন্মলাভ করেছেন, আর এই জাতি বিভিন্ন সাম্রাজ্যের ৯ (মিশরীয়, অশূরিয়া, ব্যাবিলনীয়, রোমিয় ইত্যািদ) উৎপত্তির কেন্দ্রস্থল হিসাবে ইতিহাস জুড়েই অবস্থান করেছে। যীশু আর তাঁর অনুসারীরা এই পৃথিবীর সকলের জন্যই আশীবার্দ বর্ষণ করা শুরু করেন। ঈশ্বর এখনও তাঁর প্রতিশ্রম্নতি পূর্ণ

করে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত, কারন প্রতিটা নতুন িদনে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার শুনে নতুন নতুন মানুষেরা খ্রীষ্টান হচ্ছে।

পরিত্রানের কাহিনীর শুরু হয়েছিলো সেই অলৌকিক গর্ভধারণের মধ্যে িদয়ে, যখন ঈশ্বর সারার গর্ভ খুলে েদন আর সারা ও অব্রাহমকে একটা সন্তান দান করেন, যে সারা অনেক বয়স্ক হবার কারণে গর্ভধারণে অক্ষম ছিলেন। পাঠের এই অংশে েদখা যায় ঈশ্বর পরিত্রাণের গল্পকে আরেকটা অলৌকিক গর্ভধারণের মধ্যে িদয়ে চলমান রেখেছেন। তবে এবার ঈশ্বর কোনো বয়স্ক মহিলার গর্ভ খুলে িদে"ছন না, বরং একজন তরুণী, অবিবাহিত কুমারীর গর্ভকে খুলে িদে"ছন।

মরিয়ম অবশ্যই গাব্রিয়েলের কাছ েথকে এই ঘোষণা শুনে একই সা েথ ভয়ও পেয়েছিলেন আর হতভম্বও হয়েছিলেন। হতভম্ব এই কারণে হবেন যে কেন তার মতো নগন্য একজনকে, যার কথা পুরাতন নিয়মে উল্লেখ পর্যন্ত করা হয়নি, ঈশ্বর মনোনীত করবেন। হতভম্ব এই কারণে হবেন যে কিভাবে একজন কুমারী গর্ভবতী হতে পারে?

ভয় এ কারণে পেয়েছিলেন যে এ খবর তার জীবনে বিশৃঙ্খলা এনে িদয়েছিলো। তার ভালোবাসার মানুষ, যোষেফ, কি তার গর্ভবতী হবার খবরটা জানার পর তার সা েথ বিয়ের বিষয়টাকে বাতিল করে েদবে? তার নিজের বাবা মা কি এ খবর জানার পর তাকে ঘর েথকে বের করে েদবে? কেউ কি তার কাছে স্বর্গদূত আসার খবরটা শুনে বিশ্বাস করবে? কেউ কি তার গর্ভবতী হবার সা েথ স্বর্গীয় শক্তি জড়িত থাকার কথা বিশ্বাস করবে?

তার মনে এতোসব বিভ্রান্তি ও ভীতি থাকার পরও তিনি ঈশ্বরের ঈ"ছার কাছে তার জীবনকে সমর্পন করেন। তিনি ঈশ্বরের প্রশংসা করেন তাকে মনোনীত করার জন্য, আর যারা ঈশ্বরের ঈ"ছাকে বাধ্যতার সা েথ অনুসরণ করে তা েদরকে বংশানুক্রমে ঈশ্বরের তার মহান দয়া প্রদান করার জন্য।

সহায়ক পাঠ: মরিয়মের পুরাতন নিয়ম সম্পর্কে যেথষ্ঠ ভালো ধারণা ছিলো, কারণ তার ঈশ্বরের প্রতি প্রশংসামূলক সংগীতে (লূক ১:৪৬-৫৫) পুরাতন নিয়মে উল্লেখিত আরেকজন অলৌকিক ভাবে মা হওয়া নারীর প্রশংসা সংগীতের মিল পাওয়া যায়। ভাববাদী শমূয়েলের মা, হান্না, যার প্রার্থনা শুনে ঈশ্বর তার গর্ভ খুলে িদয়েছিলেন আর তাকে অলৌকিকভাবে একটা সন্তান উপহার িদয়েছিলেন, তিনি একটা প্রশংসা সংগীত গেয়েছিলেন তার সন্তান জন্ম নেবার পর। শত বিভ্রান্তি ও ভীতির পরও নিশ্চয়ই হান্নার কাহিনী ও তার সেই সংগীত মরিয়মকে বিশাল শান্তি ও স্বস্তি িদয়েছিলো।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ িদন;

- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** ঈশ্বর মাঝে মাঝেই মানুষের আশাকে পাশ কাটিয়ে যান। ঈশ্বর মাঝে মাঝেই বংশের প্রথম সন্তানের প্রতি আশীবার্দ না করে ২য় সন্তানকে মনোনীত করেন্। ঈশ্বর এক নিঃসন্তান বয়স্ক দম্পতিকে বেছে নেন তাদের মধ্যে দিয়ে পরিবার সৃষ্টি করে একটা পুরো জাতিকে আশীবার্দ করার জন্য। ঈশ্বর যীশয়ের কনিষ্ঠ সন্তানকে রাজা বানিয়েছিলেন জ্যেষ্ঠ সন্তানের বদলে। আর এখন আমরা নতুন নিয়মের শুরুতেই দেখি, ঈশ্বর ঘোষণা দি"ছন একজন কুমারী মেয়ে ঈশ্বরের সন্তানের জন্ম দেবেন। না জানি কত বড় বিভ্রান্তি ও ভয়, আনন্দ ও উত্তেজনা মরিয়মকে গ্রাস করেছিলে! যিদও আমাদের জন্য এটা কেবলই আনন্দের সংবাদ। ঈশ্বর, যীশু খ্রীষ্টেতে পরিত্রাণের প্রশস্ত পথ খোলা রেখে আহ্বান করছেন সবাইকে পরিত্রাণ ও ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের স্বাদ নেবার জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে।
  - ঈশ্বরের কোনো বাতার্ কি কখনও আপনার জন্য ভয় বা বিভ্রান্তির কারণে হয়েছে?
  - মরিয়মের মতো নিজেকে নম্রভাবে ঈশ্বরের জন্য নিবেদন করাটা কেন ঈশ্বরকে আপনার দেয়া সর্বশ্রেষ্ট উপহার হতে পারে?
- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** আমাদের এটা মনে করা উচিৎ হবে না যে এই অভিজ্ঞতার পরই মরিয়মের বিভ্রান্তি আর ভয়ের শেষ হবে। পরবতীর্ মাসগুলোতে তার শরীরে ঈশ্বরের আরো অনেক অলৌকিক কাজ সংঘটিত হবে যা তাকে আরো ভয় পেতে ও এসব নিয়ে আরো প্রশ্ন করতে বাধ্য করতে পারে। যিদও লূক পুস্তক আমাদের বলে, ঈশ্বর মরিয়মের হবু স্বামী ও মাসীর সাথে কথা বলেছিলেন, যারা দু'জনেই মরিয়মকে এক্ষেত্রে সহযোগীতা করেছিলেন। মরিয়ম নিশ্চিতভাবেই একাকী এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাননি। ঈশ্বরের অনুগ্রহে তিনি প্রয়োজনীয় সহযোগীতা ও শক্তি পেয়েছিলেন, যার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে নম্র, বিশ্বস্ত একজন দাসী হিসাবে তিনি থাকতে পেরেছিলেন।
  - আপনার জীবনে ঈশ্বর কাকে কাকে রেখেছেন আপনাকে সহযোগীতা ও অনুপ্রেরণা দেবার জন্য?
  - মন্ডলীর কিভাবে একটা পরিবারের মতো হয়ে খ্রীষ্টানেদর জন্য কাজ করা উচিৎ, যাতে খ্রীষ্টানরা সহযোগীতা পায় ও অনুপ্রাণিত হয়?
- **হাত: কিভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ দিতে পারি?** ঈশ্বরের প্রতি আত্মনিবেদন একই সাথে সারাজীবনের একটা ঘটনা আবার প্রতিদিনের একটা সিদ্ধান্ত। ঈশ্বর খ্রীষ্টানেদর ব্যাবহার করেন এই পৃথিবীতে যারা যন্ত্রণা ভোগ করছে আর হারিয়ে গেছে তাদের পরামর্শ দেবার জন্য। আপনার জীবনকে ঈশ্বরের কাছে পুরোপুরি সমর্পন করুন, যাতে ঈশ্বর আপনাকে এই পাপে পূর্ণ ও ভগ্ন পৃথিবীর জন্য সুসমাচার বহন করে নিয়ে আসতে পারেন।
  - আপনার জীবনে এমন কি কেউ আছেন যিনি ঈশ্বরের প্রতি নম্রতা ও নিজের হৃদয় খুলে দেবার ক্ষেত্রে আপনার জন্য একজন আদর্শ মানুষ?
  - এ সপ্তাহে কার কাছে আপনি যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার নিয়ে আলোচনা করতে পারেন?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাম্প্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসােথ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৫৫ মশীহ জন্ম নিলেন

পাঠের সাস্ত্রাংশ: লূক ২:১-৩৮

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: যিশাইয় ৯:২-৭

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** উল্লাস করুন, ঈশ্বর যীশুর মধ্য দিয়ে এই পৃথিবীতে এসেছেন পরিত্রাণের একটা পথ তৈরী করতে, এমন একটা পথ যা দিয়ে আমরা ঈশ্বরের ভালোবাসার গভীরতাকে বুঝতে পারি।
- **হৃদয়:** গভীরভাবে চিন্তা করুন, ব্যাপারটা নিয়ে যে যীশু কেন এতো সাধারণ একটা পারিবেশের মাঝে এসেছিলেন? এটা ঈশ্বরের হৃদয় সম্পর্কে কি ধারণা দেয় যে, কেন যীশু একটা মন্দিরের প্রধাণ পুরোহিতের বাড়ীতে জন্ম না নিয়ে একটা যাবপাত্রে জন্ম নিলেন?
- **হাত:** আপনার এলাকার একটা দরিদ্র পরিবারের কাছে এগিয়ে যান এই সপ্তাহে, আর দেখুন কি আশীবার্দ আপনি তাদের জন্য আনতে পারেন?

একটা পেদ পাঠের শিক্ষা কারণ একটি বালক আমাদের জন্য জন্মিয়াছেন, একটি পুত্র আমাদিগকে দত্ত হইয়াছে; আর তাঁহারই স্কন্ধের উপরে কর্তৃত্বভার থাকিবে, এবং তাঁহার নাম হইবে আশ্চর্য মন্ত্রী, বিক্রমশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ, যিশাইয় ৯:৬।

পাঠের সার সংক্ষেপ যোষেফ ও মরিয়ম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার পর তাদের বেৎলেহম শহরে যেতে হয়েছিলো আদমশূমারীতে নিজেদের নাম লেখাবার জন্য। তারা সেখানে থাকাকালীন সময়েই মরিয়মের প্রসবকাল পূর্ণ হয়। যোষেফ মরিয়মকে একটা পান্থশালায় নিয়ে যান। পান্থশালা হোটেলের মতোই একটা একটা পান্থশালায় রক্ষক বললো ওই মুহূর্তে ওখানে রাত কাটানোর জন্য কোনো ঘর খালি নেই, তবে তারা রাতটা গোয়ালঘরে কাটাতে পারে, যেখানে তার পোষা গবাদিপশুরা থাকে। যোষেফ লোকটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে মরিয়মকে নিয়ে সেই গোয়ালঘরে ঢোকেন। পরে সেই রাতেই মরিয়ম একটা ছোট্ট পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। তিনি শিশুটাকে কাপড়ের টুকড়ো দিয়ে জড়িয়ে রাখেন ও যাবপাত্রে তাঁকে শোয়ান ঘুমানোর জন্য। 'যাবপাত্র' হলো গবাদিপশুর খাবার খাওয়ার পাত্র। ঈশ্বরের একজন দূত কাছেই থাকা একটা মাঠের রাখালেদর এই সংবাদ দিলো যে, একজন পরিত্রাতা জন্ম নিয়েছেন, যাঁকে তারা একটা যাবপাত্রে শোয়ানো অবস্থায় দেখতে পাবে। স্বর্গদূত চলে যাবার পর তারা বেৎলেহম শহরে গিয়ে সেই স্বর্গদূতের কথামতো শিশুটাকে দেখতে পেলো।

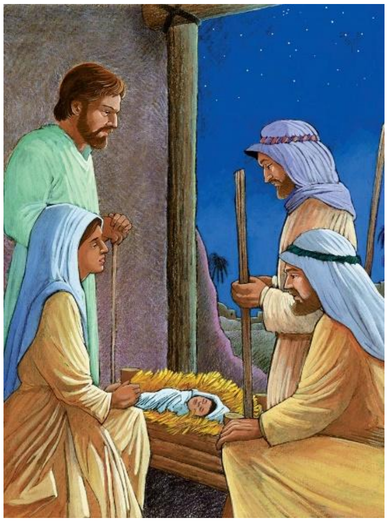

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **যোষেফ আর মরিয়ম** বেৎলেহমে গেলেন কারণ সরকারের জনসংখ্যা গণনার কার্যক্রমের জন্য সবাইকে যার যার নিজের জন্মশহরে যাবার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছিলো। এই যাত্রার সময় মরিয়ম তাঁর প্রসবকালীন সময়ের একেবারে শেষ দিকে ছিলেন।
- ২. **গোয়াল ঘর।** আদমশুমারীর কারণে প্রচুর সংখ্যক লোক তখন বেৎলেহম শহরে অবস্থান করছিলেন। তাই কোনো পান্থশালায় যোষেফ ও মরিয়মের জন্য জায়গা ছিলো না। তারা শেষ পর্যন্ত গৃহপালিত পশু থাকার জায়গায় স্থান পেলেন।
- ৩. **যীশু।** তারা সেই গোয়ালঘরে থাকাকালীন সময়ে মরিয়ম একটা পুত্রসন্তানের জন্ম দেন, যার নাম, যীশু। তারা যীশুকে একটা যাবপাত্রে শুইয়ে রাখলেন।
- ৪. **মেষপালকেরা।** আশ্চর্য্যজনকভাবে স্বর্গদূতেরা সে দেশের রাজার কাছে সেই সংবাদ না দিয়ে মাঠের রাখালেদর যীশুখ্রীষ্টের জন্মের সেই অসাধারণ সংবাদটা দিলেন। রাখাল হওয়াটা তেমন জনপ্রিয় কোনো পেশা ছিলো না, বরং সেটা একটু কম সন্মানজনক ও কঠিন পেশা ছিলো। যাইহোক, ঈশ্বর দাউদ নামের একজন রাখাল বালককে ইস্রায়েলের মহানতম রাজা হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। ঈশ্বর মাঝে মাঝেই আশ্চর্য্যজনক পেথ তাঁর কাজ সম্পন্ন করেন। উদাহরণ চান? ঈশ্বর রাখালেদর আহ্বান করলেন মরিয়ম ও যোষেফের সাথে মশীহের জন্মের সুসমাচার উদযাপন করার জন্য।

পাঠ প্রসঙ্গ। ঈশ্বরের এই পৃথিবীতে আসার ধারনাটা আশ্চর্য্যজনক পেথ এগিয়ে যেতেই থাকে। যীশু শুধুমাত্র একজন কুমারীর গর্ভে জন্ম নেন বলেই নয়, কিন্তু ঈশ্বরের মশীহ একটা গোয়ালঘরে জন্ম নেন, আর তাঁর চারপাশে তাঁর যত্ন নেবার লোকজনের বদলে ছিলো সব গৃহপালিত পশুর দল।

মরিয়মকে ঈশ্বরের একজন দূত যেমন দর্শন দিয়ে বলেছিলেন যে, মরিয়ম ঈশ্বরের সন্তানকে জন্ম দেবেন, সেরকম ভাবে যোষেফকেও ঈশ্বরের একজন দূত ঈশ্বরের বাতার্ দেন (মিথ ১:১৯-২৫)। মরিয়মের প্রসবকালীন সময়ে ইস্রায়েলে জনসংখ্যা গণনার এক কার্যক্রম শুরু হয়, যার কারণে সবাইকে যার যার জন্মশহরে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। যোষেফ ও মরিয়ম তখন যোষেফের জন্মশহর বেৎলেহমে যান। এভাবে সবাই আদমশুমারীর জন্য বেৎেলেহমে আসার কারণে

পান্থশালাগুলোতে কোনো জায়গা খালি ছিলো না। তাই যোষেফ ও মরিয়ম একটা গোয়ালঘরে থাকার জন্য মনস্থির করেন, যেখানে পশুরা ঘুমায়।

এখানে, সবচেয়ে সাধারণ বা আড়াম্বরহীন পরিবেশে, সবচেয়ে নম্র মানুষটা, ঈশ্বরের পুত্র পৃথিবীতে আসেন। স্বর্গদূতেরা পৃথিবীতে নেমে আসে যীশুর আগমনবাতার্র ঘোষণা িদতে আর প্রশংসাগীত গাইতে। তবে তারা কিন্তু যীশুর আগমনবাতার্ কোনো গুরুত্বপূর্ণ অথবা ধনী ব্যাক্তির কাছে গিয়ে ঘোষণা করেননি, অনেকেই যেরকম ধারণা করবেন। বরং, সেই বাতার্ গেলো রাখালেদর কাছে, যারা ই্রােয়ল েদশের সবচেয়ে গরীব আর অপরি"ছন্ন মানুষ হিসাবে পরিচিত। আসলে, তােদর কাজের ধরণের জন্য রাখালরা পরিষ্কার হবার বিশেষ রীতি পালন না করে মন্দিরের অনুষ্ঠানেও অংশ নিতে পারতো না। এই অসাধারণ ঘটনাটা ঘটেছিলো এতোটাই সাধারণ ভাবে।

যীশুর জন্ম তাঁর প্রচারের ধরণেরও আভাস িদয়েছিলো। তাঁর জন্মের সাক্ষী যেমন ছিলো অতি সাধারণ মানুষেরা, তেমন তাঁর অনুসারীও প্রথম হয়েছিলো সাধারণ মানুষেরাই। তারা দল বেঁধে তাঁর কথা শুনতো, তাঁর করা আশ্চর্য্যকাজ নিজ চোখে েদখতো, আর ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য ঈশ্বরের আহ্বান মেনে নিতো।

সহায়ক পাঠ: যিশাইয়, মশীহ যে আসতে চলেছেন, সে ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন। যিশাইয় ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন তিনি হবেন শক্তিশালী যোদ্ধা ও পরাক্রমশালী শাসক। এটা একটা কারণ যার জন্য অনেকেই যীশুকে মশীহ হিসাবে মেনে নিতে পারেননি, তারা একজন সেনাশাসক ধরণের মশীহের খোঁজে ছিলেন। যাইহোক, একজন সামরিক সেনা অথবা রাজনৈতিক শাসক না হয়ে যীশু বরং পরে একজন আধ্যাতিক যোদ্ধা ও আত্বিক শাসক হয়ে উঠবেন। বিভিন্ন জাতিেদর বিপক্ষে লড়াই না করে যীশু বরং খোদ শয়তানের সােথই যুদ্ধ করবেন। তার উপর, যিশাইয় যেমন বলেছিলেন, “ তাঁর রাজত্ব কোনোিদনও শেষ হবে না। ”

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবােদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু’টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- ’পাঠের প্রসঙ্গ’টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন

- পাঠের দু’টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** একটা শিশুর জন্ম েদবার জন্য কোনো আদর্শ স্থান পাওয়া যাচ্ছিলো না। দম্পতিটা বাড়ী েথকে অনেক দুরে, একটা পশুর আস্তাবলের মধ্যে অবস্থান করছে, তার উপর তারা অবিবাহিত। মশীহর জন্ম নেবার জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা েদখে মানুষজন ভীষণ অবাক হয়ে যায়। তবুও, প্রয়োজনীয় সুবিধা‌িদ ছাড়া সেই পরিস্থিতির মাঝেই রাখালেরা স্বর্গদূতদের সমবেত গানের মারফত পাওয়া স্বগীর্য় বাতার্ পেয়ে সেই ঘটনার সাক্ষী হতে উপস্থিত হয়। এমন নয় যে শুধুমাত্র সেই শিশুর জন্মটাই মানুষের মনে বিস্ময়ের জন্ম েদয়; যীশুর শিক্ষা ও প্রচারও মানুষকে বিস্মিত করে। অনেকেই আশ্চর্য্য হবে যখন তারা যীশুকে বলতে শুনবে যে ঈশ্বর সব মানুষকে ভালোবাসেন, তা‌েদর জাতীয়তা, লিঙ্গ, সামাজিক বা অর্থনৈতিক অবস্থা সেখানে কোনো বাধা নয়।
    - মানুষের সাধারণ যুক্তির অবস্থান েথকে বিচার করলে, যীশুর জন্মের ঘটনার অনেক অযৌক্তিক ‌িদকের কিছু ‌িদক কি কি বলে আপনার মনে হয়?
    - যীশুর জন্মের সময়কার পারিপার্শ্বিক অবস্থানটা আপনার মনে ঈশ্বরের ভালোবাসার কেমন প্রকৃতি তুলে ধরে?
- **হৃদয়: আমা‌েদর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** নম্রতা হলো খ্রীষ্টীয় গুণাবলীর মাঝে অন্যতম একটা বড় গুণ। নম্রতার অর্থ নিজেকে ঘৃণা করা বা নিজেকে অপছন্দ করা নয়। এটা বরং আপনার নিজের ক্ষমতা ও অক্ষমতার সঠিক মূল্যায়ন, যা যীশুর ভালোবাসার মেশানো দৃষ্টিতে েদখা। খ্রীষ্টানরা যখন নম্র হয়, তখন তা‌েদর হৃদয় উন্মুক্ত থাকে যাতে যীশুর কাজ তা‌েদর জীবনের মধ্যে ‌িদয়ে সম্পা‌িদত হতে পারে। এ ছাড়াও তা‌েদর মনের অহংকারকে মন েথকে দূরে সরিয়ে রাখা উচিৎ, আর অন্যেদর স্বাথ নিজে‌েদর চেয়ে আগে রাখা উচিৎ, যাতে তা‌েদর জীবনের মাঝে ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রতিচ্ছবি সবাই‌েদখতে পারে।
    - এমন কিছু পেথর উদাহরণ কি কি আপনি ‌িদতে পারবেন যা‌িদয়ে একজনের মাঝের নম্রতা েদখে আপনি ঈশ্বরের ভালোবাসা কেমন তা বুঝতে পেরেছেন?
    - যীশুর জন্ম কোনো মন্দিরের পুরোহিতের বাড়ীতে না হয়ে যে একটা যাবপাত্রের মধ্যে হয়েছিলো, এর মধ্যে ‌িদয়ে আপনি ঈশ্বরের হৃদয়ের ব্যাপারে কি ধারণা লাভ করেন?
- **হাত: কিভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ ‌িদতে পারি**? একটা শিশুর জন্ম নেবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা না থাকা একটা স্থানের মধ্যে ঈশ্বর আনন্দের বাতার্বাহকেদর সেই তরুণ দম্পতির সামনে উপস্থিত করেন। সেই রাখালদের মুখ নিশ্চয়ই আনন্দে ঝলমল করছিলো, যেমন আনন্দে ঝলমল করে থাকবে সেই নতুন মায়ের মুখ। ঈশ্বর যে সব কাজে আনন্দ পান তার একটা হলো আমা‌েদর জীবনে মানুষের উপস্থিতি আনা, এবং বিশেষ করে কঠিন অবস্থার মাঝে, যারা আমা‌েদর সাহস েদয়, সহায়তা করে আর ঈশ্বরের ভালোবাসার আদর্শ আমা‌েদর মাঝে উদ্ভাসিত হতে সাহায্য করে। ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে, ঈশ্বর আমা‌েদর আহ্বান করবেন মানুষের প্রয়োজনের সময়ে তা‌েদর সাহস যোগাতে , সহায়তা ‌িদতে আর ঈশ্বরের ভালোবাসার আদর্শ তা‌েদর সামনে তুলে ধরতে।
    - কারা সেইসব ব্যাক্তি যারা কঠিন সময়ে আপনার জীবনে ঈশ্বরের ভালোবাসা েদখিয়েছেন?
    - এ সপ্তাহে আপনি ঈশ্বরের ভালোবাসা ও শক্তির মধ্য ‌িদয়ে অন্যেদর কি সেবা ‌িদতে পারেন, যা একটা পরিবারের জন্য অনুপ্রেরণা, সাহায্য ও ভালোবাসা নিয়ে আসতে পারে?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন

- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাে থ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৫৬ জ্ঞানী লোকেরা যীশুকে েদখতে আসলেন

পাঠের সাস্ত্রাংশ: মিথ ২:১-১২

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: মীখা ৫:১-৪

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** বুঝুন যে, ঈশ্বর দূর েদশ েথকে অযিহুদীেদর নিয়ে এসেছিলেন ই¯্রায়েলের রাজা হিসাবে যীশুকে প্রণাম করার জন্য।
- **হৃদয়:** ঠিকভাবে বুঝুন যে, যীশু যিদও যিহুদীেদর ত্রাণকতার হিসাবে এসেছিলেন, তাঁর কাজ ছিলো যিহুদী ও অযিহুদী, সবার হৃদয়কে ঈশ্বরের িদকে নিয়ে আসা।
- **হাত:** এ সপ্তাহে আপনার আশেপাশেই কোনো স্থানে ঈশ্বরের কাজ হবার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। কারণ উপাসনা আমাদের আরো বেশী করে ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করে, এ সপ্তাহে প্রতিিদন ঈশ্বরের উপাসনা করার জোর চেষ্টা করুন।

একটা পেদ পাঠের শিক্ষা যিহূদীদের যে রাজা জন্মিয়াছেন, তিনি কোথায়? কারণ আমরা পূর্বদেশে তাঁহার তারা দেখিয়াছি, ও তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি, মথি২:২।

পাঠের সার সংক্ষেপ সেই পন্ডিতেরা, যাদের জ্ঞানীও বলা হতো, যিরুশালেমে গেলেন। তাঁরা রাজা হেরোদকে জিজ্ঞাসা করলেন যে কোথায় গেলে তাঁরা যিহুদীেদর নতুন রাজাকে েদখতে পাবেন। তাঁরা পূবাকাশে উিদত হওয়া একটা তারা কে অনুসরণ ক'রে এসেছেন, আর তাঁরা জানেন যে সেই তারা তাঁদের নতুন সেই রাজার কাছে পৌঁছে েদবে। পন্ডিতেদর কাছে নতুন রাজার জন্য আনা উপহারসামগ্রী ছিলো, এবং তাঁরা রাজাকে প্রণাম করতে চাচ্ছিলেন। হেরোদ রাজা পন্ডিতেদর এমন কথা বলতে শুনে আশ্চর্য্য হলেন। তিনি ভাবলেন, তিনিই তো যিরুশালেমের একমাত্র রাজা। তিনি সেই পন্ডিতেদর সাথে একটু ছলের আশ্রয় নিতে চাইলেন। তিনি তাঁেদর বললেন, তাঁরা সেই রাজাকে েদখার পর যেন যিরুশালেমে ফিরে আসেন ও তাঁকে সেই রাজার ব্যাপারে সবকিছু জানান, যাতে তিনি নিজেও সেই রাজাকে েদখতে যেতে পারেন ও তাঁকে প্রণাম করতে পারেন। হেরোেদর যীশুকে খোঁজার আসল কারণ ছিল, তিনি যেনো যীশুকে হত্যা করতে পারেন। যখন তাঁরা যীশুকে খুঁজে পেলেন, তাঁরা তাঁকে প্রণাম করলেন আর তাঁেদর উপহার সামগ্রী স্বর্ণ, কন্দুরু ও গন্ধরস, তাঁকে উপহার িদলেন। ঈশ্বর পন্ডিতেদর কাছে স্বপ্নে েদখা িদয়ে বললেন যে, হেরোদ রাজা আসলে যীশুকে হত্যা করতে চান। ফলে তাঁরা আর জেরুশালেমে ফিরলেন না। বরং অন্য পেথ তাঁরা তাদের েদশে ফিরে গেলেন।

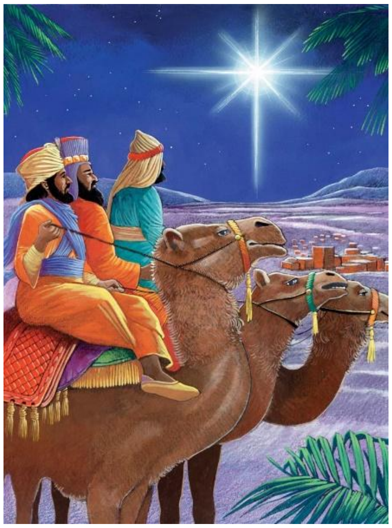

ছবি েথকে শেখা:

- ১. **তিনজন পন্ডিত** (অযিহুদী জ্ঞানী লোক) পূর্বেদশ েথকে অনেক পথ পাড়ি িদয়ে নতুন রাজা যীশুকে প্রণাম করতে এসেছিলেন।
- ২. **তারাটি**। তাঁরা জানতেন যে ই¯্রায়েলের জন্য একজন নতুন রাজা জন্ম নিয়েছেন, কারণ তাঁরা বিশেষ একটা নক্ষত্র বা তারা আকাশে েদখতে পেয়েছেন যা তাঁেদরকে পথ েদখিয়ে ইস্রায়েলে নিয়ে গিয়েছিলো।
- ৩. **বেৎলেহেম**।পন্ডিতেরা ই¯্রায়েলের সেই সময়কার রাজা, রাজা হেরোেদর সামনে উপস্থিত হন আর তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কোথায় সেই নতুন রাজা জন্মেছেন? হেরোদ যিহুদী বিজ্ঞজনের সােথ কথা বললে তাঁরা তাকে জানান যে শাস্ত্রে লেখা আছে, সেই মশীহ বেৎলেহম শহরে জন্মগ্রহণ করবেন। পন্ডিতেরা সে কথা শুনে বেৎলেহমে গেলেন আর সেই তারাটা যেটা তাঁেদ পথ েদখিয়ে ই¯্রায়েলে নিয়ে এসেছিলো, এখন তাােদর পথ েদখিয়ে মরিয়ম ও যোষেফের কাছে নিয়ে গেলো। পন্ডিতেরা যীশুকে েদখে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা তাঁেদর উপহার সামগ্রী যীশুকে িদলেন ও যীশুকে প্রণাম করলেন।

পাঠ প্রসঙ্গ। ঈশ্বর শুধুমাত্র রাখালেদর যীশুকে প্রণাম করার মধ্যেই ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ রাখেননি। ঈশ্বর, একটা বিষ্ময়কর কৌশলের মাধ্যমে কাহিনীতে তিনজন পন্ডিতকে নিয়ে আসলেন, যারা দূরেদশ েথকে যীশুকে প্রণাম করার জন্য আসলেন। একটা তারার নির্েদশনা মোতাবেক তাঁরা যীশুকে খঁুজে পেলেন আর তাঁকে প্রণাম জানালেন। পন্ডিতেরা বুঝতে পেরেছিলেন যে আকাশে ওঠা বিশেষ তারাটি একজন নতুন রাজার আগমনীবাতার্ ঘোষণা করে। তাই তাঁরা নতুন রাজাকে খুঁজে বের করার ও তাঁকে উপহার সামগ্রী েদবার জন্য যাত্রা শুরু করেন। এটা খুবই আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার যে, ঈশ্বর যীশুর জন্মের ঘটনাটা ভিনেদশী পন্ডিতেদর কাছে প্রকাল করেন, কারণ ই¯্রায়েলীয়রা ভাবতো ঈশ্বর প্রথমে যিহুদী বিজ্ঞজন ও নেতােদর কাছেই মশীহের জন্ম সংবাদ প্রকাশ করবেন।

পন্ডিতেরা ই¯্রায়েলের তখনকার রাজা, রাজা হেরোেদর কাছে গেলেন। ঈশ্বর হেরোদকে ই¯্রায়েলের রাজা বানাননি, বরং দখলকারী রোমিও সৈন্যরা তাকে রাজার পেদ বসিয়েছিলো। হেরোদ রাজা, রাজা দাউেদর বংশের কেউ ছিলেন না, আর তাই যিহুদীরা তাঁকে তােদর প্রকৃত রাজা

মনে করতো না। পন্ডিতেরা হেরোদ রাজার প্রাসাদে এসে উপস্থিত হলেন এই মনে ক'রে যে নিশ্চয়ই সেই নতুন রাজা এই রাজার প্রাসাদেই জন্ম নিয়েছেন। যাইহোক হেরোদের কোনো সন্তান না থাকাতে সেটা আর মিললো না। অতএব, হেরোদ তার রাজ্যের বিজ্ঞজনের পরামর্শ নিলেন আর তাঁরা তাঁকে জানালেন যে মশীহ জন্ম নেবেন আসলে বেৎলেহম শহরে। পন্ডিতেরা আবার তাঁদের যাত্রা শুরু করলেন সেই তারাটার নির্দেশিত পথ ধরে, আর এবার তাঁরা যোষেফ ও মরিয়মের বাসস্থানে পৌঁছে গেলেন।

মশীহকে ঘিরে ঈশ্বরের পরিকল্পনা সবাইকেই অবাক করেই যাচ্ছিলো। স্বর্গদূত মরিয়মকে অবাক করেছিলো যখন সে কুমারী মরিয়মকে যীশুর জন্মের বিষয়ে জানিয়েছিলো। একঝাঁক স্বর্গদূত মাঠের রাখালদের মশীহের জন্ম সংবাদ জানিয়ে বিস্মিত করে দিয়েছিলো। তার উপর, ঈশ্বর আবার মশীহের জন্ম সংবাদ ইস্রায়েলের বিজ্ঞজনেদর না জানিয়ে জানিয়েছিলেন ভিনেদেশী পন্ডিতেদর। সর্বশেষ এই বিস্ময়টার মাধ্যমে ঈশ্বর এটাই দেখান যে যীশুর কাজকর্ম শুধুমাত্র ইস্রায়েলীয়েদর মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। যীশু সকল মানুষের প্রতি পরিত্রাণের আহ্বান জানিয়েছেন, আর তাই তিনি সকলেরই উপাসনা পাবার যোগ্য।

সহায়ক পাঠ: যিহুদী বিজ্ঞজনেরা শাস্ত্রের যে অংশটা দিয়ে মশীহের জন্মের বিষয়টার ফয়সালা করতে চান, সেটা হলো মিথা ৫:২ লেখা এ আছে। যিদও মীখা প্রথম এই কথা বলেছিলেন তাঁর নিজের জীবনকালের একজন যিহুদী নেতার সম্পর্কে, বিজ্ঞজনেরা এটাকে ভবিষ্যতের একজন মশীহের জন্মের ভবিষ্যতবাণী হিসাবেও গণ্য করেছিলেন। বেৎলেহম, ইস্রায়েলের মানুষেদর মাঝে সবচেয়ে মহান রাজা, দাউদ রাজারও জন্ম দিয়েছিলো।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** ঈশ্বরের ভালোবাসা এতোটাই বড়, যার পরিমাপ আমরা করতে পারি না। ঈশ্বরের পরিকল্পনা আমাদের কল্পনার চেয়েও বেশী সুন্দর। ইস্রায়েলের নেতাদের এ ব্যাপারে কোনো ধারণাই ছিলো না যে মশীহ এতোটাই বিশাল ও সুন্দর। তার বদলে তারা কল্পনা করেছিলো ভবিষ্যতের মশীহকে একজন সামরিক কমান্ডার হিসাবে, যিনি এসে তাদের রোমীয় দখলদারেদের হাত থেকে মুক্ত করে দেবেন। তবে, ঈশ্বরের পরিকল্পনা এর চেয়েও বিশাল ও সুন্দর। ঈশ্বর চেয়েছিলেন সারা পৃথিবীর মানুষ তাদের পাপ থেকে মুক্তি পাক, আর তাই তিনি একজন মশীহকে নিয়ে আসলেন, যাঁর আত্মোৎসর্গ সকল মানুষের জন্য মুক্তির পথ দেখায় দেয়। ঈশ্বরের এই পন্ডিতেদর ইস্রায়েলে পাঠানোটা ছিলো শুধুমাত্র ইস্রায়েলীয়েদর রোমীয় অধীনতা থেকে মুক্ত করার চেয়েও অনেক বড় কিছু।
    - ইস্রয়েলের নেতারা কি কারণে তাদের মনোযোগ রেখেছিলো একজন আধ্যাতিক নেতার বদলে একজন সামরিক ধরণের মশীহের দিকে?
    - পন্ডিতেদর পথ দেখানো সেই তারাটার মতো ঈশ্বর আর কি কি ভাবে প্রকৃতিকে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশের রাস্তা হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন?
- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** যিদও ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়েদর তাঁর "মনোনীত জাতি" হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার মানে এই নয় যে ঈশ্বরের ভালোবাসা শুধুমাত্র ইস্রায়েলীয়েদর জন্যই বরাদ্দ আছে। ঈশ্বর চান ইস্রায়েলীয়রা যেন তাঁর ভালোবাসা ও দয়া সারা পৃথিবীর কাছে উপস্থাপন করে। তবে, অনেক সময়েই ইস্রায়েলীয়রা এই লক্ষ্যপূরণে ব্যর্থ হয়, আর পরিবর্তে নিজেদের নিয়েই তারা ব্যস্ত থাকে। খ্রীষ্টান হিসাবে আমাদের মনে রাখা উচিৎ, ঈশ্বরের ভালোবাসার লক্ষ্য আমাদের ছাড়িয়ে আরো অনেক দূরে চোখ রাখে। ঈশ্বরের ভালোবাসা সমস্ত মানবকুলকে ঘিরে আবর্তিত হয়, অতএব, ঈশ্বরের দাস হিসাবে, ঈশ্বরের ভালোবাসা আমাদের সাধ্যমতো যতবেশী সম্ভব মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া উচিৎ।
    - কি ভাবে আপনি ভাবতে পারেন যে, ঈশ্বরের ভালোবাসা মানুষের একে অন্যের প্রতি ভালোবাসারই মতো, আবার কি ভাবে আপনি ভাবতে পারেন যে, সেটা মানবিক ভালোবাসার চেয়ে আলাদা কিছু?
    - তাহলে, আমাদের যিদ সব মানুষকেই ভালোবাসতে হয়, সেক্ষেত্রে যে সব মানুষকে ভালোবাসা কঠিন কাজ, তাদের ব্যাপারে কি করা যেতে পারে?
- **হাত: কিভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ দিতে পারি?** ঈশ্বর সব মানুষকেই তাঁর আরাধনা করতে বলেছেন। সেই মহান পরিত্রাণের আহ্বান আমরা পাবার ফলে, আমাদের জীবন হওয়া উচিৎ উপাসনাময় জীবন: ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রতি সাড়া দেওয়া যাপিত জীবন। আমরা অন্য খ্রীষ্টানেদর সাথে মিলেমিশে রবিবারে ঈশ্বরের উপাসনা করি। তারপরও, সপ্তাহের অন্যান্য দিনগুলোতেও ঈশ্বরের উপাসনা আমাদের করা উচিৎ। আমাদের জীবনের প্রতিটা মুহূর্তেই ঈশ্বরের মহান শক্তি ও ভালোবাসার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁর উপাসনা করা উচিৎ।
    - এ সপ্তাহে কি কি অভ্যাসের চচার্ আপনি করতে পারেন, যার মাধ্যমে আপনি আপনার হৃদয়কে ঈশ্বরের উপাসনার দিকে আরও বেশি করে নিবদ্ধ করতে পারেন?
    - কোন কারনে আপনার সপ্তাহের অনিন্দেনর একাকী উপাসনা করা থেকে খ্রীষ্টে বিশ্বাসী আপনার অন্যান্য ভাইবোনেদর সাথে একসাথে হয়ে ঈশ^রের উপাসনা করা গুরুত্বপুর্ণভাবে পৃথক হয়?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন

- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসা েথ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৫৭ যিরুশালেম মি›দরে বালক যীশু

পাঠের সাস্ত্রাংশ: লূক ২:৪০-৫২

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: ১ম তিমথীয় ৪:৬—১৬

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** বুঝুন যে, যীশু একেবারে তরুন বয়স েথকে তাঁর শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় িদয়েছেন এবং যিরুশালেমের ধর্মীয় নেতােদর কিভাবে অবাক করে িদয়েছেন।
- **হৃদয়:** আপনি আপনার ধর্মশাস্ত্রকে কতটুকু ভালোবাসেন তা উপলব্ধি করুন। ঈশ্বর সম্পর্কে, এই পৃথিবী সম্পর্কে ও আপনার নিজের সম্পর্কে বাইবেল যে সব সত্য প্রকাশ করে, তা আপনি কতটা যত্নের সােথ অধ্যায়ন করছেন?
- **হাত:** এই সপ্তাহে বাইবেল পাঠ করার একটা পরিকল্পনা করুন। আপনি একা অথবা পালকের সাহায্যে অথবা অন্য খ্রীষ্টানেদর সহযোগীতায় এটা করতে পারেন। বাইবেল পাঠ শুরু করার আগে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যাতে তিনি বাইবেল পাঠের সময় আপনার কাছে আধ্যাত্মিক সত্যগুলো প্রকাশ করেন।

একটা পেদ পাঠের শিক্ষা পরে বালকটি বাড়িয়া উঠিতে ও বলবান হইতে লাগিলেন, জ্ঞানে পূর্ণ হইতে থাকিলেন; আর ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁহার উপরে ছিল, লূক ২:৪০।

পাঠের সার সংক্ষেপ যীশুর বয়স যখন ১২ বছর পূর্ণ হলো, যোষেফ ও মরিয়ম তাােদর পুরো পরিবারকে নিয়ে যিরুশালেম শহরে গেলেন নিস্তারপর্বের ভোজে অংশ নিতে। যীশুর পরিবার বাড়ীতে ফেরার আগে মরিয়ম যীশুর খোঁজ করলেন। তিনি তাঁকে খুঁজে পেলেন না, আর ভাবলেন যীশু হয়তো যোষেফের সােথ আছেন। যাত্রাপেথর একিদন পার হবার পর তারা দু'জন বুঝতে পারলেন যে, যীশুকে আসলে পাওয়া যাচ্ছে না। তারা খুব চিন্তিত হলেন ও দ্রুত যিরুশালেমে ফিরলেন। সেখানে ফেরার পর যোষেফ ও মরিয়ম সব জায়গায় যীশুকে খুঁজলেন। শেষপর্যন্ত তারা যীশুকে যিরুশালেম মন্দিরের বিশেষ এক জায়গায় খুঁজে পেলেন। যেখানে তিনি শিক্ষাগুরুেদর সােথ যিহুদী আইন সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। শিক্ষাগুরুরা যীশুর জ্ঞানের গভীরতা েদখে অবাক হয়েছিলেন। মরিয়ম ও যোষেফ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি কোথায় থাকবেন সেটা কেন বাবা—মাকে আগে েথকে জানানিন। যীশু তােদর বললেন, তােদর চিন্তিত হওয়া উচিৎ হয়নি। তােদর জানা উচিৎ ছিল যে, তিনি তাঁর পিতার গৃহেই থাকবেন।

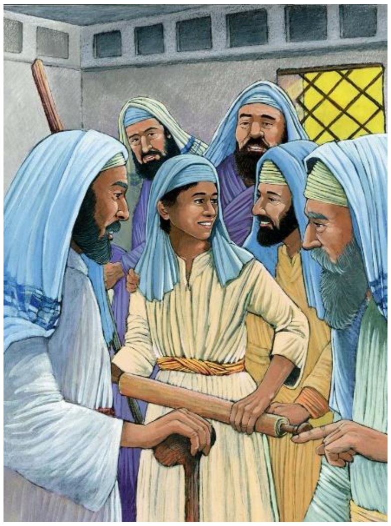

ছবি েথকে শেখা:

- ১. **মন্দিরের বিচারসভা।** যীশুর মা—বাবা প্রতি বছরে নিস্তারপর্বের সময় ঈশ্বরের আজ্ঞার পালনের উদ্দেশ্যে ম্িদরে উৎসর্গ িদতে উপস্থিত হতেন। তারা নাসারত েথকে যিরুশালেম পর্যন্ত অনেক লম্বা একটা যাত্রা করেছিলেন। অনেক মানুষের সােথ ও আবার সেখান েথকে ফিরেছিলেন।
- ২. **যীশু।** যীশুর বাবা মা বাড়ী ফেরার সময় তাকে ভুল করে যিরুশালেমে ফেলে রেখে আসেন। তারা ভেবেছিলেন তাােদর বড় দলের মধ্যে যীশু কোথাও আছেন, এবং একিদন পার হবার আগ পর্যন্ত তারা বুঝতেই পারেননি যে যীশু আসলে দলের মধ্যে নেই। তারা যিরুশালেমে ফিরে আসলেন আর সব জায়গায় তাকে খুঁজলেন। যীশুকে আবার যখন তারা খুঁজে পেলেন তখন যীশুকে যিরুশালেম ফেলে যাবার তিনিদন পার হয়ে গেছে।
- ৩.**আইন কানুনের শিক্ষাগুরুরা।** যীশুর বাবা মা তাকে খুঁজে পেলেন মন্দিরের মধ্যে, তিনি যিহুদী আইনের শিক্ষাগুরুেদর সােথ সেখানে বসে আছেন। তিনি সেখানে ঠিক বসে ছিলেন না, বরং অন্যেদর প্রশ্ন করছিলেন আবার তাােদর প্রশ্নের উত্তরও দিচ্ছিলেন। সবাই অবাক হি"ছলেন এটা েদখে যে, যীশুর মতো এতো কমবয়সী একজন কিভাবে এতো বুদ্ধিমত্তা ও বিজ্ঞতার সােথ মানুষের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন !

পাঠ প্রসঙ্গ। যীশুর জন্মের বছর আর তাঁর জীবনের ৩০ তম বছর, অথার্ৎ তাঁর প্রচার শুরুর সময়ের মাঝে এই একটা ঘটনার কথাই জানা যায়। এই ঘটনা ঘটেছিলো নিস্তারপর্বের অনুষ্ঠানের সময়। ঈশ্বর বছরে তিনবার ই্রায়েলীয়েদর যিরুশালেমে আসতে আজ্ঞা িদয়েছিলেন তিনটে উৎসবের জন্য (নিস্তারপর্ব, সমাগম তাম্বুরূপ আবাস ও সপ্তাহব্যাপী উৎসব)। যীশুর বাবা—মা এই আজ্ঞা মেনে আনুমানিক তিন লক্ষ লোকের একটা দলের সােথ যিরুশালেম নগরে যাচ্ছিলেন নিস্তারপর্বের অনুষ্ঠানে যোগ িদতে, যে নগরে ৩০ হাজার মতো লোকের বাস ছিলো। তারা একটা বিশাল তীর্থযাত্রী দলের সােথ ছিলেন নিজেেদর নিরাপত্তা, সহযোগীতা ও সহভাগীতার জন্য। অন্যান্য সময়ের চেয়ে যিরুশালেমের জনসংখ্যা দশগুণ বেশী হয়ে যাবার কারণে যোষেফ মরিয়ম ভেবেছিলেন যীশু তাােদর দলের সােথই থাকবেন, যেমন বিগত বছরগুলোতে তাােদর উৎসব যাত্রার সময় তিনি করতেন।

তবে এই বছর, যে কোনো কারনেই হোক, যীশু যিরুশালেমে েথকে যেতে মনি¯'র করেন। এই কাজ করাটা যীশুর পক্ষে মোটেও উচিৎ হয়নি বলেই সাধারণভাবে মনে হয়, আর যীশুর বাবা—মা যে তাকে অনেক চেষ্টার পর সেই মি›দরে খুঁজে পেয়ে মমার্হত হয়েছিলেন, এটা বেশ আ›দাজ করাই যায়। সে যাইহোক, যীশু কিন্তু ঈশ্বরের ই"ছা ও আকাংখার প্রতিই মনোযোগী ছিলেন বেশি। যীশু সেই মন্দিরের মাঝেই নিজের বাড়ীকে খুঁজে পেয়েছিলেন, আর তিনি যেন বুঝতে পারছিলেন না যে, তার জাগতিক বাবা— মা কেন ভাবছেন তার অন্য কোথাও থাকা উচিৎ। কিন্তু তা সত্বেও ৪৯ পদটা এটা পরিস্কার করে যে, যীশু এরপর আর কখনও এমন আচরণ করেননি, বরং তার পার্থিব বাবা—মায়ের বাধ্য সন্তান হয়ে তা েদর সা েথ বসবাস করেন।

খুব অল্পবয়স েথকেই যীশু শাস্ত্রের বিষয়ে অসাধারণ প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের প্রমাণ রেখেছিলেন।

সহায়ক পাঠ: প্রেরিত পৌল ধর্ম প্রচার বিষয়ক অনেকগুলো ভ্রমণ করেছেন, আর ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অনেক মন্ডলীর শুরু তিনি করে িদয়েছেন। এইসব মন্ডলীতে তিনি যে সব পালকেদর রেখে গেছেন, তা েদর একজন হলেন তিমথীয়। নতুন নিয়মে দুটো পুস্তক পাওয়া যায় যেগুলো এই পালক তিমথীয়র কাছে লেখা। এই পরিচ্ছেদে প্রেরিত পৌল তিমথীয়কে অনুপ্রাণিত করেছেন, পরামর্শ িদয়েছেন সততার সা েথ জীবন যাপন করতে ও দৃঢ়বিশ্বাসের সা েথ শিক্ষা িদতে। যিদও তিমথীয় আপাতদৃষ্টিতে তরুণ ছিলেন, কিন্তু তিনি তার শারীরিক পরিপক্কতার চেয়ে তার আত্মিক পরিপক্কতাকেই প্রাধান্য েদবেন পরবর্তীতে। যীশু যেমন মন্দিরের বিচারগৃহে শিক্ষা িদয়েছিলেন, আর তিমথীয় যেমন তার মন্ডলীকে পরিচালনার জন্য শিক্ষা িদয়েছেন, তেমন খ্রীষ্টানেদরও উচিৎ অন্যেদর দৃষ্টিতে নিজে েদর বিচার না ক'রে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নিজে েদর িদকে তাকানো।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবা েদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** আমরা যীশুর শিশুকাল ও তার তরুণ বয়সের ঘটনাবলী সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না। লূক হচ্ছেন একমাত্র সুসমাচার লেখক যিনি যীশুর জীবনের প্রথম দিককার কোনো ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন, আর সেই একমাত্র ঘটনা এটাই। এই ঘটনাটা প্রমাণ করে যে, ঈশ্বরের সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্কের ব্যাপারটা যীশু তাঁর জীবনের একেবারে প্রথমদিক থেকেই জানতেন। আমরা নিশ্চিত নই যে, সেই অল্পবয়সেই তিনি তার একাধারে পুরোপুরি ঈশ্বর ও পুরোপুরি মানুষ হবার বিষয়টা সম্পূর্ণভাবে বুঝতেন কি না। তবে, এই পরিচ্ছেদ এবিষয়টা আমাদের কাছে নিশ্চিত করে যে, তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন, এই পৃথিবীতে তাঁর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর স্বর্গস্থ পিতার উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করা। সে যাই হোক, যিরুশালেমে তার পার্থিব বাবা মাকে অমন একটা ভয় ধরিয়ে দেবার পর যীশু বাধ্য সন্তানের মতোই বাবা মায়ের সাথে নাসারতে ফিরে আসেন, কারণ তিনি তাদের প্রতিও তাঁর বাধ্য থাকার গুরুত্বের বিষয়টা ঠিকই বুঝেছিলেন।
  - যীশুর মত একজন বিশেষ শিশুকে লালন পালন করার বিষয়টা যোষেফ ও মরিয়মের জন্য কেমন ছিলো বলে আপনার মনে হয়?
  - যীশুর সেই "প্রজ্ঞা" ব্যাপারটা আসলে কি ছিল বলে আপনার মনে হয় যা মন্দিরের বিচারসভার শিক্ষাগুরুদের অবাক করে দিয়েছিলো?
- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** বাইবেল সম্পর্কে জানা খ্রীষ্টানরা বাইবেলের অনেক ঘটনাবলী সম্পর্কে জানে। বাইবেল সম্পর্কে যারা প্রজ্ঞাবান, তারা জানেন যে কি ভাবে সেসব ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা নিয়ে একটা ঈশ্বরময়, পবিত্র ও অনুগ্রহপূর্ণ জীবন যাপন করা যায়। বাইবেল পাঠের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বাইবেলের ঘটনাবলী জানার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, বরং বাইবেলের শিক্ষা নিয়ে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করা শেখাটাই এর আসল উদ্দেশ্যহতে হবে। খ্রীষ্টানরা যখন বাইবেল পাঠ করেন, তারা ঈশ্বরের দিকে তাদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দেয়, যাতে তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে জ্ঞানের কথা শুনতে পায় ও সেগুলোকে তাদের জীবনে প্রয়োগ করতে পারেন। এটাকেই বলা যায় বিজ্ঞতার সাথে জীবন যাপন করা।
  - কি ভাবে বাইবেলের বিভিন্ন অংশ খ্রীষ্টানেদর প্রজ্ঞার শিক্ষা দিতে পারে?
  - ঈশ্বর যখন বাইবেলের একটা অংশের মাধ্যমে খ্রীষ্টানেদর জীবনের কোনো একটা ব্যাপার অথবা চিন্তার সাথে দ্বিমত পোষণ করেন, তখন খ্রীষ্টানেদর কিভাবে সাড়া দেয়া উচিৎ?
- **হাত: কিভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ দিতে পারি?** নিয়মিত বাইবেল পাঠ খ্রীষ্টানেদর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যিদও ঈশ্বর প্রার্থনা ও অন্য খ্রীষ্টানেদর মাধ্যমে খ্রীষ্টানেদর সাথে কথা বলেন, কিন্তু ঈশ্বরের প্রকৃতি, ঈশ্বরের ভালোবাসা আর ঈশ্বরের প্রজ্ঞার বিষয়ে শেখার প্রাথমিক রাস্তা হলো বাইবেল পাঠ।
  - বাইবেলের মাধ্যমে ঈশ্বর আপনাকে কি বলছেন তা বোঝার জন্য এ সপ্তাহে আপনি কি কি পদক্ষেপ নিতে পারেন?
  - এ সপ্তাহে বাইবেল থেকে ঈশ্বরের প্রজ্ঞার বিষয়ে শেখার জন্য আপনি কতটুকু সময় আলাদা করে রাখবেন?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

অনুশীলনীর শিরোনাম: ৫৮ যোহন বাপ্তাইজকের ঘোষণা

অনুশীলনীর শাস্ত্রাংশ: যোহন ১:২৯-৩৪

নতুন নিয়মের শাস্ত্রাংশ: যাত্রাপুস্তক ১২:১-১৩

অনুশীলনীর উদ্দেশ্যসমূহ:

- **মস্তকঃ** এটা বোঝা যে, নিস্তারপর্বের সময়ে যোহন বাপ্তাইজক যীশুকে ঈশ্বরের মেষ—শাবক হিসেবে ডাকার মাধ্যমে তাঁকে ঈশ্বরের কাজের সাথে সংযুক্ত করেছেন।
- **হৃদয়ঃ** এটি নিয়ে আনন্দিত হওয়া যে, যাত্রাপুস্তকে ই¯্রায়েল জাতি ঈশ্বরের নির্দেশ অনুযায়ী যে মেষ—শাবকের রক্তের মাধ্যমে রক্ষা পেয়েছিল, ঠিক সেইভাবেই যীশু ঈশ্বরের মেষ—শাবক হিসেবে সমস্ত মানুষের পাপ মুছে দেবার জন্য এসেছিলেন।
- **হাতঃ** এমন কিছু সুনির্দিষ্ট উপায় খুঁজে বের করা, যেগুলোর মধ্য দিয়ে আপনি যোহনের মত অন্যদেরকে যীশুর দিকে ধাবিত করতে পারবেন।

একটি পদে আজকের অনুশীলনী: পরদিন তিনি যীশুকে আপনার নিকটে আসিতে দেখিলেন, আর কহিলেন, ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার লইয়া যান। যোহন ১:২৯

শাস্ত্রাংশের সারমর্ম/সংক্ষিপ্তসার: একজন ভাববাদী হিসেবে যীশু ৩০ বছর বয়সে সার্বজনীনভাবে তাঁর পরিচর্যা কাজ শুরু করেন। সেই সময়ে ভাববাদী যোহন লোকদের কাছে ঈশ্বরের সেই মনোনীত ব্যক্তির আসবার বিষয়ে বলার মাধ্যমে পথ প্রস্তুত করছিলেন। ঈশ্বরের মেষ—শাবক হিসেবে যীশু অব্রাহামের উৎসর্গ, নিস্তারপর্বের সময়ে ই¯্রায়েলকে রক্ষা করা এবং যিহূদীদের উৎসর্গের সম্পূর্ণ ব্যবস্থাকে পূর্ণতা দান করেছেন এবং অর্থপূর্ণ করেছেন।

এই ছবিটি থেকে শিক্ষার বিষয়:

- ১. **যোহন বাপ্তাইজকঃ.** ঈশ্বর যোহন বাপ্তাইজককে যীশুর জন্য পথ প্রস্তুত করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। যখন লোকেরা এটা ভাবতে শুরু করল যে, যোহন বাপ্তাইজকই হয়তো সেই মশীহ, তখন তিনি তাৎক্ষণিকভাবে তাদের এই ভুল ধারণাকে শুধরে দিয়ে বলেন যে, তিনি ই¯্রায়েল জাতির কাছে মশীহকে প্রকাশ করার জন্য এসেছেন।
- ২. **যর্দন নদী.** যোহন যীশুর জন্য যেভাবে পথ প্রস্তুত করছিলেন তার অন্যতম দুইটি উপায় ছিল লোকদের কাছে প্রচার করা এবং যারা নিজেদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হবে তাদেরকে যর্দন নদীতে বাপ্তাইজিত করা।
- ৩. **যীশু.** যোহন যীশুর বিষয়ে যে শিক্ষা দিচ্ছিলেন সেটি তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

শাস্ত্রাংশের প্রেক্ষাপট যীশু সার্বজনীনভাবে তাঁর পরিচর্যা কাজ শুরু করার আগে যোহন বাপ্তাইজক জনসম্মুখে ই¯্রায়েলীয়দেরকে যীশু মশীহের জন্য প্রস্তুত করার মাধ্যমে পরিচর্যা করছিলেন। যোহন এমন একজন অনুযোগমূলক প্রচারক ছিলেন যিনি ই¯্রায়েলীয়দের কাছে এই ঘোষণা করতেন যে, তারা শুধুমাত্র অব্রাহামের মাংসিক বংশধর হয়ে ঈশ্বরের চোখে যোগ্য বলে গণ্য হতে পারে না। বরং এর পরিবর্তে, অব্রাহামের আধ্যাত্মিক বংশধর হওয়ার জন্য তাদেরকে নিজেদের পাপের বিষয়ে অনুতপ্ত

হতে হবে, জলে বাপ্তাইজিত হতে হবে এবং ঈশ্বর কেন্দ্রিক/ধার্মিক জীবনযাপন করতে হবে। যোহন লোকদেরকে মশীহের সেই পরিচর্যার জন্য প্রস্তুত করছিলেন যার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাবে যে, কীভাবে মানুষ সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের চোখে যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে এবং তাঁর সাথে পুনর্মিলিত হতে পারে।

একদিন যোহন যখন তার পরিচর্যা কাজ করছিলেন এবং সেই সময়ে যীশু সেখানে আসলেন, আর ঈশ্বর যোহনের কাছে এই বিষয়টি প্রকাশ করলেন যে, যীশুই সেই মশীহ্, ঈশ্বরের মেষ—শাবক। এরপরে যীশু সম্পূর্ণভাবে মানুষ হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য যোহন বাপ্তাইজকের মধ্য দিয়ে বাপ্তাইজিত হলেন।

আনুষাঙ্গিক শাস্ত্রাংশ: যাত্রাপুস্তকের অংশে, ঈশ্বর ই¯্রায়েলীয়দেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন যে, কীভাবে তারা মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেবে। এই প্রস্তুতির একটি অংশ হিসেবে তাদেরকে একটি মেষ—শাবক বলি দিয়ে সেটির রক্ত তাদের ঘরের দরজায় লেপে দিতে হয়েছিল এবং এটির মাংস রান্না করে নিস্তারপর্বের সময় তা ভাগাভাগি করে খেতে হয়েছিল।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবা‌েদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে ‌েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

বলা

- **মস্তক: এই শাস্ত্রাংশটির অর্থ কি?** যীশুর জন্য পথ প্রস্তুত করার জন্য ঈশ্বর যোহন বাপ্তাইজককে পাঠিয়েছিলেন। যোহন অনুতপ্ত হওয়ার বিষয়ে প্রচার করত এবং ঈশ্বরের চোখে যোগ্য হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য ই¯্রায়েল জাতিকে শুধুমাত্র বংশীয় পরিচয়ের উপর নির্ভর করা নয়, বরং, এর পরিবর্তে, ঈশ্বরের সাথে তাদের আত্মিক সম্পর্কের উপরেও নির্ভরশীল হওয়ার জন্য আহ্বান করতেন। ঈশ্বর ঠিক যেভাবে ই¯্রায়েল জাতিকে মিশরের শারীরিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন, সেইভাবেই ঈশ্বর হিসেবে যীশুও সমস্ত

মানুষকে পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করবেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, নিস্তারপর্বের উৎসর্গমূলক বলি হিসেবে যীশু আমাদের পাপের জন্য উৎসর্গীকৃত হবেন।

- বেশিরভাগ লোকই কি নিজেদের পাপপূর্ণতা এবং এর জন্য অনুতপ্ত হওয়ার গুরুত্ব বুঝতে পারে?
- যীশু যোহনের শিক্ষার মধ্যে কী বার্তা যোগ করেছেন? যীশুর এই বার্তার মধ্য দিয়ে নতুন যে বিশ্বাসীরা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছে তারা ঈশ্বরের বিষয়ে এখন কি জানতে পারবে?

- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিৎ সে বিষয়ে শাস্ত্রাংশ কি বলে?** আমরা যখন ঈশ্বরের অসীম ভালোবাসা এবং নিজেদের পাপের জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাওয়ার গুরুত্ব বুঝতে পারি, তখন আমাদের জন্য নতুন একটি জীবনের দরজা খুলে যায়। আমরা আমাদের পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাই এবং আমরা যেসব পাপ কাজ করেছি সেগুলোর লজ্জা থেকে মুক্ত হই।
  - কেন আপনি মনে করেন যে, ঈশ্বর শুধুমাত্র যিহূদীদের জন্যই পরিত্রাণের সুযোগ তৈরি করেন নি, কেন যীশু এই পৃথিবী থেকে পাপ দূর করতে এসেছিলেন?
  - যীশু কাছ থেকে ক্ষমা পাবার মাধ্যমে কীভাবে আপনার জীবনে আনন্দ এবং আশার সঞ্চার হয়েছে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে কিছু বলুন।
- **হাত: কীভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপান্তর করতে পারি?** আমাদের এমন জীবন হওয়া উচিত যা অন্যদেরকে যীশুর দিকে ধাবিত করবে। যদিও একটি দৃষ্টিকোণ থেকে যীশু আমাদের মধ্যে ''শারীরিক'' ভাবে উপস্থিত না থাকার কারণে আমরা হয়তো দৃশ্যমান অর্থে তার দিকে ইঙ্গিত করাতে পারবো না, কিন্তু অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত খ্রীষ্টিয়ানদেরকে ''ক্ষুদে খ্রীষ্ট'' হয়ে উঠতে হবে। আমাদের কথা, কাজ, উদারতা এবং ভালোবাসাগুলোই এই জগতের প্রতি ঈশ্বরের সেই কার্যকরী ভালোবাসার প্রমাণ হয়ে উঠবে।
  - আপনি আপনার প্রতিদিনের জীবন—যাপনের মধ্য দিয়ে যেসব উপায়ে অন্যদেরকে খ্রীষ্টের দিকে ধাবিত করতে পারেন সেগুলোর তালিকা তৈরি করুন।
  - লোকদের কাছে ঈশ্বরের ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য আপনি আপনার সমাজে কী ধরণের বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসােথ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৫৯ যীশুর বাপ্তিস্ম

পাঠের সাস্ত্রাংশ: মিথ ৩:১-১৭

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: যিশাইয় ৪২:১-৯

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** আমাদের জন্য যীশুর যে ভালোবাসা, সেটাকে দেখানোর জন্য যীশুর গভীর আগ্রহের বিষয়টা নিয়ে আনন্দ উদযাপন করুন। আমাদের পাপের ভার নিজের কাঁধে তুলে নেবার জন্য যীশুর বাপ্তিস্ম নেবার প্রয়োজন ছিলো।
- **হৃদয়:** ঈশ্বরের প্রতি যীশুর বাধ্যতার মধ্যে দিয়ে আমাদের জন্য যীশুর ভালোবাসার যে গভীরতা প্রকাশ পায়, সেটাকে উপলব্ধি করুন। যিনি কোনো পাপই করেননি তিনিই আমাদের জন্য পাপস্বরূপ হয়েছিলেন। (২য় করিন্থিয় ৫:২১)
- **হাত:** ঈশ্বরের কাছে জিজ্ঞাসা করুন, আপনার জীবনে সব ধরণের ধার্মিকতার বিষয়গুলো বাস্তবায়িত করার জন্য কি করা প্রয়োজন?

একটা পেদ পাঠের শিক্ষা "আর দেখ, স্বর্গ হইতে এই বাণী হইল, ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁতেই আমি প্রীত", মিথ ৩:১৭।

পাঠের সার সংক্ষেপ। যীশুর বয়স যখন ৩০ বছর পূর্ণ হলো, তিনি গালীল ছেড়ে দক্ষিণে জর্দন নদীর দিকে গেলেন। ষেখানে থাকাকালীন সময়ে যীশু তাঁর মামাতো ভাই, যোহন বাপ্তাইজকের সাথে দেখা করতে গেলেন। যোহন সেইসব মানুষকে বাপ্তিস্ম দিতেন, যারা সকলের সামনে তাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হবার বিষয়টা প্রকাশ করতে চাইতো। যীশু নদীতে নামলেন ও যোহনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। যীশু যোহনকে বললেন যে, তিনি বাপ্তিস্ম নিতে ইচ্ছুক। যোহনের সে কথা বিশ্বাসই হলো না। যীশুর বাপ্তিস্ম নেবার কোনো প্রয়োজনই ছিলো না, কারণ তিনি কোনো পাপই করেননি। বরং যোহন চাইলেন যীশু যেন তাকেই বাপ্তিস্ম দেন। কিন্তু যীশু বললেন যে, ঈশ্বরের লক্ষ্য পূরণ করার জন্যই তাঁকে বাপ্তিস্ম নিতে হবে। যোহন একথা শুনে যীশুকে বাপ্তিস্ম দিতে রাজী হলেন, যিদও তখনও তিনি খুবই অস্বস্তিতে ছিলেন। যোহন যীশুকে বাপ্তিস্ম দেবার পর যীশু যখন জল থেকে ডুব দিয়ে উঠলেন, তখন আকাশ খুলে গেলো আর একটা সুন্দর কবুতর স্বর্গ থেকে নেমে এসে যীশুর কাঁধে বসলো। আর স্বর্গ থেকে একটা আওয়াজ শোনা গেলো, "ইনিই আমার পুত্র, তাঁকে আমি ভালোবাসি; আমি তাঁর উপর খুবই সন্তুষ্ট" (এনআইভি)

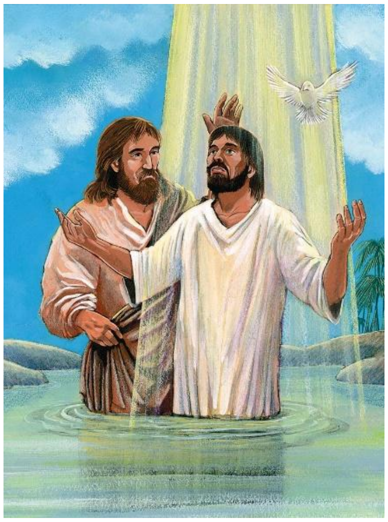

ছবি েথকে শেখা:

- ১. **যোহন বাপ্তাইজক** ঈশ্বরের একজন ভাববাদী ছিলেন, যিনি যিহুদীেদর তােদর পাপের জন্য অনুতপ্ত হবার চিহ্ন হিসাবে বাপ্তিস্ম নেবার জন্য আহ্বান জানাতেন। বাপ্তিস্ম তােদরকে ভবিষ্যতে তােদর জন্য যে মশীহ আসছেন, সেজন্যও প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করতো। যোহন ছিলেন যীশুর পার্িথব মামাতো ভাই, আর তাঁকে ঈশ্বর ব্যাবহার করেছেন যীশুর প্রচার কাজের পথ প্রস্তুত করার জন্য।
- ২. **জর্দন নদী।** যিহুদীেদর পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া ও ঈশ্বরের প্রতি হৃদয় েথকে ভালোবাসবার মতো ভক্তি আনার জন্য যোহন তােদর বাপ্তিস্মের জন্য আহ্বান জানাতেন। বাপ্তিস্ম হলো খ্রীষ্টানেদর জীবনে পরিত্রাণ আসার জন্য ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ কাজ করে সেটারই বহিঃপ্রকাশ।
- ৩. **যীশু** যোহনকে খুঁজে বের করলেন ও তার কাছে বাপ্তিস্ম নিতে চাইলেন। যোহন যীশুকে মশীহরূপে চিনতে পারলেন, প্রথমে আপত্তি জানিয়ে বললেন যে, তারই উচিৎ যীশুর কাছে বাপ্তিস্ম নেওয়া। যীশু যোহনের ভুল ভাঙ্গালেন এই কথা বলে যে, ধার্মিকতার চুড়ান্ত রূপ বাস্তবায়িত করার জন্যই যীশুকে যোহনের কাছে বাপ্তিস্ম নিতে হবে। যোহন তখন যীশুর কথা মেনে নেন।
- ৪. **কপোত।** যীশু যখন জল েথকে ডুব িদয়ে উঠলেন, পবিত্র আত্মা যীশুর উপরে কপোতের রূপে এসে বসলো।
- ৫. **ঈশ্বরের কন্ঠস্বর (স্বর্গ থেকে আলোকরশ্মি তাঁর প্রতিনিধিত্ব করে)।** যীশু যখন জল েথকে ডুব িদয়ে উঠলেন, ঈশ্বরের কন্ঠস্বর ভেসে আসে স্বর্গ থেকে, আর সেই কন্ঠস্বর যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে ঘোষণা করেন আর বলেন, ঈশ্বর তাঁর পুত্রের প্রতি সন্তুষ্ট।
- ৬. **ত্রিত্ব (যীশু, কপোত, ঈশ্বরের কন্ঠস্বর)।** খ্রীষ্টানরা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, যিনি তিন ভাবে প্রকাশিত হন, পিতা হিসাবে, পুত্র হিসাবে ও পবিত্রআত্মা হিসাবে। ঈশ্বরের এই তিন অভিব্যাক্তি বা রূপকে সাধারণভাবে তিনটি পথ হিসাবে অভিহিত করা যায়, যার মাধ্যমে ঈশ্বর মানুষের সােথ যোগাযোগ করেন। ঈশ্বর, অথার্ৎ যিনি পিতা, এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, মানুষ সৃষ্ট করেছেন ও ঈশ্বরের লোকেদর সৃষ্টি করেছেন। যীশু, যিনি পুত্র, নিজের মৃত্যু ও পুনরুত্থানে মধ্যে িদয়ে পাপী মানুষকে তােদর পাপ েথকে পরিত্রাণ িদয়েছেন। পবিত্র আত্মা খ্রীষ্টানেদর অন্তরে বাস করেন আর তােদর ঈশ্বরের শক্তিতে ও বিজ্ঞতায় জীবন যাপন করতে সাহায্য করেন।

পাঠ প্রসঙ্গ যীশু জনসমক্ষে তাঁর প্রচার শুরু করেন বাপ্তিস্ম নেবার মধ্যে িদয়ে। যোহন বাপ্তইজক যীশুর আগে আগে আসেন, যীশুর বাতার্ ও প্রচার গ্রহন করার জন্য ই্রায়েলীয়েদর প্রস্তুত করার কাজে। এর একটা পথ যোহন গ্রহন করেছিলেন ই্রায়েলীয়েদর তােদর পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে

বাপ্তিস্ম নেবার আহ্বান জানানোর মধ্যে দিয়ে। যোহনের বাপ্তিস্ম সেই ব্যক্তির পাপে মৃত্যু ও পরে ঈশ্বরে জীবিত হয়ে ওঠার একটা প্রতিকী চিত্র ছিলো।

এই কারণে যোহন অবাক হয়ে যান যখন যীশু তাঁর কাছে বাপ্তিস্ম নিতে আসেন। যোহনের নিজের যুক্তি অনুযায়ী যীশুর বাপ্তিস্ম নেবার কোনো প্রয়োজন নেই। যেহেতু যীশু ছিলেন পাপহীন এবং মশীহ, যীশুর কি প্রয়োজন বাপ্তিস্ম নেবার? যীশু যদি মানবজাতির সমস্ত পাপ নিজের কাঁধে নিয়ে ক্রুশে যেতে চান, তাঁর প্রয়োজন মানুষের মতো জলে বাপ্তিস্ম নেবার। যোহন যীশুকে বাপ্তিস্ম এ কারণে দেননি যে যীশুর তা দরকার ছিলো; তিনি যীশুকে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন কারণ আমাদের প্রয়োজন ছিলো যীশুকে, যাতে তিনি আমাদেরকে পাপ থেকে বাঁচান।

যীশুর বাপ্তিস্ম শুধু তাঁর মানব রূপে পরিচিত হওয়াটাকেই প্রকাশ করে না, বরং তা যীশুর জন্য ঈশ্বরের যে ভালোবাসা, সেটাকে স্বর্গ থেকে নিশ্চিত করার জন্য ঈশ্বরেরও একটা সুযোগ বলা যায়। এটা যীশুর উপরে নেমে আসার জন্য পবিত্র আত্মার জন্যও একটা সুযোগ। সবশেষে বলা যায়, এই বাপ্তিস্ম যোহনের অনুসারীদের জন্য তাদের মশীহকে দেখারও একটা সুযোগ, যার জন্য তারা এতোদিন অপেক্ষা করছিলো।

সহায়ক পাঠ: যিশাইয়’র পাঠটি যোহন বাপ্তাইজকের যীশুকে বাপ্তিস্ম দেবার বিষয়ে ভবিষ্যতবাণী করেছিলো। যীশুর সেই পরিচর্যা কাজ এখনও চলমান আছে যেহেতু যীশু প্রতিদিন বিভিন্ন জাতির জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করছেন ও পাপের কারাগারে বন্দীদের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করছেন।

বিশ্বাসের পেথর নিয়মগুলো: ঢওও বাপ্তিস্ম। বাপ্তিস্ম হচ্ছে নাসারতীয় মন্ডলীর লোকেদর চচার্ করা প্রথম দু'টো ধমীর্য় রীতির একটা। ধমীর্য় রীতি হলো মানুষের অন্তরের অনুগ্রহের বাহ্যিক প্রকাশের একটা চিহ্ন। যেমন বাপ্তিস্ম পরিত্রাণের মধ্যে দিয়ে একজন মানুষের ঈশ্বরের আশীবার্দ ও উপহার গ্রহন করাকে গুরুত্ব দেয়। বাপ্তিস্মতে একজন খ্রীষ্টান প্রতীকীভাবে ঈশ্বরে নিজের মৃত অবস্থা থেকে ঈশ্বরে জীবিত হয়ে ওঠে। এই অের্থ, বাপ্তিস্ম “নতুন জন্ম” নেয়ারই প্রতীক। বাপ্তিস্মকে নিয়ে পুরাতন নিয়মেও অনেক ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জল দ্বারা মুক্তি পাবার কথা উঠলেই যাত্রাপুস্তকে বর্ণিত লোহিত সাগর ভাগ করে দিয়ে ইস্রায়েলীয়েদর ঈশ্বরের সাহায্যে মুক্তি পাবার ঘটনার কথা মনে পড়ে যায় (পাঠ #১৭তে দেখুন)। বাপ্তিস্ম ত্বকে"ছেদর নিয়মের দিকেও ইঙ্গিত করে, সেটাও ইস্রায়েলীয়েদর একটা নিয়ম ছিলো যার মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের দ্বারা ব্যাবহৃত হতে ও ঈশ্বরের আশীবার্দ পাবার জন্য অন্যান্য জাতি থেকে আলাদা হিসাবে চিহ্নিত হতে পারতো।

- **মাথা:** আপনার কাছে “আবার জন্ম নেয়া”র অর্থ কি?
- **হৃদয়:** বাপ্তিস্ম নেবার পর থেকে ঈশ্বর আপনার জীবনে কি কি পরিবর্তন এনেছেন?
- **হাত:** বাপ্তিস্ম নিলে কি কি ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে বলে আপনি অন্যেদর কাছে বলবেন?

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** এ সম্পর্কে কথা বলা অনেক সময় একটু কষ্টকর এজন্য যে, বলা হচ্ছে, ঈশ্বর 'এক', আবার বলা হচ্ছে, তিনি ত্রিত্বে তিনটি আলাদা রূপে প্রকাশিত। এটাও ব্যাখ্যা করা বেশ কঠিন যে যীশু নিষ্পাপ হবার পরও কেন তাঁকে বাপ্তিস্ম নিতে হয়েছিলো। তবে, একটা ব্যাপার পরিষ্কার যে যীশু ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন আর তিনি তাঁর জীবনে ঈশ্বরের আহ্বানকে পুরোপুরি মান্য করেছিলেন। পুরোপুরি ঈশ্বর আবার পুরোপুরি মানুষ, যীশু মানুষের জন্য ঈশ্বরের মহৎ ভালোবাসা এবং ঈশ্বরের প্রতি তাঁর বাধ্যতা, এ দুটো বিষয়েরই প্রমাণ রেখেছেন। যেহেতু যীশু তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের সমস্ত ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে মেনে চলেছেন, তাই আমাদের জন্য পরিত্রাণ পাওয়া সহজ। যীশু আমাদের জন্য তাঁর ভালোবাসার প্রকাশ ঘটিয়েছেন ঈশ্বরের প্রতি তাঁর বাধ্যতার মধ্য িদয়ে। আমাদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের জন্য যীশুর এই ই"ছাকে আসুন আমরা আনন্দের সাথে উদযাপন করি।
  - বাপ্তিস্ম কেন একজন মানুষের জীবনে ঈশ্বরের কাজের একটা শক্তিশালী চিহ্ন হতে পারে?
  - বাপ্তিস্ম ছাড়া আর কি কি বাহ্যিক চিহ্ন আছে যা িদয়ে বোঝা যেতে পারে যে, খ্রীষ্টানেদর অন্তরে ঈশ্বরের অনুগ্রহ কাজ করছে?
- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** ঈশ্বরের বাধ্য থাকার গুণাগুনের চচার্ করাটা সবসময় সহজ হয় না। কখনও কখনও, যেমন যীশুর ক্ষেত্রে হয়েছিলো, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার ফলে প্রত্যাখ্যান, দুর্দশা ও কষ্ট সহ্য করা লাগতে পারে। তবে, সেগুলোর চেয়ে অনেক বড় বিষয় হলো, বাধ্যতা জীবনে আনন্দ, শান্তি ও ভালোবাসাও এনে েদয়। যিদও এটা সবসময় সহজ ব্যাপার হয় না, যখন খ্রীষ্টানরা ঈশ্বরের আজ্ঞা ও ঈশ্বরের পেথর প্রতি বাধ্য থাকতে শিখে যায়, ঈশ্বর তাদের জীবনে প্রচুর রূপে আশীবার্দ করেন।
  - যখন বাধ্যতার জন্য যে মূল্য িদতে হচ্ছে, সেটা বাধ্যতার জন্য পাওয়া উপকারের চেয়ে বেশী বলে মনে হয়, তখন একজন খ্রীষ্টানের কি করা উিচৎ?
  - একজন খ্রীষ্টান যখন তার জীবনে ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা ও ঈশ্বরের ই"ছাকে পালন করার চচার্ শুরু করে, তখন তার জীবনে কি ঘটে বলে আপনি মনে করেন?
- **হাত: কিভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ িদতে পারি?** আমরা কেউই যীশুর মতো নিষ্পাপ অথবা েদাষহীন নই। তবে আমরা চেষ্টা করতে পারি যীশুর মতো আমাদের জীবনে "সকল ধার্মিকতাকে বাস্তবায়িত" করার জন্য। এর মানে এটা নয় যে, আমরা আমাদের নিজেদের শক্তিতে কঠিন পরিশ্রম করবো ধার্মিক হবার জন্য। এর মানে হচ্ছে আমরা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতি পুরোপুরি আত্মসমর্পন করছি, আর ঈশ্বর যা করতে বলেন তা ই করতে রাজী আছি।

- ○ একজন ব্যক্তির জীবন যাত্রায় কি কি বিষয় প্রতিফলিত হবে, যদি সে চেষ্টা করে " পরিপুর্ন ধার্মিকতার বাস্তবায়ন" করবার ?
- ○ কেন খ্রীষ্টানরা তাদের নিজেদের শক্তিতে "পরিপুর্ণ ধার্মিকতার বাস্তবায়ন" করতে পারে না ?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

অনুশীলনীর শিরোনাম: ৬০ যীশুর পরীক্ষা

অনুশীলনীর শাস্ত্রাংশ: মিথ ৪:১-১১

নতুন নিয়মের শাস্ত্রাংশ: ইব্রীয় ৪:১২-১৬

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** বুঝুন, যীশু যখন সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর ছিলেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ মানুষও ছিলেন। শয়তান যীশুর মানব রূপকে প্রলোভন দেখিয়ে পরীক্ষা নিতে চেয়েছিল, যাতে যীশু ঈশ্বরের পরিকল্পনা পূর্ণ করতে না পারেন। কিন্তু যীশু তাঁর নিজের পরিকল্পনা দ্বারা শয়তানকে পরাজিত করেছিলেন।
- **হৃদয়:** শয়তান আপনাকে যেভাবে প্রলোভিত করে সে সম্পর্কে সচেতন থাকুন। শয়তান আমাদের কাছে তার প্রলোভন গুলি ঘোষণা করে না, কিন্তু আমরা প্রলোভিত হয়েছি বুঝতে পারার আগেই আমাদের পাপে ফেলার চেষ্টা করে।
- **হাত:** নিয়মিত শাস্ত্র পাঠ করুন। যীশু শয়তানের প্রতিটি প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করার জন্য শাস্ত্রের বাক্য ব্যবহার করেছিলেন।

একটি পেদ পাঠের শিক্ষা তখন যীশু তাঁহাকে কহিলেন, দূর হও, শয়তান; কেননা লেখা আছে, "তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রনাম করিবে, কেবল তাঁহারই আরাধনা করিবে, মিথ ৪:১০।

পাঠের সার সংক্ষেপ যীশু মরুভূমি প্রান্তরে গেলেন এবং সেখানে ৪০ দিন ছিলেন, যাতে সেখানে তিনি উপবাস করতে এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারেন। উপবাস মানে না খেয়ে থাকা। ৪০ দিন না খেয়ে থাকার পর, যীশু খুব ক্ষুধার্ত ছিলেন। শয়তান জানত যে যীশু ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত ছিলেন। তাই তিনি তাকে প্রলোভিত করার জন্য মরুভূমিতে গেল। প্রথমত, শয়তান যীশুকে বলেছিল যে তিনি যদি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র হন, তবে তার কিছু পাথরকে রুটিতে পরিণত করা উচিত। যীশু বললেন যে, ঈশ্বর তার প্রয়োজনীয় জীবনের রুটি সরবরাহ করবেন, তাই তিনি পাথরকে রুটিতে পরিণত করতে অস্বীকার করেছিলেন। এরপর, শয়তান যীশুকে জেরুজালেমের মন্দিরের ছাদে নিয়ে যায় এবং তাকে লাফ দিতে বলে। একথা বলে যে, তিনি যদি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র হন, তাহলে স্বর্গদূতরা এসে তাঁকে রক্ষা করবেন। যীশু শয়তানকে বললেন যে, ঈশ্বরকে পরীক্ষা করা ঠিক নয়। অবশেষে, শয়তান যীশুকে একটি পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গেল এবং তাকে বলল যে, তিনি পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যের শাসক হতে পারেন যদি তিনি মাথা নিচু করে শয়তানকে প্রণাম করেন। এবার যীশু শয়তানকে ধমক দিয়ে চলে যেতে বললেন, কারণ কেবলমাত্র ঈশ্বরই একমাত্র উপসনা পাওয়ার যোগ্য। শয়তান যখন বুঝতে পেরেছিল যে সে যীশুকে প্রলোভিত করতে পারবে না, তখন সে চলে গেল।

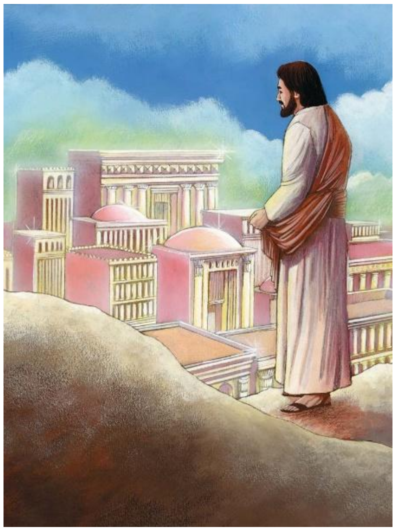

। ছবি থেকে শেখা

- ১. **মরুভূমি।** যীশুর বাপ্তিস্মের পরে, পবিত্র আত্মা যীশুকে মরুভূমিতে নিয়ে গিয়েছিলেন যেখানে যীশু ৪০ দিন এবং ৪০ রাত ধরে উপবাস করছিলেন। যীশুর উপবাসের পরে, শয়তান যীশুকে প্রলোভিত করেছিল। প্রতিটি প্রলোভন যীশুকে তার জীবনের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা এড়ানোর সহজ উপায় ছিল।
- ২. **যীশু** সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর এবং সম্পূর্ণ মানুষ ছিলেন। আমাদের মতো সম্পূর্ণ মানুষ হওয়ায় তিনি প্রলোভনের শিকার হন। কিন্তু তিনি আমাদের মত না, তিনি কখনও প্রলোভনে পড়েননি এবং পাপ করেননি। অতএব, যীশু আমাদের পাপের জন্য ঈশ্বরের নিখুঁত বলি উৎসর্গ হতে পেরেছিলেন। যীশু তার পরিচর্যার শুরুতে তিনটি প্রলোভনের সম্মুখীন হয়েছিলেন । প্রথমত, পাথরকে রুটিতে পরিণত করতে। দ্বিতীয়ত, মন্দির থেকে লাফ দেওয়া এবং স্বর্গদূতরা এসে তাকে রক্ষা করবে এই কথা বলা। এই উভয় প্রলোভনে, শয়তান যীশুকে তার ঐশ্বরিক ক্ষমতা স্বার্থপর উপায়ে ব্যবহার করানোর জন্য চেষ্টা করেছিল। যাইহোক, যীশু প্রতিবার শয়তানের প্রলোভন শাস্ত্রের কথা দ্বারা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন
- ৩. **বিশ্বের সমস্ত রাজ্য।** শয়তানের তৃতীয় প্রলোভন যীশুকে বিশ্বের সমস্ত রাজ্যের শাসনকতার্ বানানোর বিষয়ে ছিল। বিশ্বের শাসক হওয়ার জন্য যীশুকে ক্রুশে মরতে হয়নি, তাকে যা করতে বলা হয়েছিল তা হল শয়তানকে প্রণাম করা। অবশ্যই, যীশু জানতেন যে, তিনি তা করতে পারবেন না। একমাত্র ঈশ্বরই সমস্ত আরাধনার যোগ্য। এছাড়া,শয়তান যদি তখনও জগতের দায়িত্বে থাকতো, এবং যদি যীশু জাতিগুলির উপর শাসক হতেন, তবুও তখন সমস্ত মানুষের জীবনে পাপ রাজত্ব করতো । এই প্রতিটি প্রলোভনে, যীশু ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা শয়তানের প্রলোভনকে পরাজিত করছিলেন।

পাঠ প্রসঙ্গ যোহন বাপ্তাইজক দ্বারা বাপ্তিস্ম গ্রহণের ঠিক পরে পবিত্র আত্মা যীশুকে প্রান্তরে নিয়ে যায়। যীশু ৪০ দিন এবং ৪০ রাত উপবাস করেছিলেন। তারপর শুরু হল আধ্যাত্মিক যুদ্ধ। যীশু খুব তৃষ্ণাত এবং ক্ষুধার্ত ছিলেন, কিন্তু যীশু ৪০ দিন এবং ৪০ রাত প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ করার পরে তিনি শয়তানের তিনটি প্রলোভন প্রতিরোধ করার জন্য যেথষ্ট শক্তিশালী হয়েছিলেন।

এই তিনটি প্রলোভনের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু ছিল, যীশুর জন্য তার ঐশ্বরিক ক্ষমতাকে নিজের স্বাথে ব্যবহার করানো। ৪০ দিন উপবাস করার পরে, কিছু পাথরকে রুটিতে পরিণত করে যাতে তিনি তার পেট ভরাতে পারেন, এটা যীশুর জন্য অসম্ভব কিছু ছিল না। তাকে রক্ষা করার জন্য

স্বর্গদূতদের আহ্বান করে মন্দিরে সকলের কাছে যীশুর ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রমাণ করার প্রলোভন হয়ত ভুল কিছু শোনায় না। তাছাড়া কেন তিনি ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার যাবতীয় যন্ত্রণা এড়িয়ে শুধু শয়তানের উপাসনা করবেন না এই প্রশ্নও জাগে ? এছাড়া শয়তান তাকে পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য িদতে রাজি ছিল, কেন তিনি এর বিনিময়ে ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সমস্ত যন্ত্রণা এড়াবেন না? কিন্তু, এই প্রতিটি বিষয়ে শয়তান যীশুকে প্রলোভিত করে, যেমন শয়তান আদম ও হবাকে প্রলোভিত করেছিল। শয়তান যীশুকে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করতে প্রলোভিত করে। শয়তান যীশুকে বিশ্বাস করতে প্রলোভিত করে যে, যীশু ঈশ্বরের চেয়েও ভাল জানেন কীভাবে তার পরিচর্যা কাজ পরিচালনা করতে হয়।

এছাড়া, এই সমস্ত প্রলোভনের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল যে, যীশু প্রতিটি প্রলোভনকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য পবিত্র শাস্ত্রের বাক্য ব্যবহার করেন। ধর্মগ্রন্থ শোনা বা ধর্মগ্রন্থ মুখস্থ করাই যথেষ্ট নয়; খ্রীষ্টিয়ানদের জানতে হবে কীভাবে বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে বাইবেল ব্যবহার করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে, এমনকি শয়তানও দ্বিতীয় প্রলোভনের সাথে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ব্যবহার করে। কিন্তু যীশু শয়তানের শাস্ত্রের অপব্যবহার বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর এবং সম্পূর্ণ মানুষ হওয়ার কারণে, যীশুর জীবনেও আমাদের প্রত্যেকের মত একই ধরণের প্রলোভনর এসেছিল। কিন্তু, যীশু প্রলোভনগুলি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং বাইবেলের বাক্যের সঠিক ব্যবহারের কারণে তাঁর জীবনের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিফলন সত্য প্রমাণিত হয়েছিল।

পরবর্তী পাঠ্য: বাইবেল কেবল ঈশ্বর এবং মানবতা সম্পর্কে গল্পের একটি সংগ্রহ নয়। পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত হলে, বাইবেল একজন ব্যক্তির জীবনের একেবারে হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে এবং তাদের কাছে ঈশ্বরের বার্তা প্রকাশ করতে পারে। যীশুর প্রলোভনে, আমরা দেখি কিভাবে যীশু প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করার জন্য শাস্ত্রের বাক্য ব্যবহার করেছিলেন। যীশু আমাদের নিখুঁত পরিত্রাতা, যিনি আমাদের জন্য শয়তানের সব প্রলোভন প্রত্যাখ্যান এবং ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকার একটি নিখুঁত জীবন মডেল সৃষ্টি করেছেন।

বিশ্বাসের পেথর বিষয় আলোচনা: ৯. আত্ম–নিয়ন্ত্রণ। একজন খ্রীষ্টিয়ানের আত্ম—নিয়ন্ত্রণ প্রকাশ পায় যখন সে পাপেপূর্ণ আকাঙ্খার প্রতি "না" বলে। এটি আমাদেও সব কাজ, চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ঈশ্বরের পরিকল্পনা হল খ্রীষ্টিয়ানেদর সমগ্র জীবনকে শুদ্ধ করা, এবং তাই কোন ক্ষেত্র ঈশ্বরের কাজের জন্য সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করতে পারে না। প্রায়শই খ্রীষ্টিয়ানরা এই প্রলোভনে বিশ্বাস করে যে, কেবল তাদের কাজকর্মের মাধ্যমে পাপ করা বন্ধ করতে হবে। কিন্তু, খ্রীষ্টিয়ানেদর পবিত্র আত্মাকে তাদের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতিতে আত্মনিয়ন্ত্রণ আনতেও অনুমতি িদতে হবে। যীশু এই পাঠে শয়তানের প্রলোভনে কাজ করতে অস্বীকার করেন এবং শয়তানের প্রতি তার প্রতিক্রিয়ায় আত্ম—নিয়ন্ত্রণ প্রকাশ করেন। যীশু তার মানব প্রকৃতির আকাঙ্খা, ক্ষুধার আকাঙ্খা এবং জনসাধারণের প্রশংসার আকাঙ্খাকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন।

- **মাথা:** কী কী কারণে মানুষকে তাদের চিন্তাভাবনা, অনুভূতি এবং কাজে আত্ম নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ?
- **হৃদয়:** যিদ একজন খ্রীষ্টিয়ান হিসেবে আপনার কাজকর্মে যিদও আপনি আত্ম—নিয়ন্ত্রণ অনুশীলন করেন, তবুও কীভাবে অনিয়ন্ত্রিত চিন্তাভাবনা বা অনুভূতি একজন খ্রীষ্টিয়ানের জীবনের । ক্ষতি করতে পারে?
- **হাত:** কোন কাজের মাধ্যমে খ্রীষ্টেতে ভাই ও বোনেরা একে অপরকে তাদের চিন্তাভাবনা, অনুভূতি এবং কাজে আত্ম—নিয়ন্ত্রণ অনুশীলন করতে সাহায্য করতে পারে?

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবা েদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** খ্রীষ্টিয়ানরা এমন এক ঈশ্বরকে অনুসরণ করে না যিনি কেবল আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তারপরে আমাদেরকে আমাদের অবস্থাতেই ফেলে রেখে গেছেন। ঈশ্বর আমাদের ভালবাসেন এবং আমাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। কিন্তু, পাপ ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক ভেঙে দিয়েছে। ঈশ্বর আমাদেরকে কতটা ভালোবাসেন তা দেখানোর জন্য ঈশ্বর যীশুকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। এছাড়া যীশু তাঁর মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের মাধ্যমে আমাদের পাপ থেকে ক্ষমা পাওয়ার জন্য একটি পথ প্রদান করেন। যীশু এটি করতে পেরেছিলেন কারণ তিনি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর এবং সম্পূর্ণ মানুষ ছিলেন। আমাদের মত, যীশুও বিভিন্নভাবে প্রলোভিত হয়েছিল, কিন্তু ঈশ্বরের সাথে তার নিখুঁত যোগাযোগ ছিল, এবং তাই সেই প্রলোভনগুলি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।
    - যীশুর মত, কোন কোন উপায়ে শয়তান আমা েদর এই বিষয়টি বিশ্বাস করতে প্রলোভন েদখায় যে আমরা কীভাবে আমা েদর জীবন যাপন করতে হয় তা ঈশ্বরের চেয়ে ভাল জানি?
    - শয়তানের প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করার জন্য আপনি কোন শাস্ত্রপদ ব্যবহার করতে পারেন?
- **হৃদয়: আমা েদর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** ঈশ্বর শুধুমাত্র বাইবেলের মাধ্যমে আমা েদর প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করেন না, কিন্তু পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমে আমা েদর মধ্যে যীশুর জীবনকে জীবন্ত করে তোলেন। ঈশ্বর আমা েদর ভালবাসায় পূর্ণ করতে চান যাতে আমরা অন্যেদর সা েথ ঈশ্বরের ভালবাসা ভাগ করতে পারি। এই সমস্ত ভালবাসা পেতে এবং এই ভালবাসা ভাগ করে নেওয়ার জন্য, শয়তান যেভাবে আমা েদর জীবনে প্রলোভন পাঠায় সেগুলি সম্পর্কে আমা েদর সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে। শয়তান খুব কমই আমা েদর কাছে তার প্রলোভন ঘোষণা করে, কিন্তু আমা েদর প্রলোভনে ফেলার চেষ্টা করে। প্রলোভন শুরু হয় আমা েদর জন্য ঈশ্বর যা চান তা ছাড়া অন্য কিছু কামনা করার চেষ্টা করার মাধ্যমে। তারপর, প্রলোভন সেই ভুল আকাঙ্খাগুলি পূরণ করার জন্য আমা েদর কথায় বা কাজে নিজেকে প্রকাশ করে।
    - কীভাবে আমা েদর হৃদয়কে ঈশ্বরের প্রেমের জন্য উন্মুক্ত রাখা আমা েদর শয়তানের প্রলোভনগুলিকে চিনতে সাহায্য করতে পারে?

- আপনার সমাজে খ্রীষ্টিয়ানেদর জীবনে শয়তান যে সব প্রলোভন পাঠায় সেগুলো সম্পর্কে আপনি কী মনে করেন?

- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ িদেত পারি?** বাইবেল জানা যেথষ্ট নয়, কারণ শয়তানও বাইবেল সম্পর্কে যেথষ্ট জানে। খ্রীষ্টিয়ানেদর জানতে হবে কিভাবে তােদর জীবনে বাইবেল প্রয়োগ করতে হয়। এটি করার একটি উপায় হল, ঈশ্বরকে আমােদর কাছে প্রকাশ করার জন্য প৭ু ০্রার্থনায় অনুরোধ করা, যে কীভাবে আমােদর জীবনে বাইবেল প্রয়োগ করা যায়। ঈশ্বর এই প্রার্থনার উত্তর িদেত পারেন। যেহেতু আমরা ধর্মগ্রন্থ েথেক শুনি এবং প্রচারক ও শিক্ষকেদর কথা শুনি এবং শাস্ত্রেও সহোভাগিতা করি। তাই ঈশ্বর আমােদর বাইবেল অধ্যয়ন এবং প্রার্থনার নিজস্ব সময় কাটানোর মাধ্যমে এই প্রার্থনার উত্তর িদেত পারেন।
  - প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করতে সাহায্য করার জন্য আপনি কোন পাঁচটি শাস্ত্রপদ ব্যবহার করতে পারেন?
  - আমরা কি কখনও সেই জায়গায় যেতে পারি যেখানে আমরা বাইবেলটি যেথষ্ট ভালোভাবে জানি যে আমােদর আর এটি অধ্যয়নের প্রয়োজন না হয়? কেন অথবা কেন নয়?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথেক পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসােথ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৬১ যীশুর প্রথম শিষ্যরা

পাঠের শাস্ত্রাংশ: লূক ৫:১-১১

সহায়ক শাস্ত্রাংশ: যিশাইয় ৬:১-১১

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** সচেতন থাকুন যে, যীশু একাই নিজে নিজে পরিচযার্র কাজ এগিয়ে নেননি। যীশু তাঁর চারপাশে ১২ জন শিষ্যকে বেছে নিয়েছিলেন যাদের তিনি পরামর্শ দিয়ে পরিচালনা দিতেন ।
- **হৃদয়:** যীশুকে অনুসরণ করার জন্য আপনি কী কী ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক তা বোঝার চেষ্টা করুন।
- **হাত:** যীশুর সুসমাচার এমন লোকেদের সাথে সহভাগীতা করা প্রয়োজন যেন, "মানুষের ধরার" উপায়গুলির খুঁজে পেতে পারেন।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা সকলে চমৎকৃত হইয়াছিলেন; আর সিবদিয়ের পুত্র যাকোব ও যোহন, যাঁহারা শিমোনের অংশীদার ছিলেন, তাঁহারাও সেইরূপ চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তখন যীশু শিমোনকে কহিলেন, ভয় করিও না, এখন অবধি তুমি জীবনার্থে মানুষ ধরিবে, (লূক ৫:১০ খ)।

পাঠের সার সংক্ষেপ যীশু জানতেন যে, তাঁকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল ঈশ্বর সম্বন্ধে লোকেদের বলার জন্য। যখন তিনি বিভিন্ন স্থানে যেতেন এবং ঈশ্বর সম্পর্কে প্রচার করতে প্রস্তুত ছিলেন, তখন তিনি কিছু লোককে তাঁর সাথে যাওয়ার জন্য বেছে নিয়েছিলেন। যীশু গালীল সাগরে গিয়ে পিতর ও তার ভাই আন্দ্রিয়কে মাছ ধরতে দেখলেন। যীশু তাদের ডেকে বললেন, "এসো, আমার অনুসরণ করো, এবং আমি তোমাদেরকে মানুষ ধরার জেলে বানাবো" (ঘ৩ঠ)। যখন তিনি এই কথা বলেছিলেন, তখন যীশু বুঝিয়ে ছিলেন, তিনি চেয়েছিলেন যে তারা মাছ ধরা বন্ধ করে, ঈশ্বরের জন্য মানুষ ধরা শুরু করুক! পিতর এবং আন্দ্রিয় তাদের মাছ ধরার জাল ফেলে রেখে যীশুকে অনুসরণ করলেন। যীশু, পিতর এবং আন্দ্রিয়কে নিয়ে আরও দূরে হেঁটে গেলেন এবং সিবিদীয়ের ছেলে যাকোব ও যোহনকে তাদের নৌকায় মাছ ধরতে দেখলেন। যীশু তাদের ডাকলেন, এবং পিতর এবং শিমোনের মতো তারাও যীশুর অনুসরণ করল। যীশু তাঁর শিষ্য হওয়ার জন্য আরও আটজনকে বেছে নিয়েছিলেন: ফিলিপ, বর্থলময়,থোমা,মথি,আলফেয়ের ছেলে যাকোব, থদ্দেয়,মৌলবাদী শিমোন, যিহূদা ইস্কারিয়োৎ।

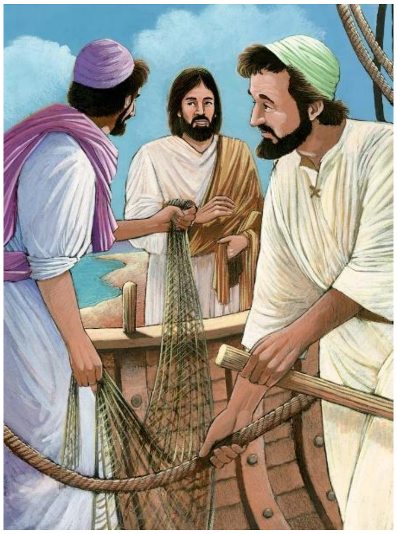

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **গিনেষরৎ হ্রদ (গালীল সাগর নামেও পরিচিত)** হল ইস্রায়েলের বৃহত্তম জলাশয়। যীশু যখন সাগরের পাশ দিয়ে হাঁটছিলেন এবং ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দিচ্ছিলেন তখন লোকেরা তাঁর চারপাশে জড়ো হয়েছিল।
- ২. **শিমোন পিতর এবং তার ভাই আন্দ্রিয় মাছ** ধরার একটি হতাশাজনক রাতের পরে তাদের জাল ধুয়ে রাখছিলেন কারণে যেখানে তারা কোন মাছ পাননি।
- ৩. **যীশু** তাদের নৌকার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন যখন তারা তাদের জাল ধুচ্ছিল এবং মাছ ধরা বন্ধ করতে এবং মানুষের ধরার জন্য তাঁর সাথে যোগ দিতে আহ্বান জানায়। যীশু পরিত্রাণের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে একটি স্থায়ী সম্পর্কের জন্য লোকেদের আনার কথা বলছিলেন। পিতর এবং আন্দ্রিয় যীশুর কথা শুনেছিলেন এবং তাদের জাল এবং ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং যীশুর শিষ্য হয়েছিলেন।

পাঠ প্রসঙ্গ শয়তানের প্রলোভন সফলভাবে প্রত্যাখ্যান করার পর যীশু তার পরিচর্যা কাজ শুরু করেছিলেন। যীশুর পরিচর্যায় সব লোকেদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা এবং ঈশ্বরকে এবং অন্যদেরকে তাদের ভালবাসার গুরুত্ব সম্পর্কে বলা ছিল। যীশুর পরিচর্যার কিছু অংশে তিনি তাঁর “শিষ্যদের” বেছে নিয়েছিলেন। যীশুর "শিষ্যরা” যীশুর সাথে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছিলেন এবং তারা শুধু যীশুর শিক্ষা শুনেননি, বরং তাঁর অলৌকিক কাজগুলি দেখেন এবং যীশুর দ্বারা পরামর্শও পেয়েছিলেন।

যীশু শিমোন পিতরকে এবং তার ভাই আন্দ্রিয়কে তাঁর শিষ্য হওয়্যার জন্য তাদের পেশা, বাড়ি ও নিজেদের পরিবার ছেড়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমরা জানি না কেন যীশু এই লোকদেরই শিষ্য হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। সমগ্র সুসমাচার জুড়ে শিষ্যরা যীশুর প্রকৃতি এবং লক্ষ্য সম্পর্কে বোঝার চেষ্টা করেছিল এবং ব্যর্থ হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও, যীশু তাদের পরিচালনা ও শিক্ষা দিয়েছিলেন।

লূক সুসমাচারে উল্লেখ রয়েছে শিমোন পিতর এবং আন্দ্রিয় দুই ভাই মাছ ধরতে গিয়ে মাছ না পাওয়ার হতাশাজনক রাতের পরে যীশুর শিক্ষা শুনেছিলেন। যীশুর শিক্ষা শোনার পর, যীশু তাদের দেখানোর জন্য একটি অলৌকিক কাজ করেছিলেন এবং বুঝাতে চেয়েছিলেন যে তিনি কেবল অন্য ধর্মীয় শিক্ষকদের মত ছিলেন না। এইরকম একজন পবিত্র ব্যক্তির এত ঘনিষ্ঠ হওয়াতে পিতর খুবই বিনীত হয়েছিলেন এবং ভয়ও পেয়েছিলেন।

যীশু পিতরকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এবং তারপর পিতরকে তাঁর শিষ্যদের একজন হওয়ার জন্য আহ্বান করেছিলেন।

পরবতীর্ পাঠ্য: (আরো পটভূমির তথ্যের জন্য পাঠ # ৪৬ দেখুন) যীশুর প্রতি পিতরের প্রতিক্রিয়া ,স্বর্গে থাকার বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, যিশাইয়ের প্রতিক্রিয়্যার সাথে খুব মিলে যায় (পাঠ ৪৬)। উভয়ই ঈশ্বরের পরাক্রমশালী শক্তির সাক্ষী, উভয়েই সেই শক্তির ভয়ে ভীত, উভয়েই স্বীকার করে যে তারা অন্য পাপীদের সাথেই বাস করে এমন পাপী। তাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিক্রিয়াও একই রকম। উভয় ক্ষেত্রেই, যিশাইয় এবং পিতরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয় এবং তারপর ঈশ্বরের জন্য পরিচর্যা করতে বলা হয়।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাােদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** যীশু জানতেন যে, তিনি স্বর্গে ফিরে যাওয়্যার পরে তাঁর পরিচর্যা চালিয়ে যাওয়ার জন্য শিষ্যদের একটি দলকে পরামর্শ দিতে হবে। এই শিষ্যদের যীশুকে অনুসরণ করার জন্য সবকিছু ছেড়ে যেতে হয়েছিল। তারা যীশুর অলৌকিক কাজগুলি দেখেছিল, তাঁর শিক্ষাগুলি শুনেছিল এবং দেখেছিল যে তিনি কীভাবে ধর্মীয় নেতাদের সাথে সংঘর্ষ পরিচালনা করেছিলেন। যদিও এই শিষ্যরা প্রায়ই যীশু এবং তাঁর মিশনকে ভুল বুঝেছিল, যীশু কখনই তাদের ছেড়ে দেননি। তিনি জানতেন যে, তিনি স্বর্গে ফিরে আসার পরে পবিত্র আত্মা তাদের পূর্ণ করবেন এবং তারপরে তারা অবশেষে যীশুর পরিচর্যা এবং মিশন বুঝতে পারবে।
    - আপনি কেন মনে করেন যে, পিতর এবং তার ভাই এত তাড়াতাড়ি সবকিছু ছেড়ে শিষ্য হওয়ার জন্য যীশুর আহ্বান মেনে নিলেন?
    - আপনার জন্য যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য হওয়ার অর্থ কী?

- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** যীশু নিখুঁত লোকদেরকে তাঁর শিষ্য হতে বলেন না। কিন্তু, তিনি এমন লোকেদের ডাকেন যারা শিখতে ইচ্ছুক এবং যীশুর মতো হয়ে উঠতে ইচ্ছুক। একজন শিষ্য হওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল যীশুকে আপনার জীবনে প্রথমে রাখা। এর মানে হল আমাদের জীবনের জন্য যীশুর শিক্ষা এবং ইচ্ছার প্রতি বাধ্য হওয়া। এর অর্থ হল এমন কিছু ছেড়ে দেওয়া যা আপনাকে বিভ্রান্ত করে বা আপনাকে যীশুকে ভালবাসতে এবং অন্যদের ভালবাসাতে বাধা দেয়।
    - যীশুর শিষ্য হওয়ার জন্য আপনি কী ত্যাগ করতে ইচ্ছুক?
    - আপনি কি মনে করেন যীশু পিতরের হৃদয়ে কী দেখেছিলেন যার জন্য তিনি পিতরকে তাঁর শিষ্যদের একজন হতে ডেকেছিলেন?
- **হ্স হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ দিতে পারি?** ঈশ্বর সমস্ত খ্রীষ্টিয়ানদের "মানুষের ধরার জেলে" বলে ডাকেন। ঈশ্বর কিছু মানুষকে পুরোহিত এবং চার্চের নেতা হতে আহ্বান জানান। ঈশ্বর অন্যদেরকে তাদের বর্তমান চাকরি ও বাড়িতে থাকতে এবং সেখানে যীশুর সাক্ষী হতে আহ্বান করেন। আপনি কোথায় থাকেন বা আপনার কোন ধরনের চাকরি আছে তা বিবেচ্য নয়, সমস্ত খ্রীষ্টিয়ান প্রেমের জীবন বেছে নিতে পারে এবং যীশুর প্রেম সম্পর্কে অন্যদের সাথে সুসমাচারের কথা বলতে পারে। যখন আমরা অন্যদেরকে যীশুর ভালবাসা এবং তাদের প্রতি ভালবাসার মডেল সম্পর্কে বলি, তখন আমরা
    - ঈশ্বর তাদের ভালোবাসেন এবং তাদের পাপ ক্ষমা করতে চান তা বিশ্বাস করার জন্য আপনার সম্প্রদায়ের লোকেদের সবচেয়ে বেশি কী দেখা বা শোনা উচিত বলে আপনি মনে করেন?
    - আপনার জীবনে এমন কেউ আছেন যার কাছে আপনি ঈশ্বরের প্রেম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারেন?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন।
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

পাঠ শিরোনাম: ৬২ পক্ষাঘাতগ্রস্থ রোগী সুস্থ হল

পাঠের শাস্ত্রাংশ: মার্ক ২:১-১২

সহায়ক শাস্ত্রাংশ: যিশাইয় ৩৫

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** বিশ্বাস করুন যে, যীশুই ঈশ্বরের পুত্র, যার পাপ ক্ষমা করা এবং অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা রয়েছে।
- **হৃদয়:** আনন্দ করুন যে, যীশু আমাদের আত্মা এবং আমাদের দেহ উভয়ের বিষয়েই চিন্তিত। ঈশ্বর উভয়ই সৃষ্টি করেন এবং তাই উভয়কেই মূল্যবান হিসেবে দেখেন।
- **হাত:** প্রয়োজনে অন্যদের সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকুন। অবশ ব্যক্তির বন্ধুরা তার সুস্থতার জন্য, তাদের শারীরিক সাহায্য এবং তাদের বিশ্বাসের কারণে তাকে সুস্থ হতে নিয়ে গিয়েছিলেন।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা তৎকালে খঞ্জ হরিণের ন্যায় লম্ফ দিবে, ও গোঙ্গাদের জিহ্বা আনন্দগান করিবে; কেননা প্রান্তরে জল উৎসারিত হইবে, ও মরুভূমির নানা স্থানে প্রবাহ হইবে, যিশাইয় ৩৫:৬।

পাঠের সার সংক্ষেপ যীশু কফরনাহূম শহরে গেলেন । এই জায়গাটিকেই তিনি তার বাড়ি বলে ডেকেছিলেন। অনেক লোক যীশুকে দেখতে চেয়েছিল, কিন্তু লোকজন এত বেশি ছিল যে ,তিনি যখন প্রচার করছিলেন তখন অনেককেই বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিলেন। সেখানে চারজন লোক ছিল যারা শুনেছিল যে যীশু কফরনাহূমে আছেন। এই লোকদের একজন বন্ধু ছিল যে হাঁটতে পারত না কারণ জন্ম থেকেই পক্ষাঘাতগ্রস্থ বা অবশ ছিলেন। তাই তারা লোকটিকে তুলে যীশুর কাছে নিয়ে গেলেন। তারা জানত যে যীশুই একমাত্র ব্যক্তি যিনি তাদের বন্ধুকে সুস্থ করতে পারেন। যখন তারা লোকটিকে উপর থেকে ঘরে যীশুর সামনে নামিয়ে দিল। যীশু জানতেন এই লোকটির বন্ধুদের বিশ্বাস ছিল যে তিনি তাদের বন্ধুকে সুস্থ করতে পারেন। যীশু পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিটিকে বলেছিলেন যে তার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে। তারপর যীশু তাকে উঠতে বললেন এবং তিনি যে মাদুরে শুয়েছিলেন তা তুলে নিতে বললেন। এবং তিনি তাই করেছিলেন ! লোকটি আবার হাঁটতে পারেছিল! যীশু সেই পক্ষাঘাতগ্রস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করেছিলেন।

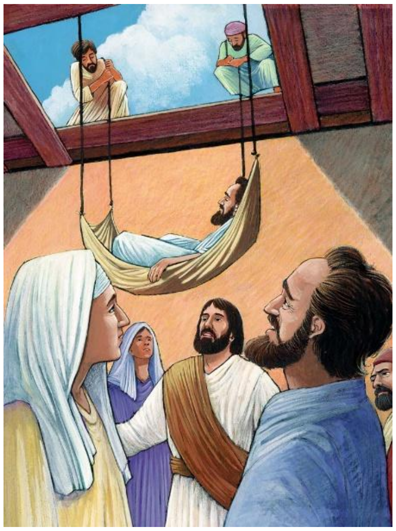

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **পক্ষাঘাতগ্রস্থ মানুষ।** কফরনাহূমে একজন পক্ষাঘাতগ্রস্থ লোক বাস করত। তার চার বন্ধু শুনেছিল যে যীশু শহরে এসেছেন, এবং তারা বিশ্বাস করেছিল যে যীশু তাদের বন্ধুকে সুস্থ করতে পারেন। কিন্তু, যীশুর চারপাশে ভিড় অনেক বেশি ছিল ,তাই তারা তাদের বন্ধুকে যীশুর সামনে নিতে পারছিল না।
- ২. **বিশ্বাসের বন্ধু।** চার বন্ধু লোকদের ভীড়কে তাদের বন্ধুকে যীশুর সামনে নিতে বাধার কারণ হতে দেয়নি। তারা যীশু যে বাড়িতে ছিলেন তার ছাদটির এক অংশ খুলতে শুরু করলেন এবং ছাদের কিছু অংশ যথেষ্ট বড় ফাঁক করা হলে, তারা তাদের বন্ধুকে তার মাদুরের উপর করে যীশুর সামনে নামিয়ে দিল।
- ৩. **যীশু।** যীশু যখন দেখলেন যে, এই ব্যক্তির বন্ধুরা তাকে যীশুর কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য কতটা চেষ্টা করছেন, তখন তিনি এটাও জানতেন তাদের অনেক বিশ্বাস রয়েছে। অতএব, যীশু এই পক্ষাঘাতগ্রস্থ ব্যক্তিকে বলেছিলেন, তার পাপ ক্ষমা করা হয়েছে। কিছু ধর্মীয় নেতারা এতে বিরক্ত হয়েছিলেন যে, যীশু বিশ্বাস করেছিলেন যে তিনি পাপ ক্ষমা করতে পারেন। শুধুমাত্র ঈশ্বরই পাপ ক্ষমা করতে পারেন, এবং তারা যীশুকে ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করেনি। যীশু জানতেন তারা কি ভাবছিল। তাদের কাছে প্রমাণ করার জন্য যে তার পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা রয়েছে, তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্থ লোকটিকে বললেন, "ওঠো এবং বাড়িতে যাও।" সঙ্গে সঙ্গে লোকটি উঠে দাঁড়াল, তার মাদুর তুলে নিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল। যীশু তাকে সুস্থ করেছিলেন!

পাঠ প্রসঙ্গ কিছুকাল প্রস্তুতি নেওয়ার পরে (তার বাপ্তিস্ম, তার পরীক্ষা, শিষ্যদের আহ্বান) যীশু সম্পূর্ণরূপে তার পরিচর্যায় নিযুক্ত হয়েছিলের। তার পরিচযার্ শিক্ষা এবং সুস্থতা প্রদানকে কেন্দ্র করে ছিল। যীশুর খ্যাতি খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং একজন অবশ রোগীর কিছু বন্ধু বিশ্বাস করেছিল যে, তারা যদি তাদের বন্ধটুকে যীশুর কাছে নিতে পারে তবে যীশু অবশ্যই তাকে সুস্থ করবেন। বন্ধুরা যীশুর প্রতি তাদের প্রচন্ড বিশ্বাস এবং তাদের বন্ধুর প্রতি তাদের গভীর ভালবাসা এই উভয় দিকেরই প্রমাণ রেখেছিল এই ঘটনাটির মাধ্যমে।

আশ্চর্যজনকভাবে, যীশু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, লোকটিকে এখনই সুস্থ করার পরিবর্তে, প্রথমে তার পাপ ক্ষমা করবেন। এই লোকটির পাপ ক্ষমা করার পরে, ভিড়ের মধ্যে কেউ কেউ অভিযোগ করতে শুরু করে। তারা সেখানে একজন মহান শিক্ষকের শিক্ষা শোনার জন্য এবং হয়তো অলৌকিক কাজ

দেখতেও গিয়েছিলেন। যাইহোক, যীশু একজন শিক্ষক বা অলৌকিক কাজ করতে পারা লোকের চেয়েও বেশি কিছু করতে পারেন। শুধুমাত্র ঈশ্বরই পাপ ক্ষমা করতে পারেন, এবং তাই ভিড়ের মধ্যে কিছু ধর্মীয় নেতারা শিক্ষক একে অপরের কাছে অভিযোগ করলেন যে যীশু ভুল শিক্ষা দিচ্ছেন। ঈশ্বরনিন্দার ব্যাপারটি হল নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করা কিংবা ঈশ্বর সম্পর্কে এমন কিছু দাবি করা যা সত্য নয়।

যীশু জানতেন যে তারা তার সম্পর্কে অভিযোগ করছে এবং যীশু তাদের মুখোমুখি হলেন। তারা একজন অলৌকিক কাজ করতে পারে এমন ব্যক্তিকে দেখতে এসেছিল, কিন্তু যীশু একজন অলৌকিক কাজ করা লোকের চেয়েও অনেক বেশি কিছু করেছিলেন। পাপ ক্ষমা করা এমন কিছু যা একমাত্র ঈশ্বরই করতে পারেন। তাই, ধর্মীয় নেতারা কাছে প্রমাণ করার জন্য যে তিনি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র, তিনি অলৌকিকভাবে লোকটিকে সুস্থ করেছিলেন। এতে সবাই (বাদ যাবে) অবাক হয়ে গেল।

পরবর্তী পাঠ্য: যিশাইয় আসন্ন মশীহের পরিচর্যা কাজ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। লোকেরা যেভাবে মশীহকে চিনতে সক্ষম হবে তার একটি অংশ হল তিনি অলৌকিক কাজ করবেন। বিশেষত ৬ অধ্যায়ে, আমরা দেখি যে খোঁড়া একজন একটি হরিণের মত লাফিয়ে উঠবে, এই অবশ ব্যক্তির সুস্থতায় একটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছিল।

বিশ্বাসের পথের বিষয় আলোচনা: ৩৩. যীশু. যীশু খ্রীষ্ট ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি। যদিও খ্রীষ্টিয়ানরা সাধারণত ঈশ্বরের কথা বলে, ত্রিত্বের প্রথম ব্যক্তি ও সৃষ্টিকর্তা হিসেবে এবং খ্রীষ্টিয়ানরা সাধারণত যীশুকে মুক্তিদাতা বলে। যখন মানুষ কেবল পাপেই পড়েনি, কিন্তু পুরাতন নিয়মের প্রদত্ত আইনের মাধ্যমে সত্যিকারের হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করতে অক্ষম প্রমাণিত হয়েছিল, তখন ঈশ্বর সত্যিকারের পরিত্রাণের পথ প্রদান করতে যীশু খ্রীষ্ট হিসাবে পৃথিবীতে এসেছিলেন। যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে ঐশ্বরত্ব এবং মনুষ্যত্ব দুটি স্বভাবই ছিল। ঈশ্বরের ইচ্ছা, তাঁর মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের প্রতি যীশুর আনুগত্যের মাধ্যমে, ঈশ্বর তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সময় যীশুর উপর পাপের সমস্ত ভার দিয়েছিলেন। অনুতাপ এবং যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে, মানুষ তাদের পাপের জন্য ক্ষমা পায়।

- **মাথা:** এটা আপনাকে ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্পর্কে কী বলে যে যীশু স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে এসেছিলেন পাপী মানবতার জন্য মরতে?
- **হৃদয়:** যীশুকে জানলে আপনি যে সমস্ত ধরণের প্রলোভনের মুখোমুখি হয়েছিলেন তা কীভাবে আপনাকে ঈশ্বরের শক্তি এবং প্রেমে বিশ্বাস করতে সাহায্য করে?
- **হাত:** আপনি কীভাবে অন্যদের কাছে যীশুর ভালবাসার সত্যতা প্রদর্শন করতে পারেন?

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;

- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ুন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** যে কেউ নিজেকে মশীহ দাবি করতে পারে। ব্যক্তিটি সত্যিই মশীহ কিনা তা কেউ কীভাবে বুঝবে ? ঈশ্বর পুরাতন নিয়মে মশীহ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে পূর্ণ করেছেন। অতএব, আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি, "এই ব্যক্তি যে মশীহ বলে দাবি করছে সে কি সেই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি পূরণ করে?" যীশু করেন। দ্বিতীয়ত, আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি, "এই ব্যক্তি কি অলৌকিক কাজ করতে পারে যা শুধুমাত্র ঈশ্বরই করতে পারেন?" আবার, যীশু এমন অলৌকিক কাজ করেছিলেন যা তার আগে কেউ করেনি। যীশু জানতেন যে, নাসারতের কাউকে মশীহ বলে বিশ্বাস করা মানুষের পক্ষে কঠিন হবে। অতএব, তিনি কেবল ঈশ্বর সম্বন্ধে শিক্ষা দেননি, তিনি তাঁর শিক্ষার পাশাপাশি অলৌকিক কাজও করেছিলেন। এই অনুচ্ছেদে, আমাদের দুটি অলৌকিক ঘটনা রয়েছে, একটি অন্যটির চেয়ে অনেক কঠিন। অবশ লোকটির আরোগ্য দেখে মানুষ বিস্মিত হয়েছিল। কিন্তু , এটির চেয়ে বড় হল যীশুর তার পাপগুলি ক্ষমা করেছিলেন যা ছিল সবচেয়ে বড় অলৌকিক ঘটনা।
    - আপনি কি মনে করেন যে এই বন্ধুরা যীশুর প্রতি এতটা বিশ্বাস করেছিল যে তারা তাদের বন্ধুকে তাঁর কাছে পেতে এই সমস্ত কঠিন কাজ করেছিল?
    - অনেকে যীশুর অলৌকিক ঘটনা দেখেছেন কিন্তু বিশ্বাস করেননি যে তিনিই মশীহ। অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পরও তারা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করল কেন?
- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** ঈশ্বর জানেন আমাদের উভয় শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক চাহিদা রয়েছে। শেষ পর্যন্ত, আমাদের আধ্যাত্মিক চাহিদাগুলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমাদের আত্মা চিরকালের এবং এই পার্থিব দেহ অস্থায়ী। কিন্তু আমাদের শরীর এখনও ঈশ্বরের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর সর্বদা শারীরিক সুস্থতার জন্য আমাদের প্রার্থনার উত্তর নাও দিতে পারেন যেমন আমরা চাই, তবে, আমরা জানি যে আমাদের আত্মা সর্বদা ঈশ্বরের কাছে নিরাপদ। পরিশেষে, যখন আমরা ঈশ্বরের সম্মুখীন হই, তখন আমাদের সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করার ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হবে।
    - পৃথিবীতে থাকাকালীন যীশু যে সমস্ত শারীরিক সুস্থতার কাজ করেছিলেন তার কথা শুনে খুব ভালো লাগে, কীভাবে যীশু আমাদের কাছে তাঁর শক্তি প্রমাণ করেন এবং যেকারনে এখন তিনি স্বর্গে ফিরে গিয়েছেন?
    - কোন উপায়ে আমাদের শরীর প্রথম স্থানের ঈশ্বরের একটি অলৌকিক ঘটনা?
- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ দিতে পারি?** আপনি কি একজন বিশ্বস্ত বন্ধু? আপনি কি আপনার পরিবারের সদস্যদের, আপনার সমাজের বন্ধুদের, আপনার চার্চের বন্ধুদের সাহায্যের প্রয়োজন হলে তাদের সাহায্য করেন? কখনও কখনও তাদের শারীরিক সাহায্যের প্রয়োজন হয়, যেমন এই পক্ষাঘাতগ্রস্থ লোকটির হয়েছিল, তবে অন্য সময় কেবল তাদের সাথে প্রার্থনা করার, তাদের সাথে দঃখ ভাগ করে নেওয়ার ও তাদের উৎসাহিত করার জন্য কারও প্রয়োজন হয়।
    - বিশ্বস্ত বন্ধুরা আমাদের ঈশ্বরকে আরও সম্পূর্ণরূপে জানতে সাহায্য করতে পারে এমন কিছু উপায় কী কী?

- অন্যদের একজন বিশ্বস্ত বন্ধু হতে আপনি এই সপ্তাহে তিনটি জিনিস কী করতে পারেন?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন।
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

পাঠ শিরোনাম: ৬৩ যীশু নীকদীমকে শিক্ষা দেন

পাঠের শাস্ত্রাংশ: যোহন ৩:১-২১

সহায়ক শাস্ত্রাংশ: যিহিষ্কেল ৩৬:২২—২৯

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** বিশ্বাস করুন যে, ঈশ্বর যীশুকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন অনন্ত জীবনের পথ প্রদান করার জন্য। যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বর খ্রীষ্টিয়ানদের ক্ষমা করেন এবং এর ফলে খ্রীষ্টিয়ানরা আবার নতুনভাবে জন্মগ্রহণ করে।
- **হৃদয়:** স্বীকার করুন, পরিত্রাণ পেতে, খ্রীষ্টিয়ানদের তাদের অন্তরে বিশ্বাস করতে হবে যে যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র।
- **হাত:** ঈশ্বর আপনার জন্য এবং যারা যীশু খ্রীষ্টকে তাদের প্রভু এবং ত্রাণকর্তা হিসাবে বিশ্বাস করবে তাদের জন্য মহান পরিত্রাণ সাধন করেছেন সে জন্য আনন্দ করুন।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার এক জাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়, যোহন ৩:১৬

পাঠের সার সংক্ষেপ নিকোদীম একজন ফরীশী ছিলেন। ফরীশীরা ছিল এমন ব্যক্তি যারা শাস্ত্র জানত এবং অন্য লোকেদের কাছে সেগুলো শিক্ষা দিত। যখন ফরীশীরা যীশুর সাথে দেখা করেছিল, তারা বিশ্বাস করেছিল যে, তিনি একজন শিক্ষাগুরু ছিলেন, ঈশ্বরের পুত্র নন। কিন্তু, নিকোদীম খুব কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। তিনি যীশু নামের এই ব্যক্তির সম্পর্কে আরও জানতে চাইলেন। একদিন রাতে, নিকোদীম যীশুকে দেখতে গেলেন। নিকোদীম জানতেন যে, ঈশ্বর যীশুর সাথে ছিলেন, কিন্তু তিনি নিশ্চিত ছিলেন না যে, যীশু যা শিক্ষা দিচ্ছেন তা বিশ্বাস করা উচিত কিনা। যীশু নিকোদীমকে বলেছিলেন যে স্বর্গে যেতে হলে তাকে নতুন করে জন্ম নিতে হবে। নিকোদীম বুঝতে পারেননি যে যীশুর বলা এই পুনর্জন্মের অর্থ কী। যীশু চেয়েছিলেন, নিকোদীম বুঝতে পারুক যে স্বর্গে যেতে কেবল বাইবেল জানার চেয়ে আরও বেশি কিছু লাগে। একজন ব্যক্তিকে তার পাপের জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে এবং ঈশ্বরকে তার জীবনে গ্রহণ করতে হবে। নিকোদীম যীশুকে কাছ থেকে চলে যাবার পর যীশু যা বলেছিলেন তা নিয়ে চিন্তা করলেন।

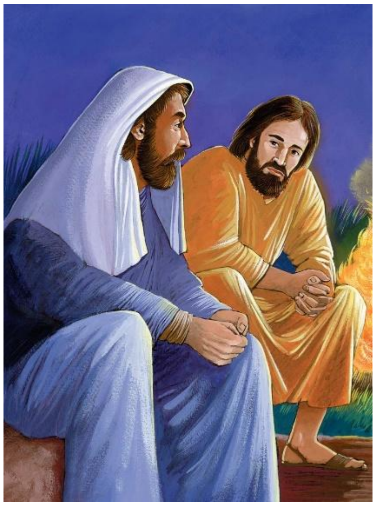

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **রাতে।** নিকোদীম, একজন ইহুদি নেতা ছিলেন, তিনি রাত্রে যীশুকে কিছু বিষয়ে প্রশ্ন করে উত্তর পাবার জন্য তার কাছে গেলেন। তিনি রাতে গিয়েছিলেন কারণ তিনি ভয় পেয়েছিলেন। কারন তিনি চাননি যে, তিনি যীশুর সংগে কথা বলছেন এটা অন্যরা দেখুক। অন্যদিকে, যীশু হয়তো দিনের বেলায় অন্যদের শিক্ষা দিতে খুব ব্যস্ত ছিলেন, তাই এই ইহুদি নেতার জন্য যীশুর সাথে কথা বলার জন্য রাতেই সময় নিতে হয়েছিল।
- ২. **নিকোদীম** তার সমাজের একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একজন ফরীশী ছিলেন, যার অর্থ তিনি পুরাতন নিয়মে পাওয়া সমস্ত আইন অনুসরণ করতে খুব সতর্ক ছিলেন। তিনি 'যিহুদি শাসক' পরিষদেরও সদস্য ছিলেন, যার অর্থ তিনি সমাজের জন্য যিহুদী ধর্মীয় অনুশাসনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতেন। বেশিরভাগ ফরীশীরা যীশুকে মশীহ বলে বিশ্বাস করেনি, কারণ তিনি পুরাতন নিয়মের সমস্ত আইন সেভাবে পালন করেননি, যেভাবে ফরীশীরা মনেকরত যে ইস্রায়েলীয়দের করা উচিত। তবে যাইহোক, তারা এটার কোন ব্যাখ্যা খুজে পাইনি, যীশু সঠিকভাবে যিহুদী আইনগুলি অনুসরণ না করেও কিভাবে এমন শক্তিশালী অলৌকিক কাজ করতে পারতেন।
- ৩. **যীশু** নিকোদীমকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক সত্য শিখিয়েছিলেন। তিনি নিকোদীমকে বলেছিলেন যে, পুরাতন নিয়মের শত শত আইন আপনি কত ভাল করে পালন করেন তার উপর ঈশ্বরের সাথে আপনার সম্পর্ক নির্ভর করে না, বরং যদি আপনি যীশু খ্রীষ্টকে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র বলে বিশ্বাস করেন তবে তার মাধ্যমে সেটি সম্ভব। যীশুর দেওয়া সমস্ত বিস্ময়কর শিক্ষা এবং তিনি যে অলৌকিক কাজ করেছিলেন তার জন্য নিকোদীম এবং অন্য সকলের এটা বিশ্বাস করা উচিত ছিল। যদিও যীশুতে বিশ্বাস করার বিষয়ে নিকদীমের মন থেকে অনেক বাঁধা আসছিল তবুও যীশু তার সাথে কথা বলতেন এবং তাকে খুব ভালোবাসতেন।

পাঠ প্রসঙ্গ যীশু যিহুদি নেতাদের প্রত্যাশিত মশীহের মতো ছিলেন না। তারা রাজা দায়ূদের মতো একজন সামরিক নেতার প্রত্যাশা করেছিল যিনি প্রতিজ্ঞাত ভূমিতে রোমানদের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে প্রচার করবেন এবং রোমানদের তাদের দেশ থেকে দুর করে দেওয়ার জন্য একটি যুদ্ধের নেতৃত্ব দেবেন। তারা ভেবেছিল যে, মশীহ সামরিক যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে ঈশ্বরের পরাক্রমশালী শক্তি দেখাবেন।

আসলে, যীশু এমন একজন মশীহ ছিলেন যিনি রোমান দখল থেকে যিহুদিদের বাঁচানোর বিষয়ের চেয়েও আরো বড় কাজের জন্য এসেছিলেন। মুলত তার যুদ্ধ ছিল পাপ ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে। এছাড়া, যীশু যুদ্ধে নয়, সুস্থতার ক্ষেত্রেও ঈশ্বরের পরাক্রমশালী ক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন। যিহুদী নেতারা জানত না এই যীশুর সাথে কি করতে হবে। কিভাবে তিনি মশীহ হতে পারেন কোন সৈন্য ছাড়াই ? আর কিভাবে তিনি মশীহ না হয়েও এই সব বড় বড় অলৌকিক কাজ করতে পারেন?

নিকোদীম ধর্মীয় নেতাদের পক্ষ থেকে যীশুর কাছ থেকে এমন আরও কিছু জানার চেষ্টা করেছিলেন। নিকোদীমের প্রতি যীশুর উত্তর তাকে আরও বিভ্রান্ত করেছিল। মুলত যীশু তাঁর সাথে আধ্যাত্মিক বিষযে কথা বলছিলেন, কিন্তু নিকোদীম ভেবেছিলেন যীশু জাগতিক প্রেক্ষিতে কথা বলছেন।

পরবর্তী পাঠ্য: এই পাঠে যীশুর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়ে বলা হয়েছে। নিকোদীমের উচিত ছিল যীশু ভবিষ্যতের বিষয়ে কি চিন্তা প্রকাশ করছেন সেটি বোঝার চেষ্টা করা। ফরীশীরা পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রগুলি খুব ভালভাবে জানত। এই পাঠে ঈশ্বর এমন একটি সময়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যখন ইস্রায়েলীয়রা নতুন হৃদয় এবং নতুন আত্মা পাবে। যীশুর শিক্ষা অনুসারে, এটি আক্ষরিক অর্থে নতুন হৃদয় নয়, বরং নতুন আধ্যাত্মিক হৃদয়। নিকোদীমের বোঝা উচিত ছিল যে, এই পাঠ্যের ভিত্তি হিসেবে যীশুর "নতুন জন্ম" নিয়ে আলোচনার বিষয়টি আসলে কি। যীশুর পরিচর্যায় এবং পঞ্চসপ্তমীতে পবিত্র আত্মার আগমনে ঈশ্বর যে পাঠ্য পূর্ণ করেছিলেন তাতে ঈশ্বর আরও অনেক প্রতিজ্ঞা করেন আমাদের কাছে।

বিশ্বাসের পথের বিষয় আলোচনা: ওঢ. ন্যায্যতা, পুনর্জন্ম, দত্তক। যে মুহূর্তে একজন ব্যক্তি তাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং ঈশ্বরের কাছে পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করে, তখন ঈশ্বর পাপীকে রক্ষা করেন এবং পাপী সম্পূর্ণ নতুন ব্যক্তি হয়ে ওঠে। তারা আর পাপ বা বিদ্রোহ দ্বারা ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। কিন্তু, পরিত্রাণের ঈশ্বর তাদের সমস্ত পাপের জন্য তাদের সম্পূর্ণ ক্ষমা প্রদানের মাধ্যমে তাদের সমস্ত অপরাধ দূর করেন। দ্বিতীয়ত, তারা "পুনরায় জন্মগ্রহণ করে", তাদের জন্মের সময় উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া পাপের দ্বারা তারা আর শাসিত হয় না, কিন্তু এখন ঈশ্বরের অনুগ্রহে সংরক্ষিত একজন হিসাবে পরিচালিত হয়। তৃতীয়ত, খ্রীষ্টিয়ান হিসেবে রূপান্তরিত হয়, পাপের দাসত্ব থেকে ঈশ্বরের সন্তানে পরিণত হয় । এই তিনটি কাজ একযোগে ঘটে এবং ঈশ্বর সমস্ত মানুষের জন্য সম্পূর্ণর্ পরিত্রাণের প্রতিনিধিত্ব করে।

- **মাথা:** কেন আপনি মনে করেন যে, নিকোদীম, একজন ধর্মীয় শিক্ষক হিসাবে এত ভালোভাবে প্রশিক্ষিত হয়েও, পুনরায় জন্ম নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যীশুর এই শিক্ষাটি বোঝার জন্য চেষ্টা করেছিলেন?
- **হৃদয়:** আপনি যখন শুনবেন যে ঈশ্বর আপনাকে ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেছেন তখন আপনার অনুভূতি কেমন হবে ?
- **হাত:** যারা ঈশ্বরের ক্ষমা তাদের জন্য সত্য বলে মনে করেন এবং এই সত্য প্রতিশ্রুতি যারা পেতে পারে, আপনি কীভাবে এমন লোকেদের সাহায্য করতে পারেন?

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ুন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** যীশু শুধু একজন অলৌকিক কাজ করতে পারেন এমন লোক ছিলেন না। যীশু শুধু একজন মহান শিক্ষাগুরুও নন। যীশু হলেন মশীহ, ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র। নিকোদীমের মতো লোকেদের পক্ষে এই সত্যটি গ্রহণ করা কঠিন ছিল, কারণ মশীহ কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তাদের পূর্ব ধারণা ছিল। নিকোদীমের সামনে সুস্পষ্ট সত্য দেখতে সাহায্য করার আশায় যীশু সেই পূর্ব ধারণাগুলিকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন: যীশু হলেন মশীহ। যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করাই পরিত্রাণের একমাত্র পথ। যদিও এই অনুচ্ছেদটি নিকোদীমকে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়েই শেষে চলে যেতে দেখা যায়, পরে যোহনের সুসমাচারে নিকোদীম যীশুকে যারা গ্রেপ্তার করতে চায় তাদের সামনে যীশুর পক্ষে কথা বলেন (যোহন ৭:৫০-৫২)। যীশুর মৃত্যুর পর, নিকোদীম আরিমাথিয়ার যোষেফের সাথে যীশুর দেহ একটি সমাধিতে রাখতে যান। মনে হয় নিকোদীম অবশেষে বুঝতে পেরেছিলেন যে, যীশু তাকে কী শিখিয়েছিলেন।
  - কেন কিছু লোক যীশুকে প্রভু এবং ত্রাণকর্তা হিসাবে অবিলম্বে বিশ্বাস করে এবং অন্যরা বিশ্বাস করার আগে সময় নেয়?
  - পুনর্জন্মের পর থেকে আপনার জীবন কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে?
- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** আমরা পৃথিবীতে যা দেখি তার চেয়ে আমাদের জীবন অনেক বড়। আমাদের দেহের মধ্যেই আমাদের আত্মা চিরকাল বেঁচে থাকে। আমরা যদি আমাদের হৃদয়ে বিশ্বাস করি যীশু ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র, তাহলে আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের পাপের ক্ষমা পাব এবং স্বর্গে চিরকাল বেঁচে থাকব। যদি আমরা আমাদের হৃদয়ে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করি যে, যীশু ঈশ্বরের পুত্র, তাহলে আমাদেরও অস্বীকার করা হবে। ঈশ্বর কাউকেই অস্বীকার করতে চান না। কিন্তু মানুষকে নিজেদের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তারা যীশু খ্রীষ্টকে তাদের প্রভু এবং ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করবে কি না।
  - যীশুতে বিশ্বাস করা শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক পরিত্রাণ নিয়ে আসে না। যীশুকে প্রভু এবং ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করার থেকে অন্য কোন সুবিধা আসে?
  - এখন একজন খ্রীষ্টিয়ান হওয়ার কারণে আপনি কোন উপায়ে আপনার জীবনে আরও আলো অনুভব করছেন?

- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ দিতে পারি?** ঈশ্বর আমাদের যে মহান পরিত্রাণ প্রদান করেন তা নিয়ে আমাদের আনন্দ করা উচিত। আমরা আমাদের খ্রীষ্টবিশ্বাসী ভাই ও বোনদের সাথে উপাসনার সময়ে এই আনন্দ ভাগ করতে পারি। আমরা অন্যদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং প্রেমময় হয়ে আনন্দ করতে পারি। আমরা যীশুর ভালবাসায় জীবনযাপনে জন্য আনন্দ করতে পারি। যীশু আমাদের একটি নতুন জীবন দিতে পারেন যেটি আমাদের আনন্দে উপভোগ করা উচিত!
    - শুধুমাত্র যীশু আমাদের রক্ষা করেন এর মানে যে আমাদের জীবন সহজ হয়ে ওঠে তা নয়। কিন্তু কীভাবে একজন খ্রীষ্টিয়ান হওয়া আমাদের জীবনের সমস্যাগুলিকে ভিন্নভাবে পরিচালনা করে?
    - কিভাবে আপনি এই সপ্তাহে কারো সাথে যীশুর প্রেমের সুসংবাদ শেয়ার করতে পারেন?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন।
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

পাঠ শিরোনাম: ৬৪ শমরীয় নারী

পাঠের শাস্ত্রাংশ: যোহন ৪:১-৪২

সহায়ক শাস্ত্রাংশ: ২ পিতর ৩:১-১৩

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** বুঝুন যীশুর ভালবাসা এবং পরিত্রাণ লিঙ্গ, জাতি, জাতীয়তা, সামাজিক অবস্থান বা পটভূমি নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্য সমান।
- **হৃদয়:** খুজে দেখুন আপনার হৃদয়ে এমন কোনো বাঁধা আছে কি না যা আপনাকে ঈশ্বরের সমস্ত সন্তানদেরকে তাঁর ভালবাসা দেওয়া থেকে বিরত রাখে।
- **হাত:** ঈশ্বর আপনার জীবনে যাদের আনেন, প্রত্যেকের কাছে ঈশ্বরের ভালবাসা অবিরত ভাবে প্রকাশ করুন, কারণ আপনি কখনই জানেন না যে ঈশ্বরের সেই ভালবাসাকে ঈশ্বর তাঁর রাজ্যকে প্রসারিত করতে ব্যবহার করবেন।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা আর তাহারা সেই স্ত্রীলোককে কহিল, এখন যে আমরা বিশ্বাস করিতেছি, তাহা আর তোমার কথা প্রযুক্ত নয়, কেননা আমরা নিজেরা শুনিয়াছি ও জানিতে পারিয়াছি যে, ইনি সত্যই জগতের ত্রাণকর্তা, যোহন ৪:৪২।

পাঠের সার সংক্ষেপ: যীশু যিহূদা ছেড়ে শমরিয় নামক স্থানে গেলেন। সেখানে যারা বাস করত তাদের বলা হত, শমরীয়। যিহুদিরা শমরীয়দের সাথে কথা বলত না কারণ তারা ভেবেছিল যে, শমরীয়রা "পরজাতি" ছিল। যীশু শমরিয়দের এলাকা দিয়ে অনেক দূরে হেটে যাচ্ছিলেন। ক্লান্ত হয়ে পড়ায় একটি কূপের পাশে বসলেন। একজন শমরীয় মহিলা সেইসময় কুয়োর কাছে এলেন জল নিতে। দেখলেন একজন কূপের ধারে বসে আছেন। যীশু শমরিয় মহিলাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সে তাকে কিছু জল দিতে পারেন কিনা কারণ সে তৃষ্ণার্ত ছিল। মহিলাটি বুঝতে পারছিল না কেন যীশু তার সাথে কথা বলছেন, কারণ তিনি ছিলেন একজন যিহুদী এবং মহিলাটি ছিলেন একজন শমরীয়। কারন তখনকার দিনে যিহুদী ও শমরিয়দের সংগে কোন মেলামেশা করা যেত না। তারপর যীশু মহিলাটিকে বলেছিলেন যে তিনি তাকে "জীবন্ত জল" দিতে পারেন। তিনি জানতেন যে তিনি একজন পাপী এবং তিনি নিজেকে ভালো মনে করেন না। যীশু চেয়েছিলেন মহিলাটি জানুক যে তিনিই সেই "জীবন্ত জল" যার কথা তিনি বলছিলেন। এবং তিনি তার পাপ ক্ষমা করতে এবং তাকে খুশি করতে পারেন।

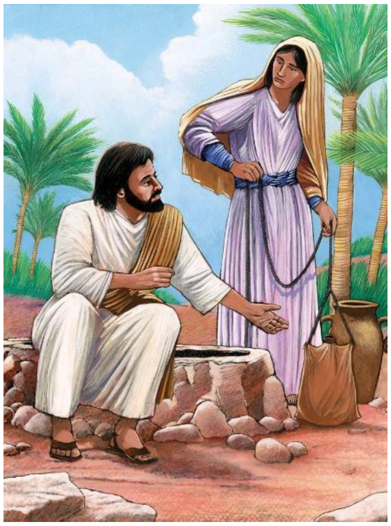

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **শমরিয়।** যীশু ও তাঁর শিষ্যরা জেরুজালেম থেকে গালীলে যাবার পথে শমরিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, যেখানে এমন এক গোষ্ঠির লোক বাস করত যারা যিহুদিদের সাথে মিশত না। শমরীয়রা বিশ্বাস করত না যে যিহুদিরা সঠিকভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করে এবং যিহুদিদেরও শমরীয়দের সম্পর্কে এই একই রকম ধারণা ছিল।
- ২. **যাকোবের কূপ।** পথে যীশু যাকোবের কূপে বিশ্রাম নিতে থামলেন। এই কূপের একটা ইতিহাস আছে এমন যে, বহু বছর আগে যাকোব এই এলাকায় ফিরে এসে এষৌর সাথে মিলিত হওয়ার পরে এই কূপটি খনন করেছিলেন (আদিপুস্তক ৩৩:১৮-২০)। যীশু যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন তাঁর শিষ্যরা খাবার কিনতে শহরে গেলেন।
- ৩. **শমরীয় মহিলা।** যীশু কূপের ধারে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, এমন সময় এক শমরীয় মহিলা জল তুলতে এলো। দিনের উষ্ণতম সময়ে একজন মহিলার পক্ষে একা কূপে জল আনতে যাওয়াটা একটু অস্বাভাবিক ছিল। এর ফলে বোঝা যায় যে, তাকে সাহায্য করার মত তার কোন বন্ধু ছিল না। শমরিয় এই নারীকে উপেক্ষা করার অনেক সাংস্কৃতিক কারন ছিল যীশুর, এমন যে,
  - ক. তিনি একজন শমরিয় নারী ছিলেন এবং যীশু যিহুদি, এই দুটি দল কখনো এক হয় না।
  - খ. একদিকে এই নারীর বেশকিছু দুর্নাম ছিল এবং অন্যদিকে যীশু একটি ভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষাগুরু।
- ৪. **যীশু।** যদিও অনেক সাংস্কৃতিক কারণ ছিল যার ফলে যীশু এই মহিলাকে উপেক্ষা করতে পারতেন, কিন্তু যীশু তার সাথে কথা বলার গুরুত্বকেই বড় করে দেখেছিলেন। যীশু এই মহিলার সাথে ঈশ্বরের ভালবাসা এবং তাকে গ্রহণ করবার বিষয়টি শেয়ার করেছিলেন। যীশু তার কাছে নিজেই প্রকাশ করেছিলেন যে, তিনিই মশীহ। যদিও যিহুদি এবং শমরীয়দের ভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অনুশীলন ছিল,কিন্তু উভয় দলই বিশ্বাস করেছিল যে ঈশ্বর মশীহকে পাঠাবেন। তার প্রতি যীশুর ভালবাসা এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে শিক্ষার দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে, তিনি শহরে ফিরে যান এবং সকলকে জানান যে তিনি মশীহের সাথে দেখা করেছেন। কিছু লোক তার সাক্ষ্য থেকে যীশুকে মশীহ বলে বিশ্বাস করেছিল। অন্যান্য শহরের লোকেরা যীশুর সাথে দেখা করতে এসেছিলেন এবং তাঁর শিক্ষা শুনে তারা বিশ্বাস করেছিল যে, যীশুই মশীহ।

পাঠ প্রসঙ্গ অনেক কারণ আছে যে কারণে বিভিন্ন দলের লোক একসংগে মেলামেশা করে না। কখনও কখনও এটি হয় কারণ তারা বিভিন্ন ভাবে একে অপরের থেকে অলাদা অবস্থায় থাকে। অন্য সময়ও এটি হয় কারণ তারা বেশিরভাগ উপায়ে একই রকম মত পোষণ করে, কিন্তু শুধুমাত্র

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভিন্ন মত দেয়। যিহুদি এবং শমরীয়রা বেশিরভাগ উপায়ে একই রকম ছিল, কিন্তু কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় পার্থক্য ছিল যার জন্য দুটি দল একত্রিত হতে পারেনি।

এটি যিহুদি এবং শমরীয়দের একে অপরের থেকে আলাদা থাকতে পরিচালিত করেছিল। এটি যিহুদীদের জেরুজালেম এবং গালিলের মধ্যে তাদের যাত্রর সময় শমরীয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়া এড়াাতে পরিচালিত করেছিল, যদিও শমরীয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়া ছিল সবচেয়ে ছোট পথ। যদিও যীশুর সুসমাচার ছিল সবার জন্য। তাই, যীশু শমরিয়াকে এড়িয়ে যাওয়ার পরিবর্তে শমরিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়া বেছে নিয়েছিলেন। যীশু তাকে উপেক্ষা করার পরিবর্তে এই শমরীয় মহিলার সাথে কথা বলার বিষয়টি বেছে নিয়েছিলেন। যীশু শুধুমাত্র যিহুদীদের মধ্যে, তিনি যে মশীহ এই সুসমাচারে খবর রাখার পরিবর্তে এই শমরীয় নারীর সাথেও তা ভাগ করে নিয়েছিল।

ফলাফল? এই মহিলা কেবল যীশুকে মশীহ হিসাবে বিশ্বাস করেননি, তার প্রতিবেশীদের কাছে তার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এবং তা তাদের এত মুগ্ধ করেছিল যে, তারাও বিশ্বাস করেছিল। এই ঘটনাটি অনেকে ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি যেখানে যীশু সমাজ থেকে "বহিষ্কৃত" হিসাবে দেখা লোকদের কাছে পৌঁছেছেন। তারা কর আদায়কারী, কুষ্ঠরোগী বা শমরীয় হোক না কেন, যীশু দেখিয়েছিলেন সুসমাচার সকল মানুষের জন্য।

পরবর্তীর পাঠ্য: ঈশ্বর চান না কেউই যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার গ্রহণ না করে বিনষ্ট হোক। ঈশ্বরের সুসমাচার সমস্ত মানুষের জন্য, এবং খ্রীষ্টিয়ানদের পক্ষে যতটা সম্ভব তাদের বিশ্বাস ভাগ করে নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যাতে যতটা সম্ভব মানুষ যীশুর মহান পরিত্রাণে প্রবেশ করতে পারে।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ুন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** মানুষের মধ্যে সমস্ত পার্থক্যের বাইরে দেখা এবং মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন হতে পারে। সকল মানুষের একে অপরের সাথে একটি মিল রয়েছে: আমরা সবাই ঈশ্বরের প্রিয় সৃষ্টি। আরেকটি মিল: আমরা সকলেই পাপ নিয়ে জন্মেছি এবং সকলেরই যীশুর ক্ষমা প্রয়োজন। অতএব, পার্থক্য যাই হোক না কেন, এই মিলগুলির অর্থ হল আমরা সকল মানুষকে ভালবাসি। যীশু শমরীয় মহিলার সাথে তার কথার দ্বারা এটি প্রকাশ করেন। যদিও অনেক সাংস্কৃতিক কারণ ছিল কেন যীশুর তাকে উপেক্ষা করা উচিত ছিল। যীশু জানতেন যে তার সুসমাচার প্রয়োজন। অতএব, যীশু তার সাথে একটি কথোপকথন শুরু করেছিলেন তাকে এই সুসংবাদ জানাতে যে, তিনিই মশীহ। যীশুর মতো হওয়ার জন্য আমাদের জীবনে যে সমস্ত লোক ঈশ্বর নিয়ে আসেন তাদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা দেখানো এবং তাদের সাথে সুসমাচার ভাগ করে নেওয়া, খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য এটি অপরিহার্য কাজ।
    - কেন আপনি মনে করেন যে, মানুষের দলাদলিগুলি প্রায়শই তাদের মিলের পরিবর্তে তাদের পার্থক্যের দিকে মনোযোগ দেওয়ার কারণে হয় ?
    - এই মহিলা আশ্চর্য হয়ে গেলেন যীশু তার সাথে কথা বললেন এই বিষয়টি দেখে। আপনি হয়ত এমন লোকদের কথা বলতে পারেন যাদের সাথে কথা বললে তারা অবাক হতে পারে?
- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** অন্যদের ভালবাসা খুব কঠিন হতে পারে, এমনকি আমাদের সাথে খুব মিল এমন লোকেদেরকেও ভালবাসতে পারা কঠিন হতে পারে। কখনও কখনও লোকেরা অন্যদের প্রতি কুসংস্কার ও মন্দ ধারণা রাখে এবং এটি অন্যদের ভালবাসাকে আরও কঠিন করে তোলে। খ্রীষ্টিয়ানদের জীবনে যীশু তাদের হৃদয়ে একটি পরিবর্তন আনতে চান তা হল, অন্য গোষ্ঠীর প্রতি তাদের যে কোনো কুসংস্কার ধারণা তা থেকে মুক্ত করা। এটি কখনও কখনও খ্রীষ্টিয়ানদের পক্ষে গ্রহণ করা খুব কঠিন হতে পারে। যাইহোক, যীশু সকল মানুষকে ভালবাসেন এবং সকল মানুষের জন্য মৃত্যুবরণ করেন, তাই খ্রীষ্টিয়ানদের সকল মানুষকে ভালবাসতে হবে।
    - কীভাবে খ্রীষ্টিয়ানরা তাদের এবং অন্যদের মধ্যে পার্থক্যগুলিকে চিনতে পারে এবং তবুও সেই পার্থক্যগুলি তাদের সমস্ত লোককে ভালবাসা থেকে বিরত রাখতে দেয় না?
    - পাপ একজন ব্যক্তির হৃদয়ের অনেক অংশকে কলুষিত করে। কুসংস্কার ছাড়াও, যীশু একজন খ্রীষ্টিয়ানের হৃদয় থেকে মুছে ফেলতে চান এমন আরও কিছু দোষ কী কী?
- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ দিতে পারি?** কিছু লোক এই সত্যকে গ্রহণ করবে না যে ঈশ্বর তাদের ভালোবাসেন যতক্ষণ না তারা খ্রীষ্টিয়ানদের জীবনের মাধ্যমে তাদের প্রতি সেই ভালবাসার প্রকাশ না দেখে। এছাড়া, তারা একজন খ্রীষ্টিয়ানের জীবনের মাধ্যমে ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশ করতে দেখেও, তাদের জীবনে ঈশ্বরের ভালবাসাকে গ্রহণ করার জন্য দীর্ঘ সময় নিতে পারেন। এই কারণেই সর্বদা ঈশ্বরের প্রেম প্রদর্শন করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা কখনই জানি না যে, কে কখন আমাদের দেখছে এবং ঈশ্বরের প্রেম আমাদের কাজের মাধ্যমে দেখছে ।
    - মানুষের মধ্যে পার্থক্য কাটিয়ে ওঠার অন্যতম সেরা উপায় হল, যীশু যেমন করেছিলেন, সেইমত ভালোভাবে তাদের সাথে কথা বলা। আপনি এই সপ্তাহে কার সাথে কথা বলতে পারেন, কে আপনার থেকে আলাদা?
    - আমরা যদি কারো সাথে ঈশ্বরের ভালবাসা শেয়ার করি এবং তারা যদি এর পরেও ঈশ্বরের ভালবাসা গ্রহণ না করে তবে সেটি কি আমাদের ব্যর্থতা ? কেন বা কেন নয় ?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন।
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।

- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

অনুশীলনীর শিরোনাম: ৬৫ পর্বতে দত্ত উপদেশ

অনুশীলনীর শাস্ত্রাংশ: মথি ৫:১-২০

নতুন নিয়মের শাস্ত্রাংশ: রোমীয় ৮: ১৮—৩০

অনুশীলনীর উদ্দেশ্যসমূহ:

- **মাথা:** এক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন যে, খ্রিস্টান হিসেবে যীশুর জন্য আমাদের জীবন যাপন করার অর্থ হল উপসনা করার সময় অন্যেদর চেয়ে ভিন্নভাবে জীবন যাপন করা।
- **হৃদয়:** প্রতিদিন আপনার হৃদয় ঈশরের কাজের জন্য উন্মুক্ত রাখুন। প্রতিদিন ঈশর আপনার হৃদয়কে যীশুর হৃদয়ের মতো করে তুলতে চান।
- **হাত:** যীশু যে মূল্যবোধগুলি আর্শিবাদের দিকে নিয়ে যান তা অনুশীলন করুন। এই মূল্যবোধগুলি অনুশীলন করা সবসময় ভাল লাগবে না; যাইহোক, খ্রিস্টানরা স্বর্গীয় পুরষ্কারের জন্য বাস করছে, পার্থিব পুরস্কারের জন্য নয়।

একটি পেদ পাঠের শিক্ষা তদ্রূপ তোমাদের দীপ্তি মনুষ্যদের সাক্ষাতে উজ্জ্বল হউক্, যেন তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করে। মিথ ৫:১৬।

পাঠের সারসংক্ষেপ যীশু তাঁর আশেপাশের অনেক লোকের কাছে খুব জনপ্রিয় ওয়ে ওঠেন। লোকেরা যীশুর কথা শুনতে চেয়েছিল কারণ তিনি তাদের যত্ন নিতেন এবং তাদেরকে সাহায্য করতেন। যীশু ফরীশীদের মত ছিলেন না, যারা কেবল সেই নিয়মগুলি সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন, যা লোকেদর অনুসরণ করা উচিত বলে তারা বিশ্বাস করতেন। একিদন যীশু লোকেদর সাথে কথা বলতে যাি"ছলেন। অনেক লোক তাঁর কথা শুনতে গেল। যখন যীশু অনেক লোক ভিড় করেছে তাঁর কথা শোনার জন্য, তখন তিনি কফরনাহূমের কাছে একটি পাহাড়ে গিয়ে বসলেন। সেই লোকেরাও যীশুকে অনুসরণ করে পাহাড়ে গিয়ে বসল। যীশু অনেক সময় ধরে লোকেদর সাথে কথা বললেন। তিনি তাদের সাথে অনেক বিষয়ে কথা বললেন: তাদের একে অপরের সাথে কীভাবে আচরণ করা উচিত; কিভাবে তারা ঈশরের ভালবাসা এবং ক্ষমা সম্পর্কে অন্যেদর বলতে পারে; কিভাবে তারা দরিদ্রেদর সাহায্য করতে পারে; স্বগ সম্পর্কে; এমনকি তাদের কিভাবে প্রার্থনা করা উচিত সে সম্পর্কেও শিক্ষা দিলেন।

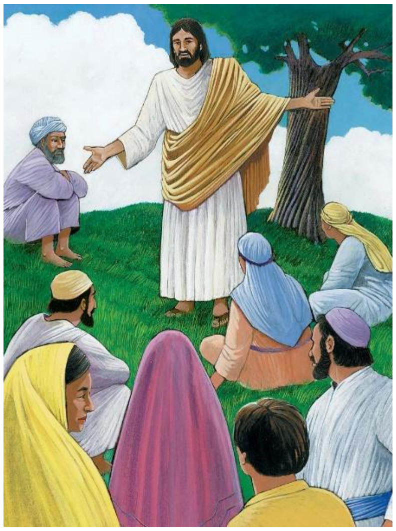

ছবি েথকে শেখা:

- ১. **জনতা** যীশুর শিক্ষা ও অলৌকিক কাজের কারণে তাঁকে অনুসরণ করছিল। লোকেরা প্রায়শই এমন নেতাদের অনুসরণ করবে যারা তাদের ক্ষমতা এবং ধন—সম্পদ লাভের প্রতিশ্রুতি দেয়। যীশুকে অনুসরণকারী জনতা কি এসবই আশা করেছিল ?
- ২. **পাহাড়ের পাশে:** যীশু তাঁর শিষ্যদের জন্য একটি বর্ধিত শিক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে শিক্ষা শোনাবার জন্য পাহাড়ের ধারে নিয়ে বসিয়েছিলেন। জনতাও যীশুর শিক্ষা শুনতে সক্ষম হয়েছিল।
- ৩. **যীশুর শিক্ষা** কখনই ধন—সম্পেদর ক্ষমতার প্রতিশ্রুতি দেননি। প্রকৃতপক্ষে, পর্বতের এই উপেদশে, যীশু চেয়েছিলেন যে তাঁর অনুসারীরা তারা নিপীড়ন ও কষ্টের শিকার হবে। যীশুর শিষ্য হওয়া সহজ ছিল না। যাইহোক, যীশু তাঁর অনুসরণকারীদেরকে তাঁর অনুসারী হওয়ার জন্য মহান আধ্যাত্মিক আর্শিবাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কারণ যিদ তারা যীশুর মতো জীবনযাপন করত, তাহলে তারা ঈশরের কাছ থেকে শান্তনা, করুণা, শান্তি এবং অন্যান্য অনেক আর্শিবাদ লাভ করত। তাদের চূড়ান্ত আর্শিবাদ লাভ করবে স্বর্গে, কিন্তু তারা যিদ যীশু যেভাবে তাঁদের বাঁচতে শিখিয়েছিল সেভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে, তরে স্বর্গের সেই আশীবার্দের কিছু কিছু এই পৃথিবীতে অভিজ্ঞতা লাভ করবে।

পাঠ প্রসঙ্গ পর্বতে দত্ত উপেদশ বাইবেলে যীশুর দীর্ঘতম **শিক্ষা।** এটি তিনটি অংশে (মিথ ৫–৭) বিস্তৃত, এবং খ্রিস্টানেদর জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করে। যীশুতে থাকা অনেক ইহুদীরা মনে করত যে, ঈশরের অনুসারী হওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পুরাতন নিয়মে পাওয়া সমস্ত নিয়ম ও আচার অনুষ্ঠান দ্বারা জীবনযাপন করা। যাইহোক, ঈশরের অনুসারী হওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঈশরের প্রেমে বেঁচে থাকার শিক্ষা দিয়েছিলেন যীশু। যীশুর শিষ্যেদর নিয়ম অনুসরণ করার উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা নয়, বরং ঈশরকে ভালবাসা এবং অন্যেদরকে ভালবাসার উপর। যিদ তারা ঈশরকে ভালবাসত এবং অন্যকে ভালবাসত, তবে তারা স্বাভাবিকভাবেই ঈশরের সমস্ত নিয়ম অনুসরণ করত।

পবর্তে দত্ত শিক্ষার প্রথম অংশটি কতকগুলি সুন্দর স্বগীর্য় আশীবার্দের তালিকা। এখানে যীশুর শিক্ষা অনুসারে যারা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাবে তারা সেই সব স্বগীর্য় আশীবার্দের অংশীদার হবে বলে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। তারা ভবিষ্যতে স্বান্তনা এবং পুরস্কারগুলি পাবে। তবে যীশুর স্বগীর্য়

আশীবার্দগুলি একটু ভিন্ন। যীশুর প্রতিজ্ঞা অনুসারে সেইসব স্বর্গীয় আর্শিবাদ কেবল ভবিষ্যতের জন্য নয়, বর্তমানেও বিশ্বাসীদের জীবনে থাকবে। যদি যীশুর শিষ্যরা তাঁর সমস্ত আদেশ অনুসরণ করে, তবে এই জীবনে তারা দু:খকষ্ট পাবে, কিন্তু তারা তাদের জীবনে ঈশ^রের ঘনিষ্ঠ উপস্থিতি অনুভব করবে। খ্রিস্টনরা শান্তি, আনন্দ, শান্তনা এবং প্রত্যাশা সহ বিভিন্ন উপায়ে ঈশ^রের এই জীবন্ত উপস্থিতি অনুভব করবে। অতএব, যীশু যখন বলেন তাঁর অনুসারীরা ”ধন্য” তার মানে হল যে, যীশুর শিক্ষা জীবনযাপনের সময় তাঁর অুনসারীরা দু:খকষ্টের পেলেও তাদের জীবনে ঈশ^রের জীবন্ত উপস্থিতি তাদেরকে শান্তনা প্রদান করবে।

কারণ পাপ বিশ^কে নানা মন্দতার দোষে সংক্রমিত করে। যারা যীশুকে অনুসরণ করে না তারা লোভ, ক্রোধ এবং লালসার মতো আকাক্সক্ষাগুলিকে অনুসরণ করে চলে, যা কখনই পূরণ হবার মত সন্তুষ্টি লাভ করবে না। বরং যীশুর অনুগামীরা পবিত্রতা, ধার্মিকতা এবং ভালবাসার মতো আকাঙ্খাগুলো অনুসরণ করার মধ্যে দিয়ে হৃদয়ে এক স্বর্গীয় সন্তুষ্টি লাভ করবে। পবর্তে দত্ত উপদেশের শিক্ষাগুলি খ্রিস্টানদের শেখায় কিভাবে ঈশ^রের ভালবাসায় বাস্তবে জীবন—যাপন করনে

বিশ্বাসের পথের বিষয় আলোচনা: ৪. পবিত্র ধর্মসাস্ত্র: ঈশ^র খ্রিস্টানদেরকে পরিত্রাণের পথ এবং একটি পবিত্র জীবনযাপনের পথপ্রদর্শক হিসাবে ’বাইবেল’ দেন। পুরাতন এবং নতুন নিয়মের ৬৬টি বই মানব জাতির কাছে ঈশ^রের হৃদয় এবং ইচ্ছা প্রকাশ করে। যীশু পর্বতে দত্ত উপদেশের মাধ্যমে পবিত্র বাইবেলকে জানার গুরুত্বকে শুধু প্রকাশ করেছেন তা নয়, কিন্তু সঠিকভাবে বাইবেল বোঝার ও ব্যাখ্যা করবার গুরুত্বকেও প্রকাশ করেছেন। এই পাঠের সাস্রাংশে যীশু স্বর্গীয় আশীবার্দেও কথা তুলে ধরেছেন, যে কোন খ্রীষ্ট বিশ্বাসী সেই পবিত্র বাক্যে্যে শিক্ষা অনুসরণ করে সেই সব আশীবার্দ লাভ করবেন।

২য় তিমথীয় ৩: ১০—১৭, প্রেরিত পৌল তীমথীকে জ্ঞানী হওয়ার এবং ঈশ^রের শক্তিশালী কাজের জন্য সজ্জিত হওয়ার জন্য বাইবেলের গুরুত্ব শিক্ষা িয়েছেন।

- **মাথা:** কেন সাধারণ ভাবে কেবল বাইবেল পড়ার ফলে একজন ব্যক্তি জ্ঞানী হয় না ?
- **হৃদয়:** একজন খ্রিস্টান যখন বাইবেলে এমন কিছু পড়ে যার সা্েথ তারা একমত নয় তখন তা্েদর কী করা উচিত ?
- **হাত:** পবিত্র ধর্মগ্রš' অনুযায়ী জ্ঞানী হওয়ার জন্য আপনার কী ধরণের অভ্যাস এবং অনুশীলন থাকা প্রয়োজন ?

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবা্েদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;

- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝান হয়েছে ?** যীশু তাঁর শিষ্যেদরকে তা েদর আশেপাশের অন্যরা যে জীবনযাপন করছেন তার েথকৈ একেবারে ভিন্ন ধরণের জীবন—যাপনের জন্য ডাকেন। যীশুর শিষ্যেদরকে তা েদর জীবনে ঈশরের মূল্যবোধ এবং ঈশরের আকাঙ্খাকে প্রথমে রাখতে হবে। এর মানে হল এখন তারা দুঃখভোগ করতে হবে। কিন্তু এর অর্থ হল ঈশরের ভালবাসা এবং আশীর্বাদ তা েদর জীবনে থাকবে। যখন খ্রিস্টানরা বুঝতে সক্ষম হয় যে, তাদের স্বার্থপর আকাঙ্খাকে অস্বীকার করা এবং ঈশ^রের প্রেমময় আকাঙ্খাগুলিকে গ্রহণ করা হল বেঁচে থাকার সবোর্ত্তম উপায়, তখন তাদের জীবনে যাই ঘটুক না কেন তারা গভীর আনন্দ এবং শান্তি পাবে
    - যারা যীশুর শিক্ষাগুলো মেনে চলার চেষ্টা করছে তা েদর প্রতি কেন কিছু লোক তাড়না করে ?
    - আমরা যীশুর জীবন েথকে কী শিক্ষা পাই যা আমা েদর সাহায্য করতে পারে যখন আমরা নিপীড়নের সময়ের মধ্যে িদয়ে যাই ?
- **হৃদয়: আমা েদর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?।** যখন আমা েদর হৃদয় সম্পূর্ণরূপে ঈশরের কাছে েদওয়া হয়, তখন আমরা ঈশর যা পছ›দ করেন তা ভালবাসি এবং ঈশর যেভাবে চান সেভাবেই জীবনযাপন করি। এর মানে হল আমরা সেই দুঃখভোগের জন্য সমবেদনা এবং দয়ার্ত সহানুভুতি অনুভব করব এবং এর অর্থ হল আমরা তা েদর স্বান্তনাদওয়ার চেষ্টা করব যা েদর সান্তনা প্রয়োজন। আমরা শুধু স্বর্গে পুরষ্কার পাব সেজন্য এটা করব তা নয়, কিন্তু আমরা জানি যে, ঈশর আমা েদরকে শক্তিশালী করবেন এবং স্বর্গেও আমা েদরকে আশীর্বাদ করবেন।
    - যেহেতু যীশুর শিক্ষায় জীবনযাপন করা সহজ নয়, সেহেতু কেন খ্রিস্টানরা যীশুর শিক্ষায় জীবন—যাপন করতে চাইবে ?
    - যীশুতে যে বিশ্বাস করে না এমন কেউ যদি যীশুর সমস্ত শিক্ষা নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করে তাহলে কি হবে ?
- **হাত: কিভাবে আমরা ঈশরের বাক্যকে কাজে রুপ পারি?।** যীশুর শিক্ষাগুলি আমা েদর কাছে অর্থহীন যদি আমরা সেগুলিকে কাজে লাগানোর মধ্যে িদয়ে বাঁচিয়ে না রাখি। যীশু যা বলেছিলেন তা কেবল আমা েদর মাথায় বিশ্বাস হিসাবে রাখাই যেথষ্ট নয়, আমা েদর অবশ্যই সেগুলিকে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। যিদও এটি সহজ হবে না, কিন্তু এটি আমা েদর জন্য এবং যীশু খ্রিস্টের শিক্ষা অনুসারে যারা কাজ করছে তা েদর উভয়ের জন্য মহান আশীর্বা েদর ফলস্বরুপ হবে।
    - আপনার জীবনে এই মূহূর্তে এমন কেউ কি শোক করছে, যাকে আপনি সান্তনা িদতে পারেন ?
    - আপনার পরিচিত বন্ধু েদর মধ্যে যারা একে অপরের সা েথ দ্বন্দ্বে বা মনোমালিন্যের মধ্যে আছে, তা েদর মধ্যে শান্তি স্থাপনকারী হওয়ার চেষ্টা করে আপনি কিভাবে যীশুর ভালবাসা প্রদর্শন করতে পারেন ?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাে‌থ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

অনুশীলনীর শিরোনাম: ৬৬ যীশু ঝড় থামান

অনুশীলনীর শাস্ত্রাংশ: মার্ক ৪:৩৫-৪১

নতুন নিয়মের শাস্ত্রাংশ: গীতসংহিতা ১০৬: ১—১২

অনুশীলনীর উদ্দেশ্যসমূহ:

- **মাথা :** স্বীকার করুন; কারণ যীশু হলেন মশীহ, প্রকৃতির উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।
- **হৃদয়:** সাহসী হোন, আপনি যেকোন সমস্যা বা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবেন তার চেয়ে ঈশ^র অনেক বড়।
- **হাত:** এটা জেনে আত্মবিশ্বাসের সা েথ জীবনযাপন করুন যে, ঈশ^র কখনই আপনাকে ছেড়ে যাবেন না বা ত্যাগ করবেন না।

একটি পেদ পাঠের শিক্ষা তখন তিনি জাগিয়া উঠিয়া বাতাসকে ধমক্ দিলেন, ও সমুদ্রকে বলিলেন, নীরব হও, স্থির হও; তাহাতে বাতাস থামিল, এবং মহাশান্তি হইল, মার্ক ৪:৩৯

পাঠের সারসংক্ষেপ যীশু শিষ্যেদর বললেন যে, তিনি গালীল সাগরের অপর পারে যেতে চান। শিষ্যরা রাজি হল, এবং তারা সকলেই একটি নৌকায় উঠে যাত্রা করল। যীশু খুব ক্লান্ত ছিলেন এবং নৌকায় ঘুমিযে পড়লেন। শিষ্যরা আকাশের িদেক তাকিয়ে েদখলেন মেঘগুলো খুব কালো হয়ে গেছে। বড় বড় ঢেউ নৌকার উপর আছড়ে পড়তে শুরু করল এবং এই কারণে নৌকার ভিতরে জল ঢুকছিল। শিষ্যরা খুব ভয় পাি"ছল, কিন্তু যীশু নৌকার মেঝেতে শুয়ে ছিলেন এবং দ্রুত ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। শিষ্যরা যীশুর কাছে গিয়ে তাঁকে জাগিয়ে তুললেন। তারা তাঁকে বলছিল যে, তাঁকে অবশ্যই উঠতে হবে। কারন তারা সবাই ডুবে যাি"ছল। যীশু উঠে দাঁড়ালেন, সমু্েদ্রর িদেক তাকালেন এবং জলকে স্থির থাকতে বললেন। তিনি একথা বলার পর বাতাস বন্ধ হয়ে গেল এবং জলও শান্ত হয়ে গেল। তারপর যীশু শিষ্যেদর জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তারা এত ভয় পাে"ছ। তাে্দর কি বিশ্বাস ছির না যে, তারা তাঁর কাছে নিরাপদ থাকবে ? শিষ্যরা বললেন, ”এই লোকটি কে যে বাতাস ও জল তার আেদশ পালন করে” ?

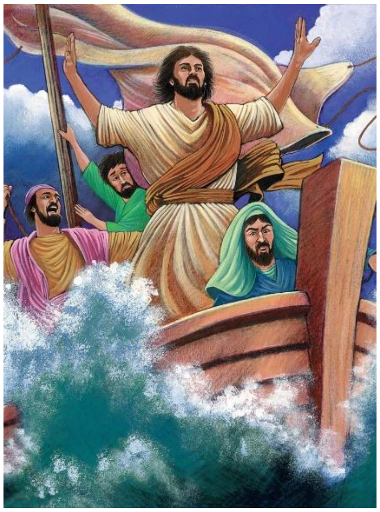

ছবি েথকে শেখা:

- ১. **নৌকা:** এক সন্ধ্যায়, যীশু এবং তাঁর শিষ্যরা একটি নৌকায় উঠে গালিল সাগরের অপর পারে যান।
- ২. **ঝড়:** যখন জলের উপর একটি শক্তিশালী ঝড় উঠল, ঢেউ এবং বাতাসের সােথ নৌকাটি এমনভাবে আঘাত করেছিল যে শিষ্যরা তাে্দর জীবন নিয়ে ভয় পাি"ছলেন।
- ৩. **যীশু:** যখন এই সব চলছিল, তখন যীশু নৌকার পিছনে ঘুমিয়ে পড়লেন। শিষ্যরা তাকে ঘুম েথকে জাগিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তারা ডুবে গেলে তিনি চিন্তা করেন কিনা। যীশু উঠে দাড়ালেন, বাতাস এবং ঢেউকে ধমক িদলেন এবং সবকিছু পুরোপুরি শান্ত হয়ে গিয়েছিলো। যীশু তখন শিষ্যেদর জিজ্ঞাসা করলেন কেন তারা এত ভয় পেয়েছে, তারা কি বিশ্বাস করেনি যে, তিনি তাে্দরকে নিরাপেদ রাখবেন ?
- *৪. **শিষ্যরা:** প্রথমে, বাতাস এবং ঢেউ তাে্দর আতঙ্কিত করেছিল। কিন্তু এখন যীশু, যিনি এমনকি বাতাস এবং ঢেউকে নিয়ন্ত্রণ করেন, বিষয়টি তাে্দর মাঝে আরও ভয় সৃষ্টি করল।

পাঠ প্রসঙ্গ এটি ছিল যীশুর চারটির মধ্যে প্রথম অলৌকিক কাজ যা শিষ্যেদরকে তার ক্ষমতা বুঝতে সাহায্য করে। মার্ক এবং লূক এই চারটি আশ্চর্য কাজ ঠিক পরপর রেকর্ড করেন। মিথ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অলৌকিক ঘটনার মধ্যে আরও কয়েকটি আশ্চর্য কাজ অন্তর্ভূক্ত করেছেন। আমরা আগামী চার সপ্তাহে মার্কের এই কাজ সম্পর্কে েদখব।

শিষ্যরা মানুষের জীবনে যীশুর বেশ কিছু অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী হয়েছিলেন। এখন প্রথমবারের মতো, শিষ্যরা নিজেরাই অনুভব করলেন যে, যীশুর অলৌকিক ক্ষমতা বাতাস এবং সাগরের ঢ়েউ নিয়ন্ত্রণের উপরেও প্রসারিত, তাই আমরা অলৌকিক ঘটনার পরে শিষ্যেদর একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতে শুনি, ”ইনি কে?” এমনকি বাতাস এবং ঢেউও তাকে মান্য করে! ” আমরা জানি যীশু হলেন মশীহ, মানব েদহে ঈশ^র। শিষ্যরা তখনও সেটা বুঝতে পারেনি।

এই ঘটনা এবং যোনার অভিজ্ঞতার মধ্যে বেশ কিছু মিল রয়েছে (পাঠ #৫০)। উভয় ক্ষেত্রেই হঠাৎ ঝড় উঠে এবং ঝড়ের সময় ঘুমন্ত নৌকা ডুবে যাওয়ার সম্মুখীন হয়। উভয় ক্ষেত্রেই যোনা ও যীশু প্রচন্ড ঝড়ের সময় নৌকার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েন। উভয় ক্ষেত্রেই আতঙ্কিত মানুষ যোনা ও যীশুকে ঘুম থেকে ডেকে তোলে কিছু একটা করে ঝড়কে শান্ত করবার জন্য। উভয় ক্ষেত্রেই ঈশ^র সাগরের অশান্ত ঢেউকে শান্ত করেন। কিন্তু, বড় পার্থক্যের বিষয়টি হচ্ছে, উপরে স্বর্গে থাকা ঈশ^রই

কেবল ঝড়কে শান্ত করেন, কিন্তু এখানে যীশুর মধ্যে থাকা ঈশ^র তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন, যিনি তাঁর ঐশ^রিক ক্ষতায় ঝড়কে শান্ত করলেন, এতে তাঁরা স্বাভাবিক ভাবেই বেশ ভয় পেলেন! এঘটনার মধ্যে দিয়ে শিষ্যরা বুঝতে শুরু করে যে, যীশু একজন মহান শিক্ষাগুরু এবং অলৌকিক কাজ সাধনকারী মানুষের চেয়েও অনেক বেশি কিছু।

পরবর্তী পাঠ্য: ইহুদীরা বিশ্বাস করত যে, শুধুমাত্র ঈশ^র সমুদ্র নিয়ন্ত্রণ করেন। ঈশ^র লোহিত সাগরে এই নিয়ন্ত্রণ প্রদর্শন করেছিলেন, যেহেতু ই¯্রায়েলীয়রা শুষ্ক জমিতে লোহিত সাগর অতিক্রম করেছিল যখন মিশরীয়রা একজাটি করতে পারেনি (পাঠ#১৭ েদখুন)। গীতসংহিতায় ঈশ^রের প্রশংসা করে তার পরাক্রম বর্নণা করা হয়েছে, লোহিত সাগরের এই তিরস্কারকে ঈশ^রের পরিত্রান কাজের প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবােদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝান হয়েছে ?** যীশুর পুনরুত্থানের আগ পর্যন্ত শিষ্যরা বুঝতে পারবে না যে যীশু সম্পূর্ণরূপে ঈশ^র এবং সম্পূর্ণরূপে মানুষ ছিলেন। এটি ব্যাখ্যা করে যীশুর নৌকায় থাকা সত্তে, বাতাস এবং ঢেউ েদখে তারা কেন এত ভয় পেয়েছিলেন। এই পর্বের পেছনের িদকে ফিরে তাকানো এবং তােদর বিশ্বাসের ঘাটতির কারনে শিষ্যেদরকে সমালোচনা করা আমােদর পক্ষে সহজ। যাইহোক, মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার সময় আমােদর মধ্যে কোনটি সম্পূর্ণ শান্ত ছিল ? এই আলৌকিক ঘটনাটি ঘটার পরপর চারটি চিহ্নের মধ্যে প্রথমটি যা তার সুসমাচারের সংবাদ েদয় যেখানে যীশু েদখিয়েছেন যে তিনি কেবল একজন মহান শিক্ষাগুরু এবং অলৌকিক কাজ সাধনকারী ব্যক্তি ছাড়াও আরও বেশি কিছু। যীশু এর মাধ্যমে প্রমাণ কেও েদখান যে, তিনি রক্তে—মাংসে স্বয়ং ঈশ^র।

- আপনি কি মনে করেন, সাগরের ঢেউ ও ঝড় শান্ত হওয়ার পর যীশুর বিষয়ে শিষ্যরা কেন ভয় পেয়েছিলেন ?
- আপনি কি কখনও মৃত্যুর কাছাকাছি কোন পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন ? সেই মূহূর্তে আপনি কি অনুভব করেছিলেন ?

- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করতে প্রলুব্ধ হয় যে, ঈশ^র সম্পর্কে তাদের যা যা জানা দরকার তা জানে। প্রকৃতপক্ষে, মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ের ভয়ংকর মুহূর্তে মানুষের ধারনার চাইতে ঈশ^র অনেক বেশি শক্তিশালী। ঈশ^র কখনই আশা করেন না যে, খ্রিস্টানেদর সব কিছুই জানতে হবে; কিন্তু ঈশ^র চান যেন খ্রিস্টানরা তাঁর জ্ঞান এবং তাঁর উপর আস্থায় বৃদ্ধি লাভ করুক, যেন তারা তাদের সাহসে আরও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে পারে।
  - ঈশ^র কখন আপনার অশান্ত হৃদয়ে শান্তি এনে দিয়েছেন ?
  - আপনার জীবনের কোন পরিস্থিতিতে এই মূহূর্তেই সাহস দেবার জন্য ঈশ^রের সাহায্য প্রয়োজন ?
- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ^রের বাক্যকে কাজে রুপ দিতে পারি ?** যিদও ঈশ^র খ্রিস্টানেদর তাদের জীবনের প্রতি বেপরোয়া বা দায়িত্বজ্ঞানহীন হতে আহবাণ করেন না, কিন্তু ঈশ^র সমস্ত খ্রিস্টানকে আত্মবিশ্বাসের সাথে সাহসী জীবনযাপনের জন্য আহবাণ জানান। আত্মবিশ্বাসের সাথে বেঁচে থাকার অর্থ হল, একজন খ্রিস্টান জানেন যে, তার যাই হোক না কেন, ঈশ^র কখনই তাকে ছেড়ে যাবেন না বা পরিত্যাগ করবেন না।
  - আপনি কিভাবে আরও আত্মবিশ্বাসের সাথে ঈশ^রের কাছে প্রার্থনা করতে পারেন ?
  - ঈশ^রের প্রতি আপনার আস্থা বাড়াতে আপনি কী কী পদক্ষেপ নিতে পারেন ?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

অনুশীলনীর শিরোনাম: ৬৭ যীশু ভূত ছাড়ানো

অনুশীলনীর শাস্ত্রাংশ: মার্ক ৫:১-২০

নতুন নিয়মের শাস্ত্রাংশ: প্রেরিত ১৬:১৬-৪০

অনুশীলনীর উদ্দেশ্যসমূহ:

- **মাথা:** মনে রাখবেন, কারণ যীশু হলেন মশীহ, তাঁর মন্দাত্বাদের উপরও নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।
- **হৃদয়:** বিশ্বাস করুন, দাসত্বের মধ্যে রাখে এমন যেকোন কিছু থেকেই যীশু আপনাকে মুক্ত করতে পারেন।
- **হাত:** শুধুমাত্র সুসমাচারের যীশু খ্রীষ্টকে নয়, বরং যীশু আপনাকে মুক্ত করার জন্য বিশেষভাবে যা যা করেছেন তা অন্যেদর সাথে সহভাগ করতে প্রস্তুত থাকুন।

একটি পেদ পাঠের শিক্ষা কিন্তু তিনি তাহাকে অনুমতি দিলেন না, বরং কহিলেন, তুমি বাটীতে তোমার আত্মীয়গণের নিকটে চলিয়া যাও, এবং প্রভু তোমার জন্য যে যে মহৎ কার্য করিয়াছেন, ও তোমার প্রতি যে কৃপা করিয়াছেন, তাহা তাহাদিগকে জ্ঞাত কর। মার্ক ৫:১৯

পাঠের সারসংক্ষেপ যীশু এবং তাঁর শিষ্যরা জাহাজে করে গালীল সাগরের অপর পাড়ে গেলেন। যীশু যখন নৌকা থেকে নামলেন, তখন একজন লোক যে খুব অদ্ভুত আচরণ করছিল তার কাছে দৌড়ে গেল। এই ব্যক্তি একটি কবরস্থানে বাস করত এবং পাথর দিয়ে নিজেকে নিজে আঘাত করত। মন্দাত্মারা যখন যীশুকে দেখল, তখন তাদের একজন যীশুকে জিজ্ঞেস করল, সে তাদের কাছে কি চায়? যীশু মন্দাত্মাদের বললেন, লোকটিকে একা ছেড়ে দিতে। মন্দাত্মরা যীশুকে অনুরোধ করল যেন তাদের দূরে না পাঠান। কিন্তু যীশু তাদের বললেন, একটা শুকরের পাল যারা পাহাড়ের ঢালে চরছিল তাদের মধ্যে যেতে। মন্দাত্মারা জানত যে, যীশু তাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী, তাই তারা তার কথাই মানল। মন্দাত্মারা লোকটিকে ছেড়ে শুকরের মধ্যে চলে গেল। এটা করার সাথে সাথে শুকরগুলো চিৎকার করে পাহাড়ের ঢাল থেকে দৌড়ে একটি হ্রেদ গিয়ে পড়ল। যীশু লোকটিকে বলছিলেন যে, সে সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং সে তার বাড়িতে ফিরে যেতে পারে।

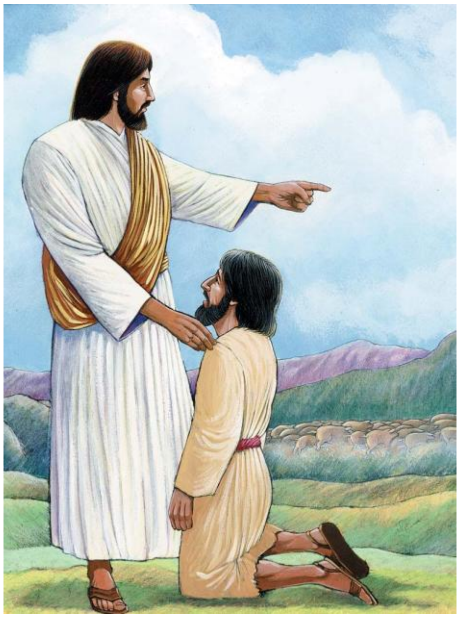

ছবি েথকে শেখা:

- ১. **গেরাশীণীয় অঞ্চল:** যীশু এবং তাঁর শিষ্যরা গালীল সাগর পার হয়ে এমন একটি অঞ্চল িদয়ে যাি"ছলেন যেখানকার লোকেরা ইহুিদ ছিল না।
- ২. **মন্দাত্মা লোকটির উপর ভর করেছিল:** যখন তারা সেখানে পৌঁছাল, তখন একজন ভূতগ্রস্থ লোক তাদের সঙ্গে দেখা করল। এই অস্বাভাবিকভাবে অস্থির মানুষটি একটি কবরস্থানে বাস করতেন এবং প্রায়ই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। সে উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াত এবং পাথর দিয়ে নিজেকে আঘাত করত। যদিও যীশুর শিষ্য তখনও বুঝতে পারেনি যে যীশু ঈশ^র ছিলেন, কিন্তু লোকটির উপর মন্দাত্বা ভর করেছিল। তারা জানত যে যীশু এই মন্দাত্বায় ভর করা লোকটিকে, মন্দাত্বাকে তাড়ানোর মাধ্যমে তাকে উদ্ধার করবেন। তারা যীশুকে, কাছেই চরছিল এমন একটি শুকর পালের মধ্যে তাদের পাঠানোর জন্য অনুরোধ করল।
- ৩. **যীশু:** যীশু মন্দাত্বাদের আদেশ দিলেন যেন অবিলম্বে তারা লোকটিকে ছেড়ে চলে যায়। তিনি ২,০০০ সংখ্যাবিশিষ্ট শুকর পালের মধ্যে ভূতদের চলে যেতে আদেশ দেন। শুকরগুলি এখন ভূতগ্রস্থ, তারা একটি খাড়া পাহাড়ের ঢালের নিচে ছিল এবং গালীল সাগরে ছুটে গিয়ে তারা ডুবে মরল।
- ৪. **সুস্থ লোকটি:** যীশু মন্দাত্বাদের তাড়িয়ে দেয়ার পরে লোকটি তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছিল। তিনি কাপড় পরলেন এবং তাকে যীশুর সাথে নিতে বললেন। যীশু তার কথার পরিবর্তে তাকে গেরাসীনদের অঞ্চলে থাকতে বললেন এবং ঈশ^র তার জন্য যা করেছেন সে সম্পর্কে সবাইকে বলতে বলেন। লোকটি বাধ্য হল এবং ঈশ^র তার জন্য যা করেছেন তা শুনে লোকেরা আশ্চর্য হয়ে গেল।

পাঠ প্রসঙ্গ এটি পরপর চারটি অলৌকিক ঘটনার মধ্যে দ্বিতীয় যা মার্ক লিখেছেন, যেখানে যীশু সবকিছুর উপরে তার ক্ষমতা েদখিয়েছিলেন। প্রথম অলৌকিক ঘটনাটি প্রচন্ড ঝড় এবং তরঙ্গের উপর তার শক্তি েদখিয়েছিলেন। এখন যীশু মন্দাত্বাদের উপর তার ক্ষমতা প্রদর্শন করেন, শুধুমাত্র একটি নয়, বরং মন্দাত্বাদের একটি পুরো দল। যীশুর িদনে, একটি সামরিক বাহিনী ৩,০০০ েথকে ৬,০০০ পুরুষের মধ্যে ছিল।

যীশুর পরিচর্যা পরজাতিদের (অ—ইহুদি) দেশে বিস্তৃত মাত্র কয়েকবারের মধ্যে এটি একটি। যীশু শমরীয়েদর পরিচর্যা করেছিলেন, যাদের ইহুদি পটভূমি ছিল। গেরাসীন অঞ্চলটি মূলত বিধমীর্। এই ভূতগ্রস্থ লোকটি তার মুখোমুখি হওয়ার আগে যীশু অইহুদীদের দেশের খুব বেশি ভেতরে প্রবেশ করেন নি।

ভূতে পাওয়া মানুষটির মধ্যে বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ঠ্য রয়েছে। সে কবরের মধ্যে বাস করত এবং দিনরাত কাঁদত। সে সবসময় উলঙ্গ থাকত। সে পাথর দিয়ে নিজে নিজের ক্ষতি করত। তাকে কিছু দিয়েই বেঁধে রাখা যেত না। সবসময় সে জোরে জোরে চিৎকার করত। সর্বোপরি, সে শুধুমাত্র একটি ভূতের দ্বারা নয় বরং হাজার হাজার ভূতের দ্বারা কষ্টভোগ করছিল।

এটি যীশুর জন্য বড় কোন চ্যালেঞ্জ ছিল না। যীশু হাজার হাজার (ভূত) শয়তানকে শুকরের পালের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন। ভূতে ভর করা শুকরগুলো ছুটে গিয়ে সাগরে ডুব দিল।

যখন এই ঘটনাটি ঘটল তখন শহরের লোকেরা কী ঘটছে তা দেখতে এল, আর শুকর পালনকারী লোকেরা তাদেরকে বলল যে কিভাবে তাদের সব শুকর জলে ডুবে মারা গেছে। ডুবে যাওয়া শুকরগুলো তারা দেখতে পেল। আরও দেখতে পেল যে, আগের সেই ভূতগ্রস্থ লোকটি পোশাক পরা এবং সঠিক মানসিকতায় ফিরে এসেছে। যীশুকে তাঁর মহান ক্ষমতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার পরিবর্তে, তারা যীশুকে এখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল।

তারা যীশুর ক্ষমতাকে ভয় পেল কোথায় ? তারা কি এই ভয় পেয়েছিল যে তারা এই একপাল শুকরের চেয়ে আরও বেশি কিছ' হারাবে ? তারা কি এই ইহুদী শিক্ষক এবং তার শিষ্যেদর সমস্যা সৃষ্টিকারী হিসেবে দেখেছিল ?

সম্ভবত "উপরের উত্তরের সবক'টিই"। যীশু যখন চলে যাি"ছলেন, তখন সুস্থ হওয়া লোকটি তার সঠিক চিন্তা অনুসারে যীশুর সাথে যেতে চাইলেন। তবে যীশু, এই অইহুদীদের মাঝে থাকতে এবং সেবা করতে পারবেন না জেনে, লোকটিকে এখানে তার প্রতিনিধি হয়ে যেন এখানেই থাকতে বলেন। সুস্থ হওয়া লোকটি যীশুর কথার বাধ্য হলেন এবং এই পরজাতিয়েদও মাঝে যীশু খ্রিস্টের প্রথম সুসমাচার প্রচারক হলেন।

পরবতীর্ পাঠ্য: একটি ভূতগ্রস্থ মেয়ে প্রেরিত পৌলকে তার এক মিশনারী যাত্রায় হয়রানি করেছিল। পৌল যীশু খ্রিস্টের নামে দাবি করেন আর মন্দাত্মা মেয়েটিকে ছেড়ে দিল। মন্দাত্মা ঠিকই চলে গেল। কিন্তু পৌল এই মেয়েটিকে সুস্থ করল সেবিষয়ে আনন্দ করার পরিবর্তে সেখানকার লোকেরা তাদের আয় নষ্ট হবার কারণে বিরক্ত হয়েছিল (কারন মেয়েটির মালিকরা তার দ্বারা মানুষের ভাগ্য বলে দেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করত)। এছাড়াও, যীশুর ভূতগ্রস্থ ব্যক্তিতে উদ্ধার করার মতো, শহরের লোকেরা পৌলকে চলে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝান হয়েছে ?** যীশু ভূতেদর উপর তার শক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। যীশুর পরিচর্যা এবং পরিত্রাণ আধ্যাত্মিক নিরাময়ের চেয়ে আরও বেশি কিছু করে। যীশু মানুষের শারীরিক নিরাময়ও করেছিলেন। যীশুর এটি করার কারণে একটি অংশ, মানুষকে মুক্ত করতে চাওয়ার পাশাপাশি, লোকেদর কাছে প্রমাণ করা যে, তিনি কেবল একজন মহান শিক্ষক বা অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন মানুষ ছিলেন না, তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু ছিলেন। যীশু পরিত্রানের জন্য ঈশ^রের অনেক পথ মানুষকে েদখাননি। একমাত্র যীশুই ঈশ^রের সেই পরিত্রাণ এবং শান্তির উপায়। এটি বোঝার জন্য লোকেদর েদখতে হবে যে, যীশুর ভূতের উপরও ক্ষমতা ছিল।
    - এমন পাপ কি কি আছে যা আপনার সমাজের মানুষেদর দাসত্বে রাখে ?
    - কেন তা েদর সমাজের লোকেদর মাঝে পরিচযার্ চালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে যীশুকে চলে যেতে বলেছিল ?
- **হৃদয়: আমা েদর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** যীশু আমাদের সব ধরণের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে চান। এই সুস্থ মানুষটির মতো, আমাদের ইচ্ছা হোক যীশুকে সেবা করা। যাইহোক, এটা বিশ্বস্ত করা যে যীশুই সেটি ভাল জানেন। উপরন্ত, আমাদের সীমাবদ্ধ থাকা উচিত যীশু আমাদের পাপের যে কোন দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে পারেন।
    - কখন ঈশ^র আপনার একটি প্রার্থনায় না বলেছেন ?
    - কোন কোন পাপ েথকে মানুষকে মুক্তি পেতে েদখেছেন ?
- **হাত: কিভাবে আমরা ঈশ^রের বাক্যকে কাজে রুপ িদতে পারি ?** এই সুস্থ মানুষটি যেমন করেছিলেন, খ্রিস্টানেদর পক্ষে তা েদর সাক্ষ্য ভাগ করা গুরুত্বপূর্ণ। আমা েদর কাছে এই লোকটির মতো একটি চমৎকার সাক্ষ্য নাও থাকতে পারে, তবে ঈশ^র যা করতে পারেন তার চেয়েও মানূষকে আরও বেশি কিছু জানতে হবে। ঈশ^র আমা েদর জন্য আসলে কী করেছেন তা তা েদর আমা েদর কাছ েথকে শুনতে হবে।
    - ঈশ^র আপনার জন্য কি কি করেছেন তা একে অপরকে বলার মাধ্যমে আপনার সাক্ষ্য বলার অভ্যাস করুন।
    - কার সা েথ আপনি এই সপ্তাহে আপনার সাক্ষ্য সহভাগিতা করতে পারেন ?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসা েথ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

অনুশীলনীর শিরোনাম: ৬৮ যীশুর পোশাক স্পর্শ করল এক নারী

অনুশীলনীর শাস্ত্রাংশ: মার্ক ৫:২৫-৩৪

নতুন নিয়মের শাস্ত্রাংশ: দ্বিতীয় রাজাবলি ৫

অনুশীলনীর উদ্দেশ্যসমূহ:

- **মাথা:** জেনে রাখুন, যীশুই হলেন মশীহ, তার শারীরিক অসুস্থতার উপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।
- **হৃদয় :** এটি বিশ্বাস করুন যে, ঈশ্বার আপনার জীবনের কষ্টগুলো নিরাময় করতে পারেন এবং মোচন করতে পারেন।
- **হাত :** আত্মবিশ্বাসের সাে থ বাস করুন। বিশ্বাসে বেরিয়ে আসা খুবিই ভীতিকর হতে পারে, কিন্তু আপনার জীবনের জন্য ঈশ্বারের ইচ্ছার প্রতি সংবেদনশীল হন এবং ঈশ্বার যেখানে নিয়ে যান সেখানেই যান।

একটি পেদ পাঠের শিক্ষা তখন তিনি তাহাকে কহিলেন, হে কন্যে, তোমার বিশ্বাস তোমাকে রক্ষা করিল, শান্তিতে চলিয়া যাও, ও তোমার রোগ হইতে মুক্ত থাক (মার্ক ৫:৩৪)

পাঠের সারসংক্ষেপ যীশু ভ্রমন করতে করতে একসময় যখন নৌকা েথকে নামলেন তখন অনেক লোক তার চারপাশে জড়ো হয়েছিল। এই ভিড়ের মধ্যে একজন মহিলা ছিলেন যিনি অনেক িদন ধরে অসুস্থ ছিলেন। তিনি তার সমস্ত অর্থ ডাক্তারের কাছে ব্যয় করেছিলেন সুস্থ হবার জন্য। কিন্তু তাে দর কেউই তাকে সুস্থ করতে পারেনি। মহিলাটি যীশুর কাছে যাওয়ার জন্য ভিড়ের মধ্যে িদয়ে যীশুর কাছে যেতে চেষ্টা করছিলেন। কার তিনি চিন্তা করলেন যে, তিনি যিদ যীশুর পোশাক স্পর্শ করতে পারেন তবে অবশ্যই সুস্থ হবেন। যীশুর পোশাক ঠিক আলখাল্লার মত ছিল। যেই মাত্র মহিলাটি যীশুর পোশাক স্পর্শ করল, যীশু অনুভব করলেন তার েদহ েথকে শক্তি বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গ মহিলাটি অনুভব করতে পারেন যে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। যীশু তাঁর শিষ্যেদর জিজ্ঞাসা করলেন কে তাঁকে স্পর্শ করেছে। তারা যীশুকে বলল, অনেক লোক এখানে ভিড় করেছে। তারা সবাই তাঁকে স্পর্শ করছিল। কিন্তু যীশু ঘুরেফিরে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ”কে আমাকে স্পর্শ করেছে? মহিলাটি ভয় পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যীশুর সামনে নতজানু হয়ে তাঁকে স্পর্ষ করবার ঘটনাটি বললেন। যীশু মহিলাটিকে বললেন যে, তার বিশ্বাস ছিল বলেই তিনি সুস্থ হয়েছেন।

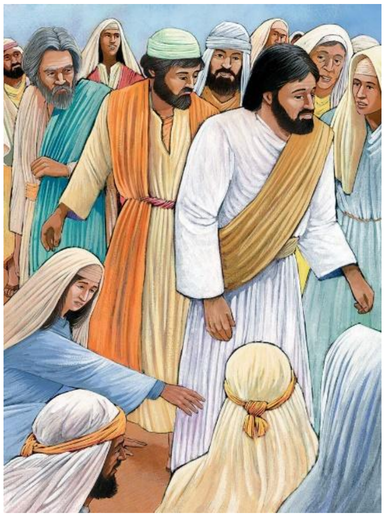

ছবি েথকে শেখা:

- ১. **জনতার বড় ভীড়:** যীশুর অলৌকিক কাজ এবং শিক্ষার কারণে তাঁর চারপাশে প্রচুর লোক জড়ো হয়েছে।
- ২. **পোশাক স্পর্শ করা:** ভীড়ের মধ্যে একজন মহলা ছিলেন যিনি ১২ বছর ধরে রক্তক্ষরণ রোগে ভুগছিলেন। তিনি তার সমস্ত অর্থ ডাক্তারের পেছনে ব্যয় করেছিলেন, কিন্তু কেউ তাকে সুস্থ করতে পারেনি। এই রক্তপাতের কারণে, তিনি যিহুদী ধর্মিয় রীতি অনুযায়ী "অশুচি" ছিলেন এবং সমাজগৃহে গিয়ে উপাসনায় অংশ নিতে পারতেন না। লোকেদও ভীড়ের মধ্যেও তার যাবার কথা ছিল না। যাইহোক, তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, যীশুই তাকে সুস্থ করতে পারেন। এজন্য ভীড়ের মধ্যে থাকার কথা নয় এটা জেনে তিনি যীশুকে থামান নি এবং সুস্থ হওয়ার জন্য কিছু বলতেও পারেন নি। একমাত্র যীশুই তাকে সুস্থ করতে পারেন এটা বিশ্বাস করে তিনি কেবল তার হাত বাড়িয়ে যীশুর পোশাক স্পর্শ করেছিলেন। পোশাকটি স্পর্শ করার সাথে সাথেই ঈশ্বার তাকে সুস্থ করে িদলেন।
- ৩. **যীশু:** মহিলাটি যখন যীশুর পোশাক স্পর্শ করল, তখন যীশু অনুভব করলেন যে তাঁর মধ্যে েথকে শক্তি বের হয়ে যাচ্ছে। তিনি ভীড়ের মধ্যে িদয়ে হাঁটা থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কে তাকে স্পর্শ করেছে। তাঁর শিষ্যরা জানতেন না যে কি ঘটেছে, এবং যীশুকে বললেন, অনেক লোক ত তাঁেক স্পর্শ করেছে।
- ৪. **সুস্থ মহিলা:** যখন যীশু জিজ্ঞাসা করলেন কে তাকে স্পর্শ করেছে, তখন সুস্থ হওয়া মহিলাটি এগিয়ে এলেন। তিনি ভয় পেয়েছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে, তার ভীড়ের মধ্যে থাকার কথা নয়, কারও পোশাক খুব কম স্পর্শ করে। সে তার কর্মের কথা স্বীকার করেছে। যিদও তাকে সমালোচনা করার পরিবর্তে, যীশু তার প্রশংসা করেছিলেন, বলেছিলেন যে, তার বিশ্বাসই তাকে সুস্থ করেছে। যীশু শান্তিতে এই মহিলাকে বিদায় করেছিলেন।

পাঠ প্রসঙ্গ এটি পরপর আমােদর তৃতীয় অলৌকিক ঘটনা, মার্ক বলেন—যেটিতে যীশু সবকিছুর উপর তার ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। প্রথম অলৌকিক ঘটনা, সাগরে ঝড় এবং ঢেউ—এর উপর শক্তি। দ্বিতীয় অলৌকিক ঘটনা, মন্দাত্বাদেও উপর ক্ষমতা। এখন যীশু শারীরিক অসুস্থতার উপর তার ক্ষমতা প্রর্দশন করেন।

এই সুস্থতা দানকারি ঘটনাটি বিভিন্ন উপায়ে অন্যান্য। সবচেয়ে অনন্য িদক, যীশুর শক্তি তাকে কিছু না করে বা না বলে কাউকে সুস্থ করেছিল। এই মহিলারা কেবল যীশুর পোশাক স্পর্শ করেছিল এবং যীশুর শক্তি তাকে সুস্থ করেছিল। দ্বিতীয়ত, যীশু তাকে সুস্থ করার ক্ষমতার প্রতি এই

মহিলার বিশ্বাস এতটাই বড় ছিল, তিনি জানতেন যে, তাকে যা করতে হবে তা হল তার পোশাক স্পর্শ করা এবং এ কারণে যীশুর শক্তি তাকে আরোগ্য করবে। তৃতীয়ত, এই মহিলা নিরাময় পাওয়ার জন্য অনেক আচার—অনুষ্ঠান ভেঙেছেন। তার অসুস্থতার প্রকৃতির কারণে, তার ভীড়ের মধ্যে থাকার কথা ছিল না, অন্য লোকেদেরকে কম স্পর্শ করে। যাইহোক, ঈশ্বার তার বিশ্বাস এবং হতাশার এই মিশ্রণটিকে যীশুর কাছ েথকে তার শরীরে নিরাময় শক্তি পাঠিয়ে পুরষ্কৃত করেছিলেন।

যীশু প্রকাশ্যে এই মহিলার বিশ্বাসকে তার মহান বিশ্বাস এবং তার নিরাময়ের ঘোষণা করে পুরস্কৃত করেছিলেন। তিনি তাকে ”কন্যা” হিসাবেও উল্লেখ করেছিলেন যা তার প্রতি তার ভালবাসা এবং গ্রহণযোগ্যতার ইঙ্গিত েদয়। যিদও তার অসুস্থতা তাকে আচারগতভাবে ”অশুচি” করে তুলেছিল এবং তার কাজগুলি আচারের আইন লঙ্ঘন করেছিল, যীশু যেভাবেই হোক তার প্রশংসা করেছিলেন। যীশু প্রায়ই এমন লোকেদের প্রশংসা করতেন যারা বিশ্বাস এবং হতাশার কারণে, সমস্ত নিয়ম অনুসরণ করার চেয়ে নিরাময়ের সা েথ বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন।

পরবর্তি পাঠ্য: (আরও তেথ্যর জন্য পাঠ #৪১ েদখুন) এই মহিলার মতো নামানও একজন ”বহিরাগত” ছিলেন যিনি ঈশ্বারের কাছে সুস্থতা পেতে চেয়েছিলেন। আজকের পাঠের এই মহিলার অসুস্থতার ধরনই তাকে ”বহিরাগত” হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। আর নামান ”বহিরাগত” হিসাবে চিহ্নিত হলেন কারন তিনি একজন পরজাতি। তবুও বিশ্বাস এবং হতাশার মিশ্রণে নামান তার ই¯্রায়েলীয় দাসীর পরামর্শে কাজ করেছিলেন এবং ”ই¯্রায়েলের শিষ্য ভাববাদী” এর কাছ েথকে সুস্থতা পেতে ই¯্রায়েল পর্যন্ত গিয়েছিলেন।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবা েদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝান হয়েছে ?** যীশু শারীরিক অসুস্থতার উপর তার ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। যীশুর তাঁর পরিচর্যায় শিক্ষাদান এবং আরোগ্য দানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। ঈশ্বার সম্বন্ধে শিক্ষা েদওয়া যীশুর জন্য যেথষ্ট ছিল না। যীশু অলৌকিক আরোগ্য দানের কাজগুলি তাঁর শিক্ষার কর্তৃত্ব প্রকাশ করে। একইভাবে, যীশু মানুষের প্রতি ঈশ্বারের ভালবাসার প্রকৃতি তা েদরকে শুধুমাত্র ঈশ্বারের ভালবাসার কথা বলেই নয়, অলৌকিক কাজের মাধ্যমে বাস্তবে ঈশ্বারের আরোগ্যদানের প্রেম প্রকাশ করেছে। অপুর্বভাবে এই পাঠের অলৌকিক কাজের মধ্যে কোন কিছু বলা বা করা ছাড়াই প্রকাশ পেয়েছে ঈশ্বারের অসীম ভালবাসা। এভবে যীশুর ক্ষমতা ও ভালবাসা এতটাই মহান ছিল যে, যেকোন মানুষ বিশ্বাস করে তাঁকে এমনকি স্পর্ষ করেই সুস্থ হয়ে উঠল।
  - কেন শারীরিক অসুস্থতা মানুষকে সুস্থতা লাভের জন্য এতটা মরিয়া করে তুলতে পারে যে তারা সুস্থতার জন্য সবকিছু করতে পারে ?
  - আপনি কেন মনে করেন যে ঈশ্বার শুধু আমা েদর আত্মার বিষয়েই নয়, বরং আমা েদর েদহেরও যত্ন নেন ?
- **হৃদয়: আমা েদর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** যীশুর লোকেদরকে সুস্থ করার আরও অনেক বিষ্ময়কর সত্য কাহিনী রয়েছে, কিন্তু যীশুর িদনে যারা অসুস্থ ছিল তারা সবাই অবশ্য আরোগ্য লাভ করেনি। অধিকন্তু, বর্তমানে যে সমস্ত খ্রিস্টান শারীরিক নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা করে তারা প্রত্যেকেই কিন্তু শারীরিক নিরাময় পাবে না। ঈশ্বার খ্রিস্টানেদর জীবনে অনেক ধরণের নিরাময় প্রদান করেন। শারীরিক নিরাময় এক প্রকার, তবে এর সা েথ সম্পর্কের সুস্থতা এবং আধ্যাত্মিক সুস্থতাও রয়েছে। যিদও আমরা সবসময় এমন নিরাময় পেতে পারি না যা আমরা মনে করি আমা েদর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, যিদ বিশ্বাসের সা েথ আমরা ঈশ্বারের সামনে আমরা আমা েদর প্রয়োজনগুলি নিয়ে আসি, তাহলে ঈশ্বার ঠিক সেই ধরনের নিরাময় নিয়ে আসবেন যা আমা েদর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।
  - আপনি কেন মনে করেন যে যীশু এই মহিলার বিশ্বাস এবং নিরাময়কে প্রকাশ্যে স্বীকৃতি েদয়ার একটি বিন্দ তৈরি করেছেন।
  - কোন উপায়ে ঈশ্বার আমা েদর হৃদয়ে নিরাময় পাঠাতে পারেন?
- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বারের বাক্যকে ব্যবহার করতে পারি ?** এই মহিলা অবশ্যই আত্মবিশ্বাসের সা েথ বেঁচে ছিলেন, এমনকি যখন এটি তার সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে তখনও। কখনও কখনও আমরা যখন মরিয়া হয়ে উঠি তখনই আমরা েদখতে পাই যে, আমরা ঈশ্বারের প্রতি কতটা বিশ্বাস, বা কতটা কম বিশ্বাস করি। আমরা এই পৃথিবীতে ঈশ্বারের সামনে আত্ম বিশ্বাসের সা েথ বাঁচতে পারি, কারণ আমরা ঈশ্বারের মহান প্রেম এবং শক্তিকে বিশ্বাস করি।
  - আপনি যখন কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হন তখন এই নারীর বিশ্বাস কীভাবে আপনাকে অনুপ্রাণিত করতে পারে ?
  - মহিলা েদর প্রতি যীশুর সহানুভূতিশীল কাজ কীভাবে আপনার । জীবনে এমন প্রচন্ড চাহিদাযুক্ত লোকেদর প্রতি সাড়াদানে সহায়তা করতে পারে ?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসা েথ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

অনুশীলনীর শিরোনাম: ৬৯ যায়ীরের মেয়ে সুস্থ হল

অনুশীলনীর শাস্ত্রাংশ: মার্ক ৫:২১-২৪, ৩৫—৪৩

নতুন নিয়মের শাস্ত্রাংশ: ইব্রীয় ৪:১৪-১৬

অনুশীলনীর উদ্দেশ্যসমূহ:

- **মাথা:** স্বীকার করুন, কারণ যীশু হলেন মশীহ, মৃত্যুর উপর তার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।
- **হৃদয়:** খ্রীষ্টিয় বিশশ্বাসীরা এই স্বান্তনা নিশ্চিত হোক, মৃত্যুর কখনই শেষ কথা নয়।
- **হাত:** ঈশ্বরের সামনে নিজেকে নত করুন, যাতে ঈশ্বর আপনার জন্য যা কিছু আর্শিবাদ বা বার্তা রেখেছেন সেটি আপনি পেতে পারেন।

একটি পেদ পাঠের শিক্ষা অতএব আইস, আমরা সাহসপূর্বক অনুগ্রহ—সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হই, যেন দয়া লাভ করি, এবং সময়ের উপযোগী উপকারার্থে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই। (ইব্রীয় ৪:১৬)

পাঠের সারসংক্ষেপ যায়ীর নামে এক ব্যক্তি যিহুদী সিনাগগের একজন শাসক ছিলেন। সিনাগগ বা সমাজগৃহ হল এমন একটি জায়গা যেখানে ইহুদীরা ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করতে এবং ঈশ্বরের উপাসনা করতে যেত। সমাজগৃহের অনেক নিয়ম ফরীশীেদর মত ছিল। তারা বিশ্বাস করতে চায়নি যে, যীশুই ঈশ্বরের পুত্র। কিন্তু যায়ীর সেনাগগের অন্যান্য শাসকরা যীশু সম্পর্কে কী ভাবছিল তা গুরুত্ব েদয়নি। যায়ীরের ছোট মেয়েটা মারা যাে"ছ, এবং তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, কেবল যীশুই তাকে সুস্থ করতে পারেন। যায়ীর যীশুকে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে, তিনি তার বাড়িতে গিয়ে তার ছোট্ট মেয়েটিকে সুস্থ করবেন কিনা। যীশু তার সাে থ গেলেন। পথিমধ্যে যায়ীরের বাড়ির কয়েকজন লোক তার সঙ্গে েদখা করল। তারা বলল যে, যীশু খুব েদরি করে ফেলেছেন। কারন ছোট মেয়েটি আগেই মারা গিয়েছে। যীশু একথা শুনে যায়ীরকে ভয় পেতে নিষেধ করলেন, কিন্তু তিনি তাকে বিশ্বাস করতে বললেন। তারা যখন যায়ীরের বাড়িতে যায়, তখন যীশু লোকেদর বললেন যে, ছোট মেয়েটি মারা যায়নি, কিন্তু ঘুমিয়ে আছে। লোকেরা যীশুর একথা শুনে হেসে উঠল। যীশু সেই ঘরে যেখানে মেয়েটি ছিল সেখানে গিয়ে বললেন, ”ছোট্ট মেয়ে, ওঠে এসো!” তারপর সে তার চোখ খুলল, উঠে দাঁড়াল এবং চারপাশে হেঁটে গেল!

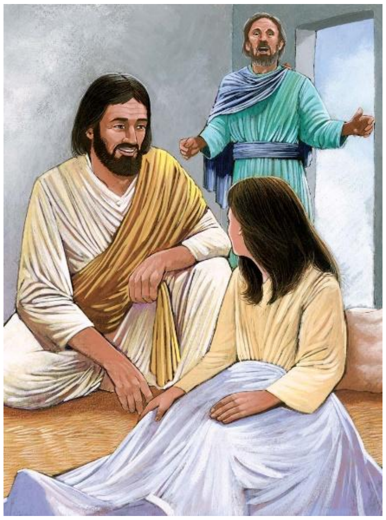

ছবি েথকে শেখা:

- ১. **যায়ীর** সিনাগগ উপাসনালয়ের একজন নেতা ছিলেন। তার মেয়ে মারা যাি"ছল, তাই সে যীশুর খোঁজ করল এবং তার বাড়িতে এসে মেয়েটাকে সুস্থ করার জন্য অনুরোধ করল। তারা যখন তার বাড়িতে যাি"ছল, খবর এল মেয়েটি মারা গেছে, তাই যীশুর যায়ীরের বাড়িতে যাওয়ার আর কোন কারণ ছিল না। যীশু যে একজন অলৌকিক ক্ষমতাধারী ব্যক্তি যায়ীরের লোকেরা যারা তার কাছে খবর নিয়ে আসে এটা তারা জানত, কিন্তু তারা এটা বিশ্বাস করতে পারেনি যে, যীশু মৃতেদরও জীবিত করতে পারেন।
- ২. **যীশু**, যিদও যায়ীরকে ভয় না করার জন্য বলেছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস করতে বলেন যে, যীশু তার মেয়েকে সুস্থ করতে পারেন। যীশু বাড়িতে এসে মৃত মেয়েটির হাত ছুঁয়ে আেদশ িদলেন, ”ছোট মেয়ে, আমি তোমাকে বলছি উঠ!
- ৩. **কন্যা:** যীশু যখন তার হাত ধরে তাকে উঠতে আেদশ করলেন, তখন মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল এবং চারপাশে হাঁটা শুরু করল। যীশু প্রমাণ করেছেন, এমনকি মৃত্যুও তার শক্তিকে থামাতে পারে না।

পাঠ প্রসঙ্গ এটি এখন একটি সারিতে চতুর্থ অলৌকিক ঘটনা মার্ক বলে যেখানে যীশু সবকিছুর উপর তার ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। প্রথমত ঝড় এবং সাগরের ঢেউয়ের উপর ক্ষমতা। দ্বিতীয়ত ম›দাত্বার উপর ক্ষমতা। তৃতীয়ত, অসুস্থতার উপর ক্ষমতা। এখন তাঁর ক্ষমতার চূড়ান্ত প্রকাশ, মৃত্যুও উপরেও তাঁর ক্ষমতা।

অধিকাংশ ধমীর্য় নেতা যীশুকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। যাইহোক, যায়ীর একজন ধমীর্য় নেতার একটি উদাহরণ যিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে যীশু আরোগ্য দান করতে পারেন। একজন সিনাগগ নেতা হিসাবে, তাঁর মেয়েকে সুস্থ করার জন্য প্রকাশ্যে যীশুকে জিজ্ঞাসা করা সম্ভবত তাঁর পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। সিনাগগের ভীড়ের মধ্যে সম্ভবত এমন অনেক লোক ছিল যারা তার পক্ষে এটি করা ঠিক মনে করবে না। যাইহোক, যীশুর পোশাক স্পর্শ করা মহিলার মতো, যায়ীর মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। তার মেয়ে মারা যাে"ছ, এবং তার জন্য নিরাময় করার জন্য তার আর কোন উপায়ও নেই। এই সিরিজের অন্য তিনটি অলৌকিক ঘটনার বিপরীতে যীশু এই অলৌকিক কাজটি গোপনে করেছিলেন। অলৌকিক ঘটনাটি েদখার জন্য কেবল মেয়েটির বাবা—মা এবং তার তিনজন শিষ্যই ঘরে ছিলেন। অলৌকিক ঘটনার পর, তিনি সাক্ষীকে যা ঘটেছিল বলতে নিষেধ করেছিলেন। কেন যীশু এটা নিষেধ করবেন? আমরা জানি না, যাইহোক, এটিই একমাত্র সময় নয় যখন যীশু তাঁর শিষ্যেদর একটি

অলৌকিক ঘটনা গোপন রাখার আদেশ িদয়েছিলেন (মার্ক ৭:৩৬ েদখুন) । এটা হতে পারে যীশু ভয় পেয়েছিলেন যে জনতা তাকে জোর করে ই‍্রায়েলের রাজা করার চেষ্টা করবে (যোহন ৬:১৪-১৫ েদখুন) ।

এই বিবরণে (আগের তিনটির মতোই) অলৌকিক ঘটনা প্রাপ্ত ব্যক্তি যীশুর কাছে অলৌকিক জিজ্ঞাসা করেননি। যীশু ঝড় এবং ঢেউকে শান্ত করেছিলেন যিদও শিষ্যেদর বিশ্বাস ছিল না যে তিনি তা করতে পারেন। যীশু সেই ভূতগ্রস্ত লোকটিকে সুস্থ করেছিলেন যিদও তিনি গোপনে সুস্থতা পেতে চেয়েছিলেন। এখানে এই মৃত মেয়েটির বিশ্বাস ছিল না, যা যীশুকে কাজ করতে পরিচালিত করেছিল, কিন্তু তার পিতার বিশ্বাস ছিল। বিশ্বাস বিভিন্ন রূপে আসে, এবং কখনও কখনও এটি অন্য কারও বিশ্বাস যা সুস্থতা নিয়ে আসে।

পরবর্তী পাঠ্য: যীশু পৃথিবীতে পরিচর্যা করার সময় ঈশ্বরের মহান করুণা ও ভালবাসা প্রদর্শন করেছিলেন। ঈশ্বরের সমবেদনা এবং ভালবাসা যীশুর পুনরুত্থানের সােথ শেষ হয়ে যায়নি, ঈশ্বর এখনও আমােদর প্রয়োজনের সময়ে আমােদর প্রার্থনার উত্তর িদয়ে সমবেদনা এবং ভালবাসা প্রদর্শন করে চলেছেন।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবােদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু’টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- ’পাঠের প্রসঙ্গ’টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু’টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝান হয়েছে ?** এই বাবা—মায়ের জন্য তােদর মেয়ের মৃত্যুর গভীর শোক েথকে তার পুনরুত্থানে আনন্দিত হওয়া নিশ্চই কতটা মর্মাহত! মৃত্যুর উপর যীশুর ক্ষমতার সাক্ষ্য েদওয়া পিতর, যাকোব এবং যোহনের জন্য নিশ্চই বড় ধরণের ধাক্কা খাবার মতো ঘটনা ছিল। অবশ্যই, যীশু তাঁর পরিচর্যার সময় মারা যাওয়া প্রত্যেককে পুনরুত্থিত করেননি। ঠিক যেমন তিনি প্রতিটি ঝড়কে

শান্ত করেননি, প্রতিটি ভুতগ্রস্তকে ছাড়াননি বা প্রতিটি ব্যক্তির অসুস্থতা নিরাময় করেননি। যাইহোক, যীশু তাঁর অলৌকিক কাজগুলি তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি প্রদর্শন করতে এবং ঈশ্বরের মহান প্রেম প্রদর্শনের জন্য করেছিলেন।

- আপনি কিভাবে আপনার সম্প্রদায়ের কাজ করে ঈশ্বরের নিরাময়ের ক্ষমতা দেখেছেন?
- আপনি কেন মনে করেন যে যীশু পৃথিবীতে থাকাকালীন সকলকে মৃতেদর মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেননি ?

- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** এই চারটি গবেষনায় এই চারটি অলৌকিক ঘটনার মধ্যে, যীশু তাঁর ক্ষমতা এবং পরিচর্যা সম্পর্কে শিষ্যেদর বোঝার ক্ষমতা প্রসারিত করতে থাকেন। যীশুর পুনরুত্থানের পরে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর এবং সম্পূর্ণরূপে মানুষ হিসাবে তার প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে বুঝতে । পারবে না। তারপর তাঁর পুনরুত্থানের পরে এই গল্পগুলি শিষ্যেদরকে যীশুর মধ্যে কাজ করার অবিশ্বাস্য শক্তি বুঝতে সাহায্য করবে। শুধুমাত্র শারীরিক ক্ষেত্রে নিরাময় করার জন্য নয়, কিন্তু পাপীদেরকে তাদের পাপ থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা। এঘটনার মধ্যে দিয়ে শিষ্যরা বুঝতে পারেন যীশুর কাছে, মৃত্যুই শেষ কথা নয়।
  - কেন যীশু খ্রীষ্ট খ্রিস্টানেদর তাদের পাপ থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক কাজ ?
  - কেন একজন খ্রিস্টানের জীবনে মৃত্যু কখনই শেষ কথা হয় না ?
- **হাত: কিভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ দিতে পারি ?** মানুষ প্রায়ই ঈশ্বরের ক্ষমতা অবমূল্যায়ন করে। যায়ীরের বন্ধুরা ভেবেছিল যে, যীশু একজন নিরাময়কারী হতে পারেন, কিন্তু মনে করেননি যে, যীশুর ক্ষমতা মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রস্তুত। খ্রিস্টানরা কখনও কখনও ভাবেন যে ঈশ্বর পাপের শাস্তি থেকে তাদের বাঁচাতে পারেন, কিন্তু তাদের জীবনে পাপের শক্তি থেকে তাদের উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে না কারণ তারা মনে না যে ঈশ্বর পারবেন। যাইহোক, বাইবেল আমাদের বলে যীশুর মৃত্যু এবং পুনরুত্থান শুধুমাত্র মৃত্যুকে জয় করেনি, এটি পাপের শক্তিকেও জয় করেছে। নম্রভাবে, খ্রিস্টানেদরকে পবিত্র আত্মার শক্তি দিয়ে তাদের পূর্ণ করার জন্য ঈশ্বরের কাছে অনুরোধ করতে হবে যাতে তারা তাদের জীবনে কর্মক্ষেত্রে পাপের শক্তিকে পরাজিত করতে পারে।
  - আপনি কি আপনার জীবনে পাপের শক্তি থেকে আপনাকে উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বরকে বলেছেন ?
  - প্রার্থনায় নম্রতা কীভাবে একজন খ্রিস্টানকে ঈশ্বরের কাছ থেকে মহান আশীর্বাদ পেতে সাহায্য করে ?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

অনুশীলনীর শিরোনাম: ৭০ যীশু পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ালেন

অনুশীলনীর শাস্ত্রাংশ: যোহন ৬:১-১৩

নতুন নিয়মের শাস্ত্রাংশ: যাত্রাপুস্তক ১৬

অনুশীলনীর উদ্দেশ্যসমূহ:

- **মাথা:** আনন্দ করুন! ঈশ্বর কেবল আমাদের পরিত্রাণ দেওয়ার বিষয়ে চিন্তা করেন না, আমাদের দৈনন্দিন চাহিদাগুলিও সরবারহ করতে চান।
- **হৃদয়:** বিশ্বাস করুন, ঈশ্বর মহান কাজ করতে পারেন, এমনকি আমাদের খুব সামান্য বিশ্বাস থাকলেও।
- **হাত:** এই সপ্তাহে অন্যেদর প্রতি উদার হওয়ার পরিকল্পনা করুন। যীশু যখন জনতাকে খাওয়ালেন, তখন সবাই তৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত খাবার দিলেন, অনেক খাবারও অবশিষ্ট ছিল।

একটি পেদ পাঠের শিক্ষা অতএব সেই লোকেরা তাঁহার কৃত চিহ্ন—কার্য দেখিয়া বলিতে লাগিল, উনি সত্যই সেই ভাববাদী, যিনি জগতে আসিতেছেন, যোহন ৬:১৪।

পাঠের সারসংক্ষেপ অনেক লোক যীশুকে অনুসরণ করতে শুরু করেন কারন তারা তাঁর শিক্ষা শুনে অনেক আনন্দ পেয়েছিল। আর তিনি যে আলৌকিক কাজগুলো করবেন তাতে তারা বিস্মিত হয়েছিল। একিদন প্রায় ৫,০০০ লোক যীশুকে একটি পাহাড়ের পেথ অনুসরণ করেছিল। যীশু লোকেদর খাওয়াতে চেয়েছিলেন যাতে তারা ক্ষুধায় কষ্ট না পায়। যীশুর শিষ্যেদর মধ্যে একজন অ্যান্ড্রুকে একটা ছোট ছেলে জানাল যে, তাঁর দুপুরের খাবারের জন্য পাঁচটি ছোট রুটি এবং দুটি ছোট মাছ তার কাছে আছে। কিন্তু যীশু অন্য লোকেদর খাওয়ানোর জন্য সাহায্য করতে পারেন। যীশু ছোট ছেলেটিকে ধন্যবাদ জানালেন। যীশু শিষ্যেদর বললেন, খাবারটি একটি ঝুড়িতে রাখুন এবং লোকেদর খাবার দিতে শুরু করুন। ঝুড়িটি চারপাশে যাওয়ার সােথ সােথ রুটি ও মাছ অদৃশ্য হয়ে গেছে বলে মনে হে"ছ না। পরিবর্তে খাবার বহুগুনে বৃদ্ধি পেল। শিষ্যরা যখন সবাইকে খাবার দিয়ে গেল, তখন ১২টি ঝুড়িতে রুটি এবং মাছ অবশিষ্ট ছিল! সমস্ত ৫,০০০ লোক যীশুর আর্শীবাদকৃত খাবার খেয়েছিল এবং তারা তৃপ্ততায় পূর্ণ হয়েছিল। এটি একটি অলৌকিক ঘটনা ছিল!

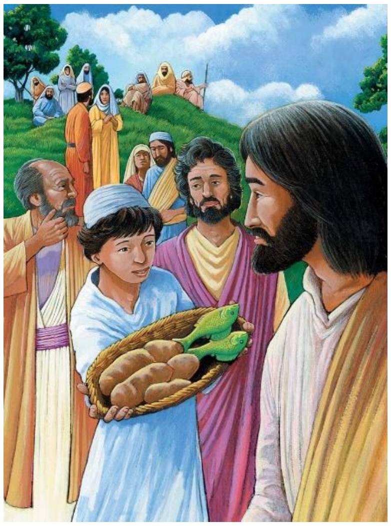

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **মানুষের বিশাল ভীড় :** যীশুর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। লোকেরা যীশুর অলৌকিক এবং শিক্ষার কথা শুনেছিল এবং নিজেদের । জন্য শুনতে এবং দেখতে চেয়েছিল। যীশুর সঙ্গে থাকার জন্য অনেক লোক পাহাড়ের ধারে জড়ো হয়েছিল।
- ২. **যীশু** তাঁর শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, ফিলিপ কি এই বিশাল জনতাকে খায়ানোর জন্য পর্যাপ্ত খাবার কিনতে যেতে পারে? ফিলিপ জবাব দিল, এই সমস্ত লোকেদর খাওয়ানোর জন্য তাদের কাছে পর্যাপ্ত টাকা নেই।
- ৩. **এক ছেলের খাবার:** অ্যান্ড্রু যীশুর একজন শিষ্য, যীশুর কাছে একটি ছেলেকে নিয়ে আসলেন যার কাছে পাঁচটি রুটি এবং দুটি মাছ ছিল। যীশু ছোট খাবারে আশীর্বাদ করলেন, এবং লোকেদর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য তাঁর শিষ্যেদর হাতে খাবার তুলে দিতে লাগলেন। অলৌকিকভাবে, সেই একটি ছেলের খাবার, যীশুর আশীর্বাদ করার পরে, এটি বহুগুণে বেড়ে গিয়েছিল এবং তিনি এটি শুধু হাজার হাজার লোককে খাওয়াননি, তবে সেখানে ১২টি ঝুড়ি ভর্তি খাবার অবশিষ্টও ছিল।

পাঠ প্রসঙ্গ যীশুর শিক্ষা এবং অলৌকিক কাজগুলি তাঁকে এত জনপ্রিয় করে তুলেছিল যে বিশাল জনতা তাঁকে অসুসরণ করছিল। একিদন যীশু ভীড়ের দিকে তাকালেন এবং তাঁর একজন শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এই সমস্ত লোকেদর খাওয়ানোর জন্য পর্যাপ্ত খাবার কিনতে তাদের কোথায় যাওয়া উচিত।

শিষ্য ফিলিপ দ্রুত স্বীকার করলেন যে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য খুব সামান্য করে খাবার দিলেও এত লোকেদর খাওয়ানোর সামর্থ তাদের নেই। যিদও ফিলিপ যীশুর অনেক অলৌকিক কাজ দেখেছিলেন, তবুও তিনি বুঝতে পারেননি যে, কীভাবে যীশুর ক্ষমতা তাদের দৈনন্দিন জীবনে এমনকি খাবারের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা সম্ভব। ফিলিপ যীশুকে স্বতন্ত্র ভিত্তিতে লোকদের সুস্থতা দানের সাক্ষ্য দেন। যাইহোক, এখন ফিলিপ হাজার হাজার ক্ষুধার্ত মানুষের দিকে তাকিয়ে আছে যে, কিভাবে তাদের ক্ষুধা নিবারণ করা যায়।

যীশু ফিলিপ এবং অন্যান্য শিষ্যেদরকে দেখানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তিনি কীভাবে মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনের জন্য একটি অলৌকিক কাজ করতে পারেন, ঠিক যেমন তিনি মানুষের

অসুস্থতার জন্য অলৌকিক কাজগুলো করেছিলেন। এটি করার জন্য তিনি একটি ছোট ছেলের নৈবেদ্য নিয়েছিলেন, এটির উপর প্রার্থনা করেছিলেন এবং অলৌকিকভাবে পুরো জনতাকে খাওয়ালেন, শুধুমাত্র এক কামড় বা অল্প খাবার িদয়ে নয়, প্রচুর খাবার পেয়েই সবাই তৃপ্ত হয়, এবং এরপরও প্রচুর অবশিষ্ট থাকে।

কখনও কখনও ফিলিপের মতো, খ্রিস্টানরা তা েদর সামনে বিশাল আকারের প্রয়োজন এতটাই ঘাবড়ে যায় যে, তারা ভুলেই যায়, ঈশ্বর যেকোন কিছ্ইু করতে পারেন।

পরবর্তি পাঠ্য: (আরও পটভূমি তেথ্যর জন্য পাঠ # ১৮ েদখুন) যিদও ঈশ্বর সবেমাত্র শক্তিশালী অলৌকিক কাজের মাধ্যমে ই ্রােয়লীয়েদরকে মিশরের দাসত্ব েথকে মুক্তি িদেয়েছন, লোকেরা বকাবকি বা বিরক্ত প্রকাশ করতে শুরু করেছিল। তা েদর খাদ্য এবং জল ফুরিয়ে যা ি"ছল, এবং তারা মরুভূমিতে না খেয়ে মারা যাবার ভয় পেতে শুরু করেছিল যেখানে ফসল কাটার জন্য কোন ফসল ছিল না। যীশু যেমন অলৌকিক বিশাল জনতার ক্ষুধা মেটান, তেমনি ঈশ্বরও অলৌকিকভাবে ই ্রােয়লীয়েদর ক্ষুধা মেটান। আপনার পেট যখন বকাবকি করছে তখন ঈশ্বরের পরাক্রমশালী শক্তিকে ভুলে যাওয়া সহজ হতে পারে।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবা েদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদেয়েছন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝান হয়েছে ?** । আমরা জানি যে, খুব কঠিন পরিস্থিতিতেও ঈশ্বর আমা েদর জন্য আশ্চর্য কাজ করতে পারেন। কিন্তু তাহলে আমা েদর প্রতি িদেনর প্রয়োজনে কি যত্ন নেন না ? অনেক সময় খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা মনে করেন যে, ঈশ্বর শুধ্ু অন্যেদর বা আমা েদর বিশেষ প্রয়োজন পুরণে আশ্চর্য কাজ করেন, আমা েদর প্রতি িদেনর বিষয়ে কিছু করেন না। শিষ্য ফিলিপ যীশুর ই"ছা পুরণ করতে গিয়ে

দেখলেন সামনে বিশাল জনতাকে খাওয়ানোর সমস্যা এবং তিনি নিশ্চয় এটাও চিন্তা করছিলেন যে, আবার ছয় ঘন্টা পরে এই সমস্যা আবার ফিরে আসবে। এই পরিস্থিতিতে যীশু তাঁর শিষ্যেদর প্রমান করে দেখালেন, ঈশ্বর শুধুমাত্র কঠিন পরিস্থিতিতেই নয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ছোট—বড় যেকোন প্রয়োজন পুরণেও তিনি যত্ন নেন। এর আগে যীশু তাঁর শিষ্যেদর প্রার্থনা করতে শেখালেন, '..... আর আমাদেরকে আজ আমাদের খাবার দাও...' (মথি ৬:১১)। এর মধ্যে দিয়ে যীশু আবার প্রমান করে দেখালেন যে, ঈশ্বর সত্যিই আমাদের প্রতিদিনের খাবারসহ সব প্রয়োজন পুরন করেন, এবং তিনি এই সব দৈনন্দিন প্রার্থনা খুব যত্নের সাথে শোনেন।

- ঈশ্বর নিশ্চয় আমাদের দৈনন্দিন চাহিদা সম্পর্কে অবগত, যা আমাদের প্রদান করার জন্য ঈশ্বরের ই"ছা কখনও কখনও কি । তাঁর মনোযোগ হারান ?
- কোন কোন উপায়ে আপনি দেখেছেন যে, ঈশ্বরকে আমাদের বিশাল চাহিদা পুরণের জন্য কিভাবে খুব ছোট কারো কোন ছোট অফার গ্রহণ করেন (যেমন প্রেম, ক্ষমা, অর্থ, খাবার) ?

- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** ফিলিপ যীশুর প্রশ্নে হতভম্ব হলেন। অন্যিদকে, অ্যান্ড্রু ছোট কিশোরের কাছ থেকে সামান্য খাবার পেয়ে সেটি যীশুর কাছে খাবার নিয়ে আসে। যিদও তিনি জানেন যে, এটি অল্প পরিমাণের নিয়ে আসেন। এমন সময় আছে একজন খ্রিস্টান তাদের চারপাশের চাহিদার দ্বারা হতবাক্ হতে পারে। কিন্তু খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা, হয় তাদের পরিস্থিতির মধ্যে নিজেদেরকে আটেক ফেলে পক্ষাঘাতগ্রস্থ করে ফেলতে পারে, অথবা তারা ঈশ্বরকে তাদের কাছে যা কিছ' আছে তা দিতে পারে এবং ঈশ্বরের গৌরবের জন্য সেগুলোর সংখ্যা বহুগুন বৃদ্ধি করে সমস্যা সমাধানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।
  - আপনার কাছে এমন কিছু ছোট ক্ষমতা, প্রতিভা এবং বিষয় কী আছে যা ঈশ্বর অন্যেদর জন্য বড় সহায়ক হতে পারে ?
  - আপনার অল্প ক্ষমতা, প্রতিভা, কিংবা সম্পেদর বাইরেও, আপনার সামান্য পরিমাণ বিশ্বাস কাজে লাগিয়ে ঈশ্বর কি করতে পারেন
- **কীভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ দিতে পারি ?** আমাদের ঈশ্বর একজন উদার ঈশ্বর। যীশু তাঁর পরিচর্যা জুড়ে উদারতার মডেল তৈরি করেছিলেন। এই পর্বে, সম্পূর্ণরূপে খাবার পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কেবল সমস্ত লোককে খাবার খাওয়ানো হয় নি কিন্তু খাবার প্রচুর পরিমানে অবশিষ্টও ছিল। ঈশ্বর খ্রিস্টানেদরকে তাদের সামান্য বা অনেক কিছু দিয়ে উদার হতে আহবাণ করেন, ঈশ্বর জানেন যে, ঈশ্বর অন্যেদর জন্য আশীর্বাদ স্বরুপ হতে সবকিছু ব্যবহার করতে পারেন।
  - গতমাসে ঈশ্বর আপনাকে যে সমস্ত আশীর্বাদ দিয়েছেন তার একটি তালিকা তৈরি করতে এই সপ্তাহে সময় নিন।
  - তারপর তালিকাটি নিন এবং প্রার্থনা করুন যেন ঈশ্বর আপনাকে সেই আশীর্বাদগুলি নেয়ার উপায় খুজেঁ বের করতে এবং অন্যেদর আশীর্বাদ করার জন্য ব্যবহার করতে সাহায্য করবেন। ।

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

অনুশীলনীর শিরোনাম: ৭১ যীশু জলের উপরে হাঁটেন

অনুশীলনীর শাস্ত্রাংশ: মিথ ১৪:২২-২৩

নতুন নিয়মের শাস্ত্রাংশ: গীতসংহিতা ১০৪

অনুশীলনীর উদ্দেশ্যসমূহ:

- **মাথা:** ধন্যবাদ দিন যে, যীশু আমাদের রক্ষা করছেন, আমাদের পর্যাপ্ত বিশ্বাসের কারণে নয়, বরং আমাদের মানবিক দূবর্লতার কারণে আমরা তাঁর কাছে পৌঁছাই।
- **হৃদয়:** স্বান্তনা নিন, আমাদের যতটা বিশ্বাস থাকা উচিত ততটা নাও থাকতে পারে, তবুও যীশু কখনই তার সন্তানেদর ত্যাগ করেন না।
- **হাত:** আপনার প্রার্থনার জীবন সম্পর্কে চিন্তা করুন, আপনি কি নম্রতার সাথে বা দাবি—দাওয়া নিয়ে ঈশ্বরের কাছে যান ?

একটি পেদ পাঠের শিক্ষা আর যাঁহারা নৌকায় ছিলেন, তাঁহারা আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, সত্যই আপনি ঈশ্বরের পুত্র", মিথ ১৪:৩৩।

পাঠের সারসংক্ষেপ যীশু ৫,০০০ লোককে খাওয়ানোর পরে, তিনি তাঁর শিষ্যেদর তাদের নৌকায় উঠতে এবং সমুদ্রের ওপারে যেতে বললেন। যীশু একটি পাহাড়ে উঠে যান যাতে তিনি ঈশ্বরের গভীর সান্নিধ্যে প্রার্থনা করতে পারেন। প্রার্থনা শেষ করবার পর যীশু শিষ্যেদর কাছে যেতে চাইলেন। তাদের কাছে যাওয়ার একমাত্র উপায় ছিল জলের উপর দিয়ে হাঁটা। শিষ্যরা সমুদ্রের ওপারে তাকিয়ে দেখলেন একজন লোক জলের উপর দিয়ে তাদের দিকে হেঁটে আসছে। তারা ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল, " এটা একটা ভূত! " যীশু শিষ্যেদরকে বলেছিলেন ভয় পাবেন না। পিতর যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি যীশুর কাছে যাবার জন্য জলের উপর দিয়ে হেটে যেতে চান। এভাবে পিতর জানতে পারল যে, তিনি সত্যিই যীশু। যীশু পিতরকে তাঁর কাছে আসতে বললেন। পিতর নৌকা থেকে নেমে জলের উপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। তারপর চারপাশে তাকিয়ে বুঝতে পারল সে কি করছে। পিতর যীশুর কাছ থেকে চোখ সরিয়ে নিলে তিনি ডুবতে শুরু করেন। যীশু পিতরকে বললেন, "তুমি অল্প বিশ্বাসী, তুমি কেন সেন্দহ করলে ?"

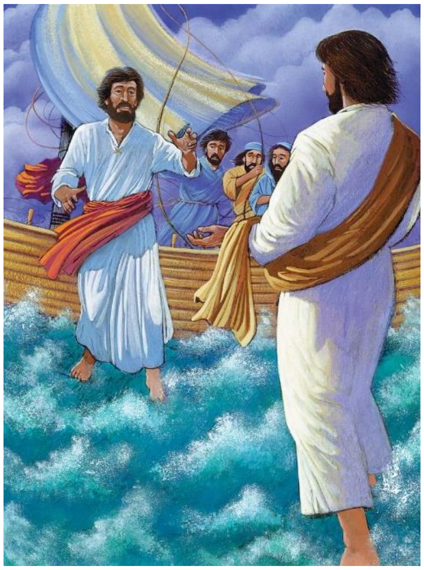

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **গালীল সাগরে পাল তোলা:** শিষ্যরা সারা রাত গালীল সাগরে যাত্রা করেছে, এবং শক্তিশালী বাতাসের সাথে লড়াই করেছে। ভোরবেলা, শিষ্যরা একটি মূর্তিকে জলের উপর দিয়ে হাঁটতে দেখেন। এই অবয়বকে ভূত ভেবে শিষ্যরা ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন।
- ২. **যীশু :** অবয়বটি একটি ভূত ছিল না, তিনি যীশু। যীশু তাদেরকে বললেন, ভয় কোর না, কিন্তু সাহসী হও।
- ৩. **পিতর** যীশুকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, যদি সত্যিই আপনি যীশু হয়ে থাকেন, তাহলে তাকে পানির উপর হাঁটতে দিন। যীশু তাকে নৌকা থেকে নামিয়ে আমন্ত্রণ জানালেন এবং পিতর জলের উপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। যাইহোক, কিছুক্ষন পরে পিতর সাগরের বাতাস অনুভব করলেন ভয় পেলেন, তখন তিনি ডুবে যেতে লাগলেন এবং তাকে বাঁচানোর জন্য যীশুর কাছে চিৎকার করলেন। সঙ্গে সঙ্গে যীশু এগিয়ে এসে পিতরকে বাঁচালেন।
- ৪. **শিষ্যরা:** যীশু এবং পিতর নৌকায় উঠলেন, তখন শিষ্যরা যীশুকে এই বলে উপাসনা করলেন, ”সত্যিই আপনি ঈশ্বরের পুত্র।”

পাঠ প্রসঙ্গ যীশু নির্জন জায়গা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু জনতা শুনতে পেল যীশু কাছেই আছেন এবং তাঁকে তারা খুজে পেলেন। যীশু প্রত্যেকের জন্য খাবার ব্যবস্থা করে জনতার পরিচর্যা করছিলেন। এর পরে, তিনি জনতাকে বিদায় দিলেন। আর শিষ্যেদর গালীল সাগরের ওপারে ফেরার জন্য পাঠান। অবশেষে তিনি একা। যীশু সারারাত একা প্রার্থনায় রাত কাটালেন।

যখন যীশু প্রার্থনা শেষ করলেন, তিনি শিষ্যেদর সাথে যোগ দিতে গেলেন। তারা নৌকা থেকে নামার সময় তাদের সাথে দেখা করার জন্য গালীল সাগরের চারপাশে হাঁটার পরিবর্তে, যীশু শিষ্যেদর সাথে দেখা করার জন্য গালীল সাগরের জলের উপর দিয়ে হেঁটে গেলেন। আবহাওয়া বেশ খারাপ ছিল, বাতাসের সাথে নৌকাটি দুলছিল। এটি ছিল সকালের প্রথম প্রহর, সূর্যদয়ের ঠিক আগে, যখন যীশু নৌকায় শিষ্যেদর কাছে গেলেন।

শিষ্যেদর ধারণা ছিল না যে, যীশু জলের উপর িদয়ে হাঁটতে পারেন, এবং তখন তারা ধরে নেন যে এটি একটি ভূত। শিষ্যরা কেবল তা েদর নৌকা তীরে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাতাসের সা েথ লড়াই করত না, এখন তারা একটি ভূতের মুখোমুখি হয়েছে!

ঝড়ো বাতাস এবং এই ভূতের মাঝে, যীশু শিষ্যেদর কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন এবং তা েদরকে সাহসী হতে বলেছিলেন। পিতর সাহসী হওয়ার জন্য যীশুর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন এবং পিতরকে জলের উপর িদয়ে হাঁটার অনুমতি িদয়ে যীশুকে প্রমাণ করতে বলেছিলেন যে, তিনি যীশু। যীশু রাজি হলেন এবং কিছুক্ষনের জন্য পিতর আসলে জলের উপর িদয়ে হাঁটলেন। যাইহোক, তিনি শীঘ্রই যীশুর কাছ েথকে এবং শক্তিশালী বাতাসের িদকে তার চোখ সরিয়ে নিলেন। আর ভয়ে, তিনি ডুবে যেতে লাগলেন এবং নিজেকে বাঁচানোর জন্য যীশুর কাছে চিৎকার করতে লাগলেন। যীশু অবিলম্বে তাকে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু পিতর কেন এত তাড়াতাড়ি সন্দেহ করেছিলেন তাও জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

এই শিষ্যরা, এই অলৌকিক ঘটনা দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রানিত হয়েছিল, এবং অবশেষে যীশুকে কেবল একজন মহান শিক্ষক বা অলৌকিক ক্ষমতাধারী ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, তাঁকে উপাসনা করেছিলেন এবং স্বীকার করেছিলেন ”সত্যিই আপনি ঈশ্বরের পুত্র।”

পরবর্তি পাঠ্য: এই গীতসংহিতা পুস্তকটিতে সৃষ্টির মহিমার জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা, সমস্ত সৃষ্টির ঈশ্বরে হিসাবে, একমাত্র ঈশ্বরেই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যেথষ্ট শক্তিশালী। ২৫—২৬ পেদ গীতসংহিতা পুস্তকের লেখক সমু েদ্রর মহিমাকে কে েদ্র করেই শুধু লিখেননি বরং এটা মাছের আবাসস্থলে পরিপূর্ণ। ২৬ পেদ লেভিয়াথন নামক ই ্রায়েলীয়েদর একটি নাম উল্লেখ করেন যা সমু েদ্রর ভীতিকর িদকগুলোকে বোঝাতে ব্যবহৃত হত। এইভাবে, ই ্রায়েলীয়রা পরাক্রমশালী সমু েদ্রর জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করেছিল এবং সেইসা েথ সমু েদ্রর শক্তির বিষয়ে একটি সুস্থ ভয় বজায় রেখেছিল।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবা েদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বরযেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন

- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝান হয়েছে ?** আপনি কি কল্পনা করতে পারেন, আপনার সবচেয়ে বড় ভয়ের যেকোন একটির মুখোমুখি হলে আপনি কেমন প্রতিক্রিয়া েদখাবেন ? বেশিরভাগ রাতে বাতাসের সা েথ লড়াই করে, গালীল সাগরের মাঝখানে ধরা পড়ে, শিষ্যরা কেবল আতঙ্কিতই নয়, ক্লান্তও হয়েছিল। ভয় এবং ক্লান্তি একটি ভাল সমন্বয় নয়, যাইহোক, এই ভয় এবং ক্লান্তির মধ্যে, পিতর যীশুর সা েথ জলের উপর হাঁটার অলৌকিক ঘটনাতে অংশগ্রহণ করতে বলে। যীশু তাকে নৌকা েথকে আমন্ত্রণ জানান, এবং পিতর ভাল করেন, যতক্ষন না তিনি যীশুর কাছ েথকে চোখ সরিয়ে নেন এবং বাতাস এবং ঢেউয়ের িদকে চোখ রাখেন। নৌকা েথকে নামার জন্য পিতরের যেথষ্ট বিশ্বাস আছে, কিন্তু পানির উপরে থাকার জন্য যেথষ্ট নয়। যাইহোক, পিতর যখন জলে ডুবে যায় এবং যীশুর কাছে চিৎকার করে, যীশু অবিলম্বে পিতরকে রক্ষা করেন। যীশু পিতরকে প্রত্যাখ্যান করেন না যখন তার বিশ্বাসের অভাব প্রকাশ পায়। পরিবর্তে যীশু তাকে রক্ষা করেন।
    - আপনি কি পিতরের মতো হতেন, যিনি বিশ্বাসে পা বাড়িয়েছিলেন, নাকি নৌকায় থাকা অন্যান্য শিষ্যেদর মতো ? কেন ?
    - আপনি কেন মনে করেন, যীশু কেন পিতরকে জলের উপর িদয়ে হেঁটে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কেবল তাকে এটা বলতে চাননি যে, "না, তোমার বিশ্বাস খুব দুর্বল, তুমি নৌকাতেই থাকো ?"
- **হৃদয়: আমা েদর কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** পিতরের ডুবে যাওয়া যীশুকে অবাক করেনি। যীশু, ঈশ্বরের পুত্র জানতেন যে পিতরের বিশ্বাস এখনও যেথষ্ট ছিল না। যাইহোক, পিতরের বিশ্বাস বাড়ছে, এবং এই পর্বটি পিতরের বিশ্বাসে নিশ্চয় আঘাত করবে না। এছাড়াও, যীশু আমা েদর বিশ্বাসের অবস্থা জানেন এবং সেই অবস্থাটি উচ্চ বা নিম্ন যাই হোক না কেন তিনি আমা েদর ভালবাসেন। আমা েদর অপর্যাপ্ত বিশ্বাস নির্বিশেষে, যীশু আমা েদরকে গ্রহণ করেন যেখানে আমরা আছি, এবং তারপর আমা েদরকে মহান বিশ্বাসের পুরুষ ও নারী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কাজও করেন।
    - কি এমন কিছু বিষয় আছে যা আজ খ্রীষ্টিয়ানেদর এত ভয় েদখাতে পারে যে, তারা যীশুর িদক েথকে তা েদর চোখ সরিয়ে নেয়
    - এটি যীশু সম্পর্কে আপনাকে কী বলে, যে তিনি অবিলম্বে এগিয়ে গিয়ে পিতরকে বাঁচিয়েছিলেন যখন পিতরের বিশ্বাস কমে গিয়েছিল ?
- **কিভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ িদতে পারি ?** ঈশ্বরে যখন ডাকেন, তখন বিশ্বাসে সাড়াদান করে বেরিয়ে আসা এবং নিজে েদর গর্ব—অহংকারে নিজে েদর শক্তির উপর নির্ভর করে বেরিয়ে আসার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আমরা কখনও কখনও আমা েদর জীবনের জন্য মহান পরিকল্পনা, বা মহান জিনিস আমরা ঈশ্বরের জন্য করতে পারি। যাইহোক, এর অর্থ এই নয় যে আমা েদর মহান পরিকল্পনা বা ধারণাগুলি ঈশ্বরে দ্বারা অনুপ্রানিত। ঈশ্বরের মহান পরিকল্পনার সা েথ আমা েদর পরিকল্পনা ভুল হতে পারে। সর্বদা নম্রতার সা েথ ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত হওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ, এবং অহংকারে নয়, সর্বদা আমা েদর উচিত ঈশ্বরের কাছে অবনত হওয়া এবং তার ই"ছা কি তা তাঁর মাধ্যমে জানা। আপনার প্রার্থনার জীবনের প্রতিফলন, আপনি কি নম্রতার সা েথ বা দাবী নিয়ে ঈশ্বরের কাছে যান?
    - র্ আমরা কীভাবে বুঝতে পারি যে, ঈশ্বরে আমা েদরকে বিশ্বাসের একটি নি ির্দষ্ট পদক্ষেপ নিতে ডাকছেন, নাকি আমা েদর গর্ব—অহংকারে নিজে েদর শক্তিতে ?
    - আমা েদর কি করা উচিত যখন আমরা বুঝতে পারি যে, আমা েদর কিছু আকাঙ্খা আমা েদর নিজে েদর গর্বের ফলাফল এবং এটি ঈশ্বরের পবিত্রতা নয় ?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বরচান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাে্থ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

অনুশীলনীর শিরোনাম: ৭২ যীশুর রূপান্তর

অনুশীলনীর শাস্ত্রাংশ: মিথ ১৭:১-৯

নতুন নিয়মের শাস্ত্রাংশ: যিশাইয় ৫২:১৩-১৫

অনুশীলনীর উদ্দেশ্যসমূহ:

- **মাথা:** আনন্দ করুন যে, যীশু সেই মশীহ ছিলেন না যিনি ইস্রায়েলকে তাদের রোমের দাসত্ব থেকে মুক্ত করবেন, যেমনটি অনেকে আশা করেছিলে, কিন্তু মানব জাতিকে তাদের পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন।
- **হৃদয়:** সচেতন থাকুন যে, ঈশ্বর শুধুমাত্র খ্রিস্টানেদর কাছে প্রকাশ করেন যা তাদের যতটুকু জানা দরকার এবং যখন তাদের সেটি জানা দরকার।
- **হাত:** ধৈর্য সহকারে সেই সুযোগগুলির জন্য অপেক্ষা করুন যা ঈশ্বর আপনাকে যীশুর মহিমা সহভাগ করে নেওয়ার জন্য যেসব মানুষকে আপনার জীবনে নিয়ে আসবেন।

একটি পেদ শিক্ষা তিনি কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে পাঠের । দেখ, একখানি উজ্জ্বল মেঘ তাঁহাদিগকে ছায়া করিল, আর দেখ, সেই মেঘ হইতে এই বাণী হইল, 'ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁতেই আমি প্রীত, ইহাঁর কথা শুন! মিথ ১৭:৫।

পাঠের সারসংক্ষেপ একিদন, যীশু তার শিষ্যেদর মধ্যে তিনজন — সিবেদীর ছেলে যাকোব, যোহন এবং পিতরকে তাঁর সাথে একটি পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গেলেন। তারা সেখানে থাকাকালীন যীশু একটি রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে গেলেন। একটি রূপান্তর ঘটে যখন কেউ বাইরের দিকে তার চেহারা পরিবর্তন করে। যখন পিতর, যাকোব এবং যোহন যীশুর দিকে তাকালেন তারা লক্ষ্য করলেন যে, তার মুখ সূর্যের মতো উজ্জল এবং তাঁর পোশাক আলোর মতো শুভ্রসাদা। তারপর শিষ্যরা ঈশ্বরকে বলতে শুনলেন, "ইনি আমার পুত্র, যাকে আমি ভালবাসি; তার প্রতি আমি সন্তুষ্ট। তার কথা শুনুন।" (এনআইভি) । পিতর, যাকোব এবং যোহন আতঙ্কিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। যীশু তিনজনের কাছে গিয়ে তাদেরকে স্পর্শ করলেন। তিনি তাদের ভয় না পেয়ে উঠতে বললেন। পিতর, যাকোব এবং যোহন যীশুকে এমনভাবে দেখছিলেন যেভাবে অন্য কেউ তাকে দেখেনি। যীশুকে দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি স্বর্গে ছিলেন। যখন যীশু এবং শিষ্যরা পাহাড়ে ফিরে গেলেন, তখন যীশু তাদের বলেছিলেন যে, তারা যা দেখেছে তা কাউকে না বলতে।

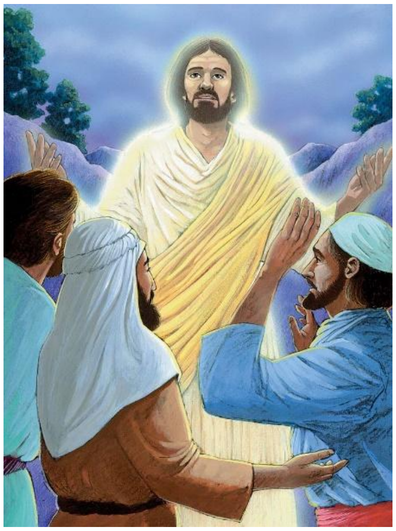

ছবি েথকে শেখা:

- ১. **পিতর, যাকোব এবং যোহন:** একিদন যীশু তাঁর তিনজন শিষ্যকে (পিতর, যাকোব, যোহন) একটি উঁচু পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।
- ২. **রূপান্তরিত:** একটি পর্বতের উপরে যীশু রূপান্তরিত হয়েছিলেন, যার অর্থ যীশু একটি মহিমান্বিত রুপ গ্রহণ করেছিলেন। সিনয় পর্বতে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ েথকে নেমে আসার সময় ঠিক মশীর মুখের মতো, যীশুর মুখ উজ্জ্বল, ঈশ্বরের মহিমা প্রতিফলিত করে। যীশুর পোশাকও খুব উজ্জ্বল ছিল। এসময়ে পুরাতন নিয়মের দুই ব্যক্তিত্ব, মোশী এবং এলিয় হাজির হন এবং যীশুর সােথ কথা বলেন। তারা যীশুর সােথ আসন্ন যন্ত্রণা, মৃত্যু এবং পুনরুত্থান সম্পর্কে কথা বলছিলেন। তখন স্বর্গেথকে ঈশ্বরের কন্ঠস্বর শোনা গেল যে, "ইনি আমার প্রিয় পুত্র" যাকে আমি ভালবাসি; তার উপর আমি সন্তুষ্ট। তার কথা শোন! শিষ্যরা ভয় পেয়ে গেলেন, কিন্তু যীশু তােদরকে ভয় না পাবার জন্য বললেন। তারপর তারা আবার পাহাড়ের নিচে ফিরে আসলেন।

পাঠ প্রসঙ্গ সুসমাচারে স্বর্গ েথকে ঈশ্বর মাত্র কয়েকবার কথা বলেন। ঈশ্বর যীশুর বাপ্তিস্মের সময়, যীশুর মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্তে একবার এবং এখানে রূপান্তরেরকালে। এই ঘটনার মধ্যে অনেক মিল রয়েছে এবং মোশী যখন যাত্রাপুস্তক ২৪এ সিনয় পর্বত েথকে নেমে এসেছিলেন (একটি উচ্চ পর্বত, একটি উজ্জ্বল মুখ, তাঁবু, একটি মেঘ, মেঘ েথকে একটি আওয়াজ, মানুষের ভয়)। যীশু এখন জেরুজালেমে যাচ্ছেন যেখানে তিনি জানেন ক্রুশবিদ্ধ হওয়া তাঁর জন্য আপেক্ষা করছে। যীশু তাঁর শিষ্যেদর শেখাচ্ছেন যে ক্রুশবিদ্ধ করা ঈশ্বরের ইচ্ছা, যেমন পুনরুত্থান। এটা হতে পারে যে মোশী এবং এলীয় এই েদনাদায়ক পেথর জন্য যীশুকে শক্তি এবং উৎসাহ িদতে হাজির হয়েছেন।

যীশুর সময়ে ধর্মীয় নেতারা বুঝতে পারেননি যে, মশীহ একজন যন্ত্রণা গ্রহণকারী মশীহ হবেন। পরিবেত,র্ তারা একটি সামরিক মশীহের কল্পনা করেছিল যিনি তাের্দর রোমের শাসন েথকে মুক্ত করবেন। এই রূপান্তরটি যীশুর পুনরুত্থানের পরে শিষ্যেদর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

এটি তাের্দর পুরাতন নিয়মের সােথ যীশুকে সংযুক্ত করতে সাহায্য করেছিল। যীশুর িদনে ধর্মীয় নেতারা কেন মশীহকে একজন যন্ত্রণা গ্রহণকারী মশীহ হবেন তা বুঝতে পারেনি যে যন্ত্রণা গ্রহণকারী

দাস অনুচ্ছেদগুলি মশীহের জন্য প্রযোজ্য। এই ঘটনাটি বুঝতে সাহায্য করার জন্য খুবিই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, ঈশ্বর কোন ধরনের মশীহকে পাঠিয়েছেন সে সম্পর্কে তাদের ধারণা পরিবর্তন করার সময়, যীশু পুরাতন নিয়মের ইতিহাসের দুই মহান ব্যক্তিত্ব মোশী এবং এলিয়ের সাথে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন।

যীশু যেমন প্রায়ই করেন, তিনি তাঁর পুনরুত্থানের পর পর্যন্ত শিষ্যেদরকে যা দেখিয়েছিলেন তা শেয়ার করতে নিষেধ করেছিলেন। এটি অবশ্যই শিষ্যেদর জন্য একটি খুবই বিভ্রান্তিকর ঘটনা ছিল, এবং যীশু জানেন যে তার পুনরুত্থানের পর পর্যন্ত তারা এটির কোন অর্থ করতে সক্ষম হবে না।

পরবর্তি পাঠ্য : বাইবেলে এই রকম একটি অনুচ্ছেদ হল যিশাইয় ৫২, যেটি শিষ্যেদরকে বুঝতে সাহায্য করেছে যে, ঈশ্বর সর্বদা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে মশীহ একজন যন্ত্রণা গ্রহণকারী মশীহ হবেন। যীশুর সময়ে এই অনুচ্ছেদগুলিকে মশীহের কাছে আবেদন করার অর্থ এই নয় যে তারা প্রয়োগ করেননি। এই কারণে শিষ্যরা, যারা ধর্মীয় শিক্ষকেদর শিক্ষার অধীনে বেড়ে উঠেছিল তাঁর ভবিষ্যত যন্ত্রণা ও মৃত্যুর কথা। এটা নয় যে তারা যিশাইয়ের এই অনুচ্ছেদটি প্রত্যাখ্যান করেছিল; এটা ঠিক যে কেউ তাদের শেখায়নি যে এই পাঠটি মশীহের জন্য প্রযোজ্য। যীশুর পুনরুত্থানের পরে, ঈশ্বর মশীহ সম্পর্কে পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি বোঝার জন্য শিষ্যেদর মন খুলে দিয়েছিলেন। তখন শিষ্যরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, কীভাবে যীশু সেই ভবষি্যদ্বণীগুলি পূরণ করেছিলেন।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝান হয়েছে ?** আপনি যিদ ভুল ভাবে কোন ব্যক্তিকে খুঁজতে থাকেন তাহলে কখনই আসল ব্যক্তিকে খুজে পাবেন না। কারণ যীশুর দিনের ধর্মীয় নেতারা ভুল ধারনার মসীহের

সন্ধান করেছিলেন, তারা কখনই চিনতে পারেনি যে তা্দের সামনে আসল মশীহের উপস্থিতি ছিল। এটি সত্যিই বেশ মজার ব্যাপার হত যদি না এটি ক্রুশারোপনের মত এত দুঃখজনক ঘটনা পর্যন্ত না যেত। ধর্মীয় নেতারা তা্দের মনগড়া ব্যাখ্যায় এতটাই নিশ্চিত যে পুরাতন নিয়মের আসল মসীহ সম্পর্কিত সঠিক ব্যাখ্যা তা্দের সামনে কখনই আসেনি, এমনকি যীশুর এত শক্তিশালী শিক্ষা এবং চমৎকার অলৌকিক কাজের ঘটনাও তা্দের ধারণা পরিবর্তন করতে পারেনি। যাইহোক, এটি শুধুমাত্র জেরুজালেমের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক শক্তি ছিল না। যিদও পিতর, যাকোব এবং যোহন সেই সময়ে রুপান্তরের তাৎপর্য বুঝতে পারেননি, যীশুর পুনরুত্থানের পরে তারা েদখতে সক্ষম হবেন কিভাবে যীশুর সমস্ত শিক্ষা, অলৌকিক কাজ এবং পরিচর্যা মসীহ সম্পর্কে পুরানো নিয়মের প্রকৃত শিক্ষার সা্থে পুরোপুরি খাপ খায়। তারা বুঝতে পারবে যে, মসীহের লক্ষ্য ছিল শুধু ই¯্রায়েলকে রোমের দাসত্ব েথকে মুক্ত করা নয়, বরং বিশে^র সমস্ত নর—নারীকে পাপের দাসত্ব েথকে মুক্ত করা।

- ঈশ্বর সম্বন্ধে আপনার কোন ভুল ধারণা ছিল যা যীশুই যে মশীহ তা বোঝার পর সেটি পরিবর্তন করতে হবে?
- আপনি কেন মনে করেন যীশু পিতর, যাকোব এবং যোহনকে নির্দেশ িদয়েছিলেন যে, তারা যীশুর পুনরুত্থানের আগ পর্যন্ত তারা যা েদখেছিল তা কাউকে না বলতে?

- **হৃদয়: আমা্দের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** এই হতাশা হতে পারে যখন যীশু আপনার প্রার্থনার উত্তর না িদয়ে তাকে আপনার কাছে প্রকাশ করতে বলেন যে ভবিষ্যত কেমন হবে। আমরা কখনও কখনও ভুলভাবে বিশ্বাস করি, যিদ আমরা জানতাম কিভাবে ঈশ্বর জীবনকে সহজ করে েদবেন। যাইহোক, এটা সত্য নয়। পরিবর্তে যীশু আমা্দের কাছে প্রকাশ করেন ঠিক কী আমা্দের জানা দরকার, ঠিক কখন আমা্দের এটা জানা দরকার। অতএব, আমা্দের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে এবং আমা্দের হৃদয় যীশুর কথা বোঝার জন্য উন্মুক্ত থাকতে হবে, যাতে আমরা যীশুর কাছ েথকে এই গুরুত্বপূর্ণ বার্তাগুলি মিস না করি।
    - আপনি কি মনে করেন পিতরের মনে কি হচ্ছিল যখন সে যীশু, যাকোব এবং যোহনের সা্থে হেঁটে পাহাড়ের নিচে ফিরে আসছিল ?
    - এমন সময় কি হয়েছে যখন আপনি, যীশুর িদনের ধমীর্য় নেতা্দের মতো, যীশু সম্পর্কে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি েদখেছিলেন যা খুব ছোট বা সংকীর্ণ ছিল ?
- **হাত : আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ িদতে পারি ?** রুপান্তর সম্পর্কে বলার জন্য এবং এর অর্থ কী তা বোঝার জন্য শিষ্যেদর যীশুর পুনরুত্থান পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কখনও কখনও আমা্দের কেবল বসে থাকতে হবে এবং পদক্ষেপ নেওয়ার আগে আমা্দের কাছে ঈশ্বরের কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এখানে ধৈর্য্য ধারন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। ধৈর্য্য হল পিছনে বসে থাকা এবং কিছুই করার নয়, এমন নয়। আসলে ধৈর্য্য সক্রিয়ভাবে ঈশ্বরের জন্য অপেক্ষা করা যেন আপনাকে পরবর্তি যে পদক্ষেপ নিতে হবে তার জন্য সময় েদওয়া
    - কেন মানুষ ধৈর্য্য ধরতে এত অস্থিরতা করে ?
    - কি ঘটতে পারে যখন একজন খ্রিস্টান ধৈর্য্য ধরে না, কিন্তু মনে করে যে এখনই তা্দের কাজ করতে হবে ?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসা্থে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

অনুশীলনীর শিরোনাম: ৭৩ হারিয়ে যাওয়া অপব্যয়ী পুত্রকে খুঁজে পাওয়া

অনুশীলনীর শাস্ত্রাংশ: লূক ১৫:১১-৩২

আনুষাঙ্গিক শাস্ত্রাংশ: যিশাইয় ২৯:১৩-১৬

অনুশীলনীর উদ্দেশ্যসমূহ:

- **মস্তক:** ঈশ্বরের সেই বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটানো যেখানে তিনি পাপী মানুষদেরকে ক্ষমা করতে চান এবং তাদের সাথে পুনর্মিলিত হতে চান।
- **হৃদয়:** যারা ''পাপী'' এবং আপনার থেকে আলাদা তাদের প্রতি আপনার মনোভাব ঈশ্বরের চাইতে কতটুকু আলাদা সেই বিষয়টির উপর প্রতিফলন ঘটানো।
- **হাত:** কারও ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্ককে পুনরুদ্ধার করতে এই সপ্তাহে কাউকে সাহায্য করার প্রস্তাব দেওয়া।

একটি পদে আজকের অনুশীলনী: ''কিন্তু আমাদের আমোদ প্রমোদ ও আনন্দ করা উচিত হইয়াছে, কারণ তোমার এই ভাই মরিয়া গিয়াছিল, এখন বাঁচিল; হারাইয়া গিয়াছিল, এখন পাওয়া গেল।'' লূক ১৫:৩২

শাস্ত্রাংশের সারমর্ম/সংক্ষিপ্তসার: যীশু এমন সব লোকদেরকে এত বেশি সময় ধরে শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের সাথে সহভাগিতায় মিলিত হতেন যারা স্ব—ঘোষিত ধর্মীয় প্রাচীনদের মত ধার্মিক জীবনযাপন করতো না আর এই কারণে সেই প্রাচীনেরা যীশুর সমালোচনা করছিল। তখন যীশু তাদেরকে দুইজন ছেলে এবং একজ প্রেমময়ী পিতার দৃষ্টান্ত দিলেন। ছোট ছেলেটি তার বাবার বিরুদ্ধে কথা বলল এবং বাড়ি ছেলে চলে গেল। আর বড় ছেলেটি বাড়িতেই থেকে গেল। অন্যদিকে সেই ছোট ছেলেটি পাপে জীবনযাপন করতে করতে তার সব অর্থ অপচয় করতে লাগল, আর যখন সেই অর্থ ফুরিয়ে গেল তখন সে অপমানিত হয়ে বাড়িতে ফিরে আসলো এবং তার বাবার কাছে গিয়ে বাড়ির চাকরের মতো থাকার জন্য অনুরোধ করল। ছেলের এই অনুরোধ উপক্ষো করে তার বাবা তার এই হারানো ছেলেকে বাড়িতে ফিরে পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, যে বড় ভাইটি বাড়িতেই থেকে গিয়েছিল সে খুব রেগে গেল যে, তার বাবা কেন এত ক্ষমাশীল, এবং সে তার ভাইয়ের ফিরে আসা নিয়ে যে আনন্দ হচ্ছিল তাতে যোগ দিল না। যীশুর এই গল্পটি বলার অর্থ হলো যদিও বড় ভাইটি সমস্ত নিয়ম—কানুন মেনে চলেছিল, তবুও পাপের জন্য অনুতপ্ত লোকদের জন্য ঈশ্বর যে ভালোবাসা দেখান সেটি থেকে সে অনেক দূরে ছিল।

ছবিটি থেকে শিক্ষা:

- ১. **হারানো ছেলে.** এই দৃষ্টান্তটির সারমর্ম করুন। এই হারানো ছেলেটি আগে যে পাপ করেছিল তা নিয়ে অনুতপ্ত হয় এবং সে বুঝতে পারে যে, সে ক্ষমার অযোগ্য। কিন্তু সে তার বাবার ভালোবাসা এবং দয়া সম্পর্কে জানে, এবং সে এই আসা করে যে, সে যদি একজন সামান্য চাকর হয়েও সেখানে থাকে তাহলে সে সেখানে খাবার এবং আশ্রয় পাবে।
- ২. **বাবা.** একজন বাবা তখনই খুশি হন যখন তার হারানো ছেলেটি তার কাছে ফিরে আসে। সেই ছোট ছেলেটি যে অপরাধই করুক না কেন, বাবার ভালোবাসা সেই ছেলেকে দ্রুত ক্ষমা পেতে সাহায্য করে এবং

তার সাথে পুনর্মিলিত করে। যীশু চান যাতে আমরা ঈশ্বরের সেই চরিত্রকে বুঝি যেখানে তিনি মানুষকে শাস্তি দেবার জন্য তার ভুল কাজের বিষয়টি মনে রাখেন না, কিন্তু ঈশ্বর অনুশোচনাকারীকে ক্ষমা করতে চান।

- ৩. **বড় ছেলে.** চিত্রিত না হওয়া সত্ত্বেও, সে এই পুনর্মিলিনীর অংশ হতে অস্বীকার করেছে। একজন বাবার মতো তার ভালোবাসাপূর্ণ এবং দয়াশীল হৃদয় নেই, বরং একটি রাগান্বিত হৃদয় রয়েছে। সবশেষে, কোন ছেলেটি তার বাবার ভালোবাসা বুঝতে পেরেছে, যে ছেলেটি তার পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়েছিল এবং ফিরে এসেছিল? নাকি যার অন্তরে এতটাই রাগ ছিল যে, সে তার অনুতপ্ত ভাইকে ক্ষমা করতে পারে নি?

শাস্ত্রাংশের প্রেক্ষাপট যীশুর যে ধরণের পরিচর্যা ক্ষেত্র ছিল সেটি অনেককেই বিভ্রান্ত করে। যীশুর সময়ের বেশিরভাগ যিহূদীই সেই মশীহের অপেক্ষায় ছিল যিনি ই¯্রায়েলকে রক্ষা করবেন। তারা এমন একজন ক্ষমতাশালী মশীহের অপেক্ষায় ছিল যিনি দায়ূদের বংশে জন্মগ্রহণ করবেন এবং রোমীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ই¯্রায়েলকে মুক্ত করবেন এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু যীশু এই ধরণের মশীহ্ ছিলেন না।

এর পরিবর্তে, যীশু এমন একজন মশীহ্ ছিলেন যিনি ই¯্রায়েলকে তাদের পাপের আধ্যাত্মিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এই কারণে যীশু সেই ''পাপী'' —দের সাথে সময় কাটাতেন কারণ তাদের যীশুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ভালোবাসার প্রয়োজন ছিল। এদের মধ্যে অনেকেই হয়তো ধর্মীয় নেতাদের/শাসকগোষ্ঠীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত এবং অপমানিত হয়ে যীশুর প্রেম ও শিক্ষাগুলোকে গ্রহণ করেছিল।

ধর্মীয় নেতারা যীশুর এই পরিচর্যার মর্ম উপলব্ধি করতে পারে নি। তারা এই দৃষ্টান্তের বড় ভাইয়ের মতো যাদের সবচেয়ে বেশি ঈশ্বরের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল তাদের প্রতি গর্ব, রাগ, এবং বিরূপ মনোভাবে পূর্ণ ছিল। আর মজার বিষয় হলো, যারা যীশুর বিরোধিতা করে তাদের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা প্রকাশ করতে চেয়েছিল তারা মূলত ঈশ্বরের কাছ থেকে সেই ''পাপীদের'' চাইতেও অর্থাৎ, যাদেরকে তারা সহ্য করতে পারতো না তাদের থেকেও দূরে ছিল।

যীশু অসুস্থকে সুস্থ করতে এসেছিলেন। তবে, সেই অসুস্থকে সুস্থ হবার জন্য অবশ্যই নিজের কি অসুস্থতা রয়েছে তা খুঁজে বের করতে হবে। যীশুর সময়ে বেশিরভাগ ধর্মীয় নেতারা পাপে এতটাই অন্ধ হয়ে ছিল যে, তারা নিজেদের আত্মিক অসুস্থতা দেখতেই পায় নি।

আনুষাঙ্গিত শাস্ত্রাংশ: যীশুর সময়ে ধর্মীয় নেতাদের এই অন্ধ থাকার বিষয়টি নতুন কিছু ছিল না। যীশুর জীবন এবং পরিচর্যা শুরু হবার কয়েকশত বছর আগে ঈশ্বর পুরাতন নিয়মে যিশাইয় ভাববাদীকে ধর্মীয় নেতাদের সম্মুখীন করেছিলেন। তারা বাহ্যিকভাবে সব ধরণের ধর্মীর্য় নিয়ম—কানুন/আইন পালন করার বিষয়টি নিয়ে সতর্ক থাকলেও, ঈশ্বরের ভালোবাসাকে তাদের নিজেদের অন্তরে ধারণ করে নি, বা যাদের ঈশ্বরকে খুব প্রয়োজন তাদের কাছে সেই ভালোবাসা প্রকাশ হতে দেয় নি।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবা েদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

বলা:

- **মস্তক: এই শাস্ত্রাংশের অর্থ কি?** ঈশ্বর সবসময় তাঁর সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসাপূর্ণ মনোভাব রাখেন এবং যারা নিজেদের পাপ থেকে ফিরে এসে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চায় তাদেরকে তিনি ক্ষমা করেন কারণ এটাই তাঁর স্বভাব। ঈশ্বরকে যারা অনুসরণ করে তাদেরকেও ঠিক এইরকমই হওয়া উচিত, তবে, বেশিরভাগ সময়েই ভন্ডামি করে এবং যারা তাদের মতো নয়, তাদেরকে তারা ঘৃণার চোখে দেখে। শুধুমাত্র একটি নৈতিক নিয়ম অনুসরণ করা কিংবা মন্ডলীতে অংশগ্রহণ করার অর্থ এই নয় যে, একজন ব্যক্তির ঈশ্বরের সাথে সঠিক সম্পর্ক রয়েছে। ঈশ্বরের সাথে সঠিক সম্পর্কে থাকার অর্থ হলো একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র ঈশ্বরের দেওয়া ক্ষমাকেই গ্রহণ করবে না বরং, অন্যদের কাছে তাঁর ভালোবাসা এবং ক্ষমাকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে
    - পাপীদেরকে ক্ষমা করার জন্য ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা এতটাই বেশি হওয়া সত্ত্বেও কেন মাঝেমাঝে তাঁর অনুসারীদের এই মনোভাব ধরে রাখা কঠিন বলে মনে হয়?
    - কারও যদি কাউকে ক্ষমা করার বিষয়টি কঠিন বলে মনে হয় তাহলে সে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে?
- **হৃদয়: শাস্ত্র অনুসারে আমাদের কী করা উচিত?** ঈশ্বর শুধুমাত্র আমাদের পাপপূর্ণ কার্মকান্ডগুলোকে ক্ষমাই করতে চান না বরং, তিনি আমাদেরকে আমাদের পাপপূর্ণ হৃদয় এবং আচরণগুলোকেও ক্ষমা এবং সুস্থ করে তুলতে চান। যে ব্যক্তি নিখুঁতভাবে ঈশ্বরের আদেশ পালন করে কিন্তু ঈশ্বরের ভালোবাসাকে নিজের অন্তরে ধারণ না করে তাহলে সে বাস্তবিক অর্থে ঈশ্বরের কাছ থেকে অনেক দূরে থাকে। ঈশ্বর চান যেন আমরা এক অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং ক্ষমাশীল হই। তবে, এটি শুধুমাত্র একটি আদেশই নয়, বরং আমাদের প্রতিও তাঁর একইরকম মনোভাব রয়েছে। তাই, আমাদেরকে শুধুমাত্র আইন—কানুন পালন করার জন্যই আহ্বান করা হয় নি, বরং, ঈশ্বর সর্বপ্রথম আমাদের প্রতি তাঁর যে ভালোবাসা এবং ক্ষমা দেখিয়েছেন সেটি অন্যদের প্রতি করার জন্যও আহ্বান করা হয়েছে।
    - কেউ যখন নিজেকে খ্রীষ্টিয়ান বলে দাবি করে কিন্তু তার মধ্যে সেই বড় ভাইটির মতো ক্ষমাহীন এবং ঘৃণাপূর্ণ হৃদয় থাকে তাহলে সেইরকম হওয়াটা কেন সহজ বিষয়?

- কেউ যদি আপনাকে বলে যে, অন্যের দেওয়া আঘাতটি খুব গভীর বলে সে তাকে ক্ষমা করতে পারছে না, এমন সময় আপনি কি বলবেন?

- **হাত: কীভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপান্তর করতে পারি?** অনেক সময় কাউকে ক্ষমা করার মূল চাবিকাঠি হলো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা ক্ষমার বিয়টি উপলদ্ধি না করছি ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা করার কাজটি করে যাওয়া। এটি কোনো ভন্ডামি নয়, বরং ঈশ্বরের ভালোবাসাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই ব্যক্তির ক্ষমা করার বিষয়টিকে কঠিন বলে মনে না হয়। অন্যদেরকে ক্ষমা করার আরেকটি উপায় হলো এমন কোনো ব্যক্তিদের মধ্যে শান্তিস্থাপনকারী হওয়া যাদের সম্পর্ক ভেঙ্গে গিয়েছে। যখন আমরা এমনটা করতে পারি এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে ক্ষত সুস্থ করার শক্তিটি দেখতে পাই, তখন আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারি যে, কীভাবে ঈশ্বর আমাদের প্রতিও এই একই মনোভাব পোষণ করেন।
    - ঈশ্বর কীভাবে তাঁর ভালোবাসাকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন? রোমীয় ৮:৬—১১ অংশ দেখুন।
    - দুইজন ব্যক্তিকে পুনরায় মিলিত করার জন্য একজন শান্তিস্থাপনকারী হিসেবে আপনি এই সপ্তাহে কি ধরণের বাস্তভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসা েথ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠের শিরোনাম: ৭৪ দশজন কুষ্ঠরোগী সুস্থ হল

পাঠের সাস্ত্রাংশ: লূক ১৭:১১-১৯

সহায়ক শাস্ত্রাংশ: লেবীয় ১৩

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** আমাদের জীবনে ঈশ্বরের অনুগ্রহের সাড়াদান যথাযথ বুঝতে আমাদের উচিত গোটা জীবন দিয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করা।
- **হৃদয়:** ঈশ্বর ইতিমধ্যেই আপনার জীবনে যে, আশীর্বাদ নিয়ে এসেছেন তা উপলব্ধি করতে সতর্ক থাকুন। আপনি যদি সর্বদা অন্যদের জন্য নতুন আশীর্বাদের সন্ধান করেন তবে আপনি, ইতিমধ্যেই আপনাকে দেওয়া ঈশ্বরের আশীর্বাদগুলি উপভোগ করতে পারবেন না।
- **হাত:** ঈশ্বরের উপাসনা করা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা আমরা সবসময় করে যাবো।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা পরে তিনি তাহাকে বলিলেন, উঠিয়া চলিয়া যাও, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করিয়াছে, লূক ১৭:১৯।

পাঠের সারসংক্ষেপ যীশু জেরুজালেমে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন তিনি শুনতে পেলেন কিছুলোক তাঁর নাম ধরে ডাকছে। তিনি তাকিয়ে দেখলেন দশজন লোক যারা তার থেকে অনেক দূরে দাড়িঁয়ে আছে। তারা যীশকে বলেছিল যে, তাদের কুষ্ঠরোগ হয়েছে এবং আশা করেছিল যে, তিনি তাদের রোগ থেকে সুস্থ করার জন্য যথেষ্ট সদয় হবেন। কুষ্ঠ এমন একটি রোগ যা মানুষের ত্বক ক্ষয় করতে এবং পড়ে যেতে পারে। কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ব্যক্তিকে অন্যলোকদের কাছে যেতে দেয়া হতো না, কারণ রোগগুলি অত্যন্ত সংক্রামক বলে মনে করা হতো। তাই লোকেরা যীশুকে দূর থেকে ডাকল। যীশু তাদের যাজকদের কাছে যেতে বললেন। লোকেরা যখন যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল, তখন তারা তাদের হাত ও পায়ের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করল যে, তারা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে। কেবলমাত্র একজন লোক, যিনি ছিলেন শমরীয়, ঘুরে দাঁড়ালেন এবং যীশুর কাছে ছুটে এলেন। তিনি যীশুর পায়ের কাছে নতজানু হয়ে যীশুকে তার রোগ থেকে সুস্থ করার জন্য ধন্যবাদ জানালেন।

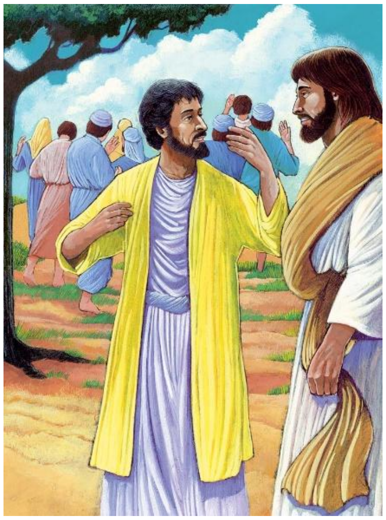

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **দশজন কুষ্ঠরোগী:** যীশু যখন পথে হেঁটে যাচ্ছিলেন তখন দশজন কুষ্ঠরোগীর একটি দল তাঁর সাথে দেখা করল। কুষ্ঠরোগ একটি বিশেষ ধরনের সংক্রমনকারী চর্মরোগ যার কোন নিরাময় যীশুর দিনে ছিল না। এই কারণে তারা কুষ্ঠরোগীদের তাদের পরিবারের সাথে বা শহরে থাকতে দেয়নি। তাদের শহরের বাইরে অন্যান্য কুষ্ঠরোগীদের সাথে একসাথে থাকতে হত। তারা কুষ্ঠরোগী নয় এমন অন্যান্য লোকের কাছেও যেতে পারে না। পুরাতন নিয়মের আইন অনুসারে, কুষ্ঠরোগীরা ছিল "অসুচি" এবং কোন ধর্মীয় বা সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের অনুমতি ছিল না তাদের। এই কারণেই কুষ্ঠরোগীদের এই দলটি দূরে দাঁড়িয়ে যীশুর কাছে তাদের চিৎকার করে অনুরোধ করেছিল, "আমাদের প্রতি দয়া করুন!" তারা যীশুকে তাদের সুস্থ করার জন্য বার বার অনুরোধ করেছিল।
- ২. **যীশু** তাদের পুরোহিতদের কাছে গিয়ে নিজেদেরকে দেখাতে বললেন। পুরোহিতরাই ছিলেন যারা ঘোষণা করতেন যে, কে "শুচি" বা "অশুচি"। কুষ্ঠরোগীরা যীশুর আদেশ মেনে চলার সাথে সাথে ঈশ্বর তাদের সুস্থ করলেন।
- ৩. **শমরীয় কুষ্ঠরোগী:** মাত্র একজন কুষ্ঠরোগী যীশুর কাছে ফিরে এলেন, ঈশ্বরের উপাসনা করলেন এবং আনন্দ করলেন। সুস্থ হওয়ার জন্য তিনি যীশুকে ধন্যবাদ জানান। তিনি কৃতজ্ঞতায় যীশুর পায়ে পড়েন। দীর্ঘ সময়ের পর এই প্রথম সুস্থ হওয়া একব্যক্তি এমন একজনের কাছে আসতে পারল যার কুষ্ঠরোগ ছিল না। সত্য যে, শুধুমাত্র একজন কুষ্ঠরোগী যীশুকে ধন্যবাদ জানাতে ফিরে এসে, যীশুকে অবাক করে দিয়েছিলেন। যিনি ফিরে এসেছিলেন তিনি একজন শমরীয় ছিলেন। ইহুদী এবং শমরীয়রা একে অপরের সাথে মিলিত হতে পারত না। অন্যদিকে, যে ইহুদীদের যীশুর প্রতি সাড়া দেওয়া উচিত ছিল তারা তা করেনি, কিন্তু একজন শমরীয় তা করেছিল।

পাঠ প্রসঙ্গ: পাঠ #৬০—এ যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, শমরীয় এবং ইহুদীরা দীর্ঘদিনের শত্রু ছিল। কেউই ভাবেনি যে অন্যজন সঠিকভাবে বা সঠিক শহরে ঈশ্বরের উপাসনা করেছে। যদিও শমরীয়রা দক্ষিন ইস্রায়েল এবং উত্তর ইস্রায়েলের মধ্যে ছিল, ইস্রায়েলীয়রা দুটি এলাকার মধ্যে ভ্রমণ করার সময় শমরীয়রা চারপাশে ঘুরে বেড়াত, কেবলমাত্র কোন শমরীয়াদের আশেপাশে থাকা এড়াতে। যীশু যদিও সমস্ত লোককে, এমনকি শমরীয়দেরও নিরাময় করতে এবং বাঁচাতে এসেছিলেন।

কুষ্ঠ একটি সংক্রামক রোগ। উপরন্তু, যীশুর দিনে কোন প্রতিকার ছিল না। অতএব, একবার একজন যাজক দ্বারা "অশুচি" ঘোষণা করা হলে, কুষ্ঠরোগীরা শহরে বসবাস করতে পারে না। তারা আর

কখনও তাদের পরিবারের সাথে থাকতে পারে না। তারা আর কখনও তাদের পরিবারের সাথে থাকতে পারবে না, কিন্তু এখন তাদের বাকি জীবনের জন্য বহিষ্কৃত ছিল।

কুষ্ঠরোগীদের এই দলটি করুনার জন্য যীশুর কাছে চিৎকার করেছিল। যীশু তাদের প্রতি করুনা করলেন এবং তাদের যাজকদের কাছে যেতে বললেন। যে কেউ "অশুচি" ঘোষণা করলে তাকে পুরোহিতদের কাছে নিজেকে সুস্থ অবস্থায় উপস্থাপন করতে হবে যাতে পুরোহিতরা তাদের "শুচি বা বিশুদ্ধ" ঘোষণা করতে পারে। ঈশ্বর কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে একজন, যদিও একজন শমরীয়, ঈশ্বরের প্রশংসা করে এবং যীশুকে ধন্যবাদ জানিয়ে যীশুর কাছে ফিরে এসেছিল। তিনি এতটাই কৃতজ্ঞ ছিলেন যে তিনি যাজকদের কাছে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন যতক্ষন না তিনি তাকে সুস্থ করেছেন তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এই ঘটনার একটি মোড় হল, শুধুমাত্র একজনই ফিরে আসেননি; যে একজন শমরীয় ছিল, কারণ যীশু এটা লক্ষ্য করেন, অন্য নয় জনের মধ্যে অন্তত কিছু ইস্রায়েলীয় ছিল। অতএব, যে ব্যক্তি দুবার বহিরাগত ছিল, একবার কুষ্ঠরোগের কারণে এবং একবার শমরীয় হওয়ার কারণে, একমাত্র সেই ব্যক্তিই যীশুর প্রতি যথাযথ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন।

পরবর্তি পাঠ্য: লেবীয় ১৩ অধ্যায় এ ইস্রায়েলের চর্মরোগ পরিচালনার প্রয়োজনীয়তার রূপরেখা দেয়। এটি লোকদের "শুচি বা বিশুদ্ধ" এবং অশুচি ঘোষণা করার জন্য পুরোহিতদের দায়িত্বগুলো তুলে ধরে। এটি পাঠের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, বলে যে কুষ্ঠরোগীদের অবশ্যই লোকদের থেকে দূরে থাকতে হবে "অশুচি ঘোষণা করতে পারে! অশুচি! যখনই তারা অন্যদের কাছাকাছি থাকে (ভি.৪৫)

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ুন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝান হয়েছে ?** যীশু ক্রমাগত সাংস্কৃতিক পার্থক্যকে তার পরিচর্যাকে বাধাগ্রস্থ করার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি শুধু ইস্রায়েলের "ভিতরের" মসীহ ছিলেন না কিন্তু ইস্রায়েলের ভিতরে এবং "বাহিরের"ও মসীহ ছিলেন। তিনি "পাপীদের সাথে" খেয়েছিলেন, শমরীয়দের স্পর্শ করেছিলেন, একটি বিধর্মী মেয়েকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেছিলেন। এটি ইস্রায়েলের ধর্মীয় নেতাদের ক্ষুব্ধ করেছিল যারা বিশ্বাস করেছিল যে, ঈশ্বর "অশুচি" বা অ—ইস্রায়েলীয়দের চেয়ে "শুচি" ইস্রায়েলীয়দের পছন্দ করেন। যীশু ঘোষণা করেছিলেন, যদিও, ঈশ্বরের ভালবাসা সমস্ত মানুষের জন্য প্রসারিত। যখন কেউ ঈশ্বরের ভালবাসা অনুভব করে, সে "শুচি" বা "অশুচি" হোক না কেন, তাদের প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত ঈশ্বরের কৃতজ্ঞতা এবং উপাসনা করা।
    - আপনার সমাজের কোন গোষ্ঠী কি আপনাকে 'শত্রু' বা "অপবিত্র" বলে মনে করে ?
    - ঈশ্বর যদি সকল মানুষকে ভালবাসেন, তাহলে খ্রিস্টানদের তাদের থেকে ভিন্ন লোকদের সাথে কেমন আচরণ করা উচিত ?
- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** নয়জন কুষ্টরোগী যারা ফিরে আসেনি, পুরোহিত তাদের "শুচি" ঘোষণা করার উপর এতটাই মনোযোগ দিয়েছিল যে, তারা মসীহের উপাসনা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। কোন ভুল ছিল না, অবশ্যই, যাজক তাদের শুচি ঘোষণা করে যীশু তাদের তা করতে বলেছিলেন। যাইহোক, তারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বাদ দিয়েছিল, যেটি তাদের মাংসে ঈশ্বরকে চিনতে, ঈশ্বর তাদের সুস্থ করেছিল তা বুঝতে। কখনও কখনও খ্রিস্টানরা তাদের ইতিমধ্যেই রয়েছে এমন সমস্ত আশীর্বাদের জন্য ঈশ্বরের যথাযথ প্রশংসা এবং উপাসনা করা বাদ দিতে পারে, কারণ তারা তাদের এখনও যা নেই তার পরিবর্তে ফোকাস করে। খ্রিস্টানদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে তারা ঈশ্বরের কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানানোর একটি সুযোগ হাতছাড়া করবে না যে সমস্ত আশীর্বাদ ঈশ্বর ইতিমধ্যে তাদের দিয়েছেন।
    - কেন খ্রিস্টানরা কখনও কখনও অন্য লোকদের আশীর্বাদের উপর খুব বেশি ফোকাস করে তাদের নিজেদের উপর না করে ?
    - ঈশ্বর আপনাকে যে অনেক অনেক আশীর্বাদ করেছেন তার কিছু সহভাগিতা করুন গ্রুপের সাথে।
- **হাত : আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ দিতে পারি ?** ঈশ্বরের উপাসনা শুধুমাত্র রবিবারের উপাসনা পরিষেবার ক্ষেত্রেই হয় না। ঈশ্বরের উপাসনা হল যখনই আমরা যেকোন স্থানে ঈশ্বরের সমস্ত মঙ্গল ও ভালবাসার জন্য ঈশ্বরকে গৌরব ও প্রশংসা করি। আমরা কর্মক্ষেত্রে, বাড়িতে থাকাকালীন, সমাজের চারপাশে হাঁটার সময় ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারি। আসলে, আমরা সবসময় ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারি। যখন আমাদের জীবন ঈশ্বরের উপাসনার একটি কাজ হয়ে ওঠে, তখন আমরা ঈশ্বরের দেওয়া সমস্ত আশীবাদগুলিকে স্বীকৃতি দিতে ভুলে যাব না।
    - আপনি কিভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারেন যখন আপনি সম্পূর্ণ একা থাকেন?
    - এমন কিছু অভ্যাস যা আপনি অনুশীলন শুরু করতে পারেন যেটি আপনাকে সর্বদা ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ মনে থাকতে সাহায্য করবে ?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন।
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

পাঠের শিরোনাম: ৭৫ধনী যুব শাসকর্তা ঈশ্বরের সন্ধান করেন

পাঠের সাস্ত্রাংশ মথি ১৯:১৬-৩০

পরবর্তি শাস্ত্রাংশ দ্বিতীয় বিবরণ ৬ অধ্যায়

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** যীশুর প্রতি আনুগত্য হল যীশু খ্রিস্টের শিষ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ঠ্য
- **হৃদয়:** সাবধান, এটা আসলে ঈশ্বরকে ভালবাসার চেয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদকে বেশি ভালবাসতে প্রলুব্ধ করে।
- **হাত:** যখনই ঈশ্বর আপনার মনোযোগ আশা করেন তখনই উদার হতে ইচ্ছুক হন।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা কিন্তু যাহারা প্রথম, এমন অনেক লোক শেষে পড়িবে; এবং যাহারা শেষের, এমন অনেক লোক প্রথম হইবে। (মথি ১৯:৩০)

পাঠের সারসংক্ষেপ একজন ধনী যুবক যীশুর কাছে গেল এবং তাঁকে প্রশ্ন করল। তিনি যীশুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তার কোন ভাল কাজ করা উচিত যাতে তিনি নিশ্চিত করতে পারেন যে তিনি স্বর্গে যাবেন। যীশু লোকটিকে বলেছিলেন যে, শুধুমাত্র ঈশ্বরই ভাল, এবং সেই লোকটিকে তাঁর আদেশগুলি মেনে চলতে হবে। লোকটি বলেছিল যে, সে আদেশগুলি পালন করেছে, কিন্তু তার আর কি করা উচিত তা জানতে চেয়েছিল। যীশু তখন লোকটিকে তার সমস্ত জিনিস বিক্রি করতে এবং গরীব লোকদের কাছে টাকা বিলিয়ে দিতে বলেছিলেন। ধনী যুবক তার সম্পদ বিক্রি করতে চাইল না। সে মন খারাপ করে চলে গেল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, যীশুর আনুগত্য স্বীকার করা এবং দরিদ্র লোকদের সাহায্য করার চেয়ে তার মালিকানাধীন ধন—সম্পদকে বেশি পছন্দ করেন। যীশু তাঁর শিষ্যদের দিকে ফিরে বললেন যে, একজন ধনী ব্যক্তির স্বর্গে ঢোকার চেয়ে উটের পক্ষে সূচের ছিদ্র দিয়ে যাওয়া সহজ। শিষ্যরা জিজ্ঞাসা করলেন, " তাহলে কে রক্ষা পেতে পারে ?" যীশু বলেছিলেন যে, ঈশ্বরের পক্ষে সবকিছুই সম্ভব।

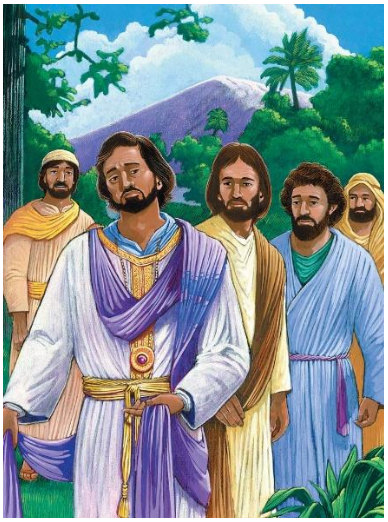

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **ধনী যুবক:** একদিন একজন ধনী যুবক যীশুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, স্বর্গে যাওয়ার জন্য তাকে কি করতে হবে। যীশুর দিনে, লোকেরা বিশ্বাস করত ঈশ্বর ধার্মিক আচরণকে ধন—সম্পদ দিয়ে পুরস্কৃত করেছিলেন। অতএব, এই, ধনী যুবক এবং তার আশেপাশের অন্যরা ধরে নিয়েছিল যে, যীশু বলবেন, ”কিছুই না, আপনি ইতিমধ্যেই খুব ধার্মিক এবং স্বর্গে যাওয়ার পথে!”
- ২. **যীশু:** তার পরিবর্তে এই ধনী যুবককে বলেছিলেন যে, তাকে তার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করতে হবে, তার অর্থ দরিদ্রদের দিতে হবে এবং তারপরে যীশুর শিষ্যদের একজন হতে হবে। ধনী যুবক দুঃখিত হয়ে চলে গেলেন, কারণ সে তার সম্পদকে যতটা বেশি ভালবাসত তার চেয়ে ঈশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করতে কম ভালবাসত।
- ৩. **যীশু** এই ধনী যুবককে যা করতে বলেছিলেন তা যীশুর শিষ্যরা করেছিলেন। তারা তাদের পরিবার ও ধন—সম্পদ রেখে যীশুকে অনুসরণ করেছিলেন। যীশু সবাইকে সবকিছু ছেড়ে তাঁকে অনুসরণ করতে বলেননি, কিন্তু যাদের কাছে তা ছিল, তাদের জীবনে যীশুর আহবাণের প্রতি বাধ্য হওয়া তাদের জন্য খুবিই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

পাঠ প্রসঙ্গ এটি ছিল যীশু এবং ধনী যুবকের মধ্যে একটি অনন্য কথোপকথন। অন্য কোথাও সুসমাচার লেখকরা লিপিবদ্ধ করেন না যে, যীশু কাউকে তাদের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করতে, দরিদ্রদের কাছে সবকিছু বিলিয়ে দিতে এবং তাঁকে অনুসরণ করার জন্য আহ্বাণ করেছিলেন। যীশুর শিষ্যরা তাদের সমস্ত সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন, কিন্তু যীশু তাদের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করতে বলেননি। তাই, এই একজন যুবকের প্রতি যীশুর আদেশকে সকল মানুষের জন্য সাধারণ আহবাণ হিসাবে না দেখার বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। সাধারণভাবে, ইহুদীদের স্বর্গ সন্ধানে স্পষ্ট ও দৃঢ় ধারণা ছিল না। এটি সাধারণ বোঝার দিকে পরিচালিত করেছিল যে, ঈশ্বরের পুরষ্কার এবং শাস্তি এই জীবদ্দশায় এসেছে। অতএব, ইহুদীরা বিশ্বাস করত যে ঈশ্বর ধার্মিক লোকদের ধন—সম্পদ দিয়ে পুরস্কৃত করেন, যখন তিনি মন্দ লোকদেরকে দারিদ্র দিয়ে শাস্তি দেন। অবশ্যই পুরাতন নিয়মের কিছু গ্রন্থ এই মতকে সমর্থন করে। যাইহোক, যীশু পৃথিবীতে ঈশ্বরের কাজের একটি পূনার্ঙ্গ উপলব্ধি শিখিয়েছিলেন, যেখানে মানুষের চূড়ান্ত পুরষ্কার এবং শাস্তি মৃত্যুর পরে আসে। অতএব, এই একজন ধনী ব্যক্তি যীশুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন স্বর্গে যাওযার জন্য তাকে কি করতে হবে। যীশু বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই ব্যক্তি তার ধন—সম্পদের উপরই বেশি আস্থা রেখেছেন, এবং তাকে বলেছিলেন যে, তিনি যদি অনন্ত জীবন পেতে চাও তবে তাকে ঈশ্বরের আশীর্বাদের উপরে শুধু নয়, ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস রাখতে হবে। এই আদেশ এই লোকটির প্রকৃত হৃদয় প্রকাশ করেছিল। তার প্রথম প্রেম ঈশ্বর নয়, ঈশ্বরের আশীর্বাদ ছিল।

অতএব, তিনি যীশুর অবাধ্য হয়ে দুঃখিত হয়ে চলে গেলেন্।

আপনি ধনী বা দরিদ্র যাই হোন না কেন, আপনি যীশুকে দিতে পারেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল তাঁর আনুগত্য স্বীকার কেও তাঁকে অনুসরণ করা।

পরবর্তি পরবর্তী পাঠ্য: দ্বিতীয় বিবরণ ৬: ১৮ এটি হল একটি পাঠ্য যা শেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয় যে, ঈশ্বর বিশ্বস্তদের আশীর্বাদ করেন। যাইহোক, বৃহত্তর অধ্যায়টি দেখায়, ঈশ্বরের আদেশগুলির মধ্যে ”ভাল হও এবং ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করবেন” এর চেয়ে আরও অনেক কিছু রয়েছে। এখানে প্রধান শিক্ষা হল ঈশ্বরের আদেশের প্রতি বিশ্বস্ততার গুরুত্ব। আমাদের যত কম বা বেশিই

হোক না কেন, আমরা যদি আমাদের জীবনের প্রতি ঈশ্বরের আহবাণের প্রতি বিশ্বস্ত না হই, তাহলে আমরা ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে জীবনযাপন করছি।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়–ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝান হয়েছে ?** একজন শিষ্য এমন একজন যিনি একজন নেতাকে অনুসরণ করেন। যীশু সমস্ত মানুষকে তাঁর শিষ্য হতে আহবাণ করেন। যদিও একজন শিষ্য হওয়ার জন্য, আপনার জীবনে প্রথম হওয়ার জন্য যীশুর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এমন কিছুকে পেছনে ফেলে দিতে হবে। কারো কারো জন্য, ধন—সম্পদ বা সম্পত্তি যীশুর সাথে প্রতিযোগীতা করে। অন্যদের জন্য, সম্পর্ক যীশুর সাথে প্রতিযোগীতা করে। এখনও অন্যদের জন্য, সম্পর্ক যীশুর সাথে প্রতিযোগিতা করে। যীশু জানেন যে আমাদের চাকরি, সম্পর্ক এবং সম্পত্তি দরকার। এগুলি নিজেদের মধ্যে এবং তাদের সমস্যা নয়। যাইহোক, তারা সমস্যা হয়ে ওঠে যখন আমরা তাদের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচনা করি।
    - আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা কোন জিনিসগুলিকে যীশুর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন?
    - কেন লোকেরা প্রায়শই আধ্যাত্মিক আশীর্বাদের চেয়ে শারীরিক আশীর্বাদকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কলে মনে করে ?
- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** এদোন উদ্যানে, শয়তান আদম এবং হবাকে প্রলুবদ্ধ করেছিল যে, তারা বিশ্বস্ত ঈশ্বর হতে চয়েছিল তার চেয়ে বেশি ঈশ্বরের আর্শিবাদ ভোগ করতে চায়। তাই আজকেও শয়তান খ্রিস্টানদেরকে ঈশ্বরের আনুগত্যের চেয়ে বেশি ঈশ্বরের আশীর্বাদের প্রতি তাদের মনোযোগ বেশি ফোকাস করতে প্রলুব্ধ করে চলেছে। অতএব, খ্রিস্টানদের জন্য নিয়মিতভাবে তাদের হৃদয় পরীক্ষা করা খুবিই গুরুত্বপূর্ণ, এবং নিশ্চিত করুন যে, তারা এই এলাকায় শয়তানের প্রলোভনের প্রলভোনের কাছে নতি স্বীকার করছে না।
    - কেন যীশুর শিষ্যরা কখনও কখনও বিশ্বাস করতে প্রলুব্ধ হয় যে, তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে আশীর্বাদ পাওয়ার যোগ্য ?

- আপনি কি মনে করেন একজন খ্রিস্টানের হৃদয়ে কি ঘটবে যদি হঠাৎ করে তারা যা চেয়েছিল সব আশীর্বাদ পেয়ে যায় ?

- **হাত: কীভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপান্তর করতে পারি?** যদিও যীশুর বাইবেলে এটিই একমাত্র ঘটনা যা কাউকে তাদের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করতে এবং তাদের সমস্ত কিছু দিয়ে দিতে বলে, যীশুর সাধারণ আহবাণগুলির মধ্যে একটি হল খ্রিস্টানদের অন্যদের প্রতি উদার হওয়া। তবুও, এমনকি যখন যীশু একজন খ্রিস্টানকে সবকিছু দান করার জন্য ডাকেন না, তখনও খ্রিস্টানরা অন্যদের সাহায্য করার জন্য সামান্য কিছু দিতেও অস্বীকার করতে প্রলুবদ্ধ হবে্
  - এই সপ্তাহে অন্যদের সাথে অর্থের প্রয়োজন ছাড়াই উদার হওয়ার কিছু উপায় কী কী?
  - অন্যদের সাথে উদার ব্যক্তিদের যীশু কোন কোন আশীর্বাদ দেন তার উদাহরণ কী?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন।
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

অনুশীলনীর শিরোনাম: ৭৬ যীশু তাঁর আসন্ন ক্রুশারোপণ সম্পর্কে জানতেন

অনুশীলনীর শাস্ত্রাংশ: লূক ১৮:৩১-৩৪

আনুষাঙ্গিক শাস্ত্রাংশ: যিশাইয় ৫২:১৩-৫৩:১২

অনুশীলনীর উদ্দেশ্যসমূহ:

- **মস্তক:** এটি বোঝা যে, যীশুর যাতনাভোগ এবং মৃত্যু তাঁর কাছে আশ্চর্যজনক কিছু ছিল না, বরং তিনি জানতেন যে, এর মধ্য দিয়েই ঈশ্বর এই জগতকে পরিত্রাণ দেবার পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন।
- **হৃদয়:** যীশুর মধ্যে যে গভীর ভালোবাসা এবং অনুগ্রহ ছিল যার কারণে তিনি স্বেচ্ছায় দুঃখভোগ করেছিলেন এবং আপনার পরিত্রাণের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন সেই বিষয়টিকে প্রতিফলিত করা।
- **হাত:** খুঁকে বের করুন নির্দিষ্ট কোন কোন দিকগুলোতে আত্মত্যাগ করা যায়, নিজের ক্রুশ তুলে নিন, এবং এই সপ্তাহে যীশুর ভালবাসা ও করুণায় জীবন—যাপন করুন।

একটি পদে আজকের অনুশীলনী: তিনি সেই বারো জনকে কাছে লইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, দেখ, আমরা যিরূশালেমে যাইতেছি; আর ভাববাদিগণ দ্বারা যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে, সেই সমস্ত মনুষ্যপুত্রে সিদ্ধ হইবে। লূক ১৮:৩১

শাস্ত্রাংশের সারমর্ম/সংক্ষিপ্তসার: প্রেরিত লূক যীশুর বিষয়ে সুসমাচার লেখার সময়ে তাঁর আসন্ন মৃত্যুর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করার সময় তিনটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন (লূক ৯:২১-২৭ এবং ৯:৪৩—৪৫ দেখুন।)। যীশুর সময়ে সাধারণ একটি বিষয় প্রচলিত ছিল যে, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত মশীহ্ রাজা দায়ূদের মতো সামরিক বাহিনীর নেতা হবেন যিনি ই ্রায়েল জাতিকে রোমীয়দের শাসন থেকে মুক্ত করবেন। তবে, যীশু সবসময় লোকদেরকে এমনভাবে শিক্ষা দিয়েছেন যা প্রকাশ করে যে, মশীহ্ রাজা দায়ূদের মতো হবেন না, বরং তিনি যিশাইয় ভাববাদীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী একজন যাতনাভোগী দাস হবেন। যীশুর শিষ্যদের জন্য তাঁর বিষয়ে এই ধারণাগুলো মেনে নেওয়া কঠিন ছিল, এবং এমনকি, তারা যীশুর মৃত্যুর পরই শুধুমাত্র তাঁর দেওয়া এই শিক্ষাটি বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল। তবে, এই বিষয়টি বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, শিষ্যদের বিশ্বাসের ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও যীশুর পরিচর্যা কাজ বাধাগ্রস্ত হয় নি, যীশু সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের আহ্বান পালন করেছিলেন, এমনকি নিজের কষ্ট এবং যন্ত্রণাভোগ সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তিনি তা পালন করেছিলেন।

ছবিটি থেকে শিক্ষা:

- ১. **যিরূশালেমের প্রাচীর.** যীশু সম্পূর্ণভাবেই জানতেন যে, তাঁকে আবারও যিরূশালেমে গিয়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং পুনরুত্থিত হতে হবে। এই যন্ত্রণাদায়ক উদ্দেশ্য এবং যিরূশালেমকে এড়িয়ে না গিয়ে বরং, তিনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে যিরূশালেমে যাওয়ার পথ তৈরি করেন যাতে এই জগতে পরিত্রাণ নিয়ে আসার জন্য ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা ছিল সেটিকে তিনি পূর্ণতা দিতে পারেন। যিরূশালেমকে ঘিরেই যিহূদীরা জীবনযাপন করত, ঈশ্বরের মন্দিরও সেখানে ছিল, এবং ই ্রায়েলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নেতারা সেখানেই বাস করতেন।

- ২. **পর্বতে যে ক্রুশগুলো ছিল.** ক্রুশবিদ্ধকরণ এমন একটি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ছিল যার মাধ্যমে রোমীয় সাম্রাজ্যে অপরাধীদেরকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হতো। এটি একজন অপরাধীর জন্য শুধুমাত্র একটি শাস্তিই ছিল না বরং, এটি এমন একটি ব্যবস্থা ছিল যার মধ্য দিয়ে যদি কেউ অপরাধ বা রোমীয় কতৃর্পক্ষের বিরুদ্ধাচারণ করার চিন্তা করে তাহলে যেন তারা এর পরিণতি বুঝতে পারে। তাই, ক্রুশবিদ্ধাকরণের কাজটি শহরের বাইরে করা হতো যেখানে ভ্রমণকারীরা শহরের ভেতর এবং বাইরে থেকে রোমীয় কতৃর্পক্ষের ক্ষমতা এবং নির্মমতা সম্পর্কে জানতে পারে।
- ৩. **যীশু শিক্ষা দেন.** যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে বেশ কিছু জয়াগায় জানিয়েছিলেন যে, তাঁকে কতৃর্পক্ষের হাতে যিরুশালেমেই মৃত্যুবরণ করতে হবে। যীশুর মৃত্যু তাঁর কাছে কোনো আশ্চর্যের বিষয় ছিল না, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই যিরুশালেমের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন যাতে তিনি নিস্তারপর্বের সময় গিয়ে পৌঁছাতে পারেন এবং ঈশ্বরের সেই নিখুঁত মেষ—শাবক হিসেবে এই জগতের পাপের বোঝা তুলে নিতে পারেন।
- ৪. **যীশুর শিষ্যেরা.** যীশুর শিষ্যেরা প্রথমে তাঁর দেওয়া শিক্ষাটি বুঝতে পারে নি। যদিও তিনি তাদেরকে বারবার এই বিষয়টি জানিয়েছেন যে, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত মশীহকে মৃত্যুবরণ করতে হবে এবং তিনি পুনরুত্থিত হবেন, এরপরও তারা ভাবতো যে, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত মশীহ্ রোমীয় শাসনকে পরাজিত করবেন এবং ই¯্রায়েলকে রোমের দাসত্ব থেকে মুক্ত করবেন।

শাস্ত্রাংশের প্রেক্ষাপট: মাঝেমাঝে কোনো ঘটনার গুরুত্ব বোঝার জন্য আমাদেরকে পূর্বের দিকে ফিরে তাকাতে হয়। যিরুশালেমে যীশুর মৃত্যুবরণ এবং পুনরুত্থান বিষয়ে তিনটি শিক্ষা বুঝতে না পারাটা শিষ্যদের বিরুদ্ধে কোন সমস্যা বলে পরিগণিত হয় নি। যীশু এই প্রত্যাশা করে তাদেরকে এই কথা বলেন নি যে, তাদেরকে যদি তিনি বারবার এটা বলেন তাহলে হয়তো তারা বুঝতে পারবে। তিনি তাদের অন্তরে বীজ রোপণ করতে চেয়েছিলেন যাতে করে যখন তিনি পুনরুত্থিত হবেন তখন তারা যীশুর পূর্বের বলা কথাগুলো স্মরণ করতে পারে।

যীশুর শিষ্যদের কাছে যেসব কারণে মশীহ্ হিসেবে তাঁর মৃত্যুবরণ করার গুরুত্ব সম্পর্কিত শিক্ষাগুলো বুঝতে কষ্ট হতো তার অন্যতম একটি কারণ হলো তারা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত মশীহ্ যিশাইয় যে যাতনাভোগী দাসের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেটির পরিবর্তে রাজা দায়ূদের মতো কেউ একজন হবেন বলে মনে করত। যীশুর শিষ্যরা যখন শিশু ছিলেন তখন থেকেই তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল যে, ই¯্রায়েল রোমীয়দের অধীনে রয়েছে, আর ঈশ্বর রাজা দায়ূদের বংশ থেকে এমন একজন উদ্ধারকর্তা অর্থাৎ, একজন মশীহকে পাঠাবেন যিনি এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন এবং ই¯্রায়েলকে এই দাসত্ব থেকে মুক্ত করবেন।

এটি পুনরুত্থানের বিপরীত দিকে ছিল যে, শিষ্যরা সেই যাতনাভোগী দাস অর্থাৎ, আসন্ন মশীহের বিষয়ে শিক্ষাগুলো বুঝতে শুরু করেছিল। রোমের ক্ষমতা এবং ই¯্রায়েলকে রোমের রাজনৈতিক বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করা মশীহের পক্ষে যথেষ্ট হবে না। এমনটা নয়, বরং, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত মশীহ্ পাপের বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করবেন এবং এমন পরিত্রাণ দেবেন যা সমস্ত মানুষকে পাপের দাসত্ব থেকে স্বাধীন করবে।

আনুষাঙ্গিক শাস্ত্রাংশ: আর তথ্যের জন্য অনুশীলনী ৫৪ অধ্যয়ন করুন যেখানে ভাববাদীরা মশীহের বিষয়ে কথা বলেছেন। এই বিষয়টি বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর যা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা যীশুর মধ্য দিয়েই পূর্ণতা পেয়েছে।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবা‌েদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে ‌েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

বলা

- **মস্তক: এই শাস্ত্রাংশটির অর্থ কী?** ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী এই পাপপূর্ণ মানবজাতিকে পরিত্রাণ দেবার জন্য উৎসর্গের প্রয়োজন ছিল। আর যীশুর কাছে এই উৎসর্গটি মূল্য খুব বেশি মনে হয় নি। যীশু তাঁর আসন্ন মৃত্যু সম্পর্কে জানতেন এবং তাঁর শিষ্যেরাও এই বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছিল কিন্তু তারা সম্পূর্ণভাবে এই শিক্ষার অর্থ বুঝতে পারতো না। তবুও যীশু শিষ্যদেরকে এই বিষয়টি বুঝতে পেরে শিক্ষা দিতে থাকেন যে, তাঁর পুনরুত্থানের পর তারা ঠিকই বুঝতে পারবে যে, কেন যীশুকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল, কিন্তু যীশু নিজে তাঁর মৃত্যুর অনেক আগে থেকেই এই উপায়টি জানতেন এবং তিনি সেটাই বেছে নিয়েছিলেন।
    - কোন কোন দিক থেকে রাজা দায়ূদের মতো একজন মশীহ্ চাইতে যিশাইয়ের যাতনাভোগী দাসরূপ মশীহ্ কেন অনেক বেশি উর্ধ্বে ছিলেন?
    - সুসমাচারের অন্যান্য কোন জায়গায় যীশু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলার জ্ঞান প্রকাশ করেছেন? (পিতরের অস্বীকার, যিহূদার বিশ্বাসঘাতকতা)
- **হৃদয়: শাস্ত্র অনুযায়ী আমাদের কেমন হওয়া উচিত?** খ্রীষ্টিয়ানরা শুধুমাত্র ঈশ্বরের ভালোবাসা এবং দয়া গ্রহণই করবে না, বরং সেগুলো তারা অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে। খ্রীষ্টিয়ানদেরকে এটা অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, ঈশ্বরের ভালোবাসার গভীরতা অন্যদের কাছে প্রকাশ করার জন্য দুঃখ—কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এই বিষয়টি শুধুমাত্র তাদের মাথায় রাখলেই চলবে না, বরং এইভাবে জীবনযাপন করার জন্য তাদের হৃদয়কে প্রস্তুত করার জন্য সাহস রাখতে হবে।
    - কেন কিছু মানুষ এমনটা ভাবে যে, তারা খ্রীষ্টিয়ান হয়েছে বলে ঈশ্বর তাদের সমস্ত সমস্যা এবং দুঃখ—কষ্টগুলো দূর করবেন?
    - যীশুর জন্য যখন একজন খ্রীষ্টিয়ান দুঃখ—কষ্টের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যায় সেটি কীভাবে তাকে আরও ভালোভাবে এমন সব লোকদের মধ্যে পরিচর্যা করতে সাহায্য করে যাদের যীশুকে প্রয়োজন?
- **হাত: কীভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপান্তর করতে পারি?** খ্রীষ্টিয়ানদেরকে দুঃখ—কষ্ট এবং সমস্যা খুঁজে বের করার জন্য আহ্বান করা হয় নি। এই পাপপূর্ণ জগতে বসবাস করার কারণে তারা

যথেষ্ট দুঃখ—কষ্ট এবং সমস্যার সম্মুখীন হবে। তবে, খ্রীষ্টিয়ানদেরকে এমন সব লোকদের অন্বেষণ করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে যারা দুঃখ—কষ্ট এবং সমস্যার মধ্যে রয়েছে এবং তাদের জন্য যীশুর হাত ও পা হয়ে ওঠা।

- এই সপ্তাহে আপনি কোন কোন উপায়ে যীশুর ভালোবাসা এবং দয়া অন্যদের প্রতি দেখাতে পারেন?
- আপনার কাছে এমন কি উপকরণ এবং অভিজ্ঞতা আছে যেটি ব্যবহারের মাধ্যমে খ্রীষ্ট আপনাকে এই সপ্তাহে অন্যের প্রতি ভালোবাসা ও দয়া দেখানোর আহ্বান করছেন?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসা েথ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠ শিরোনাম: ৭৭ অন্ধ বরতিময় দেখতে পেল

পাঠের সাস্ত্রাংশ: মার্ক ১০:৪৬-৫২

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: রুত ১অধ্যায়

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** আমরা উৎসাহিত হই, যীশু জানেন তোমার কি প্রয়োজন, এবং যখন তুমি তাঁকে ডাকো তিনি তোমার কথা শোনেন
- **হৃদয়:** অন্য কেউ তাঁকে বিশ্বাস করুক বা না করুক যীশু যে তোমার প্রার্থনা শোনেন সে বিষয়টি মেনে নাও
- **হাত:** এটা বুঝতে চেষ্টা করি যে, মানুষ তার দেহের প্রয়োজন মেটানোর মধ্যে দিয়েই আত্মিক প্রয়োজন সম্পর্কে বুঝতে পারে

একটি পদে পাঠের শিক্ষা সে যখন শুনিতে পাইল, তিনি নাসরতীয় যীশু, তখন চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, হে যীশু, দায়ূদ—সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন, মার্ক ১০:৪৭।

পাঠের সারসংক্ষেপ যীশু যিরুশালেমে যাবার সময় যিরীহো শহরের মধ্যে দিয়ে গেলেন। তিনি পথ দিয়ে হেটে যাবার সময় অনেক লোক তাঁর সংগে সংগে চলতে লাগল। যীশু ভীরের মধ্যে শুনতে পেলেন কেউ একজন বলছে, যীশু, দায়ুদ সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন ! যে সব লোকেরা যীশুর চারপাশে তাঁর সংগে হাটছিল তারা রাগ করে অন্ধ লোকটাকে চুপ করতে বলল, যেন সে যীশুকে বিরক্ত না করে। অন্ধ লোকটি যখন দেখল লোকেরা তাকে চুপ করতে বলছে তখন সে আরও জোরে জোরে চিৎকার করে একই কথা বলল। আসলে সে চাইছল যেন যীশু তার ডাক শুনে তার কাছে আসে। সত্যিই যীশু তার চিৎকার শুনে তার দিকে চাইলেন, দেখলেন একজন অন্ধ লোক তার নাম বরতিময়, রাস্তার পাশে বসা। যীশু তার সাথে যে লোকরা ছিলেন তাদেরকে বললেন, তারা যেন বরতিময়কে বলে যীশু তার ডাক শুনেছেন। এরপর যীশু তার কাছে এসে জানতে চাইলেন যে, সে তার কাছে কি চায়। অন্ধ বরতিময় বললেন, ”গুরু, আমি দেখতে চাই’। যীশু তাকে বললেন, যেহেতু সে বিশ্বাস করেছে এজন্য সে সুস্থ হবে। আর সত্যিই অন্ধ লোকটি দুই হাত উচু করবার সংগে সংগে দেখতে পেল।

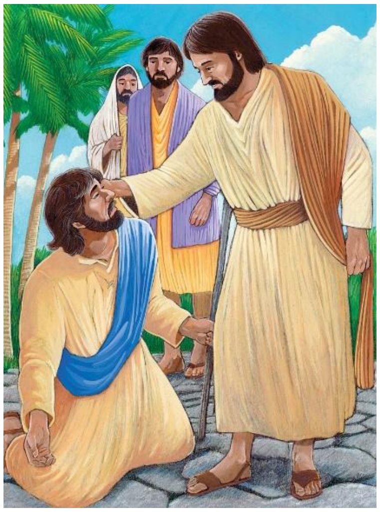

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **বরতিময়** ছিলেন অন্ধ, যীশু যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন ঐ সময় সে ভিক্ষা করছিল। সে বুঝতে পারল যে অনেক মানুষ একসংগে ঐ রাস্তা দিয়ে হেটে যাচ্ছে। সে জানতে চাইল কেন তারা হেটে যাচ্ছে। কেউ একজন তার কথা শুনে বলল, যীশু এই পথ দিয়ে যাচ্ছেন। যখন সে এই কথা শুনল, সংগে সংগে সে জোরে চিৎকার করে বলল, "যীশু, দায়ুদ সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন"! লোকেরা তাকে ধমক্ দিয়ে চুপ থাকতে বলল, কিন্তু সে আরো জোরে চিৎকার করে একই কথা বলতে লাগল।
- ২. **যীশু তার** চিৎকার শুনে বললেন, লোকটাকে আমার কাছে আসতে দাও। অন্ধ লোকটা অনেকটা লাফিয়ে উঠে যীশুর কাছে এলো। যীশু জানতে চাইলে সে কি চায়। লোকটা বলল, সে দেখতে চায়। যীশু তাকে বললেন, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করেছে। সংগে সংগেই অন্ধ বরতিময় দেখতে পেল। আর সে যীশুর পেছন পেছন চলল।

পাঠ প্রসঙ্গ আমরা আগের পাঠেই দেখেছি যে, যেহেতু যীশুর সময়ে যিহুদীদের স্বর্গ বা পরকাল নিয়ে সঠিক কোন ধারণা ছিল না এজন্য সাধারণত তারা বিশ্বাস করত যে, ঈশ্বর এই জগতে থাকাকালিন সময়েই মানুষের পাপ ও ধার্মিকতা অনুযায়ী সাস্তি কিংবা পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। ঠিক তেমনি, গত পাঠের মতই সাধারণ লোকদের একটা ভুল বিশ্বাস ছিল যে, যারা ধনবান তারাই ধার্মিক। আর এই সপ্তাহের পাঠে আমরা এই ভুল বিশ্বাস দেখছি, যারা প্রতিবন্ধি মানুষ তারা খারাপ বা পাপী। এই সাস্ত্রাংশে যদিও নির্দির্ষ্ট করে কিছু বলে না তবুও এটা বোঝা যায় যে, এই ভুল বিশ্বাসের কারনেই যীশুর সংগে সংগে হাটছিল যে জনতা তারা ঐ অন্ধ লোকটিকে এটা বলতে চায়নি যে, যিনি সুস্থ করতে পারেন সেই 'আরোগ্যদায়ী কর্তা' এখান দিয়েই যাচ্ছেন। তা না হলে কেন এই লোকেরা এমন একজন অন্ধ লোককে চুপ থাকতে বলবে যার কিনা সুস্থতার জন্য যীশুর সাহায্য এত প্রয়োজন ? আসলে তারা এটা বিশ্বাস করতেই চায়নি যে, অন্ধ বরতিময় যীশুর সাহায্য পাবার যোগ্য।

কারন যারা এমন প্রতিবন্ধি তারা তো কাজ করে উপার্জন করতে পারো না। এজন্য তাদেরকে বেচে থাকার জন্য অন্যে সাহয্যের উপর নির্ভর করতে হয়। অনেকে অবশ্য এমন প্রতিবিন্ধিদের প্রতি অবহেলা করে। কারন তারা মনে করে পাপের শাস্তি হিসাবেই তারা এমন অন্ধ বা এমন প্রতিবন্ধি হয়েছে। ফলে আমরা দেখছি , বরতিময়ের এই অন্ধত্বের একটা দেহিক, সামাজিক ও ধর্মিয় সম্পর্ক ছিল। কিন্তু বরতিময় খুব সাহসী মানুষ ছিলেন, তিনি জোরে জোরে চিৎকার করে যীশুর দৃষ্টি আকর্ষন

করতে চাইলেন। তার বিশ্বাসের দৃঢ়তা যীশুকে মুগ্ধ করল। এজন্যই যীশু তাকে সুস্থ করলেন আর সে যীশুর অনুসারী হল।

যীশুর শিক্ষা, আশ্চর্য কাজ ও পরিচর্যা কাজের অনেক বিষয় মানুষকে গভীরভাবে স্পর্শ করত। সর্বশেষ দু'টি ঘটনায় আমরা দেখলাম যীশুর কাজ তাদের এই ভুল ধারনাকে ভেঙ্গে দিল যে, ধনীরা ধার্মিক হয় আর প্রতিবন্ধি মানুষরা খারাপ হয়। আবার, সেই ধনী যুবক মন খারাপ করে ফিরে গেল কারন সে ঈশ্বর থেকে তার ধন—সম্পদকেই বেশি ভালবাসত, আর দৃষ্টি প্রতিবন্ধি বরতিময় তার দৃঢ় বিশ্বাসের কারনেই সুস্থ হয়ে যীশুকে অনুসরণ করতে স্বক্ষম হল।

দ্বিতীয় পর্যায়ের অংশ (এর প্রেক্ষাপট বোঝার জন্য #৩১ পাঠটি দেখুন): রুথ যে তার স্বামী ও সন্তানদের হারালেন এটা অন্ধ বরতিময়ের মত পাপের শাস্তি হিসাবেই। আসলে, মানুষের জীবনের বাস্তবতাটা অনেক জটিলতার ব্যাপার, যেকারনে এমন চিন্তা করারটা ঠিক নয় যে, "ভাল মানুষের প্রতি সব সময় ভালটাই ঘটবে, আর খারাপ মানুষের প্রতি খারাপটাই ঘটবে"। মুলত জগতের পাপের বিভিন্ন দিকের কারনেই কখনও কখনও ভাল মানুষের প্রতি খারাপ ঘটনা ঘটে, আবার খারাপ মানুষের প্রতি ভাল ঘটনাও ঘটে থাকে। এজন্য মানুষের বর্তমান পরিস্থিতি বা অবস্থার উপর বিচার না করে তার হৃদয়টা কেমন সেটা ভাল করে দেখা বেশি গুরুত্বপুর্ণ। সেই মানুষটি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করে ? যদি বিশ্বাসী হয় তাহলে এটাই যথেষ্ট। সে কোন অবস্থায় আছে সেটা বড় করে না দেখে বরং তার জীনরে বা হৃদয়ের সুস্থতার জন্য ও তার মংগলের জন্য তাকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসা প্রয়োজন।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়–ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

আলোচনা করা:

- **মাথা : এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** দু:খজনক হলেও সত্য, মানুষ ঈশ্বরের ভালবাসা ও পরিকল্পনা সম্পর্কে ভুল বোঝে। যীশু যখন এজগতে ছিলেন সে সময়ে লোকেরা বিশ্বস করত মুানুষের পাপের জন্যই ঈশ্বর তাকে প্রতিবন্ধি করে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু যীশু সেই প্রতিবন্ধী মানুষদেরই ঈশ্বরের ভালবাসা দিলেন। পাপ মানুষকে প্রতিবন্ধী বা অসুস্থ করে রাখে কিন্তু ঈশ্বর তাঁর ভালবাসায় মানুষকে সুস্থ করেন। অনেক ভাবেই ঈশ্বরের এই ভালবাসা প্রকাশিত হয়। যীশুর পরিচর্যা কাজে অনেকবার তিনি শারিরীকভাবে মানুষকে সুস্থ করেছেন, আত্নিকভাবে সুস্থ করেছেন, সামাজিকভাবেও সুস্থ করেছেন। আজও যীশুর এই ভালবাসার আরোগ্য কাজ অনেক ভাবেই হয়ে থাকে
    - আমরা যেভাবে আমাদের প্রার্থনার উত্তর চাই সেভাবে কেন ঈশ্বর অনেক সময় আমাদের প্রার্থনা উত্তর দেন না ?
    - কিভাবে আপনি বোঝেন যে ঈশ্বর আপনার প্রার্থনা শুনছেন ?
- **হৃদয় : আমাদের কেমন হওয়া উচিত এবিষয়ে পাঠে কি বলা হয়েছে ?** খ্রীষ্টিয়ানদের উচিত সবসময় অন্তরে নম্রতা ও ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণের জন্য হৃদয়কে খুলে দেওয়া। যীশুর সময়ে অনেকেই মনে করতেন যে, তারা ত ভালকরেই জানেন কিভাবে ঈশ্বর কাজ করেন। এজন্য তারা যীশুর কথায় কান দেয়নি এবং তারা সুস্থ হবার জন্য যে বরতিময় চিৎকার করছিল তাকে ধমক্ দিয়ে চুপ করিয়ে দিতে চাইল। অনেক সময় এমন হয়, মানুষ যখন জানে যে ঈশ্বর কিভাবে কি কাজ করতে পারেন, তখন তারা সেই ভাল কাজকে নিজেদের স্বার্থে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করে কিংবা সেটি লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করে। তবুও খ্রীষ্টিয়ানদের উচিত এটা বিশ্বাস করা যে, ঈশ্বর তাদেও প্রার্থনা শোনেন।
    - আপনি কি মনে করেন, কোন যীশুর সংগে থাকা লোকেরা মনে করেছিল যে বরতিময়কে বকা দেওয়া বা রাগ করবার বিষয়ে তাদের অধিকার আছে ?
    - কি মনে করেন, কোন বরতিময় তাদের এই আচরনকে গুরুত্ব না দিয়ে যীশুর দৃষ্টি আকর্ষন করবার জন্য আরও জোড়ে চিৎকার করেছিল ?
- ***হাত : কিভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে পরিনত করতে পারি ?** মানুষের শারীরিক চাহিদা এবং আধ্যাত্মিক চাহিদা উভয়ই আছে। খ্রিস্টানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে যীশু আমাদের উভয় ধরণের চাহিদা পূরণের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। যদিও আধ্যাত্মিক চাহিদা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, প্রায়শই খ্রিস্টানদের প্রথমে তাদের শারীরিক চাহিদা পূরণ করতে হয়, যাতে তারা বুঝতে পারে যে তাদের আধ্যাত্মিক চাহিদাও রয়েছে।
    - আপনার সমাজে এমন মানুষ কারা আছেন শারিরীক অক্ষমতার জন্য যাদের সাহায্য করা প্রয়োজন ?
    - আপনার সমাজে এমন মানুষ কারা অতছেন যাদের আত্নিক দিকে সাহায্য করা প্রয়োজন ?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন।
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

পাঠের শিরোনাম: ৭৮ সক্কেয় যীশুর দেখা পেলেন

পাঠের শাস্ত্রাংশ: লূক ১৯:১-১০

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: ১ তীমথিয় ১:১২—১৭

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** বুঝতে চেষ্টা করুন যে, কোন পাপীকেই ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে এতটাও দূরে সরিয়ে দেন না যে ঈশ্বর তাদের রক্ষা করতে পারবেন না।
- **হৃদয়:** কেন কখনও কখনও খ্রীষ্টিয়ানদের যেমন ক্ষমা করেছেন সেইমত অন্যদের ক্ষমা করা খুব কঠিন হয় তা চিন্তা করুন।
- **হাত:** এই সপ্তাহে আপনার কাজের উপায়ে যীশুর প্রতি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিকল্পনা করুন।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, আজ এই গৃহে পরিত্রাণ উপস্থিত হইল; যেহেতু এই ব্যক্তিও অব্রাহামের সন্তান, লূক ১৯:৯ পদ।

পাঠের সার সংক্ষেপ: যীশু যিরীহ নামক একটি শহরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই শহরে সক্কেয় নামে এক ব্যক্তি বাস করতেন। সক্কেয় একজন অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি ছিলেন কারণ তিনি একজন কর আদায়কারী ছিলেন। কর আদায়কারীরা অন্যদের কাছ থেকে তাদের অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার জন্য বেশ পরিচিত ছিল। সক্কেয় যখন শুনলেন যে যীশু যিরীহোতে আছেন, তখন তিনি তাঁকে দেখতে চাইলেন। যেহেতু সক্কেয় একজন খাটো মানুষ ছিলেন, তাই তিনি ভিড়ের মধ্য দিয়ে যীশুকে দেখতে পাননি। পরিবর্তে, সক্কেয় একটি সুকমোর গাছের শীর্ষে উঠেছিলেন যাতে তিনি যীশুকে দেখতে পান। যীশু যখন সেই গাছের পাশ দিয়ে গেলেন তখন তিনি সে গাছের উপরে তাকাল। তখন যীশু বললেন, “সক্কেয় তুমি গাছ থেকে নেমে এসো। আমি আজ তোমার বাড়িতে যেতে চাই।" সক্কেয় তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে আসল। লোকেরা বুঝতে পারেনি যে কেন যীশু একজন পাপী ব্যক্তির বাড়িতে যেতে চান। কারণ যীশু সক্কেয়র প্রতি তার ভালবাসা দেখিয়েছিলেন.সক্কেয় লোকেদের কাছে তার ঋণের চারগুণ টাকা ফেরত দিয়ে তার মন পরিবর্তন করেছিলেন।

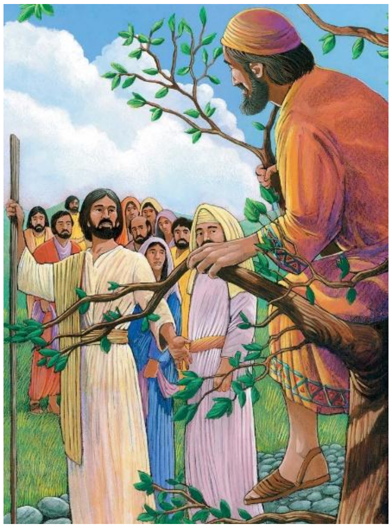

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **বিশাল জনতা** যীশুর পিছনে পিছনে আসছিলেন। ভীড় এত বেশি ছিল যে, যীশুকে দেখা বেশ কঠিন ছিল।
- ২. **সক্কেয়** যীশুকে দেখতে চেয়েছিলেন। যদিও তিনি ভিড়ের মধ্যে দেখতে পারছিলেন না কারণ তিনি খুব খাটো ছিলেন। তিনি রোমানদের জন্য একজন প্রধান কর আদায়কারীও ছিলেন এবং তাই ইস্রায়েলীয়দের একটি বিশাল ভিড়ের মধ্যে থাকা তার পক্ষে খুব বিপজ্জনকও ছিল। তাই সক্কেয় যীশুকে দেখার জন্য একটি গাছে উঠেছিলেন।
- ৩. **যীশু** গাছে সক্কেয়কে লক্ষ্য করলেন এবং তাকে নীচে নামতে আদেশ করলেন। যদিও ইস্রায়েলীয়রা রোমান কর আদায়কারীদের ঘৃণা করত। কিন্তু যীশু বলেছিলেন যে, তিনি রাতের আহারের জন্য সক্কেয় এর বাড়িতে যাবেন। সেই নৈশভোজের সময়, যীশুর ভালবাসা এবং করুণা এতই শক্তিশালী ছিল যে, সক্কেয় তার পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি যাদের থেকে কর নিয়েছিলেন তাদের প্রত্যেককে চার গুণ করে ফিরিয়ে দিবেন। যীশু সক্কেয়র মন পরিবর্তন করে তাকে রক্ষা করেছিলেন।

পাঠ প্রসঙ্গ যীশুর সময়ে রোমান সা্্রাজ্য সেই প্রতিজ্ঞাত দেশ দখল করে রেখেছিল। দখলদার হিসেবে, রোমানরা ইস্রায়েলীয়দের কাছ থেকে কর আদায় করত। রোমানরা প্রতিজ্ঞাত দেশে সৈন্যদের বেতন দেওয়ার জন্য এই কর ব্যবহার করত। ইস্রায়েলীযরা রোমানদের ঘৃণা করত এবং রোমানদের দখল থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল।

রোমানরা এই কর আদায়ের জন্য কিছু ইস্রায়েলীয়দের ব্যবহার করত। ইস্রায়েলীয়রা রোমানদের কর প্রদানকে ঘৃণা করত, কিন্তু তারা তাদের ভিতরে সেইসব যিহুদীদের ঘৃণা করত যারা রোমানদের জন্য কর আদায় করত। ইস্রায়েলীয়রা এই কর আদায়কারীদের রোমানদের সাহায্যকারী হিসাবে দেখত এবং তাই তারা তাদের ইস্রায়েল এবং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসঘাতক মনে করত। ইস্রায়েলীয়রা তখন, প্রধান কর আদায়কারী সক্কেয়কে ইস্রায়েলের সমস্ত পাপীদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ লোক হিসাবে দেখছিল।

তাই, এটা আশ্চর্যের কিছু নয় যে, প্রধান কর আদায়কারী হিসাবে সক্কেয়, যীশুকে দেখার জন্য ভিড়ের মধ্যে না যাওয়াটা বেছে নিয়েছিলেন এবং একটি গাছের উপরে লুকিয়েছিলেন। যদিও, যীশু সক্কেয়কে লক্ষ্য করেছিলেন। উপরন্তু, জনতার ধাক্কায়, যীশু নিজেকে সক্কেয়র বাড়িতে রাতের খাবারের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। যীশুর সময়ে, কারো বাড়িতে তাদের সাথে খাবার ভাগ করে নেওয়ার অর্থ হল আপনি তাদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই, যীশু প্রকাশ্যে ঘোষণা করছেন যে তিনি এই প্রধান কর আদায়কারীর বন্ধু হতে চলেছেন।

সেই সন্ধ্যায় রাতের খাবারের সময়, সক্কেয় যীশুর ভালবাসা এবং অতি যত্নের সংগে তাকে গ্রহণ করে নেবার ব্যাপরটাতে এতটাই অভিভূত হয়েছিলেন, তিনি তার সব পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন এবং যে কারো তিনি অন্যায় করেছিলেন তাদের তা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। যীশু সক্কেয়র পরিত্রাণ ঘোষণা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি এই প্রধান কর আদায়কারীকে আব্রাহামের সত্যিকারের সন্তান হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন, যাকে অন্যরা বিশ্বাসঘাতক হিসাবে ঘৃনা করেছিল! যীশু যদি সক্কেয়কে রক্ষা করতে পারেন, তাহলে তার পরিত্রাণ যে কেউই পেতে পারেন।

পরবতীর্ পাঠ: যদি ইস্রায়েলীয়রা সক্কেয়কে তার পরিত্রাণের আগে সমস্ত পাপীদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ব্যক্তি হিসাবে দেখে, তবে তৎকালীন খ্রীষ্টিয়ানরা প্রেরিত পৌলকে তার পরিত্রাণের আগে সবচেয়ে খারাপ পাপী হিসাবে দেখেছিল। আসলে, পৌল নিজেকে পাপীদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ বলতেন। যীশু পৌলকে বাঁচানোর আগে, পৌল যীশুর নিন্দা করেছিলেন এবং খ্রীষ্টিয়ানদের নিপীড়ন করেছিলেন। এটি শুধুমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহ যে পৌল যীশুর কাছ থেকে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন।

বিশ্বাসের পথের বিষয় আলোচনা : ঠওওও. অনুতাপ। অনুতাপ হল ঈশ্বরের অনুগ্রহের যথাযথ এবং আনন্দদায়ক প্রতিক্রিয়া। অনুতাপে, একজন পাপী তাদের পাপ এবং স্বার্থপরতা থেকে ফিরে আসে এবং ঈশ্বরের করুণা ও অনুগ্রহের দিকে ফিরে যায়। এই অনুতাপের মধ্যে রয়েছে পুরোপুরিভাবে পরিবর্তন করার ইচ্ছা, শুধু হৃদয়ের পরিবর্তন নয় বরং মন এবং জীবনধারারও পরিবর্তন। যদিও এটি বিশ্বাসীদের মধ্যে ঈশ্বরের কাজ যা এই পরিবর্তন ঘটায়। বিশ্বাসীদের অবশ্যই খোলা এবং তাদের জীবনে ঈশ্বরের এই কাজটি গ্রহণ করা ইচ্ছা রাখতে হবে।

- **মাথা:** কেন একজন ব্যক্তির পক্ষে কেবল তাদের মাথায় এই বিশ্বাস করা গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, যীশু তাদের জন্য মারা গেছেন, বরং তাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া উচিত?
- **হৃদয়:** আপনি যখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, যীশু আপনার জন্য মারা গেছেন এবং আপনার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন তখন আপনি কী অনুভব করেছিলেন?
- **হাত:** ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতা করার জন্য খ্রীষ্টিয়ানরা তাদের চিন্তাভাবনা, অনুভূতি এবং কাজকে পাপের শক্তি থেকে শুদ্ধ করার জন্য কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে?

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;

- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ুন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** কেউ কি এতটাই পাপী হয় যে ঈশ্বর তাকে রক্ষা করতে পারেন না? যীশুর জীবনের এই অধ্যায়ে একটি বিষয় হল "না!" ঘোষণা করা। যীশুর পরিত্রাণ যদি সক্কেয়র মতো কাউকে বাঁচাতে পারে, তবে তার পরিত্রাণ যে কারো জন্য। খ্রীষ্টিয়ানদের পক্ষে এটি গ্রহণ করা প্রায়শই কঠিন, কারণ শয়তান খ্রীষ্টিয়ানদের বিশ্বাস করতে প্রলোভিত করে যে যীশু শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ধরণের লোকদের রক্ষা করেন। যেমন যে মানুষ গুলো তাদেও মত শুধু তাদের। যাইহোক, প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরের একটি সৃষ্টি, এবং তাই ঈশ্বরের কাছে সবাই প্রিয়। তাদের পাপ যত বড়ই হোক না কেন, কেউই এতটা পাপী নয় যে ঈশ্বর তাদের রক্ষা করতে পারবেন না।
  - কোন ধরনের লোকেদের বিশ্বাস করার জন্য আপনি সংগ্রাম করছেন যে তারা কখনই খ্রীষ্ট যীশুকে তাদের প্রভু এবং ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করবে?
  - তিনি যদি জানতেন যে তার স্বজাতি ইস্রায়েলীয়রা তাকে এত ঘৃণা করবে, তাহলে আপনি কি মনে করেন, কেন সক্কেয় কর আদায়কারী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?
- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** আশ্চর্যজনকভাবে, কিছু লোক যারা তাদের পাপের জন্য ঈশ্বরের মহান ক্ষমা অনুভব করে তারা অন্যদের পাপের জন্য তাদের ক্ষমা করতে পারে না । যখন কেউ আমাদের কষ্ট দেয় বা আমাদের তাদের সুবিধার জন্য ব্যবহার করে ,তখন সেই ব্যক্তির শাস্তি চাওয়া আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। যখন তারা তাদের প্রাপ্য শাস্তি পায় না তখন আমাদের পক্ষে আনন্দিত হওয়াটা স্বভাবিক নয়। আমরা মানুষেরা যেভাবে দেখি সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের "ন্যায্য"মনে হয় না । কিন্তু পরিবর্তে, ঈশ্বরের করুণা বিশাল এবং তা যারা এটির যোগ্য নয় তাদের কাছেও তিনি পৌঁছেদেন। বিষয়টি এমন নয় যে লোকেরা ন্যায়বিচার থেকে পালাতে বা প্রতিশোধ নিতে পারে, তবে একজন ব্যক্তি পূর্ণজন্ম নেওয়ার আগে যীশু সাধারণত তাকে পরিত্রাণ প্রদান করেন।
  - একজন খ্রীষ্টিয়ানের পরিত্রাণের বিষয়ে এটি কী বলে যদি তারা বলে যে তারা অন্য কাউকে ক্ষমা করতে পারে না?
  - কেন মানুষকে ক্ষমা করার বিষয়টি দ্রুত বা সহজে আসে না?
- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ দিতে পারি?** যীশু ঘোষণা করেন যে তিনি সক্কেয়র বাড়িতে রাতের খাবাওে সহোভাগিতা করবেন। সক্কেয় সাহসের সাথে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি যাদের ঠকিয়েছিলেন তাদের তিনি তা ফেরত দেবেন। যদিও ঈশ্বর অনুতপ্ত পাপীদের ক্ষমা করবেন, কিন্তু ঈশ্বর কখনও কখনও সেই সংরক্ষিত খ্রীষ্টিয়ানদের ডাকবেন যাতে তারা যে অন্যায় করেছেন তার ক্ষতিপূরণ তারা

দিতে পারে। কখনও কখনও সক্কেয়র মত কর ফেরত দেওয়ার মাধ্যমে হতে পারে অন্য সময় এটি আমাদের পাপের দ্বারা যারা কষ্ট পেয়েছে তাদের কাছ থেকে ক্ষমা চাওয়াও হতে পারে।

- একজন খ্রীষ্টিয়ান কীভাবে বুঝতে পারে যে, ঈশ্বর তাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য তাদের দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন?
- যেহেতু ঈশ্বরের সাথে আমরা সবচেয়ে বেশি অন্যায় করেছি, তাই কীভাবে খ্রীষ্টিয়ানরা নিয়মিতভাবে আমাদের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন।
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

পাঠের শিরোনাম: ৭৯ লাসার জীবন ফিরে পেলো

পাঠের শাস্ত্রাংশ: যোহন ১১:১-৪৪

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: যিশাইয় ৫৩:১-৬

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** আনন্দ করুন! পাপ এবং মৃত্যু উভয়ই যীশুর ইচ্ছায় হয়। যীশুর কারণে, কিছুই আমাদের ঈশ্বর থেকে আলাদা করতে পারে না!
- **হৃদয়:** সান্ত্বনা নিন, যীশু আপনার ব্যথা এবং দুঃখ জানেন। যীশু কেবল পাপ এবং মৃত্যুর উপর প্রভু নন, কিন্তু তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কারণে বেদনা এবং দুঃখের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত।
- **হাত:** এই পৃথিবীতে যীশুর পরিচর্যার কাজ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ও অন্যদের কষ্ট ভাগ করে নেওয়ার জন্য "যারা শোক করে তাদের সাথে শোক করতে" প্রস্তুত থাকুন।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা যীশু তাঁহাকে কহিলেন, আমিই পুনরুত্থান ও জীবন; যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরিলেও জীবিত থাকিবে, যোহন ১১:২৫।

পাঠের সার সংক্ষেপ: লাসার এবং তার বোন, মরিয়ম এবং মার্থা বৈথনিয়াতে বাস করতেন। যীশু এই পরিবারকে ভালোবাসতেন এবং অনেকবার তাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন। একদিন, মরিয়ম এবং মার্থা যীশুর কাছে একটি বার্তা পাঠালেন যে লাসার খুব অসুস্থ। তারা জানত যে যীশু অন্য লোকেদের সুস্থ করেছেন এবং তারা চেয়েছিলেন যে তিনি সেই সংবাদ শুনে তখনই এসে তাদের ভাইকে সুস্থ করবে।কিন্তু তিনি মরিয়ম এবং মার্থা থেকে বার্তা পেয়ে দুই দিন পর বৈথনিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। যীশু যখন বৈথনিয়ায় পৌঁছেছিলেন, তখন লাসার ইতিমধ্যেই মারা গিয়েছিলেন এবং তাকে চার দিন ধরে কবর দেওয়া হয়েছিল! মরিয়ম ও মার্থা যীশুকে দেখে দৌড়ে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর পায়ে পড়লেন। তারা কান্নাকাটি করে বলল, “প্রভু আপনি যদি আগে এখানে আসতেন তবে আপনি আমাদের ভাইকে সুস্থ করতে পারতেন।” যীশু

লাসারের খবর শুনে কেঁদে উঠলেন। তিনি জানতেন যে মরিয়ম এবং মার্থা তাদের ভাইকে কতটা ভালোবাসে। যীশু সেই সমাধির কাছে গেলেন যেখানে লাসারকে কবর দেওয়াা হয়েছিল এবং বললেন, "লাসার, বেরিয়ে এসো!" যীশু এই কথা বলার পর লাসার কবর থেকে বের হয়ে আসলেন ! তিনি জীবিত হয়ে উঠলেন।

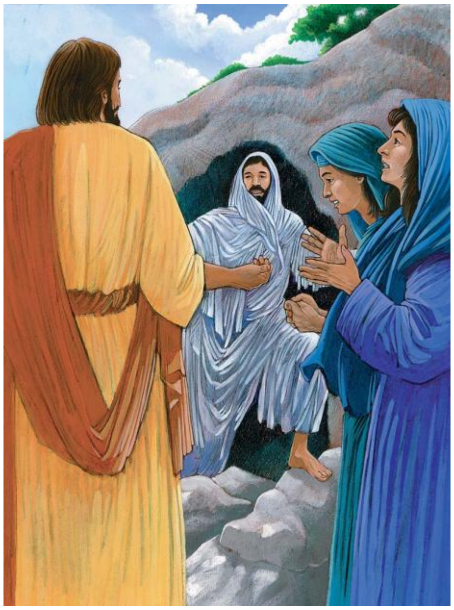

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **মরিয়ম এবং মার্থা** ছিল দুই বোন এবং তাদের ভাই লাসার খুব অসুস্থ ছিল। তারা যীশুর ভাল বন্ধু ছিল, এবং তাই তারা লাসারের অসুস্থতার কথা জানিয়ে যীশুর কাছে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন, এই আশায় যে যীশু আসবেন এবং তাদের ভাইকে সুস্থ করবেন।
- ২. অন্যদিকে, **যীশু** যখন সেই বোনদের কাছ থেকে লাসারের সংবাদ পেয়েছিলেন তখনই লাসারকে দেখতে যাননি। কারণ তিনি মৃত্যুর উপর তার ক্ষমতা সবাইকে দেখাতে চেয়েছিলেন। তাই, যীশু বৈথনিয়া যেখানে লাসার ও তার বোনেরা বাস করত সেখানে যাওয়ার আগে কয়েকদিন অপেক্ষা করেছিলেন। যীশু যখন সেখানে পৌঁছালেন, তখন ইতিমধ্যেই লাসার মারা গিয়েছিলেন। তারা দুই বোনই তখন দুঃখ করে বলেছিলেন যে, যীশু এত দেরিতে না আসলে তাদের ভাই মারা যেত না। তবে, যীশু তাদের সান্তনা দিলেন যে, লাসার মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়েও উঠতে পারে। যখন তারা লাসারের সমাধিতে পৌঁছেছিল, তখন যীশু পাথরটিকে সরানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারপর তিনি আদেশ দিলেন, "লাসার, বাইরে বের হয়ে এসো!"
- ৩. যীশু যখন এই কথাগুলো বলেছিলেন তখন **লাসার** মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়েছিলেন! তিনি কবর থেকে বেরিয়ে আসলেন তার শরীরে আবৃত কাপড়গুলো নিয়ে। তা দেখে সবাই আনন্দিত হল এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল!

পাঠ প্রসঙ্গ এটি অনেকসময় শস্ত্রীয় ব্যাখার একটি ভুলবোঝাবুঝির বিষয় হতে পারে। শিষ্যরা বিভ্রান্ত হয়েছিল যে লাসার কি শুধু ঘুমাচ্ছিল নাকি মৃত ছিল। লাসারের বোনেরা যীশুর শিক্ষানুসারে লাসারের পুনরুত্থানের বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্ত হয় যে, এটা কি এখন হবে নাকি শেষ সময়ে ?

এই সমস্ত বিভ্রান্তির মধ্যেও তাদের গভীর আবেগ ছিল: থোমাকে যীশুর সাথে মারা যাওয়ার জন্য পদত্যাগ করতে দেখা যায়, এবং যীশুকে দেখা যায় তার বন্ধুর জন্য দুঃখ করে কাঁদছেন। থোমা বিশ্বাস করেন যে, বৈথনিয়ার এই যাত্রা যীশুকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাবে ,কারণ লোকেরা যীশুকে পাথর মেরে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল, যখন তিনি জেরুজালেমে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। যীশু কাঁদেন কারণ মানুষরূপে জন্ম নেওয়ার সাথে সাথে তিনি মানুষের মতই দুঃখ—কষ্ট অনুভব করতেন।

এই সবের মাঝে, যীশু তার সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক কাজটি করেন, চার দিন বয়সী একটি মৃতদেহকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেন।

যখন যীশুর বিরোধীরা, ধর্মীয় নেতারা, যীশুকে তাঁর বন্ধুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করার কথা শুনে, তখন তারা ভয় পায় যে জনতা তাদের মুক্তিদাতা হিসাবে যীশুর কাছে ভীড় করবে এবং রোমানরা এসে যীশুর বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ বন্ধ করবে। ধর্মীয় নেতারা মনে করে যে রোমানরা যদি বিদ্রোহ বন্ধ করতে আসে, তাহলে রোমানরা ইস্রায়েলীয়দের এখনও যা কিছু অধিকার আছে তাও কেড়ে নেবে। অতএব, ধর্মীয় নেতারা শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেবে যে যীশুকে ইস্রায়েলের ভালোর জন্য মরতে হবে।

পরিহাসের বিষয় হল, যীশুকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে কারণ তিনি লাসারকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন।

পরবতীর্ পাঠ্য: এটি যিশায়ই ভাববাদীর লেখা সেবক গানগুলির মধ্যে একটি যা যীশুই মশীহ এটি ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। যীশু কেবল একজন মহান শিক্ষক এবং অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবীতে আসেননি, তিনি আমাদের বলিদানের জন্য মেষশাবক হিসাবেও কষ্ট পেয়েছেন। যীশু ব্যথা কি তা জানতেন, দুঃখকি তা জানতেন এবং প্রত্যাখ্যান হওয়া কি তা জানতেন। যীশু হলেন আমাদের মহান মহাযাজক, যিনি আমাদের বেদনা এবং দুঃখে আমাদের সাথে যোগ দিতে পারেন, কারণ তিনি আমাদের ব্যথা অনুভব করতে পারেন।

বিশ্বাসের পথের বিষয় আলোচনা: ঢওঠ. ঐশ্বরিক সুস্থতা, শারীরিক ভাবে সুস্থ করার বিষয়টি ছিল একটি উপায় যার মাধ্যমে যীশু তাঁর ঐশ্বরত্ব প্রকাশ করেছিলেন। যদিও যীশু তাঁর সময়ে সমস্ত অসুস্থদের সুস্থ করেননি বা সমস্ত মৃতকে জীবিত করেননি, যীশু তাঁর শিক্ষার পাশাপাশি শক্তি প্রদর্শন করার জন্য শারীরিক সুস্থতার বিষয়টি ব্যবহার করেছিলেন। যীশুর পরিচর্যা প্রাথমিক মন্ডলীর মাধ্যমে অব্যাহত ছিল কারণ যীশুর অনেক অনুসারী পবিত্র আত্মার শক্তিতে শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং সুস্থ করেছিলেন। ঈশ্বর সেই সময় থেকে এখনও মানুষকে আরোগ্যদান করে আসছেন । কখনও কখনও সেই সুস্থ করার বিষয়গুলো প্রার্থনার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে অলৌকিক ঘটনা দ্বারা আমরা দেখতে পাই। অনেক সময় ঈশ্বর চিকিৎসা বিজ্ঞানের মাধ্যমে আরোগ্য করেন। কখনও কখনও সুস্থতার জন্য প্রার্থনায় ঈশ্বরের উত্তর হল অসুস্থতার মুখে ধৈর্য এবং সহনশীলতা দেওয়া (২ করিন্থিয় ১২:৭—১০)। অবশেষে, কখনও কখনও ঈশ্বর তার সন্তানদের চূড়ান্ত সুস্থতা প্রদান করেন, গৌরবের ঈশ্বরকে মুখোমুখি দেখার পুরস্কার এর মাধ্যমে (ফিলিপীয় ১:২০—২৪)।

- **মাথা:** যদি ঈশ্বর সুস্থতার এবং মুক্তির জন্য প্রতিটি অনুরোধ শোনেন তবে কী হবে?
- **হৃদয়:** এটা বোঝা কঠিন যে কেন ঈশ্বর সুস্থতার জন্য কিছু প্রার্থনার উত্তর “হ্যাঁ” দেন কিন্তু অন্যান্য প্রার্থনার উত্তর “না” দেন। ঈশ্বর কীভাবে আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেন ,এই বিষয়ে সমস্ত খ্রীষ্টিয়ানদের কী আশা রয়েছে?
- **হাত:** এই সপ্তাহে যারা অসুস্থ বা গৃহবন্দী তাদের জন্য আপনি কোন ব্যবহারিক উপায়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহ পরিচর্যা করতে পারেন?

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়–ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** যীশুর পরিচর্যা কাজ সহজ ছিল না। জনতা প্রায়ই যীশুর শিক্ষাকে ভুল বুঝত। তাঁর শিষ্যরা ভেবেছিলেন তিনি ই ্রায়েলের উপরে রাজনৈতিক নেতা হয়ে উঠবেন। তার বিরোধীদের তার পরিত্রাণ গ্রহণ করা উচিত ছিল কিন্তু পরিবর্তে তারা তাঁর মৃত্যুর ষড়যন্ত্র করেছিল। তবুও, যীশু তাঁর জীবনের জন্য ঈশ্বরের পরিচযার্ পরিত্যাগ করেননি। যীশু তাঁর মৃত্যুকে আমাদের জীবনের বিনিময়ে খুব বেশি মূল্যবান বলে মনে করেননি। পরিবর্তে, যীশু সেই ব্যক্তিদের পরিচর্যা করেছিলেন, যারা তাকে ভুল বুঝেছিল এবং তার নিকটতম শিষ্যদের, যাদের তার প্রতি বিশ্বাসের অভাব ছিল। যীশুর আনুগত্যের কারণে, এর কোনটাই আমাদের খ্রীষ্টের ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে আলাদা করতে পারেনি।
    - কেন আপনি মনে করেন এই অনুচ্ছেদে যীশুর কথাগুলি শিষ্যদের এবং বোনদের বিভ্রান্ত করেছিল?
    - কোন উপায়ে যীশু আপনার জীবনের পুনরুত্থান এবং জীবন?
- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** যীশু মশীহ হিসাবে, মানুষের মানবতার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করেছিলেন। যীশু মানুষের দু:খব্যথা, প্রত্যাখ্যান, বিরোধিতা এবং ক্ষুধা সম্পর্কে জানতেন। যেহেতু যীশু আমাদের মানবতার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করেছেন, তাইকোন দুঃখ বা শোক, ব্যথা বা সন্দেহ, যীশুর পক্ষে পরিচালনা করা খুব কঠিন নয়। যীশু আমাদের সান্ত্বনা এবং সুস্থ করবেন জেনে আমরা আমাদের সমস্ত কষ্ট এবং ব্যথা যীশুর উপর রাখতে পারি।
    - আপনার জীবনের কোন বিষয়ের জন্য যীশুর সান্ত্বনা এবং নিরাময় প্রয়োজন?
    - আপনি যখন আপনার প্রার্থনার প্রতি যীশুর উত্তর বা তাঁর সময় নিয়ে হতাশ বোধ করেন তখন আপনি কী করতে পারেন?
- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ দিতে পারি?** যীশুর শিষ্যরা তাঁকে অনুসরণ করতে থাকে, এমনকি যখন তারা বুঝতে পারেনি কেন তিনি যিহূদায় ফিরে যাচ্ছেন। লাসারের বোনরা যীশুর প্রতি বিশ্বাস রেখেছিল, এমনকি যখন তিনি প্রথমে তাদের প্রার্থনার উত্তর দেননি, যেমনটা তারা চেয়েছিলেন । খ্রীষ্টিয়ানরা জেনে সান্ত্বনা পেতে পারে, যীশুকে অনুসরণ করার জন্য আমাদের সমস্ত উত্তর জানার বা সঠিক পরিমাণে বিশ্বাসের প্রয়োজন নেই। যীশু আমাদের বিশ্বাসের অভাব এবং আমাদের সন্দেহকে

ইতিবাচক ভাবে গ্রহণ করেন এবং নিজেকে প্রেমময় এবং বিশ্বস্ত প্রমাণ করার সাথে সাথে আমাদের বৃদ্ধি ও পরিপক্ক হওয়ার আমন্ত্রণ জানান। যীশু খ্রীষ্টিয়ানদের তাদের যা কিছু বিশ্বাস এবং সান্ত্বনা আছে তা গ্রহণ করার জন্য এবং সেগুলো ব্যবহার করে অন্যদের যাদের বিশ্বাস ও সান্ত্বনার অভাব রয়েছে তাদের কাছে যীশুর ভালবাসা প্রকাশ করার আদেশ দিয়েছেন। যীশুর প্রেম ও সান্ত্বনার দূত হয়ে খ্রীষ্টিয়ানরা ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করে।

- কেন খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য অন্যদের সেবা করা গুরুত্বপূর্ণ, এমনকি তাদের নিজেদের জীবন এবং তাদের নিজস্ব বিশ্বাস নিখুঁতভাবে বের করার আগে?
- কিভাবে ঈশ্বর অন্যদের সাহায্য করার জন্য দুঃখ এবং হতাশার সাথে আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ব্যবহার করেন?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন।
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

পাঠের শিরোনাম: ৮০ যীশু যিরুশালেমে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করেন

পাঠের শাস্ত্রাংশ: লূক ১৯:২৮-৪৪

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: যিরমিয় ৯:৯-১৩

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা :** জেরুজালেমে যীশুর প্রবেশ পুরাতন নিয়মে যীশুর বিজয় যাত্রা সম্পর্কে বলা ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে পূর্ণ করে।
- **হৃদয়:** এই ঘটনাটি বিজয় এবং দুঃখভোগ উভয়ই প্রতিফলিত করে। জনতা যীশুর বিজয় যাত্রায় আনন্দ করে, তবে, যীশু জেরুজালেমে প্রবেশ করে কাঁদেন, কারণ তিনি জানেন ধর্মীয় নেতারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবেন।
- **হাত:** উপাসনামূলক জীবন যাপন করুন। আপনার চারপাশে ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং কাজ সম্পর্কে ক্রমাগত সচেতন থাকুন।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা আর তিনি নিকটবর্তী হইতেছেন, জৈতুন পর্বত হইতে নামিবার স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময়ে, সমুদয় শিষ্যদল যে সকল পরাক্রম—কার্য দেখিয়াছিল, সেই সমস্তের জন্য আনন্দপূর্বক উচ্চ রবে ঈশ্বরের প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিল, লূক ১৯:৩৭।

পাঠের সার সংক্ষেপ: একদিন, যীশু ও তাঁর শিষ্যরা জেরুজালেমে যাচ্ছিলেন। শহরে পৌঁছানোর আগেই তারা জলপাই পাহাড়ে থামলেন। যীশু তাঁর দুই শিষ্যকে বলেছিলেন যেন তারা সেখানে একটি গ্রামে যান। তারা একটি গাধা এবং একটি গাধার বাচ্চাকে একটি খুঁটিতে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পাবেন। তাদের মালিককে বলতে হবে যে, যীশুর এই পশুদের প্রয়োজন আছে এবং কাজ শেষ হলে এগুলোকে তারা ফিরিয়ে দিয়ে যাবেন। শিষ্যরা শহরে গিয়ে যীশুর কথা মতো গাধা ও গাধার বাচ্চাটিকে দেখতে পেলেন। তারা পশুদের নিয়ে গেল যীশুর কাছে এবং পশুদের পিঠে তারা পোশাক পরিয়ে দিলেন। যীশু তাদের উপর বসে সেটায় চড়ে শহরে গেলেন। জনতা যীশুকে অনুসরণ করে জেরুজালেমে চলে গেল। তারা খেজুরের ডাল নাড়ছিল এবং চিৎকার করে বলতে লাগল, "দায়ূদের বংশধরের হোসান্না! ধন্য তিনি যিনি প্রভুর নামে আসছেন!" (ঘওঠ) এই কথা বলে প্রশংসা করছিল। লোকেরা যীশুর সাথে রাজার মত আচরণ করছিল। কিন্তু যীশু জানতেন যে, এই লোকেরা ক্রুদ্ধ হবে এবং তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যাবে।

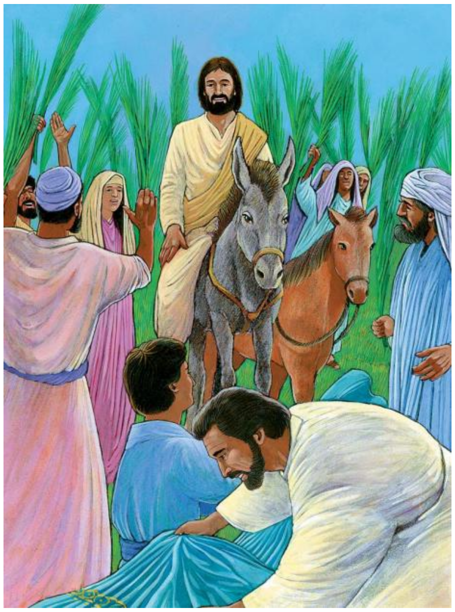

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **গাঁধার বাচ্চা.** শেষবারের মতো জেরুজালেমে প্রবেশ করার আগে, যীশু তাঁর শিষ্যদের একটি গাধার বাচ্চাকে আনতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। যীশু গাধায় চড়ে জেরুজালেমে গিয়েছিলেন, ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তিনিই সেই মশীহ যার সম্পর্কে যিরমিয় ভাববাদী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।
- ২. **মাটিতে চাদর বিছিয়ে রাখা।** ভাববাদী ইলিশায় যিহূদাকে রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করার পরের ঘটনাটি জেরুজালেমে রাজা যীশুর বিজয়ী প্রবেশের মাধ্যমে পুনরায় হয়, তাই জেরুজালেমের কিছু লোক যীশুকে তাদের রাজা হিসেবে স্বাগত জানায় (২ রাজাবলি ৯:১৩)
- ৩. **খেজুরের ডাল** নাড়াানো ইস্রায়েলীয়দের জন্য ঈশ্বরের ব্যবস্থা এবং দয়ার জন্য আনন্দের একটি চিহ্ন ছিল। (লেবীয়পুস্তক ২৩:৪০)
- ৪. **ঈশ্বরের প্রশংসায় চিৎকার করা।** যীশু যখন জেরুজালেমে প্রবেশ করেছিলেন তখন জনতাও ঈশ্বরের প্রশংসা করে চিৎকার করেছিল। তারা গীতসংহিতার ১১৮:২৬ গীত চিৎকার করে গেয়েছিলেন।

পাঠ প্রসঙ্গ যীশু একজন রাজা হিসেবে নিস্তারপর্বের উৎসবে জেরুজালেমে প্রবেশ করেছিলেন। তার প্রবেশটি পুরাতন নিয়মে অনেকগুলি ইঙ্গিত দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে যে একজন বিজয়ী রাজা শহরে প্রবেশ করবে। যাইহোক, জনতার মধ্যে কেউ কেউ যীশুকে রাজা হিসেবে স্বাগত জানালেও, ধর্মীয় নেতারা তা করেনি। জনতা যীশুর যে প্রশংসা করেছিল তাতে তারা রাগ হয়েছিল এবং তাই তাদের থামাতে আদেশ করেছিল।

এই সবের মাঝেই জেরুজালেম গিয়ে কেঁদেছিলেন যীশু। যীশু ধর্মীয় নেতাদের এই মনোভাব জানতেন যে, যাদের তাকে মশীহ হিসাবে স্বাগত জানানো উচিত, তার পরিবর্তে শীঘ্রই তারা তাঁর মৃত্যুর ষড়যন্ত্র করবে। যীশু এটাও জানতেন যে, এই জনতা তার প্রবেশে আনন্দ করছে তাকে একজন রাজনৈতিক এবং সামরিক মশীহ বলে মনে করে, যিনি তাদের রোমের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করবে। এমনকি যীশুর শিষ্যরা তাকে ত্যাগ করবে যখন প্রহরীরা তাকে গ্রেপ্তার করতে আসবে এই বিষয়ও তিনি জানতেন । এইভাবে, সবাই যীশুকে ভুল বুঝেছিল।

যাইহোক, যীশু জানেন যে এটি তার জন্য ঈশ্বরের পথ, এবং যখন আগামী কয়েকদিনে তাঁর প্রচণ্ড কষ্ট হবে, তখন ঈশ্বরের পরিকল্পনার প্রতি যীশুর আনুগত্য তাদের সকলের জন্য যারা যীশুকে প্রকৃত মশীহ হিসাবে গ্রহণ করে, তাদের পরিত্রাণের দিকে নিয়ে যাবে। শিষ্যরা পুনরুত্থানের পরে এই ঘটনাগুলির দিকে ফিরে তাকাবে এবং বুঝতে পারবে, যখন তারা এবং অনেকে যীশুর পরিচর্যাকে ভুল বুঝেছিল, তখন সেগুলো যীশুকে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত মশীহ হতে বাধা দেয়নি।

পরবতীর্ পাঠ্য: যারা শাসনকতার্ মশীহের আশা করছেন তারা এই অনুচ্ছেদটি পড়েন, কারণে এখানে সেই প্রতিশ্রুত মশীহের কথা উল্লেখ রয়েছে যেমনটা ঠিক তারা চেয়েছিলেন। যাইহোক, যীশুর পুনরুত্থানের পরে, যারা যীশুর পরিত্রাণ এবং পাপ থেকে মুক্তির অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল তারা এই অনুচ্ছেদটিতে স্বীকার করেছিল যে মশীহ রোমকে নয়, বরং পাপ এবং মৃত্যুকে জয় করবেন।

বাইবেল অধ্যয়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ুন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** এটি তার শিষ্যদের রূপান্তর সম্পর্কে অন্যদের বলা থেকে নিষেধ করা হোক বা যখন জনতা তাকে জোর করে রাজা করতে চেয়েছিল তখন সেখান থেকে চলে যাওয়ার মাধ্যমেই হোক, যীশু লোকেদের মশীহ হিসাবে তার পরিচয় স্বীকার করতে দেওয়াা থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। জেরুজালেমে তার বিজয় যাত্রা অবশ্য এটিকে বদলে দেয়। এখন, মশীহ সম্পর্কে পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি পূরণ করার জন্য, যীশু জনতাকে মশীহ হিসাবে তাঁর প্রশংসা গান করার অনুমতি দেন। জনতা এখনও বুঝতে পারে না যে মশীহ যীশু কেমন ছিলেন, তবে তাঁর পুনরুত্থানের পরে তারা তা বুঝতে পারবে ।
    - কোন কোন উপায়ে মানুষ আজকে রাজা যীশুকে ভুল বোঝে?
    - কেন ধর্মীয় নেতারা জনতারা যীশুর প্রশংসা করায় এত বিরক্ত হয়েছিলেন?

- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** প্রত্যেকেই যীশুর পরিচর্যার ধরণকে ভুল বুঝেছিল: জনতা, ধর্মীয় নেতার, এমনকি তাঁর শিষ্যরাও। তারা সকলেই যীশুকে মানবিক ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের দিক থেকে দেখেছিল, কিন্তু যীশু আধ্যাত্মিক শক্তি এবং কর্তৃত্ব আনতে এসেছিলেন। খ্রীষ্টিয়ানদের সতর্ক হওয়্যা দরকার যে তারা তাদের হৃদয় ও মনকে যীশুর শিক্ষার জন্য উন্মুক্ত রাখে, যাতে তারা তাদের জীবনে এবং এই জগতে যীশুর পরিচর্যাকে ভুল বোঝার ফাঁদে না পড়ে।
    - আজকে যীশু যাদেরকে জন্য কাঁদছেন তারা কারা, যারা যীশু সম্পর্কে ভুল বোঝে?
    - ঈশ্বর সম্বন্ধে আপনার কিছু ভুল ধারনা কি যা যীশু সংশোধন করেছেন?
- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপান্তরিত করতে পারি?** উপাসনা একটি জীবনধারা। যদিও এমন বিশেষ দিন রয়েছে যেখানে খ্রীষ্টিয়ানরা অন্যদের সাথে একসাথে উপাসনা করে, কিন্তু প্রতিটি খ্রীষ্টিয়ানকে প্রতিদিন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও প্রশংসা দিয়ে তাদের দিনগুলি গঠন করা উচিত।
    - সপ্তাহের প্রতিদিন যীশুর উপাসনা করতে পারেন এমন কিছু উপায় কী?
    - ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও প্রশংসা করার জন্য আপনার কী কী কারণ আছে?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন।
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

পাঠের শিরোনাম: ৮১ যীশু যিরুশালেম মন্দির পরিষ্কার করলেন

পাঠের শাস্ত্রাংশ : লূক ১৯:৪৫-৪৮

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: যিরমিয় ৭:১-১১

পাঠের উদ্দেশ্য :

- **মাথা:** চিনুন যীশু কেবল পাপীদের পরিত্রাণ করতে আসেননি, বরং কিছু বিষয়ের অপব্যবহার সংশোধন করতেও এসেছেন যা ঈশ্বরের উপসনালয়ে মানুষ নিয়ে এসেছেন।
- **হৃদয়:** অর্থের সাথে আপনার সম্পর্কের প্রতিফলন করুন। আপনার সম্পদ, বা সম্পদের অভাব কি আপনার জীবনে ঈশ্বরের আহ্বানে হস্তক্ষেপ করে?
- **হাত:** আপনি কীভাবে আপনার অর্থ ব্যবহার করেন এবং ভাগ করেন তা নিয়ে বুদ্ধিমান হন। অন্যদের সাথে আপনার সম্পদের সহভাগিতা করে,আপনার জীবনে অর্থ যে প্রভাব ফেলে এই বিষয় থেকে বের হয়ে আসুন ।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা তাহাদিগকে কহিলেন, লেখা আছে, আমার গৃহ প্রার্থনা—গৃহ হইবে, কিন্তু তোমরা ইহা দস্যুগণের গহ্বর করিয়া তুলিয়াছ, লূক ১৯:৪৬।

পাঠের সার সংক্ষেপ: যীশু গাধা এবং গাধার বাচ্চার পিঠে চড়ে জেরুজালেমে যাওয়ার পর, তিনি উপাসনার জন্য মন্দিরে থামলেন। যখন তিনি মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি কিছু লোককে তাদের জন্য পশু বিক্রি করতে দেখলেন। তিনি তাদের টাকা লেনদেন করতেও দেখলেন। যীশু যখন লোকদের দেখছিলেন, তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তারা লোকদের সাথে প্রতারণা করছে এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করছে। যীশু এই লোকদের উপর খুব রাগান্বিত ছিলেন কারণ তারা মন্দিরে, ঈশ্বরের গৃহে ছিল এবং সেখানে থেকে লোকেদের মিথ্যা কথা বলছিল এবং প্রতারণা করেছিল। যীশু দৌড়ে টেবিলের কাছে গেলেন এবং সেগুলো উল্টে দিলেন। পাখিরা আকাশে উড়ে গেল, আর টাকার বা- মেঝেতে ভেঙে পড়ল। যীশু এতটাই রেগে গেলেন যে, তিনি লোকদের দিকে চিৎকার করে বলেছিলেন, "'আমার গৃহকে 'প্রার্থনার ঘর বলা হবে', কিন্তু তোমরা এটিকে 'ডাকাতের আস্তানা' বানাচ্ছো" (ঘ৩৩ঠ)। যীশু এই কথা বলার পর, যারা লোকদের ঠকাচ্ছিল তারা এত ভয় পেল যে মন্দির থেকে পালিয়ে গেল।

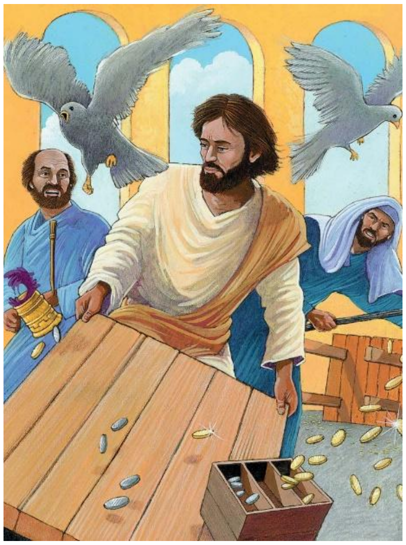

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **মন্দির আদালত।** ইস্রায়েলীয়রা যখন মন্দিরে বলি উৎসর্গ দিতে বা নৈবেদ্য দিতে আসত, তখন তারা কী ধরণের পশু এবং অর্থ ব্যবহার করতে পারে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম ছিল। যারা উপাসনা করবে তাদের কাছে সঠিক ধরনের পশু এবং অর্থ আছে তা নিশ্চিত করার জন্য, কিছু লোক এই জিনিসগুলি বিক্রি করার জন্য মন্দিরে দোকান স্থাপন করেছিল। বিক্রেতারা প্রায়ই এই জিনিষগুলির জন্য খুব উচ্চ মূল্য চার্জ করে।
- ২. **যীশু** একদিন মন্দিরের প্রবেশ করেছিলেন এবং রাগান্বিত হয়েছিলেন যে, বিক্রেতারা এমন একটি এলাকায় ব্যবসা পরিচালনা করছে যেখানে লোকেরা এসে ঈশ্বরের উপাসনা করার কথা ছিল। যীশু বিরক্ত ছিলেন যে বিক্রেতাদের দাম এত বেশি ছিল যে এটি ঈশ্বরের উপাসনা করতে জেরুজালেমে আসা ধর্মীয় তীর্থযাত্রীদের ক্ষতি করেছিল।
- ৩. **রাগান্বিত মানুেষরা।** যীশু যখন এই কাজটি করেছিলেন তখন অনেক লোকের প্রতি তাঁর খুব রাগ হয়েছিল। ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের মতো বিক্রেতারাও বিরক্ত ছিল। তারা ভীত ছিল যে, যীশু এবং তার অনুসারীরা তাদের সমস্ত অর্থ এবং ক্ষমতা কেড়ে নেবে।

পাঠ প্রসঙ্গ মন্দিরের ফটকে জনতা যীশুর প্রশংসা করার পরপরই, যীশু মন্দিরে প্রবেশ করেন। লোকেরা যেখানে প্রার্থনা করার কথা ছিল সেখানে ব্যবসা করছে দেখে যীশু রাগান্বিত হয়ে ওঠেন, যীশু বিক্রেতাদের টেবিলগুলি উল্টে দিলেন। এখানে যীশু অতিরিক্ত রাগের কারণে এই কাজ গুলো করেননি। বরং এই বিশেষ পরিস্থিতিতে যীশু ঈশ্বরের বাক্য প্রকাশ করেছিলেন।

ধর্মীয় তীর্থযাত্রীদের সুবিধা নেওয়া যীশুর দিনের জন্য নতুন ছিল না। এখানে তার কাজগুলো যিশাইয় এবং যিরমিয় ভাববাদীদের ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে পূর্ণ করছে যারা উভয়েই ইস্রায়েলীয়দের একে অপরের সুবিধা না নেওয়্যার বিষয়ে সতর্ক করেছিল।

পরবর্তীর্ পাঠ্য: ঈশ্বর যিরমিয়কে ইস্রায়েলের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রচার করতে পাঠিয়েছিলেন। ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের ঈশ্বরের প্রতি তাদের ভালবাসার প্রকাশ হিসাবে একে অপরের দেখাশোনা করার জন্য আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু, প্রেমের সঙ্গে একে অপরের দেখাশোনা করার পরিবর্তে র্, অনেক ইস্রায়েলীয় একে অপরের সুবিধা নিচ্ছিল।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ুন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** যদিও চার্চ পরিচালনা করতে এবং যাজকদের জন্য অর্থ প্রদান করতে প্রায়শই অর্থ লাগে, কিন্তু অর্থ কখনও কখনও পৃথিবীতে ঈশ্বরের মিশনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। মানুষ অন্যের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা নেয় এই বিষয়টি সঠিক নয়। যীশু খুব বিরক্ত হয়েছিলেন যে লোকেরা ঈশ্বরকে অনুসরণ করছে বলে দাবি করছে কিন্তু তারা ধর্মীয় তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে অন্যায় সুবিধা নিচ্ছে। পবিত্র মন্দিরকে তারা এই কাজে অপব্যবহার করেছে বলেও তিনি বিরক্ত ছিলেন।
    - কেন অনেক লোকের জন্য লোভ এত শক্তিশালী প্রলোভন?
    - কেন কিছু খ্রীষ্টিয়ান নেতা অন্যদের সুবিধা নেওয়ায় পাপে পতিত হয়?
- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** লোভ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য, খ্রীষ্টিয়ানদের নিয়মিত উদারতা অনুশীলন করা উচিত। যখন খ্রীষ্টিয়ানরা অন্যদের সাথে উদার হয়, তখন তারা কেবল ঈশ্বরের উদারতার কথাই মনে করিয়ে দেয় না, কিন্তু ঈশ্বরের ভালবাসাকেও কাজে লাগায়।
    - বিক্রেতাদের লোভ যীশুকে রাগান্বিত করেছিল। টাকা সম্পর্কিত এমন কিছু কি আছে যা আপনাকে রাগান্বিত করে?
    - কিভাবে আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারি আমাদের টাকা দিয়ে আমাদের কী করা উচিত?
- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ দিতে পারি?** যীশু খ্রীষ্টিয়ানদের নিশ্চিত করতে চান যে, অর্থ আমাদের কাজ এবং মূল্যবোধকে নিয়ন্ত্রণ করে না। খ্রীষ্টিয়ানদের সর্বদা অর্থকে তার নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা উচিত, যাতে সম্পদ হিসাবে খ্রীষ্টিয়ানরা এই অর্থ আমাদের পরিবার, মন্ডলী এবং অন্যদের সাহায্য করার জন্য ব্যবহার করে। অর্থ খ্রীষ্টিয়ানদের জন্যপ্রভু হয়ে না উঠে।
    - আপনার সময়, ধন বা প্রতিভা ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে কিভাবে আপনি এই সপ্তাহে অন্যদের সাথে উদার হতে পারেন?

- যে জিনিসগুলো আপনাকে রাগান্বিত করে এবং সেই ক্রোধ থেকে ভালো কিছু নিয়ে আসে আপনি কীভাবে তা গ্রহণ করতে পারেন?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন।
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

পাঠের শিরোনাম: ৮২ গরীব বিধবার দান

পাঠের শাস্ত্রাংশ : মার্ক ১২:৩৮-৪৪

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: ১ করন্থিয় ৯

পাঠের উদ্দেশ্য :

- **মাথা:** সত্যিকারের উদারতা স্বীকার করার অর্থ হল ঈশ্বরকে সবকিছু দেওয়া, শুধুমাত্র আমরা যা মনে করি দেওয়া উচিত তা নয়।
- **হৃদয়:** সান্ত্বনা নাও, ঈশ্বর আমাদের ধন—সম্পদের অনুযায়ী মূল্যায়ন করেন না, বরং আমাদের উদারতার ধন—সম্পদ দেখেন।
- **হাত:** অন্যদের প্রতি উদারভাবে কাজ করতে ইচ্ছুক হন, আপনি চিন্তা করেন যে আপনি এটি বহন করতে পারেন নাকি পারেন না।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা কিন্তু আমি বলি এই, যে অল্প পরিমাণে বীজ বুনে, সে অল্প পরিমাণে শস্যও কাটিবে; আর যে ব্যক্তি আশীর্বাদের সহিত বীজ বুনে, সে আশীর্বাদের সহিত শস্যও কাটিবে, ২য় করিন্থীয় ৯:৬।

পাঠের সার সংক্ষেপ: একদিন, যীশু জেরুজালেমে ছিলেন এবং মন্দিরে কিছু সময় কাটিয়েছিলেন। যখন তিনি সেখানে ছিলেন, তখন তিনি লোকেদের তাদের দান—দশমাংশ আনতে দেখলেন। একটি দানের বা- ছিল

মন্দিরে, এবং মানুষ বা- পর্যন্ত হেঁটে এসে সেখানে তাদের টাকা রাখাবে। যীশু মন্দিরের একপাশে দাঁড়িয়ে লোকেদের দানের বা- টাকা রাখতে দেখছিলেন। তিনি অনেক ধনী লোককে প্রচুর পরিমাণে অর্থ জমা করতে দেখেছিলেন। তারপর তিনি একজন মহিলাকে মন্দিরে যেতে দেখলেন। মহিলাটি একজন বিধবা, যার মানে তার স্বামী মারা গিয়েছিল। তখনকার দিনে অনেক বিধবা মহিলা ছিল খুবই দরিদ্র। যীশু মহিলাটিকে দানের বা- দুটি ছোট তামার মুদ্রা রাখতে দেখলেন। পয়সাগুলোর মূল্য ছিল মাত্র এক পয়সা, কিন্তু এইগুলোই তার শেষ সম্বল ছিল। যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন যে, এই দরিদ্র মহিলা অন্য সমস্ত লোকেদের চেয়ে বেশি অর্থ দিয়েছেন। সে তার সবকিছুই দিয়েছে, কিন্তু অন্যরা তাদের যা ছিল তার থেকে সামান্যই দিয়েছেন।

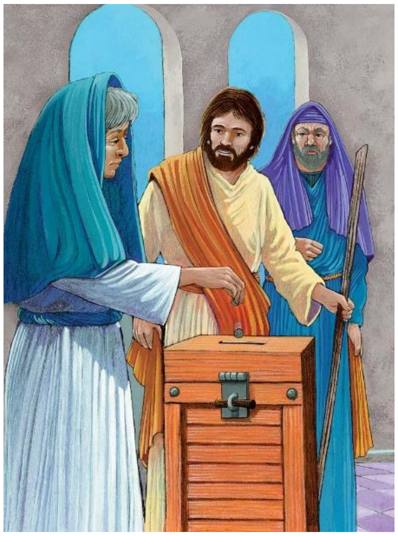

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **মন্দির প্রাংগন।** যীশু এবং তাঁর শিষ্যরা নিস্তারপর্বের সময় জেরুজালেম মন্দিরে ছিলেন। যীশু ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে শিক্ষা দিচ্ছেন।
- ২. **বিধবা।** একজন দরিদ্র বিধবা ঈশ্বরের কাছে তার উপহার দেওয়ার জন্য মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছিল। দান বা- যেখানে লোকেরা তাদের উপহার প্রদান করত তা মন্দিরের খুব প্রকাশ্য স্থানে ছিল। তার উপহারের পরিমাণ খুবই সামান্য, শুধু দুটি তামার মুদ্রা ছিল, যা তখনকার সময়ে প্রচলিত সবচেয়ে ছোট মুদ্রা ছিল।
- ৩. **যীশু** শিক্ষা দিতে বসলেন এবং অনেক লোকের দানের বা- তাদের দান দিতে যাচ্ছে তা লক্ষ্য করলেন। যীশু যখন বিধবাকে তার উপহার দিতে দেখলেন, তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের তাঁর কাছে আসতে এবং আরও শিক্ষা শোনার জন্য ডাকলেন। তাদের প্রতি তাঁর শিক্ষাটি ছিল: "এই বিধবার দান অন্য সকলের দানের থেকে অনেক বড়।" যীশু উপহারের আকার নয়, কিন্তু বিধবা তার সম্পদের তুলনায় যা দিয়েছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে কথা বলেছিলেন। ধনীরা হয়তো অনেক বেশি পরিমাণে দান করেছে, কিন্তু তাদের সম্পদের তুলনায় তাদের উপহার ছিল খুবই কম। এই বিধবা, যদিও তার দেওয়ার পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য, কিন্তু তার যা ছিল তা সবটাই তিনি দান করেছিলেন। অতএব, যীশু এই বিধবাকে ঈশ্বরের প্রতি এতটা বিশ্বাসী হওয়ার জন্য প্রশংসা করেন। কারণ তিনি ঈশ্বরের মঙ্গলের জন্য এত কৃতজ্ঞ যে তিনি তার সমস্ত কিছু ঈশ্বরকে দিয়েছিলেন।

পাঠ প্রসঙ্গ: উৎসবের সপ্তাহগুলিতে জেরুজালেমে লোক সমাগমের সংখ্যা তার নিয়মিত আকারের দশগুণে বেশি হয়েছিল। ধর্মীয় তীর্থযাত্রীরা যারা জেরুজালেমে এসেছিলেন তারা মন্দিরে উপহার হিসাবে দিতে এবং বলিদানে ব্যয় করার জন্য প্রচুর অর্থ নিয়ে এসেছিলেন। ইস্রায়েলীয়দের তাদের অর্জিত আয়ের একটি অংশ দিতে হত মন্দিরে। অতএব, ধনীদের অনেক কিছু দেওয়ার ছিল,কিন্তু গরীবদের দেওয়ার পরিমাণ ছিল সামান্যই। কিন্তু মন্দিরে উপহার দেওয়ার রীতিটা ছিল একটি সর্বজনীন দায়িত্বের কাজ।

যদিও অনেক লোক ধনী ব্যক্তিদের দেওয়া বিশাল আকারের দান দেখে মুগ্ধ হয়, কিন্তু যীশু এই একজন বিধবার দেওয়াা সামান্য উপহার দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। যীশুর কাছে উপহারের আকার গুরুত্বপূর্ণ ছিল না কিন্তু উপহারটি দেওয়ার বড় মনের আকার গুরুত্বপূর্ণছিল। ধনীদের জন্য তাদের

সম্পদের সামান্য শতাংশ ঈশ্বরকে দেওয়া আর্থিকভাবে খুব কষ্টদায়ক ছিল না। কিন্তু এই বিধবার জন্য তার সমস্ত কিছু দেওয়া আর্থিকভাবে খুব বেদনাদায়ক ছিল। কিন্তু, তিনি কৃতজ্ঞ হৃদয় থেকে দিয়েছেন এবং তাই তার যা কিছু ছিল তা দেওয়া তার পক্ষে বেদনাদায়ক ছিল না।

এই বিধবা যীশুর দিনের সবচেয়ে দরিদ্র এবং সবচেয়ে দুর্বল গোষ্ঠীর বিশ্বাসীর প্রতিক। তিনি তার দৈনন্দিন চাহিদা সরবরাহ করার জন্য অন্যদের উদারতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে তার কাছে থাকা সমস্ত অর্থ ধরে রাখার পরিবর্তে, সে স্বেচ্ছায় ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে সমস্ত কিছু দিয়েছিল কারণ তার বিশ্বাস ছিল যে, ঈশ্বর তার জন্য যা ভাল এবং প্রয়োজন সে সমস্তকিছুই সরবরাহ করবেন।

পরবতীর্ পাঠ্য: প্রেরিত পৌল করিন্থের খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে উদার হওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে লিখেছেন। বিশেষ করে, পৌল করিন্থীয় খ্রীষ্টিয়ানদের জেরুজালেমের দরিদ্র খ্রীষ্টিয়ানদের সাহায্যের জন্য উদারভাবে দেওয়ার জন্য আহ্বান করছেন। উদারতা ঈশ্বরের ভালবাসার একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিব্যক্তি। কারণ ঈশ্বর যেমন আমাদের জন্য ভালবাসা এবং যত্ন সহ উদার, আমাদেরও তেমনি অন্যদের জন্য আমাদের ভালবাসা এবং যত্নে উদার হতে হবে।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ুন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** ঈশ্বর যা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন এবং মানুষ যা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন তার মধ্যে প্রায়শই পার্থক্য থাকে। সাধারণভাবে, মানুষ বাইরের দিকে তাকায়, কিন্তু ঈশ্বর অন্তরের দিকে তাকায়। তাই, যদিও ধনীদের দেওয়া বড় অর্থের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু যীশু বিধবার উদারতার হৃদয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। যীশুর জন্য, উপহারের আকার গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবে যা

হৃদয় থেকে দেওয়া হয় তাই গুরুত্বপূর্ণ। বিধবা স্বেচ্ছায় তার সবকিছু দিয়েছিলেন কারণ সে সবকিছুর সাথে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছিলেন।

    - টাকা ছাড়াও, অন্য কোন উপায়ে মানুষ ঈশ্বরের প্রতি উদার হতে পারে?
    - কেন কিছু কিছু লোক ঈশ্বরের প্রতি উদার হতে ভয় পায়?

- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** একজন উদার হৃদয়ের মানুষ হল এমন একজন যে কিনা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে এবং অন্যকে ভালবাসে। উপহারের আকার নির্ধারণ করে না যে কে কতটা উদার, এটি হৃদয়ের আকার যা দিয়ে উপহার দেওয়া হয়েছে তার মাধ্যমে বোঝা যায়। যাইহোক, উদারতা একজন খ্রীষ্টিযানকে তাৎক্ষণিকভাবে দেওয়া উপহার নয়। কিন্তু ঈশ্বর খ্রীষ্টিয়ানদের হৃদয়ের মধ্যে উপহার বৃদ্ধি করেন। এইভাবে, একজন খ্রীষ্টিয়ান জীবনের ছোট ছোট বিষয়ে ঈশ্বরের বিশ্বস্ততা শিখতে পারে এবং সেইজন্য বৃহত্তর বিষয়ে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে পারে।
    - যখন ঈশ্বর আপনার দিকে তাকান, তখন আপনার কাছে কোন সময়, প্রতিভা বা ধন আছে যা ঈশ্বর অন্যের ভালোর জন্য ব্যবহার করতে পারেন?
    - খ্রীষ্টিয়ানদের হৃদয়ে কী ঘটে যখন তারা অন্যদের প্রতি উদার হতে অস্বীকার করে, কিন্তু ঈশ্বর তাদের প্রতি উদার হবেন বলে আশা করে?
- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ দিতে পারি?** আমি আশা করি, আপনি ইতিমধ্যেই ঈশ্বরের আশীর্বাদে অন্যদের প্রতি উদার হচ্ছেন। যাইহোক, খ্রীষ্টিয়ানদের তাদের জীবনে ঈশ্বরের নির্দেশের প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে, কারণ ঈশ্বর প্রায়শই আমাদেরকে অতীতে যা করেছি তার বাইরে যেতে এবং অন্যদের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস এবং উদারতার নতুন পদক্ষেপ নিতে আহ্বান জানাবেন।
    - যখন ঈশ্বর আমাদের সামনে এমন একটি পরিস্থিতি রাখেন যেখানে আমরা উদার হতে পারি, তখন আমরা উদার হতে পারি কি না তা সিদ্ধান্ত নিতে আমাদের কতটা সময় ব্যয় করা উচিত?
    - কীভাবে অন্যান্য খ্রীষ্টিয়ানদের দান পর্যবেক্ষণ করা আমাদের নিজেদের উদারতা বিকাশে আমাদেরকে সাহায্য এবং ক্ষতি করতে পারে?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন।
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

পাঠের শিরোনাম: ৮৩ নিস্তার পর্বের নৈশভোজ

পাঠের শাস্ত্রাংশ : লূক ২২:১-২৩

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: যাত্রাপুস্তক ১১:১-১২:১৩

পাঠের উদ্দেশ্য :

- **মাথা:** বুঝুন যে যীশু নিস্তারপর্বের ভোজকে মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্তির উৎসবের ভোজ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন যা পরবর্তীতে পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তির চিহ্ন হিসেবে পালন করা হয় ।
- **হৃদয়:** পৃথিবীতে পরিত্রাণ আনার জন্য যীশু যে অবিশ্বাস্য মূল্য দিয়েছেন তা বিশ্বাস করুন।
- **হাত:** খ্রীষ্টের বলিদানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে এবং পাপের দাসত্ব থেকে আপনার মুক্তির জন্য মহান আনন্দের সাথে প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করুন।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা তখন তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমার দুঃখভোগের পূর্বে তোমাদের সহিত আমি এই নিস্তারপর্বের ভোজ ভোজন করিতে একান্তই বাঞ্ছা করিয়াছি, লূক ২২:১৫

পাঠের সার সংক্ষেপ: প্রতি বছর, যিহুদীরা নিস্তারপর্বের সপ্তাহ উদযাপন করত। এক নিস্তারপর্বের সন্ধ্যায়, যীশু এবং সমস্ত শিষ্য একসঙ্গে নিস্তারপর্বের খাবার খেয়েছিলেন। এটিই ছিল শেষ প্রভুর ভোজ, যা যীশু তাঁর শিষ্যদের সাথে সহোভাগিতা করেছিলেন। যখন তারা খাচ্ছিল, তখন যীশু তাঁর বন্ধুদের দিকে তাকালেন এবং বললেন যে, তাদের মধ্যে একজন তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। শিষ্যরা দুঃখ পেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে তারা কখনই তা করবে না। যীশু বলেছিলেন, যে ব্যক্তি যীশুর সাথে একই সময়ে তার রুটি বাটিতে ডুবিয়েছিল সেই জনই যীশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন। যীশু যখন যিহূদার দিকে তাকালেন, তিনি বললেন, "হ্যাঁ, এটা তুমি" (ঘওঠ)। তারপর যীশু কিছু রুটি নিয়ে তা ভেঙ্গে দিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, যখন তারা রুটি খেয়েছিল, তখন তাদের মনে করা উচিত যে এটি তার দেহ। তারপর যীশু তুলে নিলেন লাল রঙের আঙ্গুর রসের একটি কাপ। তিনি বলেছিলেন যে, যখন তারা এটি পান করেছিল, তখন তাদের পাপের জন্য তিনি যে রক্তপাত করবেন তা তাদের মনে করা উচিত। আজ যখন আমরা চার্চ এ এটি করি, তখন আমরা একে পবিত্র প্রভুর ভোজ বলি।

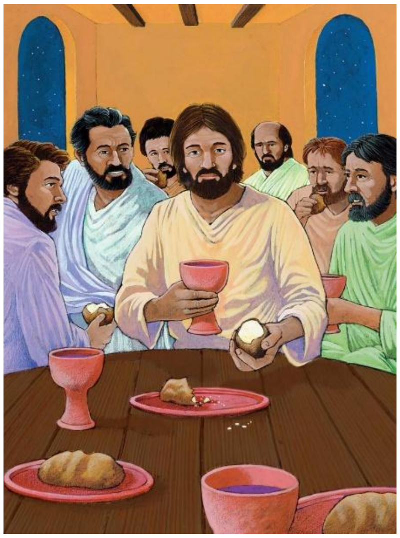

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **উপরের কক্ষ।** নিস্তারপর্বের সময় জেরুজালেমে থাকাকালীন, যীশু পিতর এবং যোহনকে নিস্তারপর্বের ভোজ উদযাপনের জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। নিস্তারপর্বের এই অনুষ্ঠানটি যিহূদীরা প্রতি বছর পালন করে যাতে তারা মিশরের দাসত্ব থেকে ইস্রায়েলীয়দের ঈশ্বরের উদ্ধারের কথা স্মরণ করে।
- ২. **রুটি এবং দ্রাক্ষারস।** নিস্তারপর্বের খাবারের দুটি উপাদান ছিল খামিরবিহীন রুটি এবং দ্রাক্ষারস।
- ৩. **যীশু,** তাঁর মৃত্যুর আগে শিষ্যদের সাথে তাঁর শেষ ভোজ হবে জেনে নিস্তারপর্বের ভোজটিকে মিশরের দাসত্ব থেকে নয়, পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তির অর্থে পালনের বিষয়ে রূপান্তরিত করেছিলেন। যীশু রুটি ভেঙ্গে তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন যে, এটি তার দেহের প্রতীক করে যা তাদের জন্য ভাঙ্গা হবে। যীশু দ্রাক্ষারস হাতে নেন এবং তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন যে, এটি তার রক্তের প্রতীক যা শীঘ্রই তাদের জন্য প্রবাহিত হবে।
- ৪. **শিষ্যরা** বুঝতে পারলেন না যে, যীশু কী বোঝাতে চেয়েছিলেন। যাইহোক, যীশুর পুনরুত্থানের পরে তারা মনে রেখেছিল এবং অবশেষে বুঝতে পেরেছিল যে, যীশু কী বোঝাতে চেয়েছিলেন।

পাঠ প্রসঙ্গ ঈশ্বর মিশরে তাদের দাসত্ব থেকে ইস্রায়েলের জন্য পরিত্রাণ প্রদান করেছিলেন। ইস্রায়েলীয়দের রক্ত দিয়ে তাদের দরজা চিহ্নিত করার বিষয়ে ঈশ্বরের আদেশ মানতে হয়েছিল। যিহুদীরা তাদের ইতিহাসের এই মৌলিক ঘটনাটিকে স্মরণ করার জন্য প্রতি বছর নিস্তারপর্বের ভোজ উদযাপন করে।

আর এখন, যীশুতে ঈশ্বর সমগ্র বিশ্বের জন্য তাদের পাপের দাসত্ব থেকে পরিত্রাণ প্রদান করেন। তাই, এই পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মানুষকে ঈশ্বরের বাক্য মানতে হবে। 'প্রভুর ভোজ' হল একটি উদযাপন যা খ্রীষ্টিয়ানরা তাদের জীবনের এই মৌলিক ঘটনাটিকে স্মরণ করার জন্য প্রায়শই উদযাপন করে।

শিষ্যরা তখনও বুঝতে পারেনি যে, যীশু তাদের পাপের জন্য শীঘ্রই মারা যাবেন। তারা এখনও বিশ্বাস করে যে, তিনি একজন রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় নেতা হবেন যিনি ইস্রায়েলের উপর রোমের ক্ষমতা শেষ করে দেবেন। যীশু হলেন ঈশ্বরের পুত্র, যার মৃত্যু এবং পুনরুত্থান খ্রীষ্টানদের জীবনের উপর পাপের শক্তি শেষ করে দেবে। যাইহোক, যীশু তখনও তাদের সাথে নিস্তারপর্বের এই বিশেষ রূপান্তরকারী খাবারটি সহভাগীতা করে নেন যাতে তারা তখন বুঝতে না পারলেও, তার পুনরুত্থানের

পরে তিনি কি বলেছিলেন তা মনে রাখতে পারে। এই প্রভুর ভোজ তাদের মনে করিয়ে দেবে যে, যীশু সব সময় জানতেন যে তাঁর জীবন ক্রুশে শেষ হবে।

পরবর্তী পাঠ্য: (আরও তথ্যের জন্য পাঠ #১৬ দেখুন) অনেক মহামারীর পরেও ইস্রায়েলীয়দের মিশর থেকে মুক্ত করতে অস্বীকার করার পরে, অবশেষে, প্রথমজাতের মৃত্যুর মহামারীর পরে, ফৌরণ ইস্রায়েলকে মিশর থেকে বের করে দেয়। ইস্রায়েলের পক্ষে ঈশ্বরের পরাক্রমশালী কাজের একটি স্থায়ী স্মারক হিসাবে যেখানে ঈশ্বর মিশরীয়দের প্রথমজাতকে হত্যা করেছিলেন, কিন্তু মেষশাবকের রক্ত দ্বারা চিহ্নিত ইস্রায়েলীয়দের বাড়িগুলোকে রক্ষা করেছিলেন, তাই ইস্রায়েলীয়দের নিস্তারপর্বের এই পর্ব প্রতি বছর পালন করে ।

বিশ্বাসের পথের বিষয় আলোচনা: প্রভুর ভোজ। 'প্রভুর ভোজ' হল নাজারিন চার্চ দ্বারা অনুশীলন করা দুটি পবিত্র ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে দ্বিতীয় অনুষ্ঠান। একটি সাক্রামেন্ট, ঈশ্বরের একটি অভ্যন্তরীণ অনুগ্রহের একটি বাহ্যিক চিহ্ন। যদিও প্রথম ধর্মানুষ্ঠান, ব্যাপটিজম, সাধারণত একজন খ্রীষ্টিয়ানদের আধ্যাত্মিক যাত্রার শুরুতে শুধুমাত্র একবার অনুশীলন করা হয়, খ্রীষ্টিয়ানরা তাদের চিরন্তন পুরষ্কার না পাওয়াপর্যন্ত প্রভুর ভোজ নিয়মিতভাবে পালন করতে হয়।

যীশু তাঁর শিষ্যদের সাথে নিস্তারপর্বের ভোজ উদযাপন করতে জড়ো হয়েছিলেন এবং তাদের সাথে প্রভুর ভোজও পালন করেন । (পাসওভারের পটভূমির তথ্যের জন্য পাঠ #১৬ দেখুন)। যীশু নিস্তারপর্বের ভোজকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন এবং তার আসন্ন মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের প্রত্যাশায় এটিকে নতুন অর্থ দিয়েছিলেন। যদিও এটি একটি মেষশাবকের রক্ত ছিল যা ইস্রায়েলীয়দেরকে মিশরে পাঠানো শেষ মহামারী থেকে রক্ষা করেছিল, এখন এটি যীশু খ্রীষ্টের রক্তের মাধ্যমে হবে যার মাধ্যমে ঈশ্বরের নিখুঁত মেষশাবক দ্বারা পরিত্রাণ এই পৃথিবীতে আসবে। যীশু তাঁর শিষ্যদের এই প্রভুর ভোজ পালন করার জন্য আহ্বান জানান, নিস্তারপর্বের খাবারের মতো বছরে একবার নয়, বরং নিয়মিতভাবে।

- **মাথা:** মিশরের দাসত্ব থেকে ইস্রায়েলকে ঈশ্বরের উদ্ধার এবং পাপের দাসত্ব থেকে খ্রীষ্টিয়ানদের ঈশ্বরের উদ্ধারের মধ্যে কিছু মিল এবং পার্থক্য কী ?
- **হৃদয়:** যখন আপনি ক্রুশে আপনার জন্য যীশু যে বলিদান করেছিলেন তা স্মরণ করেন , তখন আপনি কোন আবেগ এবং অনুভূতি অনুভব করেন?
- **হাত:** এটি আপনার জীবনে কি পার্থক্য এনেছে যে যীশু ক্রুশে মারা গিয়েছিলেন আপনার জন্য পরিত্রাণের পথ প্রদান করতে?

বাইবেল অধ্যয়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;

- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ুন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** ঈশ্বরের ইচ্ছা পুরুষ ও নারীকে তাদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করা। এটা মিশরের দাসত্ব হোক বা পাপের দাসত্ব হোক, ঈশ্বর পরিত্রাণের পথ প্রদান করেন। ঈশ্বরের কাজের স্মরণ হিসাবে, ঈশ্বর বিশেষ ভোজ স্থাপন করেছিলেন। এই খাবারগুলি শুধুমাত্র ঈশ্বরের সন্তানদের মনে করিয়ে দেয় না যে ঈশ্বর তাদের জন্য কী করেছেন, বরং তাদের জীবন ও জগতে ঈশ্বরের প্রতি তাদের ভক্তি এবং ঈশ্বরের কাজকে পুন:নবায়ন করার একটি সুযোগ হিসেবেও কাজ করে। প্রভুর ভোজ,যীশুর নতুন নিস্তারপর্বের খাবার হিসাবে, খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য খুবই বিশেষ ,কারণ এতে তারা কেবল তাদের পরিত্রাণের জন্য মারা যাওয়া একটি মেষশাবককে স্মরণ করে না, কিন্তু ঈশ্বরের মেষশাবক, যীশু খ্রীষ্টকে স্মরণ করে। খ্রীষ্টিয়ানরাও বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর তাদের শক্তিশালী করে এবং প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ করার সময় তাদের উৎসাহিত করে। যেমন, প্রভুর ভোজ হল যীশুর মহান আত্মত্যাগের জন্য শ্রদ্ধার সময় এবং যীশুর মহান প্রেমের জন্য উদযাপনের সময়।
  - আপনার জীবনে পরিত্রাণ আনার জন্য যীশু যে যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন তা আপনি চিন্তা করার সময় কী মনে আসে?
  - কেন খ্রীষ্টিয়ানদের জীবনের জন্য প্রভুর ভোজ পালন এত গুরুত্বপূর্ণ?
- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** ঈশ্বর খ্রীষ্টিয়ানদের পরিত্রাণকে অনেক বেশি দামে কিনেছেন, যীশু খ্রীষ্টের জীবনের বিনিময়ে । তাই, খ্রীষ্টানদের উচিত নয় মন্দতায় জীবন কাটানো। অতএব, খ্রীষ্টানদের যীশুর ভালবাসা এবং আত্মত্যাগের জন্য গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে বাঁচতে হবে।
  - কেন আপনি মনে করেন যীশু স্বেচ্ছায় ক্রুশের যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন?
  - যীশুর পুনরুত্থানের পর শিষ্যরা এই ভোজ সম্পর্কে কেমন অনুভব করেছিলেন বলে আপনি মনে করেন?
- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ দিতে পারি?** প্রভুর ভোজ অনুশীলনটি নম্রতার একটি সময় এবং উদযাপনের একটি আনন্দদায়ক সময় উভয়ই হওয়া উচিত। তারপর, ঈশ্বরের অনুগ্রহের সাথে, খ্রীষ্টানদের পরের সপ্তাহটি অত্যন্ত নম্রতা এবং উদযাপনের সাথে বসবাস করা উচিত।
  - কিভাবে আপনি একটি অর্থপূর্ণ উপায়ে প্রভুর নৈশভোজ গ্রহণ করার জন্য আপনার হৃদয় ও মনকে প্রস্তুত করতে পারেন?
  - এই সপ্তাহে আপনার জীবন কীভাবে খ্রীষ্টের প্রেমের শক্তিকে প্রকাশ করতে পারে?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন।

- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

পাঠের শিরোনাম: ৮৪ গেৎশিমানী বাগানে যীশুর প্রার্থনা

পাঠের শাস্ত্রাংশ : লূক ২২:৩৯-৪৬

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: যিশাইয় ৫০:৪-৭

পাঠের উদ্দেশ্য :

- **মাথা :** যীশু তাঁর গ্রেপ্তার এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময় যে যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন তার চিন্তা করুন।
- **হৃদয়:** প্রলোভনে না পড়ার জন্য যে শক্তির দরকার তার জন্য নিয়মিত প্রার্থনা করার গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝুন।
- **হাত:** আপনার জীবনের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা কি তা জানার জন্য, প্রার্থনায় একাকী দীর্ঘ সময় কাটানোর পরিকল্পনা করুন।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা বলিলেন, পিতঃ, যদি তোমার অভিমত হয়, আমা হইতে এই পানপাত্র দূর কর; তথাপি আমার ইচ্ছা নয়, তোমারই ইচ্ছা সিদ্ধ হউক; লূক ২২:৪২।

পাঠের সার সংক্ষেপ: যীশু শিষ্যদের সাথে শেষ নৈশভোজ করার পর, তিনি তাদের গেৎশিমানী বাগানে নিয়ে গেলেন। যীশু চেয়েছিলেন যে, তারা তাঁর স্বর্গীয় পিতার কাছে প্রার্থনায় সময় কাটাবেন। যীশু যাকোব, যোহন ও পিতরকে তার সাথে বাগানের একটি বিশেষ স্থানে যেতে বললেন, যেখানে তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে চেয়েছিলেন। যীশু জানতেন যে, খুব শীঘ্রই তাকে হত্যা করার জন্য নিয়ে যাওয়া হবে। যীশু ঈশ্বরকে বলেছিলেন যে, তিনি সত্যিই এভাবে মরতে চান না, কিন্তু যদি তাঁকে মৃত্যু বরন করতে হয় তবে তাতেও তিনি রাজি আছেন। যীশু যখন পিতর, যাকোব এবং যোহনকে দেখতে ফিরে এলেন, তখন তিনজনই ঘুমিয়ে ছিলেন। তারা যীশুর সাথে জেগে থাকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তারা খুব ক্লান্ত ছিল তাই তারা ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন। যীশু আবার নিজে নিজে প্রার্থনা করার জন্য তাঁর বিশেষ স্থানে গেলেন। তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন এবং ভয় পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি জানতেন যে ঈশ্বর তাঁর কাছে এটাই চান। যীশু প্রার্থনা করার পরে, তিনি ফিরে গেলেন পিতর , যাকোব ও যোহনের কাছে এবং তারা তখনো ঘুমাচ্ছিল। তিনি তাদের উঠতে বললেন, কারণ কিছু লোক তাঁকে নিয়ে যেতে আসছে।

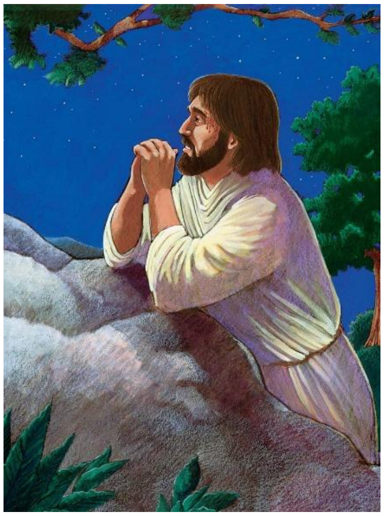

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **জৈতুন পর্বত।** প্রভুর নৈশভোজের সহোভাগিতার পরে, যীশু এবং শিষ্যরা প্রার্থনায় সময় কাটানোর জন্য জৈতুন পাহাড়ে গিয়েছিলেন। তখন গভীর রাত।
- ২. **যীশু।** তাঁর শিষ্যদের ছেড়ে যীশু একাই প্রার্থনা করতে গেলেন। যীশু জানতেন যে, যিহূদা তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং তার গ্রেফতার ও মৃত্যু আসন্ন। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন যে, ঈশ্বর তার ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার মতো বেদনাদায়ক মৃত্যু যন্ত্রণার পরিবর্তে পরিত্রাণের জন্য অন্য উপায় খুঁজে বের করবেন কিনা। কিন্তু তিনি এটাও প্রার্থনা করেছিলেন যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ হয়, তাঁর ইচ্ছা নয়।
- ৩. তাঁর প্রার্থনার গভীরতার কারণে যীশুর শরীর থেকে **রক্তের মতো ঘাম** ঝরেছে!

পাঠ প্রসঙ্গ শিষ্যদের সাথে প্রভুর নৈশভোজের সহোভাগিতার সময়, যেখানে তিনি নিস্তারপর্বের ভোজের আসল অর্থ বুঝিয়েছিলেন, এরপর যীশু তাঁর শিষ্যদের সাথে জৈতুন পাহাড়ে চলে গেলেন। তাঁর গ্রেপ্তার আসন্ন জেনে, যীশু একাকী প্রার্থনায় সময় কাটিয়েছিলেন। প্রার্থনা করতে যাওয়ার আগে, যীশু তাঁর শিষ্যদের প্রলোভনে না পড়ার জন্য শক্তি চেয়ে প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

যীশুর প্রার্থনা তার মানুষ হিসাবে এবং ঐশ্বরিক ক্ষমতার মধ্যে এক ধরনের যুদ্ধ। কারণ তার ঐশ্বরিক স্বত্তা যা ঘটবে সে সম্পর্কে জানত, আর তার মানব প্রকৃতি আশা করছিল যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণের জন্য অন্য উপায় খুঁজে পাওয়া যেতে পারে কিনা । রক্তের মতো ঝরে পড়া ঘাম যীশুর প্রার্থনার তীব্রতা—একাগ্রতা প্রকাশ করে। শেষ পর্যন্ত, যদিও যীশু ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে নিয়েছিলেন ।

যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে ফিরে এসে দেখলেন তারা ঘুমাচ্ছে। তিনি তাদের জাগিয়েছিলেন এবং আবার তাদের বলেছিলেন যে, তাদের প্রলোভনে না পড়ার শক্তির জন্য প্রার্থনা করা দরকার।

পরবতীর্ পাঠ্য : এটি যিশাইয় ভাববাদীর সেবক গানগুলির মধ্যে একটি,যা যীশুকে মশীহ হিসাবে ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। এই অনুচ্ছেদে, যিশাইয় ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে কীভাবে মশীহ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করার জন্য স্বেচ্ছায় দুঃখকষ্টের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করবেন। মশীহের এই অটুট বিশ্বাস ছিল যে, যাই ঘটুক না কেন, ঈশ্বর তাকে কখনই পরিত্যাগ করবেন না।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ুন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** এটি সবচেয়ে শক্তিশালী অনুচ্ছেদগুলির মধ্যে একটি যা যীশুর মানবিক দিকটি প্রকাশ করে (এছাড়াও যোহন ১১:৩৩-৩৬ দেখুন)। যদিও যীশু তার মিশনের শুরু থেকেই জানতেন যে, সমস্ত মানবতার পরিত্রাণের পথ খোলার জন্য তিনি কষ্ট পাবেন এবং মৃত্যুবরণ করবেন। এর অর্থ এই নয় যে এই কষ্ট এবং মৃত্যু তাঁর জন্য সহজ ছিল। যিহুদার বিশ্বাসঘাতকতা ইতিমধ্যেই চলছিল এবং তার গ্রেপ্তার আসন্ন ছিল, কিন্তু যীশু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন যে পরিত্রাণ সম্পাদন করার অন্য কোন উপায় আছে কিনা। শেষ পর্যন্ত, যদিও, যীশু জানেন যে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করা তার যেকোন কষ্টের চেয়েও বেশি মূল্যবান।
    - এখানে যীশুর যন্ত্রণা কিভাবে আপনাকে বুঝতে সাহায্য করে যে তিনি আপনার জন্য অবিশ্বাস্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন?
    - আপনি কখনো কি খুব গভীরভাবে প্রার্থনা করেছেন?
- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** যীশু তাঁর জীবনের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণে সম্পূণরুপে নিবেদিত ছিলেন। তবে, এর অর্থ এই নয় যে সেই ইচ্ছা পূরণ করা সহজ বা ব্যথাহীন ছিল। একজন খ্রীষ্টিয়ান হওয়ার অর্থ হল, ঈশ্বর আমাদেরকে এমন পরিস্থিতিতে ডেকে আনবেন যেখানে আমরা অন্যদের বোঝা ও ব্যথা বহন করতে সাহায্য করবো। ঈশ্বর আমাদের সুসমাচারের জন্য অত্যাচার সহ্য করার জন্যও ডাকতে পারেন। এই সময়ে, আমাদেরকে উদ্ধার করতে বা আমাদের রক্ষা করার জন্য ঈশ্বরের সাহায্য চাওয়ার মধ্যে কোন ভুল নেই। শেষ পর্যন্ত, যদিও, আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করা।
    - কেন ঈশ্বর এই জীবদ্দশায় সমস্ত যন্ত্রণা ও কষ্ট থেকে সমস্ত খ্রীষ্টিয়ানদের রক্ষা করেন না?
    - যেহেতু শয়তান সর্বদা খ্রীষ্টিয়ানদের জীবনে প্রলোভন পাঠাবে, তাই খ্রীষ্টিয়ানদের কীভাবে প্রলোভন সম্পর্কে প্রার্থনা করা উচিত?

- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ দিতে পারি?** প্রেম এবং অনুগ্রহের সবচেয়ে শক্তিশালী কাজগুলির মধ্যে একটি হল অন্যদের জন্য প্রার্থনা করা। যাইহোক, খ্রীষ্টানদের মনে রাখতে হবে যে তাদের নিজেদের জীবনেও ঈশ্বরের ভালবাসা এবং অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা করতে হবে। কিন্তু আমাদের ভালো সময় আমরা প্রার্থনা করতে ভুলে যায় । তবে,ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে থাকার জন্য, খ্রীষ্টানদের আলাদা প্রার্থনার জন্য নিয়মিত সময় আলাদা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
    - প্রার্থনায় দীর্ঘ সময় কাটানোর জন্য স্থান ও সময় কোথায় এবং কখন আলাদা করতে পারেন?
    - নিজের জন্য প্রার্থনা করা এবং অন্যদের জন্য প্রার্থনা করার মধ্যে একটি ভাল ভারসাম্য কী বলে আপনি মনে করেন?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন।
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

পাঠের শিরোনাম: ৮৫ যীশুকে গ্রেপ্তার করা হল

পাঠের শাস্ত্রাংশ : মথি ২৬:৪৭-৫৬

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: আদিপুস্তক ৩৭অধ্যায়

পাঠের উদ্দেশ্য :

- **মাথা :** যীশুর একজন শিষ্য বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং যীশুর মৃত্যুর বিষয়ে যিহূদী নেতাদের সংগে ষড়যন্ত্র করেছিল এই বিষয়ে চিন্তা করে দু:খ করুন ।
- **হৃদয়:** সচেতন থাকুন, পাপের শক্তি একজন ব্যক্তির হৃদয়কে এতটাই প্রভাবিত করতে পারে যে তারা যা ভাল কাজ বলে মনে করে তা আসলে ঈশ্বরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করায় পরিণত হয়।
- **হাত:** শয়তান আপনাকে যে উপায়ে প্রলুব্ধ করে সেগুলি সম্পর্কে সতর্ক থাকুন, যাতে আপনি সুরক্ষার পেতে পারেন এবং সেই ক্ষেত্রগুলিতে কীভাবে ঈশ্বরের সুরক্ষা এবং নির্দেশনার জন্য প্রার্থনা করতে হয় তা জানতে পারেন।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা সেই সময়ে যীশু লোকসমূহকে কহিলেন, লোকে যেমন দস্যু ধরিতে যায়, তেমনি কি তোমরা খড়্গ ও যষ্টি লইয়া আমাকে ধরিতে আসিলে? আমি প্রতিদিন ধর্মধামে বসিয়া উপদেশ দিয়াছি, তখন ত আমাকে ধরিলে না, মথি ২৬:৫৫।

পাঠের সার সংক্ষেপ: জেরুজালেমের পুরোহিত এবং শিক্ষকরা মনে করেছিলেন যে, যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলাটা পাপ ছিল। যিহুদা জানত যে, পুরোহিতরা যীশুকে ঘৃণা করে, তাই সে তাদের সাথে কথা বলতে গেল। যিহূদা তাদের জিজ্ঞাসা করেছিল যে, তারা যীশুকে কোথায় পাবে তা যদি সে তাদের বলে তবে তারা তাকে কী দেবে। পুরোহিতরা যিহুদাকে ৩০টি রৌপ্য মুদ্রা অফার করেছিল, তাই সে রাজি হয়েছিল এবং যীশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। শিষ্যরা যীশুর সাথে শেষ নৈশভোজ খাওয়া শেষ করার পরে, যিহূদা পুরোহিতদের খুঁজতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তলোয়ার বহনকারী একটি বড় দল যিহূদাকে অনুসরণ করে গেৎসিমানী বাগানে চলে গেল। যিহূদা জানত যে, যীশু সেখানেই থাকবেন। যিহূদা লোকদের বলেছিলেন যে, তিনি যে ব্যক্তিকে চুমু দিবেন তিনিই, যীশু। যখন যিহূদা যীশুকে চুমু দিয়েছিলেন, তখন লোকেরা যীশুকে ধরল এবং তাকে গ্রেপ্তার করল। পিতর এতই রেগে গেলেন যে, তিনি তার তলোয়ার নিয়ে একজনের কান কেটে ফেললেন। যীশু লোকটির কান স্পর্শ করলেন এবং তাকে সুস্থ করলেন। যীশু জানতেন যে, এই সবই ঈশ্বরের পরিকল্পনার অংশ, তাই তিনি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি।

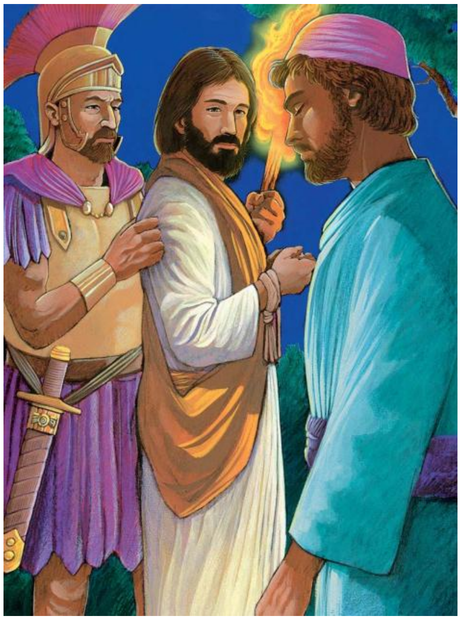

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **যীশু** গেৎশিমানী বাগানে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিলেন। তিনি তার আসন্ন গ্রেফতার ও ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন।
- ২. **যিহুদা,** তার ১২ জন শিষ্যের একজন, যে প্রধান পুরোহিতদের কাছে যীশুকে ধরিয়ে দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। প্রধান পুরোহিতরা যীশুর শিক্ষা বা তার কথা শোনেন এমন বিশাল জনতা পছন্দ করেননি। তাই, তারা খুশি হয়েছিল যখন যিহুদা রাতে যীশুকে তাদের কাছে ধরিয়ে দিতে রাজি হয়েছিল কারণ তখন লোকদের ভিড় ছিল না। তারা যিহূদাকে তার বিশ্বাসঘাতকতার বিনিময়ে ৩০ রৌপ্য মুদ্রা দিয়েছিল। এটি যীশুকে অবাক করেনি, তিনি জানতেন যে যিহূদা বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং এই সবই ছিল ঈশ্বরের পরিত্রাণের পরিকল্পনার অংশ।
- ৩. **রোমান সৈনিক।** প্রধান পুরোহিতদের যীশুকে হত্যা করার ক্ষমতা ছিল না, এবং তাই তারা রোমান কর্তৃপক্ষের সাথে ষড়যন্ত্র করে যীশুকে গ্রেপ্তার করে এবং অবশেষে তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে।

পাঠ প্রসঙ্গ যীশু শিষ্যদের আগেই যা যা বলেছিলেন সেই সবকিছু ঘটছিল। শেষ নৈশভোজে, তিনি তাদের বলেছিলেন, একজন শিষ্য তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। যিহুদা ইতিমধ্যেই ৩০ রুপোর টাকার বিনিময়ে যীশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে রাজি হয়েছিল। সুসমাচার লেখকরা কখনই তাদের লেখায় কেন যিহূদা বিশ্বাসঘাতকতা করবে তার কারণ সম্পর্কে বলেননি। যিহূদা কি লোভী ছিল? যিহুদা কি ভেবেছিল যে, যীশু একজন জাগতিক শাসক হতে চলেছেন, নাকি রোমানদের বিরুদ্ধে যীশুকে অবনত করতে চেয়েছিলেন? যিহুদা কি যীশুর প্রতি অবাধ্য হয়েছিল এবং নিজে একজন নেতা হতে চেয়েছিল ? আমরা জানি না কেন, তবে যিহুদা যীশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে রাজি হয়েছিল।

ধর্মীয় নেতারা একমত হয়েছিল যে, যীশু একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি ছিলেন। যেখানে ধর্মীয় নেতারা, রোমানদের তাদের জমি দখলের জন্য ঘৃণা করত এবং রোমানরাও তাদের ভয় পেত। ধর্মীয় নেতারা বিশ্বাস করেছিলেন যে যীশু রোমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেবেন এবং হেরে যাবেন। এবং রোমানরা তখন ইস্রায়েলীয়দের কাছ থেকে আরও বেশি অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের শাস্তি

দেবে, এমনকি মন্দিরে উপাসনার অধিকারও কেড়ে নেবে। অতএব, এই ঝামেলাপূর্ণ নেতা থেকে পরিত্রাণ পেতে এবং আরও রোমান অত্যাচার থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য, তারা যীশুকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল।

যোহনের সুসমাচার প্রকাশ করে যে, পিতর সেই শিষ্য ছিলেন যিনি যীশুর গ্রেপ্তার বন্ধ করার জন্য তলোয়ার ব্যবহার করেছিলেন। যীশু তার মিশন সম্পন্ন করার জন্য কখনও সহিংসতা করেননি। যিহুদা যীশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে একটি ভয়ানক পাপ করেছিল, তবে, পিতরের এই আঘাত করাও ছিল ভুল। নিজেকে রক্ষা করার জন্য আক্রমণ করার পরিবর্তে, যীশু ঈশ্বরের ইচ্ছাকেই স্বীকার করেছিলেন।

পরবর্তী পাঠ্য: (আরো তথ্যের জন্য পাঠ #১০ দেখুন) যদিও যীশুর প্রতি যিহুদার বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনার সাথে এই ঘটনা খুব একটা তুলনা করা যায় না, কিন্তু যোসেফও তার ভাইদের হাতে কষ্ট পেয়েছিলেন, যাদের তাকে বিক্রি করার পরিবর্তে তাকে রক্ষা করা উচিত ছিল। ভাইদের, যোসেফের প্রতি হিংসা ও রাগ ছিল এবং তাকে মেরে ফেলার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিল।

বিশ্বাসের পথের বিষয় আলোচনা: ৮. ভদ্রতা। ভদ্রতা হল ভালো ব্যবহার করা । এর অর্থ এই নয় যে আপনি কখনই মন খারাপ করবেন না এবং এর অর্থ এই নয় যে আপনি অন্যদের আপনার সুবিধা নিতে দেবেন । পরিবর্তে, এর অর্থ সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবহার করা । এই পাঠে, যিহূদা, বিশ্বাসঘাতকতা করার সময় এবং সৈন্যদের মুখোমুখি হওয়ার সময় যীশু খুব কোমল মনোভাব দেখিয়েছিলেন। কিন্তু, ঠিক আগের দিন যীশু বিক্রেতাদের এবং কর আদায়কারীদের উপর ঈশ্বরের মন্দির অপবিত্র করার জন্য রাগ প্রকাশ করেছিলেন ।উভয় বিষয়টি যদিও খুব আলাদা, কিন্তু যীশু তার আবেগ এবং কাজে তার ঐশ্বরিক শক্তি প্রকাশ করেছিলেন। একজন ভদ্রতায় পূর্ণ খ্রীষ্টিয়ান জানেন কখন কারও মুখোমুখি হতে হবে এবং কখন চুপ থাকতে হবে এবং উভয় পরিস্থিতিতে ঈশ্বর প্রদত্ত জ্ঞানের বাইরে কাজ করা উচিত নয়।

- **মাথা:** এমন কিছু পরিস্থিতি কী কী যেখানে একজন ভদ্র ব্যক্তি সাহসী উপায়ে কাজ করবেন এবং এমন কিছু পরিস্থিতি কী কী যেখানে একজন ভদ্র ব্যক্তি শান্ত উপায়ে কাজ করবেন?
- **হৃদয়:** সমস্ত খ্রীষ্টিয়ান তাদের রাগ ধরে রাখতে পারে না , এমনকি একজন আত্মা—পূর্ণ খ্রীষ্টিয়ান হিসাবেও। আপনার মধ্যে একটি নম্রতার মনোভাব গড়ে তোলার জন্য আপনি কী পদক্ষেপ নিতে পারেন যা আপনার রাগ কমাতে আপনাকে সাহায্য করবে?
- **হাত:** একজন খ্রীষ্টিয়ান যখন একজন রাগান্বিত ব্যক্তির মুখোমুখি হয় তখন তাদের কি ধরনের ব্যবহার করা উচিত ?

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;

- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ুন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** বাইবেলে যীশুর প্রতি যিহুদার বিশ্বাসঘাতকতার চেয়ে বড় পাপ আর নেই ।যদিও ঈশ্বর এই বিশ্বাসঘাতকতাকে পরিত্রাণের পরিকল্পনায় ব্যবহার করেন, কিন্তু ঈশ্বর যিহুদার কাজকে সমর্থন করেন না। (লূক ২২:২০-২২ দেখুন) কেন যীশুর শিষ্যদের একজন, যিনি তাঁর শিক্ষার অধীনে তিন বছর অতিবাহিত করেছিলেন এবং তাঁর অলৌকিক কাজগুলি দেখেছিলেন, তিনি কেন তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন এই বিষয়টি কল্পনা করা কঠিন। হয়তো এই কারণেই সুসমাচার লেখকদের মধ্যে কেউই যিহূদার বিশ্বাসঘাতকতার কারণ দেননি, তারা কেবল এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। যীশু, ঈশ্বর এই বিশ্বাসঘাতকতাকে ভালোর জন্য ব্যবহার করছেন জেনে, শত্রুদের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন।
  - অন্যদের পাপপূর্ণ কাজ থেকে ঈশ্বর কি কি উপায়ে ভালো কাজ করেছেন ?(রোমীয় ৮:২৮ দেখুন)
  - ধর্মীয় নেতারা এবং যিহুদার মতো লোকেরা কেন বিশ্বাস করে যে তাদের বিশ্বাসঘাতকতা থেকে ভাল কিছু বেরিয়ে আসতে পারে?
- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** শয়তান মানুষকে ধোঁকা দেয়। সে এদোন বাগানে আদম ও হবাকে প্রলোভন দেখিয়েছিল যে নিষিদ্ধ ফল খাওয়া তাদের আরও ঈশ্বরের মতো করে তুলবে। শয়তান ধর্মীয় নেতাদের এবং যিহুদাকে পাপে ফেলেছিল এই প্রলোভন দেখিয়ে যে যীশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা তাদের জীবনের উপকার করবে। আজও, শয়তান মানুষকে প্রতারিত করে ও বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে পাপ করা আসলে তাদের ভালো কিছু আনবে এবং অন্যদের ক্ষতি করবে না। কিন্তু যেমন সমস্ত খ্রীষ্টিয়ান জানেন, পাপ মানুষের উপকার করে না, কিন্তু তাদের এবং অন্যদের ক্ষতি করে।
  - আজ মানুষ এমন কোন পাপ করে যা তারা মনে করে না তা তাদের বা অন্যদের ক্ষতি করবে?
  - কেন আপনি মনে করেন যিহুদা যীশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে?
- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ দিতে পারি?** কোন খ্রীষ্টিয়ান শয়তানের প্রলোভন থেকে মুক্ত নয়। যদিও যীশুর পরিত্রাণ খ্রীষ্টিয়ানদের জীবনে পাপের শক্তিকে ভেঙে দেয়,কিন্তু খ্রীষ্টিয়ানরা এখনও শয়তানের প্রলোভনে পড়ে পাপে ফিরে যেতে পারে। তাই, খ্রীষ্টিয়ানের শয়তানের প্রলোভন থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের জীবনে বাধা সৃষ্টি করা অপরিহার্য। এই বাধাগুলির মধ্যে রয়েছে বাইবেল অধ্যয়ন করা, অন্যদের সাথে উপাসনা করা এবং আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতাদের কাছ থেকে শেখা।
  - প্রলোভনে পড়া থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য আপনি কী করতে পারেন?
  - আপনি যদি প্রলোভনে পড়েন তবে আপনার কী করা উচিত?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন।
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

পাঠের শিরোনাম: ৮৬ পিতর যীশুকে অস্বীকার করলেন

পাঠের সাস্ত্রাংশ: লুক ২২:৫৪-৬২

সহায়ক সাস্ত্রাংশ: ইবীয় ৪:১৪—১৬

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা :** যীশুর খুব প্রিয় শিষ্য তাঁর খুব কঠিন প্রয়োজনের সময় তাকে অস্বীকার করলেন। পিতরের দাবী অনুসারে, তিনি কখনই যীশুকে ছেড়ে যাবেন না। কিন্তু যখন কঠিন বিপদ এলো পিতর যীশুকে অস্বীকার করলেন।
- **হৃদয় :** কঠিন পরিস্থিতিতে পড়লে মানুষের আসল চরিত্র বোঝা যায়। পিতর নিজেই প্রমান করে দেখালেন যে, যেকোন বিষয়ে মুখে বলা সহজ কিন্তু কঠিন পরিস্থিতিতে সেটি করে দেখানো অনেক কঠিন। তবে ব্যর্থতাকে ভাগ্যের পরিহাস বলে গ্রহন না করে আমরা যীশুর কথা স্মরণ করি যে তিনি সবসময় ক্ষমা করা, আরোগ্য করা ও পুনরুদ্ধার করবার কাজই করেছেন।
- **হাত :** যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের স্বার্থে আমরা তাঁর জন্যই ত্যাগস্বীকার করতে সবসময় প্রস্তুত থাকি।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা কেননা আমরা এমন মহাযাজককে পাই নাই, যিনি আমাদের দুর্বলতাঘটিত দুঃখে দুঃখিত হইতে পারেন না, কিন্তু তিনি সর্ববিষয়ে আমাদের ন্যায় পরীক্ষিত হইয়াছেন, বিনা পাপে’, ইব্রীয় ৪:১৫।

পাঠের সারসংক্ষেপ প্রভুর সংগে শেষ ভোজের সময় যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, তারা সকলেই তাঁকে অস্বীকার করবে। এই অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে, আপনি একজনকে আসলে চেনেন অথচ বলছেন যে চেনেন না। এসময়ে পিতর উঠে দাড়িয়ে বললেন, যীশুকে অস্বীকার করবার আগে তার যেন মৃত্যু হয়। যীশু তার দিকে ফিরে তাকালেন আর বললেন, ভোরে মোরগ ডেকে উঠবার আগেই তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করবে। ঐ রাতে যখন রলাকেরা যীশুকে ধরে নিয়ে গেল তখন পিতর মহাযাজকের বাড়ীতে গেলেন যীশুর প্রতি কি করা হয় তা দেখবার জন্য। এসময়ে একজন যুবতী মেয়ে পিতরের কাছে জানতে চাইল, আপনি নিশ্চয় যীশুকে চেনেন কারন আপনি ত তাঁর সংগে ছিলেন। পিতর তাকে উত্তর দিয়ে বললেন, তুমি কি বলছ আমি জানিনা। এরপর আর একজন মহিলা বলল, আমি ত তেমাকে ঐ যীশুর সংগে দেখেছি। পিতর তাকেও একই ভাবে বললেন, আমি তাকে চিনি না। এর একটু পরে একদল লোক পিতরকে দেখিয়ে বলল, এই লোকটা নিশ্চয় যীশুর একজন শিষ্য কারন সে তাদের মত করেই কথা বলে। কিন্তু যীশুকে অস্বীকার করে পিতর বললেন, ’আমি এই লোকটাকে চিনি না’! আর ঠিক তখনই মোরগ ডেকে উঠল।

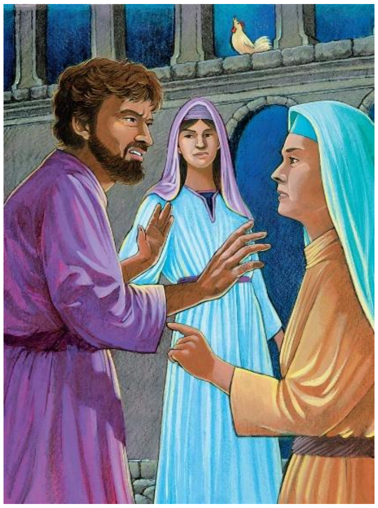

ছবি থেকে শেখা:

- ১.**শিরোনাম মহাযাজকের আদালত :** যীশুকে গ্রেফতার করবার পর সৈনিকেরা যীশুকে দ্রুত বিচার করবার জন্য মহাযাজক কায়াফা'র বাড়ীতে নিয়ে গেল। মহাযাজকের বাড়ীতে বেশ বড় প্রাংগন ছিল। এখানে অনেক লোক জড়ো হয়ে আগুন জ্বালিয়ে শীত নিবারন করছিল।
- ২. **পিতর যীশকে** অনুসরন করে মহাযাজকের বাড়ী পর্যন্ত গেল এবং মহাযাজকের আদালতের একটু দুরে দাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করছিল যে যীশুর প্রতি কি করা হয়।
- ৩. **একজন দাসী মেয়ে** পিতরকে দেখিয়ে বলল, "এই ব্যক্তিও ঐ লোকটার সংগে ছিল"। কিন্তু পিতর মেয়েটির কথা অস্বীকার করল কারন সে বেশ ভয় পেয়েছিল।
- ৪. **দ্বিতীয় একজন লোক** একই ভাবে দাবী করে বলল যে, সে তাঁর সংগে সংগেই ছিল। পিতর আবার তার কথা অস্বীকার করল। এরপর তৃতীয় একজন দাবী করে বলল যে, পিতর যীশুর একজন অনুসারী ছিলেন। একই ভাবে পিতর তৃতীয়বার তার কথা অস্বীকার করলেন।
- ৫. **মোরগ ডেকে উঠল,** তৃতীয়বার যীশুকে অস্বীকার করবার পর মোরগ ডেকে উঠল, আর তখনই পিতরের মনে পড়ল যে, যীশু বলেছিলেন ভোর হবার আগেই সে যীশুকে তিনবার অস্বীকার করবে। যীশুর সেই কথা মনে পড়বার পরই পিতর মহাযাজকের প্রাংগন থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেল এবং অনেক কাঁদতে লাগল।

পাঠ প্রসঙ্গ যীশু গ্রেফতার হবার পর তাঁর সব শিষ্যরা ভয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু পিতর গোপনে সৈন্যদের পেছন পেছন যীশুকে অনুসরণ করতে লাগল। তারা যীশুকে নিয়ে মহাযাজকের বাড়ীতে পৌছালে পিতরও তাদের পেছনে পেছনে গিয়ে মহাযাজকের বাড়ীর প্রাংগনে ঢুকল যেন যীশুর কি বিচার হয় তা দেখতে পারে। সেখানে তিন তিন জন মানুষ পিতরকে চিহ্নিত করবার চেষ্টা করল যে সেও যীশুর সংগী ও তাঁর শিষ্যদের একজন। পিতর যীশুর সংগে তার সম্পর্কেও বিষয়টি গুরুত্ব না দিয়ে বরং যীশু যেমনটি বলেছিলেন, ঠিক সেভাবেই যেন যীশুকে তিন তিনবার আস্বীকার করলেন।

মহাযাজকের বিচার প্রাংগনটা ছিল পিতরের জন্য বেশ ঝুকিপুর্ণ। কারন পিতর যীশুকে গ্রেফতার করবার সময় পিতর মহাযাজকের একজন দাসকে কান কেটে দিয়েছিল, যে কারনে তিনি বিচারের সম্মুখিন হবার আশংকা করছিলেন।

যীশুকে তৃতীয়বার অস্বীকার করবার পর পিতর দেখলেন যে, তার প্রিয় যীশু তার দিকেই তাকিয়ে আছেন। তখন মোরগ ডাকছে। পিতর চিন্তা করলেন, এই ত কিছুক্ষন আগেই যীশু তাকে বলেছিলেন যে মোরগ ডাকবার আগে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করবে (লুক ২২:৩৪)। পিতর লজ্জায় মাথা নত করে গভীর মর্মবেদনায় কাঁদতে কাঁদতে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এই পাঠের ঘটনাগুলো থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। একটি বিষয় আমাদের মনে রাখা দরকার যে, এখানেই যীশুর সংগে পিতরের ঘটনাবলির শেষ নয়। মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থিত হবার পর যীশু এই পিতরকেই তাঁর শিষ্য হিসাবে খুব বড় দায়িত্ব প্রদান করলেন (যোহন ২১:১৫-১৯)। এই ব্যর্থতার ঘটনার মধ্যে দিয়ে পিতর নিজের কাপুরুষোচিত ভিতু চরিত্রকে যেন নিজেই উপলব্ধি করতে পারলেন, যার ফলে তিনি নিজেকে নতুন ভাবে আবিস্কার করতে পারলেন এভাবে যে, তার মধ্যে যা কিছু ভাল তা তার নিজের কারনে নয় কিন্তু যীশুর কাছ থেকেই পাওয়া।

দ্বিতীয় পর্যায়ের অংশ : যিরুশালেমের দুষ্ট মহাযাজক যে যীশুকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে দোষী দাবী করে রোমীয় শাসনকর্তার কাছে বিচারের জন্য পাঠিয়েছিল সে নয়, আমাদের আসল মহাযাজক হচ্ছেন, যীশু খ্রীষ্ট। কারন আমাদের এই মহান মহাযাজক যেহেতু তিনি নিজেও অনেক প্রলোভন—পরীক্ষা সহ্য করেছিলেন তাই আমাদের অনেক দোষ—দুর্বলতা থাকলেও আমাদের প্রতি সহানুভুতিশীল থাকেন সবসময়। আর এই কারনে আমরা যখন তাঁকে বিশ্বাস করে ডাকি তিনি আমাদের প্রতি করুনা ও অনুগ্রহ নিয়ে সব প্রার্থনা উত্তর দেন।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ুন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

আলোচনা করা:

- **মাথা : সাস্ত্রাংশে যা লেখা হয়েছে তার অর্থ কি ?** আমরা যাকে খুব ভালবাসি কখনই তার কাছে ব্যর্থ হতে চাই না। আবার কেউই আমরা জনসমক্ষে নিজেদেরকে ব্যর্থ হতে দিতে চাই না। সেজন্য এভাবে যীশুর বিষয়ে ব্যর্থ হওয়াটা পিতরের জীবনের জন্য খুব বেদনাদায়ক ঘটনা ছিল। পিতর, যিনি নিজেকে সব সময় যীশুর কাছে খুব নিবেদিত, খুব যত্নবান ও ভালবাসার একজন প্রিয় শিষ্য হতে চেয়েছিলেন, সে অনুসারে তিনি কাজের মধ্যে দিয়ে তার প্রমাণ দিতে পারেন নি। তবে এইসব ঘটনার মধ্যে দিয়ে যে সুখবরটি আমরা পাই তাহচ্ছে, এই ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে যীশুর সেব দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে সেগুলি নিয়ে এখন যীশু তাকে সাহায্য করে উপযুক্তভাবে গঠন করতে পারবেন, যেন তাকে শীর্ষ অবস্থানে নিয়ে যেতে পারেন। এভাবে আমাদের সবার জীবনের ব্যর্থতার ঘটনাগুলি নিয়ে যীশু চিন্তা করেন, কাজ করেন যেন আমরা সেগুলি বুঝতে পারি এবং যীশু তাঁর ক্ষমা, ভালবাসা ও শক্তি দিয়ে সাহায্য করে আমাদেরকে বড় করে তুলতে পারে।
    - কি মনে করেন, যীশুর কঠিন মৃত্যু ও পুনরুত্থানের দিনগুলিতে পিতরের জীবনে কি কি ধরণের চিন্তা ও অনুভূতি আসছিল ?
    - কেন শয়তান সবসময় চিন্তা করে যে, খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা এমন চিন্তা করুক যে, তার পাপ বা এত বড় যে যীশু কখনই তাকে ক্ষমা করতে পারবেন না ? কিভাবে খ্রীষ্টিয়ানরা শয়তানের এই মিথ্যা ধারনার রিরুদ্ধে লড়াই করতে পারেন ?
- **হৃদয় : আমাদের কেমন হওয়া উচিত এবিষয়ে পাঠে কি বলা হয়েছে ?** কঠিন সময়েই মানুষর আসল চরিত্র প্রকাশ পায়। আবার জীবনের এই সব কঠিন পরিস্থিতি আমাদের চরিত্রকে গঠন করে। যীশুর কঠিন সময়ে পিতর ব্যর্থ হয়েছিলেন বলে যীশু কিন্তু পিতরকে কখনই পরিত্যাগ করেন নি। বরং পিতরের এই চরম বর্থতার মধ্যে দিয়ে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তার চরিত্রের দুর্বল দিকটি, এটাই তার জীবনকে মোড় হিসাবে কাজ করেছিল। যীশুর পুনরুত্থানের পর যীশু তাকে ক্ষমা ও ভালবাসায় গ্রহণ করলেন। পিতর নিজের ক্ষমতায় নয় যীশুর দেওয়া শক্তিতে তাঁর জন্যেই জীবন—যাপন করার সুযোগ পেলেন। আজকে একইভাবে যখন অনেক খ্রীষ্টবিশ্বাসী পিতরের মত তাদের ভুলের উপলব্দি করে যীশুর জন্য পিতরের মত নম্রতায়, উৎসর্গীকৃত বিজয়ী জীবন যাপন করার ঘোষনা দেন তখন যীশু তাঁদেরকে তাঁর শক্তি—সাহায্য দিয়ে তাদেও সংগে সংগে থাকেন।
    - কি মনে করেন, কেন যীশু এই ভবিষ্যত বাণী করলেন পিতরের বিষয়ে যে তিনি ভোর রাতে মোরগ ডাকবার আগেই যীশুকে তিন বার অস্বীকার করবেন ? কে এটি এত গুরুত্বপুর্ণ বিষয় ?
    - আপনি কি মনে করেন যে, পিতর যেভাবে নিজের দুর্বলতা নিয়ে এতটা নম্রতা প্রকাশ করেছিলেন আসলে এটি কি তার চরিত্র অুনযায়ী সঠিক ছিল ?
- **হাত : কিভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে পরিনত করতে পারি ?** এই পৃথিবীতে কোন মানুষই ত অত্যাচারিত হতে চান না। কিন্তু খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের সবসময় শুধু আশীবার্দ লাভ করা নয় কিন্তু যীশুর জন্য তাঁর শিষ্য হিসাবে অত্যাচার—নির্যাতন গ্রহণ করবার জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। আর যখনই তাঁর শিষ্য হিসাবে আমরা তার জন্য অত্যাচার—নির্যাতন গ্রহণ করি তখনই আমরা যীশুর চরিত্র নিজেদের জীবনে প্রকাশ করি। একথা সত্যি যে, যখনই খ্রীষ্টিয়ানরা যীশুর জন্য ত্যাগস্বীকার করেন কিংবা নির্যাতন সহ্য করেন তখন তারা যীশুর ভালবাসার প্রমান দেন অন্য সবার কাছে।
    - কিভাবে একজন খ্রীষ্টবিশ্বাসী যীশুর জন্য ত্যাগস্বীকার ও নির্যাতন সহ্য করবার জন্য প্রস্তুত হতে পারেন ?
    - যখন অত্যাচার—নির্যাতন আসে তখন একজন ভাল খ্রীষ্টবিশ্বাসী কিভাবে তা সহ্য বা বহন করবার জন্য শক্তি ও উৎসাহ পেতে পারেন ?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন।

- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

পাঠের শিরোনাম: ৮৭ প্রভু যীশুর ক্রুশারোপন

পাঠের সাস্ত্রাংশ: মথি ২৭অধ্যায়

পরবর্তি শাস্ত্রাংশ: যিশাইয় ৫৩:৭-১২ পদ

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** বেদনায়ক মৃত্যুর প্রতিফলন হিসেবে যীশু পাপী লোকদের হাতে কষ্টভোগ করেছিলেন, নিখুঁত নিস্তার পর্বের মেষশাবক হয়ে উঠতে পারেন, যেন তিনি আমাদের পাপ সরিয়ে নিতে পারেন।
- **হৃদয়:** বিশ্বাস করুন যে, সমগ্র মানব জাতির জন্য যীশুর ভালবাসা তাঁকে সবার পাপের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পরিচালিত করেছিল।
- **হাত:** কোন কিছুই যীশু খ্রীষ্টে ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে আপনাকে আলাদা করতে পারে না জেনে আত্ম বিশ্বাসের সাথে জীবন যাপন করুন। খ্রীষ্টানদের জীবনকে নিয়ন্ত্রন করার জন্য পাপের আর কোন শক্তি নেই, কারণ যীশুর মৃত্যু এবং পুনুরুত্থান পাপের সেই শক্তিকে ভেঙে দিয়েছে।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা শতপতি এবং যাহারা তাঁহার সঙ্গে যীশুকে চৌকি দিতেছিল, তাহারা ভূমিকম্প ও আর যাহা যাহা ঘটিতেছিল, দেখিয়া অতিশয় ভয় পাইয়া কহিল, সত্যই, ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন! ” মথি ২৭:৫৪।

পাঠের সারসংক্ষেপ যাজকরা যীশুকে যিহুদার শাসনকর্তা পীলাতের কাছে নিয়ে গেল। তারা পীলাতের কাছে মিথ্যা বলেছিল এবং তাকে বলেছিল যে, যীশু ভয়ঙ্কর আপরাধ করেছেন। ইহুদিরা পিলাতকে বলেছিল যে, যীশু তাদের রাজা নন এবং তারা তাকে ক্রুশবিদ্ধ করতে চাইল। ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করাটা ছিল সবচেয়ে খারাপ ধরনের মৃত্যু। কিছু সৈন্য যীশুর জামাকাপড় খুলে ফেলল এবং তাঁর দেহে বেগুনী রঙের পোশাক জড়িয়ে দিল। তারপর তারা যীশুকে অনেকবার চাবুক দিয়ে আঘাত করে, তাঁার মাথায় কাঁটার মুকুট পরিয়ে দেয় এবং তাঁর গায়ে থুথু দেয়। শিমোন, একজন কুরিণীয় ব্যক্তিকে যীশুর পক্ষে গলগথা নামক পাহাড়ে ক্রুশটি নিয়ে যেতে হয়েছিল, কারণ যীশু নিজে থেকে এটি বহন করতে পারছিলেন না, তিনি খুব দূর্বল ছিলেন। সৈন্যরা যীশুকে ক্রুশে সুইয়ে দিল, তার বাহু প্রসারিত করল এবং তার হাতে পেরেক মারল। যীশু মারা যাওয়ার মূহূর্তে একটি ভয়ানক ভূমিকম্প হয়েছিল। এই সব দেখার পর, একজন সৈন্য বুঝতে পেরেছিলেন যে, যীশু সত্যিই ঈশ্বারের পুত্র।

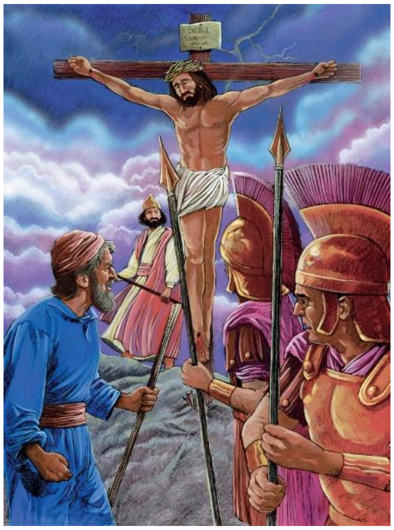

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **ক্রুশবিদ্ধকরণ** রোমান সাম্রাজ্যে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত ব্যক্তিদের সবচেয়ে বেশি বেদনাদায়ক উপায় হিসাবে ক্রুশবিদ্ধ করে মৃত্যু নিশ্চিত করত। যদিও যীশু মৃত্যুর যোগ্য কোন অপরাধ করেননি, তবুও রোমান নেতারা যীশুকে চুপ করার জন্য তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। যদিও ক্রুশবিদ্ধ করা ছিল মৃত্যুর সবচেয়ে বেদনাদায়ক উপায়, যীশু আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসার কারণে স্বেচ্ছায় তাঁর মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিলেন।
- ২. **রোমান সৈন্যগণ.** রোমান সৈন্যগণ তাঁকে প্রচন্ড মারধর করে, তাঁর মাথায় কাঁটার মুকুট পরিয়ে দেয় এবং ক্রুশবিদ্ধ করে।
- ৩. **ফলক.** অপরাধীদের ক্রুশবিদ্ধ করার সময়, কর্তৃপক্ষ প্রায় সময়ই তাদের অপরাধগুলি উল্লেখ করে ক্রুশে একটি ফলক রাখে। যীশুর মাথার উপর ফলকটিতে লেখা: " ইনি যীশু ইহুদীদের রাজা।
- ৪. **লোকেরা যীশুকে উপহাস করেছিল.** যীশুকে হত্যা করার জন্য এটি যথেষ্ট ছিল না, কিছু ধর্মীয় কতৃর্পক্ষ ক্রুশে যীশুকে ঠাট্টা করে বলেছিল, যীশু সত্যিই মশীহ হন তবে তার ক্রুশ থেকে নেমে আসা উচিত।
- ৫. **যীশু মারা যাওয়ার সময় অন্ধকার পৃথিবীকে ঢেকে ফেলল।**
- ৬. **যীশু.** যদিও কর্তৃপক্ষ যীশুকে মেরে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল, তারা কেবল মাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছাকে বাধ্য করেছিল। যীশু প্রথম থেকেই জানতেন যে লোকদের জন্য পরিত্রানের পথ খোলার জন্য নিঁখুত নিস্তার পর্বের মেষ হিসেবে তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হবে। যখন যীশু মারা যান তখন তিনি চিৎকার করে বলেন " শেষ হল!"

পাঠ প্রসঙ্গ "মহাযাজক দ্বারা যীশুর গ্রেফতার ও সংক্ষিপ্ত বিচারের পর, মহাযাজকরা যীশুকে রোমান কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠায়। যদিও যিহুদার শাসনকর্তা যীশুকে রোমান কতৃর্পক্ষের কাছে পাঠাতে চেয়েছিল যে যীশুর মৃত্যু হয়েছে, শুধুমাত্র শাসক রোমান কতৃর্পক্ষই মৃত্যুদন্ড কার্যকর করতে পারে। তাই ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ যীশুকে হত্যা করার জন্য রোমান শাসক পিলাতকে চালিত করার ষড়যন্ত্র করেছিল। পিলাত যখন যীশুকে মৃত্যুদন্ডের নিন্দা করেছিলেন, তখন তিনি যীশুকে চাবুক দিয়ে প্রহার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। রোমান সৈন্যরা তখন যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার জায়গায় জেরুজালেমের রাস্তা দিয়ে নিজের ক্রুশ বহন করতে বাধ্য করে। যখন তারা যীশুর কাছে পৌঁছেছিলেন তখন রোমান সৈন্য যীশুর কাপড় খুলে ফেলে এবং তাকেঁ ক্রুশে পেরেক দিয়েছিল। যখন তাঁর কিছু

অনুসারী নিরবে দাঁড়িয়ে যীশুর মৃত্যু দেখছিল, তখন কিছু ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ যীশুকে ঠাট্টা করেছিল। ক্রুশে মারা যাওয়ার সময় অনেক সময় লেগেছিল, কিন্তু সৈন্যরা এর আগে তাঁকে বর্বর প্রহার করেছিল বলে, যীশু কয়েক ঘন্টার মধ্যে মারা যান। যীশু মারা যাওয়ার সময় বেশ জোরে জোরে বলেছিলেন, ”এবার শেষ হয়েছে”। তিনি মারা গেলে পর একটি ভূমিকম্পে সমগ্র দেশ কেঁপে উঠল।

পরবর্তি পাঠ্য: যদিও তারা যীশুকে উপহাস করেছিল, তারা তাঁর মৃত্যুকে প্রমাণ হিসেবে দেখেছিল যে, তিনি মশীহ সম্পর্কে পুরানো নিয়মের অনেক ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণ করেছে। যিশাইয় থেকে এই অনুচ্ছেদটি যীশুর পরিচর্যা এবং মৃত্যু সম্পর্কে অনেক বিশদ ভবিষ্যদ্বানী করে, যেটি ক্রুশারোপনের ঘটনাটি ঘটার কয়েক শতাব্দী আগে বলা হয়েছিল।

বিশ্বাসের পথের বিষয় আলোচনা : ৬. প্রায়শচিত্ত. পাপ পবিত্র ঈশ্বর এবং পাপী মানুষের সম্পর্ক ভেঙে দেয়। পবিত্র ঈশ্বর এবং পাপী মানুষের মধ্যে পুর্নমিলনের একটি পথ প্রদান করার জন্য, যীশু খ্রীষ্ট কোন পাপ ছাড়াই একটি নিখুত জীবন যাপন করার কারনে সমস্ত মানবজাতির পাপের দোষ নিজের উপর নিতে পৃথিবীতে এসেছিলেন। যেহেতু যীশু মৃত্যুবরণ করেছেন প্রতিটি ব্যক্তি তাদের পাপের কারণে প্রাপ্য মৃত্যু, যীশুর মৃত্যু একজন পাপী ব্যক্তিকে ঈশ্বারের ভালবাসা এবং ক্ষমা গ্রহণ করার স্বাধীনতা প্রদান করে। যীশুর মৃত্যু প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য পরিত্রানের পথ প্রদান করে যারা সুসমাচারের সুসংবাদ শোনে এবং বিশ্বাসে যীশুকে পরিত্রানের প্রস্তাব গ্রহণ করে।

- **মাথা:** আপনার জীবনে কি কখনও এমন একজন ব্যক্তি এসেছেন যিনি প্রেমকে এত গভীরভাবে মডেল করেছেন যে তারা আপনাকে আনন্দ এবং শান্তি জানার জন্য ত্যাগ স্বীকার করে।
- **হৃদয়:** আপনার হৃদয়ে কি চিন্তা আসে যখন আপনি শুনেছেন যে, যীশু আপনার পাপের জন্য মারা গেছেন এবং আপনার প্রাপ্য শাস্তি নিজের উপর নিয়েছেন ?
- **হাত:** আপনি কিভাবে এই সপ্তাহে অন্যদের জন্য ত্যাগের একটি জীবন মডেল হতে পারেন ?

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু’টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- ’পাঠের প্রসঙ্গ’টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু’টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়–ন

- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝান হয়েছে ?** ক্রুশবিদ্ধকরণ আমাদের জন্য যীশুর মধ্যে ঈশ্বরের মধ্যে অবিশ্বাস্য ভালবাসা প্রদান করে। নিস্তার পর্বের মেষশাবকের মৃত্যুর সাথে, ঈশ্বর ইসরায়েলদেরকে তাদের মিশরের দাসত্ব থেকে উদ্ধার করেছিলেন। এখন যীশুর মৃত্যুর সাথে, ঈশ্বর সমগ্র বিশ্বকে তাদের পাপের দাসত্ব থেকে উদ্ধার করেছিলেন। যখন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতারা যীশুকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছিল, তখন যীশু স্বেচ্ছায় তাদের দুষ্ট পরিকল্পনার কাছে নতি স্বীকার করে।যীশু জানতেন যখন কর্তৃপক্ষ পাপ থেকে কাজ করে, ঈশ্বর তাদের পরিকল্পনা ব্যবহার করবেন সবচেয়ে বড় পরিত্রাণ দিতে যা বিশ্ব কখনও দেখে নি।
    - আপনি কি মনে করেন ধর্মীয় কতৃর্পক্ষ যীশুর মৃত্যু চেয়েছিল ?
    - যীশুর এমন বেদনায়ক মৃত্যুতে যেটি ছিল ইচ্ছাকৃত মৃত্যু যা আপনাকে যীশুর ভালবাসার গভীরতা সম্পর্কে কি বলে ?
- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** মানুষের জীবনে পাপের শক্তি সবসময় সক্রিয় থাকে। কিন্তু যীশুর প্রেম খ্রীষ্টানদের জীবনে সেই পাপের শক্তিকে ভেঙে দেয়। যীশুর মহান আত্মত্যাগের প্রতিক্রিয়া হিসেবে, খ্রীষ্টানদের এই মহান শক্তিকে গ্রহণ করা উচিৎ এবং যীশুকে তাদের হৃদয় ও মনকে শুদ্ধ করার সুযোগ করে দেয়া উচিৎ।
    - যদি যীশু খ্রীষ্টানদের জীবনে পাপের ক্ষমতা ভেঙে দিয়ে থাকেন, তবে খ্রীষ্টানরা কেন এখনও পাপ করতে প্রলুব্ধ হয় ?
    - একজন ব্যক্তির সঠিক সাড়াদান কি হবে যখন এমন একজন নিষ্পাপ ব্যক্তি তার জন্য এত বড় ত্যাগ স্বীকার করেছেন?
- **হাত: কিভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ দিতে পারি?** খ্রীষ্টানদের উচিত যীশু ক্রুশের উপর যে ভালবাসা এবং করুণা দেখিয়েছেন তা অন্যদের কাছে তুলে ধরতে পারে। খ্রিস্টানরা আত্মবিশ্বাসের সাথে বাঁচতে পারে কারণ তাদের পাপের শক্তি থেকে স্বাধীন হয়েছে। শয়তান যখন সবসময় খ্রিষ্টানদের প্রলুবদ্ধ করবে, খ্রিষ্টানরা প্রভু যীশুর শক্তিতে আত্মবিশ্বাসের সাথে বাঁচতে পারে যাতে তারা তাদের প্রলোভনকে ”না” বলার শক্তিতে দেখাতে পারে।
    - আপনি কিভাবে এই সপ্তাহে অন্যদের কাছে যীশুর ত্যাগ প্রেম প্রকাশ করতে পারেন ?
    - শয়তান যখন আপনাকে প্রলুবদ্ধ করে তখন আপনি নিজেকে রক্ষা করার জন্য কী করতে পারেন ?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন।
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

পাঠের শিরোনাম: ৮৮ পুনুরুত্থিত যীশুখ্রীষ্ট

পাঠের সাস্ত্রাংশ: লূক ২৪:১-১২ পদ

পরবর্তি শাস্ত্রাংশ: ১ম করিন্থিয় ১৫ অধ্যায়

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা :** উল্লাস করুন! খ্রিষ্টের পুনুরুত্থান পাপের সমস্ত শক্তি ভেঙে ফেলেছে! যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা পূরণ করেছেন।
- **হৃদয়:** স্বান্তনা গ্রহণ করুন! যদিও যীশুর সমস্ত শিষ্য তাঁকে সন্দেহ করেছিল এবং কঠিন প্রয়োজনের সময়ে তাকে পরিত্যাগ করেছিল, তারপরেও যীশু তাদেরকে ভালবাসেন, তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করলেন এবং মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠলেন।
- **হাত :** যাদের যীশুর ভালবাসার প্রয়োজন তাদের কাছে পেঁৗছান। যীশুর পুনুরুত্থান মানুষকে,পাপের শক্তিতে আটকা পড়ে থাকা দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পরিপূর্ণ করে থাকে।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা তখন তাঁহারা ভীত হইয়া ভূমির দিকে মুখ নত করিলে সেই দুই ব্যক্তি তাঁহাদিগকে কহিলেন, মৃতদের মধ্যে জীবিতের অন্বেষণ কেন করিতেছ? তিনি এখানে নাই, কিন্তু উঠিয়াছেন ? লূক ২৪:৫।

পাঠের সারসংক্ষেপ যীশু মারা যাওয়ার পর, জোসেফ নামে এক ব্যক্তি তাঁকে কবরস্থানে কবর দিয়েছিলেন। তিন দিন পর মগদালীনি মরিয়ম এবং আরও কিছু মহিলা যীশুর সমাধি দেখতে গেলেন। সেখানে গিয়ে তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে, সমাধির প্রবেশ পথটি যে পাথরে ঢেকে রাখার কথা ছিল সেটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মহিলারা ভেতরে গিয়ে দেখলেন যে, যীশুর মৃত দেহ সেখানে নেই। যখন তারা ঘুরে দাঁড়ালো, তখন তাদের পাশে দুজন স্বর্গদূত দাঁড়িয়েছিলেন। একজন স্বর্গদূত কথা বললেন এবং মহিলাদের বললেন যে, যীশু সেখানে নেই। তিনি জীবিত হয়ে উঠেছেন! মরিয়ম দৌড়ে শিষ্যদের কাছে গেলেন এবং স্বর্গদূত যা বলেছিলেন তা তাদের জানালেন। পিতর এবং যোহন যত দ্রুত সম্ভব সমাধির কাছে ছুটে গেলেন। তারা নিজেরাই সমাধি দেখতে চেয়েছিলেন, যখন তারা সেখানে পৌছালেন, তখন পিতর আগে দৌড়ে ভিতরে গেলেন। তিনি নিচের দিকে তাকিয়ে যীশুর মাথায় পরানো লিনেন এবং কবরের কাপড় দেখতে পেলেন। যীশু মারা যাওয়ার আগে, তিনি শিষ্যদের বলেছিলেন যে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে উঠবেন। এটা সত্য যে, তিনি জীবিত হয়ে উঠেছেন!

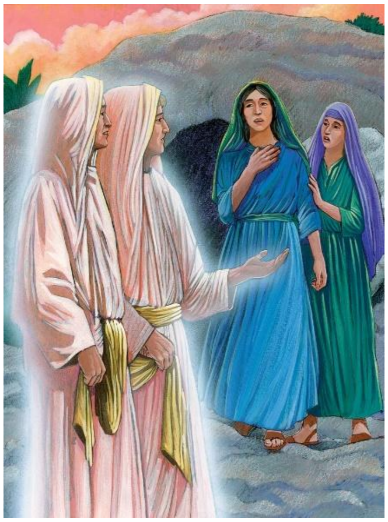

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **দুই মহিলা শিষ্য:** শুক্রবার যীশুর মৃত্যুর পর রবিবারে, যীশুর কিছু মহিলা অনুসারী সেই সমাধিতে গিয়েছিলেন যেখানে তাঁকে কবরস্থ করা হয়েছিল।
- ২. **খোলা বাগান সমাধি:** যখন তারা সেখানে পৌঁছাল, তারা দেখতে পেলেন পাথরটি সমাধি থেকে সরানো হয়েছে। তারা সমাধির দিকে তাকালেন, কিন্তু যীশুর দেহ দেখতে পেলেন না। খালি সমাধি তাদের বিভ্রান্ত করেছে।
- ৩. **দুই স্বর্গদূত:** হঠাৎ দু'জন স্বর্গদূত তাদের সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা মৃতদের মধ্যে জীবতকে খুঁজছেন কেন ? তারা যীশুর মারা যাওয়ার আগে তাঁর শিক্ষার কথা মহিলাদের মনে করিয়ে দিলেন, যে তাকে হত্যা করা হবে এবং তৃতীয় দিনে তিনি আবার পুনুরুত্থিত হবেন। মহিলারা শিষ্যদের কাছে দৌড়ে গেল, মহিলারা প্রথমে বিশশ্বস করেনি। পিতর এবং যোহন কবরের কাছে েঁদৌড়ে গেলেন এবং সত্যিই তারা এটি খালি দেখতে পেলেন।

পাঠ প্রসঙ্গ যীশু শিষ্যদেরকে আগেই যিরুশালেমে তাঁর আসন্ন বিশশ্বস ঘাতকতা, মৃত্যু এবং পুনুরুত্থানের কথা বলেছিলেন। শিষ্যরা তখন সেটি বুঝতে পারেনি যে, যীশু তাদেরকে কি বুঝাতে চেয়েছিলেন। অতএব যীশু মারা গেলে, তারা বিশশ্বস করেছিল যে, যীশু নিশ্চয় কোন মংগলের জন্য চলে গেছেন। শিষ্যরা একসঙ্গে ভয় পেয়েছিলেন যে, কতৃর্পক্ষ তাদেরও হত্যা করতে পারে।

যীশুর কিছু মহিলা শিষ্য তাদের শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রার্থনা করার মাধ্যমে সমাধিতে এসেছিলেন। তারা যীশুর শরীরে মাখিয়ে দেবার জন্য মশলা নিয়ে এসেছিলেন। তবে দরজার সামনে পাথর থাকলে তারা কি যীশুর শরীরে তা মাখাতে করতে পারতেন ? তারা এসে দেখেন দরজা খোলা এবং যীশুর মৃতদেহ সেখানে নেই, এমনকি এই সময়েও, তারা যীশুর পুনুরুত্থান সম্বন্ধে আগের শিক্ষাকেও মনে করতে পারেন নি। যীশুর শিক্ষার কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য হঠাৎ দু'জন স্বর্গদূত তাদের কাছে উপস্থিত হলেন। মহিলারা এগারোজন লুকিয়ে থাকা শিষ্যদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে এই দুঃখের খবর জানালেন।

পরবর্তী পাঠ্য: যীশুর এগারো শিষ্য তাকে তাদের নিজ চোখে দেখার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর পুনুরুত্থানে বিশশ্বস করার ক্ষেত্রে দ্বিধাদ্বন্দে ছিলেন। পরে কয়েক দশক পরে, করিন্থের রোমান শহরের মিথ্যা

শিক্ষক খ্রিষ্টানদেরকে যীশুর পুনুরুত্থান অস্বীকার করতে প্রলুবদ্ধ করে। মিথ্যা শিক্ষকরা খ্রিষ্টানদের বলে যে, যীশু শুধুমাত্র একজন ভাল শিক্ষক ছিলেন, কিন্তু মৃতদের মধ্য থেকে তিনি কখনও পুনুরুত্থিত হন নি। প্রেরিত পৌল এই শিক্ষার বিপদ স্বীকার করেছেন। এই অনুচ্ছেদে, পৌল স্পষ্ট করে বলেন যে, খ্রিষ্ট ধর্মের উত্থান ও পতন যীশুর পুনুরুত্থানের উপর নির্ভরশীল। যীশু যদি মৃতদের মধ্য থেকে পুনুরুত্থিত না হন, তবে খ্রিষ্টানদের তাকে অনুসরণ করা বোকার মত কাজ।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ুন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝান হয়েছে ?** যীশুর পুনুরুত্থানের সাথে বিশ্ব আমূল পরিবর্তিত হয়েছিল, পৃথিবীতে পাপের শক্তি রাজত্ব করেছিল। যীশুর পুনুরুত্থানের পরে, পাপের শক্তি ভেঙে যায় এবং যীশুর রক্ত পরিত্রাণের পথ তৈরি করে। পাপের আর কর্তৃত্ব নেই, পরিবর্তে, খ্রিস্টান ঈশ্বরের শক্তির অধীনে প্রেম, করুণা এবং করুণার জীবনযাপন করতে পারে। শিষ্যরা, যদিও যীশু তাঁর মৃত্যুর আগে তাদের কাছ এই সমস্ত প্রকাশ করেছিলেন, তবুও অবাক হয়েছিলেন। ক্রুশে মরতে দেখেছেন এমন একজনকে বিশশ্বস করা যে আবার বেঁচে থাকতে পারে, অবিশশ্বস্য কিছুতে বিশশ্বস করা। যীশুর পুনুরুত্থানের পরে তাদের কাছে যীশুর আর্বিভাব শিষ্যদের কাছে প্রমানিত হয়েছিল যে যীশুতে ঈশ্বরের অবিশশ্বস্য শক্তি কাজ করছে।
  - আপনি যদি যীশুর প্রথম শিষ্যদের একজন হতেন, আপনি কি পুনুরুত্থানে বিশশ্বস করতে দ্বিধাদ্বন্দ করতেন, যখন আপনি যীশুর মৃত্যু দেখেছিলেন ?
  - কীভাবে যীশুর পুনুরুত্থানে বিশশ্বস তাঁর অনুসারীদের জীবনে আশা নিয়ে আসে ?
- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** খালি সমাধি দেখার পরেও পুনুরুত্থানে ঠিকমত বিশশ্বস না করতে পারার জন্য তাঁর শিষ্যদের দোষারোপ করার পরিবর্তে অনুগ্রহে পুর্ণ যীশু শিষ্যদের কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যীশু পিতরকেও তারঁ অস্বীকারের জন্য কিংবা অন্য শিষ্যদের তাকে পরিত্যাগ করার জন্য নিন্দা করেননি। সুসমাচারের অনেক সুসংবাদের একটি গুরুত্বপুর্ণ অংশ হল এই সত্যটি যে, যীশু আমাদের হৃদয়ের সব সন্দেহ এবং প্রশ্নগুলি বোঝেন। খ্রিস্টানরা যীশুর পুনুরুত্থানে বিশশ্বস

করতে পারে কারণ যীশু তাদের জীবনে অনেক পরিচর্যা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। যদিও খ্রিস্টানরা পুনুরুত্থিত যীশুকে শারীরিকভাবে নাও দেখতে পারে, তারা তাকে হৃদয়ে অনুভব করতে পারে।
    - আপনি যখন খ্রীষ্টেতে বিশশ্বসী হয়েছিলেন তখন যীশু কীভাবে আপনার জীবনে নতুন জীবন নিয়ে এনেছেন ?
    - আপনার সন্দেহ থাকলে কীভাবে সন্দেহভাজন শিষ্যদেও প্রতি যীশুর পরিচর্যা কাজ আপনাকে স্বান্তনা দেয় ?
- **হাত: কিভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ দিতে পারি ?** যীশুতে, ঈশ্বরই পরিত্রাণের পথ প্রদানে উদ্যোগী হন। খ্রিস্টানরা ঈশ্বরকে ভালবাসার আগে, ঈশ্বরই তাদেরকে ভালবাসতেন। অতএব, অন্যরা ঈশ্বরের ভালবাসা বুঝতে পারার আগে, প্রায়শই খ্রিস্টানদের জীবনে এটিকে তাদের প্রথমে দেখতে হবে।
    - আপনার সম্প্রদায়ের লোকদের খ্রীষ্টিয় জীবন—যাপনে ঈশ্বরের ভালবাসা দেখার এমন কিছু উপায় কী কী আছে ?
    - আপনি যে সর্বশ্রেষ্ঠ পরিত্রাণ উপভোগ করেন তার জন্য আপনি কিভাবে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারেন ?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন।
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

পাঠের শিরোনাম: ৮৯ যীশু শিষ্যদের দেখা দিলেন

পাঠের সাস্ত্রাংশ: যোহন ২০:১৯-২৯ পদ

পরবর্তি শাস্ত্রাংশ ২য় করিন্থিয় ৫:১১—১২ পদ

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** পুনুরুত্থিত যীশুর জন্য আনন্দ করুন! যীশু খ্রীষ্ট মন্ডলিকে সমস্ত যুগে সমগ্র বিশে^র কাছে তাঁর পরিচযার্ কাজ করার দায়িত্ব দিয়েছেন।
- **হৃদয়:** সাহসী হয়ে উঠুন! খ্রিস্টানরা তাদের নিজস্ব ক্ষমতার দ্বারা অন্যদের পরিচর্যা করে না, কিন্তু তাদের মধ্যে থাকা পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমে করে থাকে।
- **হাত:** খ্রিস্টের দয়াপূর্ণ জীবন—যাপন করুন। ঈশ্বর খ্রিস্টানদেরকে তার নিজ নিজ সমাজে যীশুর হাত ও পা হিসেবে কাজ করার জন্য আহবান করেছেন।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা: পরে তিনি থোমাকে কহিলেন, এই দিকে তোমার অঙ্গুলি বাড়াইয়া দেও, আমার হাত দুইখানি দেখ, আর তোমার হাত বাড়াইয়া দেও, আমার কুক্ষিদেশের মধ্যে দেও; এবং অবিশ্বাসী হইও না, বিশ্বাসী হও, যোহন ২০:২৭।

পাঠের সারসংক্ষেপ: পিতর এবং যোহন যখন আবিষ্কার করলেন যে, যীশু মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন, তখন তারা অন্য শিষ্যদেরকে তা বলতে ফিরে গেলেন। সেই রাতে থোমা ছাড়া শিষ্যরা সবাই একই বাড়ীতে ছিলেন। শিষ্যরা দরজার তালা দিয়ে রাখলেন কারণ তারা ভয় পেয়েছিলেন যে, ইহুদিরা তাদের বন্দি করতে পারে। শিষ্যরা সেখানে থাকাকালীন সময়ে যীশু ঘরে গেলেন। তিনি তাদের হাতে ও পায়ে পেরেকের চিহ্ন দেখান। এমনকি তিনি এক টুকরো ভাজা মাছও খেয়েছিলেন এটা প্রমান করার জন্য যে তিনি সত্যিই জীবিত হয়ে উঠেছেন। থোমা যখন ঘরে ফিরে এলেন, যীশু ততক্ষনে চলে গেছেন। অন্যরা যা যা দেখেছে তা থোমাকে বলতে আর দেরি করল না। যখন তারা যীশুর দেখা দেবার কথা থোমাকে বলেন, থোমা তাদের কথা বিশ্বাস করেন নি। তিনি বললেন, ”যখন আমি নিজে যীশুর হাতে পেরেকের চিহ্ন দেখব, তখন আমি বিশ্বাস করব যে তিনি জীবিত আছেন। ”পরের সপ্তাহে, যীশু আবার শিষ্যদের সাথে দেখা করলেন। তিনি থোমার কাছে চলে গেলেন এবং তাকে তাঁর হাত এবং তারঁ শরীর দেখালেন। থোমা যখন যীশুর হাতে পেরেকের চিহ্ন দেখলেন, তখন তিনি বিশ্বাস করলেন!

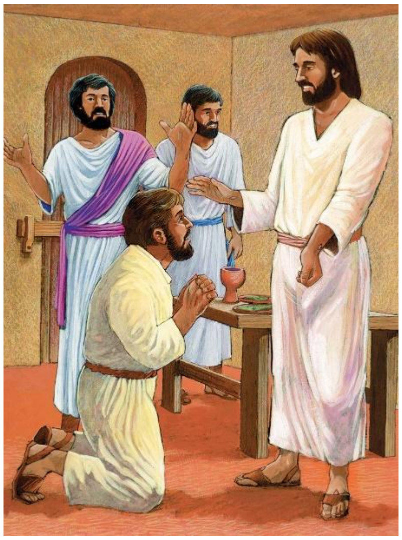

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **দরজা তালাবদ্ধ ঘর:** সন্ধ্যায় যীশু মৃতদের মধ্য থেকে আবির্ভূত হন, যদিও তারা যে ঘরে মিলিত হয়েছিল তার দরজা তালা বন্ধ করে দিয়েছিল। যীশু তাদেরকে আশিবার্দ করেছেন।
- ২. **থোমা** প্রথম দিনে যীশু যখন শিষ্যদের সামনে এসেছিলেন তখন তাদের সঙ্গে ছিলেন না। থোমা তাদের কথায় বিশ্বাস করেননি। থোমা বলেছিলেন, তিনি যদি সত্যিই যীশুকে দেখেন এবং নিজের হাতে তাঁকে স্পর্শ করেন তবেই তিনি বিশ্বাস করবেন।
- ৩. **যীশু থোমাকে দেখা দিলেন:** এক সপ্তাহ পরে, শিষ্যরা আবার একটি তালাবদ্ধ ঘরে একসাথে মিলিত হয়েছিল। যীশু আবার তাদের মাঝে আর্বিভূত হলেন। যীশু এবার থোমাকে তার ক্ষত স্পর্শ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। থোমা উচ্ছস্বরে বললেন, "আমার প্রভু এবং আমার ঈশ্বর!" থোমা যীশুকে বিশ্বাস করলেন! যীশু তাঁর বিশ্বাসের জন্য তাকে প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাদেরকে বললেন, এটা আরও বড় বিশ্বাস যারা যীশুকে দৈহিকভাবে না দেখেও তাঁকে বিশ্বাস করেন।

পাঠ প্রসঙ্গ মহিলারা, একটি খালি কবর, স্বর্গদূত এবং পুনরুত্থিত যীশুর যে অবিশ্বাস্য ঘটনা বলেছিলেন শিষ্যেরা তা বিশ্বাস করেনি। এই ধরনের গল্প বিশ্বাস করা অবশ্যই কঠিন বিষয়, বিশেষ করে যখন যীশুর মৃত্যুর পর থেকে শিষ্যরা প্রচন্ড শোকাহত অবস্থায় ছিলেন। তারা যীশুর শিষ্য ছিল বলে কতৃর্পক্ষ তাদের গ্রেফতার করে হত্যা করার চেষ্টা করতে পারে, সেই ভয়ে শিষ্যরা একটি দরজা তালাবদ্ধ ঘরে মিলিত হয়। হঠাৎ যীশু তাদের মধ্যে দাঁড়ালেন। যীশুর পুনরুত্থিত দেহটি তাঁর নিয়মিত বা মৃত্যুর আগের শরীরের মতই ছিল, তবে তা ক্ষতযুক্ত ছিল এবং তিনি তালাবদ্ধ দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। হঠাৎ যীশুকে দেখে তাঁর শিষ্যদের সন্দেহ ও ভয় কেটে গেল! যীশু তাদের উপর নিঃশ্বাস ফেললেন এবং পবিত্র আত্মায় তাদের পূর্ণ করলেন।

যে কারণেই হোক না কেন থমাস, ১১জন অবশিষ্ট শিষ্যদের একজন, প্রথমবার যীশুর উপস্থিতিতে অনুপস্থিত ছিলেন। থোমার সন্দেহ অবশ্যই বোধগম্য। থোমা যীশুর বিষয়ে যে কথা বলেছেন তাও বেশ সাহসী! ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর, এক সপ্তাহ পরে এই দ্বিতীয় রবিবার শিষ্যরা আবার একটি তালাবদ্ধ ঘরে মিলিত হন। আবার যীশু আর্বিভূত হলেন। এই সময় যীশু থোমাকে খুঁজে বের করলেন এবং নিজের ক্ষত হাত তাকে দেখালেন তার মনের শান্তির লাভের জন্য। বাস্তবে যীশুকে

দেখে থোমা উচ্চস্বরে বললেন, "আমার প্রভু এবং আমার ঈশ্বর।" থোমা হলেন নূতন নিয়মের প্রথম ব্যক্তি যিনি যীশুকে ঈশ্বর বলে ঘোষনা করেছিলেন। তাই, যখন তিনি "সন্দেহকারী" হিসেবে বিখ্যাত, তখন থোমাই প্রথম যীশুকে 'ঈশ্বর' হিসেবে স্বীকার করেন।

পরবর্তী পাঠ্য: যীশু খ্রিস্টের মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানে বিশ্বাস করা খ্রিস্টানদেরকে ভাল মানুষ করে তোলে শুধু তা নয়, বরং এটি খ্রিস্টানদের নতুন ভাবে সৃষ্টি করে। খ্রিস্টেতে পরিত্রাণের মধ্যে দিয়ে একটি নতুন সৃষ্টি শুরু হয়। খ্রিস্টানরা হল সেই নতুন আদম, যারা ঈশ্বরের সাথে পুর্ণ:মিলিত হন। এজন্য এই নতুন সৃষ্টি হিসাবে খ্রিস্টানদের উচিত অন্যদের সাথে যীশুর পরিত্রাণের সুসংবাদ সহভাগিতা করা।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ–প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলোচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ুন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝান হয়েছে ?** যীশু তাঁর পুনরুত্থানের পর কেবল স্বর্গে ফিরে যান নি। পরিবর্তে যীশু কিছু সময়ের জন্য পৃথিবীতে অবস্থান করেছিলেন, তাঁর শিষ্যদের কাছে উপস্থিত হয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তবে তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দেয়ার আগে, যীশুকে প্রথমে তাদের সন্দেহ ও ভয় দূর করতে হয়েছিল। যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পরের দুই রবিবারে, তিনি তাঁর শিষ্যদের তাদের বিশ্বাস এবং সংকল্পকে শক্তিশালী করার জন্য আর্বির্ভূত হন। এখন যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে বিশ্বাস করে, যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে বিশে^র সাথে সুসমাচার ভাগ করে নেয়ার নির্দেশ দেন।
  - প্রথমে বিশ্বাস না করার জন্য আপনি কি শিষ্যদের দোষারোপ করবেন ?
  - যীশুর কোন বিশ্বাসের বিষয় আছে যা নিয়ে আপনি এখনও বিশ্বাস করতে দ্বিধাদ্বন্দের মধ্যে আছেন ?

- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** একজন খ্রিস্টান হওয়া কেবলমাত্র আমাদের মাথায় নেওয়া একটি সিদ্ধান্তের বিষয় নয়, বরং এটি এমন একটি বিষয় যা আমরা হৃদয়ে ধারন করি। যীশু শুধু একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না কিংবা তিনি শুধু একজন মহান শিক্ষাগুরুই ছিলেন না। যীশু ঈশ্বরের পুত্র, যখন আমরা যীশুতে এটা বিশ্বাস করি, আমরা তখন ঈশ্বরের মহান শক্তি এবং তাঁর প্রেমে বিশ্বাস করি, তখন আমরা নতুন সৃষ্টি হয়ে উঠি। শিষ্যদের মত এখনও আমাদের অনেক সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের যত্ন নিবেন এবং পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ের সন্দেহের অশান্তি দুর করে শান্তি আনবেন। তখন খ্রিস্টানরা পবিত্র আত্মার সেই শক্তিকে অন্যদের পরিচর্যা করার জন্য ব্যবহার করতে হবে।
    - আপনি যীশুর পুনরুত্থিত শরীর দেখেন নি, তাহলে আপনি কিভাবে জানবেন যে যীশু মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন ?
    - কিভাবে আপনার জীবনে পবিত্র আত্মার উপস্থিতি আপনাকে অন্যদের পরিচর্যা করতে সক্ষম করে তোলে ?
- **হাত: কিভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ দিতে পারি ?** আজকে অনেকেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং তাদের প্রতি ভালবাসা নিয়ে সন্দেহ পোষন করে। ঈশ্বর খ্রিস্টানদের ডাকেন পবিত্র আত্মার শক্তিতে এই সমস্ত সন্দেহকারীদের পরিচর্যা করার জন্য। পবিত্র আত্মার পরিচযার্র মাধ্যমে, খ্রিস্টানরা যীশুর করুণার মাধ্যমে প্রেম এবং করুণার বৃহত্তর কাজ করতে সক্ষম হয়, যদি তারা শুধু মাত্র তাদের নিজস্ব ক্ষমতা থেকে বেঁচে থাকে।
    - আজকাল মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা প্রেমকে সন্দেহ করার কিছু কারণ কি আছে ?
    - এই সপ্তাহে আপনি কিভাবে যীশুর অনুগ্রহ মানুষদেরকে দেখাতে পারেন ?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন।
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

পাঠের শিরোনাম: ৯০ প্রচুর বড় মাছ ধরা পড়ল জালে

পাঠের সাস্ত্রাংশ: যোহন ২১অধ্যায়

পরবর্তি শাস্ত্রাংশ: ১ম যোহন ৩:১৯-২৪ পদ

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** যীশুর প্রতি পিতরের গভীর ভালবাসার বিষয়ে চিন্তা করুন। যীশু পিতরকে একজন খাঁটি শিষ্য হিসাবে পুনুরুদ্ধার করেছিলেন।
- **হৃদয়:** ঈশ্বর আপনাকে যে ক্ষমা করেছেন তা আপনার হৃদয়ে জানতে পারা কতটা উৎসাহের বিষয় সেটি বুঝতে চেষ্টা করুন।
- **হাত:** সেচ্ছায় সিদ্ধান্ত নিন, আপনার জীবনের প্রতি ঈশ্বরের আহবান পূর্ণ করার জন্য আপনাকে সবকিছু ছেড়ে দিতে হবে, অথবা অন্যদের সাথে সুসমাচার ভাগ করে নেওয়ার জন্য আপনি যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা: অতএব যীশু যাঁহাকে প্রেম করিতেন, সেই শিষ্য পিতরকে বলিলেন, উনি প্রভু। তাহাতে 'উনি প্রভু' এই কথা শুনিয়া শিমোন পিতর দেহে কাপড় জড়াইলেন, কেননা তিনি উলঙ্গ ছিলেন, এবং সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন, যোহন ২১:৭।

পাঠের সারসংক্ষেপ: একরাতে, পিতর, যোহন এবং অন্য পাঁচজন শিষ্য তিবিরিয় সাগরে মাছ ধরতে গেল। তারা সারা রাত মাছ ধরতে চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুই ধরতে পারেনি। পরদিন সকালে তারা তখনও নৌকায় মাছ ধরার আশায় ছিলেন। সাগর তীরে দাড়িঁয়ে থাকা এক ব্যক্তি লোকদের জিজ্ঞেসা করল, তারা কোন মাছ ধরেতে পেরেছে কি না। শিষ্যরা বললেন, না। তখন লোকটি তাদের নৌকার অপর পাশে জাল ফেলতে বলল। তারা যখন তা করলেন, তখন তারা ১৫০ টিরও বেশি বড় বড় মাছ ধরতে পারলেন। এজন্য জাল এত বেশি ভারী হল যে, শিষ্যরা তা নৌকায় তুলতে পারলেন না। যোহন তীরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির দিকে ভাল করে তাকাল যে তাকে চিন্তে পারেন কিনা। তারপর তিনি বললেন, "দেখ! সেই লোকটি যীশু! পিতর এই কথা শুনে জলে ঝাঁপ দিলেন এবং তীরে সাতাঁর কাটতে লাগলেন। অন্যান্য শিষ্যরা নৌকাটি তীরে নিয়ে গেল। তাদের পেছনে মাছে ভরা ভারী জালটা টেনে আনতে হয়েছে। যীশু লোকদের বললেন, যে মাছ তারা ধরেছে তার কিছু নিয়ে আসতে এবং তারা একসাথে সকালের নাস্তা খাবে।

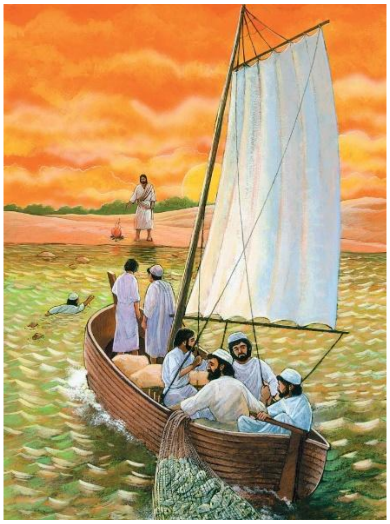

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **মাছ ধরার শিষ্যরা:** যীশু পুনুরুত্থানের পর কিছু শিষ্য তাদের নিজ এলাকায় ফিরে গিয়েছিলেন। যীশু কিভাবে তাদের কাছ থেকে পরিচর্যা কাজ আশা করেন সে বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার ধারনা না থাকায় তারা তাদের পুরানো কাজে ফিরে গেলেন এবং যীশুর কাছ থেকে আরও নির্দেশনার অপেক্ষা করছিলেন
- ২. **মাছে ভরা জাল:** সারারাত মাছ ধরার চেষ্টা করেও তারা কোন মাছ ধরতে পারেনি। জালের ধারে একটি অচেনা ব্যক্তি তাদের ডাকল। তিনি তাদের নৌকার ওপারে জাল ফেলতে বললেন। তার কথা শুনে যখন তারা সেটা করল তখন তারা কেবল মাত্র মাছই ধরেনি, তারা প্রচুর পরিমানে বড় বড় আকারের মাছ ধরতে পেরেছিলেন।
- ৩. **জলের ধারে যীশু:** শিষ্যদের মধ্যে একজন যিনি জলের ধারে থাকা অবয়বকে চিনতে পেরেছিলেন—তিনি যীশু ছিলেন এবং তিনি পিতরকে এ বিষয়ে বললেন।
- ৪. **পিতর জলে ঝাঁপ দিলেন:** পিতর যখন শুনলেন যে, জলের ধারে যীশু আছেন তখন তিনি যীশুকে দেখতে চাইলেন। পিতর এতটাই উত্তেজিত হয়ে পড়লেন যে, তিনি নৌকাটি তীরে পোঁছানোর জন্য অপেক্ষা করতে চাননি, তাই তিনি নৌকা থেকে লাফ দিয়ে তীরে সাঁতরে গেলেন। অন্যান্য শিষ্যরা যখন তীরে পৌঁছাল, তখন তারা সবাই মিলে একসাথে যীশুর সংগে সকালের নাস্তা খেলেন।

পাঠ প্রসঙ্গ: এই পাঠটি তাঁর শিষ্যদের কাছে যীশুর তৃতীয়বার দেখা দেয়ার ঘটনাটি তুলে ধরে। আমরা নিশ্চিত নই কেন এই সাত শিষ্য গালীলে ফিরে এসেছেন, কারণ গত কয়েক সপ্তাহে তাদের সকলের বেশির ভাগ সময় কেটেছিল জেরুজালেমে। আমরা জানি না কেন এখানে মাত্র ৭ জন শিষ্যের কথা বলা হয়েছে।

যাইহোক, আমরা দেখি যে, শিষ্যরা একরাতে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। অনেকটা অলৌকিক ভাবে মাছ ধরার বিষয়ে লূক ঘটনার বর্ণনা করেছেন (লূক ৫:১-১১)। সেই রাতে শিষ্যরা সারারাত ধরে মাছ ধরবার অনেক চেষ্টা করেও কোন মাছ ধরতে পারে নি। তাদের এমন ক্লান্ত ও হতাশাজনক পরিস্থিতিতে যীশু আবার তাদেরকে জাল ফেলার জন্য বললেন, এবং শিষ্যরা এটি মেনে নিয়ে জাল ফেললেন। এবার তারা অনেক বড় বড় মাছ ধরতে পারলেন।

আগের আশ্চর্য কাজগুলোর মধ্যে মিল থাকার কারনেই হয়তো "প্রিয় শিষ্য" তাঁকে চিনতে পেরেছেন যে, যীশুই তাদেরকে ডেকে এনেছিলেন। যখন যীশু পিতরকে এই আহ্বানের কথা জানালেন, পিতর এতটাই উত্তেজিত হয়েছিলেন যে, তিনি নৌকা থেকে লাফ দিয়ে তীরে সাঁতরে গেলেন। অন্যান্য শিষ্যেরা যখন তীরে এসে পৌঁছল, তখন তারা সকলে একসাথে খাবার খেল। প্রভুর সেই নিস্তার পর্বের নৈশভোজের মতো, যীশু সেখানে থাকা শিষ্যদের কাছে খাবারটি সহভাগ করে নিয়েছিলেন তাদের সংগে।

যীশু তারপর পিতরকে একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁর বিশেষ দায়িত্বের জন্য শিষ্য হিসাবে পুনরায় বেছে নেন, যেসময়ে যীশু পিতরকে তাঁর শিষ্য হওয়ার মূল্য সম্পর্কেও সতর্ক করেছিলেন।

পরবর্তী পাঠ্য: খ্রিস্টানদের পাপ যত বড়ই হোক না কেন, যীশু তাদের ক্ষমা এবং পুনুরুদ্ধার করতে প্রস্তুত। খ্রিস্টানরা পবিত্র আত্মার শক্তি এবং পরিচর্যা কাজের মাধ্যমে তাদের জীবনে এই সম্পূর্ণ ক্ষমা এবং পুনুরুদ্ধার অনুভব করতে পারেন।

বাইবেল অধ্যয়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ূন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

অলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝান হয়েছে ?** কখনও কখনও এটা বিশ্বাস করা কঠিন হতে পারে যে, ঈশ্বর আমাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন। বাইবেল শিক্ষকদের কথা শুনে, ঈশ্বর সবাইকে ক্ষমা করেন যারা সততার সাথে ক্ষমা চান। যাইহোক, কখনও কখনও একটি গভীরতম ঘটনা ঘটার প্রয়োজন হয়, যখন ঈশ্বর আপনার মাথায় তার জ্ঞান প্রদান করেন এবং সেটি আপনি আপনার হৃদয়ে ব্যবহার করেন। নিঃসন্দেহে, পিতর, যিনি যীশুর সবচেয়ে কঠিন প্রয়োজনের সময়ে তিনবার যীশুকে অস্বীকার করেছিলেন। এটি তার জন্য গভীর লজ্জার বিষয় ছিল, কিন্তু ক্ষমার প্রশান্তি লজ্জাকে দূর করে দেয়। এজন্য ঈশ্বরের

সন্তানদের লজ্জায় বাস করা ঠিক নয়। যীশু সম্পূর্ণরূপে পিতরকে পরিবর্তিত করেছিলেন, কারণ এটি ছিল ক্ষমার জন্য ঈশ্বরের শক্তিপূর্ণ একটি কাজ, যা পিতরের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

- যীশু তাদেরকে ক্ষমা করার পরেও কেন কিছু খ্রিস্টান এখনও লজ্জাবোধ করেন ?
- কেন এটা শুধুই ঈশ্বরের শক্তি, কখনই আমাদের ইচ্ছাশক্তি নয়, যে আমাদেরকে ক্ষমার প্রশান্তি দান করে এবং আমাদেরকে সম্পূর্ন আরোগ্য দান করে ?

- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে আনন্দ, শক্তি ও ভালবাসায় সম্পুর্ণ করতে চান। আর যখন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা লজ্জার মধ্যে থাকে তখন তারা যীশুর আনন্দ, শক্তি ও ভালবাসা গ্রহণ করতে পারে না। প্রতিটি খ্রীষ্টিয়ানের উচিত নি:শর্তভাবে বিশ্বাসে ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত হওয়া, যেন ঈশ্বর তাদের জীবনে পরিপুর্ণ শান্তি ও আরোগ্য দানের অনুভুতি নিয়ে আসতে পারেন। যীশু যেহেতু তাঁর সন্তানদের কখনও দোষারোপ করেন না, সেজন্য তাদের কখনই উচিত নয় একে অন্যকে দোষারোপ করা। এটা সবসময়ই উৎসাহের।
    - একজন ব্যক্তির কি করা উচিত যদি তারা মনে করে যে, তার পাপ ঈশ্বরের পক্ষে ক্ষমা করা খুব বড় বিষয় ?
    - কি হবে যদি কেউ তাদের পাপের জন্য দোষী বোধ না করে, কিন্তু কেবল পাপ করতে থাকে এবং ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে ?
- **হাত: কিভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ দিতে পারি ?** যীশুর ক্ষমা একজন মানুষের জীবন পরিবর্তন করে। কখনও কখনও সেই পরিবর্তনগুলি বাস্তবে অন্য কোন জায়গায় চলে যাওয়া এবং সুসমাচারের জন্য একজন শিক্ষক বা প্রচারক হওয়ার মত। অন্য সময় এটি নিজের শহরে থাকা, নিজের কাজ করে যাওয়া এবং নিজ শহরের লোকদের পরিচর্যা করার মত হতে পারে। খ্রিস্টানদের উচিত তাদের জীবনের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা কি তা খুঁজে বের করা।
    - আপনি কিভাবে এই সপ্তাহে এমন কাউকে উৎসাহিত করতে পারেন যিনি তার বিশ্বাসে নিরুৎসাহিত বোধ করছেন ?
    - আপনি একজন খ্রিস্টানকে কী বলবেন যিনি শিক্ষক বা পালক হওয়ার জন্য তাদের জীবনে ঈশ্বরের আহবান অনুভব করেন, কিন্তু ভয় পাচ্ছেন ?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন।
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

পাঠের শিরোনাম: ৯১ স্বগারোর্হন এবং পবিত্র আত্মার জন্য অপেক্ষা

পাঠের সাস্ত্রাংশ: প্রেরিত ১:১-১৪

পরবর্তি শাস্ত্রাংশ: যোনা ৩অধ্যায়

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা :** এটা বুঝতে চেষ্টা করুন, স্বর্গে ফিরে যাবার ঠিক আগে, যীশু শিষ্যদের কাছে পবিত্র আত্মা উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রম্নতি দিয়েছিলেন, যিনি শিষ্যদেরকে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যীশুর সাক্ষী হওয়ার ক্ষমতা দেবেন ।
- **হৃদয় :** ঈশ্বর মানুষের জন্য যা পরিকল্পনা করেন মানুষের আকাঙ্খা এবং পরিকল্পনাগুলি সাধারণত তার চেয়ে অনেক ছোট এবং আরও সীমিত হয়, এমন বিষয়গুলো বোঝার জন্য সতর্ক থাকুন।
- **হাত:** পবিত্র আত্মার জন্য অপেক্ষা করুন। অন্যান্য খ্রিস্টানদের সাথে প্রার্থনায় সময় কাটান এবং পবিত্র আত্মার কাছ থেকে নির্দেশনা পাবার জন্য ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করুন।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা: কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হইবে; আর তোমরা যিরুশালেমে, সমুদয় যিহূদিয়া ও শমরিয়া দেশে, এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত আমার সাক্ষী হইবে, প্রেরিত ১:৮।

পাঠের সারসংক্ষেপ:: মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে ওঠার পর যীশু শিষ্যদের সাথে অনেকদিন কাটিয়েছিলেন। কিন্তু এমন সময় এল যখন তাঁকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হলো। তাঁকে তাঁর স্বগীর্য় পিতার সাথে থাকতে হবে। যীশু এবং শিষ্যরা বৈথনিয়া নামক একটি জায়গায় গেলেন। যীশু শিষ্যদের আর্শীবাদ করে বললেন যে, তাদেরকে বিভিন্ন স্থানে গিয়ে তাঁর সম্পর্কে অন্যদের জানাতে হবে। অনেক লোক এখনও জানে না যে তিনি তাদের জন্যই মারা গেছেন এবং তাদের পাপ ক্ষমা করতে পারেন। যেহেতু যীশু স্বর্গে যাচ্ছিলেন, তাই তিনি শিষ্যদের বলেছিলেন যে, তিনি তাদের জন্য একজন সাহায্যকারী পাঠাবেন। সেই সাহায্যকারী ছিলেন পবিত্র আত্মা। যীশু তাদের এই কথা বলতে বলতে স্বর্গের দিকে তাঁর হাত তুললেন। এসময়ে তাঁর পা মাটি ছেড়ে উপরে উঠে যেতে লাগল এবং তিনি শুন্যে উঠতে শুরু করলেন বা ক্রমশ আকাশে উঠে যেতে লাগলেন। এভাবে যীশুকে তুলে নেওয়ার সময় তিনি মেঘের আড়ালে চলে গেলেন। এসময় দুই শিষ্য উপস্থিত হয়ে শিষ্যদের বললেন, যীশুকে তোমরা যেমন স্বর্গে উঠে যেতে দেখলে, একদিন ঠিক তেমনিভাবে তিনি এই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন।

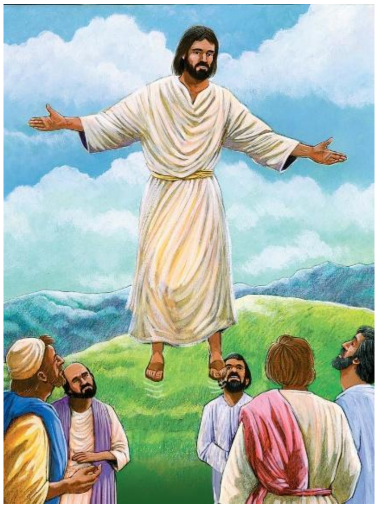

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **পুনরুত্থিত যীশু:** তাঁর পুনরুত্থানের পরে, যীশু পৃথিবীতে ৪০ দিন অতিবাহিত করেছিলেন। এই সময়ে যীশু তাঁর পুনরুত্থানের দৃঢ় প্রত্যয়ী প্রমাণ দিয়েছিলেন এবং কেন তাঁকে মরতে হবে এবং মৃত থেকে পুনরুত্থিত হতে হবে তা ধর্মগ্রন্থ থেকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।
- ২. **শিষ্যরা** তখনও ভাবছিলেন যে যীশু একজন রাজনৈতিক নেতা হবেন কি না, এবং তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কি পবিত্র ভুমি যিরুশালেম থেকে রোমান সাম্রাজ্যকে সরিয়ে দেবেন কিনা। যীশু শিষ্যদের শিখিয়েছিলেন যে, তাঁর চেয়েও একটি মহান শক্তি তাদের সাহায্যের জন্য তিনি পাঠিয়ে দিচ্ছেন, তিনি পবিত্র আত্মা। তাদেরকে বললেন, পবিত্র আত্মার শক্তি তাদেরকে যীশুর সাক্ষী হতে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে যেতে সাহায্য করবে। এজন্য, পবিত্র ভূমিতে যা ঘটবে তার জন্য তাদের ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়, বরং সমগ্র বিশে^র জন্য ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে অংশ নেওয়া উচিত।
- ৩. **জলপাই পর্বত:** তাঁর পুনরুত্থানের ৪০তম দিনে, যীশু এবং শিষ্যরা যিরুশালেমের কাছে জলপাই পাহাড়ে ছিলেন। তাঁর শিষ্যদের যিরুশালেমে ফিরে যাওয়ার এবং প্রতিশ্রুত পবিত্র আত্মার জন্য অপেক্ষা করতে বলার পর, যীশু মেঘের মধ্যে দিয়ে স্বর্গে উঠে গেলেন। যীশু এই স্বগার্রোহনের পরে, শিষ্যরা যিরুশালেমে ফিরে যাওয়ার এবং পবিত্র আত্মাকে পাবার জন্য অপেক্ষা করার নিদের্শ পালন করেছিলেন।

পাঠ প্রসঙ্গ: যীশু তাঁর পুনরুত্থানের পরে বেশ কয়েকবার তাঁর শিষ্যদের সাথে দেখা করেছিলেন। এই সময়ে যীশু শিষ্যদের পবিত্র আত্মার আগমন এবং তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের শাস্ত্রীয় ভিত্তি সম্পর্কে অনেক কিছু শিখিয়েছিলেন। শিষ্যরা এখনও যীশুর মিশন পুরোপুরি বুঝতে পারেনি, কারণ তারা এখনও জানতে চেয়েছিলেন যে, যীশু ইস্রায়েলকে একটি স্বাধীন জাতি হিসাবে পুনরুদ্ধার করবেন কিনা।

পবিত্র আত্মা তাদের হৃদয়ে না আসা পর্যন্ত শিষ্যরা যীশুর পরিচর্যা এবং বিশে^র জন্য তাদের মিশন কাজ সম্পূর্ণরূপে বুঝতে শুরু করবে না। অতএব, যীশু তাদের তাঁর স্বর্গারোহণের পরে জেরুজালেমে ফিরে আসার এবং এই পূর্ণতার বিষয়ে অপেক্ষা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।

পরবর্তী পাঠ্য: ঈশ্বরের আর্শিবাদ এবং পরিত্রাণ প্রথিমিকভাবে ই¯্রায়েলের জন্য এটা বোঝার দিক থেকে শিষ্যরা খুব সন্তুষ্টিজনক ছিলেন না। ঈশ্বর যোনাকে ই¯্রায়েল ত্যাগ করতে এবং নিনবীর

লোকদেও কাছে প্রচার করতে আহবান করেছিলেন। নিনবীয়রা ই¯্রায়েলের ঐতিহাসিক শত্রু ভাবাপন্ন ছিল। তাই, যোনা ঈশ্বরের বাধ্য হতে চাননি, কারণ তিনি কেবল ঈ¯্রায়েলের জন্য ঈশ্বরের আর্শীবাদ এবং নিনবীর লোকদের জন্য ঈশ্বরের শাস্তি আশা করেছিলেন। যাইহোক, যোনা এবং তাঁর শিষ্য উভয়ের কাছে, ঈশ্বর এটা স্পষ্ট করে দেন যে, ঈশ্বরের ভালবাসা এবং পরিত্রাণ বিশে^র সকল মানুষের জন্য।

বিশ্বাসের পথের বিষয় আলোচনা: ১৫: খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন: যীশুর মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের পর, তিনি স্বর্গে ফিরে যান এবং পবিত্র আত্মা খ্রিস্টানদের মধ্যে বাস করতে আসেন। একদিন, ঈশ্বর নিরুপিত সময়ের শেষে, খ্রীষ্ট দ্বিতীয়বার ফিরে আসবেন। সেই সময় খ্রিস্টানরা, জীবিত এবং মৃত উভয় বিশ্বাসীদের যীশুর সাথে দেখা হবে এবং তিনি তাদেরকে স্বর্গে নিয়ে যাবেন। অনেকেই আছেন যারা ঠিক কখন এবং কিভাবে এইসব ঘটবে তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন! যাইহোক, নাজারিন চার্চ বিশ্বাস করে যে, বাইবেল ”কখন” এবং ”কিভাবে” সম্পর্কে স্পষ্ট এবং সঠিক বিবরণ দেয় না এবং তাই ”কে” এর উপর গুরুত্বারোপ করার বিষয়টি বেছে নেয়। (২য় পিতর ৩: ৩—১৫) কারন খ্রীষ্ট ফিরে আসবেন স্ব মহিমায়!

- **মাথা:** আপনি যখন যীশুকে সামনা সামনি দেখবেন তখন আপনি কী অনুভব করার অপেক্ষায় আছেন ?
- **হৃদয়:** কিভাবে যীশুর পুনরায় ফিরে আসার প্রতিশ্রম্নতি আপনাকে এই পতনশীল এবং ভেঙে যাওয়া পৃথিবীতে শক্তি যোগায় ?
- **হাত:** খ্রীষ্টের ফিরে আসার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে আপনি কি করতে পারেন ?

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়–ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝান হয়েছে ?** কারণ ঈশ্বর সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি সকল মানুষকেই ভালবাসেন এবং ঈশ্বর চান যেন সকল মানুষই পরিত্রাণের অভিজ্ঞতা লাভ করুক। যীশুর পার্থিব পরিচর্যা প্রাথমিকভাবে ই¯্রায়েলের উপর নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু তাঁর পুনরুত্থানের শক্তি এবং পরিত্রানের সুসংবাদ সমস্ত মানুষের জন্য। তাই, যীশুর পরিচর্যা তাঁর পুনরুত্থানের সাথে শেষ হয়ে যায়নি। এজন্য, যখন পবিত্র আত্মা খ্রিস্টানদের উপরে আসে তখন যীশুর পরিচর্যা অব্যাহত ছিল। যেহেতু সুসমাচার সমগ্র বিশে^র জন্য সেহেতু যীশু তাঁর শিষ্যদের শিখিয়েছিলেন যে, পবিত্র আত্মা তাদেরকে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পাঠাবে, যীশুর ভালবাসা এবং পরিত্রাণের প্রচার করার জন্য।
    - আপনি কেন মনে করেন শিষ্যরা তখনও ভেবেছিল যে, যীশুর পরিচর্যা শুধুমাত্র ই¯্রায়েলের জন্য ছিল ?
    - যীশুর সাক্ষী হিসাবে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত শিষ্যরা যাবেন এই বিষয়ে আপনি কি প্রশ্ন চিন্তায় আসছে ?
- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** এমনকি যীশুর পুনরুত্থান এবং পুনরুত্থানের পরে শিষ্যদের সংগে তাঁর পরিচর্যা কাজের পরেও, শিষ্যরা এখনও যীশুর পরিচর্যার কাজের প্রসারতা বা ব্যাপকতা বোঝার জন্য দ্বিধাদন্দে ভুগেছে। ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে আরও অনেক কিছু ছিল যা শিষ্যদের বোঝার প্রয়োজন ছিল। যীশু প্রতিশ্রম্নতি দিয়েছিলেন যে, পবিত্র আত্মা তাদেরকে যীশুর পরিচর্যা কাজসমূহ চালিয়ে যাবার ক্ষমতা দেবেন। শিষ্যরা তাদের জীবন ঈশ্বরের ইচ্ছার সঠিক বাধ্যতায় পালন করতে থাকে, তবে তারা ঈশ্বরের হৃদয় এবং মিশনকে গভীরভাবে বুঝতে পারবে।
    - কেন ঈশ্বর সম্পর্কে খ্রিস্টানদের বোঝার ব্যাপারটি সবর্দা স্বর্গের এই দিক থেকে অসম্পূর্ণ থাকবে ?
    - কেন একজন খ্রিস্টানের পক্ষে বিশ্বাস করা বিপদজনক যে, তারা ঈশ্বর সম্পর্কে যা যা জানা দরকার তার সবই জানে ?
- **হাত: কিভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ দিতে পারি ?** খ্রিস্টানদের সবচেয়ে শক্তিশালী পদক্ষেপগুলির মধ্যে একটি হল প্রার্থনায় অন্যান্য খ্রিস্টানদের সাথে সমবেত হওয়া। যদিও ব্যক্তিগত প্রার্থনায় অনেক সুবিধা রয়েছে, কিন্তু খ্রিস্টানরা যখন তাদের কাছে ঈশ্বরের ইচ্ছা কি এবং তাদের জীবনের জন্য কি বলতে চান সেবিষয়ে ধৈয্যর্ ধারন করতে শিখলে তখন সেখানে অনেক উৎসাহ এবং শক্তি লাভ করা সম্ভব। কারণ ঈশ্বরের পরিকল্পনা সবসময় মানুষের চিন্তা থেকে অনেক বড় এবং মানুষের সময় ও পরিকল্পনা থেকে ঈশ্বরের সময় একেবারে আলাদা। এজন্য প্রার্থনায় বাধ্যতার সাথে অপেক্ষা করতে শেখা খ্রিস্টানদের জন্য খুব অপরিহার্য একটা বিষয়।
    - কেন খ্রিস্টানরা প্রার্থনার উত্তরে ঈশ্বরের নির্দেশ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করার সময় অধৈর্য হতে প্রলুবদ্ধ হয় ?
    - কিভাবে অন্যান্য খ্রিস্টানদের সাথে প্রার্থনায় সমবেত হওয়া তাদের ঈশ্বরের শক্তি পেতে এবং ধৈর্য শিখতে সাহায্য করতে পারে ?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন।
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

পাঠের শিরোনাম: ৯২ পঞ্চাশত্তমীর দিন

পাঠের সাস্ত্রাংশ: প্রেরিত ২অধ্যায়

সহায়ক শাস্ত্রাংশ: ২ যোয়েল ২:২৮—৩২

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা :** শিষ্যদের পবিত্র আত্মা লাভের এই ঘটনার জন্য আনন্দিত হোন। যীশুর প্রতিজ্ঞার এই পরিপূর্ণতা শিষ্যদের সুসমাচার পৃথিবীর শেষ প্রান্তে নিয়ে যেতে সক্ষম করে।
- **হৃদয় :** আপনি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছেন কিনা তা হৃদয়ে অনুভব করতে চেষ্টা করুন। যীশুর আত্মা কি আপনার হৃদয়, আত্মা এবং শক্তিকে পূর্ণ করছে ?
- **হাত :** এই সপ্তাহে ঈশ্বরের মহান পরিত্রাণের সাক্ষ্য দেয়ার জন্য নির্দিষ্ট উপায়গুলি খুঁজুন। আপনি কিভাবে সুসংবাদ প্রকাশ করতে পারেন যেন প্রত্যেকে যারা প্রভুর নামে ডাকবে তারা উদ্ধার পাবে ?

একটি পদে পাঠের শিক্ষা: তখন পিতর তাহাদিগকে কহিলেন, মন ফিরাও, এবং তোমরা প্রত্যেক জন তোমাদের পাপমোচনের নিমিত্ত যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও; তাহা হইলে পবিত্র আত্মারূপ দান প্রাপ্ত হইবে, প্রেরিত ২:৩৮

পাঠের সারসংক্ষেপ: যীশু স্বর্গে আরোহণের আগে, তিনি শিষ্যদের জেরুজালেমে থাকতে বলেছিলেন। তিনি তাদের সাহায্য করার জন্য পবিত্র আত্মা পাঠাতে যাচ্ছিলেন। একদিন শিষ্যরা এবং আরও কিছু খ্রিস্টানরা একসঙ্গে দেখা করতে একটি বাড়িতে গেল। হঠাৎ, তারা ঘরের মধ্য দিয়ে প্রবল বাতাস অনুভব করল। অতঃপর তারা স্বর্গ থেকে নেমে আসা আগুনের জিহ্বার মত দেখতে পেল। আগুন বিভক্ত হয়েছে এবং প্রতিটি অংশ তাদের প্রত্যেককে স্পর্শ করেছে। এই সেই পবিত্র আত্মা যার আগমনের কথা যীশু বলেছিলেন। পবিত্র আত্মার আগুন তাদেরকে স্পর্শ করবার পর তারা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। এর মধ্যে দিয়ে যীশু তাদেরকে বলতে চাইলেন যেন পবিত্র আত্মার শক্তিতে তারা বিশ্বের প্রান্ত পর্যন্ত তাঁর সুসমাচার প্রচার করেন। বারোজন শিষ্যকে এজন্য 'প্রেরিত'ও বলা হয়ে থাকে। যীশু তাঁর প্রেরিত শিষ্যদের পাঠিয়েছিলেন যেন তারা অন্যদেরকে সকল মানুষের কাছে প্রচার করতে পাঠান। তাই যেদিন যীশু তাঁর শিষ্যদের মাঝে পবিত্র আত্মার এই বিশেষ আগমন করান সেই দিনটির নাম 'পঞ্চাশত্তমীর দিন'।

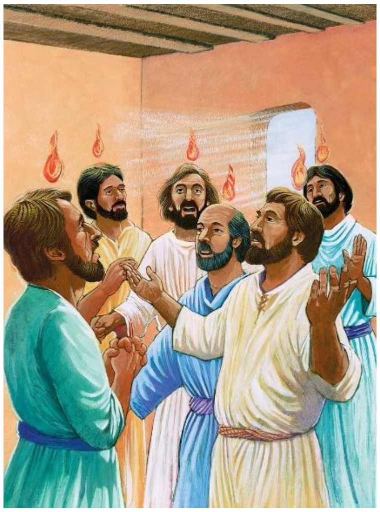

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **একসাথে এক জায়গায়:** জেরুজালেমে যীশুর ১২০ জন শিষ্য প্রতিশ্রুত পবিত্র আত্মাকে পাবার অপেক্ষায় জড়ো হয়েছিলেন।
- ২. **দ্রুত বাতাস :** হঠাৎ একটি ঝড়ো হওয়ায় ঘরটা ভরে গেল।
- ৩. **আগুনের জিভ–এর** মাধ্যমে শিষ্যমের মাথায় প্রশান্তির চিন্তা এসেছে।
- ৪. **শিষ্যরা:** শিষ্যরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন, যীশুর সুসংবাদ ঘোষণা করলেন। ঘরের বাইরে অনেক লোক বিভিন্ন ভাষা শুনেছিল যার সাথে শিষ্যরা যীশুকে ঘোষণা করেছিল। এই লোকদের মধ্যে অনেকে দাবি করেছিল যে, শিষ্যরা মাতাল ছিলেন, কারণ তারা তাদের ভাষাগুলি বুঝতে পারছিল না। পিতর পুরাতন নিয়ম থেকে ব্যাখ্যা করে সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, এই ভাষাগুলি ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি পূরণ করছে, যে কারনে সে সমস্ত ভাষার মানুষ ঈশ্বরের মহান ভালবাসার সুসংবাদ শুনতে পাবে।

পাঠ প্রসঙ্গ: যীশুর আদেশ অনুসারে, শিষ্যরা পবিত্র আত্মার জন্য অপেক্ষা করার জন্য জিরুজালেমে জড়ো হয়েছিল। যীশুর ১১ জন শিষ্যের চেয়েও বেশি, যীশুর প্রায় ১২০ জন অনুসারী অপেক্ষা করার জন্য জড়ো হয়েছিল। হঠাৎ, একটি দ্রুত বাতাসে ঘরটি ভরে গেল, এবং তাদের মাথায় আগুনের জিভের মতো দেখতে লাগছিল। তখন শিষ্যরা বিভিন্ন ভাষায় ঈশ্বরের প্রশংসা ঘোষনা করেন। পবিত্র আত্মার এই পরিপূর্ণতা যীশুর প্রতিশ্রুতি এবং সেইসাথে পুরাতন নিয়মের অনেক ভবিষ্যদ্বানী পূর্ণ করেছিল। পবিত্র আত্মা দ্বারা এই পরিপূর্ণতা শিষ্যদের তাদের জীবনে ঈশ্বরের আহবান পূর্ণ করার শক্তি এবং অনুগ্রহ দিয়েছে। ঈশ্বরের শক্তিশালী কাজগুলির বেশিরভাগের মতো, একটাও তারা কিছু বুঝতে পারে নি। তারা এজন্য শিষ্যদের উপহাস করেছিল। দাবি করেছিল যে তারা মাতাল হয়ে অশ্লীল চিৎকার করছে। যদিও, পিতর ঘোষণা করেছিল যে, এই চশমাগুলি মাতাল হওয়ার ফলাফল নয়, বরং ঈশ্বরের শক্তিশাশলী উপস্থিতির ফলাফল। পিতর তাদের কাছে যীশু খ্রিস্টেও সুসমাচার প্রচার করেছিলেন। হৃদয়ে কাটাঁ, অনেকে পিতরকে জিজ্ঞাসা করেছিল কিভাবে তারা ঈশ্বরের পরিত্রাণ পেতে পারে। প্রায় ৩,০০০ খ্রীস্টকে পরিত্রাতা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং বাপ্তিষ্ম নিয়েছিলেন।

পরবর্তী পাঠ্য: ঈশ্বর কখনই পরিত্রাণকে ই্রায়েলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি। কারণ ঈশ্বর সবাইকে সৃষ্টি করেছেন, ঈশ্বর সবাইকে রক্ষা করতে চান। যোয়েল ভাববাদী এই অনুচ্ছেদে, ঈশ্বরের

প্রতিশ্রম্নতির কথা বলেছেন, যে একদিন শুধু ই¯্রায়েলীয়রা নয়, কিন্তু প্রত্যেকে যারা প্রভুর নামে ডাকবে তারা রক্ষা পাবে। ঈশ্বর আসন্ন পবিত্র আত্মা যোয়েল ভাববাদীর মাধ্যমে কথা বলেন যিনি ঈশ্বরের সন্তানদের আকাঙ্খা পূরণ করবেন।

বিশ্বাসের পথের বিষয় আলোচনা: ১০: খ্রিস্টীয় পবিত্রতা এবং সম্পূর্ণ পবিত্রতা: ঈশ্বরের পরিত্রাণের পরিকল্পনা মানুষকে তাদের পাপের অপরাধ থেকে বাচাঁনোর চেয়ে বেশি, ঈশ্বরের পরিকল্পনা হল মানুষকে তাদের জীবনে পাপের শক্তি থেকে বাঁচানো। অতএব, যীশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান পরিত্রানের পথ প্রদান কেও, পবিত্র আত্মা পূরণ ঈশ্বরের পরবর্তি কাজ যেখানে ঈশ্বর পাপ থেকে হৃদয়কে পরিষ্কার করেন। পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমে, খ্রিস্টানরা পাপ প্রত্যাখ্যান করতে এবং ঈশ্বরের ভালবাসার সাথে অন্যদের ভালবাসার ক্ষমতা রাখে। পবিত্র আত্মার এই পূর্ণতা খ্রিস্টানদেরকে ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগের জীবন এবং অনুগ্রহের বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়।

- **মাথা :** কেন ঈশ্বর মানুষকে তাদের পাপ থেকে বাঁচানোর চেয়ে আরও বেশি কিছু করতে চান ? একজন খ্রিস্টানের কি অভাব আছে, যারা কেবল তাদের পাপের ক্ষমা পায়, এবং তাদের জীবনে পাপের শক্তি থেকে মুক্তি পায় না ?
- **হৃদয় :** প্রেরিত ২অধ্যায়ের ঘটনা অনুসারে পঞ্চাশত্তমীর সময় এবং পরে বিশ্বাসীদের মধ্যে পবিত্র আত্মার কি বিশেষ প্রকাশ কী ছিল ?
- **হাত :** কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ, ঈশ্বরের দ্বারা পবিত্রকরণের সাক্ষ্য দেওয়ার পাশাপাশি, পবিত্র আচরণের মাধ্যমে সেই পবিত্রতা প্রদর্শন করা ?

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপূর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়–ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝান হয়েছে ?** পবিত্র আত্মা ট্রিনিটি বা ত্রিত্বের তৃতীয় ব্যক্তি। পবিত্র আত্মার পিরচর্যার মুল বিষয়টি হল খ্রিস্টানদের জীবনে যীশুর জীবনকে জীবন্ত করে তোলা এবং তাদেরকে ঈশ্বরের শক্তিতে বেঁচে থাকার ক্ষমতা দেওয়া। তাদের মধ্যে কাজ করে পবিত্র আত্মার শক্তি দিয়ে খ্রিস্টানরা ঈশ্বরকে ভালবাসতে এবং অন্যদের ভালবাসার জন্য ঈশ্বরের রাজ্যে সম্পূর্ণ নিবেদিত জীবনযাপন করতে পারে এবং পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত থাকতে পারে। যদিও শিষ্যরা প্রায়শই পৃথিবীতে যীশুর মিশনকে ভুল বোঝেন, যখন যীশু পৃথিবীতে পরিচযার্ করেছিলেন, একবার পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছিলেন, তারা যীশু খ্রিস্টের সুসমাচার এবং পৃথিবীতে যীশুর মিশন আরও ভালভাবে বুঝতে শুরু করেছিলেন।
    - কেন শিষ্যরা পবিত্র পৃথিবীতে যীশুর এই পৃথিবীতে থাকার সময়ের চেয়ে পঞ্চাশত্তমঅর দিনে পবিত্র আত্মা লাভের পরে যীশুর মতো আরও বেশি শক্তিশালী জীবন—যাপন করতে সক্ষম হয়েছেন ?
    - শিষ্যদের এত ভিন্ন ভাষায় কথা বলার তাৎপর্য কী ?
- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** যখন পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিপূর্ণ, খ্রিস্টান তাদেও জীবন সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত, এবং পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হয়। খ্রিস্টের জন্য বেঁচে থাকার চেষ্টা করার এবং তবুও সর্বদা পাপের দ্বারা আবদ্ধ থাকার মধ্যে সংগ্রামের জীবন—যাপন করার পরিবর্তে, খ্রিস্টান সম্পূর্ণরূপে যীশুর জীবন বাঁচতে সক্ষম।
    - কেন সব মানুষ স্বার্থপরভাবে বাঁচার ইচ্ছা নিয়ে জন্মায় ?
    - আপনি কি নিজেকে ঈশ্বরের জন্য বেঁচে থাকা ও পাপের দাসত্বে বাঁচার সৃংখলকে ছিঁড়ে ফেলতে পারছেন ? যদি তাই হয়, তাহলে আপনি কি করতে পারেন যাতে ঈশ্বর আপনার সমস্ত জীবন পেতে পারেন ?
- **হাত: কিভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ দিতে পারি ?** খ্রিস্টের পবিত্র আত্মার পূর্ণতা একটি এককালীন ঘটনা নয়, কিন্তু একটি দৈনন্দিন বাস্তবতা। যখন খ্রিস্টানরা তাদের নিজস্ব ক্ষমতার বাইরে জীবন—যাপন করে, তখন তারা তাদের জীবনে ঈশ্বরের কাজের সাক্ষ্য দেয়। তারা তাদের নিজস্ব ক্ষমতার চেয়ে ঈশ্বরের শক্তির সাথে আরও বেশি কিছু করতে সক্ষম হয়।
    - আপনি কিভাবে সুসংবাদ প্রকাশ করতে পারেন যেন প্রত্যেকে যারা প্রভুর নামে ডাকবে তারা উদ্ধার পাবে ?
    - আপনি যদি কখনই পবিত্র আত্মায় পূর্ণ না হন তবে আপনি কি করতে পারেন ?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন।
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

অনুশীলনীর শিরোনাম: ৯৩ যীশু মশীহের মন্ডলী

অনুশীনীর শাস্ত্রাংশ: প্রেরিত ২:৪১-৪৭

আনুষাঙ্গিক শাস্ত্রাংশ: ইফিষীয় ১:১৫—২৩

অনুশীলনীর উদ্দেশ্যসমূহ:

- **মস্তক:** এটি বোঝা যে, এই পৃথিবীতে সার্বজনীন মন্ডলীই হলো যীশু খ্রীষ্টের প্রতিনিধি।
- **হৃদয়:** মন্ডলীর জন্য খ্রীষ্ট যে উপহার দিয়েছেন এবং ঈশ্বর আপনার সহভাগীদের মধ্য দিয়ে তিনি যে আশীর্বাদ করেছেন সেটির জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া।
- **হাত:** খ্রীষ্টের দেহের অংশ হিসেবে, এই সপ্তাহে আমরা মন্ডলীর ভেতরের এবং বাইরের লোকদের প্রতি সহানুভূতিশীল, দয়াপূর্ণ এবং ভালোবাসাপূর্ণ হওয়ার সুনির্দিষ্ট উপায়গুলো খুঁজে বের করবো।

একটি পদে আজকের অনুশীলনী: তখন যাহারা তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিল, তাহারা বাপ্তাইজিত হইল; তাহাতে সেই দিন কমবেশ তিন হাজার লোক তাঁহাদের সহিত সংযুক্ত হইল। প্রেরিত ২:৪১

শাস্ত্রাংশের সারমর্ম/সংক্ষিপ্তসার: পঞ্চাশত্তমীর দিন পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হবার পর পিতর যিহূদী উৎসব পালনের জন্য সারা বিশ্বের যিহূদীরা যখন যিরূশালেমে একত্রিত হয়েছিল তখন হাজার হাজার যিহূদীর সামনে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন। শিষ্যেরা যখন পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছিলেন তখন পবিত্র আত্মা তাদের মধ্যে খুব শক্তিশালীভাবে কাজ করেছিলেন, আর পিতর যে জনতার উদ্দেশ্যে প্রচার করছিলেন তাদের মধ্যেও পবিত্র আত্মা কাজ করেছিলেন। সেদিন হাজার হাজার লোক উদ্ধার পেয়েছিল। যীশুর নতুন বিশ্বাসীরা যারা সবেমাত্র উদ্ধার পেয়েছিল তারা আরাধনা, উৎসাহ, শিক্ষা এবং সহভাগিতার জন্য একত্রিত হওয়া শুরু করল। যীশুতে পরিত্রাণের আনন্দ নতুন বিশ্বাসীদেরকে এতটাই পূর্ণতা দান করেছিল যে, তারা নিজেদের সমস্ত সম্পদ ভাগাভাগি করেছিল এবং যাদের অভাব রয়েছে তাদেরকে দান করেছিল।

ঞবধপযরহম ভৎড়স ঃযব ওসধমব:

- ১. **প্রাথমিক খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা.** পিতর যে জনতার সামনে দাঁড়িয়ে প্রচার করেছিলেন সেখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের যিহূদীরা উপস্থিত ছিল। তারা নিজেদের দেশে ফিরে গেল এবং অন্যদের কাছে যীশুর বিষয়ে বলেছিল। যারা যিরূশালেমেই বাস করত তারা সেখানেই থাকল এবং নিয়মিত সবার সাথে মিলিত হওয়া শুরু করতে লাগল।
- ২. **শাস্ত্র থেকে পাঠ করা.** প্রাথমিক খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা অনেক ধরণের অনুশীলনের মধ্যে নিয়োজিত থাকলেও তাদের মধ্যে অনেকেই প্রেরিতের শিক্ষার প্রতি নিজেদেরকে নিবেদিত রাখতো। প্রেরিতরা যখন তাদের শিক্ষা দিতো যখন তারা শুধুমাত্র শোনার মাধ্যমেই নয়, বরং প্রেরিতরা যেসমস্ত নির্দিষ্ট মন্ডলীকে উদ্দেশ্য করে বা প্রচারের উদ্দেশ্যে যেসব চিঠি লিখতেন সেই চিঠিগুলো পড়ার মাধ্যমেও তা পালন করতো।

শাস্ত্রাংশের প্রেক্ষাপট পঞ্চাশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে যীশুর শিষ্যরা অবশেষে তাঁর জীবন, কাজ এবং শিক্ষাগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে শুরু করল। তারা বুঝতে শুরু করল যে, যীশু

একজন সামরিক নেতার মতো কোনো মশীহ্ ছিলেন না, বরং তিনি একজন যাতনাভোগী দাসরূপ মশীহ্ ছিলেন। যীশুর সম্পর্কে আরও জানার জন্য এবং প্রাথমিক খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের মধ্যে যে আনন্দ ছিল সেটি ছড়িয়ে দেবার জন্য তারা প্রতিদিন একসাথে মিলিত হতো। এই প্রাথমিক খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা প্রথমে যিহূদী ছিল, আর তাই তারা তখন বিশ্রামবারে (শনিবারে) মন্দিরে যেতো,কিন্তু এরপর তারা সহভাগিতা, শিক্ষা এবং উৎসাহের জন্য রবিবারে অর্থাৎ, প্রভুর কৃত দিনে (যেদিন যীশু মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন) একসাথে মিলিত হতো।

আনুষাঙ্গিক শাস্ত্রাংশ: ইফিষীয়দের প্রতি পত্রে, প্রেরিত পৌল যীশুর খ্রীষ্টের ক্ষমতা এবং কতৃর্ত্বের বিষয়ে লিখেছেন। এই ক্ষমতা এবং কতৃর্ত্ব মন্ডলী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে অর্থাৎ, ঈশ্বরের যেসব লোকেরা যীশু খ্রীষ্টকে এই জগতের উদ্ধারকর্তা, মশীহ্ হিসেবে গ্রহণ করেছে তারা যেখানে একত্রিত হয় সেই পর্যন্ত গিয়েছে।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবা েদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে েদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

বলা

- **মস্তক: এই শাস্ত্রাংশটির অর্থ কী?** এই পৃথিবীতে যীশু খ্রীষ্ট যেভাবে অনুগ্রহ, ক্ষমতা এবং দয়া দেখিয়েছেন সেটিই হলো সার্বজনীন মন্ডলী। যখন এই সমস্ত বিষয়গুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পালন করা হয় তখন মন্ডলী বিশ্বস্তভাবে একে অন্যের প্রতি এবং মন্ডলীর বাইরের লোকদের প্রতি যীশু খ্রীষ্টের ভালোবাসা তুলে ধরে। তাদের একে অন্যের প্রতি যে আনন্দ এবং যত্ন থাকে সেটিই হলো তাদের সাক্ষ্য যেটি যীশু খ্রীষ্ট তাদের জীবনে নিয়ে এসেছেন।
    - মন্ডলী যেভাবে যীশুর ভালোবাসা এবং দয়া অন্যদের প্রতি প্রকাশ করে সেগুলোর মধ্যে আপনি নির্দিষ্টভাবে কোনগুলো দেখেছেন?

- মন্ডলী কি কি কারণে সম্পূর্ণভাবে খ্রীষ্টের দেহ হিসেবে এর যে পরিচয় রয়েছে সেই অনুযায়ী কাজ করতে ব্যর্থ হয়? এর মানে কি এই যে, এটি আসলে খ্রীষ্টের দেহের অংশ নয়?

- **হৃদয়: শাস্ত্র অনুযায়ী আমাদের কেমন হওয়া উচিত?** প্রাথমিক বিশ্বাসীরা যীশুর দেওয়া শিক্ষা প্রচার, সহভাগিতা, আশ্চর্যকাজ এবং আত্মিক উদারতায় নিয়মিত একসাথে মিলিত হতো। নিজেদের পাপের ক্ষমা পাওয়ার আনন্দ এবং পবিত্র আত্মার পূর্ণতা লাভের অভিজ্ঞতা তাদের ছিল এবং এটি শুধুমাত্র তাদের ব্যক্তিগত জীবন নয় বরং, তাদের সবার জীবনকেউ রূপান্তরিত করেছিল। তাই আমরা যখন যীশুর ভালোবাসা এবং আনন্দের অন্বেষণ করি তখন আমাদের এই রূপান্তরের চিহ্ন অন্যদের সাথে আমাদের জীবনের সম্পর্কগুলোর মধ্য দিয়েও প্রকাশ পাওয়া উচিত।
  - যীশুর ভালোবাসা এবং আনন্দ কীভাবে আপনার হৃদয়কে পরিবর্তিত করেছে?
  - যীশু একজন খ্রীষ্টিয়ানের হৃদয়কে তাৎক্ষণিকভাবে পরিবর্তন করার কারণে আপনি কি মনে করেন যে, যীশুর সম্পর্কে এবং অন্যদের প্রতি ভালোবাসার ক্ষেত্রে তাদের জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে পরিপক্ক? কেন বা কেন নয়?
- **হাত: কীভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপান্তর করতে পারি?** প্রাথমিক মন্ডলীর খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা অন্যদের প্রতি যে ভালোবাসা, সহভাগিতা এবং উদারতা দেখিয়েছিল সেগুলোই হলো মানুষের জীবন রূপান্তর করার ক্ষেত্রে যীশুর ক্ষমতার অন্যতম শক্তিশালী সাক্ষ্য। অনেকে যীশুর মশীহত্ব সম্পর্কে বুঝতে না পারলেও তারা যীশুর দেখানো মহান ভালোবাসা এবং আনন্দকে দৃষ্টিগোচর করতে পারে নি। অনেক সময় খ্রীষ্টিয়ানেরা মুখের কথার মাধ্যমে যা বলে সেটির মধ্য দিয়ে নয়, বরং, তারা তাদের কাজের মধ্য দিয়ে যে ভালোবাসা এবং আনন্দকে প্রকাশ করে সেটিই সবচেয়ে শক্তিশালী সাক্ষ্য হিসেবে কাজ করে।
  - অন্যান্য খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা আপনার প্রতি ভালোবাসা এবং আনন্দ প্রকাশের এমন কি কি কাজ করেছে যা আপনার কাছে সবচেয়ে অর্থপূর্ণ বলে মনে হয়?
  - যীশু আপনাকে এমন কি তালন্ত এবং দয়া করেছেন যেগুলো আপনি এই সপ্তাহে অন্যদের কাছে নিয়ে যেতে পারেন?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসা েথ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠের শিরোনাম: ৯৪ পিতর এবং যোহন এক ভিক্ষুককে সুস্থ করেন

পাঠের সাস্ত্রাংশ: প্রেরিত ৩অধ্যায়

সহায়ক শাস্ত্রাংশ: যিশাইয় ৩৫অধ্যায়

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা :** আনন্দ করুন! কারন এখন তাঁর শিষ্যদের মাধ্যমে যীশু খ্রিস্টের পরিচর্যা মানুষের শরীর এবং আত্মার নিরাময় নিয়ে আসছে।
- **হৃদয় :** আপনার পরিত্রাণের আনন্দ স্মরণ করুন! যদিও জীবন কঠিন হতে পারে এবং লোকেরা আপনাকে হতাশ করতে পারে, কিন্তু যীশু আপনাকে কখনই হতাশ করবেন না!
- **হাত:** এমন কাউকে খুঁজুন বের করুন যার জন্য আপনি আশীর্বাদস্বরুপ হতে পারেন। কখনও কখনও খ্রিস্টানরা আর্থিকভাবে একটি আশীর্বাদস্বরুপ হতে পারেন, তবে অন্যদের সাথে ঈশ্বরের ভালবাসা এবং শক্তি ভাগ করে নেওয়ার খ্রীষ্টিয়ানদের আরও অনেক উপায় রয়েছে।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা: কিন্তু পিতর বলিলেন, রৌপ্য কি স্বর্ণ আমার নাই, কিন্তু যাহা আছে, তাহা তোমাকে দান করি; নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে হাঁটিয়া বেড়াও, প্রেরিত ৩:৬।

পাঠের সারসংক্ষেপ প্রতিদিন ইহুদি ও অন্যধর্মের লোকেরা মন্দিরে প্রার্থনা করতে যেত। একজন অন্যধর্মের লোক সেই যে ইহুদি ছাড়া অন্য যে কোন ধর্মের। পিতর এবং যোহন যখন মন্দিরে যাচ্ছিলেন, তখন তারা দরজার কাছে একজন পঙ্গু লোককে বসে থাকতে দেখলেন। লোকটি, লোকদের কাছে তাকে টাকা দেওয়ার জন্য ভিক্ষা করছিল কারণ সে নিজে উপার্জন করতে পারছিল না। পিতর এবং যোহন যখন দরজার কাছে হেঁটে গেলেন, সেই পঙ্গু লোকটি তাদের কাছে টাকা চাইল। পিতর লোকটিকে তার দিকে তাকাতে বললেন। তারপর পিতর বললেন যে তাকে দেওয়ার মতো টাকা তার কাছে নেই। কিন্তু তার কাছে অন্য কিছু আছে যা সে দিতে পারে। পিতর পঙ্গু লোকটিকে বললেন, যীশুর নামে উঠে দাড়াও এবং হেটে বেড়াও। পিতর নিচু হয়ে লোকটির ডান হাত ধরলেন এবং তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি অনুভব করল তার পায়ের পেশী এবং গোড়ালী শক্ত হয়ে গেছে। তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন! আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন এবং তারপর পিতর এবং যোহনের সাথে লাফ দিতে দিতে মন্দিরে চলে গেলেন।

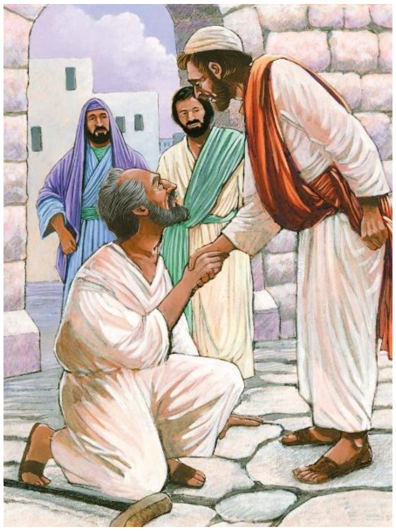

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **সুন্দর গেট:** একদিন পিতর এবং যোহন বিকেলের প্রার্থনার জন্য মন্দিরে গিয়েছিলেন, এবং সুন্দর নামক গেট দিয়ে প্রবেশ করছিলেন।
- ২. **পঙ্গু ভিক্ষুক :** তারা মন্দিরে যাবার পথে একজন লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যিনি জন্ম থেকেই পঙ্গু ছিলেন। টাকার জন্য ভিক্ষা করছেন। খোঁড়া লোকটির বন্ধুরা তাকে প্রতিদিন তাকে মন্দিরেরদরজায় নিয়ে আসত, যেন যেসব ইস্রয়েলীয়রা প্রার্থনা করার জন্য আসছে তাদের কাছে ভিক্ষা চাইতে পারে।
- ৩. **পিতর** ভিক্ষুককে বললেন, "আমাদের দিকে তাকান! যখন পিতর ভিক্ষুকের দৃষ্টি আকর্ষন করলেন, তখন তিনি বললেন যে, তাকে দেওয়ার জন্য তার কাছে কোন টাকা—পয়সা নেই। কিন্তু তিনি যীশু খ্রিস্টের নামে লোকটিকে হাঁটতে আদেশ করলেন। লোকটা যীশুতে বিশ্বাস করে কিংবা পিতর যা বলেছিলেন তা বিশ্বাস করেছে কিনা সে জন্য অপেক্ষা না করে পিতর ভিক্ষুকটির হাত ধরে তাকে টেনে তুললেন। লোকটির গোড়ালি শক্ত হয়ে গেল এবং আনন্দের সাথে সে লাফিয়ে লাফিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে মন্দির প্রাঙ্গনে গেল তাদের সংগে।

পাঠ প্রসঙ্গ: পবিত্র আত্মা পঞ্চাশত্তমীর দিনে যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যদের আত্মিক শক্তিতে পূর্ণ করেছিলেন। এরপর থেকে তারা জীবন্ত ভাবে জীবন—যাপন ও পরিচর্যা কাজ শুরু করেন। এটি তাদের সীমিত ক্ষমতার দ্বারা নয় বরং পবিত্র আত্মার মাধ্যমে ঈশ্বরের পরাক্রমশালী শক্তির কাজ তারা শুরু করলেন। কারণ তারা জানতেন যে, যীশু হলেন পুরাতন নিয়মের মশীহ প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা। যীশুর শিষ্যরা তখনও প্রার্থনা এবং উপাসনার জন্য মন্দিরে যেতেন। সেইভাবে একদিন পিতর এবং যোহন যখন মন্দিরে প্রবেশ করছিলেন, তখন একজন খোঁড়া ভিক্ষুক তাদের দৃষ্টি আকর্ষন করল। জন্ম থেকেই পঙ্গু এই মানুষটিকে ছোটবেলা থেকেই টাকা ভিক্ষা করতে হয়, কারন সে কাজ করতে পারে না। তাকে মন্দিরের বাইরে বসে থাকতে হত। কারন যিহুদী আইন বলা হয়েছে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মন্দিরের প্রাঙ্গনে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ (লেবীয় ২১: ১৬—২৩)। লোকেরা প্রায়শই একজন ব্যক্তির অক্ষমতাকে ঈশ্বরের শাস্তি হিসাবে চিন্তা করত, এমনকি যদি তারা এই লোকটির মতো, জন্ম থেকে প্রতিবন্ধীও হত তা হলেও তারা একই বিষয় চিন্তা করত। তাই পিতর বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই লোকটির সুস্থ হওয়া শুধুমাত্র কিছু অর্থের চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন। অতএব, যখন পিতর যীশুর নামে ঘোষণা করেছিল যে, এই লোকটি হাঁটতে পারে, মন্দিরে উপাসনা করতে পারে এবং ঈশ্বরের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত ভেবে অন্যদের সাথে আর থাকতে পারে না। মন্দিরের প্রাঙ্গনের লোকেরা,

এই খোঁড়া লোকটিকে আনন্দে লাফিয়ে উঠতে দেখে অবাক হয়ে পিতর এবং যোহনের কাছে গেল। পিতর সুযোগটি কাজে লাগিয়ে জনতার কাছে প্রচার করলেন। পিতর যীশুকে মশীহ হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন এবং তাদের অনুতপ্ত হতে এবং ঈশ্বরের দিকে ফিরে আসার আহবান জানিয়েছিলেন।

পরবর্তী পাঠ্য: এই অনুচ্ছেদটি মশীহ ইস্রয়েলে যে আশা নিয়ে আসবেন সে সম্পর্কে বর্ণনা করে। খ্রিস্টনরা যীশুর পরিচর্যার কাজের বাস্তব উদাহরণ হিসোবে এই ঘটনাটিকে দেখেছিল। কারণ যীশুর শক্তি এখনও পৃথিবীতে কাজ করছে, যদিও এখন যীশুর শিষ্যদের মধ্যে দিয়ে তা হচ্ছে, ফলে যীশুর পরিচর্যার কাজ অব্যাহত রয়েছে। এই ক্ষেত্রে, প্রাক্তন খোঁড়া লোকটি মন্দিরের আদালতের মধ্য দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলার বিষয়টি প্রমাণ দেয় যিশাইয় ভাববাদীর এই ভবিষ্যদ্বাণী, ”মেষশাবক যেন হরিণের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে” সত্য হয়েছে।

বিশ্বাসের পথের বিষয় আলোচনা: ৫. দয়াশীলতা: প্রকৃত খ্রিস্টানরা দয়া প্রদর্শন করে যখন তারা অন্যের ভালোর জন্য কাজ করে, বিনিময়ে তারা কিছু আশা করে না। যখন তারা কোন প্রয়োজন দেখে, অন্য কারো সাথে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করার পরিবর্তে, যেটা করা উচিত বা ভাল বলে মনে করে সেটি সংগে সংগে করেন। কারন তারা মুল প্রয়োজন মেটাতেই কাজটা করেন। এই পাঠে ভিক্ষুকটি একটি জিনিস চেয়েছিল, কিন্তু আরও বেশি কিছু সে পেয়েছে। যখন ভিক্ষুক শুধুমাত্র অর্থের জন্য অনুরোধ করেছিল, পিতর বুঝতে পেরেছিল যে শারীরিক সুস্থতা লাভ ভিক্ষুকের জন্য আরও বেশি প্রয়োজন।

ঈশ্বরের দয়া মানুষের জীবনে অনেক বড় ভাবে দেখা যায়, মানুষ তার যা নেই বলে ঈশ্বরের কাছ থেকে আশা করে বা প্রার্থনা করে, ঈশ্বর তার চেয়েও বেশি কিছু দান করেন যেটা সে আশা করেনি কিংবা তার নেই বলে বুঝতেও পারেনি। ঠিক তেমনি কোন পাপী মানুষ যখন ঈশ্বরের কাছে বিশেষ কোন সাহায্যেও জন্য প্রার্থনা করেন, তখন ঈশ্বর কোন না কোন মাধ্যমে তাকে আরও বেশি কিছু দেবার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, যেটা সে চিন্তাও করেনি।

- **মাথা :** খ্রিস্টানরা প্রায়ই চায় যারা তাদের ক্ষতি করেছে তাদের উপর ঈশ্বরের বিচার দ্রুত আসুক। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার সময় একজন খ্রিস্টান তার জন্য কি প্রার্থনা করবেন যে তার জীবনের জন্য খুব কঠিন বা ক্ষতিকর হয়ে উঠেছে ?
- **হৃদয় :** দয়ালু হওয়ার জন্য আমাদের জীবনে এবং হৃদয়ে অন্য লোকদের প্রথমে রাখা প্রয়োজন। অন্য মানুষের চাহিদা আমাদের নিজেদেও চাহিদার আগে রাখার বিষয়টি কেন এত কঠিন হতে পারে ?
- **হাত :** দয়ালু হওয়া মানে শুধুমাত্র অন্যদের সাহায্য করতে ইচ্ছুক নয়, আপনার চারপাশের লোকদের চাহিদা সম্পর্কে সচেতন হওয়া। এই সপ্তাহে আপনি কিভাবে আপনার আশেপাশের লোকদের প্রয়োজন সম্পর্কে আরও বেশি মনোনিবেশ করতে পারেন ?

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;

- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ুন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝান হয়েছে ?** যীশু খ্রিস্টের পরিচর্যা পৃথিবীতে অব্যাহত রয়েছে, এমনটি তাঁর স্বর্গে ফিরে যাবার পরেও। এখন পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমে, শিষ্যরা যীশু খ্রিস্টের প্রচার ও আরোগ্যদানের পরিচর্যা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। যীশুর অনেক অলৌকিক ঘটনার মতো, এখানেও ভিক্ষুক লোকটি শারিরীক সুস্থতার জন্য কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। কিন্তু পিতর জানতেন যে, অর্থ শুধুমাত্র সাময়িকভাবে এই চাহিদা পূরণ করবে। সুস্থতা লাভ সত্যিই তার জন্য স্থায়ীভাবে প্রয়োজন ছিল। পিতর, যিনি একবার যীশুকে তিন তিনবার অস্বীকার করেছিলেন, কিন্তু এখন পবিত্র আত্মার ক্ষমতায় তিনি এই খোঁড়া লোকটিকে হাঁটতে আদেশ করলেন, আর সেটাই হল। সুস্থ্যতা শুধুমাত্র এই ব্যক্তির জন্য একটি নতুন জীবন প্রদান করেনি, কিন্তু পিতরের জন্য পাপে সৃংখলিত জনতার কাছে যীশু খ্রিস্টের বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করার সুযোগও এনে দিয়েছিল।
    - আপনি কি মনে করেন পিতর কোথায় এত বিশ্বাস পেয়েছিলেন, যিনি মাত্র কিছুদিন আগে যীশুকে অস্বীকার করেছিলেন ?
    - টাকা ছাড়াও এই লোকটির আসল চাহিদা কি ছিল এবং কেন পিতর তাকে কিছু টাকা দেওয়ার পরিবর্তে এটি পূরণ করলেন ?
- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** পিতর দ্রুত যীশুর অস্বীকার থেকে যীশুর নামে অলৌকিক ক্ষমতাধারী বিশ্বসীতে রূপান্তরিত হন। পিতর যখন যীশুকে অস্বীকার করার অপরাধ অনুভব করেছিলেন, পুনরুত্থানের শক্তি তার অপরাধবোধের চেয়ে শক্তিশালী হয়েছিল। যীশু যে সুস্থতা প্রদান করেন তা পিতরের জীবনকে পরিবর্তন করার জন্য যথেষ্ট। অন্য খ্রিস্টানদের জন্যও তাই হয়। যদিও খ্রিস্টানরা অতীতের পাপের দাগ বহণ করতে পারে। যীশুতে তাদের আর সেই পাপের দোষ বা লজ্জা বহণ করার দরকার নেই। যীশু যখন পরিত্রান করেন, যীশু সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করেন।
    - কেন অনেক মানুষ মনে করেন যে, যীশু তাদের সমস্ত পাপ ক্ষমা করার যে কথা বলেছেন সেটি মাত্রা অতিরিক্ত সত্য ?
    - কেন যীশুর ভালবাসায় বিশ্বাস না করে শুধু তাঁর ক্ষমা গ্রহণ করার মধ্যে ক্ষতি আছে ?
- **হাত: কিভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ দিতে পারি?** পবিত্র আত্মার পূর্ণতা খ্রিস্টানদের অন্যদের প্রকৃত চাহিদা মেটাতে সক্ষম করে। যদিও এটি খোঁড়া হয়ে জন্মানো মানুষের অলৌকিক নিরাময় নাও হতে পারে, ঈশ্বর খ্রিস্টানদের অনেক ক্ষমতা, ধন এবং প্রতিভা দেন যা ঈশ্বর অন্যদের ভালোর জন্য ব্যবহার করতে চান। খ্রিস্টানদের জন্য এটি খুঁজে বের করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, মানুষকে আঘাত করা প্রায় ঈশ্বরের ভালবাসা বুঝতে পারে না এ কারণে যে লোকেরা তাদের সম্পর্কে এটি বলে যে, যতক্ষন না তারা তাদের চারপাশে সেই ভালবাসা দেখতে না পায়।

- কেন মানুষকে ঈশ্বর সম্বন্ধে বলা যথেষ্ট নয়, তাও কেন দেখাতে হবে ?
- আপনি কিভাবে এমন একজনকে পরিচর্যা করার চেষ্টা করতে পারেন যে বলে যে সে খ্রিস্টান হতে চায় না কারণ একজন খ্রিস্টান একসময় তাকে আঘাত করেছে ?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সারাংশটি আবার বলতে বলুন।
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

পাঠের শিরোনাম: ৯৫ অননিয় এবং সাফিরা মিথ্যা কথা বললেন

পাঠের সাস্ত্রাংশ: প্রেরিত ৫:১-১১

সহায়ক শাস্ত্রাংশ: যিহোশূয় ৭ অধ্যায়

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা :** বুঝতে পারা যে, লোভ একটি ধ্বংসাত্মক পাপ, আপনার নিজের জীবন এবং আপনি যাদের ভালবাসেন সেই উভয়ই জীবনের জন্য।
- **হৃদয় :** সাবধান হোন, পাপ আপনার হৃদয়কে কেবল সীমাবদ্ধ বা সংকুচিত করে রাখে নয়, এটি আপনার সব কাজকেও নিয়ন্ত্রণ করতে চায়।
- **হাত :** সততার সাথে জীবনযাপন করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হোন, যেখানে আপনার চিন্তা— ভাবনা, অনুভূতি এবং কর্ম সবই ঈশ্বর এবং অন্যদের প্রতি আপনার ভালবাসা থেকে উৎসারিত হয়।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা কেহই দুই কর্তার দাসত্ব করিতে পারে না; কেননা সে হয় ত একজনকে দ্বেষ করিবে, আর একজনকে প্রেম করিবে, নয় ত একজনের প্রতি অনুরক্ত হইবে, আর একজনকে তুচ্ছ করিবে; তোমরা ঈশ্বর এবং ধন উভয়ের দাসত্ব করিতে পার না, মথি ৬:২৪।

পাঠের সারসংক্ষেপ যিরুশালেম শহরে অনেক দরিদ্র লোক বাস করত। এই কারণে যীশু স্বর্গে ফিরে যাবার পরে খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা নিজের জমি কিছু অংশ কিংবা এমনকি বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে সেই অর্থ প্রেরিতদের দিতে লাগল। আর প্রেরিতরা সেই টাকা নিয়ে গরীব লোকদের দিতেন, যেন তারা ভাল থাকতে পারে। একদিন অননীয় নামে এক বিশ্বাসী এবং তার স্ত্রী সাফিরা তাদের সম্পত্তির এক টুকরো অনেক টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দিল। এত টাকা দেখে খুব স্বার্থপর হয়ে উঠল। প্রেরিতদেরকে পুরোটা দেয়ার পরিবর্তে, তারা নিজেদের জন্য কিছু টাকা রাখার সিদ্ধান্ত নিল। তারা বাকি টাকা নিয়ে প্রেরিতদের দিয়ে দিল। অননীয় এবং সাফিরা চেয়েছিল প্রেরিতরা বিশ্বাস করুক যে, তারা তাদের সম্পত্তির জন্য যে সমস্ত অর্থ পেয়েছিল তার সবই তারা দিয়েছে। প্রেরিতরা ধরতে পারেন যে তারা মিথ্যা বলতে বলছেন। কারণ তারা ঈশ্বরের কাছেই তাঁর সমানেই মিথ্যা বলেছিলেন। মিথ্যা কথা বলার সংগে সংগে অননীয় এবং সাফিরা মারা গেলেন। এই ঘটনার মাধ্যমে অন্যান্য লোকেরাও শিখেছিল যে, তাদের কখনই ঈশ্বরের কাছে মিথ্যা বলা উচিত হয় নি।

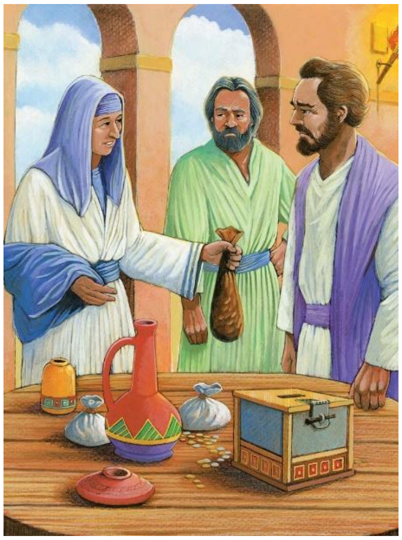

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **বিশ্বাসীরা তাদের সম্পত্তি ভাগ করে নিয়েছিল:** প্রারম্ভিক খ্রীষ্টমন্ডলিতে, বিশ্বাসীরা পবিত্র আত্মা এবং অন্যদের প্রতি ভালবাসায় পরিপূর্ণ ছিল। অনেকে তাদের বাড়ি এবং জমি বিক্রি করে সেই অর্থ দিয়ে অভাবীদের সাহায্য করার জন্য প্রেরিতদের কাছে তা রাখতেন। ঈশ্বর কখনই খ্রিস্টানদের এটি করার জন্য সুনির্দিষ্ট করে কোন আদেশ দেননি। খ্রিস্টানরা প্রভুর প্রতি তাদের গভীর ভালবাসা এবং আনন্দের প্রতিক্রিয়া হিসাবে অন্যদের প্রতি তাদের ভালবাসা নিশ্চিত করবার জন্য এটি করতেন।
- ২. **পিতর :** একদিন অননিয় নামে এক বিশ্বাসী এবং তার স্ত্রী সাফিরা তাদের এক টুকরো জমি বিক্রি করে সেই অর্থের কিছু অংশ প্রেরিতদের কাছে দিলেন। অর্থের এই অংশটা বিক্রয়ের মাধ্যমে পাওয়া সম্পূর্ণ অংশ নয় কিন্তু তার কিছু অংশ, এই সত্য কথাটি বলার পরিবর্তে অননিয় সবাইকে বলেছিল যে, এটি তার জমি বিক্রয়ের সম্পূর্ণ পরিমান অর্থ। নিজেকে নির্দোষ দেখানোর জন্য তিনি এই মিথ্যা বললেন। প্রভু পিতরকে অননিয়ের লোভ এবং প্রতারণার বিষয়টি প্রকাশ করলেন তাই পিতর তার মুখোমুখি হলেন। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তার পাপের জন্য সেই মুহূর্তে এবং সেখানেই আননিয় মারা গিয়েছিলেন।
- ৩. **সাফিরা :** তিন ঘন্টা পর আনানিয়াসের স্ত্রী সাফিরা তাকে খুঁজতে আসলেন। পিতর আত্নায় অনুভব করে তারও মুখোমুখি হলেন এবং তাকে জমি বিক্রির টাকা সম্পর্কে জানতে চাইলেন, তার স্বামীর মত সাফিরাও মিথ্যা বললেন। তিনি অননিয়ের মতই মিথ্যা কথা বলার পরমুহূর্তে তিনিও মারা গেলেন। প্রচন্ড ভয় পুরো প্রাথমিক মন্ডলিকে ঘিরে ধরেছিল, কারণ তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, যীশুর পুনরুত্থানের মহাশক্তি অপব্যবহার করা করো পক্ষেই সম্ভব নয়।

পাঠ প্রসঙ্গ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ, প্রথম খ্রিস্টানরা ঈশ্বরের সাথে এবং একে অপরের সাথে সহভাগিতা উপভোগ করেছিল। তাই আনন্দ এবং ভালবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে তারা দরিদ্রদের যত্ন নেওয়ার জন্য তাদের সম্পত্তি মন্ডলিতে দান করছিল। কেউ কেউ তাদের নিজেদের ঘর—বাড়ী ও জমি বিক্রি করে তার অর্থ মন্ডলিতে দান করেছিলেন।

ঈশ্বরের মহান ভালবাসায় সাঁড়া দিয়ে তারা এই মহান কাজটি করছিলেন। আননিয় এবং সাফিরা তাদের কিছু জমি বিক্রি করার এবং আয়ের একটি অংশ দান করার সিদ্ধান্ত নিলেন। জমি বিক্রির সম্পূর্ণ অর্থ না দিয়ে তারা দুজনেই এই মিথ্যা কথা বলেছিলেন যে তারা পুরো অর্থই দান করেছে। জমি বিক্রির টাকা মন্ডলিতে দিয়ে যদিও তারা খুব উদারতা দেখিয়েছিলেন, সংগে সংগে শয়তান

তখনও তাদের হৃদয়ের নিয়ন্ত্রণ করছিল, এজন্য তারা তাদের লোভকে সমালাতে পারলেন না, লোভকেই প্রাধান্য দিয়ে মন্ডলির সবার সংগে প্রতারনা করলেন।

সামান্য পাপ বড় সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এই কারণে ঈশ্বর অবিলম্বে তাদের শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যাতে করে তাদের লোভ এবং প্রতারণা সমগ্র চার্চে ছড়িয়ে না পড়ে। এই ঘটনাটি গোটা চার্চকে শয়তানের কাছ থেকে দুরে থাকার জন্য প্রচন্ড ভয়ের কারণ হয়েছিল, কারণ প্রাথমিক খ্রিস্টানরা এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে, পুনরুত্থানের মহান শক্তি কেবল পাপ থেকে পরিত্রাণই নয়, বরং পাপের বিচারও করতে পারে।

পরবর্তী পাঠ্য: (আরও তথ্যের জন্য পাঠ #২৮ দেখুন) আনানিয়াস এবং সাফিরার লোভের মত এমনই একটি ঘটনা ঘটেছিল ইস্রায়েলীয়দের প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করার পরপরই । আখন, ইস্রায়েলীয়দের জন্য তাদের সমস্ত লুন্ঠন ঈশ্বরের কাজে ব্যবহারে উদ্দেশ্যে আনার জন্য ঈশ্বরের আদেশ পালন করার পরিবর্তে, কিছু মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি করেছিলেন। আননিয় এবং সাফিরার মতো, আখন এবং তার পরিবার, আখনের পাপ এবং প্রতারণার জন্য তাকে ও তার পরিবারের সবাইকে চূড়ান্ত মূল্য দিতে হয়েছিল।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ুন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝান হয়েছে ?** যদিও যীশুর পুনরুত্থান পাপের শক্তিকে ভেঙে দেয়, তবুও খ্রিস্টানরা তাদের জীবনে পাপকে রাজত্ব করতে দেওয়ার বিষয়টি বেছে নিতে পারে। বিশেষ করে, অননিয় এবং সাফিরা বিশ্বাস করেছিলেন যে, তারা একইসাথে ঈশ্বরের সেবা করতে পারেন এবং লোভী ও প্রতারকও থাকতে পারেন। এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর দেখিয়েছিলেন যে, খ্রিষ্টিয়ানদের ঈশ্বরের সংগে জীবন—যাপন

করবার সময় পাপ কাজকে বেছে নেবার পরিনাম কত ভংকর বিপদ ডেকে আনতে পারে। যদিও ঈশ্বর আশা করেন না যে, খ্রিস্টানরা একেবারে নিখুঁতভাবে জীবনযাপন করবে, তবুও সেখানে একটি বড় বিপদ রয়েছে, যখন খ্রিস্টানরা ঈশ্বরকে অনুসরণ করার পাশাপাশি পাপকে তাদের জীবনে পাপকে বা শয়তানকে আধিপত্য করতে দেওয়ার বিষয়টি বেছে নেয়।

    - এই দম্পতির অর্থ দানের বিষয়ে মিথ্যা বলা কেমন ধরণের পাপ ছিল, যখন ঈশ্বর তাদেরকে সম্পত্তি বিক্রির সমস্ত অর্থ দান করবার বিষয়টিকে তাদেরকে প্রথম স্থানে রাখবার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন আদেশ দেননি ?
    - কেন এধরনের লোভ—লালসা খ্রিস্টিয়ান এবং তাদের চারপাশের লোকদের জন্য এমন ধ্বংসাত্মক পাপ হতে পারে ?

- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** খ্রিস্টানদের মনে রাখা দরকার, পাপ শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির হৃদয়ের একটু অংশ দখল করেই সন্তুষ্ট থাকে না। একজন খ্রিস্টান তার জীবনে পাপকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। যদি খ্রিস্টানরা পাপকে তাদের হৃদয়ে থাকতে দেয়, তবে সেই পাপ খ্রিস্টানদের জীবনের অন্যান্য অংশকেও সংক্রমিত বা রাজত্ব করবে। লোভের মতো ভেতরের পাপগুলি কখনই শুধু ভেতরে থাকে না, বরং সেটি খ্রিস্টানদের বাহ্যিক কাজেও প্রকাশ পায়।
    - কেন শয়তান চায় খ্রিস্টায়নরা বিশ্বাস করুক অভ্যন্তরীণ বা ভেতরের পাপ তেমন ক্ষতিকারক নয় ?
    - কিভাবে একজন খ্রিস্টিয়ানের হৃদয়ের ভেতরের পাপগুলি বাহ্যিক কাজ—কর্ম এবং মনোভাবের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হতে পারে ?
- **হাত: কিভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ দিতে পারি?** সততার জীবন হল, যখন একজন খ্রিস্টান—এর বিশ্বাস এবং কাজ একইরকম বা সংগতিপুর্ণ হয়। খ্রিস্টানদের জন্য এটা খুবিই গুরুত্বপূর্ণ যে, তারা যীশুকে তাদের ত্রাণকর্তা হিসাবে কেবল গ্রহণ করবে না, বরং খ্রিস্টকে তাদের হৃদয় এবং বাস্তব কাজে রাজত্ব করার জন্যও সুযোগ দান করবে।
    - কেন আপনার সমাজে খ্রীষ্টিয় সততার জীবন যাপন করা কঠিন হবে ?
    - আপনার সমাজের মধ্যে দৃশ্যত দেখা গেছে এমন পাপের কিছু পরিণতি কী কী ?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন।
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

পাঠের শিরোনাম: ৯৬ স্তিফানের সাক্ষ্যমর হওয়ার কাহিনী

পাঠের সাস্ত্রাংশ: প্রেরিত ৬:৮-৭:৫০

সহায়ক শাস্ত্রাংশ: যিরমীয় ৩৮:১—১৪

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** যীশু খ্রিস্টের সাক্ষী হওয়ার ফলে তাড়না এবং কষ্ট হতে পারে তা সেটি বোঝা। যদি তাই হয়, তবে এটি একজন খ্রিস্টিয়ানকে যীশুর মতো হওয়ার সুযোগ করে দেয়।
- **হৃদয়:** অন্যদেরকে ক্ষমা করুন। স্টিফেন, এর আগে স্বয়ং যীশু ক্রুশে যেমনটি করেছিলেন যে, তাঁকে যারা হত্যা করেছিল তাদেরকে ক্ষমা করেছিলেন। ক্ষমা করা অত্যন্ত কঠিন, এটি একটি খ্রিষ্টিয় গুণ যা অনুশীলন করা প্রযোজন, কিন্তু এটি খ্রিস্টিয়ানদের হৃদয়ের তিক্ততা এবং ঘৃণা জাগানোর অনুভুতি থেকে তাদের মুক্ত করে।
- **হাত :** যীশুর প্রেমের সাথে সত্য কথা বলুন। যদিও স্তিফান জানতেন যে, যীশুর সম্পর্কে তার প্রচার বিরোধীতা আনতে পারে, তিনি যীশুকে এতটাই ভালবেসেছিলেন যে তিনি এটা গোপন রাখতে পারেন নি।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা আর স্তিফান অনুগ্রহে ও শক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া লোকদের মধ্যে মহা মহা অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্ন—কার্য সাধন করিতে লাগিলেন, প্রেরিত ৬:৮।

পাঠের সারসংক্ষেপ স্তিফান একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন এবং যীশুর বিষয়ে বলতে ভয় পেতেন না। পিতর এবং যোহনের মতো, ঈশ্বর স্তিফানের মাধ্যমেও অলৌকিক কাজ করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্তিফান জানতেন যে, তিনি এই অলৌকিক কাজগুলি করতে পারছেন কারণ পবিত্র আত্মা তাকে সাহায্য করছেন। স্তিফান যা করছিলেন তা কিছু ইহুদি লোক পছন্দ করছিল না। তারা স্তিফানকে মোশী এবং ঈশ্বরের আইন সম্পর্কে ভয়ানক কথা বলল এবং তাকে অভিযুক্ত কেও বিচারকের কাছে নিয়ে গেল। পরে লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে স্তিফানকে শহরের বাইরে টেনে নিয়ে গেল। তারা মাটি থেকে পাথর তুলে স্তিফানের দিকে ছুঁড়ে মারতে শুরু করে। স্তিফান স্বর্গের দিকে তাকালেন এবং যীশুকে তাদের এই অন্যায় কাজের জন্য ক্ষমা করতে বললেন। এরপর স্তিফান মারা যান। স্তিফান ছিলেন প্রথম সাক্ষ্যমর ব্যক্তি যাকে হত্যা করা হয়েছিল কারণ সে মানুষকে যীশুর কথা বলেছিলেন।

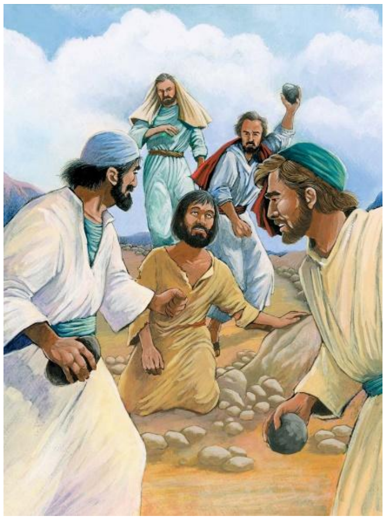

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **স্তিফান** ছিলেন একজন খ্রিস্টিয়ান, পবিত্র আত্মায় পূর্ণ, যিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও ক্ষমতা দেখানোর জন্য অনেক চিহ্নকাজ ও আশ্চর্য্য কাজ করেছিলেন।
- ২. **বিরোধী** হিসাবে বেশ কিছু লোক স্তিফানের এই পরিচর্যা কাজ পছন্দ করেনি। তারা চায়নি তিনি যীশুর বিষয়ে প্রচার করুক, কারণ তারা যীশুকে মশীহ বলে বিশ্বাস করেনি। তারা স্তিফানকে অনেক কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি করেছিল, কিন্তু ঈশ্বর স্তিফানকে তার উপযুক্ত উত্তর দেবার জ্ঞান—প্রজ্ঞা দিয়েছিলেন। তারা স্তিফানের উপযুক্ত জবাবগুলিকে ফেলে দিতে পারেনি, কিন্তু তার পরিচর্যা কাজ বন্ধ করার জন্য জনতাকে সহিংসতা করবার জন্য তার বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দিয়েছিল। তারা স্তিফানকে একসময় টেনে শহরের বাইরে নিয়ে যায় এবং তাকে হত্যা করার জন্য তার দিকে পাথর ছুঁড়তে থাকে।
- ৩. **স্তিফান স্বর্গের দিকে তাকালেন** এবং যীশুকে ঈশ্বরের পাশে দাড়িয়ে থাকতে দেখলেন। তিনি কিছু সময়ের মধ্যে মারা যেতে চলেছেন এটা জেনে স্তিফান যীশুকে তার আত্মা গ্রহণ করতে এবং যারা তাকে হত্যা করার জন্য দায়ী তাদেরকে ক্ষমা করতে বললেন। এটি করার মধ্যে দিয়ে যীশু যেভাবে ক্রুশের উপরে তাঁকে হত্যা করবার জন্য দায়ী লোকদেরকে ক্ষমা করে দেবার কথা বলেছিলেন, ঠিক তেমনি স্তিফানও তাদেরকে ক্ষমা করে দেবার অনুরোধ করে যীশুর ভালবাসার আদর্শকেই প্রমাণ করেছিলেন।

পাঠ প্রসঙ্গ যীশুর বিরোধীরা ধরে নিয়েছিল যে, একবার তারা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করলে, তাঁর অনুসারীরা যীশু সম্পর্কে প্রচার করা বন্ধ করে দেবে। কিন্তু পবিত্র আত্মায় পূর্ণ অনেক খ্রিস্টিয়ান কেবল যীশুর বিষয়ে প্রচারই করেনি, কিন্তু যীশুর নামে শক্তিশালী অলৌকিক কাজ এবং আশ্চর্য্য কাজ করেছেন। তাই কিছু ধর্মীয় নেতা বিশ্বাস করেছিলেন যে, তাদের এখন যীশুর অনুসারীদের হত্যা করা শুরু করতে হবে।

যদিও ধর্মীয় নেতাদের স্তিফানকে হত্যা করার কোন অধিকার ছিল না। অথবা তাদের কাছে প্রমাণ ছিল না যে, স্তিফান মৃত্যুর যোগ্য কোন অপরাধ করেছেন। কখনও কখনও লোকেরা বিশ্বাস করে যে, তাদের নিজস্ব আইন ভঙ্গ করাতে কোন সমস্যা নাই। তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের ভালোর জন্য দু'একটি অপরাধ করা যেতে পারে। কিন্তু যীশু আমাদের শিখিয়েছেন যে, রাগ করে সহিংস আচরণ করার চেয়ে প্রেম করা আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

স্তিফান ছিলেন প্রথম খ্রিস্টিয়ান স্বাক্ষ্যমর বা শহীদ, যার মানে হলো তিনি যীশু খ্রিস্টকে বিশ্বাস করবার কারণে নিহত প্রথম খ্রিস্টিয়ান ছিলেন। যীশুর মতো, স্তিফান ঈশ্বর এবং অন্যদেরকে এতটাই ভালবাসতেন যে তিনি, তাকে যারা হত্যা করেছিল তাদের ক্ষমা করে দিতে পেরেছিলেন।

পরবর্তী পাঠ্য : (আরও তথ্যেও জন্য দেখুন পাঠ #৪৭) স্তিফানের মতই যিরমিয় ভাববাদীকেও ঈশ্বরের সত্য তুলে ধরবার জন্য সে সময়কার কতৃর্পক্ষ অনেক নির্যাতন করেছিলেন। যখন যিরমিয়ের মাধ্যমে পাওয়া ঈশ্বরের বার্তা শুনে তাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া উচিত ছিল, সে সময়ে তারা যিরমিয়ের মুখ বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল। যিরমিয় জানতেন ঈশ্বরের সত্য বাক্য তুলে ধরবার জন্য ক্ষমতাবানরা তাকে অনেক নির্যাতন করবেন, কিন্তু এটাও ভাল করে বুঝতেন যে, যারা ঈশ্বর সম্পর্কে ভুল শিক্ষা দিচ্ছেন তাদেরকে ভয় না করে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ও বাধ্য থাকা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর তিনি সেটাই বেছে নিয়েছিলেন।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু’টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- ’পাঠের প্রসঙ্গ’টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু’টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়–ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝান হয়েছে ?** যীশুর জন্য পরিচর্যার কাজ করা কষ্টকর, যিনি প্রেম এবং ক্ষমা সম্পর্কে এত কিছু শিখিয়েছেন, এগুলি মেনে চললে ভয়ানক তাড়না আসতে পারে। প্রাথমিক খ্রিস্টানরা দরিদ্রদের সাহায্য করেন, অলৌকিক কাজের মধ্যে দিয়ে মানুষের জন্য মংগল করেন এবং ঈশ্বর সম্পর্কে সত্য বিষয়ে শিক্ষা দেন। এসব বিষয় তাদেরকে কেবল ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করেনি, এটি ধর্মীয় কর্তৃপক্ষকে তাদেরকে ভয়ংকর নির্যাতন করতে উৎসাহিত করেছিল। অনেকে যীশুর জন্য দু:খকষ্ট পেতে পছন্দ করে না। কিন্তু দুঃখকষ্ট এড়াতে চেষ্টা করার চেয়ে যীশুর প্রতি বিশ্বস্ত হওয়া আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যীশু কখনই খ্রিস্টানদের নির্যাতন সহ্য করবার জন্য ডাকেন না। কিন্তু যীশু যখনই আপনাকে

তাঁর পক্ষে কাজ করতে বা কথা বলার জন্য ডাকেন তখনই যীশুর কথা বিশ্বস্তভাবে শোনা এবং বাধ্য হওয়া প্রয়োজন।

  - কেন কিছু লোক খুব বিরক্ত হয় যখন অন্য লোকেরা খুব প্রেমপূর্ণ এবং উদার আচরণ করে ?
  - কোন কোন উপায়ে খ্রিস্টিয়ানরা নিপীড়নের পরেও যীশুর মতো হতে পারে ?

- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** যারা আপনাকে অত্যাচার করে তাদেরকে ভালবাসা কঠিন। যারা আপনার ক্ষতি করে তাদের ক্ষমা করাও কঠিন। আজকের খ্রিস্টিয়ানদের জন্য যীশু এবং স্তিফান আদর্শস্বরুপ, যেখানে কোন একজন ব্যক্তির হৃদয়ে ঘৃণা এবং তিক্ততা স্থান পায় না। যদি নিপীড়নের মুখোমুখি খ্রিস্টানরা তাদের জীবনে তিক্ততা এবং ঘৃণা তৈরি করতে দেয়, তাহলে শয়তান জয়ী হয়, কারণ ঈশ্বর তাদের হৃদয়ে পূর্ণ প্রভু নন। ক্ষমা করা, যা খ্রিস্টিয়ানদের বাস্তব জীবনে অনুশীলনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ক্ষমার হৃদয় বৃদ্ধি পেতে দীর্ঘ সময় নিতে পারে।
  - অন্যদের ক্ষমা করার কাজটিকে সহজ করতে একজন খ্রিস্টিয়ান কী করতে পারেন ?
  - একজন খ্রিস্টিয়ানকে কী করা উচিত যিনি কাউকে ক্ষমা করতে চেয়েও ক্ষমা করতে পারছেন না ?
- **হাত: কিভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ দিতে পারি?** ঈশ্বর চান না যে খ্রিস্টিয়ানরা অন্য লোকদের রাগান্বিত করুক বা এমন কিছু করুক যাতে অন্যরা রেগে যায়। তবে ঈশ্বরের শত্রুরাও স্বীকার করে যে, কিছু লোক যখন আমাদেরকে অন্যদেরকে ঈশ্বরের ভালবাসা দিতে দেখে কিংবা যীশুর বিষয়ে কথা বলতে শুনে তখন তারা খুব রেগে যায়। যদিও অন্যরা রাগান্বিত হতে পারে, কিন্তু খ্রিস্টিয়ানদের প্রথমে ঈশ্বরের পরিচর্যা করতে হবে এবং যখন ঈশ্বর তাদের কাজ করতে এবং কথা বলতে পরিচালিত করেন তখনই কাজ করতে হবে এবং কথা বলতে হবে।
  - আপনি কখনও কি খ্রিস্টিয়ান হওয়ার জন্য নিপীড়নের সম্মুখীন হয়েছেন ?
  - আপনি একজন খ্রিস্টিয়ানকে কি বলবেন যিনি নিপীড়নের মুখোমুখি হওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিধাদ্বন্দে আছেন ?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সারাংশটি আবার বলতে বলুন।
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

পাঠের শিরোনাম: ৯৭ ফিলিপ এবং ইথিউপিয়া দেশের

পাঠের শাস্ত্রাংশ: প্রেরিত ৮:২৬-৪০

সহায়ক শাস্ত্রাংশ: যিশাইয় ৫৩:৭-১২

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** বিশ্বাস করুন যে, যীশু খ্রীষ্টে ঈশ্বরের পরিত্রাণ সমস্ত মানুষের জন্য, তাদের জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বা প্রেক্ষাপট যাই হোক না কেন।
- **হৃদয়:** ঈশ্বরের ভালবাসা অন্যদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য আপনার হৃদয়ে কোন বাধা আছে কিনা তা খুজে দেখুন। আপনার কি এমন কোন পক্ষপাত, ভয় বা কুসংস্কার আছে যা আপনাকে অন্যদের সাথে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার সহভাগ করার জন্য ঈশ্বরের আহ্বান মানতে বাধা দিতে পারে?
- **হাত:** আপনার সাক্ষ্য এবং যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার যে কোনো সময় শেয়ার করতে প্রস্তুত থাকুন। ঈশ্বর আপনার জীবনে এমন লোকদের নিয়ে আসবেন যাদের যীশু খ্রীষ্টের সুসংবাদ শুনার প্রয়োজন হবে ।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা তখন ফিলিপ মুখ খুলিয়া শাস্ত্রের সেই বচন হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার কাছে যীশু—বিষয়ক সুসমাচার প্রচার করিলেন, প্রেরিত ৮:৩৫।

পাঠের সার সংক্ষেপ: ফিলিপ (প্রেরিত নয়) একজন সুসমাচার প্রচারক ছিলেন যিনি মানুষের কাছে ঈশ্বর সম্পর্কে প্রচার করছিলেন। একদিন ঈশ্বর ফিলিপকে একটি মরুভূমির রাস্তা যা যিরুশালেম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ ছিল সেখান দিয়ে হেঁটে যেতে বলার জন্য একজন স্বর্গদূত পাঠিয়েছিলেন। ফিলিপ স্বর্গদূতের কথার বাধ্য হলেন। ফিলিপ হাঁটতে হাঁটতে ইথিওপিয়ার একজন লোককে রথে বসে থাকতে দেখলেন। লোকটি পুরাতন নিয়ম থেকে যিশাইয় পুস্তকটি পড়ছিল। লোকটি যখন পড়ছিল, তখন ফিলিপ সেই রথে উঠে গেল এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন সে যা পড়ছে তা বুঝতে পারছে কিনা। ইথিওপিয়ান লোকটি ফিলিপকে বলেছিলেন যে, সে বুঝতে পারেনি, কিন্তু তিনি খুশি হবেন যদি কেউ তাকে এটি ব্যাখ্যা করে দেন। ফিলিপ সেই লোকটিকে ব্যাখ্যা করে বোঝালেন যে তিনি যীশুর সুসংবাদ সম্পর্কে পড়ছিলেন. তারপর ফিলিপ লোকটিকে বললেন, কিভাবে যীশু তার পাপ ক্ষমা করার জন্য মারা গিয়েছিলেন। ইথিওপিয়ান লোকটি যীশুকে তার পাপের জন্য ক্ষমা করতে প্রার্থনা করলেন এবং তারপর তাকে বাপ্তিস্ম দেবার জন্য ফিলিপকে অনুরোধ করলেন। তখন পবিত্র আত্মা ফিলিপকে অন্য একটি শহরে নিয়ে যান যেখানে তিনি যীশুর বিষয়ে প্রচার করেছিলেন।

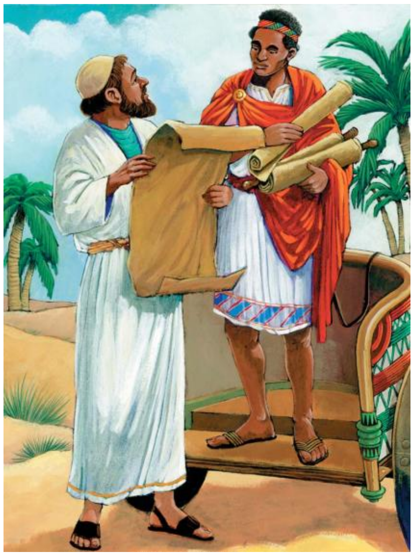

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **ইথিওপিয়ান কর্মকতার্।** একজন ইথিওপিয়ান কর্মকর্তা যিরুশালেম মন্দিরে উপাসনা করতে গিয়েছিলেন। তার বাড়ীর পথে ইথিওপিয়ায় ফেরার সময় তিনি পুরাতন বাইবেল নিয়ম থেকে যিশাইয় পুস্তক পড়ছিলেন।
- ২. **ফিলিপ** একজন খ্রীষ্টিয়ান ছিলেন যিনি যীশুর সুসমাচার বিষয়ে প্রচার করছিলেন এবং যীশুর নামে অলৌকিক কাজ করছিলেন। ঈশ্বর ফিলিপকে ইথিওপিয়ার কর্মকর্তার রথে পাঠিয়েছিলেন। ফিলিপ যখন ইথিওপিয়ানকে যিশাইয় পুস্তক পড়তে দেখেছিলেন, তখন তিনি ইথিওপিয়ান কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তিনি যা পড়ছেন তা বুঝতে পেরেছেন কিনা। ইথিওপিয়ান এই বিষয়ে দুঃখিত ছিলেন, কারণ তিনি যা পড়ছেন তা বুঝতে পারেন নি, এবং তাকে এই শাস্ত্রাংশটি ব্যাখ্যা করার মতো কেউ ছিল না। তাই ফিলিপ তার কাছে এই সাস্ত্রাংশটি ব্যাখ্যা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং যখন তারা রাস্তা দিয়ে যাত্রা করেছিলেন তখন ফিলিপ তাকে যীশু সম্পর্কে সমস্ত কিছু ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং যিশাইয় পুস্তক থেকে যীশু কীভাবে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী পূরণ করেছিলেন সে সম্পর্কে প্রচার করেছিলেন। ইথিওপিয়ান খুব আনন্দের সাথে যীশুর কথা শুনে তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন এবং ফিলিপকে তাকে বাপ্তিস্ম দিতে বলেছিলেন।

পাঠ প্রসঙ্গ: স্টিফেনকে পাথর মারার পর যিরুশালেমে খ্রীষ্টিয়ানদের বিরুদ্ধে প্রবল অত্যাচার শুরু হয়। তখন অনেক খ্রীষ্টিয়ান যিরুশালেম ছেড়ে পালিয়ে যান। যাইহোক, এই নিপীড়ন যীশুর বিষয়ে শিক্ষা ও প্রচার বন্ধ করতে পারেনি, বরং তার বিপরীত হয়েছিল। খ্রীষ্টিয়ানরা যিরুশালেম থেকে পালিয়ে যাওয়্যার সাথে সাথে তারা যেখানেই গিয়েছিলেন সেখানেই যীশুর বিষয়ে প্রচার করতে শুরু করেছিলেন এবং মহান অলৌকিক কাজ করেছিলেন।

এই খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে একজন ছিলেন ফিলিপ। তিনি শমরিয়ার একটি শহরে পালিয়ে যান এবং সেখানে তিনি অনেক লোককে সুস্থ করেন এবং অনেকে তার পরিচর্যার কারণে খ্রীষ্টিয়ান হন। একদিন ঈশ্বর ফিলিপকে শমরিয়া ছেড়ে যিরুশালেম এবং গাজার মধ্যবর্তী একটি ব্যস্ত রাস্তার দক্ষিণ দিকে যেতে বললেন। ফিলিপ সেখানে গিয়ে দেখলেন একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি একটি রথে চড়ে আসছেন। এই ব্যক্তিটি ইথিওপিয়ার একজন কর্মকর্তা ছিলেন যিনি মন্দিরে উপাসনা করতে যিরুশালেমে গিয়েছিলেন। এই কর্মকর্তা কিছুটা হতাশ ছিলেন কারণ তিনি ধর্মগ্রন্থ পড়লেও ধর্মগ্রন্থে কি বলা আছে

সে বিষয়ে বুঝতেন না। ফিলিপ তার কাছে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন এবং তাই তিনি রথে উঠেছিলেন এবং তারা রাস্তা দিয়ে যাত্রা করতে করতে কথা বলছিলেন।

সেই কর্মকতার্ যে, অনুচ্ছেদটি পড়ছিলেন তা ছিল পাপের দাসত্ব সম্পর্কে এবং কীভাবে যীশু আমাদের পাপের জন্য মারা যাবেন সেই বিষয়ক। ফিলিপ যখন এই কর্মকর্তাকে যীশু সম্পর্কে সমস্ত কিছু ব্যাখ্যা করেছিলেন, তখন কর্মকর্তাটি খুব আনন্দিত হয়েছিলেন, এবং যখন একটি জলপূর্ণ স্থানের কাছে এসেছিলেন, তখন সেই কর্মকতার্ ফিলিপকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তিনি তাকে বাপ্তিস্ম দেবেন কিনা।

তাই, যদিও যীশুর শত্রুরা ভেবেছিল যে, তারা তাঁর অনুসারীদেরকে অত্যাচার করে যীশুর বিষয়ে প্রচার করা থেকে বিরত রাখতে পারে। কিন্তু তা হয়নি বরং যীশুর সম্পর্কে সুসমাচার কেবল আরও বেশি লোকের কাছেই প্রচারিত হয়েছিল এবং একজন ইথিওপিয়ান কর্মকতার্ও খ্রীষ্টিয়ান হয়েছিলেন এবং তিনি একটি নতুন মহাদেশে যীশু খ্রীষ্টের সুসংবাদ নিয়ে গিয়েছিল : মহাদেশটি হল আফ্রিকা!

পরবতীর্ পাঠ : ইথিওপিয়ান কর্মকর্তা এই লেখাটি পড়ছিলেন। যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার শত শত বছর আগে, ঈশ্বর এই ভবিষ্যদ্বাণীটি যিশাইয়কে দিয়েছিলেন যে, কোন উপায়ে ঈশ্বর মানুষকে তাদের পাপ থেকে রক্ষা করবেন।

বিশ্বাসের পথের বিষয় আলোচনা: প্রতিরোধী করুণা। ঈশ্বর সর্বদা প্রেম এবং পরিত্রাণের জন্য প্রথম পদক্ষেপ নেন। ঈশ্বর মানুষের আনন্দের জন্য আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তবুও মানুষ পাপ বেছে নিয়েছে। তাই মানুষের সাথে ঈশ্বরের ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্ককে আরও শক্তিশালীভাবে গড়ে তোলার জন্য ঈশ্বর পিতৃপুরুষ এবং ভাববাদীদের মাধ্যমে মানুষকে দেখানোর জন্য এসেছিলেন যে কীভাবে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক রাখতে হয়। যখন মানবতা ভগ্নতা এবং পাপের মধ্যে বসবাস করতে থাকে, তখন ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পরিত্রাণের আরও ভাল পথ প্রদানের ব্যাবস্থা করেছিলেন। যখন একজন ব্যক্তি তাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং ঈশ্বরের দিকে ফিরে যায়, তখন এটি কেবলমাত্র সম্ভব হয়ে ওঠে কারণ ঈশ্বরই তাদের কাছে প্রথম পৌঁছেছিলেন। ঈশ্বরের প্রশংসা করুন, ঈশ্বর সর্বদা প্রেম এবং পরিত্রাণের প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন! আরও তথ্যের জন্য রোমীয় ৫ অধ্যায় দেখুন।

- **মাথা:** আপনার জীবন কেমন হতো যদি ঈশ্বর আপনার দিকে প্রথম পদক্ষেপ না নিতেন, কিন্তু পরিত্রাণ এবং সুস্থতার জন্য প্রথম পদক্ষেপটি আপনার দিক থেকে আসার জন্যে অপেক্ষা করতে হত ?
- **হৃদয়:** ঈশ্বর আপনার পাপ এবং পরিত্রাণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করার জন্য অপেক্ষা করেননি এটি আপনাকে ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্পর্কে কী বলে ?
- **হাত:** ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রতি একজন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া কী হওয়া উচিত?

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ুন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** অত্যচার তৎকালীন খ্রীষ্টিয়ানদের যীশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধে অন্যদের বলা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে, ঠিক এর বিপরীতটি হয়েছিল, বরং আরও বেশি লোক যীশু সম্পর্কে শুনেছিল কারণ খ্রীষ্টিয়ানরা যিরুশালেম থেকে ছড়িয়ে পড়ার কারণে বিভিন্ন জায়গায় তারা যীশুর সম্পর্কে প্রচার করেছিল। প্রভু যীশুর স্বর্গে আরোহণের আগে তিনি শিষ্যদের বলেছিলেন যে তারা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত তাঁর সাক্ষী হবে (প্রেরিত ১:৮), এবং এখন এই কথাটিই সত্য হচ্ছে। পঞ্চসপ্তমীর পরে, পবিত্র আত্মা তৎকালীন খ্রীষ্টিয়ানদের এতটাই পূর্ণ করেছিল যে তারা পৃথিবীতে থাকাকালীন যীশু যে কাজগুলি করেছিলেন, তারাও সেরূপ কাজ করছিলেন: ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া এবং ঈশ্বরের রাজ্য পৃথিবীতে এসেছে প্রমাণ করার জন্য অলৌকিক কাজ করা। এই ইথিওপিয়ান কর্মকতার্র পরিত্রাণ পাওয়ার ঘটনাটি কীভাবে যীশুর সুসংবাদ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে তার একটি উদাহরণ।
    - ফিলিপ এবং এই ইথিওপিয়ান কর্মকর্তার মধ্যে পার্থক্যগুলির মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য কী ছিল?
    - কেন আপনি মনে করেন যে, ইথিওপিয়ান কর্মকর্তা একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে তার রথে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাকে যিশাইয় পুস্তক সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার জন্য?
- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে পাঠটি কি বলে ?** যীশুর সুসমাচার সকল মানুষের জন্য। ঈশ্বর চান খ্রীষ্টিয়ানরা যীশু সম্বন্ধে সুসমাচার যত মানুষের কাছে সম্ভব সকলের সাথে শেয়ার করুক। কিন্তু, কখনও কখনও লোকেরা তাদের নিজেদের এবং অন্যদের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করে, যা তাদের অন্যদের সাহায্য করতে বাধা দেয়। কখনও কখনও পার্থক্য জাতিগত, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, বা অন্যান্য অনেক উপায়ে হয়। ঈশ্বর খ্রীষ্টিয়ানদের অন্যদের সাথে সুসমাচার ভাগ করে নেওয়া থেকে বিরত রাখতে চান না। ঈশ্বর চান খ্রীষ্টিয়ানরা জাতি, জাতীয়তা, সম্পদের ঊর্ধ্বে গিয়ে অন্যদেরকে কেবল ঈশ্বরের প্রিয় সৃষ্টি হিসাবে দেখবে, যাদের সুসমাচারের প্রয়োজন আছে।
    - আপনার সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে এমন কিছু পার্থক্য কী আছে যা লোকেদের একে অপরের সাথে মিলিত হতে বাধা দেয়?
    - যদি ঈশ্বর আপনার জীবনে এমন কাউকে নিয়ে আসেন যিনি আপনার থেকে খুব আলাদা, তার সাথে সুসমাচার ভাগ করে নেওয়ার জন্য আপনার কি করা উচিত ?
- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপ দিতে পারি?** যদিও বাইবেল ঈশ্বর সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে,কিন্তু প্রায়শই বাইবেলের অর্থ কী তা ব্যাখ্যা করার জন্য লোকেদের একজন খ্রীষ্টিয়ানের প্রয়োজন হয়। শুধু তাই নয়, কিন্তু লোকেদের প্রায়ই যীশু তাদের জীবনে যে পরিবর্তন করেছেন এই বিষয়টি বুঝার আগে , ঈশ্বর তাদের জীবনে কি পরিবর্তন করতে চান সে সম্পর্কে জানতে

ব্যক্তিগতভাবে খ্রীষ্টিয়ানদের সাথে সেসমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন হয়। খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য যীশুর সুসমাচার অন্যদের সাথে সহভাগিতা করে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

  - আপনাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, যীশু আপনার জীবনে কী পার্থক্য করেছেন, তখন আপনি তাকে কি বলবেন?
  - যীশুর সুসমাচার অন্যদের সাথে সহভাগিতা করে নেওয়ার জন্য আপনি বাইবেলের কোন অংশগুলি ব্যবহার করতে পারেন?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন।
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

পাঠ শিরোনাম: ৯৮ শৌলের মন পরিবর্তন হল

পাঠের শাস্ত্রাংশ : প্রেরিত ৯-১—১৯

সহায়ক শাস্ত্রাংশ : গণনাপুস্তক ২২:২১-৪১

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** শৌলর জীবন পরিবর্তন করার জন্য ঈশ্বরের আহ্বানকে বুঝতে পারা । প্রথমে তিনি যারা যীশুর পথে চলতেন তাদের নির্যাতন করতেন কিন্তু যীশুর আহ্বানে তিনি পরবর্তীর্তে যীশুর বিষয় প্রচারের জন্য বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ট প্রচারক হন ।
- **হৃদয়:** ঈশ্বর যে একজন ব্যক্তির জীবন পরিবর্তন করতে পারেন এবং আপনার জীবনও যে পরিবর্তন করেছেন তা নিয়ে আনন্দ করুন। ঈশ্বর যদি শৌলের মতো কারও হৃদয় পরিবর্তন করতে পারেন, তবে ঈশ্বর যে কারও হৃদয় পরিবর্তন করতে পারেন।
- **হাত:** যীশু যখন আপনাকে আহ্বান করেন তখন তাঁর কাজের জন্য জন্য ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকা। যখন যীশু আপনাকে পদক্ষেপের জন্য ডাকেন। ঈশ্বর যখন আনানিয়াস এবং শৌলকে আহ্বান করেছিলেন তখন তাদের যীশুর জন্য বিপদজনক ঝুঁকিপূর্ণ কাজও করতে হয়েছিল।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা কিন্তু প্রভু তাঁহাকে কহিলেন, তুমি যাও, কেননা জাতিগণের ও রাজগণের এবং ইস্রায়েল—সন্তানগণের নিকটে আমার নাম বহনার্থে সে আমার মনোনীত পাত্র, প্রেরিত ৯:১৫।

পাঠের সারসংক্ষেপ : শৌল একজন যিহুদী ছিলেন যিনি খ্রীষ্টিয়ানদের যীশুর কথা অন্যদের কাছে প্রচার করার বিষয়টি পছন্দ করতেন না। শৌল মহাযাজকের কাছে দামেস্কের সমস্ত খ্রীষ্টানদের একত্র করার অনুমতি চেয়েছিলেন। তিনি তাদের জেরুজালেমে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন এবং তাদের কারাগারে আটক করতে চেয়েছিলেন। তাই শৌল এবং আরও কিছু লোক দামেস্ক শহরে যাত্রা শুরু করল। হঠাৎ, স্বর্গ থেকে একটি উজ্জ্বল আলো নেমে আসলো এবং শৌল মাটিতে পড়ে গেলেন। তারপর শৌল যীশুর কন্ঠস্বর শুনতে পেলেন এবং যীশু তাকে জিজ্ঞেসা করলেন, কেন তিনি খ্রীষ্টিয়ানদের আঘাত করতে চান? যীশু আরও বললেন, খ্রীষ্টিয়ানদের কষ্ট দিয়ে সে যীশুকে কষ্ট দিচ্ছিল। শৌল যখন মাটি থেকে উঠলেন, তখন তিনি আর চোখে দেখতে পেলেন না। সেই আলো তাকে অন্ধ করে দিয়েছিল। অন্য লোকদের শৌলকে পথ দেখিয়ে শহরে নিয়ে যেতে হয়েছিল। ঈশ্বর আনানিয়াস নামের একজন লোককে বলেছিলেন শৌলের কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রার্থনা করার জন্য। আনানিয়াস প্রার্থনা করার পরে, যীশু শৌলকে সুস্থ করেছিলেন যাতে তিনি আবার দেখতে পান। পবিত্র আত্মা শৌলের সাথে ছিলেন এবং তাই তিনি বাপ্তিস্ম নিতে চেয়েছিলেন। শৌল খ্রীষ্টিয়ান হয়েছিলেন। লোকেরা শৌলকে অন্য নামেও ডাকত, তা হল 'পৌল'।

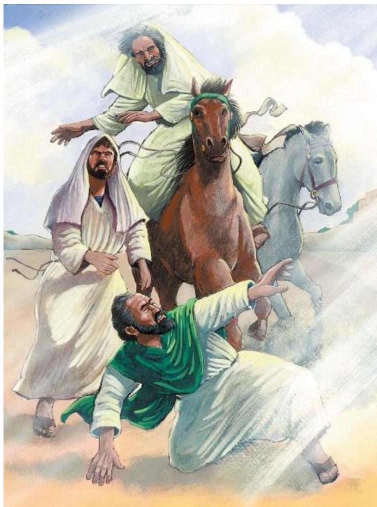

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **শৌল** প্রথমে একজন নির্যাতক ছিলেন যে কিনা খ্রীষ্টধর্ম অনুসারীদের বিভিন্নভাবে অত্যাচার— নিযার্তন করতেন। তিনি যীশুর অনুসারীদের শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন তাই তিনি জেরুজালেমের প্রধান যাজকের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছিলেন, যীশুর অনুসারীদের দামেস্কে নিয়ে গিয়ে বন্দী করার জন্য। তিনি ভাবছিলেন, ঈশ্বর যা চান তাই ত করছেন; আসলে তিনি বুঝতে পারলেন না যে, যীশুই মশীহ।
- ২. **স্বর্গ থেকে আসা আলো।** দামেস্কে পৌঁছানোর আগে, স্বর্গ থেকে একটি উজ্জ্বল আলো শৌল এবং তার সঙ্গীদের চারপাশকে আলোকিত করেছিল। শৌল স্বর্গ থেকে একটি কন্ঠস্বর শুনলেন, এবং তাই শৌল ঈশ্বরের কন্ঠের প্রতি শ্রদ্ধায় নতজানু হয়ে পড়লেন। শৌল কিছুটা অবাক হয়েছিলেন যখন ঈশ্বরের কন্ঠ শৌলকে বলছিলেন যে, কেন শৌল ঈশ্বরকে কষ্ট দিচ্ছিল। সেই কন্ঠস্বর বলেছিল যে, তিনি যীশু, এবং শৌল যখন যীশুর অনুসারীদের কষ্ট দিচ্ছিল, তখন তিনি আসলে যীশুকেই কষ্ট দিচ্ছিল। ঈশ্বর শৌলকে অন্ধ করে দিলেন, এবং তাকে দামেস্কে যেতে এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে পরবতীর্ নির্দেশনা শোনার জন্য অপেক্ষা করার আদেশ দেন। ঈশ্বর তিন দিন পর যীশুর একজন অনুসারীকে শৌলের কাছে পাঠান এবং শৌলকে জানান যে, তিনি অযিহুদীদের কাছে যীশুর একজন মহান প্রচারক হতে চলেছেন।
- ৩. **শৌলের সঙ্গীরা** সেই মহান আলো দেখেছিলেন এবং শব্দও শুনেছিলেন, কিন্তু কী ঘটছে তা বুঝতে পারেননি। তারা অন্ধ শৌলকে শহরে নিয়ে গেল যাতে শৌল ঈশ্বর তার সাথে আবার যে কথা বলবেন তার জন্য অপেক্ষা করেন।

পাঠ প্রসংগ এটি বাইবেলের মন পরিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাহিনীগুলির মধ্যে একটি। এরই মধ্যে যীশুর অনুসারীরা ইস্রায়েলের অনেক শহরে যীশুর সুসমাচার নিয়ে গেছে। যাইহোক, শৌল যিনি পরবতীর্তে ’পৌল’ নামে পরিচিত ছিল তার মন পরিবর্তনের সাথে সাথে যীশুর সুমসমাচারের বার্তা পুরো রোমান সা্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

শৌলের মন পরিবর্তন বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কারণ তার জীবনের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে, ঈশ্বর একজন ব্যক্তির জীবনে কি ধরনের বড় পরিবর্তন আনতে পারেন। শৌল কেবলমাত্র একজন পাপী ছিলেন না যার পরিত্রাণের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু শৌল সক্রিয়ভাবে যীশুর অনুসারীদের অত্যাচার নিযার্তন করছিলেন। শৌল যীশুকে ’মশীহ’ বলে বিশ্বাস করতেন না, এবং যারা যীশুর সুসমাচার

প্রচার করতেন তাদের বন্দী করতে চেয়েছিলেন। যাইহোক, যখন যীশু দামেস্ক রোডে তার মুখোমুখি হন, তখন শৌল বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি কত বড় ভুল করেছিলেন।

ঈশ্বর যীশুর একজন অনুসারী আনানিয়াসাকে ডেকেছিলেন, যাতে তিনি শৌলকে যীশুর সুসমাচার বিষয়ে বলতে শুরু করেন। আনানিয়াস এই কথা আদেশ পেয়ে কিছুটা ভীত হয়েছিলেন, কারণ শৌল যে যীশুর অনুসারীদের প্রতি নির্যাতন করত সেই কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। যাইহোক, ঈশ্বর আনানিয়াসকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে কারণ ঈশ্বর সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন, শৌল নয়। আনানিয়াস ঈশ্বরের বাধ্য হয়েছিলেন এবং শৌলকে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর শৌল যীশুতে বিশ্বাস করেছিলেন এবং বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন।

পরবর্তী পাঠ্য: (আরো পটভূমি তথ্যের জন্য পাঠ #২৫ দেখুন)। ঈশ্বর বালামের গাধাকে তার সাথে কথা বলার মাধ্যমে খুব অদ্ভুত উপায়ে তার মুখোমুখি হলেন। বালামের জন্য ঈশ্বরের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বার্তা ছিল এবং বালাম যাতে ঈশ্বরের বার্তা শুনেন এবং মেনে চলেন তা নিশ্চিত করার জন্য আশ্চর্যজনকভাবে বালামের মুখোমুখি হওয়াটা বেছে নিয়েছিলেন। অনেকটা দামেস্কের রাস্তায় শৌলের সাথে ঈশ্বরের মুখোমুখি হওয়ার মতো, বালাম তার প্রতি ঈশ্বরের বার্তা নিয়ে কোন সন্দেহ করেননি এবং ঈশ্বর তাকে যা করতে বলেছিলেন ঠিক তাই করেছিলেন।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়–ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** শৌলের জন্য ঈশ্বর একটি নির্দিষ্ট কাজ ঠিক করে রেখেছিলেন। যেহেতু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার শুধুমাত্র যিহুদীদের জন্য নয়, সমস্ত মানুষের জন্য ছিল, তাই ঈশ্বরের এমন একজনের প্রয়োজন ছিল যিনি যিহুদী এবং অ—যিহুদী উভয়ের কাছেই যীশুর সুসমাচার প্রচার করতে

পারে। একটি পরজাতীয় শহরে শৌলের বেড়ে ওঠার কারণে তার রোমান এবং যিহুদী উভয় শিক্ষা এবং নাগরিকত্ব ছিল এবং তার লোকদের কাছে সহজে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরার প্রবল ক্ষমতা থাকার কারণে ঈশ্বর শৌলকে অ—যিহুদী লোকেদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন। যদিও একটি বড় সমস্যা ছিল যে, শৌল যীশুকে 'মশীহ' বলে বিশ্বাস করতেন না এবং সেইসাথে তিনি যীশুর অনুসারীদের বিভিন্ন নিযার্তন ও অত্যাচার করছিলেন। তাই, ঈশ্বর আশ্চর্যজনকভাবে শৌলের মুখোমুখি হয়েছিলেন যা তার জীবনকে চিরতরে পরিবর্তন করছিল। এই ঘটনার পর, যীশুর সুসমাচর প্রচারের কাজ শুরু করার আগে, শৌল যীশু এবং খ্রীষ্টিয়ান জীবনযাপন সম্পর্কে বেশ কয়েক বছর শিক্ষাগ্রহণ করলেন।

- আপনার মন পরিবর্তনের জন্য খ্রীষ্ট কিভাবে আপনার সম্মুখীন হয়েছেন?
- ঈশ্বর আপনার জীবনে কি ধরনের পরিবর্তন এনেছেন?

- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে এই পাঠটি কি বলে ?** শৌল ভেবেছিলেন তিনি খুব ভাল জীবনযাপন করছেন। কিন্তু ঈশ্বর তাকে এই উপলব্ধি দিয়েছিলেন যে, তার মন পরিবর্তনের দরকার রয়েছে। পরিবর্তনটি একবারে আসেনি, শৌল সুসমাচার প্রচার ও পরিচর্যার কাজ শুরু করার জন্য প্রস্তুত হওয়ার আগে তার কয়েক বছর সময় লেগেছিল। ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তারের কাজের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সেই সময়টা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শৌল যীশুর অনুসারীদের নিযার্তন করার সময় রাগ এবং আবেগ থেকে এই কাজ করছিলেন। সেইজন্য ঈশ্বর স্থির করলেন, শৌলের সেই রাগ এবং আবেগকে সুসমাচার প্রচারের জন্য ভালো কিছু করার জন্য কাজে লাগাতে হবে। তাই, ঈশ্বর খ্রীষ্টিয়ানদের একেবারে পরিবর্তন করেন না। যদিও মন পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের একট উল্লেখ্যযোগ্য পরিবর্তন হয়, কিন্তু তবুও ঈশ্বর তাদের বিভিন্নভাবে প্রতিনিয়তই পরিবর্তন করে চলেছেন, যাতে তারা যীশুর জীবনের মত নিজেদের জীবনকেও গঠন করতে পারে।
  - আপনি খ্রীষ্টিয়ান হয়েছেন দেখে কেন মানুষ অবাক হতে পারে?
  - আগামী পাঁচ বছরে ঈশ্বর আপনার জীবনে কী ধরনের পরিবর্তন আনতে চান বলে আপনি মনে করেন?
- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ দিতে পারি?** যীশু শৌলের মুখোমুখি হওয়ার পর, শৌল তার জীবনের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা জানাতে তিন দিন প্রার্থনা এবং উপবাসে কাটিয়ে ছিলেন। খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য প্রার্থনা এবং উপবাস এর জন্য নিয়মিত সময় থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা তাদের প্রতি ঈশ্বরের ইচ্ছা আরও ভালভাবে শুনতে এবং বুঝতে পারে। প্রার্থনা এবং উপবাসের এই সময় খ্রীষ্টিয়ানদের যীশুতে তাদের বিশ্বাসের প্রতি আরও শক্তিশালী এবং আরও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে সাহায্য করে। এইগুলো খ্রীষ্টিয়ানদের বড় ঝুঁকি নিতে এবং যীশুর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত করার জন্য সাহায্য করে, ঠিক যেমন শৌল এবং আনানিয়াসকে করেছিলেন।
  - উপবাস ও প্রার্থনায় সময় কাটানোর ক্ষেত্রে আপনার অভিজ্ঞতা কেমন ?
  - কেন আপনি মনে করেন, প্রার্থনা এবং উপবাস খ্রীষ্টিয়ানদের শক্তিশালী করে তোলে?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন।
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

পাঠের শিরোনাম: ৯৯ শৌল সুসমাচার প্রচার শুরু করলেন

পাঠের শাস্ত্রাংশ: পিতর ৯:১৯—৩১

সহায়ক শাস্ত্রাংশ: ১ রাজাবলি ১৭:১-৬-৬] (https://www.bible.com/bible/1690/1KI.17.1-6)পদ

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** এবিষয়ে সচেতন থাকুন, অনেকেই আছেন যারা চান না খ্রীষ্টিয়ানরা যীশুর সুসমাচার প্রচার করুক। শৌল যখন যীশু এবং তার মন পরিবর্তনের সুখবর শক্তিশালীভাবে প্রচার করেছিলেন তখন লোকেরা শৌলকে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারের জন্য বাধা দেওয়ার জন্য তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল।
- **হৃদয়:** বুঝুন, খ্রীষ্টিয় জীবন আপনাকে অনেক আনন্দ এবং শান্তি এনে দেবে, কিন্তু এই জীবন এত সহজ হবে না। কারণ শয়তান এখনও অনেকের মনে কাজ করছে, তাই এর মাধ্যমে শয়তান খ্রীষ্টিয়ানদের যীশুর সুসমাচার প্রচার করতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে।
- **হাত:** যে সমস্ত খ্রীষ্টিয়ানরা তাদের বিশ্বাসের জন্য নির্যাতন ভোগ করছেন তাদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসুন। শৌলকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে এবং অন্যরা তার সুসমাচার প্রচারের আসল উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ করলে তার পক্ষে কথা বলতে এমন অনেক খ্রীষ্টিয়ানরাই প্রস্তুত ছিল।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা কিন্তু শৌল উত্তর উত্তর শক্তিমান হইয়া উঠিলেন, এবং দম্মেশক—নিবাসী যিহূদীদিগকে নিরুত্তর করিতে লাগিলেন, প্রমাণ দিতে লাগিলেন যে, ইনিই সেই খ্রীষ্ট, প্রেরিত ৯:২২।

পাঠের সারসংক্ষেপ : পৌল খ্রীষ্টিয়ান হওয়ার পর, তিনি দামেস্ক শহরে থেকে যান। তিনি শহরের অন্যান্য খ্রীষ্টিয়ানদের সাথে মেলামেশা করে তাদের কাছ থেকে যীশু সম্পর্কে আরও জানতে পেরেছিলেন। পৌল একজন খ্রীষ্টিয়ান হওয়ায় এতটাই আনন্দিত ছিলেন যে, তিনি যীশুই যে ঈশ্বরের পুত্র এই সুখবর সবাইকে জানাতে চেয়েছিলেন। দামেস্কের লোকেরা যখন পৌলকে যীশুর বিষয়ে প্রচার করতে শুনেছিল তখন তারা আশ্চর্য হয়েছিল। তারা জানত যে, পৌল তাদের শহরে সমস্ত খ্রীষ্টিয়ানদের গ্রেপ্তার করতে এসেছেন। এখন সে নিজেকে খ্রীষ্টিয়ান বলে দাবি করছিল এবং উপাসনালয়ে যীশুর বিষয়ে প্রচার করছিল। যখন দামেস্কের যিহুদীরা জানতে পেরেছিল যে, পৌল কি করছেন, তখন তারা তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। কারণে তাদের চিন্তা ছিল, পৌল কীভাবে প্রচার করতে পারেন যে যীশুই ঈশ্বরের পুত্র? পৌল জানতেন যে, যিহুদীরা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলতে চায়। সেই রাতে, দামেস্কের কিছু খ্রীষ্টিয়ান পৌলকে একটি বড় ঝুড়িতে রেখে শহরের প্রাচীরের বাইরের দিকে নামিয়ে দিল। এইভাবে পৌল রক্ষা পেয়েছিলেন।

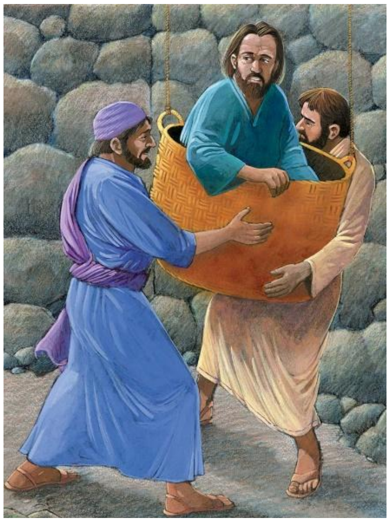

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **শৌল৫** সাহসের সাথে দামেস্কে যীশুই যে মশীহ এই বিষয়ে প্রচার করেছিলেন। যীশু শৌলকে আত্মার শান্তি এবং আনন্দ দিয়েছিলেন এবং শৌল সেই শান্তি এবং আনন্দ অন্যদের সাথে ভাগ করে নিতে চেয়েছিলেন। যদিও ধর্মীয় নেতাদের অনেকেই শৌলের বিরোধিতা করেছিলেন। তারা এই বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি যে, এই ব্যক্তি যে যীশুর অনুসারীদেরকে অত্যাচার করত, সে এখন যীশুই মশীহ এই বিষয়ে এত শক্তিশালীভাবে প্রচার করছে। তাই, তারা যেমন যীশুকে হত্যা করেছিল, তেমনি তারা শৌলকেও হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল।
- ২. **ঝুড়ি।** যাইহোক, যীশুর অনুসারীরা শৌলকে হত্যার চক্রান্তের কথা জানতে পেরেছিলেন এবং শৌলকে রক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সকলের অগচরে এক রাতে তারা শৌলকে একটি বড় ঝুড়িতে শহরের প্রাচীর থেকে নামিয়ে দিল। সেখান থেকে শৌল জেরুজালেমে পালিয়ে যান। সেখানে গিয়ে তিনি যীশুর অনুসারীদের সাথে যোগ দেন এবং যীশুর বিষয়ে শিক্ষা ও প্রচার কাজ চালিয়ে যান।

পাঠ প্রসংগ শৌল, যিনি যীশুর অনুসারীদের অত্যচার করতেন, যীশুর বিষয়ে যখন তিনি প্রচারকাজ করছিলেন তখন তিনি নিজেই আত্যাচারিত হন। শৌলের মন পরিবর্তনের কারণে তিনি অন্যদের কাছে যীশুর সুসমাচার পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। তাই, ধর্মীয় নেতারা যেমন যীশুকে হত্যা করা সঠিক বলে মনে করেছিল, তেমনি তারা তাঁর অনুসারীদের হত্যা করাকেও সঠিক বলে মনে করেছিলেন।

যদিও শৌলের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা তখনও শেষ হয়ে যায়নি। বরং ঈশ্বর শৌলকে যীশুর জন্য একজন মহান ধর্মপ্রচারক হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। তাই, দামেস্কের বিশ্বাসীরা শৌলকে রক্ষা করেছিল এবং তাকে পালানোর সুযোগ করে দিয়েছিলেন যাতে সে অন্যদেরকে যীশুর সুসমাচার প্রচার করতে পারে ।

পালিয়ে যাওয়ার পর, শৌল জেরুজালেমে যান, সেখানে তিনি যীশুর অন্যান্য অনুসারীদের সাথে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। শিষ্যরা, যদিও শৌলের মন পরিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ করেছিল, এবং ভেবেছিল যে এটি শৌলের যীশুর শিষ্যদের ধরার এবং তাদের বন্দী করার জন্য একটি কৌশল হতে পারে। শুধুমাত্র একজন শিষ্য যার নাম ছিল, বার্নাবাস, যিনি শৌলের পক্ষে কথা বলেছিলেন এবং শৌলের মন পরিবর্তন এবং যীশুর জন্য সুসমাচার প্রচারের বিষয়টি সত্য বলে বিশ্বাস করেছিলেন।

শিষ্যরা, যদিও শৌলকে সন্দেহ করেছিল কিন্তু বার্ণাবা এই বিষষটি বিশ্বাস করেছিলেন এবং শৌলকে তাদের একজন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। শৌল জেরুজালেমে যীশু সম্পর্কে প্রচার করেছিলেন ঠিক যেমটা তিনি দামেস্কে করেছিল। আর দামেস্কের মতোই, ধর্মীয় নেতারা শৌলকে হত্যা করার চক্রান্ত করেছিল। কিন্তু বিশ্বাসীরা, শৌলকে আরেকটি বার পালানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিল এবং শৌল তার নিজের শহর তর্ষীর্সে ফিরে গিয়েছিল।

পরবর্তীর্ পাঠ্য: (আরও পটভূমির তথ্যের জন্য পাঠ # ৩৯ দেখুন) শৌলের মতো, এলিয়ও সুসমাচার প্রচারের জন্য মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলেন। ইস্রায়েলের রাজার কাছে সত্য কথা বলার পর, ঈশ্বর এলিয়কেও একটি নিরাপত্তার জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন যেখানে ঈশ্বর এলিয়'র সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়েছিল, যতদিন না পর্যন্ত এলিয় পুনরায় নিরাপদে প্রভুর পরিচর্যা কাজে ফিরে গিয়েছিলেন ।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ুন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

আলোচনা করা:

- **মাথা : এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** শৌল তার মন পরিবর্তনের পরপরই তার জীবনের মাধ্যমে এই পরিবর্তন দেখানো শুরু করেন। ঈশ্বর শৌলের সেই একই আবেগ এবং আগ্রহ যা তাকে যীশুর অনুসারীদের অত্যাচার করতে পরিচালিত করেছিল, শৌলের সেই আবেগ ও আগ্রহকে যীশু তাঁর অনুসারীদেরকে শক্তিশালী করতে এবং অন্যদের কাছে যীশু সম্পর্কে সুসমাচার প্রচার করার জন্য কাজে লাগিয়ে ছিলেন। যদিও, শৌলের জন্য এই কাজটি সহজ ছিল না। অনেকে ছিল যারা যীশুর অনুসারীদের অত্যাচার করতে চেয়েছিল এবং তারা শৌলের এই পরিবর্তনকে তাদের জন্য বিশেষভাবে বিপজ্জনক বলে মনে করেছিল। আশ্চের্যের বিষয় হল, ধর্মীয় নেতারা ভেবেছিল তারা যে মানুষ ঈশ্বর সন্তুষ্ট হবেন। ঈশ্বরের আদেশকে রক্ষা করার মিথ্যায় চেষ্টায় তারা ঈশ্বরের দেওয়া ১০টি আজ্ঞার অনেকগুলিই ভঙ্গ করে যাচ্ছিল। তাই শৌলের জন্য ঈশ্বরের বড় পরিকল্পনা ছিল, এবং যারা তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল তাদের থেকে রক্ষা করার জন্য যীশুর অনুসারীদের তিনি ব্যবহার করেছিলেন।

    - কি কারণে কিছু কিছু ধর্মীয় লোক অন্যদের হত্যা করাকে সঠিক বলে মনে করে?
    - যীশুর বিষয়ে কথা বলার জন্য ঝুঁকি নেওয়া এবং অত্যাচার থেকে নিজেদের রক্ষা করার মধ্যে একজন খ্রীষ্টিয়ানের কী ধরনের ভারসাম্য রক্ষা করা উচিত?
- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে এই পাঠটি কি বলে ?** এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে কেন অনেক লোক সেই খ্রীষ্টিয়ানদের প্রতি খুব বিরক্ত হবে যারা প্রেম, আনন্দ এবং শান্তির কথা প্রচার করে। যাইহোক, শয়তান এখনও এই পৃথিবীতে কাজ করছে, এবং সে চায় না যে লোকেরা প্রেম, আনন্দ বা শান্তিতে বসবাস করুক। তাই, যখন একজন খ্রীষ্টিয়ান হৃদয়ে মহান প্রেম, আনন্দ এবং শান্তি নিয়ে ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তারের জন্য এগিয়ে যাবে, তখন তাদের জীবনে বিভিন্ন আত্যাচার আসতে পারে। এর জন্য খ্রীষ্টিয়ানদের যীশুর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা জানে কখন যীশুর পক্ষে কথা বলতে হবে এবং কখন বিপদ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হবে।
    - ঈশ্বর তাদের জীবনে যে প্রেম, আনন্দ এবং শান্তি এনেছেন সে সম্পর্কে প্রচার করার জন্য কিছু লোক কেন অন্যদের দ্বারা এত হুমকির সম্মুখীন হন?
    - আপনি কী মনে করেন কীভাবে খ্রীষ্টিয়ানরা বুঝতে পারে কখন যীশুর পক্ষে কথা বলতে হবে এবং কখন চুপ থাকতে হবে?
- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ দিতে পারি?** অন্যান্য খ্রীষ্টিয়ানরা শৌলকে সাহায্য এবং তাকে রক্ষা না করলে তিনি বেশিদিন বেঁচে থাকতে পারতেন না। ঈশ্বর চান না যে, খ্রীষ্টিয়ানরা বিচ্ছিন্নভাবে তাদের জীবনযাপন করে। তাই তিনি চার্চ স্থাপন করেছেন। এটি এমন একটি জায়গা যেখানে খ্রীষ্টিয়ানরা তাদের প্রয়োজনীয় শক্তি, নির্দেশিকা এবং সুরক্ষা পেতে পারে। খ্রীষ্টিয়ানরা একে অপরকে সাহায্য করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
    - খ্রীষ্টিয় জীবনে আপনাকে সাহায্য করার জন্য ঈশ্বর আপনার জীবনে কাকে পাঠিয়েছেন?
    - কিভাবে আপনি এই সপ্তাহে অন্যান্য খ্রীষ্টিয়ানদের সাহায্য করতে পারেন?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন।
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

পাঠের শিরোনাম: ১০০ কারাগারে পিতর

পাঠের শাস্ত্রাংশ: প্রেরিত ১২:১-১৯

সহায়ক শাস্ত্রাংশ: মথি ১৪:১-১৪

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** একজন দুষ্ট রাজনৈতিক নেতার খুনি চক্রান্ত থেকে পিতরকে ঈশ্বর রক্ষা করছিলেন এই বিষয়টি নিয়ে আনন্দ করুন।
- **হৃদয়:** উৎসাহিত হও, ঈশ্বর প্রার্থনার উত্তর দেন। ঈশ্বরের উত্তরগুলি সর্বদা আমরা যেভাবে চাই সেভাবে হয় না এবং কখনও কখনও এর থেকেও বেশি ভাল হয়।
- **হাত:** প্রার্থনা করতে থাকুন। প্রার্থনা একজন খ্রীষ্টিয়ানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হতে পারে, কারণ এটি খ্রীষ্টিয়ানদের ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে রাখতে এবং আমাদের ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে সাহায্য করে।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা আর দেখ, প্রভুর এক দূত তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং কারাকক্ষে আলোক প্রকাশ পাইল। তিনি পিতরের কুক্ষিদেশে আঘাত করিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া কহিলেন, শীঘ্র উঠ। তখন তাঁহার দুই হস্ত হইতে শৃঙ্খল পড়িয়া গেল (প্রেরিত ১২:৭)

পাঠের সারসংক্ষেপ: রাজা হেরোদ আগ্রিপ্পো ছিলেন প্রথম যিহুদীদের রাজা। তিনি খ্রীষ্টিয়ানদের এতটাই অপছন্দ করতেন যে, তিনি তাদের গ্রেফতার করে মৃত্যুদণ্ড দিতেন। রাজা হেরোদ পিতরকে গ্রেপ্তার করেছিলেন কারণ তিনি দেখেছিলেন যে এটি করলে যিহুদী নেতারা খুশি হবে। পিতর যখন জেলে ছিলেন, তখন তার প্রতিটি বাহু একজন প্রহরীর পাশে শিকল দিয়ে বাঁধা ছিল। কারাগারের বাইরেও দুজন প্রহরী ছিল। রাজা হেরোদ নিশ্চিত থাকতে চেয়েছিলেন যে, পিতর যাতে পালাতে না পারেন। জেরুজালেমের খ্রীষ্টিয়ানরা পিতরের জন্য প্রার্থনা করছিলেন। তারা জানতেন যে, রাজা তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করছে। পিতরের বিচারের আগের রাতে ঈশ্বর একজন স্বর্গদূতকে সেই কারাগারে পাঠিয়েছিলেন যেখানে পিতরকে বন্দী করা হয়েছিল। কারাগারের সবাই ঘুমিয়ে ছিল। স্বর্গদূত পিতরের কাছে গেলেন, তাকে ডেকে দিলেন এবং উঠতে বললেন। পিতর উঠে দাড়ালে তার হাত থেকে শিকল পড়ে গেল। তারপর পিতর তার পোশাক পরলেন, স্বর্গদূতকে অনুসরণ করলেন এবং কাউকে না জাগিয়ে কারাগার থেকে বেরিয়ে গেলেন। ঈশ্বর খ্রীষ্টিয়ানদের প্রার্থনার উত্তর দিয়েছিলেন এবং পিতরকে রক্ষা করা করেছিলেন।

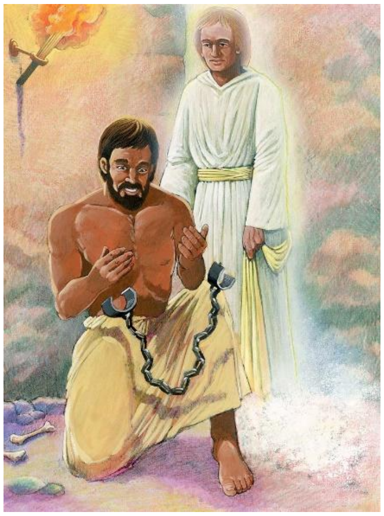

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **শেকল।** রাজা হেরোদ লোকেদের প্রশংসা পেতে পছন্দ করতেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, জেরুজালেমের ধর্মীয় নেতারা যীশুর অনুসারীদের পছন্দ করেন না। তাই, তিনি তাদের নেতা পিতরকে গ্রেফতার করে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন। রাজা হেরোদ লোকদের খুশি করার জন্য পিতরকে হত্যা করতে যাচ্ছিলেন।
- ২. **একজন স্বর্গদূত।** পিতরের মৃত্যুর আগের রাতে, ঈশ্বর পিতরকে উদ্ধার করার জন্য একজন স্বর্গদূত পাঠিয়েছিলেন। স্বর্গদূত পিতরকে জাগিয়ে দিলেন এবং তাকে শিকল থেকে মুক্ত করলেন। তিনি পিতরকে কারাগার থেকে বের করে এনে মুক্ত করলেন।
- ৩. **পিতর** মুক্তি পেয়ে খুব আনন্দিত ছিল। তিনি দেরি না করে সরাসরি সেই বাড়িতে যান যেখানে খ্রীষ্টিয়ানরা তার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করছিল, এবং নিজেকে খ্রীষ্টিয়ানদের কাছে দেখালেন। তারা সকলেই আনন্দিত হয়েছিল যে, ঈশ্বর তাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়েছেন।

পাঠ প্রসংগ: খ্রীষ্টিয়ানদের কেবল ধর্মীয় নেতারা নয় বরং রাজনৈতিক নেতারাও অত্যাচার করেছিল। ঈশ্বর চান যে সমস্ত মানুষ একে অপরকে ভালবাসুক এবং যত্ন করুক এবং এটি শাসকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু, সেই সময়ে ইস্রায়েলের শাসকরা ঈশ্বরের পক্ষে কাজ করার বিষয়ে চিন্তা করার চেয়ে বরং কি করলে লোকেরা তাকে সমর্থন করবে সে বিষয়ে বেশি চিন্তিত ছিলেন। তাই, তিনি যীশুর একজন শিষ্য যোহনকে হত্যা করেছিলেন। তিনি যখন দেখলেন যে ধর্মীয় নেতারা এই বিষয়ের সাথে একমত, তখন তিনি পিতরকে গ্রেপ্তার করলেন এবং তাকেও হত্যা করার পরিকল্পনা করলেন।

পিতরের সুসমাচার প্রচারের যাত্রার আগে, ঈশ্বর অলৌকিকভাবে তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। যদিও ঈশ্বর দুষ্ট রাজনৈতিক শাসক পিলাতকে যীশুকে ক্রুশে দেওয়ার অনুমতি প্রদান করতে দিয়েছিলেন, কিন্তু তবুও পিতরকে তিনি রক্ষা করলেন কারণ পিতরের পরিচযার্ কাজের বিষয়ে তাঁর অনেক বড় পরিকল্পনা ছিল। তাই, ঈশ্বর পিতরকে কারাগার থেকে উদ্ধার করার জন্য একজন স্বর্গদূত পাঠিয়েছিলেন।

মুক্তি পেয়ে পিতর সেখানে গিয়েছলেন যেখানে খ্রীষ্টিয়ানরা তার জন্য প্রার্থনা করছিল, এবং তাদের তিনি ঈশ্বর কিভাবে তাকে রক্ষা করলেন সে সমস্ত কিছু বলেছিলেন। তারা সকলেই আনন্দিত হয়েছিল এবং খুব উৎসাহিত হয়েছিল যে, ঈশ্বর এখনও অলৌকিক কাজ করছেন।

পরবর্তী পাঠ্য: যে হেরোদ রাজা পিতরকে গ্রেপ্তার করেছিলেন এবং তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি এই পাঠের সাস্ত্রাংশে হেরোদের পুত্র ছিলেন, যিনি যোহন বাপ্তিাইজককে হত্যা করেছিলেন। তিনি সেই হেরোদের নাতিও ছিলেন যিনি যীশুর জন্মের সময় রাজা ছিলেন, একই হেরোদ যিনি পূর্ব থেকে আসা পন্ডিতদের কথা শুনে বেথলেহেমের সমস্ত ছেলে শিশুদের হত্যা করেছিলেন। এই তিনটি পর্ব দেখায়, এই রাজনৈতিক নেতা এবং তার আত্মীয়রা সকলেই খারাপ নেতা ছিলেন, যারা ঈশ্বরকে সম্মান করেননি বা তাদের লোকেদের সাথে অন্যায় করেছিলেন। কিন্তু, তারা ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করতে পারেনি, কারণ ঈশ্বর যেকোনো মানব শাসকের চেয়ে বেশি শক্তিশালী।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ুন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ীই সবকিছু ঘটে। যদিও এমন একটি সময় আসবে যেখানে পিতর যীশু খ্রীষ্টের জন্য মারা যাবে, কিন্তু ঈশ্বর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, এই পাঠের সাস্ত্রাংশ অনুযায়ী এখনও সেই সময় আসেনি। ঈশ্বর পিতরের জীবন এবং পরিচর্যার জন্য আরও পরিকল্পনা করেছিলেন। তাই তার মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার ঠিক আগে, ঈশ্বর পিতরকে জেল থেকে উদ্ধার করার জন্য একজন স্বর্গদূত পাঠিয়েছিলেন। পিতরকে ঈশ্বরের উদ্ধার করা এতই আশ্চর্যজনক ছিল যে, পিতর এবং অন্য খ্রীষ্টিয়ানদের প্রথমে এটি বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল যে, ঈশ্বর সত্যিই তাদের প্রার্থনার উত্তর দিলেন!

- কেন ঈশ্বর আমাদের কিছু প্রার্থনার উত্তর দেন যেভাবে আমরা সেগুলোর উত্তর পেতে চাই ঠিক সেভাবেই, কিন্তু অনেক প্রার্থনার উত্তর সেভাবে দেন না যেভাবে আমরা সেগুলোর উত্তর পেতে চাই?
- যখন ঈশ্বরের উত্তরগুলি আমরা যেমন চাই তার চেয়ে ভিন্ন হয়, তখন ঈশ্বর যে আমাদের সমস্ত প্রার্থনার উত্তর নিখুঁত ভালবাসার সাথে দেন এই বিষয়টি সম্পর্কে জানা কিভাবে আমাদের তা বুঝতে সাহায্য করে?

- **হৃদয়:আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে এই পাঠটি কি বলে ?** অনেক সময় ঈশ্বর খ্রীষ্টিয়ানদের প্রার্থনার উত্তর দেন অনেক বেশি শক্তি এবং অনুগ্রহের সাথে যা তারা কল্পনাও করতে পারেনা। যদিও খ্রীষ্টিয়ানরা পিতরের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করছিল, কিন্তু যখন পিতর আসলে প্রার্থনা সভায় উপস্থিত হয়েছিল, খ্রীষ্টিয়ানরা ভেবেছিল এটি কেবল একজন স্বর্গদূত। কখনও কখনও খ্রীষ্টিয়ানরা তাদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় আশীর্বাদগুলি পায় না কারণ তারা ঈশ্বর তাদের জন্য যা করতে চান এমন আশ্চর্যের বিষয় বিশ্বাস করতে ব্যর্থ হয়।
  - কখন আপনার কাছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ সত্যিই খুব ভাল বলে মনে হয়েছে ?
  - ঈশ্বর সর্বদা প্রার্থনার উত্তর দেন, কিন্তু কখনও কখনও ঈশ্বরের উত্তর হয় "না" কিংবা "এখনই না।" একজন খ্রীষ্টিয়ান হিসেবে আমাদের কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানানো উচিত যখন আমাদের কোন প্রার্থনার উত্তর হিসেবে ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা "না” বোধক কিছু শুনি?
- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ দিতে পারি?** যদিও খ্রীষ্টিয়ানরা পিতরের জন্য প্রার্থনা করেছিল কিন্তু তাদের এই বিষয়টি বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছিল যে সত্যিই পিতর দরজায় দাঁড়ানো ছিল । তারা কিছু জিনিস সঠিক করেছিল। তারা প্রার্থনা এবং উৎসাহের জন্য জড়ো হয়েছিল এবং তারা অন্যদের পক্ষে প্রার্থনা করছিল। খ্রীষ্টিয়ানরা সবসময় সবকিছু সঠিকভাবে নাও পেতে পারে, বা এমনকি তাদের যতটা বিশ্বাস করা উচিত ততটা বিশ্বাস নাও করতে পারে, কিন্তু তারা যদি বিশ্বস্তভাবে একত্রিত হয় এবং একসাথে প্রার্থনা করে, তাহলে ঈশ্বর সেখানে আশ্চর্যকাজ করবেন।
  - আপনার কি নিয়মিত সময় করে প্রার্থনার জন্য অন্যান্য খ্রিস্টানদের সাথে একত্রিত হন?
  - আপনার কি মনে হয়, আপনার প্রার্থনার কতটা সময় আপনার নিজের প্রয়োজনের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত, কতটা অন্যের প্রয়োজনের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করার দিকে কতটা মনোযোগ দেওয়া উচিত?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন।
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

পাঠের শিরোনাম: ১০১ পৌল ও বার্নাবাকে প্রচারের জন্য পাঠানো হল

পাঠের শাস্ত্রাংশ: প্রেরিত ১৩:১-৫

সহায়ক শাস্ত্রাংশ: ১ শমূয়েল ১৫—১৬

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** ঈশ্বরের গৌরব করুন! ঈশ্বর আদি মন্ডলীকে নির্দেশ দেন যেন পৌলকে অযিহুদীদের কাছে একজন মিশনারি হিসেবে পাঠান।
- **হৃদয়:** এই বিষয়টি বুঝতে চেষ্ট করুন যে, ঈশ্বর মানুষের মধ্যে থাকা প্রতিভাকে তাদের নিজস্ব চিন্তার চেয়েও ভিন্নভাবে আরও বেশি মূল্যায়ন করেন।
- **হাত:** প্রভুর কাজের জন্য লোকেদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত থাকুন, এমনকি যদি এর অর্থ এই হয় যে, ঈশ্বর যদি আপনাকে আপনার কমিউনিটির বাইরে পাঠিয়েছেন অন্যদের আশীর্বাদ করার জন্য সেই অবস্থার জন্যও প্রস্তুত থাকুন ।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা তাঁহারা প্রভুর সেবা ও উপবাস করিতেছিলেন, এমন সময়ে পবিত্র আত্মা কহিলেন, আমি বার্ণবা ও শৌলকে যে কার্যে আহ্বান করিয়াছি, সেই কার্যের নিমিত্ত আমার জন্য এখন তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দেও, প্রেরিত ১৩:২।

পাঠের সারসংক্ষেপ: পৌল, বার্ণাবা এবং অন্যান্য দেশের তিনজন লোক আন্তিয়খিয়া শহরের একটি মন্ডলীতে ছিলেন। সেখানে থাকাকালীন তারা উপবাস সহকারে ঈশ্বরের উপাসনা করতেন। উপবাস মানে হল না খেয়ে থাকা। লোকেরা যখন প্রার্থনা করছিল, তখন পবিত্র আত্মা তাদের পৌল এবং বার্ণবাকে আলাদা করে একটি বিশেষ কাজের জন্য প্রস্তুত করতে বলেছিলেন। এখানে আলাদা করা মানে ঈশ্বরের বিশেষ কাজ করার জন্য বেছে নেওয়া। পবিত্র আত্মা চেয়েছিলেন পৌল এবং বার্ণাবা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যান এবং যীশুর সুসমাচার লোকদের কাছে পৌঁছে দেন। যখন পবিত্র আত্মা কথা বলা শেষ করলেন, তখন অন্য লোকেরা পৌল ও বার্ণাবার কাছে গেল। তারা পৌল এবং বার্ণাবা উপর তাদের হাত রেখে এই বলে প্রার্থনা করেছিল যে, যখন তারা সুসমাচার প্রচার করতে যাবেন তখন প্রভু তাদের সাহায্য করবেন এবং রক্ষা করবেন। লোকেরা প্রার্থনা করার পর, পৌল এবং বার্ণাবা একটি নৌকায় করে সাইপ্রাস দ্বীপে চলে গেলেন। এটি ছিল পৌলের প্রথম মিশনারি যাত্রার শুরু।

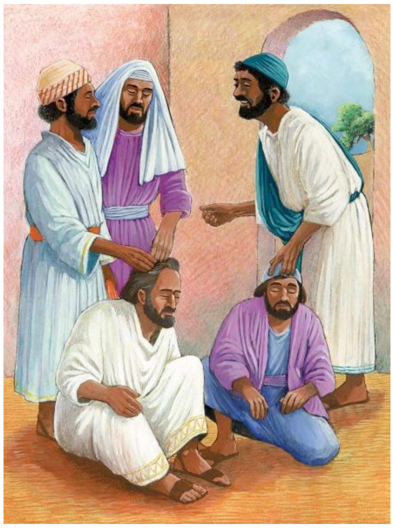

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **শৌল এবং বার্ণাবার উপর হাত রাখা।** আন্তিয়খিয়ার কিছু খ্রীষ্টিয়ান ঈশ্বরের উপাসনা করে প্রার্থনা ও উপবাস করেছিল। উপাসনা করার সময়, ঈশ্বর শৌল এবং বার্ণবাকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য আলাদা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের আদেশ মেনে শৌল এবং বার্ণাবা উপর হাত রেখে, তাদের আশীর্বাদ করেছিল এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করেছিল। অযিহুদীদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা এবং ভূমধ্যসাগরীয় বিশ্ব জুড়ে অনেক মন্ডলী প্রতিষ্ঠা করার জন্য ঈশ্বর শৌল এবং বার্ণবাকে তার উদ্দেশ্য মহান কাজের জন্য ব্যবহার করবেন ।

পাঠ প্রসংগ যীশুর জেরুজালেমের অনুসারীদের উপর অত্যাচার শুরু হওয়ার পর, তাদের মধ্যে অনেক নেতা আন্তিয়খিয়াতে চলে যান। এই আন্তিয়খিয়া প্রথম যীশুর অনুসারীদের "খ্রীষ্টিয়ান" বলা শুরু হয়েছিল।

তাদের একটি উপাসনার সময়, ঈশ্বর খ্রীষ্টিয়ানদের বলেছিলেন, ঈশ্বরের বিশেষ কাজের জন্য শৌল এবং বার্ণবাকে আলাদা করে দিতে। খ্রীষ্টিয়ানরা ঠিক সেই সময়ে এর অর্থ কী তা বুঝতে পারেনি যে, শৌল এবং বার্ণাবা খ্রীষ্টিয়ান মন্ডলীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুইজন মিশনারি হয়ে উঠবেন। বিশেষ করে, ঈশ্বর শৌল এবং বার্ণবাকে অযিহুদীদের কাছে মিশনারি হওয়ার জন্য ডেকেছিলেন। শৌল (পরে পৌল নামে পরিচিত) প্রেরিত পুস্তক লেখার পরেও নতুন নিয়মের অনেক বই লিখেছিলেন। অনেক মন্ডলীর ভিত্তি তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বা তা প্রতিষ্ঠা করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

পরবতীর্ পাঠ্য: (আরও পটভূমির তথ্যের জন্য পাঠ # ৩৪ দেখুন) ঈশ্বর প্রায়শই এমন লোকদেরই তাঁর কাজের জন্য আহ্বান জানান যাদের দ্বারা এই কাজ সম্ভব না বলে আমরা মনে করি। ঈশ্বর যখন ভাববাদী শমূয়েলকে ইস্রায়েলের নতুন রাজাকে অভিষিক্ত করার জন্য বেথলেহেমে যিশয়ের বাড়িতে পাঠিয়েছিলেন। তখন সবাই ধরে নিয়েছিল যে, শমূয়েল যিশয়ের বড় ছেলেকে অভিষিক্ত করবেন। কিন্তু, ঈশ্বর শুধুমাত্র প্রথমজাতকে বেছে নেননি, ঈশ্বর তার বিপরীতে, যিশয়ের সবচেয়ে ছোটছেলে দায়ূদকে বেছে নিয়েছিলেন। বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের সেবা করবে এমন কাউকে খুঁজতে গিয়ে ঈশ্বর দায়ূদের হৃদয়ের বিশ্বস্ততার দেখেছিলেন। একইভাবে, ঈশ্বর যখন অযিহুদীদের জন্য একজন মিশনারিকে বেছে নিয়েছিলেন, তখন কেউ ভাবেনি ঈশ্বর শৌলকে বেছে নেবেন। কারণ শৌল ঈশ্বরের

রাজ্যের জন্য যারা কাজ করতেন তাদের উপর অত্যাচার করতেন এবং সম্পূর্ন এর বিপক্ষে ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর শৌলের মন দেখলেন এবং তাকে মনোনীত করলেন যার মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর রাজ্য বিস্তারের মহৎ কাজ করতে পারেন।

বিশ্বাসের পথের বিষয় আলোচনা : ১১. পুরাতন নিয়মের সময়ে, ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেতে এবং এই পৃথিবীর সাথে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ভাগ করে নেওয়াার জন্য ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতি গঠন করেছিলেন। নতুন নিয়মের সময়ে, ঈশ্বর মন্ডলীকে খ্রীষ্টিয়ানদের একত্রিত হওয়ার বিশেষ স্থান হিসেবে গঠন করেছেন, যেখানে তারা একে অপরের সাথে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ভাগ করে এবং তারপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ এই পুরো পৃথিবীর সাথে ভাগ করে নিতে পারে। মন্ডলী একটি ’স্থান’ বা ঘর নয়, কিন্তু মন্ডলী বলতে বোঝায়, ঈশ্বরের লোকেরা যারা একে অপরের সাথে ঈশ্বরের উপহার ভাগ করে নেয়, উপাসনা করে, সহভাগিতা করে এবং তারপর তাদের ঈশ্বর প্রদত্ত উপহার এবং প্রতিভা কাজে লাগিয়ে সমস্ত বিশ্বে ঈশ্বরের সুসমাচার পৌঁছে দেওয়ার কাজ করে ।

- **মাথা:** প্রেরিত ১৩এ বিশ্বাসীদের এমন কিছু কাজ কী ছিল যা তাদের মন্ডলী হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে ?
- **হৃদয়:** খ্রীষ্টিয়ানরা অন্যান্য খ্রীষ্টিয়ানদের সাথে একসাথে উপাসনা করার জন্য এবং তাদের আধ্যাত্মিক উপহারগুলি কাজে লাগানোর জন্য একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে কী কী সুবিধা পায় ?
- **হাত:** মন্ডলীর জন্য কেন পরিচর্যাকারী এবং মিশনারীদের পৃথিবীতে পাঠানো গুরুত্বপূর্ণ?

বাইবেল অধ্যয়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু’টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- ’পাঠের প্রসঙ্গ’টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু’টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ুন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** ঈশ্বর সব খ্রীষ্টিয়ানদের যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের সাক্ষী হতে আহ্বান করেন। কিন্তু ঈশ্বর, কিছু খ্রীষ্টিয়ানদের সকলের প্রতিনিধি হিসেবে পুরোহিত এবং মিশনারি হওয়ার

জন্যও ডাকেন। মন্ডলীর জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তি যে এই ধরনের পদের জন্য তাদের প্রতি ঈশ্বরের আহ্বান অনুভব করে, আসলেই কি এটি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা আহ্বান কিনা।

  - কেন ঈশ্বর অযিহুদীদের কাছে মিশনারি হতে শৌলের মতো কাউকে ব্যবহার করবেন, যিনি খ্রীষ্টিয়ানদের অত্যাচার করেছিলেন?
  - আপনি কি মনে করেন, ঈশ্বর শৌলকে অযিহুদীদের কাছে সুসমাচার নিয়ে যাবার সক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য কোন উপহার এবং প্রতিভা দিয়েছেন?

- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে এই পাঠটি কি বলে ?** এই সত্যে আনন্দ করুন যে, ঈশ্বর খ্রীষ্টিয়ানদের মূল্যায়ন করেন, তারা অতীতে যা করেছেন তা অনুসারে নয়, বরং ভবিষ্যতে ঈশ্বরের কাজের জন্য ঈশ্বর তাদের কিভাবে ব্যবহার করতে পারেন সেই সম্ভাবনা অনুসারে। ঈশ্বর খ্রীষ্টিয়ানদের জীবনে অনেক প্রতিভা এবং তালন্ত দেন যা শুধুমাত্র তখনই প্রকাশ পায় যখন খ্রীষ্টিয়ানরা তাদের জীবনে ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দেয়।
  - কেন কিছু খ্রীষ্টিয়ানরা ঈশ্বর যে তাদের জীবনে মহান কিছু করতে পারেন এই বিষয়ে সন্দেহ করে ?
  - একজন খ্রীষ্টিয়ানকে ঈশ্বরের সেবা করার জন্য তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন গুণাবলী আরো বৃদ্ধি করতে হবে বলে আপনি মনে করেন?
- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ দিতে পারি?** যখন ঈশ্বর লোকেদেরকে পরিচযার্র বিশেষ পদে ডাকেন, যেমন যাজক বা মিশনারি হওয়ার জন্য, তখন ঈশ্বর সেই আহ্বান নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্য খ্রীষ্টিয়ানদের ব্যবহার করেন। এইভাবে, পুরো মন্ডলী, মন্ডলী এমন আরও পাবলিক মিনিস্ট্রিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শুধুমাত্র সেই পরিচচার্ কাজে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রেই নয়, বরং সমস্ত পরিচচার্ কাজে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যাদের ডাকা হয়েছে তাদের নিশ্চিতকরণ, সমর্থন এবং উৎসাহিত করার ক্ষেত্রেও।
  - কেন খ্রীষ্টিয়ানদের একটি দলের পক্ষে তাদের একজন সদস্যকে মিশনারি হতে পাঠানোর কাজটি কঠিন হতে পারে?
  - কেন একজন মিশনারির কাজ ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সাস্রাংটি আবার বলতে বলুন।
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

পাঠের শিরোনাম: ১০২ লুস্ত্রায় পৌলকে পাথর মারা হল

পাঠের শাস্ত্রাংশ: প্রেরিত ১৪:৮-২০

সহায়ক শাস্ত্রাংশ: মথি ১০ অধ্যায়

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** সচেতন থাকুন, সবাই সুসমাচারের বার্তা সঠিকভাবে শুনতে পাবে না। লুস্ত্রায় লোকেরা সুসমাচার শোনার আগে যে কিংবদন্তি কাহিনী এবং পৌরাণিক কাহিনীগুলি বিশ্বাস করেছিল এর জন্য তাদের কাছে পৌল প্রচারিত সুসমাচার কিছুটা কঠিন মনে হয়েছিল ।
- **হৃদয়:** ঈশ্বর আপনাকে যা কিছু করার জন্য আহ্বান করেন তা বিশ্বাস করুন, ঈশ্বর আপনাকে শক্তি দেবেন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণের জন্য আপনার সাথে সাথে থাকবেন।
- **হাত:** যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে প্রস্তুত থাকুন। সচেতন হোন যে, অন্যরা তাদরে জীবনে ঈশ্বরের পরিত্রাণ লাভের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারার আগে আপনাকে তাদের সাথে সুসমাচার ভাগ করে নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা আর যাহারা শরীর বধ করে, কিন্তু আত্মা বধ করিতে পারে না, তাহাদিগকে ভয় করিও না; কিন্তু যিনি আত্মা ও শরীর উভয়ই নরকে বিনষ্ট করিতে পারেন, বরং তাঁহাকেই ভয় কর, মথি ১০:২৮

পাঠের সারসংক্ষেপ: সাইপ্রাস ত্যাগ করার পর, পৌল এবং বার্ণবা লুস্ত্রায় যাওয়ার আগে বিভিন্ন শহরে কথা বলেছিলেন। লুস্ত্রায় থাকাকালীন তারা যীশুর বিষয়ে লোকদের কাছে প্রচার করতেন।

এমনকি তারা একজন পঙ্গু ব্যক্তিকেও সুস্থ করেছিলেন। শহরের লোকেরা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল এবং পৌল এবং বার্ণবাকে ঈশ্বরের মত প্রশংসা দিতে লাগল। পৌল এতে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। তিনি চাননি যে, লোকেরা পৌল এবং বার্ণবাকে ঈশ্বর ভাবুক। পৌল লোকদের বলেছিলেন যে, তারা কেবল সাধারণ মানুষ। যীশু ছিলেন জীবন্ত ঈশ্বর, তাই তাদের উচিত তাঁকে অনুসরণ করা। যখন আন্তিয়খিয়া এবং ইকনিয়ামের কিছু যিহুদী শুনতে পেল যে, পৌল এবং বার্ণবা যীশুর বিষয়ে প্রচার করছেন, তখন তারা লুস্ত্রায় চলে গেলেন। এই যিহুদিরা লোকেদের বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয়েছিল যে, পৌল মিথ্যা বলছেন এবং যীশু ঈশ্বরের পুত্র নন। লোকেরা এতে খুব রেগে গেল এবং পৌলের দিকে পাথর ছুঁড়ে মারল যতক্ষণ না তারা মনে করল যে, তিনি মারা গেছেন। তারপর তারা তাকে টেনে নিয়ে ফেলে আসলো শহর বাইরে। লোকেরা চলে যাওয়ার পর শিষ্যরা পৌলের চারপাশে জড়ো হলেন। যখন তারা জড়ো হল,তখন পৌল উঠে দাঁড়ালেন এবং শহরে ফিরে গেলেন।

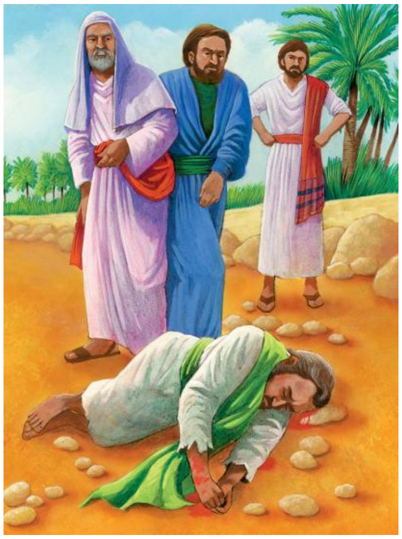

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **পৌল এবং বার্ণবা** যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করতে বর্তমান তুরস্কের চারপাশে ভ্রমণ করেছিলেন।
- ২. **বিরোধী দল।** বেশিরভাগ শহরেই তারা প্রচার করেছিল, কিন্তু কেউ কেউ সুসমাচার গ্রহণ করেনি এবং অনেকেই সুসমাচারকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। আবার কেউ কেউ তাদের প্রচারে খুব রাগান্বিত হয়েছিল। কিছু লোক যারা পৌলের বিরোধিতা করেছিল তারা লুস্ত্রায় গিয়েছিল এবং শহরের লোকদের পৌল ও বার্ণবার বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দিয়েছিল। লোকেরা এতই বিরক্ত হয়ে উঠল যে, তারা পৌলকে শহরের বাইরে টেনে নিয়ে গেল এবং পাথর ছুঁড়ে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করল। তিনি মারা গেছেন এই ভেবে, তারা তাকে মাটিতে ফেলে রেখেছিল। কিন্তু পৌলের বন্ধুরা তার কাছে এসে দেখে সে এখনও বেঁচে আছে। তারপর পৌল উঠে পরবর্তী এক শহরে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করতে গেলেন।

পাঠ প্রসংগ: যদিও যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার হল এই সুসংবাদ যে, যীশুতে ঈশ্বর সমস্ত নারী পুরুষদের জন্য পরিত্রাণের পথ প্রদান করেন, কিন্তু কিছু লোক চায় না যে এই সুসমাচার প্রচার হোক। পাপের কারণে, কেউ কেউ সুসমাচারের বার্তা সম্পর্কে এত ঈর্ষান্বিত এবং রাগান্বিত যে, তারা এই সুসমাচার এবং খ্রীষ্টিয়ানদের ধ্বংস করার জন্য সব কিছু করতে পারে ।

যদিও পৌল অনেক শহরে খ্রীষ্টিয়ান মন্ডলী স্থাপন করার বিষয়ে সফল হয়েছিল, এটি সহজ কাজ ছিল না। পৌল এবং তার সাহায্যকারীরা অনেক অত্যাচারের মুখোমুখি হয়েছিল, এবং পৌলকে বহুবার মৃত্যুর মুখে পড়তে হয়েছিল। কারণ সুসমাচারের বিরোধিতাকারী লোকেরা তাকে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করতে বাঁধা দিয়েছিল।

পরবর্তীর্ পাঠ্য: যীশু তাঁর অনুসারীদের তাঁর বার্তাবাহক হিসেবে যে অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হবে সে সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন। তিনি তাদের এটাও মনে করিয়ে দিয়েছলেন যে, ঈশ্বরের শক্তি তাদের যে কোনো আত্যাচার থেকেও বড়। যীশু তাদেরকে তাদের এই জীবনে নিরাপত্তার জন্য নয় বরং তাদের জীবনে ঈশ্বরকে প্রথমে রাখতে এবং স্বর্গে তাদের পুরস্কারের জন্য বাঁচতে উৎসাহিত করেছিলেন।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়–ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারে পৌল অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিলেন। চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে একটি ছিল, সুসমাচার প্রচারের বিরুদ্ধে অনেকে পৌল এবং তার অনুসারীদের অত্যাচার করেছিল। আরেকটি চ্যালেঞ্জ ছিল, লোকেরা সুসমাচারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভুল বুঝেছিল। লুস্ত্রায় পৌলের অভিজ্ঞতা এই সত্যটি প্রকাশ করে যে, পৌল সুসমাচার প্রচার করার অর্থ এই নয় যে লোকেরা সঠিকভাবে সুসমাচার শুনেছিল বা বুঝতে পেরেছিল। যখন এটি শহরের লোকেরা পৌল এবং বার্ণবাকে ঈশ্বর ভেবে নিয়েছিলেন তখন পৌল এবং বার্ণবাকে লোকদের এই ভুল সংশোধন করতে হয়েছিল ।
    - আপনার কমিউনিটির লোকেরা যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারকে কী কী কারণে ভুল বুঝতে পারে ?
    - যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার সঠিকভাবে বুঝতে লোকেদের সাহায্য করার জন্য আপনি কী করতে পারেন?
- **হৃদয়:আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে এই পাঠটি কি বলে ?** অন্যদের সাথে সুসমাচার শেয়ার করা খুবই ভীতিকর হতে পারে। খ্রীষ্টিয়ানরা যদি অন্যদের সাথে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার ভাগ করে তবে তারা শুধুমাত্র প্রত্যাখ্যানের মুখোমুখি হয় না,সরাসরি নির্যাতনও ভোগ করে। উপরন্তু, যদিও ঈশ্বর খ্রীষ্টানদের শুধুমাত্র দুঃখ কষ্ট সহ্য করার জন্য অত্যাচারের মুখোমুখি হতে আহ্বান করেন না। এমন ঘটনাও আছে যেখানে ঈশ্বর খ্রীষ্টিয়ানদের বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে সুসমাচার প্রচারের জন্য বিশ্বাসে বেরিয়ে আসতে আহ্বান করবেন। অতএব, খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য প্রার্থনা এবং পবিত্রতায় জীবনযাপন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যাতে তারা জানতে পারে কখন ঈশ্বর তাদের তাঁর সুসমাচার প্রচার করতে এবং তাঁর রাজ্য বিস্তারের কাজ করার জন্য ডাকছেন এবং কখন ঈশ্বর তাদের অপেক্ষা করতে আহ্বান করছেন। তাই, খ্রীষ্টানদের জন্য যীশু খ্রীষ্টের শক্তিতে সবকিছু করা অপরিহার্য।
    - বিপদজনক পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের ইচ্ছা বোঝার জন্য খ্রীষ্টিয়ানরা কী কী পদক্ষেপ নিতে পারে?
    - কেন ঈশ্বর খ্রীষ্টিয়ানদেরকে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের জন্য কষ্টভোগ করতে ডাকতে পারেন?
- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ দিতে পারি?** যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করার জন্য সুসমাচার বলা এবং যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার অনুযায়ী জীবনযাপন করা উভয়ই একসংগে জড়িত।

সুসমাচার ভাগ করে নেওয়্যার এই উভয় ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা এবং শক্তি যোগায় যা যীশু খ্রীষ্টের ভালবাসায় আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। যীশুর প্রেম খ্রীষ্টিয়ানদের যীশু খ্রীষ্টকে অন্যদের সাথে ভাগ করে নিতে চালিত করে। কখনও কখনও বেশ কয়েকবার এই কাজটি চালিয়ে নিতে সাহায্য করে, যাতে তারা স্পষ্টভাবে যীশু খ্রীষ্টের সুসংবাদ বুঝতে পারে।

- যীশুর প্রেমের জীবনযাপন কীভাবে অ—খ্রীষ্টিয়ানদের যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার আরও ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করে?
- অ - াপনার জীবনে যীশু খ্রীষ্টের ভালবাসা কীভাবে কাজ করে তা অন্যদের দেখতে সাহায্য করার জন্য আপনি এই সপ্তাহে কী করতে পারেন?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন।
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

পাঠের শিরোনাম: ১০৩ ফিলিপীয় কারারক্ষক পরিত্রাণ পেলেন

পাঠের শাস্ত্রাংশ: প্রেরিত ১৬:১১-৪০

সহায়ক শাস্ত্রাংশ: মার্ক ৫:১-২০

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** বিশ্বাস করুন ঈশ্বর যেকোন পরিস্থিতির সঠিক ব্যবহার করতে পারেন, এমনকি এমন পরিস্থিতিতেও যেখানে মনে হয় পাপী লোকেরা জয়ী হচ্ছেন, সেখানেও তিনি মানুষকে পরিত্রাণের দিকে নিয়ে যেতে পারেন।
- **হৃদয়:** এইভেবে সান্তনা পান যে, ঈশ্বর আপনার কষ্ট এবং পরীক্ষাগুলি থেকে আপনাকে মুক্ত করতে পারেন এবং সেইগুলোকে কাজে লাগিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী সকলকে আশা ও শান্তি দান করেন।
- **হাত:** আপনার চারপাশে, যাদের আপনার কাছ থেকে সুসমাচার ও সাহায্য পাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন তাদের প্রতি সতর্ক থাকুন। যীশু কীভাবে পাপ, অপরাধবোধ এবং লজ্জা থেকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করেন তা তাদের সাথে ভাগ করে নিতে প্রস্তুত হন।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা পরে সে তাঁহাদিগকে উপরে গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া তাঁহাদের সম্মুখে আহারীয় দ্রব্য রাখিল; এবং সমস্ত পরিবারের সহিত ঈশ্বরে বিশ্বাস করাতে অতিশয় আহ্লাদিত হইল, প্রেরিত ১৬:৩৪।

পাঠের সারসংক্ষেপ: পৌল এবং সীল যীশুর বিষয়ে প্রচার করার জন্য ফিলিপী নামক একটি নগরে গিয়েছিলেন। নগরের কিছু লোক তাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। লোকেরা পৌল এবং সীলকে শহের দাঙ্গা শুরু করার চেষ্টা করার জন্য অভিযুক্ত করেছিল। শহরের ম্যাজিস্ট্রেট বা বিচারক আদেশ দিয়েছিলেন যে পৌল এবং সীলকে মারধর করে কারাগারে নিক্ষেপ করার জন্য। যখন পৌল এবং সীলকে কারাগারের দেয়ালের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছিল, তারা কাঁদেনি এবং নিজেদের জন্য দুঃখও করেননি। এর পরিবর্তে, তারা প্রার্থনা করছিলেন এবং যীশুর প্রশংসা গান গাইছিলেন এবং তা অন্য কয়েদীরা শুনছিলেন। মধ্যরাতে যখন তারা প্রার্থনা করছিল তখন একটি ভয়ানক ভূমিকম্প হল। কারাগারের দেয়াল কাঁপছিল এবং তাদের হাত—পা থেকে শিকল খুলে পড়ে গিয়েছিল। বন্দীদের কেউ পালিয়ে গেলে তাকে হত্যা করা হবে এই চিন্তা করে যে কারারক্ষক বন্দীদের পাহারা দিচ্ছিল সে খুব ভয় পেয়ে গেল। পৌল কারারক্ষককে বললেন ভয় পাবেন না। বন্দীদের সবাই সেখানেই ছিল। কারারক্ষক পৌল এবং সীলকে পালিয়ে না যাওয়ার জন্য ধন্যবাদ দেন এবং তারপর তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন পরিত্রাণের জন্য তাকে কি করতে হবে।

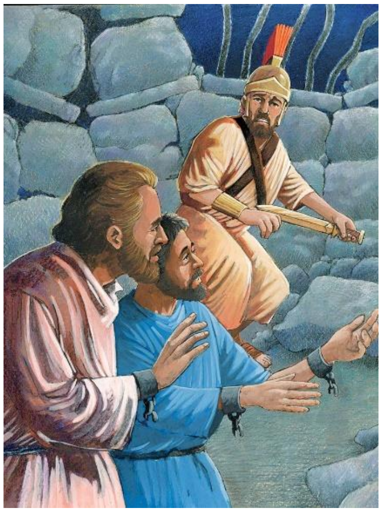

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **পৌল এবং সীল** ফিলিপী শহরে পরিচর্যা কাজ করেছিলেন। তারা একজন ক্রীতদাসীর কাছ থেকে মন্দ আত্মা তাড়িয়েছিলেন, কিন্তু এর জন্য তাদের জেলে পাঠানো হয়েছিল। কারণ মেয়েটি মন্দ আত্মার শক্তিতে ভবিষ্যৎ বলতে পারতেন এবং তার মালিকরা অত্যন্ত রেগে গিয়েছিল কারণ মেয়েটিকে সুস্থ করার ফলে তারা মেয়েটির মাধ্যমে আর টাকা উপার্জন করতে পারছিল না।
- ২. **কারারক্ষক ।** মধ্যরাতের দিকে, পৌল এবং সীলকে জেলে ঈশ্বরের প্রশংসা করার সময়, ঈশ্বর একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প পাঠিয়েছিলেন, যা কারাগারের ভিত্তিগুলিকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল এবং কারাগারের দরজাগুলি খুলে দিয়েছিল। সমস্ত বন্দী পালিয়ে গিয়েছে এই ভয়ে কারারক্ষক আত্মহত্যার প্রস্তুতি নিল, কারণ সেই সময়ে কোন কয়েদী পালিয়ে গেলে কারারক্ষককে শাস্তি পেতে হত। তিনি আত্মহত্যা করার আগে, পৌল কারারক্ষককে ডেকে বলেছিলেন যে, সমস্ত বন্দী এখনও সেখানেই রয়েছে। কারারক্ষক এই কথা শুনে খুব স্বস্তি পেয়েছিলেন এবং তিনি পৌলের সামনে হাঁটু পেতে বসে পড়েছিলেন এবং তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তাকে কী করতে হবে। পৌল তার কাছে সুসমাচার প্রচার বলেছিলেন এবং এর মাধ্যমে শুধুমাত্র কারারক্ষকই নয়, তার পুরো পরিবারও সুসমাচারে বিশ্বাস করেছিল এবং পৌল তাদের বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন।

পাঠ প্রসংগ: পৌল ভূমধ্যসাগরীয় বিশ্বে তার যাত্রা চালিয়ে যান এবং সুসমাচার প্রচারের কাজও চালিয়ে যান । ফিলিপীতে তিনি আবারও যীশু খ্রিস্টের সুসমাচার প্রচারের কারণে নিযার্তনের সম্মুখীন হন। এইসময় এই নির্যাতন একদল ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে এসেছিল। কারণ তারা মন্দ আত্মা পাওয়া একটি মেয়েকে দিয়ে ভবিষ্যৎবাণী বলাতেন এবং এর মাধ্যমে টাকা উপার্জন করতেন। কিন্তু পৌল তাকে সুস্থ করার ফলে তাদের ব্যবসায়ের ক্ষতি হয়েছিল ।

কিন্তু ঈশ্বর তাঁর রাজ্যকে আরও এগিয়ে নিতে এই নিযার্তনের ঘটনাকে ব্যবহার করেছিলেন। পৌলের কারাবাসের কারণে একজন কারারক্ষক এবং তার পুরো পরিবার যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করেছিলেন।

পরবতীর্ পাঠ্য: (আরো পটভূমি তথ্যের জন্য পাঠ #৬৩ দেখুন)। যীশু যেমন শয়তানের দাসত্ব থেকে মানুষকে মুক্ত করেছিলেন, তেমনি প্রেরিত পৌলও যীশুর এই পরিচর্যা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু সুসমাচারের লক্ষ্য, কেবলমাত্র কাউকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করা নয় বরং তাদেরকে সুসমাচারের

সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়াও। অতএব যীশু কেবল শয়তানের কাছ থেকে মানুষদের মুক্ত করেননি, কিন্তু কীভাবে যীশু তাদের মুক্ত করেছেন এই সুসমাচার অন্যদের বলার জন্যও নির্দেশ দিয়েছিলেন। এছাড়াও সেই দাসীকে পৌল কেবল সুস্থ করেননি, তবে এমন পরিস্থিতির মাধ্যমে কারারক্ষক এবং তার পুরো পরিবারকে যীশু খ্রীষ্টের সুসংবাদ শুনতে এবং পরিত্রাণের সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়–ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** পৌল এবং সীল তাদের প্রতি খারাপ আচরণ এবং কারাগারের বন্দী অবস্থার জন্য দুঃখ করতে পারতো। পৌল একজন মন্দ আত্মা পাওয়া দাসীকে সুস্থ করেছিলেন, কিন্তু এই অলৌকিক কাজের জন্য তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার পরিবর্তে, তার মালিকেরা পৌলকে মারধর করে এবং তাকে জেলে নিক্ষেপ করেছিল। কিন্তু ঈশ্বর সেই মালিকদের এই পাপপূর্ণ আচরণকে ভালো কিছুতে রূপান্তরিত করেছিলেন। কষ্ট পেতে কেউই পছন্দ করে না। কিন্তু খ্রীষ্টিয়ানরা এই বিষয়ে আশাবাদী থাকতে পারেন যে, ঈশ্বর দুঃখকষ্টের মাধ্যমে তাদের জীবনে ভাল কিছু অবশ্যই করবেন ।
    - আপনি কীভাবে ঈশ্বরকে খারাপ পরিস্থিতি থেকে ভালো কিছু করতে দেখেছেন?
    - যদি খ্রীষ্টিয়ানরা এই বিষয়টি বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে যে, ঈশ্বর দুঃখকষ্টকে ভাল কিছুতে রূপান্তর করতে পারেন. তারপরেও কি ঈশ্বর খারাপ পরিস্থিতিতে ভাল কিছু করতে পারেন?
- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে এই পাঠটি কি বলে ?** তাদের কারাবাসের মাঝে, পৌল এবং সীল প্রার্থনা করছেন এবং ঈশ্বরের প্রশংসা গান করছেন। কঠিন অবস্থার মাঝেও ঈশ্বরের প্রশংসা স্তুতি করতে ঈশ্বরের প্রতি অনেক বিশ্বাস লাগে। পৌল এবং সীল এর আগেও এই ধরনের অত্যাচারের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং তারা জানতেন যে, ঈশ্বর সেই অতীতের অত্যাচার গুলো থেকে যেমন ভাল কিছু করেছিলেন, ঠিক তেমনি তিনি এই অত্যাচার থেকেও ভাল বের করে আনবেন। যেহেতু পৌল এবং সীল ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস করেছিলেন, তাই তারা প্রকাশ্যে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং কারারক্ষকের সাথে তার এই বিপদের সময়েও সুসমাচার সহোভাগিতা করতে পেরেছিল।

- কোন বিষয়টি খ্রীষ্টিয়ানদের তাদের কঠিন সময়েও ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে সক্ষম করে?
- যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের জন্য অত্যাচার সহ্য করার পরেও খ্রীষ্টিয়ানরা কেন আনন্দিত হতে পারে?

- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ দিতে পারি?** প্রার্থনা এবং উপাসনা করা খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এইগুলো খ্রীষ্টিয়ানদের জীবনকে তাদের খারাপ— ভাল উভয় সময়েই শক্তিশালী করে তোলে। খ্রীষ্টিয়ানদের জীবনে যখন কোন সমস্যা থাকে তখন অনেক সময় তারা ঈশ্বরের উপাসনার জন্য সময় দিতে ভুলে যায়। কারণ তারা যখন অল্প সমস্যায় পড়েন তখন তারা ঈশ্বরের কথা খুব বেশি মনে করে না। কিন্তু খ্রীষ্টিয়ানদের সবসময়া প্রার্থনা এবং উপাসনা করা উচিত। কারণ এটি সময়টি খ্রীষ্টিয়ানদের জীবনে শান্তি নিয়ে আসে যা তাদের জীবন পথে আসা সকল অত্যাচার সহ্য করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও শান্তি দিয়ে প্রস্তুত করে।
  - কেউ যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তাদের কী করতে হবে ,তখন আপনি তাদের কি বলবেন?
  - খ্রীষ্টেতে আপনার ভাই ও বোনদের সাথে উপাসনা ও প্রার্থনা করার মাধ্যমে আপনি কী সুবিধা পান?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন।
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

পাঠের শিরোনাম: ১০৪ যাদুবিদ্যার পুস্তক পুড়িয়ে ফেলা হল

পাঠের শাস্ত্রাংশ: প্রেরিত ১৯:১-২০

সহায়ক শাস্ত্রাংশ: যোহন ১১:১-৫৪

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** এটা বুঝুন যে, যীশু খ্রীষ্টকে প্রভু এবং ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করার অর্থ হল ঈশ্বরকেই একমাত্র সত্য ঈশ্বর হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া, এবং এর মানে হল কোন যাদুবিদ্যার উপর নির্ভর করা বা মিথ্যা দেবতাদের উপাসনা করাই পাপ।
- **হৃদয়:** মনে রাখবেন, শুধুমাত্র যীশু খ্রীষ্টই আপনার হৃদয়ে সত্যিকারের শান্তি এবং আনন্দ আনতে পারেন। আর যা কিছুকে আপনি দেবতা হিসেবে উপাসনা করবেন তা আপনাকে শুন্যতায় ভরে তুলবে ও দুর্বল করে দেবে।
- **হাত:** আপনার জীবন থেকে এমন যেকোন অভ্যাস বাদ দিয়ে দেন যা আপনাকে মিথ্যা দেবতা ও যাদু বিদ্যার উপর নির্ভর করেত বাধ্য করে।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা আর ইহা ইফিষ—নিবাসী যিহূদী ও গ্রীক সকলেই জানিতে পাইল, তাহাতে সকলে ভয়গ্রস্ত হইল, এবং প্রভু যীশুর নাম মহিমান্বিত হইতে লাগিল, প্রেরিত ১৯:১৭।

পাঠের সার সংক্ষেপ: পৌল ইফিসে যাত্রা করেছিলেন এবং যীশুর বিষয়ে প্রচার করেছিলেন। ঈশ্বর পৌলকে লোকেদের সুস্থ করতে এবং মানুষের মধ্যে থাকা মন্দ আত্মা দূর করতে ব্যবহার করছিলেন। কিছু লোক যারা খ্রীষ্টিয়ান ছিল না তারা একজন মানুষের মধ্য থেকে মন্দ আত্মা ছাড়ানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কোন কাজ না হলে মন্দ আত্মা পাওয়া লোকটি সেই লোকদের আক্রমণ করে। অনেক মানুষ, যারা মন্দ যাদুবিদ্যা অনুশীলন করত তারা এই মন্দ আত্মা পাওয়া লোকটির কথা শুনেছিল। এই লোকেদের বিশেষ মন্ত্র ছিল যা তারা বলত। এই মন্ত্রগুলো তাদের জাদুবিদ্যার পুস্তকে লেখা হয়েছিল। একটি পুস্তক হল একটি দীর্ঘ কাগজের টুকরোয় কিছু লেখা যা সাধারণত মোড়ানো অবস্থায় থাকে এবং তা খুলে পড়তে হয়। এই ঘটনাটি শুনে লোকেরা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এর মাধ্যমে অনেক মানুষ বিশ্বাস করেছিল যে, যীশুই একমাত্র ব্যক্তি যিনি মন্দ আত্মা ছাড়ানোর ক্ষমতা রাখেন। যারা যীশুকে বিশ্বাস করেছিল তারা তাদের পাপের ক্ষমা পেয়েছিল। তারপর তারা যাদুবিদ্যার পুস্তকগুলো স্তূপাকার করে পুড়িয়ে ফেলেছিল।

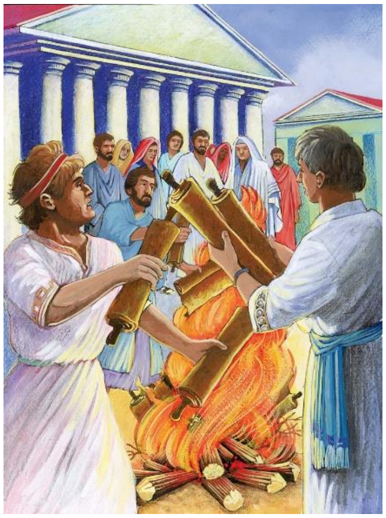

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **ইফিষ.** পৌল ইফিষ শহরে তিন বছর ধরে যীশুর বিষয়ে প্রচার করেছিলেন। সেই সময়ে পৌল অনেক অলৌকিক কাজ করেছিলেন এবং অনেক লোক যীশুতে বিশ্বাসী হয়েছিল। ইফিষীয় অনেক লোক ছিল যারা জাদুবিদ্যার চর্চা করত। একদিন কিছু লোক যারা খ্রীষ্টিয়ান ছিল না তারা যীশু এবং পৌলের নাম ব্যবহার করে একটি মন্দ আত্মাকে তাড়ানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেই মন্দ আত্মা তাদের উত্তর দিল, "আমি যীশুকে চিনি এবং পৌলকেও চিনি কিন্তু তোমরা কারা?" তারপর সেই মন্দ আত্মা পাওয়া লোকটি যীশু এবং পৌলের নাম ব্যবহার করে সেই লোকদের আক্রমণ করেছিল এবং তাদের খুব খারাপভাবে মারধর করেছিল।
- ২. **যাদুবিদ্যার পুস্তক পোড়ানো।** ইফিষীয় লোকেরা যখন এই কথা শুনেছিল, তখন তারা যীশুকে গভীরভাবে সম্মান করেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, যাদু করার চেষ্টা করা এবং অনুশীলন করা বিপজ্জনক, কারণ পৌল যে ঈশ্বরের কথা প্রচার করেছিলেন, তিনিই একমাত্র সত্য ঈশ্বর। অতএব, তারা সমস্ত যাদুবিদ্যার পুস্তক একত্রিত করেছিল যেগুলোতে যাদুবিদ্যার অনেক তথ্য ছিল এবং সেগুলিকে পুড়িয়ে ফেলেছিল। অনেক যাদুবিদ্যার পুস্তক পুড়ে গিয়েছিল এবং সেগুলোকে পুনরায় তৈরি করতে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন হবে এবং যার জন্য শত শত বছর সময় লাগবে।

পাঠ প্রসংগ: পৌল প্রায় তিন বছর ইফিষ নগরে পরিচর্যা করেছিলেন। যথারীতি তিনি সিনাগগে তাঁর পরিচর্যা শুরু করেছিলেন এবং যিহুদীদের যীশুই মশীহ বলে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। যাইহোক, পৌল সিনাগগে অনেক বিরোধিতার সম্মুখীন হন এবং একটি স্থানে তার নিজস্ব সাপ্তাহিক পরিচর্যার সময় নিধার্রণ করেন।

পৌলের পরিচর্যাকালীন সময় তিনি অলৌকিক কাজের পাশাপাশি তার শিক্ষা ও প্রচারের মাধ্যমে ঈশ্বরের পরাক্রমশালী শক্তি প্রকাশ পেয়েছিল। অন্য অনেকে পৌলের মাধ্যমে কাজ করে ঈশ্বরের এই শক্তি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পাঠ্যাংশে স্কিবার ছেলের ঘটনাটিতে আমরা দেখি, ঈশ্বরের শক্তি জাদুর মতো নয়। এটি যে কেউ ব্যবহার করতে পারে না যতক্ষণ না তাদের ঈশ্বর আহ্বান করেন। স্কিবার পুত্র, একজন মহাযাজক ছিলেন যিনি যীশুর নাম এবং পৌলের নাম ব্যবহার করে একটি মন্দ আত্মা তাড়ানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার পরিবর্তে উল্টো মন্দ আত্মা পাওয়া লোকটি দ্বারা মার খেয়েছিল।

ইফিষ নগরীর লোকেরা এই আক্রমণের কথা শুনে যীশুর নাম আরও গুরুত্ব সহকারে নিতে শুরু করেছিল। তারা স্বীকার করেছিল যে, যীশু তাদের উপাসনা করা সমস্ত মিথ্যা দেবতাদের থেকে আলাদা এবং যীশুর শক্তি তাদের সব মন্দ শক্তির চেয়ে আলাদা। কিছু সময়ের জন্য ইফিষের লোকেরা এই বিষয়টি বুঝতে পেরেছিল, এবং লোকেরা তাদের মূল্যবান যাদুবিদ্যার পুস্তকগুলো পুড়িয়ে ফেলেছিল যেগুলিতে মিথ্যা যাদুকরী মন্ত্রগুলি ছিল এবং তারা বুঝতে পেরেছিল যে, এগুলো মূল্যহীন ছিল।

পরবর্তীর পাঠ্য: (আরও পটভূমির তথ্যের জন্য পাঠ # ৭৩ দেখুন) ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে তাঁর প্রেম প্রকাশ করেন। যীশু শুধু অলৌকিক কাজ করেনি এবং শিক্ষা দেননি, যীশু সকলকে ভালোবাসা দিয়েছিলেন। লাসারের মৃত্যুতে তিনি তাঁর চোখের জল ফেলেছিলেন এবং এর মাধ্যমে তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে, ঈশ্বরের ভালবাসা কতটা সত্য।

বিশ্বাসের পথের বিষয় আলোচনা : ৩. পবিত্র আত্মা। পবিত্র আত্মা ত্রিত্বের তৃতীয় ব্যক্তি। যদিও খ্রীষ্টিয়ানরা সাধারণত, সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ত্রিত্বের প্রথম ব্যক্তি রূপে ঈশ্বরের কথা বলে। মুক্তিদাতা হিসেবে যীশুকে ত্রিত্বের দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে এবং পবিত্র আত্মাকে রক্ষাকারী হিসেবে তৃতীয় ব্যক্তি বলে। কারণ যীশুর পুনরুত্থানের মাধ্যমে ঈশ্বর পাপের শক্তিকে ভেঙে দিচ্ছেন। যখন একজন খ্রীষ্টিয়ান তাদের হৃদয়ে ঈশ্বরকে আমন্ত্রণ জানায় তখন ঈশ্বর পবিত্র আত্মা হিসেবে তাদের হৃদয়ে বাস করেন। খ্রীষ্টিয়ানদের জীবনে পবিত্র আত্মার উপস্থিতির ফলে তাদের মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি কাজ করছে। খ্রীষ্টিয়ানদের জীবনে ঈশ্বরের এই শক্তি খ্রীষ্টিয়ানদের যীশুর জীবন, বিশুদ্ধতা, প্রেম এবং আনন্দের জীবন যাপন করার শক্তি দেয়।

- **মাথা:** একজন খ্রীষ্টিয়ানদের জীবনে ঈশ্বরের শক্তি কীভাবে কাজ করতে পারে?
- **হৃদয়:** একজন খ্রীষ্টিয়ান পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়ার জন্য কী পদক্ষেপ নিতে পারে?
- **হাত:** একজন খ্রীষ্টিয়ান যিনি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়ার দাবি করেন তার জীবনে আমাদের কী ধরনের আচরণ দেখার আশা করা উচিত?

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপূর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;

- ’পাঠের প্রসঙ্গ’টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু’টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ুন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** অনেক লোক স্বীকার করে যে, এই পৃথিবীতে শক্তিশালী ঐশ্বরিক শক্তি কাজ করছে। অনেকেই এই শক্তিকে চিনতে বা বুঝতে পারে না। কিন্তু একমাত্র সত্যিকারের ঈশ্বর যিনি এই পৃথিবীতে কর্মরত ভাল শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তবে কিছু মানুষ নিজেদের স্বার্থে এই পৃথিবীতে কাজ করা অন্ধকার শক্তির সেবা করে তাদের নিজেদের ভালোর জন্য তাদের সেই মন্দ ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। এই পৃথিবীতে কর্মরত যে কোনো ঐশ্বরিক শক্তিকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা খুবই বিপজ্জনক। স্কিবার ছেলেরা যেমন বুঝতে পেরেছিল, এই পৃথিবীতে ভাল এবং সঠিক ঐশ্বশক্তির বিষয়ে জানার অর্থ এই নয় যে, তা তারা নিজেদের ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে পারে। তারা ঈশ্বরের নাম তাদের নিজেদের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে মন্দআত্মা বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের জীবনে আসলে ঈশ্বরের শক্তি নেই, তারা কেবল ঈশ্বরের শক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। এই ভুলটি করা তাদের জন্য মোটেই ভাল হয়নি। কিন্তু যেহেতু লোকেরা দেখেছিল যে, তারা ঈশ্বরের শক্তিকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে পারে না, তাই ইফিষ নগরে একটি মহান ঘটনা ঘটেছিল এবং অনেক লোক তাদের যাদুবিদ্যা ত্যাগ করেছিল এবং যীশু খ্রীষ্টকে তাদের প্রভু এবং ত্রাণকর্তা হিসাবে বিশ্বাস করেছিল।
    - আপনার সমাজে এমন কিছু "মিথ্যা দেবতা" কারা যাদেরকে লোকেরা উপাসনা করে?
    - আপনি যদি ঈশ্বরের প্রকৃত শক্তির অধিকারী না হন তবে আত্মিক যুদ্ধে জড়িত হওয়া কেন এত বিপজ্জনক ?
- **হৃদয়:আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে এই পাঠটি কি বলে ?** ঈশ্বর সমস্ত মানুষকে ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাধ্যমে ডাকেন। সত্য ঈশ্বর একটি ব্যক্তিসত্তাহীন এমন কেউ নন যাকে ইচ্ছেমত ব্যবহার করা, চালিত করা বা জোর করা যাবে। কিন্তু সত্য ঈশ্বর ব্যক্তিগত পর্যায়ে, প্রেমময়তা এবং মানবতার সাথে একটি সুন্দর সম্পর্ক রাখতে চান। এটা প্রমাণ করার জন্য, ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে পৃথিবীতে এসেছিলেন, আমাদের জন্য ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশ করতে এবং ক্রুশে কষ্ট ভোগ করেছিল যাতে লোকেরা পরিত্রাণের সত্য পথ খুঁজে পায়। ঈশ্বর তাঁর প্রেম, এবং সেই ভালবাসাকে গ্রহণ করতে এবং সেই ভালবাসায় সাড়া দেওয়ার জন্য তাঁর সৃষ্টিকে আহ্বান জানান। যেহেতু ঈশ্বর আমাদের ভালবাসেন, তাই আমাদের উচিত ঈশ্বরকেও ভালবাসা এবং অন্যদেরও ভালবাসা। এই পৃথিবীতে অন্য কোন শক্তি যা রয়েছে তা আমাদের ভালোবাসে না। ঈশ্বরের শক্তি ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত শক্তি দুর্বল, স্বার্থপর এবং মানুষকে মুক্তির পরিবর্তে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। অতএব মানুষের জন্য শুধুমাত্র ঈশ্বরের প্রেম সম্পর্কে জানা নয়, বরং ঈশ্বরের ভালবাসাকে গ্রহণ করাও এই কাজটি অপরিহার্য যাতে তারা ঈশ্বরের ভালবাসাকে ভাগ করে নিতে পারে।
    - কেন ঈশ্বরই একমাত্র আধ্যাত্মিক সত্বা যিনি কারো হৃদয়ে প্রকৃত শান্তি ও আনন্দ আনতে পারেন?
    - কেন অনেক লোক তাদের সৃষ্টিকর্তা এবং ত্রাণকর্তা ছাড়া অন্য জায়গায় শান্তি এবং আনন্দ খুঁজে পেতে চায়?
- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে লাগাতে পারি?** একজন খ্রীষ্টিয়ান হওয়ার অর্থ কেবল ঈশ্বরের ভালবাসা গ্রহণ করা নয়, কিন্তু ঈশ্বরকে আমাদের জীবন থেকে এমন কিছু নেওয়াার অনুমতি দেওয়া যা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের সম্পর্ককে আরো জোরালো করবে। যেমনটা ইফিষ নগরে যাদুবিদ্যার পুস্তক পোড়ানোর মতো। আমাদের জীবনে, এটি মাদক এবং অ্যালকোহল থেকে আমাদের জীবনকে পরিত্রাণ করার বিষয় হতে পারে অথবা সেসব সম্পর্ক থেকে আমাদের জীবনকে মুক্ত করা হতে পারে যা আমাদের পাপ করতে বাধ্য করে। অথবা সেসব ক্ষমতা থেকে আমাদের জীবন থেকে মুক্তি দেয়া হতে পারে, সেসমস্ত কিছুকে আমরা ভেবেছিলাম তা আমাদের জীবনকে পূর্ণ করবে, কিন্তু তা কেবল আমাদের খালি করে রাখে।

- আপনার সমাজে সম্পত্তি, সম্পর্ক বা ক্ষমতার উদাহরণগুলি কী কী, যা মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণের জন্য ঈশ্বরের সাথে প্রতিযোগিতা করে?
- একজন খ্রীষ্টিয়ান তাদের পাপের জীবনকে শুদ্ধ করতে এবং পাপকে তাদের জীবন থেকে দূরে রাখতে কোথায় সাহায্য পেতে পারেন?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন।
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

পাঠের শিরোনাম: ১০৫ মাল্টা দ্বীপে জাহাজ ডুবিতে পৌল রক্ষা পেলেন

পাঠের শাস্ত্রাংশ: প্রেরিত ২৭

সহায়ক শাস্ত্রাংশ: মার্ক ৪:৩৫-৪১

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** রোমে সুসমাচার প্রচার করার জন্য পৌলকে ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সেখান থেকেও পৌল এবং নাবিকদের রক্ষা করেছিলেন সেই বিষয়ে চিন্তা করুন ।
- **হৃদয়:** বিপদের সময়েও আপনার কাছে প্রকাশিত ঈশ্বরের বাক্যের উপর বিশ্বাস করুন। যখন কঠিন সময় আসে জীবনে, তখন আমাদের কাছে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিগুলিকে অনেক সময় আমরা ভুলে যায়। তবে আপনি যদি ঈশ্বরের প্রতি আপনার বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখেন, তাহলে ঈশ্বর সেই সংকটের সময়গুলি থেকে ভালো কিছু বের করে আনবেন।
- **হাত:** আপনি কীভাবে অন্যদের সাথে ঈশ্বরের বাক্য ভাগ কেও নিবেন সে বিষয়ে সতর্ক হন। সেই পরিস্থিতির জন্য কোন অনুপ্রেরণা, সংশোধন, বা অন্য কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন আছে কি না তা দেখুন এবং ঈশ্বর চান যে আপনি তা শেয়ার করুন।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা পৌল, ভয় করিও না, কৈসরের সম্মুখে তোমাকে দাঁড়াইতে হইবে। আর দেখ, যাহারা তোমার সঙ্গে যাইতেছে, ঈশ্বর তাহাদের সকলকেই তোমায় দান করিয়াছেন, প্রেরিত ২৭:২৪।

পাঠের সার সংক্ষেপ: পৌল কৈসরিয়াতে বন্দী ছিলেন। তিনি একজন রোমান নাগরিক ছিলেন এবং তাই রোমে তার বিচার করতে বলেছিলেন। রোমে যাওয়ার জন্য পৌলকে জাহাজে ভ্রমণ করতে হয়েছিল। কৈসরিয়াতে রাজা পৌলকে তত্ত্বাবধান করতে জুলিয়াস নামে একজন সেনাপ্রহরী পাঠালেন। তারা যখন ভ্রমণ করছিল। পৌল জুলিয়াসকে বলেছিল যে, তাদের কাছের একটি দ্বীপে থামতে হবে কারণ জাহাজটি ধ্বংস হতে চলেছে। সেই সৈনিক পৌলের কথা শোনেনি। তার পরিবর্তে জাহাজের মালিক তাদের গন্তব্য স্থানে যাওয়ার আগে আরও দূরে একটি শহরে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তখন একটি মৃদু বাতাস বইতে শুরু করে যার ফলে জাহাজটি দুলতে শুরু করেছিল। তারপর বাতাস উঠল এবং আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল। বাতাস ছিল হারিকেনের মতো শক্তিশালী। যখন জাহাজটি ভেঙ্গে যাচ্ছিল, তখন পৌল লোকদের ভয় না পেতে বললেন এবং বললেন ঈশ্বর তাদের রক্ষা করবেন। বাতাস শান্ত হওয়্যার পরে, তাদের মধ্যের কেউ একজন দূরে একটি দ্বীপ লক্ষ্য করল। কিছু কয়েদী সাঁতরে দ্বীপে গিয়েছিলেন এবং অন্যরা কাঠের টুকরোতে ভেসেছিলেন। কিন্তু তারা সবাই রক্ষা পেয়েছিল।

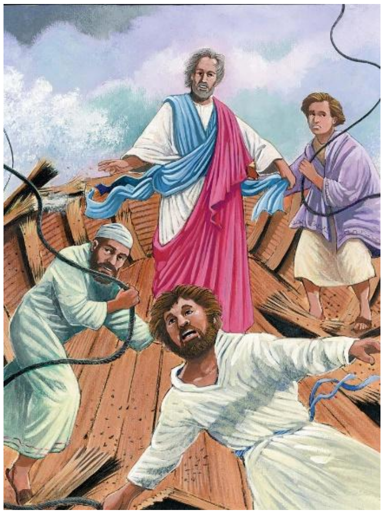

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **পৌল** জেরুজালেমের ধর্মীয় নেতাদের পৌলকে যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে তার শক্তিশালী প্রচারের কারণে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু তারা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার আগেই, রোমীয়রা শান্তি বজায় রাখার জন্য পৌলকে গ্রেপ্তার করেছিল। যদিও পৌল কোনো আইন ভঙ্গ করেননি, তবুও ধর্মীয় নেতাদের ষড়যন্ত্র সফল হবে এই ভয়ে রোমান কর্তৃপক্ষ তাকে মুক্তি দেয়নি। শেষ পর্যন্ত পৌল একজন রোমান নাগরিক হিসাবে রোমে সিজারের সামনে তার মামলা করার দাবি করেছিলেন।
- ২. **ঝড়।** রোমে যাত্রা করার সময় একটি প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল এবং পৌল যে নৌকাটিতে ভ্রমণ করেছিলেন তা ডুবে যেতে বসেছিল। ঈশ্বর পৌলের কাছে প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি এবং অন্যান্য কয়েদীরা সকলে নিরাপদ থাকবেন তাই পৌল নাবিকদের কাছে এই সান্ত্বনার কথাগুলি বলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত, জাহাজটি ভেঙে যায় এবং জাহাজে থাকা লোকেরা সাঁতরে তীরে চলে যায়। ঈশ্বরের কথামত সবাই বেঁচে গেল। রোমান সাম্রাজ্যের নেতার কাছে সুসমাচার প্রচার করা থেকে পৌলকে বাধা দিতে ঈশ্বর সেই ঝড়কে অনুমতি দেয়নি ।

পাঠ প্রসংগ: ধর্মীয় নেতারা পৌলকে মৃত অবস্থায় পেতে চেয়েছিলেন। রোমান সাম্রাজ্যের চারপাশে তার শক্তিশালী পরিচর্যার ফলে খ্রীষ্টানদের অনেক নতুন মণ্ডলী তৈরি হয়েছিল। যাইহোক, ঈশ্বর চেয়েছিলেন পৌল রোমে যান এবং সেখানে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করুন ।

ঘটনাটিতে ঈশ্বর পৌলকে রোমান কর্তৃপক্ষ সিজারের দ্বারা গ্রেপ্তারের মাধ্যমে হত্যাকারীদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত যদিও পৌল তার গ্রেফতারকে তার নিজের ভালোর জন্য ব্যবহার করেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন যে, একজন রোমান নাগরিক হিসেবে সিজারের সামনে তার মামলা করার জন্য। এর জন্য রোমান কর্তৃপক্ষকে পৌলকে জেরুজালেম থেকে রোমে নিরাপদে জাহাজে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এই অনুচ্ছেদটি প্রকাশ করে, পৌলের বিপদ কেবল হত্যাকারীই কাছ থেকেই ছিল না, বরং প্রকৃতি থেকেও ছিল। শেষ পর্যন্ত যদিও ঈশ্বর পৌল এবং তার সঙ্গীদের নিরাপদ রেখেছিলেন, যাতে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে।

পরবতীর্ পাঠ্য: (আরো পটভূমির তথ্যের জন্য পাঠ # ৬২ দেখুন) এই অনুচ্ছেদে যীশু তাঁর জীবনে কর্মক্ষেত্রে ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশ করেছেন। যীশু বাতাস এবং জল নিয়ন্ত্রণ করে তার ঐশ্বরিক ক্ষমতা

প্রমাণ করেছিলেন। যদিও শিষ্যরা ঝড়ের ভয় পেয়েছিলেন, কিন্তু যীশু তাদের নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। একইভাবে, যদিও জাহাজের নাবিকরা ঝড়ের ভয় পেয়েছিলেন, তবুও পৌল তাদের নিরাপত্তার জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা কি তা বলে সান্ত্বনা প্রদান করেছিলেন।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু’টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- ’পাঠের প্রসঙ্গ’টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু’টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ুন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে?** ঈশ্বর শুধু সবকিছু সৃষ্টি করেননি, কিন্তু ঈশ্বর সবকিছু নিয়ন্ত্রণও করতে পারেন। যদিও এর অর্থ এই নয় যে, ঈশ্বর পৃথিবীর প্রতিটি ঝড় এবং ঘটনাকে নির্দেশ করেন, ঈশ্বর তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এবং নিশ্চিত করতে পারেন যে, এই ঝড় এবং ঘটনাগুলি ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং পরিকল্পনাকে বাঁধা দিতে না পারে। পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্যকে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য ঈশ্বর আমাদের জীবনের ঘটনাগুলি ব্যবহার করেনা। যদিও এই ঘটনাগুলি প্রায়শই ভীতিকর এবং কঠিন হতে পারে, খ্রীষ্টিয়ানরা তাদের বিশ্বাস এবং জীবনে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারে, এটা জেনে যে কিছুই ঈশ্বরের ইচ্ছাকে ব্যর্থ করতে পারে না।
    - ঈশ্বরই যে সব নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এই বিষয়ে কিছু ঘটনা কী যা খ্রীষ্টিয়ানদের বিশ্বাস ও দৃঢ় বিশ্বাসকে পরীক্ষা করতে পারে?
    - ভয়ের সময়ে খ্রীষ্টিয়ানদের শক্তির কোন উৎসগুলোকে টিকিয়ে রাখতে হয়?
- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে এই পাঠটি কি বলে ?** খ্রীষ্টিয়ানদের একটি কঠিন শিক্ষা যা অবশ্যই শিখতে হবে তা হল যে খ্রীষ্টিয়ানরা যদি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে তবে ঈশ্বর কঠিন পরিস্থিতি থেকে ভালো কিছু নিয়ে আসবেন। এটি শেখার জন্য এটি একটি কঠিন পাঠ। কারণ খ্রীষ্টিয়ানরা কেবলমাত্র এই বিষয়টি শিখতে পারে যখন তারা সেই কষ্ট সহ্য করে। খ্রীষ্টিয়ানরা কেবল বাইবেল পড়ার মাধ্যমে অনেক পাঠকে বিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু যখন খ্রীষ্টিয়ানরা কষ্ট সহ্য করে, এবং ঈশ্বরের বিশ্বস্ততায় টিকে থাকে, তখনই বিশ্বাসটি আরো জোরালো হয় ।
    - দু:খকষ্টের কঠিন সময়ে ঈশ্বর কীভাবে আপনার প্রতি বিশ্বস্ত এবং ভালো তা প্রমাণ করেছেন?

- আপনি একজন খ্রীষ্টিয়ানকে কী বলবেন যে দু:খকষ্টের কঠিন সময়ে ঈশ্বরের মঙ্গল বা ক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ করতে প্রলুব্ধ হয়?

- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ দিতে পারি ?** এই অনুচ্ছেদে ঈশ্বর পৌলের সাথে কয়েকবার কথা বলেছেন। যদিও পৌল বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের বাক্য অন্যদের সঙ্গে ভাগ করেছিলেন, কিন্তুঅনেকসময় এই দায়িত্বপ্রাপ্তরা প্রায়ই ঈশ্বরের নির্দেশে মনোযোগ দেয়নি। পরিস্থিতি পরিবর্তিত হওয়াার সাথে সাথে অন্যদের কাছে ঈশ্বরের বার্তা দেওয়ার কৌশলটিও পরিবর্তন করতে হয়েছিল। একইভাবে খ্রীষ্টানদের অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্য শুনতে হবে, কিন্তু সেটা অন্যদের কাছে কীভাবে বলতে হবে তাও বুঝতে হবে। ঈশ্বর খ্রীষ্টিয়ানদেরকে তাদের কথার মাধ্যমে অন্যদের আপত্তিকর কিছু বলতে বা অবমাননাকর কিছু বলতে আহ্বান করেন না, তাই খ্রীষ্টিয়ানদেরকে অবশ্যই ঈশ্বরের বার্তা যথাযথ উপায়ে উপস্থাপন করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।
    - কাউকে সংশোধন বা উৎসাহ দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের কথা জানানোর কিছু উপযুক্ত উপায় কী হতে পারে?
    - কারো কাছে ঈশ্বরের সংশোধন বা উৎসাহের কথা জানানোর কিছু অনুপযুক্ত উপায় কী হতে পারে?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন।
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

পাঠের শিরোনাম: ১০৬ রোমে গৃহবন্দী পৌল

পাঠের শাস্ত্রাংশ: প্রেরিত ২৮:১৭-৩১

সহায়ক শাস্ত্রাংশ: দানিয়েল ৬ অধ্যায়

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** এই বিষয়টি উপলব্ধি করুন যে, পৌল রোমে তার গৃহবন্দি অবস্থা ব্যবহার করেছিলেন রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানীতে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করেছিলেন।
- **হৃদয়:** আনন্দিত হন, কারণ রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানীতে অনেক লোককে যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে বলতে সক্ষম হয়েছিলেন।
- **হাত:** পরের সপ্তাহে ঈশ্বর যাকে আপনার জীবনে নিয়ে আসবেন তার সাথে সাহসের সাথে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার ভাগ করে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিন।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা আর পৌল সম্পূর্ণ দুই বৎসর পর্যন্ত নিজের ভাড়াটিয়া ঘরে থাকিলেন, এবং যত লোক তাঁহার নিকটে আসিত, সকলকেই গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণ সাহসপূর্বক ঈশ্বরের রাজ্যের কথা প্রচার করিতেন, ৩০এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে উপদেশ দিতেন, কেহ তাঁহাকে বাধা দিত না, প্রেরিত ২৮:২৯-৩০।

পাঠের সার সংক্ষেপ: পৌলকে জেরুজালেমে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কারণ তিনি যীশুর বিষয়ে প্রচার করছিলেন। শহরের যিহুদীরা পৌলকে গ্রেপ্তার করে এবং তার হাতে ও পায়ে শিকল পরিয়ে দেয়। তারা পৌলকে রোমে পাঠিয়েছিল যাতে সে রোমান সাম্রাজ্যের রাজা সিজারের দ্বারা বিচারের মুখোমুখি হতে পারে। পৌলকে কিছু প্রহরী রোমে নিয়ে গিয়েছিল যারা তার উপর কড়া নজর রাখছিল। একজন বন্দী ছিলেন বলে পৌল কখনই ঈশ্বরের উপর রাগ করেনি। বরং তিনি রক্ষীদের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এবং তাদের বলেছিলেন যে যীশু তাদের কতটা ভালোবাসতেন। পৌল যখন রোমে পৌঁছালেন তখন তিনি হাতে শিকল নিয়ে মানুষের ভিড়ের সামনে দাঁড়ালেন। তিনি যীশুর সম্বন্ধে জনতার কাছে প্রচার করতে লাগলেন। জনতার সাথে কথা বলার পরে, পৌলকে গৃহবন্দি করা হয়েছিল। দুই বছর ধরে, একজন প্রহরীকে রাখা হয়েছিল যেন পৌল পালানোর চেষ্টা না করে । কিন্তু কখনও পালানোর চেষ্টা করেনি। বরং লোকেরা যখন দেখা করতে আসত, তখন পৌল তাদের বলত যে যীশু তাদের ভালোবাসতেন এবং তাদের পাপের জন্য মারা গিয়েছিলেন।

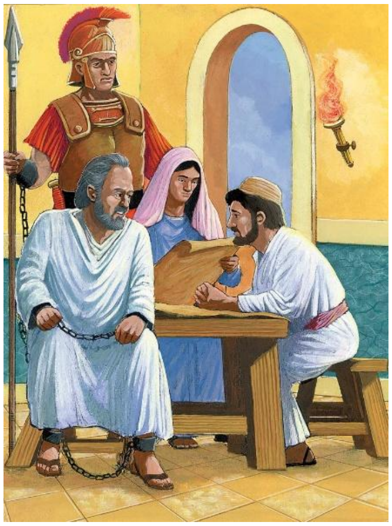

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **পৌল।** কারণ জেরুজালেমের ধর্মীয় নেতারা পৌলের যীশু খ্রীষ্টের সম্পর্কে প্রচার করার বিষয়টি পছন্দ করেননি, তাই তারা তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। পরিবর্তে যদিও রোমান কর্তৃপক্ষ ষড়যন্ত্রের কথা শুনেছিল এবং পৌলকে গ্রেপ্তার করে রক্ষা করেছিল। পৌল এই কারাবাসটিকে আরও অনেক লোকের সাথে সুসমাচার ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
- ২. **রোমান সুরক্ষার অধীনে।** এর মাধ্যমে রোমে রোমান সাম্রাজ্যের নেতার সামনে পৌল তার মামলা করতে পেরেছিল। রোমে থাকাকালীন, রোমান সাম্রাজ্য পৌলকে রক্ষা করেছিল এবং যে বাড়িতে সে থাকত সেখানে যারা আসতেন তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার স্বাধীনতা দেয়। দুই বছর ধরে, পৌল রোমে সুসমাচার প্রচার করেছেন।
- ৩. **চিঠি।** তিনি খ্রীষ্টিয়ান মন্ডলী এবং তাদের পুরোহিতদের উৎসাহিত করতে চিঠি লিখে এবং যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে তার সময় কাটিয়েছিলেন ।

পাঠ প্রসংগ: একটি জাহাজডুবির ঘটনা, ক্ষুধায় কষ্ট পাওয়া এবং অন্যান্য অনেক বিপদের পরে, পৌল অবশেষে রোমে পৌঁছেছিলেন। প্রেরিত পুস্তকের শেষ অধ্যায় আমাদের রোমে পৌলের কাটানো দিনগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেয়। তা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে তিনি দুই বছর ধরে সাহসিকতা এবং স্বাধীনতার সাথে যীশুর বিষয়ে প্রচার ও শিক্ষা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পরবর্তীর্ পাঠ্য: (আরও পটভূমির তথ্যের জন্য পাঠ #৪৯ দেখুন) পৌলের দিনের ধর্মীয় নেতাদের মত, দানিয়েলের দিনে অনেকেই ছিলেন যারা ঈশ্বর তাকে যে সাফল্য দিয়েছেন তাতে ঈর্ষান্বিত ছিলেন। অতএব, এই ঈর্ষান্বিত লোকেরা দানিয়েলকে হত্যা করার জন্য একসাথে ষড়যন্ত্র করেছিল। ঈশ্বরের অবশ্য অন্য পরিকল্পনা ছিল, এবং দানিয়েলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের পরিবর্তে আরও বেশি লোকের কাছে দানিয়েলের মাধ্যমে ঈশ্বরের কথা পৌঁছে দেওয়ার আরো সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিলেন।

বিশ্বাসের পথের বিষয় আলোচনা : ৩. শান্তি। অনেক লোক বিশ্বাস করে শান্তি মানে সংঘর্ষ অনুপস্থিতি, যখন কেউ মারামারি বা রাগ করে না। যাইহোক, খ্রীষ্টিয়ান শান্তি কেবল সংঘর্ষের অনুপস্থিতি নয় এর চেয়ে অনেক গভীর। খ্রীষ্টিয় শান্তি হল আত্মবিশ্বাস এবং প্রশান্তি যা আসে যখন

পবিত্র আত্মার উপস্থিতির মাধ্যমে যা একজন খ্রীষ্টিয়ানের জীবনের প্রতিটি অংশকে আশীর্বাদ করে। এমন বিশৃঙ্খলার পরিবর্তে যা অনেক লোকের জীবনকে চিহ্নিত করে যারা যীশুর প্রভুত্বের অধীনে বাস করে না, পবিত্র আত্মায় পূর্ণ খ্রীষ্টিয়ান এমন শান্তি পান যার তুলনা হয় না । পাঠের অনুচ্ছেদে, প্রেরিত পৌল, যদিও রোমে বন্দী ছিলেন, কিন্তু তার জীবনের মহান শান্তি প্রকাশ করেছেন যে তার এই পরিস্থিতি সত্ত্বেও, ঈশ্বর অন্যদের আশীর্বাদ করার জন্য তার মধ্যে এবং তার মাধ্যমে কাজ করছেন।

- **মাথা:** কোন কোন উপায়পাপ একজন ব্যক্তির জীবনে বিশৃঙ্খলা নিয়ে আসে?
- **হৃদয়:** ঈশ্বরের শান্তির গভীরতা অনুভব করার জন্য আপনার হৃদয়পবিত্র আত্মাকে কী পরিবর্তন আনতে হবে?
- **হাত:** শান্তি যদি আপনার সমস্ত চিন্তাভাবনা এবং কর্মে উপর নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয় তবে অন্য লোকেরা আপনার জীবনে কী পার্থক্য দেখতে পাবে?

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়–ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে?** প্রেরিত পুস্তকটি খোলার সাথে সাথে, স্বর্গে আরোহণের ঠিক আগে, যীশু তাঁর শিষ্যদের সুসমাচারকে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এখন প্রেরিত পুস্তকের শেষে, আমরা শুনি যে সেই আদেশ অনুযায়ী শিষ্যদের অগ্রগতি কতটা হয়েছে। আশ্চর্যজনকভাবে, রোমান সাম্রাজ্যের বাইরের পূর্ব প্রান্তে জেরুজালেমের এই বিচ্ছিন্ন শহর থেকে, পৌল রোমান সাম্রাজ্যে যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে বলতে আসেন। যদিও এই সভাটি কীভাবে হয়েছিল সে সম্পর্কে আমাদের কাছে তথ্য নেই, আমরা শুনতে পাই যে পৌল দুই বছর ধরে রোমে সুসমাচার প্রচার করতে স্বাধীন ছিলেন। কী আশ্চর্যজনক একটা পরিবর্তন..পৌল খ্রীষ্টিয়ানদের বন্দী করার জন্য দামেস্কে রওনা হলেন, তারপর যীশু

তার মুখোমুখি হলেন। তারপর তিনি রোমান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহরে যীশু খ্রীষ্টের সুসংবাদ প্রচার করে খ্রীষ্টের জন্য বন্দী হয়ে জেরুজালেমে পৌঁছেছিলেন।

  - আপনি কিভাবে মনে করেন যে রোমে পৌলের দুই বছর, পুরো রোমান সাম্রাজ্য জুড়ে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিল?
  - ঈশ্বর পৌলকে যে প্রতিভা এবং উপহার দিয়েছেন তার মধ্যে কী কী বিষয় যা তাকে এমন একজন কার্যকর ধর্মপ্রচারক করেছে?

- **হৃদয়:আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে এই পাঠটি কি বলে ?** অনেক খ্রীষ্টিয়ান পৌলকে জেরুজালেমে না যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিল (প্রেরিত ২০এবং ২১ দেখুন), কারণ তারা জানত যে তিনি যে বিপদে পড়তে পারে। পৌলও তার বিপদের কথা জানতেন, কিন্তু এটাও জানতেন যে, তাঁর জীবনের জন্য ঈশ্বরের একটি মহান পরিকল্পনা ছিল এবং সেই পরিকল্পনায় জেরুজালেমে যা ঘটবে তা অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেহেতু পৌল একজন মিশনারী হওয়ার জন্য অনেক কারাবাস এবং মারধর সহ্য করেছিলেন, তাই তিনি জেরুজালেমে যাওয়ার জন্য ঈশ্বরের নির্দেশনা অনুসরণ করতে ভয় পাননি। যদিও আজ কোন খ্রীষ্টিয়ান সেইভাবে নির্যাতন ভোগ করে না, কিন্তু কখনও কখনও এই নির্যাতন ঈশ্বরের রাজ্য সম্প্রসারণের একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। প্রকৃতপক্ষে, রোমে বন্দী থাকার সময় পৌল মহান আনন্দ এবং শান্তি অনুভব করেছিলেন, এই কারাবাসের জন্য তাকে মহান স্বাধীনতা এবং সুরক্ষার সাথে সুসমাচার প্রচার করার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।
  - আপনার সমাজের খ্রীষ্টিয়ানরা যীশু সম্পর্কে অন্যদের বলার জন্য কী ধরনের জন্য নিপীড়নের মুখোমুখি হয়?
  - আপনার জীবনে যীশুর আহ্বানের প্রতি বিশ্বস্ত হওয়াার জন্য আপনি কী কষ্ট ভোগ করতে ইচ্ছুক?
- **হাত: আমরা কিভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রুপ দিতে পারি?** পৌল তার রোমান কারাবাসের মধ্যে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। এটি পৌলের একটি মহান গুণাবলীর মধ্যে একটি যে, তিনি যেকোন পরিস্থিতিতে যীশুর সুসমাচার প্রচার করেছেন।
  - প্রার্থনায় সময় কাটান, যীশুকে এই সপ্তাহে আপনার জীবনে এমন লোকদের আনতে বলুন যাদের সাথে আপনি সুসমাচার প্রচার করতে পারেন।
  - এই সপ্তাহে কারো সাথে সুসমাচার শেয়ার করার জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য আপনাকে কী পদক্ষেপ নিতে হবে?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সাম্রাংটি আবার বলতে বলুন।
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।

অনুশীলনীর শিরোনাম: ১০৭ একজন রাজা হিসেবে যীশুর আগমন

অনুশীলনীর শাস্ত্রাংশ: প্রকাশিত বাক্য ১৯:১১—২০:৬

আনুষাঙ্গিক শাস্ত্রাংশ: লূক ২১:৫-১৯

অনুশীলনীর উদ্দেশ্যসমূহ:

- **মস্তক:** এই যুগের শেষ যীশু মশীহ্ তাঁর শত্রুদের বিচার করতে, তাঁর মনোনীত লোকদেরকে পুরষ্কৃত করতে এবং গোটা পৃথিবীর রাজা হিসেবে রাজত্ব করার জন্য ফিরে আসবেন জেনে উৎসাহিত হোন।
- **হৃদয়:** যদিও আপনি এই জীবনে যন্ত্রণা এবং নির্যাতন ভোগ কর্ছেন, কিন্তু আপনি যদি দৃঢ়ভাবে স্থির থাকেন তাহলে যীশু আপনাকে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করার সুযোগ দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন।
- **হাত:** আপনার যে আশা রয়েছে সেটি সম্বন্ধে কেউ যদি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করে তাহলে তাদেরকে উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত থাকুন। কিন্তু এই উত্তর মৃদুতা এবং নম্রতার সাথে দিতে হবে। (১ম পিতর ৩:১৫)

একটি পদে আজকের অনুশীলনী: যে কেহ তোমাদের অন্তরস্থ প্রত্যাশার হেতু জিজ্ঞাসা করে, তাহাকে উত্তর দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাক। কিন্তু মৃদুতা ও ভয় সহকারে উত্তর দিও, সৎবিবেক রক্ষা কর, (১ম পিতর ৩ঃ১৫)

শাস্ত্রাংশের সারমর্ম/সংক্ষিপ্তসার: এই অংশে, বিভিন্ন রকম রূপক এবং চিহ্নের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, একদিন যীশু এই জগতে ফিরে আসবেন আর তখন পাপের অভিশাপ ভেঙ্গে যাওয়ার সাথে সাথে অধার্মিকেরা পরাজিত হবে এবং ধার্মিকেরা উদ্ধার পাবে।

ছবিটি থেকে শিক্ষা:

- ১. **রাজা হিসেবে যীশু.** এই শাস্ত্রাংশটি যীশুর এই জগতে বিশাল এক বাহিনী নিয়ে খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদেরকে রক্ষা করতে আসবেন এবং জন্তুটিকে হারিয়ে দেবেন।
- ২. **লাল বস্ত্র/পোশাক.** যীশু পরনে রক্তে ডুবানো কাপড় থাকবে যেটি হয়তো সাক্ষ্যমরদের রক্তকে ইঙ্গিত করতে পারে। এভাবে যেসব সাক্ষ্যমর/শহীদের অন্যায়ভাবে কষ্ট পেয়েছে তাদের রক্তের প্রতিশোধ শেষ বিচারের এই দিনে নেওয়া হবে।
- ৩. **স্বর্গের সৈন্যদল.** শয়তান বর্তমানে পৃথিবীর ক্ষতি করলেও শেষ বিচারের দিনে সে স্বর্গীয় শক্তির কাছে পরাজিত হবে।

শাস্ত্রাংশের প্রেক্ষাপট প্রকাশিত বাক্যে ঈশ^র প্রেরিত যোহনকে এমন সব দর্শন দেখিয়েছিলেন যেগুলো ভবিষ্যতে ঘটবে আর তিনি সেগুলো লিখেছিলেন। বিভিন্ন রকমের রূপক এবং প্রতীকের/চিহ্নের মাধ্যমে যোহন তার লেখনীতে এই বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। যোহন এই দর্শনগুলো তৎকালীন সময়ের রোমীয় সাম্রাজ্যের সমাপ্তি হিসেবে দেখেছিলেন। তবে, খ্রীষ্টিয়ানরা বিশ^াস করে যে, এই সত্য দর্শনগুলো পৃথিবীতে খ্রীষ্টের ভবিষ্যৎ আগমনের ক্ষমতা সম্পর্কেও কথা বলে। এখানে যোহন যে ধরণের রূপক এবং চিহ্ন/প্রতীক ব্যবহার করেছেন সেগুলোর অর্থ নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে।

যোহন যেসব রূপক এবং চিহ্ন/প্রতীক ব্যবহার করেছেন সেগুলোকে বর্তমান যুগের সাথে মিলিয়ে ফেলার চেষ্টা না করলে ভালো হয়, তবে তিনি যে মূল বার্তাটি দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন সেটি খুঁজে বের করা এবং তা আমাদের বর্তমান পরিস্থিতে প্রয়োগ করাই যুক্তিযুক্ত হবে।

আনুষাঙ্গিক শাস্ত্রাংশ: যীশুও অনেক রূপক এবং চিহ্ন/প্রতীক ব্যবহার করেছেন এবং সেগুলোর মাধ্যমে শিষ্যদের কাছে ভবিষ্যতের স্বর্গীয় সত্যগুলো প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। যীশু প্রথম যে বিষয়টি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেটি ছিল ৭০ খ্রীষ্টাব্দে যিরূশালেমের ধ্বংস হওয়া যা রোমীয়দের মধ্য দিয়ে হতে যাচ্ছিল। খ্রীষ্টিয়ানরা এটাও বুঝতে পারে যে, এই অংশটি শেষ বিচারের দিনের অর্থাৎ, যীশু যখন তাঁর ক্ষমতা এবং প্রতাপের সঙ্গে ফিরে আসবেন সেই সময়ের কথা বলছে।

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রা র্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ^রকে ধন্যবাদ িদন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবােদর অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ^র যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ িদয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্মা সবার হৃদয় ও মন খুলেেদন সেজন্য প্রার্থনা করুন

শোনা:

- পাঠের দু’টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- ’পাঠের প্রসঙ্গ’টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু’টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল ে থকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন।

বলা:

- **মস্তক: এই শাস্ত্রাংশটির অর্থ কী?** এই পৃথিবীতে পাপ এবং মন্দতার ব্যাপকতা দেখা গেলেও একদিন এমন সময় আসবে যেদিন ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবে শয়তানের শক্তিকে ধ্বংস করবেন এবং খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদেরকে উদ্ধার করবেন। যোহনকে এই দর্শন দেওয়া হয়েছিল যাতে এই বিষয়গুলো শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে কয়েকশত শতাব্দী ধরে খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য আশার উৎস হিসেবে কাজ করে।
    - এই পৃথিবীতে আপনার চারপাশে আপনি এমন কি কি খুঁজে পান যার মধ্য দিয়ে আপনি পাপের শক্তিকে কাজ করতে দেখেন?
    - যীশু যখন ফিরে আসবেন এবং এই পৃথিবীতে যখন কোনো পাপ না থাকবে তখন জীবন কেমন হবে বলে আপনার মনে হয়?
- **হৃদয়: শাস্ত্রাংশ অনুসারে আমাদের কেমন হওয়া উচিত?** যখন কঠিন পরিস্থিতি আসে তখন মাঝেমাঝে আমাদের উৎসাহের প্রয়োজন হয়। প্রাথমিক খ্রীষ্টিয়ানেরা যখন রোমীয় শাসনামলে নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল তখন তাদেরকে উৎসাহ দেবার জন্য যোহনকে এই দর্শন দেখানো হয়েছিল। তাই, এই শাস্ত্রাংশটি বহু

শতাব্দী ধরে যারা যীশু খ্রীষ্টের অনুসারী হওয়ার কারণে কষ্টভোগ করছে তাদের জন্য উৎসাহের একটি উৎস হিসেবেও কাজ করে।

- এই শাস্ত্রাংশ থেকে কোন বিষয়টি আপনাকে উৎসাহ দেয়?
- একজন খ্রীষ্টিয়ান হওয়ার কারণে আপনি কি কষ্টভোগ করছেন বলে মনে হচ্ছে?

- **হাত: কীভাবে আমরা ঈশ্বরের বাক্যকে কাজে রূপান্তর করতে পারি?** যখন আমরা উৎসাহ পাই এবং ঈশ্বরের ভালোবাসা ও ক্ষমতার বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা থাকে, তখন আমরা এই পতিত জগতে আত্মবিশ্বাসের সাথে বসবাস করতে পারি। আমরা অনেক পরীক্ষা এবং নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে গেলেও এগুলো আমাদেরকে অনন্য করে তোলে না। বরং, এটি আমাদেরকে সেইসব খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের সেই সুদীর্ঘ সারির সঙ্গে যুক্ত করে যারা যুগ যুগ/বহু শতাব্দী ধরে খ্রীষ্টের জন্য দুঃখ—কষ্টকে এড়িয়ে যাওয়ার মতো কোনো বিষয় বলে মনে করে নি।
    - কীভাবে আপনি আপনার মতো আরেকজন খ্রীষ্টিয়ানকে যিনি তার বিশ্বাসের জন্য দুঃখ—কষ্ট ভোগ করছেন তাকে সাহায্য এবং উৎসাহ দিতে পারেন?
    - আপনি যদি এখন নির্যাতিত না হন, তাহলে আপনি নিজেকে ভবিষ্যতের দুঃখ—কষ্ট এবং নির্যাতনগুলো সহ্য করার জন্য এখন থেকেই এমন কি প্রস্তুতি, প্রশিক্ষণ এবং সাজসজ্জা গ্রহণ করতে পারেন?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ^র চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ েথকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন ।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাে থ প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন ।

পাঠের শিরোনাম: ১০৮ নতুন জিরুশালেম

পাঠের শাস্ত্রাংশ: প্রকাশিত বাক্য ২১

সহায়ক শাস্ত্রাংশ পাঠ: যোহন ১৪ অধ্যায়

পাঠের উদ্দেশ্য:

- **মাথা:** চিনুন, আমরা যে জাগতিক জীবন যাপন করি তা আমাদের অস্তিত্বের শুরু মাত্র। মৃত্যুর পরে, সমস্ত খ্রীষ্টিয়ান স্বর্গে যায় যেখানে আমরা কোন দুঃখ কষ্ট ছাড়াই ঈশ্বরের সাথে আনন্দের সাথে বাস করব ।
- **হৃদয়:** আনন্দ করুন, কারণ ঈশ্বর সমস্ত খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য একটি জায়গা প্রস্তুত করছেন, এটি নিখুঁত শান্তি, আনন্দ এবং ভালবাসার জায়গা।
- **হাত:** আত্মবিশ্বাসের সাথে বাঁচুন, জেনে রাখুন যে, এই জীবনে আপনি যীশুর জন্য যদি কোন ত্যাগ স্বীকার করেন তবে ঈশ্বর তার পুরস্কার দিবেন। ঈশ্বর এর দেওয়া স্বর্গের আনন্দ এবং শান্তিতে এই জীবনে আপনি যে কোন দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হবেন তা তিনি মুছে দেবেন।

একটি পদে পাঠের শিক্ষা তাদের সব চোখের জল তিনি মুছে দেবেন এবং মৃত্যু আর হবে না; দুঃখ, কান্না এবং ব্যাথাও আর থাকবে না; কারণ আগের জিনিসগুলি সব শেষ হয়ে গেছে, প্রকাশিত বাক্য ২১: ৪ ।

পাঠের সার সংক্ষেপ: এক রাতে যোহন একটি দর্শন পেয়েছিলেন। এটি একটি স্বপ্নের মত। ঈশ্বর যোহনকে দেখাতে চেয়েছিলেন স্বর্গ কেমন হবে। ঈশ্বর এটিকে নতুন জেরুজালেম বলেছেন। এটি দেখে যোহন তার দেখা সবচেয়ে সুন্দর শহর দেখেছিলেন। তিনি একটি শহর দেখতে পেলেন যার দেয়াল জাসপার দিয়ে তৈরি এবং শহরের ভেতরটা খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি। চার দেয়াল ছিল শহরের চারপাশে এবং প্রতিটি প্রাচীর এর তিনটি দরজা ছিল। গেটগুলোর নামকরণ করা হয়েছে ইস্রায়েলের ১২টি জাতির নামে। প্রতিটি গেট একটি বিশাল মুক্তা দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। যোহন শহরের ভিতরে তাকাল এবং দেখলেন যে সেখানে ঈশ্বরের উপাসনা করার জন্য কোনও মন্দির নেই। একজন স্বর্গদূত বলেছিলেন যে মন্দিরের কোনও প্রয়োজন নেই কারণ ঈশ্বর এবং যীশু দুজনই সেখানে থাকবেন ।

তারপর স্বর্গদূত যোহনকে বলেছিলেন যে স্বর্গে কোন সূর্য থাকবে না কারণ ঈশ্বর এবং যীশু সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বল হবেন। যাদের নাম মেষশাবকের জীবন বইতে লেখা থাকবে তারাই এই শহরে প্রবেশ করতে পারবেন কারণ যীশু তাদের পাপ ক্ষমা করেছিলেন।

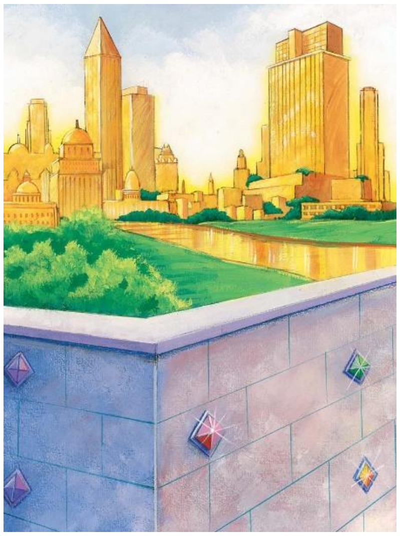

ছবি থেকে শেখা:

- ১. **স্বর্গ।** পৃথিবীতে আমাদের সময় শেষ হওয়ার পর ঈশ্বর আমাদের জন্য অনন্তকাল বসবাসের জন্য একটি জায়গা প্রস্তুত করছেন। স্বর্গে, খ্রীষ্টিয়ানরা ঈশ্বরের সাথে একসাথে বাস করবে , এবং কোনো ব্যথা বা কষ্ট পাবে না। স্বর্গ হল একটি সুন্দর শহর যেখানে আমরা চিরকালের জন্য ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং মহিমা উপভোগ করতে পারব ।

পাঠ প্রসংগ: ঈশ্বর প্রেরিত যোহনকে স্বর্গ কেমন হবে সে সম্পর্কে দর্শন দিয়েছেন। স্বর্গ এমন একটি জায়গা হবে যেখানে খ্রীষ্টিয়ানরা যীশুর সাথে অনন্তকাল বাস করবে। সেখানে কোন দুঃখ, পাপ বা কষ্ট থাকবে না। খ্রীষ্টিয়ানরা নিখুঁত প্রেম এবং আনন্দের সাথে যীশুর উপাসনা উপভোগ করবে।

পরবর্তী পাঠ্য: যীশু তাঁর শিষ্যদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর আগে যে তিনি যখন তাদের ছেড়ে চলে যাবেন তখন তিনি তাদের জন্য স্বর্গে একটি জায়গা প্রস্তুত করবেন। শিষ্যদের এই আত্মবিশ্বাসে শান্তিতে বাস করেছিলেন যে, যীশুর চলে যাওয়ার পরেও, যীশু পবিত্র আত্মার পরিচর্যার মাধ্যমে তাদের যত্ন নেবেন।

বিশ্বাসের পথের বিষয় আলোচনা: পুনরুত্থান, বিচার এবং নিয়তি। যখন খ্রীষ্ট ফিরে আসবেন, তিনি স্বর্গে ঈশ্বরের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য মৃতদের মধ্য থেকে সাধুদের জীবিত করবেন। প্রত্যেক ব্যক্তি ঈশ্বরের বিচার আসনের সামনে দাঁড়াবে। যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের কারণে, খ্রীষ্টিয়ানরা রক্ষা পাবে। যাইহোক, যারা খ্রীষ্টের ক্ষমা প্রত্যাখ্যান করবে তারা চিরতরে নরকে হারিয়ে যাবে।

- **মাথা:** শেষ বিচারের প্রতিশ্রুতি কি আপনার মনে আনন্দ বা ভয় নিয়ে আসে? কেন?
- **হৃদয়:** আপনার দৈনন্দিন জীবনাচরণ কিভাবে শেষবিচারের দিনে প্রভাব ফেলবে ।
- **হাত:** আপনি কীভাবে মানুষকে অনন্ত জীবন থেকে বাঁচাতে এবং তাদের অনন্ত গৌরবের পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারেন?

বাইবেল অধ্যায়ন

প্রার্থনা করা:

- দলের প্রার্থনার অনুরোধ ও ধন্যবাদ—প্রসংশার বিষয়গুলি শুনুন;
- আজকের পাঠের গুরুত্বপুর্ন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারার এই সুযোগের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন;
- প্রার্থনা ও ধন্যবাদের অনুরোধগুলি নিয়ে প্রার্থনা করুন;
- আজকের পাঠে ঈশ্বর যেসব সুন্দর বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন সেগুলি আনন্দের সংগে হৃদয়ে গ্রহন করতে যেন পবিত্র আত্না সবার হৃদয় ও মন খুলে দেন সেজন্য প্রার্থনা করুন।

শোনা:

- পাঠের দু'টি বাইবেলের অংশই পাঠ করুন;
- 'পাঠের প্রসঙ্গ'টি ক্লাশে আলেচনার জন্য সংক্ষিপ্ত করে নিন
- পাঠের দু'টি সাস্ত্রাংশই আবার (দ্বিতীয়বার) পড়–ন
- দলের কোন একজনকে বাইবেল থেকে মুল পদটি আবার বলতে বলুন

আলোচনা করা:

- **মাথা: এই পাঠে কি বোঝানো হয়েছে ?** এই বাস্তবিক জীবন শুধুমাত্র ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে আমরা সত্যিই একটি ছোট অংশ ।এই জীবন শেষ হলে, সমস্ত খ্রীষ্টিয়ান ঈশ্বরের সাথে স্বর্গে অনন্তজীবন উপভোগ করবে। সেখানে আমাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে, আমাদের সমস্ত কষ্ট সরিয়ে নেওয়া হবে এবং আমাদের সমস্ত চোখের জল শুকিয়ে যাবে। এটি এমন একটি জায়গা হবে যেখানে আমরা নিখুঁতভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারি, কারণ সেখানে আর কোনো দু:খকষ্ট বা পাপ থাকবে না।
    - আপনি স্বর্গে সবচেয়ে বেশি কিসের জন্য অপেক্ষা করছেন?
    - আপনি যখন যীশুকে সামনা সামনি দেখবেন তখন আপনি তাকে কী প্রশ্ন করবেন?
- **হৃদয়: আমাদের কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে এই পাঠটি কি বলে ?** খ্রীষ্টিয়ান জীবন যাপন খুব কঠিন হতে পারে। প্রলোভন এবং অত্যাচারের ভয়ে অনেক খ্রীষ্টিয়ান বিশ্বাস থেকে দূরে সরে যায়। ঈশ্বর খ্রীষ্টিয়ানদের স্বর্গেও আশা দেওয়ার একটি কারণ হল আমাদের মনে করিয়ে দেওয়া যে আমরা এখন এই ক্ষণস্থায়ী বেদনা এবং পরীক্ষার মধ্যে বড় কিছু পুরষ্কারের আশায় বেঁচে আছি।
    - স্বর্গ সম্বন্ধে জানা এখন আপনার জন্য কীভাবে সান্তনা নিয়ে আসে?
    - কোন পাপের প্রলোভন ছাড়াই বেঁচে থাকাটা কেমন হবে বলে আপনি মনে করেন?
- **হাত: কিভাবে ঈশ্বরের কথাকে আমরা কাজে রুপ দিতে পারি?** আত্মবিশ্বাসের সাথে বাঁচুন, এই সপ্তাহে কারো সাথে আপনার স্বর্গের আশা ভাগ করে নিতে প্রস্তুত থাকুন। হতে পারে যে তারা আপনাকে নিয়ে হাসতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকেরেই জানা দরকার শুধুমাত্র এই জীবনের জন্য নয়, ভবিষ্যতের জন্যও আশা আছে। তাদের আরও জানা দরকার যে তারা কীভাবে তাদের জীবনযাপন করে ,তার পরিণতি রয়েছে। এই জীবনের পাশাপাশি পরবর্তী জীবনের জন্যও পরিণতি রয়েছে।
    - আপনি কিভাবে নিশ্চিত করবেন যে, আপনি স্বর্গে যাচ্ছেন?
    - আপনি স্বর্গে গেলে (যীশু ছাড়াও) কাকে দেখতে চান?

প্রয়োগ করা:

- টীমের কোন একজনকে আজকের পাঠের জন্য বাইবেলের মূল সাস্ত্রাংটি আবার বলতে বলুন।
- আপনার টীমের কাছে জানতে চান, তারা কী মনে করে যে ঈশ্বর চান যেন তারা আজকের পাঠের প্রতি সাড়াদান করুক ?
- আপনার সমাজের জন্য একে অপরের সংগে প্রার্থনায় সময় কাটান, যেন আজকের পাঠ থেকে পাওয়া জ্ঞান—প্রজ্ঞা ব্যবহার করে জীবন—যাপন করতে পারেন।
- টীমের সবাই নিয়ে একসাথে প্রভুর প্রার্থনা করে আজকের পাঠ শেষ করুন।